সঙ্গীত-বিজ্ঞান
প্রবেশিকা
বর্ণানুক্রমিক লেখকান্তর্গত বার্ষিক সূচীপত্র
বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৪২

অ

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী
- স্বরলিপি ১০৬

"অমৃতাভ"
- জীবন সন্ধ্যা (গান) ১৮৪

শ্রীমতী অনিমা গুপ্তা (অনু)
- স্বরলিপি ২০১

শ্রীঅসিতরঞ্জন ঘোষ (ভুলুবাবু)
- স্বরলিপি ২৩৬

শ্রীঅশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- স্বরলিপি ২৬৯

শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য্য
- স্বরলিপি ২৯২

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার
- স্বরলিপি ৩২৩, ৬২১

শ্রীমতী অঞ্জলি দেবী
- স্বরলিপি ৩৭৩

কুমারী অমিয়া মুখার্জ্জি
- স্বরলিপি ৪০৭

শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর দাস
- হারমোনিয়মের গৎ ৪১৯

শ্রীঅজিত দাশগুপ্ত
- স্বরলিপি ৪৯৫

কুমারী অমলা ঘোষ
- স্বরলিপি ৫৫৭

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- তিলানা ৬১৭

শ্রীঅমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
- স্বরলিপি ৬৫৯

শ্রীঅনিল বাগ্‌চী
- স্বরলিপি ৬৯৭

আ

শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়
- স্বরলিপি ১০, ১৭৭

শ্রীআশারাণী মুখার্জ্জী
- গান ২২৪, ৭২৮

আয়েত আলী খাঁ
- গৎ ৩১৮
- সেতারের গৎ ৩৬১
- ঐক্যতানিক গৎ ৬৯৯

শ্রীমতী আলো সেন
- বাণী-বন্দনা (স্বরলিপি) ৬১৯
- স্বরলিপি ৬৯৩

ই

শ্রীইলা বন্দ্যোপাধ্যায়
- বিদায় বাণী (স্বরলিপি) ৩৯

শ্রীইরা দেবী
- স্বরলিপি ২৭৩

উ

৺উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ
- চয়ন—বাংলা গান ৭১৮

এ

কুমারী এষারাণী মিত্র
- স্বরলিপি ৪৭৪, ৭০৬

ক

শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য্য
- স্বরলিপি ৯২

শ্রীকানাইলাল হাজরা

মৃদঙ্গাচার্য্য ৺দীননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটী বোল ১০৭,১৭২,২৩০,২৫৬,৪৩৭, ৪৯৩,৬১১,৬৭৬

নিবেদন ৬৭৬

শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

মৃদঙ্গাচার্য্য স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র সেন ৩৮৫

শ্রীকমল দাশগুপ্ত

স্বরলিপি ৪৫৬

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায় (অন্ধগায়ক)

স্বরলিপি ৭০৮

শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায়

স্বরলিপি ৭২৬

গ

শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি ৬,১৩২,২৬১,৪২৯

শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী

গান ৬৬

কুমারী গৌরী সেনগুপ্তা

স্বরলিপি ২৮১,৬০৮

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি ৩৫০,৩৯০,৪৫৩,৬৮৩

শ্রীগোবর্দ্ধন চন্দ্র

স্বরলিপি ৭০৪

চ

শ্রীচুণীলাল মুখোপাধ্যায়

স্বর্গীয় বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পটলবাবু) ২৫৭

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গান ৪৭৮

জ

শ্রীজগৎ ঘটক

স্বরলিপি ১৭

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছলনা (কবিতা) ৩৮

গান ৫৫৯

শ্রীজীবনচন্দ্র উপাধ্যায়

স্বরলিপি ৮৬,৩৭১

শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি ১৫৮,৫৪৭,৭২৯

কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ

স্বরলিপি ২৯৬

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চৌধুরী বি-এল্

সরগম্ ৩৬৮

শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার

গান ৩৯৫,৬৮৬

শ্রীজগদীশচন্দ্র পাল

গান ৫৮৭,৬২৬

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

স্বরলিপি ৬৪৬

ত

কুমারী তৃপ্তিসুধা সর্ব্বাধিকারী

শ্রীগৌরশ্যাম-কালা গোরা (স্বরলিপি) ১৫৫

বাণী-বন্দনা (স্বরলিপি) ৫৯২

তেলেনা ৪৮৫

শ্রীতিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত ও শ্রোতা (চয়ন) ২৫১

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়

তেলেনা ৩১৫

বিখ্যাত তবলাবাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৫৩৯

দ

স্বামী দুর্গেশানন্দ

স্বরলিপি ৩৬

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধ বাবু)

মৃদঙ্গ বাদন ৪৯,৭৯,১৮৩,২৫৮,২৮০,৪৩৩,৪৯৮,৫৬১ ৬১২,৬৭৭,৭৩১

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী
অথ রাগ লক্ষণং ৫০
কীর্ত্তন ও চপের পার্থক্য ২২০,২৮৩
সঙ্গীতচ্ছটা ৪৬৬,৫১৮,৬৫০

শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস
মাথুর বিরহ ৫৩,৯৪, ৬০
রস কীর্ত্তন ২০৯,৩০৩,৩৪৫,৪০১,৪৮১,৫৪৭,৬৪১
অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী ৫৯১

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রায়
সেতারের গৎ ৫৭,৫৫০,৫৯৬

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত
গান ৬০

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
স্বরলিপি ৭৩

শ্রীদিলীপকুমার রায়
সহসা (কীর্ত্তন) ৭৪

শ্রীদুলালী দেবী
গান ১৫৬,৬৫৮

শ্রীদেবেশ মুখোপাধ্যায়
গান ২৬৮,৪২৮

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
রবীন্দ্র সঙ্গীত ৩৩৫

শ্রীদেবেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
স্বরলিপি ৪৯২

শ্রীদেবব্রত চট্টরাজ
স্বরলিপি ৭০৩

ধ

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি-এ
গান ২৯,১৭১,৬১৬

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বল
স্বরলিপি ১১৯

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস
স্বরলিপি ১৪৫

ন

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বাণীকণ্ঠ, বি, এল,
স্বরলিপি ১২,৩৩৮

শ্রীননীগোপাল চৌধুরী
গান ১১৮,৬০৭

শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য
গান ১৩১,৬৮২

শ্রীনলিনীকান্ত লাহিড়ী
স্বরলিপি ১৩৯,৫৮৫

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
স্বরলিপি ১৫১

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বর্দ্ধন
গান ২১৮,৬৩০

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী (গোপালবাবু)
মালকোষ ২৩৩
স্বরলিপি ৬১৩

শ্রীনরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শোকাঞ্জলি ২৪৯

শ্রীননীগোপাল দাস
হাম্বীর ২৮৭

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত, এম, এ, বি, এল,
গান ২৯১,৫৪৯

শ্রীনীরেন্দ্রমোহন রায়
গান ৬৮১,৫০০

কুমারী নীলিমা সিংহ
স্বরলিপি ৪২৬

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী
লক্ষণ গীত ৫৩৫

নীলিমা ঘোষ
ঝরণার গান (স্বরলিপি) ৬৩৯

কুমারী নির্ম্মলা ঘোষ
স্বরলিপি ৭২৩

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
গান ৭২৫

প

শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি ১৫,১৭৫,২০৬

সরস্বতী বন্দনা ৫১৫

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সঙ্গীতে গ্রাম ও শ্রুতি ২৭

বাংলা ভাষায় ধ্রুপদের চর্চ্চা ৯৮

স্বরলিপি ১৮৮

সঙ্গীতের ভিত্তি ২.৩

স্বরলিপি ৩০৫

দেবী-পূজায় গীতবাদ্য ৩২১

ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যা ৫৩১,৫৯৩,৪৫৭,৬৪৩

কুমারী পারুলপ্রভা দাশগুপ্তা

স্বরলিপি ৪১,৫৩৭

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার বি-এ

শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী ৪৩,৮২ ১৪৭,২৪১,২৭০,
৪৪২,৪৬৩,৫৫৪ ৫৭৮,৬২৮

কীর্ত্তন গান লোকপ্রিয় হয় না কেন ? ৩৬৫

শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গান ২০৮

শ্রীপ্রসাদ বসু

স্বরলিপি ২২৩

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

দণ্ডমাত্রিক ও আকার মাত্রিক স্বরলিপি ২৯০

সুরব্রহ্ম ৪০৫,৪৭৫

শ্রীপরেশচন্দ্র সিংহ

গান ৪১০

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ব্রহ্মচারী

বেহালার গৎ ৬৬১

ফ

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

বৈশাখী (গান) ৪৫

গান ১৯৫

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দে

গান ৫৩৬

ব

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী ১

ধ্রুপদগায়ক স্বর্গগত হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫

তিমিরবরণ ও তাঁহার অর্কেষ্ট্রা ১২৯

পরলোকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩

গান ২৬২,৩২৫,৩৮৬

বাণী-বন্দনা (গীতি-কবিতা) ৩৯২

সঙ্গীতসাধক রজনীনাথ সিংহ দেব বাহাদুর ৬২৫

স্বর্গীয় স্থিতিরাম পাণ্ডা ৬৮১

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

আলাপচারী ২১

রাগালাপ ২৬৩

সুগায়ন ৩২৭

নটনারায়ণ রাগ পরিচয় ৩৯৭,৫১৩,৪৪৯

ভারতীয় সঙ্গীতের প্রভাব ৫৭০

মল্লার রাগ পরিচয় ৬৩৩

কর্ণাট রাগ পরিচয় ৬৮৮

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান ৩২,১৪৩,৫৮৪,
৬৬২,৬৯১

নব গীতিমঞ্জরী (সমালোচনা) ১১০

হিন্দুস্থানী যন্ত্র সঙ্গীত ৩৫৬

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধ্রুবপদ্ধতি ৩৯১

শ্রীবিনোদ চক্রবর্ত্তী

হেলেনা ৪৬,১৮১

শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

সেতারের গৎ ১৬৫

শ্রীবীথি মুখার্জ্জী

স্বরলিপি ১৬৭

শ্রীবিমলকুমার রায়

প্রথম শিক্ষার্থীর গান ৭১৭

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (রামগোপালপুর)

সেতারের গৎ ২২৫,৪০৩

শ্রীবৈদ্যনাথ দে
স্বরলিপি ২২৭,৩৫৩
শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ
স্বরলিপি ৩১১
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য
স্বরলিপি ৩৪৩
শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী
বর্ত্তমানে সঙ্গীত প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ৪২৫
সেতারের গৎ ৬৫৭
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস
সরগম্ ৪৭৯
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
স্বরলিপি ৫২৫
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
স্বরলিপি ৫৬২
কুমারী বীণা দাশগুপ্তা
রাতের বিদায় (স্বরলিপি) ৬০০
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
স্বরলিপি ৬৩৬
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত
গান ৬৪৫
শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী
হোলীর গান (স্বরলিপি) ৬৭৩
শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র সিংহ
স্বরলিপি ৬৯১

ম

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষাল
স্বরলিপি ১০৩,১৬২
শ্রীমনোরঞ্জন সেন
স্বরলিপি ২৪৫
শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ
গান ২৭৯
শ্রীমণিলাল সেনশর্ম্মা
রবীন্দ্রনাথের সুর (চয়ন) ৫২৫
সঙ্গীতে ত্রিপুরা ৩৪৭
কর্ণাটী রাগ রাগিণী ৬০৫,৬২৮
শ্রীমতী মাধুরী দেবী (কাঞ্জিলাল)
স্বরলিপি ৪০৯
শ্রীমুরারিমোহন সেন, এম, এ,
সঙ্গীতবিৎ যামিনীকান্ত ৪১৭
কুমারী মণিকা রায়
স্বরলিপি ৫৪৩
শ্রীমানকুমারী সান্যাল
গান ৫৯০

য

শ্রীযতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত
গান ৪,২২৬,৬৪৮,৬৯৯
শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
স্বরলিপি ১৩৭,৩১১৫৩৭

র

শ্রীরাখালদাস মজুমদার
বেহালা শিক্ষা প্রণালী ২৪,১০১,১৮৫,২৪৭
কুমারী রেখা চট্টোপাধ্যায়
স্বরলিপি ৩০,১৬৭,৬৪৯
কুমারী রেণুকা বসু (ছবি)
স্বরলিপি ৭৭
শ্রীরাধাকান্ত দে
স্বরলিপি ১২১
শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র
গান ১৪৪,৪৮০
কুমারী রেণুকা মজুমদার
স্বরলিপি ১৫৭,৫৬০
শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বরলিপি ৩৭৮,৪৬০
স্বর্গীয় রজনীনাথ সিংহ দেব বাহাদুর
স্বরলিপি ৬২৭
শ্রীরমণীলাল সরকার
স্বরলিপি ৬৬৫

ল

শ্রীমতী লীলা দেবী (মুকুল)
স্বরলিপি ৬৭

শ্রীললিতমোহন দাস (ভুমুবাবু)
স্বরলিপি ৬০৪

শ

শ্রীশান্তিদেব ঘোষ
স্বরলিপি ৫,৬৯,১৯৬,৫৭৫

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়
গান ৯,১৭৮,২০৪,৩৬৪,৬৯৫

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী
স্বরলিপি ২০,৮১,২০৫

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ দত্ত
স্বরলিপি ৬১

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ রায়
গান ৯১

শ্রীমতী শান্তি দেবী
গান ২৪০

শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত
স্বরলিপি ১৭৭,৩৯৬,৪৭০

শ্রীমতী শেফালি মুখার্জ্জি
স্বরলিপি ৩৭৫

শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ
স্বরলিপি ৩৭৯, ৪৩৫

শ্রীশিবনাথ মুখোপাধ্যায়
স্বরলিপি ৪৪১,৬৭১
সেতারের গৎ

প্রফেসার শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
ঐক্যতানিক এস্রাজের গৎ ৪৬৫,৫২৮

কুমারী শান্তিপ্রভা গুহ
স্বরলিপি ৪৭৭, ৬৫৫

শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায়
গান ৬৬৪

স

সৌকৎ আলি খাঁ (মন্নু)
গৌড়সারঙ্গ ৮

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ
স্বরলিপি ১৪,৩০৮,৪৭৩,৫৮২,৬৮৭

শ্রীসুধীন চাকলাদার
নববর্ষের গান ২৩
গান ৪৮৬, ৬৭২

শ্রীস্বদেশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
স্বরলিপি ২৫

শ্রীসুচারুভূষণ প্রামাণিক
রামদাস, সুরদাস ও তানসেন ৩৫
স্বরলিপি ২১৯,৪১৫
সেতারের গৎ ৩১৩

কুমারী সবিতা গুপ্তা
স্বরলিপি ২৬
মীরার ভজন (স্বরলিপি) ৫২৩

সম্পাদকীয়—
সংবাদ৬৩,১২৫,১৯১,২৫৪,৩১৯,৩৮২,৫৬৭,৬২২,৬৭৮,৭৩৫
ভ্রম সংশোধন ৮০,৫৬৩
সৌখীন অভিনেতা শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১২৪
শোক সংবাদ ১৯০,২৫৩,৩১৭,৩৭০,৪৪৭,৭৩১
সমালোচনা ২৫০,৩১৬,৩৭৬,৪৪৮,৬২১
সেনোলা ২৭২
ষষ্ঠ বার্ষিক এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ফল ৫০৮,৫৬৪

শ্রীসুজাতা সিংহ
গান ১০২

শ্রীসুশীলকুমার ভঞ্জ চৌধুরী
সেতারের গৎ ১০৯

শ্রীস্বরজিৎকুমার মৌলিক
গান ১১৬,৪০০,৫৭৪

কুমারী সুলেখা রায়
স্বরলিপি ১৯১, ৪১০, ৪৯৯

শ্রীসজনীকান্ত ঘোষ
স্বরলিপি ১৫৫
শ্রীসুধীরঞ্জন গুহ
গান ১৬৬
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র
গান ১৮৭,৩০৯,৬৫৬
শ্রীসন্তোষকুমার পাত্র
স্বরলিপি ২১৬
শ্রীসুধীর সরকার
গান ২৩১
শ্রীসুকুমার দেব
স্বরলিপি ২৩৮,৩৬৬,৪৮৭,৭০১
শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী
স্বরলিপি ২৬৭,৩৪০,৩৮৭
শ্রীসাধনচন্দ্র গুপ্ত
স্বরলিপি ৩৬৩
শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত
গান ৩৭৪
শ্রীসুরেন রায়
স্বরলিপি ৪২৬,৫২৯
শ্রীসুবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
স্বরলিপি ৪৩৯
কুমারী সবিতা লাহিড়ী
স্বরলিপি ৪৮৯
শ্রীসত্যেন চক্রবর্ত্তী (অন্ধগায়ক)
স্বরলিপি ৫৪৪
শ্রীমতী সাবিত্রী বসু
স্বরলিপি ৫৮০

হ

শ্রীমতী হিরণপ্রভা দেবী
স্বরলিপি ৮৯
শ্রীহরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
আট মাত্রার ষৎ ২০৩
কাওয়ালী তাল ২৭৪
সাত মাত্রার ষৎ ৫৮৮
শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত
গান ২৯৭,৪৯৭,৫১৭,৫৮৩
আগমনী ৩৭২
স্বরলিপি ৪৩১
শ্রীহাসিরাশি দেবী
গান ৩৪২
শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
গান ৩৬০,৪৫৫
শ্রীহরিহর রায়
স্বরলিপি ৪২১
শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘটক
বাণীসঙ্গীত ৪৭২,৬১০

চিত্র-সূচী

বৈশাখ

১। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

জ্যৈষ্ঠ

১। স্বর্গীয় হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২। বটকৃষ্ণ বগঙ্গোপাধ্যায় ১৩৪
৩। মণিবর্দ্ধন—সোমদেব নৃত্যে ১২৫

আষাঢ়

১। সুরশিল্পী তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য
২। স্বর্গীয়া অশ্রুমতী দেবী ১৯০

শ্রাবণ

১। স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। „ খাদেম হোসেন খাঁ ২৫৩

ভাদ্র

১। স্বর্গীয় বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
২। „ স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ৩১৭
৩। মণিবর্দ্ধন—শিবনৃত্যে ভুজঙ্গত্রাস মূর্ত্তি ৩১৯

আশ্বিন

১। তোড়ী রাগিণী
২। স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৩৫
৩। „ বসন্তকুমার দাশগুপ্ত ৩৩৭

কার্ত্তিক

১। ৺ভগবানচন্দ্র সেন
২। সঙ্গীতবিৎ যামিনীকান্ত ৪১৮

অগ্রহায়ণ

১। সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী
২। রাণার্স´ কাপ বিজয়ী সঙ্গীত কলাভবনের
ছাত্র ছাত্রীগণ ৫০৮
৩। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য ৫০৯
৪। দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ৫০৯
৫। শ্রীশীতলপ্রসাদ মুখার্জ্জী (ছাত্র ছাত্রীগণ সহ) ৫১০
৬। কুমারী অমলা নন্দী ৫১১

পৌষ

১। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
২। কৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৫৩৯
৩। কুমারী সবিতা গুপ্তা ৫৬৭
৪। মণিবর্দ্ধন—শিবনৃত্যে প্রেঙ্খোলিত মূর্ত্তি ৫৬৮

মাঘ

১। বীণাপাণি
২। স্বর্গীয় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ৬২৩
৩। শ্রীমান্ অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২৩
৪। শ্রীযুক্ত স্বরজিৎকুমার মৌলিক ৬২৪

ফাল্গুন

১। স্বর্গীয় রজনীনাথ সিংহ দেব বাহাদুর
২। কুমারী এষারাণী মিত্র ৬৭৯

চৈত্র

১। স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিরাম পাঁজা ও
সঙ্গীত-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
(যৌবনে)

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

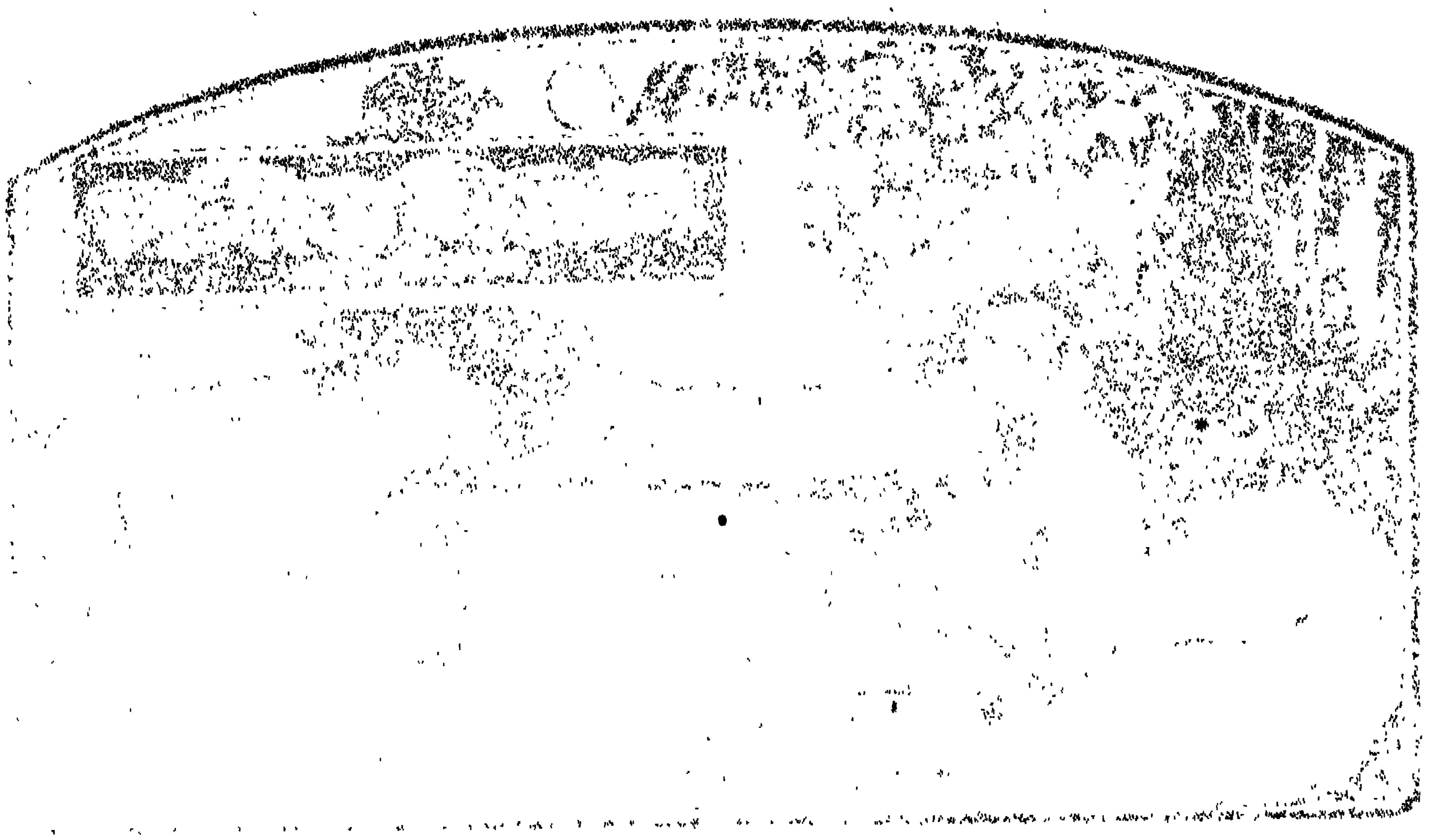

১২শ বর্ষ বৈশাখ, ১৩৪২ সাল ১ম সংখ্যা

লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

পরিবর্ত্তনশীল জগতে কোন একটি বস্তুরই স্থায়ী রূপ দৃষ্ট হয় না। কালচক্রে নিত্যই নূতনের সৃষ্টি হইতেছে। সঙ্গীতের প্রভাব ও প্রচলনে যে এক নূতনের সাড়া জাগিয়াছে—এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না। বাংলা তথা ভারতের অধিকাংশ পরিবারের বালক বালিকা ও তরুণ তরুণীদিগের মধ্যে সঙ্গীতচর্চ্চার এক নূতন প্রেরণা জাগিয়াছে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

একদা বাংলা দেশে সঙ্গীতচর্চ্চার মাত্রা বিশেষভাবেই ছিল। প্রাচীন গায়কগণ ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যখন মধুর মূর্চ্ছনা তুলিতেন, তখন শ্রোতার প্রাণমন এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া উঠিত। কিছুদিন পূর্ব্বে এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত একটু ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু আনন্দের বিষয়, আজকাল সঙ্গীত-চর্চ্চার যে আবহাওয়া বহিতেছে, তাহাতে আশা করা যায় সঙ্গীতের মূর্ত্তি নবশ্রীমণ্ডিত হইয়া বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্র একটি আদর্শস্থান হইবে।

* * * *

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে বর্ত্তমান বাংলার একটি বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইয়া নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি। বাংলার গীতরসিকজনের নিকট শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের নাম ও খ্যাতি বোধ হয় অজ্ঞাত নহে। বাঁকুড়া জেলার সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুর গ্রামে ১৩০৯ সালের ১০ই পৌষ, বৃহস্পতিবার তাঁহার জন্ম হয়। জ্ঞানেন্দ্রবাবুর বংশ-

পরিচয় প্রকাশ করিতে হইলে আমরা চৈতন্যযুগের এক মহাত্মার সন্ধান পাই; তিনি পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীনিবাস ঠাকুর গোস্বামী। চৈতন্যদেবের শিষ্যগণের মধ্যে আচার্য্য শ্রীনিবাস ঠাকুর ছিলেন অন্যতম।

জ্ঞানেন্দ্রবাবুর পিতৃদেব স্বর্গগত বিপিনচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় তৎকালীন সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে বিশেষ সুপরিচিত ছিলেন। কণ্ঠসঙ্গীত ও এস্রাজ বাদনেই তাঁহার সুযশ ছিল। জ্ঞানবাবুর পিতামহক্রমে সকলেই সঙ্গীতচর্চা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া আসিতেছেন। জ্ঞানবাবুর পিতামহ স্বর্গত জগৎচাঁদ ঠাকুর গোস্বামী মহাশয় তৎকালীন একজন প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী ছিলেন। জগৎচাঁদ বাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গগত কীর্ত্তিচন্দ্র ঠাকুর গোস্বামী মহাশয় পিতার পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক পাখোয়াজ বিদ্যায় বিশেষরূপে পারদর্শী হন। এক্ষণে আমরা জ্ঞানবাবুর সঙ্গীত শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করিতেছি।

মানুষের প্রতিভা শক্তি কখনও বয়সের বাধা মানে না, সময়ের গণ্ডী ছাড়াইয়া যায় তার চিত্তের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞানবাবুর সঙ্গীতপ্রতিভাও তদ্রূপ। যখন তাঁহার মাত্র ছয় বৎসর বয়স, তখন তাঁহার কনিষ্ঠ খুল্লতাত স্বর্গত লোকনাথ ঠাকুর গোস্বামী মহাশয় তাঁর শিশুসুলভ মধুর কণ্ঠের পরিচয় পাইয়া সস্নেহে তাঁহাকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। লোকনাথবাবু একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে বহুদিন যাবৎ তিনি সঙ্গীতাধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু বেশীদিন তাঁহার আয়ু এ জগতে রহিল না, মাত্র ৪০ বৎসর বয়সে বিষ্ণুপুরে তিনি পরলোক গমন করেন।

ইহার পর জ্ঞানবাবুর জীবনে এক সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়। জ্ঞানবাবুর ৩য় খুল্লতাত প্রাতঃস্মরণীয় সঙ্গীতনায়ক স্বর্গগত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শিক্ষালাভ করিবার প্রয়াস প্রাপ্ত হন। তখন জ্ঞানবাবুর বয়স মাত্র ৮ বৎসর। মাত্র কিছুদিনের শিক্ষায় তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। এই সময় রাধিকাবাবু কাশিমবাজারাধিপতির নিকট নিমন্ত্রিত হইয়া জ্ঞানবাবুকে সঙ্গে লইয়া যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাধিকাবাবু বার্দ্ধক্যে পরিণত হইয়া কয়েকবৎসর মধ্যেই পরলোকগমন করেন। আজ সেই প্রাতঃস্মরণীয় সঙ্গীতজ্ঞের কথা স্মরণ হইলেই শ্রদ্ধায় হৃদয় ভরিয়া উঠে। রাধিকাবাবুর নিকট প্রায় ১৪ বৎসর সঙ্গীত শিক্ষাপ্রাপ্ত ও অকৃত্রিম স্নেহে বর্দ্ধিত হইয়া জ্ঞানবাবু তাঁহারই সঙ্গীত-ভাণ্ডারীরূপে বিদ্যমান।

জ্ঞানবাবুর কণ্ঠসঙ্গীত সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি বাংলার বহু দেশেই তাঁহার গীতরস বিতরণ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব ও সম্মানলাভ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা একটি নূতন জিনিষ দেখিতে পাই যাহা সচরাচর খুব বেশী দৃষ্ট হয় না। বাংলা গানকে তিনি খেয়ালের ঢঙে প্রবর্ত্তিত করিয়া প্রকৃত হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে গাহিয়া থাকেন। কলিকাতার "হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস্" এবং "মেগাফোন" রেকর্ডে তাঁহার গীত বহু প্রসিদ্ধ হিন্দী ও বাংলা গান আছে। সম্প্রতি ভারতবর্ষে Broadcasting Co. একটী বিরাট Recording-এর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। উহাতে জ্ঞানবাবুকে বহু সম্মানসূচক সর্ত্তে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সঙ্গীত শিক্ষাদানেও তিনি বিশেষ কৃতী। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি ৺রাধিকাপ্রসাদ সঙ্গীত-চতুষ্পাঠী নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে উহাতে বহু ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতেছেন। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে তারাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, নলিনীচন্দ্র মালাকার বাঁকুড়া নিবাসী ওঁকারনাথ চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ ঘটক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে আমাদের প্রার্থনা, বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রকে সমুজ্জ্বল রাখিয়া তিনি দীর্ঘজীবি হউন—ঈশ্বর সমীপে ইহাই আমাদের নিবেদন জানাইতেছি।

স্বরলিপি

ছায়া—তেতালা

(খ্যাল)

অজহুঁ ন আয়ে শ্যামসুন্দর
কৈসে রহত ভবন পর।
নিশদিন উন লগী মন ভারত
কব আয়ে মেরো ঘর ॥

কথা ও সুর—সঙ্গীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরলিপি—শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আস্থায়ী

১ ২ ৩ ০
[I {ম্সা ধ্া প্া প্া | সা -া া সা | সা রা গা ন্া | রা -া সা সা} I
অ জ হুঁ ন | আ ০ ০ য়ে | শ্যা ০ ০ ম | সু ০ ন্দ র

১ ২´ ৩ ০
ন্া সা রগা মপা | রা গা মা পা | মা পা গা মপা | গা মা রা সা II
কৈ ০ সে০ ০০ | ০ র হ ত | ভ ব ন ০০ | ০ ০ প র

অন্তরা

১ ২´ ৩ ০
I {পা পা র্সা র্সা | র্সা না র্রা র্সা | ধা না ধা র্রা | র্সাঃ র্সাঃ ধা পা} I
নি শ দি ন | উ ন ল গী | ম ন ভা ০ | ০ ০ র ত

১ ২´ ৩ ০
পা পা পা গা | মা রা গা মপা | মা গা রা গা | মপা গমা রা সা II
ক ব আ ০ | য়ে ০ মে ০০ | রো ০ ০ ০ | ০০ ০০ ঘ র

তান :—

	৩				০			
১।	ন্সা	রগা	রগা	মপা	মগা	রগা	রসা	ন্সা I
	এ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০

	২´				৩				০			
২।	রগা	মপা	ধনা	র্সর্রা	র্সর্সা	ধপা	ধনা	র্রা	র্সনা	ধপা	মগা	রসা I
	আ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০

	১				২´				৩			
৩।	পপা	ধনা	র্সর্রা	র্গর্রা	র্সনা	ধপা	ধনা	র্সনা	ধপা	ধনা	র্সনা	ধপা
	আ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০	০ ০

০			
মগা	রগা	রসা	ন্সা I
০ ০	০ ০	০ ০	০ ০

গান

শ্রীযতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

তোমার প্রেম সাগরে ডুবে আমি
মরতে রাজি আছি।
এবার যদি বাঁচি—
দেখি, এবার যদি বাঁচি
(আমি) মরতে রাজি আছি।

জীবনটাতো হোলো মিছে,
আর কেন ধাই সবার পিছে,
দাও ছেড়ে দাও এবার তবু
ডুবটা দিয়ে বাঁচি॥

যাদের লাগি ব্যর্থ হোলো
দীর্ঘ জীবন বেলা,
তারাই মোরে সবার চেয়ে
করুল বেশী হেলা;
আজ সাগর কূলে একলা বসে
আমি মন বেঁধেছি বেভায় কসে,
তুফান লাগি তাইতো একা—
জলের কাছাকাছি॥

স্বরলিপি

"তাসের দেশ"

এলেম নতুন দেশে—
তলায় গেল ভগ্নতরী কূলে এলেম ভেসে ॥
অচিন মনের ভাষা
শোনাবে অপূর্ব্ব কোন আশা,
বোনাবে রঙীন সূতোয় দুঃখ সুখের জাল,
বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল,
নতুন বেদনায় ফিরব কেঁদে হেসে ॥
নাম-না-জানা প্রিয়া
নাম-না জানা ফুলের মালা নিয়া
হিয়ায় দেবে হিয়া।
যৌবনেরি নবোচ্ছ্বাসে
ফাগুন মাসে
বাজবে নূপুর বনের ঘাসে
মাতবে দখিন বায়
মঞ্জরিত লবঙ্গ লতায়
চঞ্চলিত এলোকেশে ॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

II { মপা -া মা -গা | রা -গা রা -পা I মা গা রসা -া | (গা মা পা -া)} I -া -া -া -া I
এ ০ লে ম্ | ন ০ তু ন্ দে ০ শে০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ন্সা -া -সা -সা | গা -া -গা -া I সা -া -সা -সা | গা -া গা -া I
ত ০ লা য় | গে ০ ল ০ ভ ০ গ্ ন | ত ০ রী ০

গা -া গা -মা | পা -না -না -া I না -র্সা র্সা -া | পা ধা মা পা II
কূ ০ লে ০ | এ ০ লে ম্ ভে ০ সে ০ | ০ ০ ০ ০

II পা -া পা -পা | না -া না -র্সা I র্সা -না র্র্সা -া | -া -া র্সা -র্না I
অ ০ চি ন্ | য় ০ নে র্ ভা ০ ষা ০ ০ | ০ ০ শো না ০

ধপা -া -া -া | পা -া পা -া I পনা -া না -র্সা | র্সা না র্র্সা -া I
বে ০ ০ ০ | অ ০ পূ র্ ব ০ কো ন্ | আ ০ শা০ ০

-া -ধা র্রা সা | ধপা -া -া -া I পা -ক্মা পা না | ধা না পা ধা I
০ ০ বো না | বে ০ ০ ০ র ০ ঙী ন্ | সু ০ তো য়

মপা -া -া মা | গা -মা রা মা I গা -া -া -া | সা -া -া -সা I
দুঃ ০ ০ খ | সু ০ খে র জা ০ ০ ল | বা ০ ০ জবে

গা -া গা -া | গা -মা -মা -পা I মা গা রা -গমা | মগা -া -গা -া I
প্রা ০ ণে ০ | ন ০ তু ন গা ০ নে ০র্ | তা ০ ল্ ০

র্সা -া র্সা -র্গা | র্রা -া র্রা -র্মা I র্গা -া -া -া | -র্গা -র্রা -র্সা -না I
ন ০ তু ন্ | বে ০ দ ০ না ০ ০ ০ | ০ ০ য় ০

র্সা -া -া র্গা | র্রা -া র্সা -া I না -া ধা -না | -পা -ধা -মা -পা II
ফি ০ র্ ব | কেঁ ০ দে ০ হে ০ সে ০ | ০ ০ ০ ০

[ন্‌া -া -া ন্‌া | ন্‌া -া ন্‌া -া I ন্‌া -সা সা -া | -া -া -া -া I
নাম্ ০ ০ না | জা ০ না ০ প্রি ০ য়া ০ | ০ ০ ০ ০

সা -া -া সা | সগা -া গা -া I গা -া গা -মা | মা -া মা -পা I
না ম্ ০ না | জা ০ না ০ ফু ০ লে র্ | মা ০ লা ০

রা -মা মগা -া | -া -া -া -মা I রগা -া গা রা | সা -ন্‌া ন্‌া -া I
নি ০ য়া ০ | ০ ০ ০ ০ হি ০ য়া য় | দে ০ বে ০

ন্‌া -া সা -া | -া -া -া -া I পা -া -া পা | না -া না -র্সা I
হি ০ য়া ০ | ০ ০ ০ ০ যৌ ০ ০ ব | নে ০ রি ০

র্সা -া র্সা -া | র্সা -না র্রসা -া I না -া ধা -পা | ধা -া না -া I
ন ০ বো ০ | চ্ছা ০ সে০ ০ ফা ০ গু ন্ | মা ০ সে ০

পা -া -া না | ধা -না পা -ধা I মপা -া মা গা | রা -মা গা -া I
বা ০ জ্ বে | ন্ ০ পু র্ ব০ ০ নে র | ঘা ০ সে ০

গা -া -গা পা | মা -া গা -রা I সা -া -া -া | -া -া -া -া I
মা ০ ত্ বে | দ ০ ক্ষি ন্ বা য় ০ ০ | ০ ০ ০ ০

সা -া -া সা | গা -া গা -া I গা -মা মা -পা | গমা -া গা -া I
ম ন্ ০ জ | রি ০ ত ০ ল ০ ব ০ | জ ০ ল ০

রগা	-া	-া	-া |	র্সা	র্সা	-া	র্গা I	র্রা	-া	র্সা	-া |	না	-া	র্সা	-না I	
যায়	০	০	০ |	চ	ন্	০	চ	লি	০	ত	০ |	এ	০	লো	০	

ধনা	-া	ধপা	-া |	-পা	-ধা	-মা	-পা	II II
কে০	০	সে০	০ |	০	০	০	০	

গৌড় সারঙ্গ

সৌকত আলি খাঁ (মন্নু)

ইহা একটী সম্পুর্ণ রাগ এবং ইহা বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত আছে। এই রাগ সম্বন্ধে দুইটী প্রসিদ্ধ মত প্রচলিত আছে। প্রথম মতানুসারে রাত্রি ও অপর মতানুসারে দিনের বেলায় ইহা গীত হইবার কথা, কিন্তু কে:ল তীব্র স্বর যুক্ত রাগ দিনে গাওয়া উচিৎ নহে; কেননা কড়ি মধ্যমের রাগগুলি রাত্রেই গাহিতে শোনা যায়। ঐ একটী নিয়ম যে রাগগুলি দিনের সময় গাওয়া হয় তাহাতে উত্তরাঙ্গের স্বরই সাধারণত বাদী হয় এবং যে রাগ সন্ধ্যা ও রাত্রিতে গাওয়া হয় তাহাতে পূর্ব্বাঙ্গের কোন স্বর বাদী হয় যথা :—শ্রীরাগ, পুরিয়া, গৌরী, পূর্ব্বী, ইমন, কল্যাণ ও ভূপালী ইত্যাদি রাগে ঋষভ বা গান্ধার স্বর বাদী। কল্যাণ ঠাটে আরও অনেক প্রকার রাগ আছে যথা :—শ্যাম্-কল্যাণ, ইমন-কল্যাণ, ইমনি-বেলাবল, কেদারা, ছায়ানট, চন্দ্রকান্ত ও মালশ্রী। এই সব রাগে পূর্ব্বাঙ্গের স্বর বাদী ইহারা দুই মধ্যমযুক্ত এবং রাত্রিতে গেয়, কিন্তু গৌড়সারঙ্গ গায়ক ও যন্ত্রীরা দিনের বেলায় গাইয়া বা বাজাইয়া থাকেন। এই ধরণের অনিয়ম কল্যাণ ঠাটের অপর একটী রাগ হাম্বীরে দেখা যায়। হাম্বীরে ধৈবত স্বর বাদী অথচ রাত্রি সময় গাহিবার প্রথা। গৌড় সারঙ্গ একটী সাধারণ রাগ; প্রায় সকলেই ইহা জানেন। এই রাগ কোন কোন শাস্ত্র গ্রন্থে বেলাবল ঠাটের অন্তর্গত ও ধৈবত স্বর বাদী যুক্ত এইজন্য দিনের সময় গাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু মধ্যযুগ হইতে উহাতে কড়ি মধ্যমের ব্যবহার আরম্ভ হয়। তখন হইতে ইহাকে কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত করিয়া লওয়া হইয়াছে। এই রাগে কোমল নিখাদ একেবারে নিষিদ্ধ কিন্তু গুণীগণ ও যন্ত্রীরা অবরোহীতে পঞ্চমে নামিবার সময় ধৈবতের সহিত কোমল নিষাদের কন দিয়া থাকেন যথা :—র্সা ধা ণা পা। এরূপ হইলে অল্পাধিক নটের ছায়া প্রকাশ পায়। এই রাগ একটু মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করা উচিত। এইখানে এই রাগের একটী বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপক তান দেওয়া হইল— ন্া সা গা রা মা গা, পা র্মা ধা পা, মা গা, গা মরা মা গা, গা মা ধা পা, মা গা রা মা গা, গা মা পা, রা, সা "গা রা মা গা," এই টুকরাটী বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রকাশ পাইতে দেখা যায় ও কোন কোন সময় "গা মা ধা পা" এই স্বরগুলি ব্যবহার করা হয়। এইরূপ করিলে হাম্বীরের অল্প ছায়া প্রকাশ পাইতে পারে। কিন্তু বেহাগের রূপ দূর করিবার জন্য এই স্বরগুলি প্রয়োগ করা উচিৎ।

ই রাগের আরোহী ও অবরোহী একেবারে বক্র এবং কড়ি
্যম সর্ব্বদাই বক্র হইয়া ব্যবহৃত হয়। রাগ ভ্রষ্ট না করিয়া
ড়ি মধ্যম কি ভাবে ব্যবহার ইহাতে করা যায় সেই কথা
ঝাইবার জন্য একটী আরও তান দেওয়া হইল, যথা—
া রা মা গা, পা হ্মা ধা পা, ধা হ্মা পা মা গা, রা গা রা
গা, পা হ্মা পা মা গা, মা গা পা হ্মা ধা পা র্সা না ধা পা
া ধা পা মা পা, গা রা মা গা, গা মা ধা পা মা গা,
া রা মা গা গা মা পা রা সা" কড়ি মধ্যম এবং শুদ্ধ
্যম কখনও এক সঙ্গে প্রয়োগ করা হয় না, যথা—গা রা
া গা অথবা পা হ্মা পা মা গা। এই রাগের সমস্ত
রগুলি সর্ব্বদাই বক্র হইয়া ব্যবহার হওয়াতে কোন
গের সঙ্গে ইহার গোলমাল হইতে পারে না। কল্যাণ
টে এমন কোনও রাগ আর নাই। নিখাদ স্বর বার
র ব্যবহার করা বা উহাতে দাঁড়ান বা জোর দেওয়া
িচৎ নহে। কারণ তাহা করিলে বেহাগের অল্প ছায়া
কাশ পাইতে পারে। সেই জন্য নিষাদ স্বর সর্ব্বদা বক্র
, যথা—না ধা সা। ধৈবত স্বরকে প্রবল রাখা ভাল।
ারোহীতে নিখাদ একেবারে ব্যবহার করা হয় না।
ভাবে আরোহণ করা উচিৎ। পা পা র্সা, পা ধা
পা র্সা, না ধা র্সা। সকল গুণী ও যন্ত্রীই এই ভাবে আরোহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে বেহাগের ছায়া কখনও উৎপন্ন হয় না। কিন্তু "পা না র্সা অথবা পা না ধা না র্সা" হইলে একেবারে রাগ ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। কোন কোন ওস্তাদ ধৈবত এবং ঋষভ স্বর প্রবল করিয়া থাকেন তাহাতে কখনও কখনও হাম্বীর ও ছায়ানটের অল্প বিস্তর প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, যথা—"গা রা মা গা, গা মা ধা", পরে এই টুকরাটি নটের এক প্রধান অংশ। নট, হাম্বীর ও কেদারা, এই তিনটী রাগের সংমিশ্রণে গৌড় সারঙ্গের সৃষ্টি হইয়াছে ইহাতে এই রাগগুলির ছায়া স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। কোন কোন মতে কেদারা হাম্বীর ও ছায়ানটের মিলনে ইহার উৎপত্তি। এবং আর একটী মতানুসারে, কেদারা নট ও পূরবীর মিলন লিখিত আছে কিন্তু এই শেষোক্ত মতটী সমর্থনযোগ্য নহে, কেননা পূরবীর ঠাটে কোমল ঋষভ ও ধৈবত লাগে। গৌড় সারঙ্গ সাধারণত এই ভাবে গীত হইয়া থাকে।

পা ধা হ্মা পা মা গা গা রা মা গা গা মা পা রা সা

আরোহী—সা রা সা গা রা মা গা পা মা ধা পা না ধা না

অবরোহী—সা না ধা পা মা ধা পা মা গা রা সা।

গান

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

আমার দহণ লাগিয়া যেই জালিল দুখানল
ব্যথার ব্যথী সেই ঝরালো আঁখিজল।
রাতের আঁধার কূপে
কাঁদিনু যে চুপে চুপে—
বেদন রূপেতে মোর ফুটিল শতদল।

যখন তাহারে খুঁজি আমারি গৃহছায়
সে যে গো লুকায়ে থাকে নিশীথের নিরালায়।
নিভানু দীপের শিখা
সেতো শুধু মরীচিকা,
নিবিড় আঁধারে হেরি সে চির উজল।

স্বরলিপি

গৌরসাড়ঙ্গ—কাওয়ালী

পি পলন লাগী মোরী আঁখিয়া।
অলি বিন পি মোরে জিয়া ঘবড়াএনা,
চায়্‌না পিয়া এক ঘরি পলছিন রএনা॥
পিরে পতঙ্গয়া লে যাও সন্দেসয়া,
পিয়া সনে বোল হামারি কথা তরস দেখাযা॥

রচনা—অজ্ঞাত

স্বর ও স্বরলিপি—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

আস্থায়ী

			০					১					২´					৩			
পজ্ঞা	পা	|	গা	মা	গা	রা	|	গা	রা	সা	না	|	সা	গা	রা	মা	|	গা	গা	I
পি ০	০	|	প	ল	ন	লা	|	০	গী	মো	রী	|	আঁ	খি	য়া	০	|	০	০	

০					১					২´					৩				
পা	পা	জ্ঞা	পা	|	না	না	র্সা	র্রা	|	র্সা	না	ধা	পা	|	পা	মা	গা	রা	I
অ	লি	বি	ন	|	পি	০	মো	রে	|	জি	য়া	ঘ	ব	|	ড়া	এ	না	চা	

০					১					২´					৩				
গা	রা	সা	ন্‌া	|	সা	পা	জ্ঞা	পা	|	গা	মা	রা	গা	|	-া	সা	ন্‌া	সা	II
য়্‌	না	পি	য়া	|	এ	ক	ঘ	রি	|	প	ল	ছি	ন	|	০	র	এ	না	

অন্তরা

	২´					৩					০					১				
II	গা	মা	পা	র্সা	|	র্সা	র্সা	র্সা	-া	|	র্সা	র্সা	-া	র্সা	|	র্সা	র্সা	র্সা	-া	I
	পি	০	রে	প	|	ত	ঙ্গ	য়া	০	|	লে	যা	ও	স	|	ন্দে	স	ওয়া	০	

২				৩				০				১			
র্সা	ধা	র্সা	র্রা	র্সা	-া	ধা	-া	জ্ঞা	পা	গা	মা	গা	-া	-া	-া I
পি	য়া	স	নে	বো	০	লো	০	হা	মা	রি	ক	থা	০	০	০

২				৩			
রা	গা	রা	মা	গা	রা	সা	-া II
ত	র	ম	দে	খা	০	যা	০

তান ঃ—

১। (২) গগা রসা গগা রসা | (৩) ন্‌সা গরা মগা রসা I

২। (২) র্সনা ধপা মগা রসা | (৩) ন্‌সা গরা মগা রসা I

৩। (২) র্সর্রা র্সনা ধপা মগা | (৩) রগা রমা গরা সন্‌া I

৪। (২) র্সনা ধপা জ্ঞপা ধপা | (৩) মগা রমা গরা সন্‌া I

৫। (২) ন্‌সা গরা মগা রসা | (৩) ন্‌সা গরা মগা পা | (০) জ্ঞপা ধপা জ্ঞপা ধপা |
(১) রগা রমা গরা সন্‌া I

৬। (২) র্সর্গা র্রর্মা র্গর্রা র্সনা | (৩) র্সর্রা র্সনা ধপা জ্ঞপা | (০) র্সনা ধপা জ্ঞপা ধপা |
(১) মগা রমা গরা সন্‌া I

স্বরলিপি

মিশ্র খাঁরোয়া—তেতালা

* ঘুম চোখে নেমে আয়
সুখ-স্বপনে ধরণী ঘুমায়!
স্তব্ধ আজি বনতল
পথে ঘাটে নাই কোলাহল
পশু পাখী নীরব সকল
ঝিঁ ঝিঁ একটানা ডেকে যায়।

চন্দ্রমা হেম-জ্যোছনায়
চৌদিশি আলোকে ভাসায়।
জ্যোৎস্না-সায়রে করি' স্নান
তারাগুলি গাহে বুঝি গান
মন্দ বায়ু তোলে তান
ঘুম আনে আঁখির পাতায়॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল, বাণীকণ্ঠ

আস্থায়ী

০ | ১ | ২´ | ৩

II { মা -া -া জ্ঞা | সরা -সা ধ্া ণ্া | সা -া -া -া | -া -া (-মা -া) } I -া -া I
ঘু ০ ম্ চো | খে০ ০ নে মে | আ ০ ০ ০ | ০ য় ০ ০ ০ ০

{সা পা পা -া | পা ধপা মগরা গা | মা -া -া -া | -া -া (সা সা) } I -া -জ্ঞা I
স্ব প নে ০ | ধ র ণী০০ ঘু | মা ০ ০ ০ | ০ ০ সু খ ০ ০

মজ্ঞা -া -া রা | সরা -সা ধ্া ণ্া | সা -া -া -া | -া -া -া -মা II
ঘু ০ ম্ চো | খে০ ০ নে মে | আ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ঘু

---

* 'সঙ্গীত সম্মিলনী'র রজত-রঞ্জনোৎসব উপলক্ষে 'বেহুলা' অভিনয়ে নব রচিত 'ঘুম-পাড়ানি গান'—৮ই ১০ই মার্চ্চ, ম্যাডান থিয়েটারে গীত। —রচয়িতা

অন্তরা ও আভোগ

০ | ১ | ২´ | ৩
II { পা -া পা পা | পা -ধা না না | র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I
স্ত ০ ব্ধ আ | জি ০ ব ন | ত ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০
[পা] [পা ধা | না -া -র্সা -া | -া -া -া -া]
* জ্যো ৎ স্না সা | য় রে ক রি | স্না ০ ০ ০ | ০ ০ ন্ ০

র্সা র্রা র্সা র্সা | ণা -া ধপা ধা | র্সণা -া -া -ধা | -পা -া -া -া } I
প থে ঘা টে | না ই কো০ লা | হ ০ ০ ০ | ০ ০ ল্ ০
তা রা গু লি | গা হে বু০ ঝি | গা ০ ০ ০ | ০ ০ ন্ ০

{মা ধা ধা ধা | ধা ধা পা ধা | র্সণা -া -া -ধা | -পা -া -া -া } I
প শু পা খী | নী র ব স | ক০ ০ ০ ০ | ০ ০ ল ০
ম ন্ দ বা | য়ু ০ ভো লে | তা০ ০ ০ ০ | ০ ০ ন্ ০

মা মা জ্ঞা জ্ঞা | রা সা সন্া সা | রা -া -া -া | -া -া -া -মা II
ঝিঁ ঝিঁ এ ক্ | টা না ভে০ কে | যা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ য়
ঘু ম্ আ নে | আঁ খি র০ পা | তা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ য়

সঞ্চারী

০ [গা] | ১ | ২´ | ৩
II { সা -গা গা গা | গা -া রা গা | মা -া -া -া | -া -া -া -জ্ঞা I
চ ০ ন্দ্র মা | হে ম্ জ্যো ছ | না ০ ০ ০ | ০ ০ ০ য়

জ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞা | রা সা ন্া সা | রা -া -া -া | -া -া -া -া } II
চৌ ০ দি শি | আ লো কে ভা | সা ০ ০ ০ | ০ ০ য় ০

* আভোগে সামান্য সুরের পরিবর্ত্তন ক্ষুদ্র অক্ষরে মাথায় লেখা আছে।

স্বরলিপি

শঙ্করা—ধামার

কান্‌হানে রঙ্গ ডার দ্যায়ো লর লর
ঝিগরো যশোদা তুসে
মুখ্ পর মল্‌ত্ আবীর গুলাল
রার করত মুসে।

প্রাপ্তি—ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ। স্বরলিপি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

শঙ্করা বেলাবল ঠাটের রাগিণী; ইহাতে 'মা' বর্জ্জিত ও 'রে' দুর্ব্বল। আরোহণে চার স্বর সা গা পা না, অবরোহণ সম্পূর্ণ—র্সা না পা ধা গা পা গা রসা। মালশ্রী হইতে পৃথক করিবার জন্য 'পা ধা গা পা' এইভাবে 'ধা'এর ব্যবহার করা হয়। বর্ত্তমান গানটিতে 'ধা'ও দুর্ব্বলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আস্থায়ী

		+	০	৩	০	১
II	নর্স´ঃ র্স´ঃ নপঃ গা পধঃ	গা গা সসা	সসা গগা	গপপা পনা	র্স´র্গা র্র´র্সাঃ নঃ	পা II
	কান্ হা নে০ র ঙ্গ	ডা র দ্যায়ে	লর লর	ঝিগ রো০	যশো দা তু	সে

অন্তরা

		০	৩	০
II	পপঃ না র্স´০ র্স´ঃর্স´ঃ র্স´০	র্স´ঃ র্গ´া র্গ´০ র্প´০	র্গ´াঃ র্স´ঃ	সগা পঃ পঃ ধপঃ নর্স´ঃ
	মুখ প র ম ল্ ত্	আ বী র গু	লা ল	রার ক র ত মু০

১
নপা II
সে০

স্বরলিপি

মিশ্র—দাদ্‌রা

দিনের পরে দিন চ'লে যায়
মিছে আর এ গান গাওয়া।
থামুক বীণা নিভুক বাতি
ঘুচুক এ মিছে চাওয়া॥

আজকে আমার আঁধার সবি'
রাতের তারা দিনের রবি
মিলন তৃষা আকুল প্রাণে
দেয় না দোল দখিন হাওয়া।

হয়ত' বা সে নিশীথ রাতে
আসবে মিলন-মালা হাতে
মনের এ মন দেয় সে ফাঁকি
নিতুই তবু পথ চাওয়া॥

কথা ও সুর—শ্রীতুলসী লাহিড়ী

স্বরলিপি—শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

	+			০				+			০			
II	রা	রজ্ঞা	-মা	জ্ঞা	-া	রা	I	সা	-া	পা	সা	সা	-া	I
	দি	নে০	র্	প	০	রে		দি	ন্	চ	লে	যা	য়	
	সা	সা	-রা	রা	-মা	মপা	I	মপা	-ধপা	মা	-জ্ঞা	-রা	-া	I
	মি	ছে	০	আ	র	এ০		গা০	০ন	গা	ওয়া	০	০	
	রা	সা	-া	ন্সা	ধ্া	-ণ্া	I	প্ধ্া	ম্া	-প্া	প্া	প্া	-সা	I
	থা	মু	ক্	বী০	ণা	০		নি০	ভু	ক	বা	তি	০	
	সা	সা	-রা	মা	-পা	মপা	I	-মপা	-ধপা	মা	-জ্ঞা	-রা	-া	II
	ঘু	চু	ক	এ	০	মি০		ছে০	০০	চা	ওয়া	০	০	

Uttarpara Jaikrishna Public Library
Accn. No. ৯৩৩৫ Date ৯/৮/৭৬

II {সা সা রা | মরা রা -মা I মপা রমা -পধণা | ধা -া পা I
আ জ্ কে | আ০ মা র আঁ০ ধা০ ০০র্ | স ০ বি

ঋা ঋা -া | ঋা ঋা -পা I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রা -জ্ঞা সা} I
রা তে র্ | তা রা ০ ০ দি নের | র ০ বি

রা রজ্ঞা -মা | জ্ঞা -া রা I সা সা -প্‌া | সা -া সা I
মি ল০ ন | তৃ ০ ষা আ কু ল | প্রা ০ ণে

সা -সা ঋা | রা -মা -পা I মপা -ধপা মা | জ্ঞা -রা -া II
দে য়্ না | দো ০ ল্ দ০ খিন্ হা | ওয়া ০ ০

II মা -মা মা | ণা -া ধা I না না -া | না -র্সা র্সা I
হ য়্ ত | বা ০ সে নি শী থ | রা ০ তে

ণা -ণা ণা | ণা ণা -া I ণা ণধা -পমা | মপা -ধপা জ্ঞা I
আ স্ বে | মি ল ন্ মা লা০ ০০ | হা০ ০০ তে

রা রজ্ঞা -মা | জ্ঞা -া রা I সা -সা প্‌া | সা -া সা I
ম নে০ র | এ ম ন দে য় সে | ফাঁ ০ কি

সা সা -রা | রা -মা পা I মপা -ধপা মা | জ্ঞা -রা -া II
নি তু ই | ত ০ বু প০ ০থ চাও | য়া ০ ০

স্বরলিপি

আষাঢ়—কাফি

বাঁশী বাজাবে কবে আবার
বাঁশরীবালা।
তব পথ চাহি' ভারত-যশোদা
জাগে নিরালা ॥

কৃষ্ণা-তিথির তিমির-হারী
শ্রীকৃষ্ণ এসো এসো মুরারী
ঘরে ঘরে আজ পুতনা
ভীতি হানিছে কালা ॥

কংস-কারার ভাঙো ভাঙো দ্বার
দেবকীর বুকে পাষাণ-ভার
নামাও নামাও ;

যুগ যুগ সম্ভব পূর্ণাবতার,
নিরানন্দ দেশ হাসুক আবার—
আনন্দে নন্দ-লালা ॥

কথা ও সুর—কাজী নজরুল্ ইস্‌লাম্ স্বরলিপি—জগৎ ঘটক

া সা II { -া রমা -রা মা | পা -া ধা -র্া I র্সা -া -া -া || না -র্সনা -ধপা -ধনা I
া শী ০ বা০ ০ জা | বে ০ ক ০ বে ০ ০ ০ | আ ০ ০০ ০০

নধা -পা -া -া | -া মা -ধা পা I মা -গা রা -সা | সধা -সা -া -া I
বা০ ০ ০ র্ | ০ বাঁ ০ শ রী ০ বা ০ | লা ০ ০ ০

সরা -গা -সরা -গপা | -গমা -গরা -সরা -গপা | -সা -া -া -ধা | -সা -া সা সা I
আ০ ০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ত ব

-া রমা -রা মা | পা -া ধা -পা I ধা -র্রা -র্সা -া | নর্সনা -ধপা -ধনা নধা I

০ প০ ০ থ | চা ০ হি ০ ভা ০ র ত্‌ | য০০ ০০ ০০ শো০

পা -া -া -া | -া মা -ধা পা I মা -গা রা -সা | সধ্‌া -সা -া -া I

দা ০ ০ ০ | ০ জা ০ গে নি ০ রা ০ | লা ০ ০ ০

সরা -গা -সরা -গপা | -গমা -গরা -সরা -গরা I -সা -া -া -ধ্‌া | -সা -া সা সা II

আ০ ০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ বাঁ শী

-া -া -া -া II -া পা -া ধা | ধর্সা র্সা -া র্সধা I ধর্সা -া র্সা র্সা | র্সা -া -া র্গা I

০ ০ ০ ০ ০ কৃ ষ্‌ ণা | তি থি র তি মি ০ র হা | রী ০ ০ শ্রী

র্গা -র্রা র্গা র্রর্গর্রা | র্রর্সা -া -া র্সা I র্সর্গা -র্রা র্মর্গা র্গর্রা | র্রর্সা -া -া -া I

কৃ ষ্‌ ণ এ০০ | সো০ ০ ০ এ সো ০ মু রা | রী ০ ০ ০

-া -া পা ধা | ধা -র্রা -র্সা র্সা I র্সা -া না নর্সনা | ধপা -ধনা -ধপা -া I

০ ০ ঘ রে | ঘ ০ ০ রে আ জ্‌ পু ত০০ | না০ ০০ ০০ ০

-া -া মা মা | -া মা -ধা পা I মা -গা রা -সা | সধ্‌া -সা -া -া I

০ ০ ভী তি | ০ হা ০ নি ছে ০ কা ০ | লা ০ ০ ০

সরা -গা -সরা -গপা | -গমা -গরা -সরা -গরা I -সা -া -া -ধ্‌া | -সা -া সা সা II

আ০ ০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ বাঁ শী

-া -া -া -া II র্গা -া র্গা র্রা | র্গা -া র্গা র্গর্রা I র্রর্মা -র্গা র্গা -র্সা | র্সা -া -া -া I
০ ০ ০ ০ ক ং শ কা | রা ব্ ভা ভো০ ভা০ ০ ভো ০ | ধা ০ ০ র্

না নর্সা ধনা -া | না -র্সা ধনা -া I ধা ধনা -ধনধা ধা | পা -া -া -া I
দে ব০ কী র্ | ব্ ০ কে ০ পা ষা০ ০০০ ণ | ভা ০ ০ র্

গা -া গপা -া | গা -মগা গমা -া I সা রা মা পা | ধা -া ধা ধপা I
না ০ মা ও | না ০ মা ও যু গ যু গ | স ম্ ভ ব০

পধা -র্রা র্র্সা র্সা | র্সা -া -া -া I -া -া পা ধা | ধর্রা -া -র্সা র্সা I
পূ র্ ণা ব | তা ০ ০ র্ ০ ০ নি রা | ন০ ০ ন্ দ

র্সা -া -া নর্সা | না -া -া না I পধা -না -পা মা | মা -ধা পা মা I
দে ০ শ হা | মু ০ ক্ আ বা০ ০ র্ আ | ন ম্ দে ন

-গা রা সা -া | সধ্ সা -া -া I সরা -গা -সরা -গপা | -গমা -গরা -সরা -গরা I
ন্ দ লা ০ | লা ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০

-সা -া -া -ধ্া | -সা -া সা সা II II
০ ০ ০ ০ | ০ ০ বাঁ শী

স্বরলিপি

(ঠুম্‌রী)

তাল—তেতালা

জানে ন দুঁগি ময় জানে ন দুঁগি ময়
জানে ন দুঁগি ময় শ্যাম হো।
রাখুঁগি নয়নন মে করুঁগি ময়
টহল তুমারো তুম কহেও না মানো
মেরে প্যারে বনওয়ারী।
এতনি অরজ মোরি মানোবি হারি-জু
রহো নএহিঁ আজকে রএন তুম কহো সেওয়াক
কয়সে বাতিয়া বনওয়াত গিরধারী।

কথা ও সুর—ওস্তাদ রামকিষণ মিশ্র স্বরলিপি—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

আস্থায়ী

০ ১ + ৩
II না র্সা নর্সর্রা র্সা | না র্সা ণর্সণণা ধা | পা মা পধণা ধপা | মা মা পা জ্ঞমজ্ঞজ্ঞা I
জা নে ন০০ দুঁ | ০ গি ময়০০১ ০ | ০ জা নে০০ ন০ | দুঁ ০ গি ময়০০০

০ ১ + ৩
রা জ্ঞা রজ্ঞমা জ্ঞা | রা সা -া সা | জ্ঞা রা জ্ঞা মা | পা মা পধপমা পা II
০ ০ জা০০নে | ন দুঁ ০ গি | ময় ০ ০ শ্যা | ০ ম হো০০০ ০

১ম অন্তরা

০ ১ + ৩
II মা জ্ঞা রা মা | জ্ঞা রা সা রা | না সা জ্ঞা মা | পা পা ণা মা I
রা খুঁ গি নয় | ন ন মে ক | রু গি ময় ট | হ ল তু ম

০ ১ + ৩
পা না র্সা র্রা | র্মা র্জ্ঞা র্রা র্সা | র্রা র্সা না র্সা | নর্সর্রা র্সা ণা পা II
রো তু ম ক | হেও না মা নো | মে রে প্যা রে | ব০০ ন ওয়া রি

২য় অন্তরা

	০				১				+				৩				
II	মা	মা	পা	পা	ণা	পা	না	না	র্সা	-া	র্সা	র্সা	র্রা	না	র্সা	-া	I
	এ	ত	নি	অ	র	জ	মো	রি	মা	০	নো	বি	হা	রি	জু	০	

০				১				+				৩				
পা	ণা	পা	না	র্সা	র্রা	র্জ্ঞা	র্রা	র্মা	র্জ্ঞা	র্রা	র্সা	র্সা	পা	না	র্সা	I
র	হো	ন	এ	হিঁ	আ	জ	কে	র	এ	ন	তু	ম	ক	হো	সে	

০				১				+				৩				
র্সা	র্রা	র্জ্ঞা	র্রা	র্সা	র্রা	না	র্সা	র্রর্জ্ঞর্মা	র্জ্ঞা	র্রা	র্সা	র্রা	র্সা	ণা	পা	II II
০	ভয়া	ক	কয়ে	সে	বা	তি	য়াঁ	র০০	ন	ওয়া	ত	গি	র	ধা	রী	

আলাপচারী

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

আলাপচারী শব্দের যথার্থ ব্যুৎপত্তি কি তাহা আমরা অবগত নই; বোধ হয় রাগ আলাপের আচার—এই অর্থই ইহার প্রতিপাদ্য। এরূপ উপদেশ প্রাচীন দুই একজন গায়ক মুখেও শুনিয়াছিলাম যেন। যাহা হউক, আলাপচারী, আলাপ বা রাগালাপন অর্থে আমরা বুঝি—কণ্ঠ বা যন্ত্রসাহায্যে কোন রাগের রূপ বা মূর্ত্তি নানা প্রকার ছন্দ, অলঙ্কার ও স্বরবিন্যাস দ্বারা বিশিষ্টরূপে প্রদর্শন।

চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি দুই একখানি রাগের আলাপচারী না করিয়া কোন গুণীই গান গাহিতেন না বা যন্ত্রবাদন করিতেন না। তখনকার দিনে আলাপ-চারীতে সম্যক দক্ষতা প্রকাশ করিতে না পারিলে গীত বা যন্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিলেও বিদ্বান্ কলাবিৎ পর্য্যায়ে স্থান লাভ করা সম্ভবপর হইত না। তখন আমাদের সঙ্গীতে অনুরাগ থাকিলেও সঙ্গীতের মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার শক্তি ছিল না সত্য; তবু প্রাচীন গুণিগণের পুরুষোচিত সুকণ্ঠে যখন গুরুগম্ভীর স্বরে গীত আলাপচারী শুনিতাম তখন না জানি কি এক অদ্ভুত অনুভূতি হৃদয়ে জাগরূক হইয়া দেহমন মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল নিথর করিয়া দিত। সেই আসর ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা হইত না—কেন তাহা বুঝিতে পারিতাম না। কিশোর বয়সের সেই সদা চঞ্চল প্রকৃতি কোন্ এক মহাশক্তি বলে ধীর স্থির গম্ভীর হইয়া কেবল সেই অবোধ্য ধ্বনিরাশির মধ্যেই নিমজ্জিত হইয়া চাহিত। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—"শিশুর্বেত্তি পশুর্বেত্তি বেত্তি রাগ-রসং ফণিঃ।"

আর হায়, এখন তেহিনো দিবসা গতাঃ। আজকাল আলাপ অভিধানে যাহা অভিহিত হয়, তাহা বহুক্ষেত্রেই প্রলাপ আখ্যালাভেরই যোগ্য। যথার্থ আলাপের কঙ্কালও আজকালকার আলাপে পরিলক্ষিত হয় না। কণ্ঠে রাগালাপ তো যথেষ্ট কৃচ্ছ্রসাধনার বস্তু, সুতরাং সুদুর্লভ; যন্ত্রে রাগের আলাপনও ক্বচিৎ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। যাহা শুনা যায় তাহাও নিতান্তই অপূর্ণাঙ্গ এবং তাহাতে হৃদয়ে উন্মাদনার উদ্রেক দূরে থাকুক আনন্দের আন্দোলনও সৃষ্টি করিতে বহু স্থলেই সক্ষম হয় না। কেন এমন হইল, ভাবিবার বিষয় সন্দেহ নাই। এখনও যে সকল সঙ্গীত ব্যবসায়ী সুনিপুণ কলাবিৎ বলিয়া প্রখ্যাত তাঁহারা বলেন —এ কালের শ্রোতৃবর্গ আলাপের মর্ম্মগ্রহণে অক্ষম, সুতরাং আলাপচারী শুনিবার বা বুঝিবার ধৈর্য্য তাঁহাদের নাই; অর্থাৎ সরল ভাষায় যাহাকে বলা যায়—তাঁহারা আলাপের মহিমা উপলব্ধি করিতে শক্তিহীন। সেইজন্যই আলাপচারীর উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস না করিয়া গায়ক গুণিগণ ঠুংরী গজল এবং যন্ত্রী গুণিগণ গৎ-তোড়া সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে বাধ্য হন। ইহার সম্যক্ প্রমাণ দুই তিনটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের শ্রেষ্ঠ গুণিগণের মজলিসে আমাদের স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার দুর্ভাগ্যও ঘটিয়াছে। নিতান্তই দর্শকরূপে সেই সকল ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকায় তৎকালে বিনীত প্রতিবাদ করিবার সৎসাহসও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এখন সভ্য শিক্ষিত সমাজে স্বাধীন সৌখীন অথচ কৃতী ও যথার্থ বিদ্বান্ কলাবিদ্‌গণের সাক্ষাৎ লাভও সুদুর্লভ। অন্যদিকে —অর্থ বিনিময়ে যাঁহারা সঙ্গীত কলানৈপুণ্য প্রদর্শনে বাধ্য তাঁহাদের স্বাধীন অভিমত যতই সুসঙ্গত হউক না কেন, অনুগ্রাহক অর্থদাতা শ্রোতৃবৃন্দের আচরণ সর্ব্বথা অসঙ্গত হইলেও তাহার প্রতিবাদ করিবার প্রচেষ্টা অনুগ্রহজীবীর পক্ষে অশোভন ও অসম্ভব। কাজেই নিরুপায় সঙ্গীত ব্যবসায়িগণ নীরবে অনভিজ্ঞ শ্রোতৃবর্গের সর্ব্বপ্রকার খেয়াল পরিতৃপ্ত করিয়া তাঁহাদের তরল চিত্ত বিনোদনের চেষ্টাই করিয়া থাকেন।

এই বিশাল ভারতের সঙ্গীতানুরাগী জনমণ্ডলীর পক্ষে এরূপ একটি উচ্চ বিজ্ঞানসম্মত সঙ্গীত পদ্ধতির প্রতি এ হেন শোচনীয় ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা—স্বেচ্ছাকৃতই হউক বা অজ্ঞতা নিবন্ধনই হউক—উহা যে কত বড় গ্লানি ও কলঙ্কের কথা, সুধীজন সহজেই তাহা অনুধাবন করিতে পারেন। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে অসাধারণ কৃতিত্ব-সম্পন্ন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক স্বর্গীয় আল্লাবান্দা খাঁ ৺কাশীধামে অবস্থিত ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল-গৃহে স্বামী জ্ঞানানন্দজির দরবারে অদ্ভুত কলানৈপুণ্যপূর্ণ আলাপ, জোড়, ঝালা প্রভৃতি দ্বারা কণ্ঠে আলাপচারীর সুকৌশল প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন —বাবুজি, জীবন তুচ্ছ করিয়া বহু বর্ষের অক্লান্ত শ্রমে যে বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলাম তাহার পরিচয় প্রদানের স্থান পাই না—এমনি দুর্ভাগ্য আমাদের! এমন কি আজকাল ধ্রুপদ গান শুনাইবার শ্রোতাও আমরা পাই না, অর্থ তো বহু দূরের কথা। আজও আমরা রাজদরবারের আশ্রয়েই আছি সত্য, কিন্তু আমার প্রভুর চিত্ত সঙ্গীত দ্বারা বিনোদিত করিবার জন্য নয়,—আছি শুধু দরবারের শোভা বর্দ্ধনের জন্য; যেমন হাতী, ঘোড়া, বাঘ, ভালুক পশু পক্ষী প্রভৃতি রাজার বাড়ীতে পালিত হয়—দরবারের গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য।

এই তো হইল অবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এখন সঙ্গীতানুরাগী দেশবাসিগণের নিকট এই বার্দ্ধক্যক্ষীণ কণ্ঠে দুই একটি কাতর নিবেদন করিয়াই এই অপ্রীতিকর আলোচনার সমাপ্তি করিব। বস্তুতঃ আমরা মনে করি ভারতীয় সঙ্গীতকলার প্রকৃষ্ট অবদানই যে আলাপচারী তাহা সঙ্গীত বিজ্ঞানে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও যাঁহার আছে তিনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। দুই চারিখানি গীতের ক্ষীণ কলেবরে একটি রাগের পূর্ণ বিকাশ সাধন সম্ভবপর নয়। রাগের পূর্ণ অভিব্যক্তি একমাত্র

আলাপচারীতেই সম্ভবপর। এ হেন সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সম্পদটি আজ নির্ম্মম উপেক্ষায়—চিন্তাহীন ঔদাস্যে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে ইহা সুধীমণ্ডলীর পক্ষে শুধু অশোভন নয়, অতিমাত্র অকল্যাণকর—একথা বলাই বাহুল্য। অতিকায় ভারতের কোন্ নিভৃত প্রান্তে আলাপচারীতে ক্রিয়াসিদ্ধ কোন্ গুণী বিদ্যমান রহিয়াছেন তাহার সম্যক্ সন্ধান আমরা অবগত নই। বোম্বাইএর অতি বৃদ্ধ কোকিল কণ্ঠ গায়ক আব্দুল করিম খাঁ এখনও জীবিত কিনা স্মরণ নাই—ভগবান তাঁহাকে শতায়ু করুন। স্বর্গীয় আল্লাবান্দা খাঁ ও জাকর উদ্দীন খাঁর বংশধর প্রসিদ্ধ গায়ক নাসীর উদ্দীন খাঁ আজও ইন্দোরে রহিয়াছেন। কণ্ঠ সঙ্গীতে তাঁহার অনন্য সাধারণ শক্তি দেশবিখ্যাত। ইনি কেবল আলাপেই সুদক্ষ নহেন, সুক্ষ্ম স্বরবিচারে, এমন কি শ্রুতি স্বর প্রদর্শনেও তিনি অদ্বিতীয় শক্তিমান। যন্ত্র সঙ্গীতে এ যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীণাবাদক রামপুর নবাব দরবারের খলিফা স্বর্গীয় উজীর খাঁর পৌত্র দবীর খাঁ এখন কলিকাতা নগরীতেই অবস্থান করিতেছেন। এই সকল গুণীর সাহায্যে আলাপচারীর সম্যক্ বিজ্ঞান শিক্ষাও তাহার উৎকর্ষ সাধনকল্পে আমাদের সঙ্গীতানুরাগী তরুণ সম্প্রদায়ের একান্ত সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। আশাকরি বৃদ্ধের এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ অরণ্যে রোদনে পর্য্যবসিত হইবে না।

বারান্তরে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে কণ্ঠে ও যন্ত্রে আলাপচারীর প্রণালী সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস করিব।

নববর্ষের গান

শ্রীসুধীন চাকলাদার

নব সুরে আজি উঠিয়াছে বাজি
বিশ্ব-বীণাতে নূতন গীতি।
নব হাসি ভরা, এ নিখিল ধরা
পরে নব মালা নব ফুলে গাঁথি।

বিগত যত অতীতে মিশে
গিয়াছে সে যে করুণ হেসে
রেখে গেছে কত, শোক ব্যথা শত,
কত স্মৃতিভরা মাধবী রাতি।

নব বরষের নবীন আভাস
আকাশ ভুবন উঠিল ছাপিয়া,
ভেদাভেদ ভুলি, এস সবে মিলি
নূতন অরঘে ভরি' সব হিয়া।

নব ভাবে কর কুসুম চয়ন
নব প্রাণে কর বরষ বরণ
নূতন করিয়া লহগো বরিয়া
নূতন পথের নূতন সাথী।

বেহালা শিক্ষা প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীরাখালদাস মজুমদার

নিম্নলিখিত অধ্যায়টীতে প্রথম স্বর হইতে প্রতি ৬ষ্ঠ স্বরে ভিন্ন ছড়ি দ্বারা অভ্যাস করিতে হইবে। দ্রুত অভ্যাসের সময় বিশেষ যত্ন লইতে হইবে।

৩৬। ম্‌া রা | প্‌া গা | ধ্‌া মা | ণা পা (৪) | সা ধা | রা ণা | গা সা́ |

মা রা́ (৪) | পা গা́ | ধা মা́ | ণা́ ধা | গা́ পা | রা́ মা | সা́ গা |

ণা রা | ধা সা | পা (৪) ণ্‌া | মা ধ্‌া | গা প্‌া | রা ম্‌া |

নিম্নলিখিত অধ্যায়টীতে উপরেরটী অপেক্ষা তারের উপর ছড়ি চালান কঠিন। কারণ ইহাতে প্রথম স্বর হইতে প্রতি সপ্তম কিংবা অষ্টম স্বরে বাজাইতে হইবে এবং সেই নিমিত্ত এক তার হইতে অন্য তারে বাজাইবার সময় মধ্যে একটি লঙ্ঘন করিয়া ছড়ি চালাইবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত, নতুবা অন্য তারে ছড়ি স্পর্শ করিতে পারে।

৩৭। ম্‌া গা | ম্‌া মা | প্‌া মা | প্‌া পা (৪) | ধ্‌া পা | ধ্‌া ধা | ণ্‌া ধা |

ণ্‌া ণা | সা ণা | সা সা́ | রা সা́ | রা রা́ (৪) | গা রা́ (৪) | গা গা́ |

মা গা́ | মা মা́ | মা́ পা | মা́ মা | গা́ মা | গা́ গা | রা́ গা |

রা́ রা | সা́ রা | সা́ সা | ণা সা | ণা ণ্‌া | ধা ণ্‌া | ধা ধ্‌া |

পা ধ্‌া | পা প্‌া | মা প্‌া | মা ম্‌া |

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

মিশ্র আসোয়ারী—কাহারবা

হিরণ কিরণে মৃদুল চরণে
কে তুমি এলে গো শেফালি তল ?
অঞ্চল হ'তে ঝরিয়া পড়িছে
অমল ধবল কমল দল।

স্নিগ্ধ বাতাস ছন্দে ছন্দে
উতলা আকুল মধুর গন্ধে
বেদন বাসরে পুলক শিহরে
মুছে গেছে গত নয়ন জল।

পরাণে পরাণে অনুরণি ওঠে
কোন অতিথির বরণ শাঁখ
অন্তর ভরি শ্যামলা ধরণী
শুনে যেন কার আকুল ডাক।

মুকুলে মুকুলে যে স্বপনখানি
পুলকিয়া তুলে নিবিড় বনানী
পরশনে তার বাহিরে ভিতরে
সহসা জীবন হল সফল।

কথা—সুরসেবক শ্রীদুর্গেশচন্দ্র দত্ত

সুর—শ্রীবিনয়কুমার ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—শ্রীস্বদেশরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আস্থায়ী

I { ধ্া গা মা -া | রগা পমা গা -া I ন্া সা গা -া | রগা ন্া ধ্া -া I
হি র ণ ০ | কি০ র০ ণে ০ মৃ দু ল ০ | চ র ণে ০

ধ্া ন্া রা -া | গা ধা ধা -া I পা র্সপধনা ধা -া | পা মগরা সন্ধ্া -া } I
কে তু মি ০ | এ লে গো ০ শে ফা০০ লি ০ | ত ল০০ ০০০০

{ র্সা -া সা -া | না ধা ধা -া I পা র্সপধনা ধা -া | পা মা গা -া I
অ ন্ চ ০ | ল হ তে ০ ঝ রি০০ য়া ০ | প ড়ি ছে ০

গা মা রা -া | গা মপা ধা -া I পমা গা রা -া | সন্া ধ্া -া -া } II
অ ম ল ০ | ধ ব০ ল ০ ক০ ম ল ০ | দ০ ল ০ ০

অন্তরা ও আভোগের ১ম ২ লাইন

II রা -া গা -া | পা মা পা -া I ধা ধা ধা -া | না ধপা ধা -া I

স্নি গ ধ ০ | বা তা স ০ ছ ন্ দে ০ | ছ ন্০ দে ০

মু কু লে ০ | মু কু লে ০ যে স্ব প ০ | ন খা০ নি ০

ধা না -া ধনর্সা | না ধা ধা -া I পা ক্ষপধনা ধা -া | পা মা গা -া I

উ ত ০ লা০০ | আ কু ল ০ ম ধু০০ র ০ | গ ন্ ধে ০

পু ল ০ কি০০ | য়া তু লে ০ নি বি০০ ড় ০ | ব না নী ০

র্সা র্সা -া -া | না -া ধা ধা I পা ক্ষপধনা ধা -া | পা মা গা -া I

বে দ ন্ ০ | বা ০ স রে পু ল০০ ক ০ | শি হ রে ০

গা মা রা -া | গা মপা ধা -া I পমা গা রা -া | সন্া ধ্া -া -া II

মু ছে গে ০ | ছে গ০ ত ০ ন০ য় ন ০ | জ০ ল ০ ০

সঞ্চারী

II সা সা সা -া | সা সা ন্ধ্া -া I ন্া ন্া সা -া | ন্া ধ্া ধ্া -া I

প রা ণে ০ | প রা ণে০ ০ অ ঙ্কু র ০ | নি ও ঠে ০

ধ্ন্া ঋা ঋা -া | রা ঋা -া -া I ধ্া ন্া রগমা -া | রা গা -া -া I

কো০ ন্ অ ০ | তি থি র্ ০ ব র ণ০০ ০ | শাঁ খ ০ ০

গা পা পা -া | পা পজ্ঞা গা -া I গা জ্ঞধা পা -া | জ্ঞা গা গা -া I

অ ন্ ত ০ | র ভ০ রি ০ শ্যা ম০ লা ০ | ধ র ণী ০

গা জ্ঞা গা -া | রা ঋা ন্ধ্া -া I ধ্া ন্া রগমা -া | রা গা -া -া I

শু নে যে ০ | ন কা র০ ০ আ কু ল০০ ০ | ডা ক ০ ০

(আভোগের শেষের দুই লাইন)

র্সা র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া -া I না র্রা র্সা -া | না ধা ধা -া I
প র শ ০ | নে তা র ০ বা হি রে ০ | ভি ত রে ০

রা রা গা -া | মপা ধা ধা -া I পা মা গা -া | রসন্ৰা ধা -া -া II
স হ সা ০ | জী০ ব ন ০ হ ল স ০ | ফ০০ ল ০ ০

সঙ্গীতে গ্রাম ও শ্রুতি

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সঙ্গীত-শাস্ত্রে তিনটী গ্রাম দৃষ্ট হয়, যথা—

"অথ গ্রামত্রয়ঃ প্রোক্তা স্বরসন্দোহরূপিনঃ।
ষড়জ মধ্যমগান্ধার সঞ্জাভিস্তে সমান্বিতা॥"

অর্থাৎ স্বর ও শ্রুত্যাদির একত্র মিলনে গ্রামের উৎপত্তি। গ্রাম তিন প্রকার, যথা—(১) ষড়জ গ্রাম (২) মধ্যমগ্রাম ও (৩) গান্ধার গ্রাম। সঙ্গীতবিজ্ঞানবিদ্ মতঙ্গ বলেছেন—

"যথা কুটুম্বিনঃ সর্ব্বেহপ্যেকীভূতা ভবন্তি হি।
তথা স্বরানাং সন্দোহো গ্রাম ইত্যভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ লোকে যেরূপ বাসস্থান, সমাজবন্ধন, জাতি, ধর্ম্ম, সদাচার ও সুনিয়মাদিযুক্ত হোয়ে অনেকগুলি একসঙ্গে বাস কোরে গ্রাম (village) প্রস্তুত করে, সঙ্গীতেও সেরূপ মূর্চ্ছনা, তান, জাতি ও শ্রুতি প্রভৃতি সমন্বিত হোয়ে স্বরসকলের একত্রাবস্থানে ষড়জাদি গ্রামের উৎপত্তি হোয়েছে। সেই নিমিত্ত ভাষ্যকার "মূর্চ্ছনাতানপ্রভৃতীনাম্ আশ্রয়ঃ অবলম্বনভূতঃ স্বরসমূহঃ গ্রাম স্যাৎ" বলেছেন। এদের মধ্যে—

"ষড়জমধ্যমনামানৌ গ্রামৌ গায়ন্তি মানবাঃ।
ন তু গান্ধারনামানং স লভ্যো দেবযোনিভিঃ॥"

অর্থাৎ ষড়জ ও মধ্যমগ্রাম মর্ত্ত্যলোকে মানবগণ কর্ত্তৃক গীত হোয়ে থাকে এবং গান্ধারগ্রাম স্বর্গলোকে দেবগণ কর্ত্তৃক গীত হয়। তবে মর্ত্ত্যলোক প্রচলিত ষড়জ ও মধ্যম গ্রামের মধ্যে ষড়জই প্রধান।

এক্ষণে ষড়জাদি গ্রাম কাকে বলে?

(১) যে কোন সুরকে ষড়জ (স) কোরে তার অনুগামী আর যে ছয়টী সুর পাওয়া যায়, তাকে 'ষড়জগ্রাম' বলে। এর ষড়জ নাম হবার কারণ 'ষট্‌জায়ন্তে যস্মাৎ সঃ ষড়জঃ"—যা হোতে অপর ছয়টী সুর উৎপন্ন হয়, তাকে ষড়জ সুর বলে। আর এ হতে স র গ ম প ধ ন এই সাতটী সুর আমরা প্রাপ্ত হয়ে থাকি।

(২) ষড়জের মধ্যমকে 'স' ধরলে, তার অনুগামী যে অপর ছ'টী সুর পাওয়া যায়, তাকে 'মধ্যমগ্রাম' বলে, এতে মাত্র একটী নূতন (বিকৃত) সুর কোমল নিষাদ (ণ) পাওয়া যায়।

(৩) ষড়্‌জ গ্রামের গান্ধারকে ষড়্‌জ ধরে তদনুবর্ত্তী যে ছ'টী সুর পাওয়া যায়, তাকে গান্ধার গ্রাম বলে। এতে আমরা চারিটী নূতন (বিকৃত) সুর যথা কড়ি মধ্যম, কোমল গান্ধার, কোমল ঋষভ ও কোমল ধৈবত (হ্ম, জ্ঞ, ঋ, দ) প্রাপ্ত হই। এ ছাড়া অপর দু'টী সুর পঞ্চম ও নিষাদ স্বাভাবিকই থাকে। যাহোক এ তিনটী গ্রাম পর্য্যালোচনা করলে আমরা পাই দ্বাদশটী সুর, যথা—
স র ঋ গ জ্ঞ ম হ্ম প ধ দ ন ণ = ৭টী শুদ্ধ + ৫টী বিকৃত।

তৎপরে সপ্তসুর পুনরায় উদারা, মোদারা ও তারা (খাদ, মধ্যম ও চড়া) এ তিন সপ্তক বা গ্রামে বিভক্ত তন্মধ্যে—

(১) উদারা—স্ র্ গ্ ম্ প্ ধ্ ন্
মোদারা—স র গ ম প ধ ন
তারা—র্স র্র র্গ র্ম র্প র্ধ র্ন

এদের পাঁচটী বিকৃত ঋ জ্ঞ হ্ম দ ণ সুর ও ঐ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে দেখা যাক 'শ্রুতি' বল্‌তে আমার বুঝি কি।

শ্রুতি

শ্রুতি শব্দে আমরা বুঝি—

"প্রথম শ্রবণাচ্ছব্দঃ শ্রূয়তে হ্রস্বমাত্রকঃ।
সা শ্রুতিঃ সম্পরিজ্ঞেয়া স্বরাবয়ব লক্ষণা॥"

অর্থাৎ একটী শব্দের উৎপত্তি হোলে তা প্রথমে হ্রস্বমাত্রা স্বরূপ শ্রুত হয়, এজন্য বিশেষজ্ঞগণ স্বরারম্ভকাবয়ব শব্দ বিশেষের নাম 'শ্রুতি' বলেছেন। এর উপমা অনেকটা তরঙ্গমালার সঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। জলে একটি ঢিল ফেল্‌লে জল ক্ষুব্ধ হয় এবং তা হতে একটী দুটী ক্রমে ক্ষুদ্রতম হোতে ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্র ও তদপেক্ষা বড়—এরূপ ক্রমিক তরঙ্গমালা উৎপন্ন হয়ে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হতে থাকে। এক্ষণে শ্রুতি বল্‌তে আমরা উক্ত ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ (বা কম্পন)-টীকে বুঝ্‌ব।

শাস্ত্র শ্রুতিসংখ্যা দ্বাবিংশটী নির্দ্দেশ করে না; তবে পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞেরা তা স্বীকার করেন নি, তাঁরা ২২টী শ্রুতির স্থানে সূক্ষ্মাংশ বা শ্রুতিসংখ্যা ৫৩টী বলে থাকে।

শাস্ত্র বলেন—

"শ্রুতিভ্যঃ স্যুঃ স্বরাঃ ষড়্‌জর্ষভগান্ধারমধ্যমাঃ।
পঞ্চমো ধৈবতাশ্চ নিষাদ ইতি সপ্ততে॥"

অর্থাৎ সূক্ষ্ম শব্দতরঙ্গ বা শ্রুতি হোতেই সপ্তস্বরের উৎপত্তি। তারা পুনঃ "মন্দ্র, মধ্য চ তারাখ্যস্থানভেদাস্ত্রিধামতাঃ" অর্থাৎ মন্দ্র, মধ্য ও তার সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত, এ পূর্ব্বে বলা হয়েছে।

উক্ত দ্বাবিংশ শ্রুতির নাম, যথা—

"তীব্রাকুমুদ্বতীমন্দ্রাচ্ছন্দোবত্যস্তু ষড়্‌জগাঃ।
দয়াবতী রঞ্জনী চ রতিকা ঋষভেস্থিতাঃ॥
রৌদ্রী ক্রোধা চ গান্ধারে বজ্রিকাদৃথ প্রসারিণী।
প্রতিশ্চ মার্জ্জনীত্যেতাঃ শ্রুতয়োমধ্যমাশ্রিতাঃ॥
ক্ষিতিরক্তা চ সন্দীপিন্যালাপিন্যাপি পঞ্চমে।
মদন্তী রোহিণী রম্যেত্যেতা ধৈবত সংশ্রয়াঃ॥
উগ্রা চ ক্ষোভিণীতিদ্বৈ নিষাদে বসতঃ শ্রুতি॥"

সঙ্গীত দর্পণ, ৫৩।৫

অর্থাৎ—	স	...	৪ শ্রুতি
	র	...	৩ ,,
	গ	...	২ ,,
	ম	...	৪ ,,
	প	...	৪ ,,
	ধ	...	৩ ,,
	ন	...	২ ,,
		মোট—	২২ ,,

তবে দ্বাবিংশ শ্রুতি-সংস্থান নিয়ে বৈদিক ও আধুনিক বিভাগে যথেষ্ট মতভেদ আছে। আধুনিক মতবা

বলেন, প্রথমেই প্রথম শ্রুতিতে ষড়জ উদ্ভূত হয়ে তৎপরে পর পর তিনটী শ্রুতিতে তরঙ্গাকারে গমন করে থাকে, অর্থাৎ কম্পন উৎপাদন করে। কিন্তু বৈদিক মতবাদী বলেন—তা নয়, অগ্রে ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রুতি প্রকৃত, তর ও তমরূপে পুষ্ট হোয়ে ৪র্থ শ্রুতিতে মূর্ত্ত হয় ও ষড়জের আকার ধারণ করে। উভয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত মতটী দৃষ্টতঃ সত্য বোলে অনুমিত হয় বটে যে, কোন দ্রব্যে প্রথম আঘাত প্রয়োজন, তৎপরে আঘাতজনিত কম্পন (vibration) তম, তর ও সূক্ষ্মে ক্রমনিম্নতরঙ্গে বিলীন হয়ে যায়; কিন্তু শেষোক্ত বৈদিক মতও সমীচীন বোলে মনে হয়। কারণ কোন শব্দই একেবারে সূক্ষ্মাংশের মধ্য দিয়ে না গিয়ে কখনও স্থূলরূপে প্রকাশিত হোতে পারে না। এত বড় জগতও মহর্ষি কণাদ ও নৈয়ায়িক-গণের মতে অণু, দ্বাণু, ত্রসরেণু, চতুরণুক ক্রমে সৃষ্ট হোয়েছে। তাঁরা বলেন সূক্ষ্ম অণু বা পরমাণুই ওর কারণ। তর্কসংগ্রহটীকাকার বলেছেন—"তস্মাৎ রূপরহিতত্বাৎ বায়ুরপ্রত্যক্ষঃ। ঈশ্বরস্য চিকীর্ষাবশাৎ পরমাণু ক্রিয়া জায়তে। ততঃ পরমাণুদ্বয়সংযোগে সতি দ্বাণুকমুৎপদ্যতে। ত্রিভির্দ্ব্যণুকৈঃ ত্র্যণুকম্ এবং চতুরণুকাদিক্রমেণ মহাপৃথিবী, মহত্য আপঃ, মহৎ তেজঃ, মহাবায়ুঃ উৎপদ্যতে।"

এর দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, কোন স্বর উৎপন্নের পূর্ব্বে কর্ত্তার ইচ্ছা প্রথমে উদ্বুদ্ধ হয়, তৎপরে তাতে বাতাস vibrated হয় এবং vibrationএর ক্রমোচ্চাবয়বে অবশেষে যথার্থ স্থূলমূর্ত্তি স্বরটি প্রকটিত হয়।

গান

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি. এ.

দূরে—অতিদূরে—
শ্যামল মাঠের বুক-চেরা ওই
সুদূর পথের সুরে।

কাজ্‌লা কালো মেঘের মায়ায়
বিজ্‌লী-হানা আলো ছায়ায়
বেপথুমানা আঁধার রাতে
যাত্রা সুদূরে।

ব্যথা বেদন বিরহ রাগে
সজল আঁখি পিছনে জাগে
সঙ্গীহীন পান্থ চলে
কোন্ সে সুদূর পুরে
দূরে—অতিদূরে।

স্বরলিপি

দেশ মিশ্র—একতালা

দূরে, মনপুরে,
কে যেন বাজায় মিলন বাঁশরী
সকরুণ মৃদু সুরে।

আজি সুরভি দখিনা বায়ে
মুকুলিত মন-ছায়ে ॥
কোন মরমীর মরমের বাণী,
বনে বনে কেঁদে ঝুরে ॥

আজি নিবিড় বাদল সাঁঝে,
ভুলে যাওয়া স্মৃতি মাঝে
কোন্ সে বিরহ মিলনের গীতি
বাজে দূরে নব-সুরে ॥

কথা ও সুর—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচায্য

স্বরলিপি—কুমারী রেখা ভট্টাচার্য্য

	০				১				+				৩				
II	সা	-দা	পা	|	-মা	মপা	মপা	|	জ্ঞা	-রা	সা	|	-া	-া	-া	I
	দূ	০	রে	|	০	ম০	ন০	|	পু	০	রে	|	০	০	০	
• •	০				১				+				৩				
	সরা	রা	-মা	|	জ্ঞা	রমজ্ঞা	-রসা	|	সরা	রা	জ্ঞরজ্ঞা	|	সরা	সা	ণ্া	I
	কে০	যে	ন	|	বা	জা০০	০য়	|	মি০	ল	ন০০	|	বাঁ০	শ	রী	
	০				১				+				৩				
	ণ্া	সা	জ্ঞা	|	মা	ধা	ণা	|	ধণা	-ধণা	-র্সণা	|	দা	-পা	-পা	II
	স	ক	রু	|	ণ	মৃ	দু	|	সু০	০০	০০	|	রে	০	০	

০ ১ + ৩
জ্ঞা জ্ঞা II { রা জ্ঞা দা | -পা মা পা | ধা -া -ণা | ণধা -র্সণা -ধণা I
আ জি সু র ভি | দ খি না | বা ০ ০ | যে০ ০০ ০০

০ ১ + ৩
[র্সা জ্ঞা র্সা] [র্সা -া -মা | -া -া -া]
মা ধা ধা | ণা ধা ণা | ধণা -ধণা -র্সণা | দা -পা -মা } I
মু কু লি | ত ম ন | ছা০ ০০ ০০ | য়ে ০ ০

০ ১ + ৩
জ্ঞা -পা পা | দা ণা ণধর্সণা | দা পা ণদা | পা মা মা I
কো ন্ ম | র মী ০০০র | ম র মে | র বা ণী

০ ১ + ৩
মপা মপা মা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রসা -রা -সা | সা -া -া I
ব০ নে০ ব | নে কেঁ দে | ঝু০ ০ ০ | রে ০ ০

০ ১ + ৩
জ্ঞা জ্ঞা II { জ্ঞা মা মা | জ্ঞা ঋা জ্ঞা | মা -ধা -ধণা | ণধা -র্সণা -ধণা I
আ জি নি বি ড় | বা দ ল | সাঁ ০ ০০ | ঝে০ ০০ ০০

০ ১ + ৩
মা ঋা -ঋর্সা | র্সজ্ঞঋা -র্সা -ণা | ণা ণর্সা ধা | ণর্সণা -ধণা -া } I
ভু লে যাও | য়া ০ ০ | স্মৃ তি০ মা | ঝে০০ ০০ ০

০ ১ + ৩
ণা -র্সা ণর্সা | ণা -দা -পমা | মা পা দপা | -দপমা জ্ঞা জ্ঞা I
কো ন্ সে০ | বি র হ০ | মি ল নে০ | ০০র্ গী তি

০ ১ + ৩
সা -রা জ্ঞরসরা | সা ণ্া ণ্া | সরা -জ্ঞমা -জ্ঞরা | সা -া -া II I
বা জে দূ০০০ | রে ন ব | সু০ ০০ ০০ | রে ০ ০

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

প্যারে মিয়ার তিরোধানের পর ভগ্নহৃদয় উজীর খাঁ সাহেব আর বেশীদিন জীবিত থাকেন নাই। সেই দুর্ঘটনার দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই খাঁ সাহেব সঙ্গীতজগৎ অন্ধকার করে মহাপ্রস্থান করেন। খাঁ সাহেবের দেহ যেরূপ সুদৃঢ় ছিল, তাতে আ'রো কুড়ি বৎসরকাল তিনি স্বচ্ছন্দে সুস্থদেহে থাকতে পারতেন—কিন্তু অসহ্য পুত্র-শোকেই তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় ও কালব্যাধির আক্রমণ হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে খাঁ সাহেব ইহলীলা সম্বরণ করেন। জ্যেষ্ঠ-পুত্রের মৃত্যুর পর যে কয়েক বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন, তাঁর প্রাণপণ চেষ্টা ছিল যাতে তাঁর বংশগত অমূল্য সঙ্গীত সম্পদ্ আপন বংশে উপযুক্ত আধারে রক্ষিত হয়। তিনি দেখলেন যে তাঁর পৌত্র দবীর খাঁ ও কনিষ্ঠ পুত্র সগীর খাঁই তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত অধিকারী। এঁদের শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ ক'রে যাওয়াই তখন তাঁর জীবনের কাজ হ'ল। ঈশ্বরকৃপায় তাঁর সে চেষ্টা যথার্থই সফল হ'ল। দবীর খাঁ বীণাযন্ত্রে উজীর খাঁ সাহেবের সমুদয় বিদ্যাই আয়ত্ত করে নিলেন অতি অল্প কালে। সগীর খাঁ ও কণ্ঠ-সঙ্গীতে খাঁ সাহেবের বিদ্যা ও অতুলনীয় স্বরমাধুর্য্যের প্রতিরূপ দেখাতে লাগলেন। বিধির বিধানে ইঁহারাই খাঁ সাহেবের বিদ্যা ও স্বরলালিত্যের অধিকারী হলেন—এঁদের দ্বারা খাঁ সাহেবের বংশ উজ্জল রইল।

শিষ্যদের মধ্যে খাঁ সাহেবের সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন আল্লাউদ্দিন খাঁ। আল্লাউদ্দিনের তুল্য তপস্বী বর্ত্তমান-যুগে কেহ হন্ নি। ইনি প্রাচীন মুনি বালকগণের মত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে অতি কঠোর তপস্যায় সঙ্গীতসাধনা ক'রে গেছেন—বৎসরের পর বৎসর। খাঁ সাহেবের প্রতি ইঁহার ভক্তি বর্ত্তমান সময়ে গুরুভক্তির এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উজীর খাঁ সাহেবও তাই আল্লাউদ্দিনকে পরম স্নেহের সহিত স্বরোদ যন্ত্র, রবাব ও সুরশৃঙ্গারের বাদ্যপদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে গেলেন—বহু গানও শেখালেন যা কোনও শিষ্য কখনও পান নি।

আজ খাঁ সাহেবের তিরোধানের পর একদিকে দবীর খাঁ সাহেব বীণাযন্ত্রে তাঁরই অপূর্ব্ব ঝঙ্কারের রেশ আন্‌তে পেরেছেন সগীর খাঁ তাঁরই কণ্ঠের মিষ্টতা ও ধ্রুপদ হোরির অননুকরণীয় পদ্ধতির ছবি দেখাতে পেরেছেন আর শিষ্যদের মধ্যে আল্লাউদ্দিন সঙ্গীতগুরুর কীর্ত্তিস্বরূপ সারা ভারতে সঙ্গীত বিতরণ করছেন। ইহঁদের দ্বারাই খাঁ সাহেব আজও অমর হয়ে রইলেন। উজীর খাঁ সাহেব সারা ভারতের সঙ্গীত সৃষ্টির পিছনে রয়েছেন—তাঁর প্রেরণা আমরা পাচ্ছি হিন্দুস্থানের দিকে দিকে যেখানেই উচ্চাঙ্গের ও মধুর সঙ্গীত শুনতে পাই—সেখানেই খাঁ সাহেবের প্রভাব জাজ্জল্যমান দেখতে পাচ্ছি। খাঁ সাহেব জীবিতকালে যেরূপ অদ্বিতীয় সঙ্গীতগুরুরূপে পূজা পেয়েছেন মৃত্যুতেও সেই পূজার বেদীতে তাঁর স্থান চিরদিনের জন্য রইল।

৺উজীর খাঁ সাহেবের মৃত্যুর কিছুকাল পর রামপুরের বরেণ্য নবাব হামিদ আলিও দেহত্যাগ করলেন। খাঁ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র খলিফা সগীর খাঁ সাহেব অতঃপর রামপুর ছেড়ে কলিকাতা মহানগরীতে আগমন করেছেন—স্বর্গীয় রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পৌত্র সঙ্গীতসাধক কুমার ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর, অন্ধগায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে এবং আমাকে তাঁরা সঙ্গীত শিক্ষা দিচ্ছেন। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদে তাঁরা দীর্ঘজীবি হয়ে ভারতে উচ্চ সঙ্গীতের উজ্জল গৌরবময় যুগের উদ্বোধন করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। এঁদের জীবনী অন্য প্রবন্ধে আমরা পরে প্রকাশ করব। ক্রমশঃ

স্বরলিপি

ছায়ানট—ত্রিতাল

কোন করত তোরি বিনতি পিয়ারওয়া
শাস ননদী তন আওয়ে সুন্দরওয়া
ছাঁড় দে মোহে আজ লঙ্গরওয়া।
পানী ঘাট পর আওয় ন অবহুঁ,
রাত বীত গয়ী ক্যায়্সে ঘর যাউঁ,
মান রাখ অব সখীকে কন্হাইয়া॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—স্বামী দুর্গেশানন্দ

আরোহণ—সা, রা, গা মা পা, না ধা, র্সা; অবরোহণ—র্সা না ধা পা, হ্মা পা ধা পা, গা মা রা সা; ...চড়্—পা, রা, গা মা পা, মা গা, মা রা সা। ইহার বাদী রা ও সম্বাদী পা, আরোহণে না এবং অবরোহণে গা ...ব দিতে হয়। ইহার গ্রহ সুর ধা এবং ন্যাস সুর পা; কামোদের সঙ্গে ইহার অনেক মিল আছে। ইহাতে পঞ্চম ও ...ব সঙ্গে সঙ্গে রাখিতে হয়। অনেকে ইহাকে স্বাভাবিক ভাবে অর্থাৎ কড়ি মধ্যম ব্যবহার না করিয়া গীত করেন।

আস্থায়ী

০ । ১ । + । ৩

[সা ধা ধা পা । হ্মা পা ধা পা । পমা মা গা মা । রা নরা সা -া I
কো ০ ন ক । র ত তো রি । বি০ ন তি পি । য়া র ওয়া ০

সরা পধা ধা পা । রা গমা মমা পা । পমা মা গা মা । রা রা সা -া]
কো০ ০০ ন ক । ০ রত ০তো রে । বি০ ন তি পি । য়া র ওয়া ০

সা -া রা রা । গা মা পা পা । নধা র্সা না ধা । পা হ্মধা পা রা I
শা ০ স ন । ন দী ত ন । আ০ ও য়ে সু । ন্দ র০ ওয়া ০

পা -া রা রা । গা মা ধা পা । পমা মা গা মা । রা নরা সা -া I
ছাঁ ০ ০ ড় । দে ০ মো হে । আ০ ০ জ ল । ঙ্গ র০ ওয়া ০

অন্তরা

০ ১ + ৩
II পা -া -া পা | না ধা র্সা র্সা | র্সা না র্রা র্সা | না ধা পা -া I
পা ০ ০ নী | ঘা ট প র | আ ও য় ন | অ ব হুঁ ০

হ্মা -া -া পা | হ্মা পা ধা পা | রা গা মা পা | গমা রা সা -া I
রা ০ ০ ত | বী ত গ য়ী | ক্যায় সে ঘ র | যা০ ০ উঁ ০

সা -া গা গা | মা পা পা পা | র্সা না ধা পা | হ্মা ধা পা -া I
মা ০ ০ ন | রা খ অ ব | স খী কে কন্ | হা ই য়া ০

তান

১ + ৩
১। ন্সা রগা মপা ধপা | পগা মরা গমা ধপা | গমা পগা মরা সসা I

১ + ৩
২। পপা মগা রগা মমা | রসা ন্সা রগা মপা | ধপা গমা রসা -া I

+ ৩
৩। র্সনা ধপা হ্মপা ধপা | গমা পা গমা রসা I

+ ৩ ০ ১
৪। সসা ররা গমা পপা | মপা মগা রগা মপা I মগা রগা মমা রসা | ন্সা রগা মপা ধনা |

+ ৩
র্সর্রা র্সনা ধপা মগা | রগা মপা গমা রসা I

১ + ৩ ০
৫। ন্সা ররা সরা গগা | রগা মমা গমা পপা | গমা ধপা র্সর্সা ধপা I পর্সা ধপা হ্মপা ধপা

১ + ৩
পগা মরা গমা ধপা | ন্সা রগা মপা ধপা | মগা মরা সসা -া I

রামদাস, সুরদাস ও তানসেন

শ্রীসুচারুভূষণ প্রামাণিক

আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর নিকট সিহী নামক একটি গণ্ডগ্রামে ব্রহ্মভট্ট বা ভাটকুলে সুরদাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বাবা রামদাস গোয়ালিয়ারী, গোয়েন্দা। রামদাস অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। রামদাসের সাতটি পুত্র ছিল। ছয়টি পুত্র যুদ্ধে মুসলমানদিগের হস্তে নিহত হয়—কেবল সর্ব্বকনিষ্ঠ অন্ধ সুরদাস পিতার নয়নের মণি হইয়া জীবিত রহিলেন।

সেই সময় গোয়ালিয়র প্রাচীন সঙ্গীত-বিদ্যায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। রামদাস সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার নিমিত্ত সেখানে অনেকদিন বাস করিয়া সঙ্গীত শিক্ষা করেন এবং পরে অতি উচ্চ-শ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আকবরের গুরু বৈরাম খাঁ রামদাসের গানের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শ্রোতা ছিলেন। রামদাসের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বৈরামের চক্ষু অশ্রুতে ভাসিয়া যাইত। রাজকোষের অতি সঙ্কটময় আর্থিক অবস্থার দিনেও তিনি রামদাসকে লক্ষমুদ্রা দান করিয়াছিলেন। আকবরের সময়ের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক বাদাউনী কখনও কাহারও প্রায়ই সুখ্যাতি করিতেন না। কিন্তু তাঁহার মত লোকও রামদাসের গানের বিশেষ প্রসংশা করিয়াছেন। ইহাতে স্বতঃই প্রতীয়মান হয় যে রামদাস অতি উচ্চ শ্রেণীর গায়ক ছিলেন।

সুরদাস জন্মান্ধ ছিলেন। কিন্তু কথিত আছে যে সুরদাস জন্মান্ধ ছিলেন না। যৌবনে সুরদাস এক পূজারিণীর অপরূপ রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হন। একদিন পূজারিণী মন্দির ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় সুরদাস তাঁহার অনুসরণ করেন। কিছুদূর যাইবার পর পূজারিণী পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন যে একটি সুন্দর যুবক তাহার অনুসরণ করিতেছে। তখন তিনি রাগিয়া অতি তীব্রকণ্ঠে বলিলেন "তোমাকে দেখিয়া জ্ঞানী ব্রাহ্মণ যুবক বলিয়া বোধ হইতেছে; তুমি কি জন্য আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এতদূর অনুসরণ করিয়াছ?" সুরদাস লজ্জিত হইয়া বলিলেন; "আমার একটি বিশেষ প্রার্থনা আছে, তাহা পূর্ণ করিবে কি?" পূজারিণী বলিল, "যদি সম্ভব হয় ত করিব।" সুরদাস বলিলেন, "আমার ধর্ম্মকর্ম্মের বিঘ্নস্বরূপ এই চক্ষুদুটি তুমি কণ্টক বিদ্ধ করিয়া দাও।" এই সময় হইতে তিনি অন্ধ।

বৃদ্ধ বয়সে সুরদাস বিষয়ী লোকদের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া সাধু বৈরাগীর ন্যায় বৃন্দাবনে বাস করিতেন। সম্রাট আকবর তাঁহার সুখ্যাতি শুনিয়া বৃন্দাবনের মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে দিয়া সুরদাসকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। সম্রাটের চিঠিতে লেখা ছিল "বৃন্দাবনে সুরদাস নামে এক বিখ্যাত কবি ও গায়ক আছে শুনিয়াছি, তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইবে।" সুরদাস প্রথমে যাইতে স্বীকৃত না হওয়ায় বৃন্দাবনের মুসলমান শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে সবিনয়ে বলিলেন, "আপনি সাধু; আপনি ইচ্ছা করিলে না যাইতে পারেন; সম্রাট আপনার কিছুই করিতে পারিবেন না; কিন্তু আপনি না যাইলে হয়ত সম্রাট আমার চাকরী নষ্ট করিয়া দিবেন।" ইহার পর আকবরের সহিত সুরদাস ফতেপুর সিক্রিতে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আকবর গান শুনিবার নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সুরদাস সঙ্গে সঙ্গে গান রচনা করিয়া গাহিলেন—

"কহা ভগৎ কো কাম?
সীকরী মেঁ কহা ভগৎ কো কাম?

আঙৎ যাৎ পান হৈয়া ফাটী ভুল গয়ো হরিনাম।
জা কো মুখ দেখে হোয় পাতক, তাকো করো পরনাম।
ফির কভয়ে এইসী জিন করিও সুরদাসকে শ্যাম।
কহা ভগৎ কো কাম?
সীকরী মেঁ কহা ভগৎ কো কাম?"

এই গানটী তিনি এরূপ অন্তরের সহিত গাহিয়াছিলেন যে সম্রাট ও তাঁর পারিষদবর্গ কিছুকালের জন্য মন্ত্রমুগ্ধবৎ বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়াছিল। ইহার পরও তিনি সম্রাটের আদেশে কৃষ্ণপ্রেম বিষয়ক অনেকগুলি গান করেন। সম্রাটের পরিষদবর্গ তাঁহাকে সম্রাটের গুণ বর্ণনা করিয়া একটি গান করিতে বলিলে তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার এক শিষ্য আকবরকে বলিলেন "সাধু হইবার পর সুরদাসজী পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও মহিমা কীর্ত্তন করেন না।" তখন আকবর বলিলেন, "আমি তোমাকে ভাল কবি ও গায়ক বলিয়া জানিতাম; এখন দেখিতেছি তুমি প্রকৃত সৎ সাধুও বটে।" তখন সম্রাট তাঁহাকে একশতী 'মনসব' উপহার দিতে চাহিলে তিনি বলেন, "আমি সাধু মানুষ, এ মনসব লইয়া কি করিব! আপনি ইহা দরিদ্রদিগকে দান করিবেন।"

সুরদাস প্রথমে শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পরে বল্লভাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণের উপাসনা আরম্ভ করেন। মহাপ্রভু বল্লভাচার্য্য ব্রজভাষায় আটজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত-কবির নাম দিয়ে "অষ্টছাপ" স্থাপিত করেন। তাহাদের মধ্যে সুরদাসের আসন ও মান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। কবিত্বে তাহার আসন কত উর্দ্ধে ছিল তাহা এই শ্লোকে প্রকাশ পায়—

"সুর সুরজ, তুলসী শশী, উড়গণ কেশোদাস।
অব্ কে কবি খদ্যোত সন, যঁহা তঁহা হোত প্রকাশ॥"

সুরদাসের অনুপম কবিত্বশক্তি, ভাবের ও ভাষার লালিত্য এবং ছন্দের সাবলীল গতি পাঠকের মনকে অপূর্ব্ব আনন্দরসে পূর্ণ করিয়া দেয়। তাঁহার বাৎসল্যভাবের ও মাতৃস্নেহের মধুরতায় মন মুগ্ধ হয়—

"চন্দ্র খিলানো ল্যাহেঁ। মাইয়া মেরী, চন্দ্র খিলানো লইহোঁ।
ধৌরী কো পায় পানা ন করি হো বেণী, শির ন গুথৈ হোঁ॥
হৈ হোঁ লোট অভই ধরণীপর, তেরী গোদ ন অই হোঁ।
লাল কাই হোঁ নন্দ বাবা কো, তেরো সুৎন কাই হোঁ॥
কান লায় কছু কহৎ যশোদা দাউ হি নাহি শুনই হোঁ।
চন্দাহুত অতি সুন্দর তোহিঁ নবল দুলহিমিয়া বিয়ৈ হোঁ॥
তেরী সোঁ মেরী শুন মৈয়া, অবহিঁ বিয়াহন জৈহোঁ।
সুরদাস সব সখা বরাতী নূতন মঙ্গল গৈ হোঁ॥"

যথাসম্ভব ঐতিহাসিক সত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তানসেনের জীবনীর উপাদান অতি সামান্যই পরিদৃষ্ট হয়। তানসেনের পিতার নাম মকরন্দ পাঁড়ে। ইনি ছিলেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ। "শিবসিংহ-সরোজ"এ লিখিত আছে যে তানসেন ১৫৩১-১৫৩২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তানসেন ছিলেন বেশ খর্ব্বাকৃতির মানুষ। তাহার শরীরের বর্ণ ছিল কাল। প্রথমে তানসেন বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামীর নিকট কবিতা রচনা এবং সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তৎকালে গোয়ালিয়রের সুধী সাধক মহম্মদ ঘৌষ একজন খুব বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। তানসেন কিছুদিন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রথম যৌবনে তানসেন শের সাহের পুত্র দৌলত খাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিছুকাল তিনি দৌলত খাঁর বন্ধু এবং সভাগায়করূপে আগ্রায় রাজদরবারে বাস করিয়াছিলেন। দৌলত খাঁর মৃত্যুর পর তিনি মধ্যভারতে রেওয়া রাজ্যের অন্তঃপাতী বান্দোর রাজা রামচাঁদ সিংহ বিঘেলার সভাগায়করূপে বহু বৎসর অতিবাহিত করেন। রাজা রামচাঁদ তানসেনকে যথেষ্ট সম্মান ও অর্থ দান করিতে কোন দিন কুণ্ঠিত হন নাই। তানসেন অনেক উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ গানে রাজারামের যশ ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে অমর করিয়া গিয়াছেন—

"এ রাজারাম নিরঞ্জন হিন্দুপতি সুলতান
কিয়ো করতার, সকল সৃষ্টি ভরণ পোখন।
অতি প্রবীণ বীরভান-নন্দন অতি জগবন্দন
দলিদ্র হরণ শুভ করণ যো লাগতি,
মহাজ্ঞানী গুণনিধান হর দুখন।
অতুল শুভাব যাকো কৈসে বরণন আবে
দশদিশ লোগ সব গাবে যশন
যেত্তে দিন চন্দ্রভান জপ রাজত
ঐ সে দিন রহো নরেশ, তানসেন যহ কথন॥"

ক্রমশঃ তানসেনের খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িল। বাদসাহ ইব্রাহিম খাঁ তখন নিজ দরবারে তানসেনকে লইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু তানসেন রাজারামের সভা ত্যাগ করিয়া আসিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

নানা বৈচিত্র্যময় ঘটনাবলীর মধ্যে আকবর দিল্লীর অধিপতি হইয়া ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে জালালুদ্দিন করচী নামক এক মনসবদারকে রীবাঁয় পাঠাইয়া তানসেনকে নিজ দরবারে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তানসেন এবার সম্রাটের আহ্বান অমান্য করেন নাই। তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি আকবরের দরবারে অতিবাহিত করেন। তিনি অনেক গানে আল্লার মহিমা কীর্ত্তন ও মুসলমান রাজাদের গৌরব বর্ণনা করিয়াছেন তথাপি তাঁহার রচিত পরব্রহ্ম, শিব, উমা, সূর্য্য, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতাগণের বিষয়ে রচিত গানের ভাব ও ভাষার লালিত্যহইতে তাঁহাকে উচ্চ শ্রেণীর ভক্তিপ্রবণ হিন্দু-সাধক ব্যতীত আর কিছু ছিলেন বলিয়া ধারণা হইত না।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে তানসেনের সঙ্গীতগুরু ছিলেন হরিদাস স্বামী। তিনি সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে সাধুসন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপন করিতেন এবং তন্ময়চিত্তে সঙ্গীতরূপ পরব্রহ্মের ভজন সাধন করিতেন। আকবর হরিদাস স্বামীর প্রকৃত গুণের সংবাদ পাইয়া তাঁহার গান শুনিবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে দরবারে আনাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেন। হরিদাস স্বামী দরবারে আসিতে রাজী না হওয়ায় আকবর স্বয়ং তানসেনের সহিত তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হন। হরিদাস স্বামী সমাগত আকবরের সমক্ষেও গান করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন তানসেন কৌশলে তাহাকে গান গাওয়াইবার নিমিত্ত নিজে ইচ্ছাপূর্ব্বক ভুল করিয়া একটি গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। তখন হরিদাস স্বামী শিষ্যের ভ্রম সংশোধন করিবার মানসে গান আরম্ভ করিলেন। সুমধুর বংশীনিনাদে আশীবিষ যেমন অভিভূত হয় সম্রাট আকবর সেইরূপ হরিদাস স্বামীর অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সঙ্গীত শ্রবণে ভাবাবেশে কিয়ৎকালের নিমিত্ত বাহ্যজ্ঞান রহিত অবস্থায় রহিলেন। হরিদাস স্বামীর আশ্রম ত্যাগ করিবার সময় আকবর তানসেনকে শুধাইলেন, "তানসেন, তোমার গান তোমার এই গুরুর ন্যায় সুন্দর হয় না কেন?" উত্তরে তানসেন বলিলেন "মহারাজ, আমি গান করি একজন সামান্য পার্থিব সম্রাটের দরবারে; আর আমার গুরু গান করেন স্বয়ং পরমেশ্বরের দরবারে।"

আকবরের দরবারে লিখিত ফারসী ইতিহাস অনুসারে জ্ঞাত হওয়া যায় যে তিনি ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তানসেনের মৃত্যুর পর গোয়ালিয়রের পার্ব্বত্য দুর্গের সানুদেশে মহম্মদ ঘৌসের সমাধিমন্দিরের পার্শ্বে মুক্ত প্রাঙ্গণে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত করা হয়।

• •

প্রাচীন সঙ্গীতের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সত্ত্বেও তানসেন কয়েকটি নূতন রাগিণী সৃষ্টি করেন—মিয়াঁকিমল্লার, দরবারী কানড়া প্রভৃতি। তানসেন অতি উচ্চশ্রেণীর কবি ছিলেন। তাঁহার রচিত দেবদেবীর বর্ণনায় কবিতা সাধকের মনে ধর্ম্মের পবিত্র রূপ ফুটাইয়া তুলে। প্রাকৃতিক বর্ণনার চিত্রগুলি আজও ভাবুকের মনকে কল্পনালোকে পাঠাইয়া দেয়—

"হেম কিরিটিণী উষাদেবী কনক-বরণী।
সবিতা-গেহিণী উদত মধুর হাস জগ হসায়ৌ
সিন্ধু-বারি উদত ভানু, বিমল সোহ তৈসে
মানৌঁ দিসানায়রী।
কনক-গাগরী পানী ভরি ভরি মঙ্গল অসনান করায়ে॥
বিহগ মধুর ললিত তান গাবৈ ভুবন নব জীবন।
আনন্দ মগন সব জগজন মঙ্গল গীত গায়ৌ॥
আয়ী উষা কমলনেত্রী, গায়ত্রী, জগধাত্রী
লেকে অরুণ-কিরণ-মঞ্জন তানসেন মানস তামস
দূর লিয়ৌ॥"

সুরদাস ও তানসেনের মধ্যে পরম বন্ধুত্ব ছিল। উভয়ে উভয়ের প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং ক্রমশঃ সে সম্বন্ধ আরও নিবিড় হইয়াছিল তানসেন সুরদাসের রচিত গান গাহিতে বিশেষ আনন্দ পাইতেন। কথিত আছে সুরদাসের রচিত "যশোদা বার বার হয়ো ভাখে। হ্যা কই ব্রজ হিতু হমারো চলত গোপাল হি রাখে।" এই গানটি তানসেনের মুখে শুনিয়া আকবর মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং প্রায়ই তিনি এই পদটি গাইতে বলিতেন। তানসেন আকবরের সভায় নবরত্নের একজন ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা দিল্লীতে থাকিতে হইত; এজন্য সুরদাসের সঙ্গে তাঁহার বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হইত না। বহুদিন পরে সুরদাসের একটি ভজন গাহিয়া তানসেন খুসী হইয়া সুরদাসকে চিঠি লিখিলেন—

"কি ধোঁ সুর কো পর লগেও কী ধোঁ সুর কি পীর।
কি ধোঁ সুর কি তন লগেও তনমন দহত শরীর॥"

উত্তরে সুরদাস নিম্নলিখিত চিঠি লিখে পাঠান—

"বিধনা এহ জিয়া জান কর, শেষ ন দিয়ো কান,
ধরা মেরু সব ডোলতা, তানসেন কি তান।"

বোধ হয় উভয়ে উভয়ের গুণে ও নিবিড় প্রেমে মুগ্ধ হয়ে এই পত্রগুলি লিখেছেন।

ছলনা

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

'ভিক্ষা দাও' বলি ডাকে বালক ভিখারী,
খিড়খির দুয়ারে আসি' কহিছে ফুকারি'।
'হাত-জোড়া', 'ফিরে এস' গৃহিণী কহিল,
মুহূর্ত্তের মধ্যে বালক মিলাইয়া গেল।
হাতে চাল, কাঁদে গিন্নী "ভিখারীর বেশে
বুঝিবা দেবতা কোন্ ছলি' গেল এসে"।

বিদায় বাণী

কানাড়া মিশ্র—দাদ্‌রা

মরম ব্যথা শেষ না হ'তে গাইল বাউল শেষের গান,
বিদায় সাঁঝে বিষাদ ঘোরে বেদন ব্যথায় আকুল প্রাণ

হয়নি বলা বলার যাহা
রইল বাকী ব'লতে তাহা
ভাবের ঘরে ভাবুক হয়ে হয়নি পরস্পরের দান,
ভায়ে ভায়ে অমন ভাবী হয় যেন গো ভগবান॥

কথা—শ্রীমুণীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী   সুর—শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীইলা বন্দ্যোপাধ্যায়

```
       +                   0
II     রা    জ্ঞা    মা  |  রা    -জ্ঞা    সা  I  সা    -া    ধ্ণ্া  |  ণ্া    -রা    সা   I
       ম     র     ম   |  ব্য    ০      থা     শে    ষ্    না০   |  হ     ০     তে

       সা    -রা    মা  |  মা    -পা    পা  I  মপা   মপধা   -পা  |  জ্ঞা    -া    -রা   I
       গা    ই     ল   |  বা    ০      উল     শে০   ষে০০    র্   |  গা     ০     ন্

                                                                           •      •
       রা    ন্া    -সা  |  ধ্া    -ণ্া    প্া  I  প্া   ম্প্া   -সা  |  সা    -া    সা   I
       বি    দা    য়   |  সাঁ    ০      ঝে     বি    ষা০    দ   |  ঘো    ০     রে

       সা    রা    -মা  |  মা    -পা    -া  I  মপা   মপা   -ধপা  |  জ্ঞা    -া    -রা   II
       বে    দ     ন্   |  ব্য    থা     য়     ব্যা০   কু০    ল্১  |  প্রা    ০     ণ্
```

	+				০														
II {	সা	-সা	সরা	|	মা	-রা	মপা	I	রমা	রমা	-পধণা	|	ধা	-া	পা	I
	হ	য়	নি০	|	ব	০	লা০		ব০	লা০	০০র্	|	যা	০	হা	
	হ্মা	-হ্মা	হ্মা	|	হ্মা	হ্মা	-পা	I	-জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	|	রা	-জ্ঞা	সা }	I
	র	ই	ল	|	বা	কী	০		০	বল্	তে	|	তা	০	হা	
	সা	সা	-ধ্া	|	সরা	ন্া	-সা	I	ধ্া	ণ্া	-সা	|	মা	মা	-া	I
	ভা	বে	র্	|	ঘ০	রে	০		ভা	বু	ক	|	হ	য়ে	০	
	ধা	-ধা	ধা	|	ধা	ণা	-মা	I	রমা	পা	-ধা	|	মা	-মা	-া	I
	হ	য়	নি	|	প	র	স্		প০	রে	র্	|	দা	ন্	০	
	র্সা	র্মা	-া	|	র্জ্ঞা	-র্জ্ঞা	-া	I	র্রা	র্রা	-র্জ্ঞা	|	র্রা	-র্জ্ঞা	র্সা	I
	ভা	য়ে	০	|	ভা	য়ে	০		অ	ম	ন্	|	ভা	০	বী	
	সা	-সা	রা	|	পমা	জ্ঞা	-া	I	-া	রা	জ্ঞা	|	সা	সা	-া	I
	হ	য়	যে	|	ন০	গো	০		০	ভ	গ	|	বা	ন্	০	

স্বরলিপি

ভৈরবী মিশ্র—দাদ্‌রা

অন্ধ নয়ন খোল গো খোল
জীবন নদী বহিয়া যায়
প্রাণের বেদীতে জাগিল দেবতা
মনোমন্দিরে ডাক রে তায়।

শত রবি শশী তাহারি চরণে
জ্বলিছে নিত্য নবীন বরণে,
আনন্দ-জোয়ারে ঘিরে চারিধার
লুটায় ধরণী তারি পায়।

বদ্ধ এ তব অন্তর মাঝে
ডাকো ডাকো সেই বিশ্বরাজে,
ধন্য হইবে জনম তোমার
তাহারি পুণ্য প্রেম-কণায়।

কথা—শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য

সুর—শ্রীবিনোদবিহারী গাঙ্গুলী

স্বরলিপি—কুমারী পারুলপ্রভা দাশগুপ্তা

+ ২
I সা -সা ণ্‌সঋসা | ণ্‌া ণ্‌দ্‌া -ণ্‌া I সা গা সগা | -মা মা মা I
অ ন্‌ ধ০০০ | ন য় ন্‌ খো ল গো | ০ খো ল

মা পা পা | -র্সা ণা দপমা I জ্ঞমা জ্ঞপা মা | জ্ঞা -ঋা সা I
জী ব ন | ০ ন দী০০ ব০ হি০ য়া | যা ০ য়

সর্সা র্সা র্সা | র্সা র্ঋা র্সা I ণা ধা ণা | ণদা ণদা পা I
প্রা ণে র | বে দী তে জা গি ল | দে ব তা

সা জ্ঞা সজ্ঞা | -সজ্ঞমপা পা মা I জ্ঞরা জ্ঞা ঋা | সা -া -া II
ম নো ম০ | ০০০ন্‌ দি রে ডা০ ক রে | তা ০ য়

\+ ২

II {জ্ঞা মা ণা | দা দা ণা I র্সা র্সা র্সা | ণর্সর্ঋা র্ঋা র্সা I

শ ত র | বি শ শী তা হা রি | চ০০ র ণে

র্সণা র্সণা র্সণা | র্সা -া র্সা I ণর্সা ণর্জ্ঞর্জ্ঞা র্সা | র্সণা দা পা I

জ লি ছে | নি ০ ত্য ন০ বী০০ ন | ব র ণে

(পণা -দা -পা | -মা -জ্ঞা -া)} I র্সা র্রা র্সর্রর্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I

০০ ০ ০ | ০ ০ ০ আ নন্ দ০০ | জ্যো য়া রে

র্জ্ঞা র্মা র্মা | র্রা র্সা -া I সমা মা -া | মপা মপদা পা I

ঘি রে চা | রি ধা র্ লু টা য় | ধ০ র০০ ণী

মজ্ঞা রা জ্ঞা | জ্ঞঋা -া -সা II

তা ০ রি | পা ০ য়

\+ ২

II জ্ঞা -া জ্ঞা | ঋা ঋা সা I সা -রা রমা | মা মা মা I

ব ন্ ধ | এ ত ব অ ন্ ত | র মা ঝে

রা মা মা | পা পা পা I পা -া পা | মপা -রমপদা পা I

ডা কো ডা | কো সে ই বি ০ শ্ব | রা০ ০০০০ জে

র্সা -া র্সা | র্সা র্রা র্জ্ঞা I র্জ্ঞা র্মা র্জ্ঞা | র্ঋা র্সা -া I

ধ ০ ন্য | হ ই বে জ ন ম | তো মা র্

সর্মা মা মা | মপা -দা পা I জ্ঞরা জ্ঞা জ্ঞা | ঋা -া সা II II

তা হা রি | পূ০ ০ ণ্য প্রে০ ম ক | ণা ০ য়

শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, বি. এ.

অনুক্রমণিকা

কীর্ত্তন এবং খোলবাদ্য বর্ত্তমানে যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহাতে এই দুইটি জিনিষকে বাংলার নিজস্ব সম্পৎ বলা যায়। কারণ বাংলা দেশেই ইহাদের উৎপত্তি এবং বাংলা দেশেই ইহাদের প্রসার। আমাদের যতদূর ধারণা তাহাতে মনে হয় যে প্রাচীন মৃদঙ্গ বা মর্দ্দল নামক তাল যন্ত্রই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সময় হইতে ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান খোলে পরিণত হইয়াছে এবং ইহার বাদ্যপ্রয়োগ বিধিতেও নানাপ্রকার নূতনত্ব দেখা দিয়াছে। মৃদঙ্গের এই নূতন রূপ প্রদান এবং ইহার বাদ্যবিধিতে নানাপ্রকার নব নব ছন্দ এবং প্রণালীর প্রবর্ত্তন বাংলার বৈষ্ণবগণেরই কৃতিত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলার এই অভিনব সৃষ্টি যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়া এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়াও সমগ্র ভারতের সঙ্গীত সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই। ইহা বাংলা দেশেই অবরুদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি সঙ্গীতে লোকের লক্ষ্য নিবদ্ধ হয় স্বরবিস্তারে এবং ছন্দোবৈচিত্র্যে; কথার প্রতি কাহারও বিশেষ লক্ষ্য থাকে না। কিন্তু কীর্ত্তন শুধু সঙ্গীত নহে। ইহাতে সঙ্গীত, ধর্ম্ম এবং কাব্য এই তিনটি বিষয় একত্র হইয়াছে এবং সেইজন্য ইহাতে কথাগুলিই অন্যান্য বিষয় হইতে প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। তান এবং লয় শুধু গুণীভূত (subordinate) ভাবে সেই কাব্যরসেরই প্রকাশে সাহায্য করিয়া থাকে; কখনও প্রধান হইয়া দাঁড়ায় না। সেইজন্যই হয় ত লয় তানজ্ঞগণ কীর্ত্তন গান এবং খোল বাদ্যের প্রতি তেমন আকৃষ্ট হইতে পারেন নাই। কিন্তু বাস্তবিক কীর্ত্তন গানেও লয় তানের মাধুর্য্য যথেষ্ট রহিয়াছে। তবে তাহার নিয়ম প্রণালী বৈঠকী গানের নিয়ম প্রণালী হইতে পৃথক। অনেকেই এইসব না জানিয়া নিজ নিজ সংস্কারের (prejudice) বশবর্ত্তী হইয়া কীর্ত্তন গানের প্রতি অযথা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। খোল বাদ্যের এই আলোচনা দ্বারা সঙ্গীতকলাবিদগণ যদি কিঞ্চিন্মাত্রও কীর্ত্তন গান এবং খোলবাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট হন তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পরিভাষা

প্রত্যেক বিজ্ঞান দর্শন অথবা যে কোন শাস্ত্রের আলোচনা করিতে গেলেই তত্তৎ শাস্ত্রে বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত কতকগুলি শব্দ পাওয়া যায় সেই পারিভাষিক শব্দ সমূহের (technical terms) সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় না থাকিলে কোন শাস্ত্রের আলোচনা অসম্ভব। সুতরাং আমরা প্রথমেই শ্রীখোল বাদন বিজ্ঞানের পারিভাষিক শব্দগুলির যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

১। বর্ণ বা বাণী—মৃদঙ্গে আঘাত করিলে যে অব্যক্ত ধ্বনি (inarticulate sound) নির্গত হয় সেই ধ্বনিকে আমরা শিক্ষার সৌকার্য্যার্থ ব্যক্ত ধ্বনিতে কল্পনা করিয়া, তা, খি, ধা, ধিন্ প্রভৃতিরূপে প্রকাশ করি। এগুলিকেই বর্ণ বা বাণী বলা হয়। সঙ্গীতদামোদরকার এগুলির "পাঢ়বর্ণ" সংজ্ঞা দিয়াছেন। অনেক সময় দুইটি বা ততোধিক বাণী দ্রুত নির্গত হইয়া মিশ্র বাণীর সৃষ্টি করে।

২। বোল—কতকগুলি বাণী যখন একত্রী কৃত হইয়া ছন্দোবিশেষে গ্রথিত হয় তখন সেই বাণী সমষ্টিকে বোল বলা হয়।

৩। লয়—লীয়ন্তে শ্লিষ্যন্তে অনেন ইতি লয়ঃ, অথবা লয়ন্তি ব্রজন্তি সাম্যং গীতাদয়োঽত্র ইতি লী+অল্=লয়ঃ অর্থাৎ গীত বাদ্যের মাত্রা কাল এবং প্রস্বনের সমতাকে (harmony) লয় বলা হয়। কিন্তু খোল বাদকগণ প্রত্যেক ছন্দের বা তালের প্রাথমিক সহজ বোলকেই (যাহাকে তবলা বাদকগণ ঠেকা বলেন) লয় অথবা লয়া বলিয়া থাকেন।

৪। পরণ বা প্রবন্ধ—সঙ্গীতের সময় গায়ক যেমন গমক, গিট্‌কারী, প্রভৃতি দ্বারা স্বরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন, বাদকও তদ্রূপ লয় বাজাইবার পর ক্রমে তাহাতে নানা প্রকার বিচিত্র ছন্দের সংযোগ করিয়া বাদ্যের চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি করেন। সেইরূপ বাদ্যকে পরণ বা প্রবন্ধ বলা হয়। আধুনিক অনেক বাদক প্রবন্ধ বলিতে স্তোত্র বাদ্যকে (যে বোল বাজাইবার সময় তাহার ধ্বনির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া নানাপ্রকার শ্লোক আবৃত্তি করা হয়) বুঝিয়া থাকেন। প্রবন্ধ অনেক প্রকার, যথা—হাত, ঘাঁত, মাতন, লহর, মূর্চ্ছন ইত্যাদি।

৫। লহর—লয়ের পরেই মৃদু আঘাত করিয়া অথবা গুপা দিয়া যে পরণ বাজান হয় তাহাকে লহর বলা হয়। অনেক বাদক এইপ্রকার প্রবন্ধকে টুকির বাদ্য বা কাহারবন্দী বোল বলিয়া থাকেন।

৬। হাত—যে পরণগুলিতে কোন জটিলতা নাই, প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত প্রায় একই রকমের ছন্দে রচিত সেগুলিকে হাত বলা হয়।

৭। ঘাঁত—জটিল এবং দীর্ঘ পরণকেই ঘাঁত বলা হয়। কেহ কেহ তেহাই যুক্ত প্রবন্ধকেই ঘাঁত বলেন।

৮। ছক্কা—ইহাও একপ্রকার ঘাঁত কিন্তু ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন বাদকের নিকট সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়াতে ইহার লক্ষণ বলিতে পারিলাম না।

৯। জমাট—কীর্ত্তনে অনেক সময় খোল করতাল সজোরে বাজাইয়া উচ্চ স্বরে এবং সমবেত কণ্ঠে একই কথার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয়। ইহাকে এবং তৎকালীন বাদ্যকে জমাট বলা হয়। তবে জমাট বলিতে সাধারণতঃ গৌরচন্দ্রিকার শেষ পদের এইরূপ আবৃত্তিকেই বুঝাইয়া থাকে।

১০। মাতন—জমাটের যে বাদ্যে স্বভাবতঃই এবং নৃত্যের আবেশ হয় তাহাকে মাতন বলা হয়।

১১। মূর্চ্ছন—পরণ বাজাইবার সময় গীতবাদ্য একটু দ্রুতমাত্রিক হইয়া যায়। যে বাদ্য দ্বারা পরণ শেষ করিয়া পুনরায় গীতবাদ্যকে ধীরগতিযুক্ত লয়ে আনয়ন করা হয় তাহাকে মূর্চ্ছন বলা হয়। সহজ কথায় বাদ্য শেষ করিবার বোলকেই মূর্চ্ছন বলা হয়। ময়নাডোল নিবাসী বাদকগণ ইহাকেই পরণ বলেন। সঙ্গীত-দামোদরে ইহাকে ছন্দন বলা হইয়াছে।

"বাদ্যং বিমুচ্যতে যেন ছন্দনং তন্নিগদ্যতে"

১২। তাল—কোন ছন্দের যে যে স্থান প্রস্বনিত (accented) হয় সেইস্থানগুলিকে তাল বলা হয়। বাদ্যের বিভিন্ন ছন্দকেও সাধারণতঃ তাল বলা হয়, যেমন রূপক তাল, তেওট তাল ইত্যাদি।

১৩। সম—সঙ্গীতের বা বোলের ছন্দে যে স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রস্বন হয় এবং ছন্দের যে স্থানে গীত বাদ্য শেষ করিবার ইচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হয়, তাহাকেই সম বলা হয়। সাধারণতঃ সমেই গীতবাদ্যের শেষ হয় বলিয়া ইহাকে মান বা মোকামও বলা হয়।

১৪। ফাঁক—ছন্দের যে স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা লঘু প্রস্বন হয়, তাহাকে ফাঁক বলে। অনেক সময় শুধু ছন্দের আবর্ত্তনের হিসাব রাখিবার জন্যই ফাঁকের ব্যবহার হয়।

১৫। কোষী—যদি ক্রমান্বয়ে একাধিক ফাঁক থাকে অর্থাৎ ঐ ফাঁকগুলির ব্যবধানে যদি তাল না থাকে তাহা হইলে ঐ ফাঁকগুলিকে কোষী বলা হয়।

১৬। কাল—তাল ফাঁক এবং কোষী সমূহের ব্যবধানস্থিত মাত্রাকে কাল বলা হয়।

১৭। আবর্ত্তন—কোন ছন্দের এক সম হইতে অন্য সম পর্য্যন্ত তাহার এক এক আবর্ত্তন বা ওয়ার্দ্দা হয়।

১৮। মাত্রা—কোন ছন্দের এক আবর্ত্তন হইতে অন্য আবর্ত্তন পর্য্যন্ত সময়ের ছন্দোগত পরিমাপের এককে (unit) মাত্রা বলা হয়। সঙ্গীত দামোদরকার এই মাত্রার একটা সময় পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যথা—

কালেন যাবতা পাণি পর্য্যেতি জানু মণ্ডলে।
স মাত্রা কবিভিঃ প্রোক্তা হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতো মতা॥

ইহাতে সম্বন্ধে শুধু প্রাথমিক বোধ জন্মিতে পারে। কিন্তু ইহাতে মাত্রা শব্দের প্রকৃত সংজ্ঞা (logical definition) হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

১৯। পদ—ছন্দের এক প্রস্বনের স্থান হইতে অন্য প্রস্বনের স্থান পর্য্যন্ত এক একটি পদ।

২০। তেহাই—কোন বোল তিনবার বাজিবার পর তাহার শেষ বর্ণ আসিয়া সমে পতিত হইলে তাহাকে তেহাই বলা হয়।

২১। গুরু, লঘু—কোন বোলের গ ঘ জ ঝ প্রভৃতি ঘোষ বর্ণ বহুল অংশকে গুরু এবং ক খ ত থ প্রভৃতি অঘোষ বর্ণবহুল অংশকে লঘু বলা হয়।

২২। দুন—বোলের গতি দ্বিগুণীকৃত হইলে তাহাকে দুন বলা হয়।

২৩। অনাঘাত বোলের কোন মাত্রার বা তাল ফাঁকের স্থানে মৃদঙ্গে আঘাত না পড়িলে তাহাকে অনাঘাত বলা হয়।

২৪। আড়ি—কোন বোলের কোন স্বাভাবিক প্রস্বনের স্থানে যদি প্রস্বনিত বাণী ব্যবহৃত না হয়, অথচ সেই স্থানে কল্পনায় প্রস্বন ধরিয়া নিতে হয় তবে সেই বোলকে আড়ি বোল বলা হয়। অনাঘাতেও একপ্রকার আড়ির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

২৫। মাথট—বাদ্যে ঘাত প্রয়োগ করিয়া তাহা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই অনেক সময় খুব বিরল সন্নিবিষ্ট বোল বিশেষ অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে বাজান হয়। ইহাকেই মাথট (slow) করা বলা হয় এবং উক্ত বোল বিশেষকেই মাথটের বোল বলা হয়।

২৬। হাতুটী—কীর্ত্তন গান আরম্ভ করিবার সময় প্রথমেই একবার করতাল সহযোগে কতক্ষণ খোল বাজান হয়। ঐ সময়ের বাদ্যগুলিকেই হাতুটীর বাদ্য বলা হয়।

২৭। মেল জমাট—কীর্ত্তন গান আরম্ভ করিবার সময় সমস্ত গায়ক একটি বিশেষ সুরে খোল করতাল সহযোগে কণ্ঠ মিলাইয়া লন। এই মিল করাকে মেল জমাট বা আপত্তন (inauguration) বলা হয়। (ক্রমশঃ)

বৈশাখী

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

বৈশাখে কাল বৈশাখে।
আল-ভাঙা ঐ ধানের ক্ষেতে মনের ময়ূর ঐ ডাকে॥
আষাঢ় আসার স্বপন জাগে—
মাঠের ফাটল-হিয়ার ফাঁকে,
মেঘের মাদুর বিছায় বাণী
তড়িৎ-মায়ার মৈনাকে॥

দিগ্বিজয়ে যাত্রা একি ঝড়ের ব্যথায় তল্লাসী—
কোন্ মেনকা মন্ত্রে টানে তোমায় নবীন সন্ন্যাসী;
জাগর মরুর জ্বালায় ধূ ধূ—
জাগল কি ঘোর নেশাই শুধু,
শিউলি-করুণ পথের সাথী
কুঁড়ির কদর কৈ রাখে॥

তেলেনা

বাগীশ্বরী—ত্রিতাল* (দ্রুতগতি)

তানুম তানা দেরে দীম্ তা দেরে না,
তোম দের দের না দের না দীম তোম
দের দের তোম না,
তাদাবে তোম্ নানা তা নানা তোম দের না ॥
তাদিয়া দীম তানা তানা দীম তানা
তাদানি নি তান্না তানুম দারে দানি ॥
ম গ র স ন ধ ন ধ ম ধ ন স স র স ম ধ ন স
ন ধ ন গ গ র স ম গ র স ন ধ প ধ ম ন ধ প
ম গ র স ম স ন ধ ম ম ম ন গ র গ স
ওদানি দানি দীম দীম দীম তা দেরেনা
ধা ঘেনে তাগ ধিন তেরেকেটে গদিঘেনে নাগদিং
তেরেকেটে ধা নাগদিং তেরেকেটে ধা
নাগদিং তেরেকেটে ধা ॥

রচনা ও স্বরলিপি—শ্রীবিনোদ চক্রবর্ত্তী, বি. এ.

আস্থায়ী

	০				১				২´				৩				
II {	সা	সা	-া	মা	জ্ঞরা	-সণ্া	-ধ্া	ণ্া	সা	-া	-া	মা	জ্ঞা	রা	সা	-া }	I
	তা	নু	ম্	তা	না দে	০ ০	০	রে	দী	ম্	০	তা	দে	রে	না	০	
	ণ্া	ধ্া	-া	ম্া	ম্া	ধ্া	-া	সা	সা	রা	-সরা	মা	জ্ঞা	রা	রা	-সা	I
	তোম্	দের	০	দের	না	দের	০	না	দীম্	তোম্	০ ০	দের	দের	তোম	না	০	
	সা	মা	-া	ধা	ণা	পা	-া	ধা	মপধা	ণা	-ধপমা	জ্ঞা	মা	জ্ঞা	-া	রসা	II
	তা	দা	০	রে	তোম্	না	০	না	তা০০	না	০ ০ ০	না	তোম	দের	০	না।	

* পাঞ্জাবী ঠেকা।

১ম অন্তরা

০ | ১ | ২´ | ৩

[। { মা ণধা -পা ধা | মপধা র্সা -া র্সা | -া র্মজ্ঞা -র্রা র্সা | ণা পধা -ণা ধা } I
তা দিং ০ মা | দীম্‌০ তা ০ না | ০ তা ০ না | দীম্‌ তা০ ০ না

মা ধা -া ধা | ণা পা -া ধা | মপা ধণা -া ধা | মা জ্ঞা -া রসা I
তা দা ০ নি | নি তা ০ না | তা০ নুম ০ দা | রে দা ০ নি

২য় অন্তরা

০ | ১ | ২´ | ৩

মা জ্ঞরা -া সা | ণ্‌া ধ্‌ণ্‌া -া ধ্‌া | ম্‌া ধ্‌ণ্‌া -া সা | সা ঃরঃ -া সা I
ম গর ০ স | ন ধন ০ ধ | ম ধন ০ স | স র ০ স

মা ধা -া ণা | র্সা ণা -া ধা | ণা জ্ঞা -া -া | র্জ্ঞা র্রা -া র্সা I
ম ধ ০ ন | স ন ০ ধ | ন গ ০ ০ | গ র ০ স

র্মা র্জ্ঞর্রা -া র্সা | ণা ধপা -া ধা | মা ণা -া ধা | পমা জ্ঞা -া রসা I
ম গর ০ স | ন ধপ ০ ধ | ম ন ০ ধ | পম গ ০ রস

মা র্সা -া ণা | ধা মা -া মা | মা ণা -া জ্ঞা | রা জ্ঞা -া সা II
ম স ০ ন | ধ ম ০ ম | ম ন ০ গ | র গ ০ স

৩য় অন্তরা

০ | ১ | ২´ | ৩

[I মা ধা -া ধা | ণা ধা -া মা | র্মা র্জ্ঞা -া র্রা | র্সা ণা -া ধা I
ও দা ০ নি | দা নি ০ দীম | দীম্‌ দীম্‌ ০ তা | দে :রে ০ না

মা র্সণা ধা ণা | র্জ্ঞর্রা র্সণা ধণা পধা | র্মা র্সা ণধা পধা | মা -া মা ণা I
ধা ঘেনে তাগ ধিন | তেরে কেটে গদি ঘেনে | ধা ঘেনে তেরে কেটে | ধা ০ নাগ দিং

ধপা মপা জ্ঞা -া | সা রা সণ্‌া ধ্‌ণ্‌া | সা -া -া মা | জ্ঞা রা সা -া II
তেরে কেটে ধা ০ | নাগ দিং তেরে কেটে | ধা ০ ০ তা | দে রে না ০

তান

২´ ৩
১। তানুম তানা দেরে—ণধা মপা জ্ঞরা সরা | ণধা মপা জ্ঞরা সা I

২´ ৩
২। ” ” ” —সমা রজ্ঞা সরা ণ্সা | ধ্ণ্া সমা জ্ঞরা সা I

২´ ৩
৩। ” ” ” —ণধা পধা মপা মপা | ণধা পমা জ্ঞা রসা I

০ ১
৪। তানুম ত না দেরে দীম্ তা দেরেনা—ণা -ধা ণা -মা | ণা -ধা -স´া -া |

২´ ৩
ণা -ধা -া ণা | -জ্ঞা -া রা সা I

০ ১
৫। তাদিয়া দীম তানা তানা দীম তানা—মধা পণা ধস´া স´া | স´ম´া জ্ঞ´র´া স´র´া ণস´া |

২´ ৩
স´া সরা মপা ধণা | জ্ঞা সরা মধা ণস´া I

০ ১
৬। তাদিয়া দীম তানা তানা দীম তানা—রমা ণধা পধা ণধা | স´ণা ধমা ণধা জ্ঞ´স´া |

২´ ৩
ণধা মপা ধণা মমা | মধা ণধা মধা মধা ণস´া I

———

মৃদঙ্গ-বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

সুরফাঁক তাল

\+ ০ ১ ২ ০
২২। দেঘেনে তাতা ৺তা কতা থুউঘন ঘড়ান

\+ ০ ১ ২
থুন্না কড়ান্না তেটে তেটেক ধা আনে তাগ

০ + ০ ১ ২
ধা তাগ দিগ ধেরেকেটে দিঘেনে দীইনা

০ + ০ ১
ধে ধে ঘড়ান কেটেতাগ ধা কতা ঘড়ান

২ ০ +
কেটেতাগ ধা কতা ঘড়ান কেটেতাগ ধা

\+ ০ ১ ২
২৩। ঘেগে দিন তাঘেন্না ৺কতা গদিঘেন্ তেরে

০ + ০
কেটেতাগ দেং, ঘেনাক ধা আনে কতা

১ ২ ০ + ০
ন্রেগে থুউন ৺তা আতা দেং তা ৺কাড়া

১ ২ ০ + ০
আনেকতা তাধেন্না ঘেদে ক্রেদ্ধা ৺থুন্না

১ ২ ০ +
ন্রেগে তেটে ৺তাতেটে ৺দিদেক ধা

তীব্র রস

\+ ০ ১ ২
২৪। তাঘেনে তা ৺ কড়ানে কতা দিতা ঘেনে

০ + ০ ১ ২
দী ধেন্নেক ৺তাকেড়েনাগ ধে এটে ঘড়ানক

০ + ০ ১ ২
দেং ৺তা ঘেনক দীদীকড়ান ৺ক্রেধেনে

০ + ০ ১ ২ ০ +
কং ৺কড়ানে ঘেনে দেএং ৺তা ধাধা ধা

চতুর্ব্বিধ রস

\+ ০ ১ ১
৩২৫। বীররস—ধা কতা গদিঘেনে ৺ক্রেধেনে থুউন্

০
নাড়ে দেং

\+ ০ ১ ২
তীব্র—তা আনে দীতাকতা ৺তাধেনে ন্রেগে ন্রেগে

০
তাতা

\+ ০ ১ ২ ০
বীভৎস—৺থুগেনে ধাঘেনে ধাতা ৺তাকতা ক্রেধে

ধেনে

\+ ০ ১ ২
মিঠে—৺ধা আনে ধা ধাকং ধেরেকেটে কং

০ +
ন্রেগে থুন থুন ধা

রণসজ্জা

\+ ০ ১ ২ ০
৩২৬। তাআক নাধা ঘেগেনে দেন্তা কতা ধুঁদি

\+ ০ ১ ২
ন্রেগেন্নে থুউন কড়া আনেকতা কদেনে

০ + ০ ১
ঘড়া আনদেৎ ধাধেন্নে কড়ানে কত্তা তাতা

২ ০ + ০
৺তাথুন থুন গদিঘেনে দীই ন্নাড়ে ঘেগে

১ ২ ০ +
কদেনে দীঁইদী কৎ তা কড়ানক ধা

ক্রমশঃ

ভ্রম সংশোধন

\+ ০
৩১৭ নং বোলে ২য় লাইনে ৺তা আনে ধুনা স্থানে

\+ ০
সোমটী অর্দ্ধমাত্রার উপর যাইবে; যথা—৺তা আনে ধুনা হইবে।

\+
৩১৮ নং বোলে ২য় লাইনে "না ধানক" স্থানে

\+ ০
"নানক" ধানক" হইবে।

২ ২ +
৩য় লাইনে "কড়ান কড়ান দে দীতাকৎ" স্থানে

২ ০ +
"৺কড়ানে কড়াআনে দে দীকৎ হইবে।

৬ষ্ঠ লাইনে "থুন্ ধুন্ ধা" স্থানে "থুন্ থুন্ ধা" হইবে।

১
৩২০ নং বোলে ১ম লাইনে "৺ত্রেকেটে তাগ" স্থানে

১
"৺ত্রেকেটে তাগ" হইবে।

০ ০
ও "গদি কেড়েনাগ" স্থানে "গদি কেড়ে নাগ" হইবে।

১ ২ ১
৫ম লাইনে "দিঁদিঁ তাগ দিঁদিঁ তাগ" স্থানে "দিঁদিঁ

২
তাগ দিঁদিঁ তাগ" হইবে।

২
৩২১ নং বোলে ১ম লাইনে "৺তা কড়ানক" স্থানে

২
"৺তা কড়ানক" হইবে।

অথ রাগ লক্ষণং

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী

অলুপ্ত ও লুপ্ত রাগ-রাগিণীর সংজ্ঞা দিলাম বটে, কিন্তু ইহা ভিন্ন আরও যাহা আছে, ঐ সমষ্টির একটা শেষ কল্পনা করিয়া তাহাদের স্বরূপময় মূর্ত্তিটীর ধ্যানানুগত বঙ্গানুবাদ সহ নির্দ্দেশ করিতে প্রযত্নবান্ হইলাম, যথা—(পার্ব্বতী মহাদেব সংবাদে নিম্ন স্বর-বিন্যাস ও মূর্ত্তি লিখিত আছে)।

শ্রীরাগ—গ্রহ, অংশ, ন্যাস ষড়জে ভূষিত, জাতি সম্পূর্ণা, উত্তরমন্ত্রী-মূর্চ্ছনাযুক্ত, কেহবা ষড়জের বদলে ঋষভের উল্লেখ করিয়াছেন।

সরি গ ম প ধ নি, সরি গ ম প ধ নি সরি।

মূর্ত্তি—দিব্য মূর্ত্তিধারী, বিলাস বেশী, শ্রীরাগ স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে প্রমোদ কাননে, বিহারার্থ প্রসূনচয় চয়ন করিতেছে।

মালশ্রী—শ্রীরাগ-পত্নী, মালশ্রী, শ্রীরাগের মত ষড়জ গ্রহাংশ ন্যাস রাগাঙ্গে পূর্ণা উত্তরমন্ত্রা মূর্চ্ছনাযুক্তা ও শৃঙ্গার-রস মণ্ডিতা, অর্থাৎ শৃঙ্গার রসে গেয় বলিয়া উক্ত।

মূর্ত্তি—ক্ষীনাঙ্গী, মালশ্রী, আম্রবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া একটী রক্তোৎপল হস্তে ধারণ পূর্ব্বক ঘুরাইতে ঘুরাইতে মন্দ মন্দ হাস্য করিতেছে।

ত্রিবণী—এইটী ঋষভ ও পঞ্চমহীন ঔড়ব জাতীয়া, হার গ্রহাংশ ন্যাস স্বর ধৈবত।

মূর্ত্তি—অতি পীতবর্ণা কৃশাঙ্গী ও হার শোভিতা ত্রবণী নিজ কান্তের সহিত রক্তাতরু মূলে উপবিষ্ট াছেন।

গৌরী—ঋষভ ও পঞ্চমহীন, ঔড়ব জাতীয়, গ্রহ ংশ, ন্যাস স্বরষড়জ, উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনা প্রযুক্ত হয়। গ ধ নি স।

মূর্ত্তি—পূর্ণেন্দু বক্ত্রা ও অতি সৌভাগ্যবতী, গৌরী, জ মুক্তাহার, প্রফুল্ল কুসুমমালায় শোভিতা, ময়ূরপুচ্ছ র্ম্মিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা ও নানা অনুলেপন দ্রব্যে বিলিপ্ত সর্ব্বাঙ্গা হইয়া অতি মনোহর বেশ ধারণ রিয়াছে।

কেদারী-ঋষভ ও ধৈবত বর্জ্জিতা ঔড়ব জাতীয়া নিষাদ গ্রহাংশ ন্যাসযুক্তা কাকলী স্বর ভূষিতা ও মার্গী র্চ্ছনা বিশিষ্টা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

স গ ম প নি স

মূর্ত্তি—মস্তকে জটাভার, কপালে চন্দ্রখণ্ড ও গলদেশে র্পের উত্তরীয় শোভা পাইতেছে। ইনি যোগপীঠে মাসীনা হইয়া সর্ব্বদা দেবাদিদেব মহাদেবের ধ্যানে নিমগ্ন চত্ত হইয়া রহিয়াছেন।

মধুমাধবী—উহার গ্রহাংশ ন্যাসস্বর ষড়জ, উত্তর-ন্দ্রা মূর্চ্ছনা, গান্ধার, ধৈবতহীন, ঔড়ব-জাতি।

স রি ম প নি স।

মূর্ত্তি—মধুমাধবীর নেত্রযুগল প্রফুল্ল, নীলোৎপল সদৃশ, অঙ্গ কৃশ, পরিধানে নীল বস্ত্র, অতি পতিব্রতা, তমাল তরু-তলস্থ বেদিকোপরি সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে।

পাহাড়ী—ঋষভ ও পঞ্চমহীনা, ঔড়বজাতি, গ্রহাংশ ন্যাস স্বর ষড়জ, এই রাগিণী শুনিতে কতকটা, তৈলঙ্গ দেশীয় রাগের মত হয়। রি গ ম ধ নি স রি।

মূর্ত্তি—অতি গৌরাঙ্গী অতি মনোহর দেখিতে, শুক পক্ষীর পুচ্ছ নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধানা, সর্ব্বদা রস পূর্ণ চিত্তা। সুরতোৎসুকা হইয়া নিদ্রাগত কান্তকে নানা ছল করিয়া প্রবোধিত করিতেছে।

দেবগিরি—উহাতে বক্ষ্যমান সারঙ্গীর ন্যায় স্বর বিন্যাসাদি দেখিতে পাওয়া যায়। স রি ম প নি স।

মূর্ত্তি—কাদম্বিনী সদৃশ শ্যামাঙ্গী, মদমত্তা দেবগিরীর অবয়ব উত্তম, নয়ন-যুগল মত্তচকোর তুল্য অতি মনোহর ও ওষ্ঠদ্বয় পক্ক বিম্বফল সমান লোহিত, গলদেশ অতি সুন্দর হারলতায় সুশোভিত থাকায় অধিকতর মনোজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়।

বরাটী—সম্পূর্ণা, গ্রহাংশ ন্যাসস্বর ষড়জ, ইহাতে উত্তর মন্দ্রা, মূর্চ্ছনার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাগিণী অত্যন্ত কীর্ত্তি বর্দ্ধন করিয়া থাকে।

সরি গম পধ নিস।

মূর্ত্তি—সুকেশী, অতি বরাঙ্গনা, "বরাটী" হস্তে কঙ্কণ ও কর্ণে পারিজাত কুসুম ধারণ করিয়া চামর ব্যজন দ্বারা নিজ পতিকে প্রমোদিত করিতেছে।

হাম্বিরী—সম্পূর্ণা, গ্রহাংশ ন্যাস ধৈবত, পৌরবী মূর্চ্ছনা। ধ নি স রি গ ম প ধ।

মূর্ত্তি—শ্যামাঙ্গী, নটভামিনী পুষ্পচন্দন তৎপরা হইয়া একজন সখীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক এরূপভাবে বিচরণ করিতেছে,যে সহসা দেখিলে যেন নৃত্য করিতেছে মনে হয়।

সারঙ্গী—গান্ধার ধৈবতহীনা ঔড়ব জাতীয়া, সারঙ্গীর গ্রহাংশ ন্যাস স্বর ষড়জ, সৌবীরী মূর্চ্ছনা। স রি ম প নি স।

মূর্ত্তি—রঙ্গপ্রিয়া, দৃঢ়রূপে কবরী বন্ধন ও হস্তে একটী বীণা ধারণ করিয়া একটী সখীর সহিত কল্প-তরুমূলে উপবিষ্টা আছে।

নাটিকা—বহু প্রকার গমকযুক্ত সম্পূর্ণা, গ্রহাংশ ন্যাস স্বর ষড়জ, উত্তর-মন্দ্রা মূর্চ্ছনা। সরি গম পধ নিস।

মূর্ত্তি—বিচিত্র রত্নাভরণ ভূষিতা, মনোহর, অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিহিতা, কৃশাঙ্গী। নাটিকা গীত তালের প্রতি মনোযোগ সহকারে রঙ্গস্থলে নৃত্য করিতেছে।

গান্ধারী—পৌরবী মূর্চ্ছনা, গ্রহাংশ ন্যাস ষড়্জ, দিবা-রাত্রির সামার্দ্ধ সময়ে গেয়। সরি গম পধ নিস।

মূর্ত্তি—জটা-ভূষিতা, পবিত্র ভাবে মুদ্রিত লোচনা, নীলাম্বর পরিধানা, মেঘপত্নী গান্ধারী, গলদেশে যোগপট্ট ধারণ করিয়া আসনোপরি শান্ত ও সন্নত ভাবে উপবিষ্টা।

হরশৃঙ্গারা—সম্পূর্ণা, গ্রহাংশ ন্যাস ধৈবত, উত্তর-মন্দ্রা মূর্চ্ছনা। ধনি সরি গম পধ।

মূর্ত্তি—গৌরাঙ্গী, আমোদপ্রিয়া, অতি প্রিয়বাদিনী, মেঘপত্নী হরশৃঙ্গারা নানা জাতীয় গীত ও নৃত্যাদি চতুঃষষ্ঠি কলায় অতি নিপুণা বলিয়া খ্যাত।

কৌশিকী—বাঙ্গালী হইতেই ইহার জন্ম, গ্রহাংশ ন্যাসস্বর কৌশিকীতে গমকের সহিত মন্দ্র গান্ধারের প্রয়োগ হইয়া থাকে। এই রাগিণী হাস্য ও করুণ রসেই অধিক প্রযুক্ত হয়। স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—শ্যামাঙ্গী, সুবেশধারিণী কোমল গাত্রা, রক্ত-নয়না, স্বেদবিন্দু সুশোভিত মুখচন্দ্রমা, স্বামী বিচ্ছেদ ভীতা, পাছে পতি-বিচ্ছেদ ঘটে এই আশঙ্কায় সর্ব্বদাই স্বামী সহচারিণী হইয়া ভ্রমণ করিতেছে।

নট্টনারায়ণ বা নট—সম্পূর্ণা, গ্রহাংশ ন্যাস স্বর ষড়্জ, বহুবিধ গমকযুক্ত প্রথমা অর্থাৎ উত্তরমন্দ্রা মূর্চ্ছনা। স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি—সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, যোদ্ধৃবেশধারী, অতি প্রতাপী নটরাগ শত্রুশোণিতে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক অশ্বস্কন্ধে বামবাহু স্থাপনপূর্ব্বক রণভূমিতে বিচরণ করিতেছে।

কামোদী—ষড়্জ গ্রহাংশন্যাসা কামোদীর ন্যাস স্বর ষড়্জ, করুণ ও হাস্যরসযুক্তা সামার্দ্ধে গেয়।

স রি গ ম প ধ নি স।

মূর্ত্তি হেমবর্ণা, স্বামীর সঙ্গে জলক্রীড়া কালে পঙ্কজ গন্ধে প্রমোদিত হইয়া প্রফুল্ল পদ্ম-সমূহ চয়ন করিতেছে।

কল্যাণী—সম্পূর্ণা, গ্রহাংশ ন্যাস পঞ্চম, সৌবীরি মূর্চ্ছনা তীব্র মধ্যম প্রযুক্ত হয়। প ধ নি স রি গ ম প।

মূর্ত্তি—গৌরবর্ণা, কোমলাঙ্গী, বিলাস-প্রিয়া কান্তানুরক্তা, অতি মৃদু ভাবযুক্তা নটাঙ্গনা "কল্যাণী" অনবরত চতুর্দ্দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে।

আভীরী—গ্রহাংশাদি সর্ব্ব বিষয়ে কল্যাণী সদৃশী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প ধ নি স রি গ ম প।

মূর্ত্তি—প্রস্ফুটিত চম্পক কুসুমতুল্য মনোহর গৌরবর্ণা, হস্ত সঞ্চালনে শব্দায় নাম কঙ্কণ বিভূষিত বাহুলতা আভিরী চন্দ্র সদৃশ শুভ্রবর্ণ গজমুক্তামলা গলদেশে ধারণ করিয়া শ্রীকণ্ঠ পর্ব্বতের শিখরে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে।

ক্রমশঃ

মাথুর বিরহ

রচনা—প্রাচীন কবি বিদ্যাপতি স্বরলিপি—শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস

১। বলনারে সখি কহনারে সখি হামারি পিয়া কোন্ দেশ।
(কোন্ দেশে বা গেল গো, আমায় অনাথিনী করে কোন্ দেশে বা গেল গো।)
হামারি পিয়া কোন্ দেশ।

২। মদন শরবানে এ তনু জর জর কুশল শুনিতে সন্দেস ॥ *
(কেও আর বলেনা বলেনা, আমার পিয়ার কুশল কথা কেও আর বলেনা বলেনা)
কুশল শুনিতে সন্দেস ॥

৩। শঙ্খ করহ চুর বেশ করহ দূর—শঙ্খ করহ চুর।
(আমার বেশভূষণে কাজ কি আছে, আমার দেহের ভূষণ ছেড়ে গ্যাছে)
শঙ্খ করহ চুর বেশ করহ দূর, তোড়হি গজমতি-হার ॥
(হার ফেলে-দে, তোরা দে-দে হার ফেলে-দে, তোরা দেগো যমুনার জলে দে দে হার ফেলে-দে)
তোড়হি গজমতিহার ॥

৪। সিতাকো সিন্দুর মুছই কর দূর, (সিতাকো সিন্দুর পতি মঙ্গলে আর কাজ কি আছে)
সিতাকো সিন্দুর মুছই কর দূর, পিয়া বিনা সব আঁধিয়ার ॥
(সব্ আঁধিয়া দেখি, পিয়া বিনা সব আঁধিয়া দেখি, যেদিকে ফিরাই আঁখি পিয়া বিনা সব আঁধিয়া দেখি) পিয়া বিনা সব আঁধিয়ার ॥

৫। হামারি নাগর তথায় বিভোর—(হামারি নাগর শ্যামনাগর কোথায় বিভোর হয়েছে)
হামারি নাগর তথায় বিভোর, কেমন নাগরী মেল ॥

৬। পাইয়ে নাগরী নাগর সুখী ভেল—(পাইয়ে নাগরী শ্যাম নাগর বড় সুখে আছে)
পাইয়ে নাগরী নাগর সুখী ভেল, হামারি বুকে দিয়া শেল ॥
(শেল হেনেছে, আমার হৃদে দারুণ শেল হেনেছে, তার ধর্ম্মে সবেনাগো আমার হৃদে দারুণ শেল হেনেছে) হামারী বুকে দিয়া শেল ॥

৭। শুন ওগো সজনী দিবস রজনী ; (শুন ওগো সজনী আমার মনের কথা তোরে বলিগো)
শুন ওগো সজনী দিবস রজনী, ছিলাম পিয়ার পিরীতে বিভোর ॥

৮। দুঃখের সাগরে ভাসাইয়ে গ্যাছে মোরে, (দুঃখের সাগরে, সে আমায় ভাসায়ে গ্যাছে)
দুঃখের সাগরে ভাসাইয়ে গ্যাছে মোরে, কবি বিদ্যাপতি বিভোর ॥
(ভাসায়ে গ্যাছে, সে আমায় ভাসায়ে গ্যাছে, দুঃখ সাগরের মাঝে সে আমায় ভাসায়ে গ্যাছে)
দুঃখের সাগরে ভাসাইয়ে গ্যাছে মোরে, কবি বিদ্যাপতি বিভোর ॥

* সন্দেস—বার্ত্তা, সংবাদ।

তাল ছোট দশকুশী :—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
II {সা রা মমা মা -া মা মা I মপা পা মগরা সা মা গমগা রজ্ঞরা} I
১। ব ল ০না রে ০ স খি ক০ হ না০০ রে ০ স০০ খি০০
২। ম দ নে শ র বা নে এ০ ত মু০০ জ র জ০০ র০০

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
{সরা রা রা -া মমা গমগা রজ্ঞরা I সা ণ্‌সরা গমগা রসা মমা গমগা রা} II
হা০ মা রি ০ পিয়া কো০০ ০০ন্‌ দে ০০০ ০০০ ০শ আরে সখি০ রে
কু০ শ ল ০ শুনি তে০০ স০০ ন্দে ০০০ ০০০ ০স আরে সখি০ রে

আস্থায়ী :—

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
II {সরা ররা রমা মমা মা গমগা রা} I সরা ররা রমা মমা মা {মমা মমা I
হা০ মারি কোন্‌ দেশে বা গেল০ গো হা০ মারি কোন্‌ দেশে বা আমায় অনা
কু০ শল কেওআর্‌ বলে না বলে০ না কু০ শল কেওআর্‌ বলে না আমার পিয়ার

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
পমা গরা জ্ঞরা সরা মমা} {মমা পধণধা I পমা গরা জ্ঞরা সরা মমা} গমগা রজ্ঞরা I
থিনী করে কোন্‌ দেশে ০বা আমায় অ০০না থিনী করে কোন্‌ দেশে ০বা গেল০ গো০০
কুশল কথা কেওআর বলে ০না আমার পি০০য়ার কুশল কথা কেওআর্‌ বলে ০না বলে০ না০০

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
সরা রা রা -া মমা গমগা রজ্ঞরা I সা ণ্‌সরা গমগা রসা মমা গমগা রা II
হা০ মা রি ০ পিয়া কো০০ ০০ন্‌ দে ০০০ ০০০ ০শ আরে সখি০ রে
কু০ শ ল ০ শুনি তে০০ স০০ ন্দে ০০০ ০০০ ০স আরে সখি০ রে

গাল লোফা :—

০ ১ ২ ৩ ০
I {-া -া মা | গা রা সা | রা রা গা | রা রা -া I -া -া মা |
০ ০ শ ০ ঋ ক র হ চ্ র ০ ০ ০ ০ বে

১ ২ ৩
মা মা মমা | মা গা -া রমা গরা সা} II
শ ক র হ | দূ র ০ ০০ ০০ ০

আখর :—

০ ১ ২ ৩ ০
II {-া -া মা | গা রা সা | রা রা গা | রা ণ্া ণ্া I ণ্া সা সা |
০ ০ শ ০ ঋ ক র হ চ্ র আ মার বে শ ভূ

১ ২ ৩ ০ ১
-া সা রগা | সা রা মা | গা রা -া} I {-া -া মা | গা রা সা |
০ ষ ণে০ কা জ কি আ ছে ০ ০ ০ শ ০ ঋ ক

২ ৩ ০ ১ ২
রা রা সা | রা রা গা I মা পা পা | পধা ণা ধপা | মা পা মা |
র হ চু র আ মার দে হে ব্ ভূ০ ০ ষণ ছে ড়ে গ্যা

৩ ০ ১ ২ ৩
গা -া -া} I -া -া মা | গা রা সা | রা রা গা | গা রা -া I
ছে ০ ০ ০ ০ শ ০ ঋ ক র হ চ্ র ০ ০

০ ১ ২ ৩ ০
-া -া মা | মা মা মমা | মা গা -া | রমা গরা সা I {া -া মা |
০ ০ বে শ ক র হ দূ র ০ ০০ ০০ ০ ০ ০ তো

১ ২ ৩ ০ ১
মা মা -া | গা মা গা | রা গা রা I সা রা সা | ণ্ধ্া ণ্সা রগা |
ভু হি ০ গ জ ০ ম ০ ১ তি ০ ০ ০০ হা ০০

২ ৩
মগা রসা সা | -া -া -া} II
০০ ০০ র্ ০ ০ ০

আখর :—

০ ১ ২ ৩ ০
II -া -া -া | -া -া সসা | সা গা রা | গা (গা গা I মা -া মা |
০ ০ ০ | ০ ০ হার | ফে লে দে | ০ তো রা দে ০ দে |

১ ২ ৩ ০ ১
-া গরা সা | সা গা রা | গা) {মা মা I মা -া -া | মা -া মা |
০ হা০ র | ফে লে দে | ০ তো রা দে ০ ০ | গো ০ য |

২ ৩ ০ ১ ২
মা মা মা | মা মা পা I গা মা গা | -া গরা সা | সা গা রা |
মু না র | জ লে ০ দে ০ দে | ০ হা০ র্ | ফে লে দে |

৩ ০ ১ ২ ৩
গা} {মা মা I মপধা পা -া | -া -া মা | মা মা মা | মা মা পা I
০ তো রা দে০০ গো ০ | ০ ০ য | মু না র্ | জ লে ০

০ ১ ২ ৩ ০
গা মা গা | -া গরা সা | সা গা রা | গা} -া -া I -া -া মা |
দে ০ দে | ০ হা০ র্ | ফে লে দে | ০ ০ ০ ০ ০ তো |

১ ২ ৩ ০ ১
মা মা -া | গা মা গা | রা গা রা I সা রা সা | ণ্ধ্া ণ্সা রগা |
ড় হি ০ | গ জ ০ | ম ০ ০ তি ০ ০ | ০০ হার ০০ |

২ ৩
মগা রসা সা | -া -া -া II II *
০০ ০০ র্ | ০ ০ ০

অন্যান্য কলিগুলির সুর তৃতীয় কলির ন্যায়।

---

* হারমোনিয়মের স্কেল—স্ত্রীকণ্ঠে মুদারা সি-সার্প (কোমল রে) কিম্বা ডি-সার্প (কোমল গা), পুরুষ কণ্ঠে উদারার এফ্-সার্প (কড়ি মা) কিম্বা জি-সার্প (কোমল ধা)।

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

হিণ্ডোল—ঢিমা ত্রিতাল

জাতি—ঔড়ব। ব্যবহার—হ্মা। বাদী—গা। সংবাদী—ধা। বিবাদী—রে, পা। সময়—রাত্রি ৩য় প্রহর।

রচনা ও স্বরলিপি—শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রায়

আস্থায়ী

```
            ১                    +                  ৩                   ০
II ধধা | { সা   গগা   হ্মা   ধা | সা  না  ধা  হ্মহ্মা | গা  হ্মহ্মা  ধা  হ্মা | গা   সা   সা } I
   ডিরি    ডা   ডিরি   ডা    রা   ডা   ডা  রা  ডিরি    ডা  ডিরি   ডা  রা    ডা   ডা   রা

   ১                  +                   ৩                    ০
   হ্মা  গগা  সা  গা | হ্মা  ধধা  না  সা | গা  হ্মহ্মা  ধা  হ্মা | গা   সা   সা II
   ডা   ডিরি  ডা  রা   ডা   ডিরি  ডা  রা   ডা  ডিরি   ডা  রা    ডা   ডা   রা
```

অন্তরা

```
        ১                  +                  ৩                   ০
II গগা | হ্মা  ধধা  সা  সা | সা  না  সা  গগা | সা  ননা  ধা  হ্মা | ধা  নসা  গা  গা I
   ডিরি   ডা   ডিরি  ডা  রা   ডা  ডা  রা  ডিরি  ডা  ডিরি  ডা  রা   ডা  ডিরি  ডা  ডা

   ১                  +                ৩                   ০
   হ্মা  গগা  সা  না | ধা  না  সা  না | হ্মা  ধধা  গা  হ্মা | গা   সা   সা II
   ডা   ডিরি  ডা  রা   ডা  ডা  রা  ডা   রা   ডিরি  ডা  রা    ডা   ডা   রা
```

তান তোড়া

১
১। গহ্মধনা র্সধনর্সা হ্মধগহ্মা সগন্সা I
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

১
২। গহ্মধগা হ্মধনর্সা নধহ্মধা মগমা I
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডা

১
৩। হ্মধনর্সা র্গর্সনধা হ্মগসন্া সা I
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা

০ ১
৪। হ্মধনর্সা র্গর্সনধা গহ্মধনা সা | সগহ্মধা নর্সনধা গহ্মধনা সা I
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা

\+ ৩ ০
৫। হ্মধনর্সা র্গর্সনধা হ্মগর্সনা সা | র্সা হ্মহ্মা গহ্মহ্মা ধনা | র্সা হ্মহ্মা গহ্মহ্মা ধনা |
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা ডা ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডিরি

১ +
র্সা হ্মহ্মা গহ্মহ্মা ধনা I র্সা
ডা ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা

\+ ৩
৬। র্গর্সনর্সা নধহ্মগা সগহ্মধা নর্সনধা | হ্মধহ্মগা সসধধা ধহ্মগধা হ্মগধহ্মা |
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

০ ১ +
সন্ধ্সা ন্ধ্সন্া র্সনধর্সা নধর্সনা | গহ্মধপা সন্ধ্ধ্া স০গগা হ্মা০ধ০ I র্সা
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা ডিরি ডা রা ডা

৩ ০
৭। স০ক্ষ০ গসন্সা গ০ধ০ ক্ষগসগা | ক্ষ০ন০ ধক্ষগক্ষা ধ০র্স০ নধক্ষধা |
ডা ডা ডিরিডিরি ডা ডা ডিরিডিরি ডা ডা ডিরিডিরি ডা ডা ডিরিডিরি

১ +
র্গর্সনধা ক্ষধর্সর্সা ধ্ন্সসা গক্ষধনা | র্সা -া নর্সর্গনা র্সর্গনর্সা |
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা ০ ডারাডারা ডারাডারা

৩ ০
র্গা -া ধ্ন্সধ্া ন্সধ্ন্া | র্গা -া ন্সগন্া সগন্সা |
ডা ০ ডারাডাডা রাডাডারা ডা ০ ডারাডাডা রাডাডারা

১ +
গা -া ধনর্সধা নর্সধনা I র্সা
ডা ০ ডারাডাডা রাডাডারা ডা

+ ৩
৮। ধ্ন্সসা সসসসা ধ্ন্সসা সসসসা | ধ্ন্সসা ধ্ন্সসা ধ্ন্সসা ধ্ন্সসা |
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

০ ১ +
ধ্ন্সধ্া ন্সধ্ন্া সধ্ন্সা সন্ধ্ন্া | সগসগা ক্ষগক্ষধা গক্ষধনা র্সনধনা I র্সা
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা

৩ ০
৯। র্সর্সনর্সা র্গর্গর্মর্মা ধধক্ষধা গক্ষধক্ষা | সসন্সা গগসসা ধ্ধ্ক্ষ্ধ্া গক্ষধক্ষা |
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

১ +
গগসগা ক্ষক্ষগগা ধধক্ষক্ষা ননধধা I র্সা
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা

				o					১		
১০।	গগক্ষধা	সগক্ষধা	|	ননধনা	নধক্ষগা	ক্ষধনর্সা	র্গর্সনধা	|	নধক্ষগা	ক্ষধননা	
	ডিরিডিরি	ডিরিডিরি		ডিরিডিরি	ডিরিডিরি	ডিরিডিরি	ডিরিডিরি		ডিরিডিরি	ডিরিডিরি	

			+
ধক্ষধক্ষা	গক্ষধনা	I	র্সা
ডিরিডিরি	ডিরিডিরি		ডা

				+					৩	
১১।	গগক্ষধা	র্সর্সর্সর্সা	|	নর্সধনা	ক্ষধক্ষক্ষা	গগমগা	সন্ধ্ক্ষা	|	ধ্ন্সগা	গসন্সা
	ডিরিডিরি	ডিরিডিরি		ডিরিডিরি	ডিরিডিরি	ডিরিডিরি	ডিরিডিরি		ডিরিডিরি	ডিরিডিরি

			o					১	
গক্ষধধা	ক্ষগক্ষক্ষা	|	গসন্সা	ধ্ন্সগা	ক্ষধননা	ধক্ষগক্ষা	|	ধ্ন্সগা	সন্ধক্ষা
ডিরিডিরি	ডিরিডিরি		ডিরিডিরি	ডিরিডিরি	ডিরিডিরি	ডিরিডিরি		ডিরিডিরি	ডিরিডিরি

			+
গক্ষগসা	গক্ষধনা	I	র্সা
ডিরিডিরি	ডিরিডিরি		ডা

গান

শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত

স্বপন আমার ভাঙার আগেই আমায় তুমি রইবে ভুলে ?
ভ্রমর যদি ফুলবাসরে তাকায় করুণ নয়ন তুলে ?

যে অতিথির মনের ধোঁয়া
মনকে তোমার দিচ্ছে ছোঁয়া,
তার সে কাজল আঁখির তারায় নিঃশাস মম উঠবে দুলে।

যার শিয়রে রইবে জেগে হে প্রিয়তম একা !
সেই রাতেরে স্মরণ কোরো মোদের যেদিন দেখা।

মোর পরাণের গোপন বনে
একটি ব্যথা সঙ্গোপনে ;
কানন আমার কখুবে উজল ফোটা তোমার একটি ফুলে

স্বরলিপি

কামোদ—তেতালা

বাজিও না আর মোহন বাঁশী ওহে নিঠুর চিকণ কালা।
তোমার বাঁশী প্রাণ উদাসী দিবানিশি দেয় যে জ্বালা ॥
সুপ্ত হিয়ার গোপন পুরে, তন্দ্রা ভাঙ্গায় মোহন সুরে।
তাইতো ছুটে আসি নিতি যমুনাতে সাঁঝের বেলা ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীত-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র—
সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত

আস্থায়ী

	০				১				+				৩				
[I	পা	পা	পা	পা	মা	পা	ধা	পা	মা	পা	মপধা	পা	মা	মমা	রা	সা	I
	বাজি	ও	না	আর	মো	হন	বাঁ	শী	ও	হে	নি০০	ঠুর	চি	কণ	কা	লা	
	০				১				+				৩				
	সা	সা	রা	রা	গরা	গা	মা	পা	পা	মপধা	নর্সর্সা	ধপা	মমা	মা	রা	সা	II
	তো	মার	বাঁ	শী	প্রাণ	উ	দা	সী	দি	বা০০	০ ০ ০	নিশি	দেয়	যে	জ্বা	লা	

অন্তরা

	০				১				+				৩				
II	পা	পা	র্সধা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	ধা	না	র্সা	র্রা	র্সা	নর্সর্রর্সা	ধণা	ধপা	I
	সু	প্ত	হি০	য়ার	গো	পন	পু	রে	ত	ন্দ্রা	ভা	ঙ্গায়	মো	হ০০০০	০ন	সুরে	
	০				১				+				৩				
	মা	মা	মা	মা	পা	পা	ধা	পা	পা	মপধা	নর্সর্সা	ধপা	মা	মরা	সনা	সা	IIII
	তাই	তো	ছু	টে	আ	সি	নি	তি	য	মু০০	০ ০ ০	নাতে	সাঁ	ঝের	বে০	লা	

স্বরলিপি

সোহিনী—ত্রিতাল

দেখ বেক ম্যায়্ন লাল চায়,
পিয়াকো দরশ বারী ননদী
জিয়া না মানে মোরা।
রাত সনদ পিয়া সুপুনে মে দেখে,
ভোরকে নজর নাহি আয়,
পিয়াকো দরশ বারী ননদী
জিয়া না মানে মোরা॥

সুর শিক্ষক—শ্রীজীবনচন্দ্র উপাধ্যায় — স্বরলিপি—কুমারী সবিতা গুপ্ত

```
                  ০                   ১                   +                   ৩
হ্মধা নর্সা II  না হ্মা ধা গা  |  হ্মা ধা না র্সা  |  র্ঋা র্সা ধা না  |  র্সা র্ঋা র্সা র্ঋা ]
দে০০০         খ  বে  ০  ক   |  ম্যায় ন লা ল   |  চা  য়  পি  য়া  |  কো  দ  র  শ

  ০                   ১                      +                   ৩
  না র্সা ধা না  |  র্সা র্গা র্ঋর্মা র্গা  |  না র্সা না ধা  |  না ধা II
  বা রী ন ন    |  দী জি য়া০ না        |  মা ০ নে মো    |  ০ রা

   ০                   ১                   +                    ৩
II হ্মা -া গা গা  |  হ্মা ধা না র্সা  |  র্সা র্ঋা র্সা র্ঋা  |  না র্সা না ধা I
   রা ০ ত স     |  ন দ পি য়া     |  সু পু নে মে      |  দে ০ খে ০

  ০                      ১                     +                   ৩
  র্সা র্সা র্গা র্গা  |  হ্মা র্গা র্ঋা র্সা  |  না র্সা ধা না  |  র্সা র্ঋা র্সা র্ঋা I
  ভো র কে ন          |  জ র না হি          |  আ য় পি য়া  |  কো দ র শ

  ০                   ১                      +                   ৩
  না র্সা ধা না  |  র্সা র্গা র্ঋর্মা র্গা  |  না র্সা না ধা  |  না ধা II
  বা রী ন ন    |  দী জি য়া০ না        |  মা ০ নে মো    |  ০ রা
```

তান

আস্থায়ীর তান

৩ ০ ১ +
। ননা ধনা স´না ধনা । ধক্ষা গক্ষা গঋা সা । ম্যায়ন লাল । চায়

+ ৩ ০ ১ +
। গ´ঋ´া ক্ষ´গ´া ঋ´স´া গঋা । ক্ষগা ঋসা ক্ষ´া গ´ঋ´া । স´না ধক্ষা গঋা সা । ম্যায়ন লাল । চায়

অন্তরার তান

+ ৩
৩। সঋা গক্ষা ধনা স´ঋ´া । স´না ধক্ষা গঋা সা ।

০ ১ +
৪। স´না ধক্ষা ধনা স´া । ধনা ধক্ষা ধনা স´া । ধনা স´ঋ´া গ´ঋ´া স´ঋ´া ।

৩
স´না ধক্ষা গঋা সা I

সংবাদ

সঙ্গীত জলসা

গত ৭ই এপ্রিল শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মল্লিক মহাশয়ের বাগান-বাটীতে কলিকাতা এথেলেটিক্ ক্লাবের বার্ষিক Garden party উপলক্ষে সঙ্গীতানুষ্ঠান হইয়াছিল। সকাল প্রায় ৯ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী ও বাংলা এবং যন্ত্রসঙ্গীত ও পটলডাঙ্গা ড্রামাটিক কন্সার্ট পার্টির ঐক্যতান বাদন সমবেত ভদ্রমণ্ডলীদের বিশেষ আনন্দদান করিয়াছিল।

প্রথমে প্রবীন গায়ক শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধ্রুপদ গান করেন এবং প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ বাদক কেবলবাবু মৃদঙ্গ সঙ্গত করেন। পরে শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র উপাধ্যায় মহাশয় খেয়াল, ঠুংরী ও বাংলা গান করেন এবং তবলা সঙ্গত করেন শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়। তারপর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় আধুনিক বাংলা গান করেন পরে শ্রীমান সরোজকুমার ঘোষ ভাটিয়ালী ও আধুনিক বাংলা গান করেন। পরে শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিহর গুপ্ত মহাশয় ঠুংরী ও বাংলা গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। অতঃপর উদীয়মান স্বরোদ বাদক শ্রীযুক্ত বিনয়মাধব মুখোপাধ্যায়ের স্বরোদ বাজনা বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। উক্ত সঙ্গীতাদির সহিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অনু রায় তবলা সঙ্গত করিয়াছিলেন এবং উক্ত ক্লাবের পার্টিতে বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

শ্রীরামপুরে সঙ্গীত-সম্মেলন

গত ২৩এ চৈত্র, শ্রীরামপুর নিবাসী সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত হরিহর রায় মহাশয়ের উদ্যোগে শ্রীরামপুরে একটি সঙ্গীত সম্মেলন স্থাপন উপলক্ষে তাহার ভিত্তি উৎসব হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে কলিকাতার সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সঙ্গীত সম্মেলনের সভ্যগণ তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিবার পর নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করিয়াছিলেন।

অভিনন্দন

হে যাদুকর! মন্ত্র তব মন ভুলানো
পাগল করা;
কণ্ঠে তব সুধার সাগর সুরের রূপে
দেয় যে ধরা!
বন্দী-বাণীর মুক্তি কামী
স্বর্গ হ'তে আসলে নামি'
তাইত' বাণীর বীণার সুরে, বঙ্গ-গগন
আজ মুখরা।
নিখিল-ভারত ভ্রমণ করি, ক'র্‌লে চয়ন
সুরের সুধা;
মিটিয়ে দিলে বাঙ্গলা মায়ের, চিরদিনের
মনের ক্ষুধা!
আপ্‌নাকে আজ নিঃস্ব ক'রে,
সুর-শিখার প্রদীপ ধ'রে,
বাঙালীরে আসন দিলে, গুণীর সভায়
গর্ব্ব-ভরা!

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে উচ্চাঃ হিন্দু সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রায় এক ঘণ্টাকাল ব্যাপী একটি সুন্দ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরে তিনি একখানি খেয়াল গাঃ গাহিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেন তাঁহার সহিত ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক শ্রীযুঃ হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় তবলা সঙ্গ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য শ্রীরামপুরে এইরূপ সমাবে খুব কমই হইয়াছে। সভায় কলিকাতা ও শ্রীরামপুরে বহু ভদ্র মহোদয়গণ যোগদান করিয়া সভাটির অপা শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

—

আসর

গত ২৭-এ এপ্রিল, শনিবার ২০নং চৌরঙ্গীস্থি 'আসর' প্রতিষ্ঠানের মাসিক অধিবেশনোপলক্ষে বিশ্ব বিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ে স্বরোদ বাদ্যের আয়োজন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে তিমিরবাবু প্রথমে পুরিয়া ধানেশ্রী রাগিণীর একটি সুমধু আলাপ ও গৎ বাজান। ইহার পর ক্রমান্বয়ে কল্যাণ পিলু, ভৈরবী রাগিণীর কয়েকটী গৎ, তোড়া প্রভৃতি বাজাইয়া উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ তবলা বাদক শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তবলা সঙ্গত করিয়া এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সভায় কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়া সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। পরিশেষে আসর প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদিগকে এইরূপ অধিবেশনের জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী,
শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

স্বর্গীয় হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২শ বর্ষ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪২ সাল ২য় সংখ্যা

সুপ্রসিদ্ধ ধ্রুপদ গায়ক স্বর্গগত হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

আজ যে সঙ্গীতজ্ঞের পরিচয় লিখিতেছি, বাংলার সঙ্গীতজ্ঞ-সমাজের নিকট তাঁহার নাম অবিদিত নহে। বর্ত্তমান বাংলায় যে কয়জন প্রাচীন ধ্রুপদী আছেন, তন্মধ্যে হরিনাথবাবু ছিলেন অন্যতম। স্বর্গীয় হরিনাথবাবু কলিকাতার ইটালি অঞ্চলে তাঁহার মাতুলালয়ে ১২৭২ সালের ৯ই পৌষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺জলধর বন্দ্যোপাধ্যায়। জলধরবাবু একজন তেজস্বী ও সদ্‌গুণশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা বিশেষ স্বচ্ছল না থাকা হেতু তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর সংসারের যাবতীয় বিষয়-ভার ন্যস্ত হয়। হরিনাথবাবু চারিটি শিশুতুল্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও বিধবা মাতাকে লইয়া অতি অল্প বয়সেই সংসার-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইলেন। এই সময় তিনি কলিকাতা পেপার কারেন্সি অফিসে চাকুরী গ্রহণ করেন।

৺হরিনাথবাবুর সঙ্গীতপ্রতিভা বাল্যকালেই উন্মেষিত হইয়াছিল। তৎকালীন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্র-নারায়ণ দেব মহাশয়ের নিকট প্রথম তিনি কিছুদিন, সঙ্গীত শিক্ষালাভ করেন। ইহার কিছুদিন পর তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষায় এক সুবর্ণ সুযোগ ঘটে; বাংলার স্বনামখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক পূজ্যপাদ স্বর্গীয় অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট তিনি সঙ্গীত শিখিবার সুযোগ লাভ করেন। স্বর্গীয় অঘোরবাবু তাঁহাকে সস্নেহে সঙ্গীত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। উপযুক্ত গুরুর নিকট একনিষ্ঠ সাধনায় সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় শক্তি জন্মে এবং সঙ্গীতজ্ঞ

সমাজে একজন ধ্রুপদ ও ভজন গায়করূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। সাধনক্ষেত্রে শিষ্যের অকৃত্রিম সাধনা দৃষ্টে অঘোরবাবু অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সুদুর্লভ সঙ্গীত-সমূহ শিক্ষা দিয়াছিলেন। ৺হরিনাথবাবুর কণ্ঠসঙ্গীত যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রবণে মনে আজিও সেই মধুরধ্বনি অনুরণিত হইতেছে। তাঁহার সঙ্গীতে ছিল এক প্রাণোন্মাদকারী ভাববিহ্বলতা। সঙ্গীতই ছিল তাঁর দুঃখের একমাত্র বন্ধু।

আজকাল ধ্রুপদের চর্চা একরূপ মন্দীভূত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু একদা এই ধ্রুপদই ছিল সঙ্গীতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভারতীয় সঙ্গীতের সৃষ্টির সন্ধান করিতে গেলে আমরা ধ্রুপদকেই পাইয়া থাকি। হরিনাথবাবু ধ্রুপদ ও ভজন গানেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার ইটালী নিবাসী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সুরসিন্ধু হরিনাথ বলিয়া যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার ন্যায় সরল নিষ্ঠাবান ও অমায়িক ব্যক্তি সচরাচর দৃষ্ট হয় না। তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ইটালী পল্লীতে কিছুদিন পূর্ব্বে ৺দেবনারায়ণ দেব মহাশয়ের বাটীতে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় মাননীয় নাটোরাধিপতি সভাপতিত্ব করিয়া সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

তাঁহার পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থে ইটালীবাসীগণ ৪৩ন দেব লেনস্থ ৺যদুনাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে "হরিনাথ সঙ্গীত সঙ্ঘ" নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতি কর্ত্তৃক ইটালী পল্লীতে হরিনাথবাবুর একটী মর্ম্মর মূর্ত্তি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব সমর্থন করিয়া কলিকাতা করপোরেশনের নিকট আবেদন প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহাদের এই সাধু উদ্দেশ্যের জন্য আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

হরিনাথবাবু মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে পেন্সন গ্রহণ করিয়া চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করার তিনি সঙ্গীত প্রচারকার্য্যে কখনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না। কলিকাতায় তাঁহার অনেক ছাত্র আছেন। তিনি কোনও গায়কের নিন্দা করিতেন না, বরং হরিনাথবাবু একজন সঙ্গীতজ্ঞ হইয়াও তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ মনে করিতেন। সঙ্গীত সাধনাই তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সঙ্গীত সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়াই তিনি ১৩৪০ সালের কার্ত্তিক মাসে ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সঙ্গীত-সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। পরিশেষে তাঁহার প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া অমরাত্মার শান্তিকামনা করিতেছি।

গান

শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী

ওগো পরদেশীয়া—
যাবার বেলা দাওগো বিদায়
মধু হাসিয়া।

ঘুম-ঘোরে স্বপন সাথে
পাও যাহারে আঁখির পাতে
রয় কি সেজন ভোর বেলাতে
হিয়া ভরিয়া ?

ফাগুন দিনে ফুলবাগানে
যে সুর বহে রঙের গানে,
যায় সে ভেসে বর্ষা-বানে
জলে নাহিয়া।

স্বরলিপি

ঝিঁঝিট—একতালা

জগত জননী ভারত তুমি
চঞ্চল-মন-হারিণি।
অগণন জীব মানব আদি
সকল সৃজন কারিণি।
ক্ষণে লয় কর কি কারণে মাগো
বুঝি না বিশ্বব্যাপিনি।
আজো তোমার অসীম মহিমা
অন্ত করিতে কেহ ত পারে না,
কত যে শাস্ত্র বেদ বেদান্ত
সকল গর্ব্ব নাশিনি।
গোপেশ তোমার চরণ দুখানি
আশ করে আছে দিবস রজনি
দেব অর্চ্চিত পদ সে কি পাবে
বল গো শিব-ভামিনি॥

ও সুর—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়   স্বরলিপি—শ্রীমতী লীনা দেবী (মুকুল)

০				১				২´				৩				০			
গা	রা	গা	|	সা	সা	রা	|	সা	-া	ণ্া	|	ণ্া	ধ্া	প্া	I	ধ্া	-া	সা	|
জ	গ	ত	|	জ	ন	নি	|	ভা	০	র	|	ত	তু	মি		চ	০	ঞ্চ	|

১				২´				৩			
সা	সা	সা	|	রা	-া	গা	|	রগা	পমা	-া}	II
ল	ম	ন	|	হা	০	রি	|	ণি০	০০	০	

	০			১			২´			৩			০		
	{গা	মা	গা	রা	সা	রা	গা	গা	গা	গা	-া	গা I	সা	গা	গা
(১)	অ	গ	ণ	ন	জী	ব	মা	ন	ব	আ	০	দি	স	ক	ল
(২)	আ	০	জো	তো	মা	র	অ	সী	ম	ম	হি	মা	অ	০	স্ত
(৩)	গো	পে	শ	তো	মা	র	চ	র	ণ	ছু	খা	নি	আ	শ	ক

	১			২´			৩			০			১		
	মা	পা	পা	পধা	মপা	মা	গা	-া	-া} I	মা	মা	মা	মা	মা	মা
(১)	সৃ	জ	ন	কা০	০০	রি	ণি	০	০	ক্ষ	ণে	ল	য়	ক	র
(২)	ক	রি	তে	কে০	হ০	ত	পা	রে	না	ক	ত	যে	শা	০	স্ত্র
(৩)	রে	আ	ছে	দি০	ব০	স	র	জ	নি	দে	ব	অ	০	র্চ্চি	ত

	২´			৩			০			১			২´		
	মা	মা	মা	মা	পা	পা I	গা	মা	গা	রা	-া	রা	রা	-া	গা
(১)	কি	কা	র	ণে	মা	গো	বু	ঝি	না	বি	০	শ্ব	ব্যা	০	পি
(২)	বে	দ	বে	দা	০	স্ত	স	ক	ল	গ	০	র্ব্ব	না	০	শি
(৩)	প	দ	সে	কি	পা	বে	ব	ল	গো	শি	০	ব	ভা	০	মি

	৩		
	রগা	পমা	-া II
(১)	নি০	০০	০
(২)	নি০	০০	০
(৩)	নি০	০০	০

স্বরলিপি

"তাসের দেশ"

যাবই আমি যাবোই, ওগো
বাণিজ্যেতে যাবই।
লক্ষ্মীরে হারাবই যদি
অলক্ষ্মীরে পাবোই।

সাজিয়ে নিয়ে জাহাজ খানি
বসিয়ে হাজার দাঁড়ি
কোন পুরীতে যাবো, দিয়ে
কোন সাগরে পাড়ি।

কোন তারকা লক্ষ্য করি'
কূল কিনারা পরিহরি'
কোনদিকে যে বাইব তরী
বিরাট কালো নীরে,
মরব না আর ব্যর্থ আশায়
সোনার বালুর তীরে॥

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা।
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর বিহঙ্গেরা।

নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘনবনের ফাঁকে ফাঁকে
বইছে নগনদী।
সাত রাজার ধন মাণিক পাবোই
সেথায় নামি যদি॥

স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[পা -া র্সা]
II {পা ধা -ধর্রা | র্সা ণা -া I ণা -া -া | ধা পা ধপা I
যা ০ ০ | বো ০ ০ ই ০ ০ | আ মি ০০

মা গরা গা | মা -া পা I (-া -া -া | মা গা -া I
যা ০০ ০ | বো ০ ই ০ ০ ০ | ও গো ০

মা ধা -া | ণা র্সা -া I ধা র্সণা -া | ধা -পা -া)} I
বা ণি ০ | জ্যে তে ০ যা বো ০ | ই ০ ০

গা -া মা | গা মা -া I পা ধা ধা | না র্সা -া I
ল ০ ক্ষ্মী | রে হা ০ রা ব ই | য দি ০

না না -া | না র্সা -া I না র্সা -া | -ণা ধা -পা II
অ ল ০ | ক্ষ্মী রে ০ পা বো ০ | ০ ই ০

II গা মা মা | গা মা -া I মা পা পা | মা গা -া I
সা জি য়ে | নি য়ে ০ জা হা জ | খা নি ০

মা ধা ধা | পা পা র্সা I ণা ধা -া | ধা ণা ণা I
ব সি য়ে | হা জা র দাঁ ড়ি ০ | কো ন্ পু

ণা ণা -া | ণা ণা র্সা I র্সা র্সা -া | ণর্সা -া ণা I
রী তে ০ | যা বো ০ দি য়ে ০ | কোন্ ০ সা

ধা পা -র্সা | ণা ধা -া I -া -া -া | মা ধা ধা I
গ রে ০ | পা ড়ি ০ ০ ০ ০ | কো ন্ তা

ধা ধা -না | না র্সা -া I না র্সা -া | না না না I
র কা ০ | ল ক্ষ্য ০ ক রি ০ | কূ ল কি

না র্সা -া | না র্সা -া I ণা ধা -া | ণা -র্রা র্রা I
না রা ০ | প রি ০ হ রি ০ | কো ন্ দি

র্সা র্সা -র্রা | ণর্সা -া র্সা I ণা ধা -া | পা পা -ধা I
কে যে ০ | বাই ০ বো ত রী ০ | বি রা ট্

পা পা -র্সা | ণা ধা -া I ধণা -া ধা | পা -া -া I
কা লো ০ | নী রে ০ ম য্ বো | না ০ ০

পধা -া পা | মা -গা -া I সা -া মা | গা মা -মা I
ম য্ বো | না ০ ০ মা য্ বো | না আ র্

পা ধা ধা | না র্সা র্সা I না না না | না র্সা -া I
ব্য য্ থ | আ শা য় সো না র | বা লু য্

না -র্সা -র্রা | র্সণা -া -ধধা II
তী ০ ০ | রে০ ০ ০০

II সা সা সা | রা রা -া I রা গা -া | রা গা -া I
নী লে র | কো লে ০ শ্যা ম ল্ | সে দী প্

সা রা -া | গা রা পা I মা গা -া | গা -মা মা I
প্র বা ল্ | দি য়ে ০ ঘে রা ০ | শৈ ০ ল

মা মা মা | মা -পা পা I পা পা -দা | পা পা -দা I
চু ড়া য় | নী ড় বেঁ ধে ছে ০ | সা গ র্

পা পদা -ণা | দা পা -া I -া -া -া | মা মা -ধা I
বি হ০ ঙ্ | গে রা ০ ০ ০ ০ | না রি ০

ধা ধা না | না র্সা -া I না র্সা -া | র্সর্মা -র্মা -র্মর্গা I
কে লে র | শা খে ০ শা খে ০ | ঝো০ ড়ো ০

র্রা র্সা -া | না র্সা র্সা I ণা ধা -ণা | পা -া -া I
বা তা স্ | কে ব ল্ ডা কে ০ | ডা ০ ০

-ধা -র্সণা -া | ধা -া -া I ধা ধা -ণা | ধা পা -া I
০ ০০ ০ | কে ০ ০ ঘ ন ০ | ব নে র্

মা গা -া | রা সা -া I রা রা গা | গা গা -মা I
ফাঁ কে ০ | ফাঁ কে ০ ব ই ছে | ন গ ০

গা মা -া | -া -া -া I গা গা মা | গা মা -া I
ন দী ০ | ০ ০ ০ সা ত রা | জার ধ ন্

পা ধা ধা | না র্সা -া I না না -া | না -া -া I
মা ণি ক্ | পা বো ই মা ণি ক্ | পা ০ ০

র্সা -া -া | -া -পা -া I পা ধা -র্রা | র্সা র্সণা -া I
বো ০ | ০ ০ ই সে থা য় | না মি ০

ধা পা -ধপা | মা গা -মা II I
য দি ০০ | আ মি ০

স্বরলিপি

(খেয়াল)

কেদারা—কাওয়ালী

যোগী তেরা মরম নাহি পায়া রে।
কান্‌মে কুণ্ডল গলে বিচ শেলী
ঘর ঘর অলস জাগায়ারে ॥

রচনা—অজ্ঞাত। প্রাপ্তি—সুরবাহারী পণ্ডিত রামগোবিন্দ পাঠক (৺গয়াধাম)।

স্বরলিপি—তদীয় ছাত্র, শ্রীদুর্গাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

ব্যবহার—দুই মধ্যম।

আস্থায়ী

০ | ১ | + | ৩
II সা -ন্‌া মা -গা | পা -হ্মা হ্মাপধা হ্মাপা | মা -া -গা -মা | রা -সা -ন্‌া -সা I
যো ০ গী ০ | তে ০ রা০০ ম০ | র ০ ০ ০ | ম ০ ০ ০

মা -গা হ্মা -পা | হ্মা -পা -ধা -না | -হ্মা -পা -ধা -মা | মা রা -া -সা II
না ০ হি ০ | পা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | য়া রে ০ ০

অন্তরা

১ | + | ৩ | ০
II গা -মা পা র্সা | -া র্সা -না র্রা | র্সা -া র্সা পা | -া র্সা -না -র্রা I
কা ০ ন মে | ০ কু ন্ ড | ল ০ গ লে | ০ বি ০ ০

র্সা না -ধা পা | -া পা র্মা -র্গা | -র্মা র্রা র্সনা -র্রা | র্সা -না ধা -পা I
চ শে ০ লি | ০ ঘ র ০ | ০ ঘ র০ ০ | অ ০ ল ০

হ্মা -পা -া র্সা | -া -পা ধা -া | মা রা -া -সা |
স ০ ০ জা | ০ ০ গা ০ | য়া রে ০ ০ |

তান

১। + গমা পনা স´র´া স´না | ৩ ধপা মগা রসা ন্সা I

২। + গ পনা স´র´া গ´র´া | ৩ স´না ধপা মগা রসা I

৩। ০ গমা পনা স´র´া গ´র´া | ১ স´না ধপা হ্মপা ধনা | + স´র´া গ´ম´া গ´র´া স´না |
৩ ধপা মগা রসা ন্সা I

৪। ০ মমা রসা ন্সা ধ্প্া | ১ হ্মপ্া ধ্ন্া সরা ন্সা | + গমা রসা ন্সা হ্মপা |
৩ ধপা মগা রসা ন্সা I ০ ননা ধনা ধপা মগা | ১ রসা র´র´া স´র´া স´না |
+ ধপা হ্মপা ধনা স´র´া | ৩ স´না ধপা মগা রসা I

সহসা

(কীর্ত্তন)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্যামল ! তব প্রেমোৎসব আজি কী রাগে বংশিলে—
আপনি রহি' আড়ালে মহী মাতিয়া !
(রহি' আড়ালে—
প্রভু, আপনি মায়া আড়ালে—
হাসি' যবনি-পিছে লুকালে !—
তুমি কেমনে বলো সুপ্তিদল
মুরলীস্বনে জাগালে !—
দেখা না দিয়ে শুধু মুরলীমধু
ঝরায়ে মহী মাতালে !—)

নির্ঝরিয়া সুধা নাশিয়া করকা সখা, ঝঙ্কলে
অভয়-স্বর মলয় পরকাশিয়া !
(সুধা ঝরিয়া—
যবে এল করকা নামিয়া—সখা
তব অলকা বহিয়া—
এলে ভাবনা ভীতি ঘুচায়ে প্রীতি—
মলয় পরকাশিয়া !—)
শুনিনু যবে সে-স্বর—সবে কহে : "ও ছবি-অঙ্গনা
মারণ-মোহে দাহন দহে ডুবাবে";

(যবে মুরলী কাণে স্বনিল—
তারা তরজি' সবে উঠিল :
"বৃথা ছবির লাগি' ওরে বিরাগী
সবি যে হৃদি ভুলিল—
"মন গলাবে,—
"পরে ডুবাবে,—
"শুধু যাতনা সার ব্যর্থতার
পঙ্কে তোরে মজাবে—
যত আলেয়া ছবি আঁকিয়া—কবি
জীবনরবি ভুলাবে।")

ছিল হিয়া উচ্ছ্বসিয়া : "নহে ও কবি-কল্পনা,
োরে অতুল তারকাদুল দুলাবে।"
(শুধু জীবনে—
হিয়া কহে বেসুর লগনে :
"নহে কল্পকথা বাঁশি বারতা,
দুলিবে মোর নয়নে—
যত অশ্রুছলে তারকা জ্বলে
উঠিবে প্রেম মিলনে"—)

ি' সে দিশা নিশা চলিনু উষা রঞ্জনা
জপিয়া মনে অরুণ-স্বনে বিবাগী ;
(যবে শুনিনু—
যবে সে-দিশা মোরে মধুর স্বরে
ডাকিল—আমি ছুটিনু—
সেই নিশীথবনে অরুণস্বনে
বিবাগী হ'য়ে ধাইনু—
চোখে অরুণ নাহি হেরিয়া :
ভানু অস্তাচলে উঠিবে জ্ব'লে
জপি'— চলিনু স্মরিয়া !)

ম্ম ডাক কহিল : "স্বাধ্ নিশীথে ভানু বন্দনা,
লে কি আশ সমীপ পাশ তিয়াগি' ?"

(তারা চাহিল—
ঘরে রাখিতে ধ'রে চাহিল—
কহি' : নিশায় কবে মহোৎসবে
তপন ভবে উদিল ?
"সেতো নাহি রে—
"গেছে বিদায়-ছলে ডুবি' অতলে
অস্তপথ বাহি' বে—
"ছাড় দুরাশা—
"কেন জপিবি বৃথা হতাশা ?
"কাটি' সমীপ-ডোর বহায়ে লোর
পুরিবে বল্ কী আশা ?")

ক্ষণে ক্ষণে কাঁটার বনে নিযুত ক্ষত-বক্ষে হে—
নীলিমা-নাশা এলো নিরাশা ছাইয়া ;—
(ব্যথা আসিল—
যবে নিরাশা ধারা নামিল—
হবে লক্ষ ক্ষতে কাঁটার পথে
যাতনা-লহু ঝরিল—
সেই বেদনরাতে নিরাশা-পাতে
নীলিমা-উষা নিভিল !)

সহসা দেখি মায়াবী একী আসিলে ব্যথা ছন্দে যে !—
নিশোক সুরে নিরালা পুবে নামিয়া।
(আমি হেরিনু—
ওহে মায়াবী, আমি লখিনু—
সেই নিকষ কালো ঘবে লুটালো
সে-খণে এ কী দেখিনু—
তুমি আসিলে—
বঁধু তারিলে—
প্রেমে নামিয়া আসি' তারিলে !—
নাথ। আচম্বিতে বেদনচিতে
ইন্দ্রজালে ঝরিলে।—

মোর দুরিলে—
দুখ দুরিলে !—
মম সকল গ্লানি দহিলে !—
ওগো শোকহরণ করি' পাবন
বেদনে সুধা স্বনিলে !)

সঙ্গ তব নিতুই নব লীলায় বঁধু, কাঙ্ক্ষিনু
বিকশি' হৃদি-মৃণালে প্রীতি-কমলে ;
(আমি চাহিনু—
মোর দুখমাঝেও চাহিনু—
তব সঙ্গ কম পরাণতম
হৃদয়ে মম যাচিনু—
মোর নিরালা হৃদি-মৃণালে প্রীতি
কমল 'পরে রাখিনু—
তব চরণখানি চরণ,—
জপি' রাতুল পদ-শরণ—
তব মহিমা ছবি ভুবন-রবি !
আঁকিল মম জীবন—
দলি' মরণ
বঁধু জীবনে জিনি' মরণ !)

ঘনালে কভু বাদল প্রভু, সে বরজেও বাঞ্ছিনু
শুনিতে তব অমিয়া-রব অমলে !
(যবে ঘনায়ে—
এলো বাদলভীতি ঘনায়ে—
যবে অশনি জালা তড়িৎ মালা
জ্বালিল প্রাণ কাঁপায়ে
আমি যাচিনু—
নাথ ! সে-লগনেও মাগিনু তোমা মাগিনু—
পাতি' কাণ শুনিতে চাহিনু—
যত বরজরবে সুধাবিভবে
পিইতে সখা ধাইনু)

লুটিল বাধা-বাহিনী, আঁধা তাই নয়ন নিস্প্রভি'
রহে না আর রূপ তোমার ঢাকিয়া ;
(আঁখি ফুটিল—
মম অন্ধ আঁখি ফুটিল—
কাটি' কুহেলি—আঁখি খুলিল—
সেই নিমেষে বঁধু ! ও-রূপ মধু
ঝরি' পরাণ মোহিল—
যবে দলিয়া অরি— বাহিনী স্মরি' !
তব বাঁশরী স্বনিল)

বেসুর সব হ'ল নীরব, দীপিলে দীপ বৈভবি'
বিরহ-পথে মিলন-রথে গাহিয়া ।
(এলে গাহিয়া—
তাই প্রেমের সুরে গাহিয়া—
বুঝি মুরলী-তালে নাচিয়া
শ্যাম রূপান্তরি' বেসুর মরি !
গানে গগন ছাইয়া—
সব টুটিল—
যত বেসুর বাধা টুটিল—
তব আলোক হাসে তিমির ত্রাসে
মূরছি' ভূমে লুটিল !—
তুমি জ্বালিলে—
কোটি দীপালি-মণি জ্বালিলে—
মোর নীরবনতি ধূপ-আরতি—
থালে দীপালি ভাতিলে !—
দুরি' বিরহ-আঁধা মিলন-সাধা
সুরে বাঁশরী সাধিলে !)

স্বরলিপি

* মিশ্র ভৈরবী—দাদ্‌রা

আজো পড়ে গো মনে
দু'টী কাজল আঁখি,—
মোরে হেরিত শুধু
লাজে লুকায়ে থাকি'।

মেঘ- মেদুর নভে
যেন হেরিয়া কবে,—
তারে খুঁজিয়া মরে
মম পরাণ-পাখী।

হেরি' অরুণ রাগে
নব কমল কলি,
মম হিয়া-সরসী
আজি উঠে উছলি'।

কেন চলিতে পথে
ডাক পিছন হ'তে
অব- গুণ্ঠন খুলি'
মোরে লহ গো ডাকি'।

কথা—শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য — সুর—শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত

স্বরলিপি—কুমারী রেণুকা বসু (ছবি)

```
              +                  ২
সঋা ণ্‌া II সা  -দা  দা | -া  পা  ঋা I পা  -া  -া | -া  পা  পা I
আ০ জো     প   ০    ড়ে | ০  গো  ম    নে  ০   ০  | ০  দু  টী

মা  -া  মপা | -দা  মা  পা I মজ্ঞা  -া  -া | -া  জ্ঞা  জ্ঞা I
কা  ০   জ০  | ০   ল   আঁ   খি    ০   ০  | ০  মো   রে

রা  -া  রজ্ঞা | রা  সা  সা I -রা  -মা  -পা | -দা  দপমা  পা I
হে  ০   রি০  | ত   শু  ধু   ০    ০    ০  | ০   লা০   জে

মজ্ঞা  -া  জ্ঞরা | -সণ্‌া  সা  ঋা I সা  -া  -া | -া  সঋা  ণ্‌া II
লু    ০   কা০  | ০০    য়ে  থা   কি  ০   ০  | ০  "আ০  জো"
```

* এই গানখানি শ্রীসন্তোষ সেন কর্ত্তৃক "সেনোলা" রেকর্ডে গীত হইয়াছে।

+ ২
পদা মা II পা -া পর্সা | -ঋ´া র্সা না I র্সা -া -া | -া র্সা র্সা I
মে০ ঘ মে ০ দু | ০ র ন ভে ০ ০ | ০ যে ন

ণা -া ণর্সা | -ঋ´া ণা র্সা I ণদা ণপা -া | -া পা পদা I
হে ০ রি০ | ০ য়া ক বে ০ ০ | ০ তা রে০

মা -া মপা | -দা মা পা I মজ্ঞা -া -া | -া জ্ঞা জ্ঞা I
খুঁ ০ জি০ | ০ য়া ম রে ০ ০ | ০ ম ম

জ্ঞরা -সা ণ্া | -া সা ঋা I সা -া -া | -া সঋা ণ্া II
প০ ০ রা | ০ ণ পা খী ০ ০ | ০ "আ০ জো"

+ ২
প্া দ্া II ন্া -া ন্া | -া সা ঋা I সা -া -া | -া সা সদ্া I
হে রি অ ০ রু | ০ ণ রা গে ০ ০ | ০ ন ব

দ্া জ্ঞা জ্ঞা | -া জ্ঞা রা I জ্ঞা -া -া | -া জ্ঞা সা I
ক ০ ম | ০ ল ক লি ০ ০ | ০ ম ম

সা -পা পা | -া পা পা I পঋা -জ্ঞা -া | -া জ্ঞা জ্ঞা I
হি ০ য়া | ০ স র সী ০ ০ | ০ আ জি

ঋা -জ্ঞা ঋা | -া সা ন্া I সা -া -া | -া সপদা মা I
উ ০ ঠে | ০ উ ছ লি ০ ০ | ০ কে০ ন

পা -া পর্সা | -র্ঋা র্সা না I র্সা -া -া | -া র্সা র্সা I
চ ০ লি | ০ তে প থে ০ ০ | ০ ডা ক

ণা -া ণর্সা | -র্ঋা ণা র্সা I ণদা ণপা -া | -া পা পদা I
পি ০ ছ০ | ০ ন হ তে ০ ০ | ০ অ ব০

মা -া মপা | -দা মা পা I মজ্ঞা -া -া | -া জ্ঞা জ্ঞা I
গু ন্ ঠ০ | ০ ন খ্ লি ০ ০ | ০ গো রে

জ্ঞরা -সা ণ্া | -া সা ঋা I সা -া -া | -া সঋা ণ্া II II
ল০ ০ হ | ০ গো ডা কি ০ ০ | ০ "আ০ জো"

মৃদঙ্গ বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

সুরফাক্‌তাল (গজক্রীড়া)

+ ০ ১ ২ ০
৩২৭। ধা ক্রেধেএন্নে কতা দিঘেতেটে ক ধাআনে

+ ০ ১ ২
ধা ৺তা আনে কৎ ৺তা কতা ধিতাগ

০ + ০ ১
থুউন্না থুন্ ঘড়ান তা আনে দেৎ তা

২ ০ + ০
৺তাকেড়ে নাগ দেৎ ধুদিকহে ঘড়ানদেৎ

১ ২ ০ +
ধা দেৎ ৺তা ক্রেধা দেৎ দেৎ ধা

(রণাগত)

+ ০ ১ ২ ০
৩২৮। ধা ধা কতা ঘেগে ৺ক্রেধেনে থুউন্নাড়ে দেৎ

+ ০ ১
দীই কড়াআনে দ্রেগে কদেনে .তা,

২ ০ + ০ ১
থুগেন্নাড়ে ঘে তাতা দেৎ দেৎ গ্রেদেন্দে

২ ০ + ০
ধাকৃড়া আনে দে ধেরেকেটে কৎ দেৎ ধা

১ ২
কড়ান ধেরেকেটে কৎ দেৎ ধা কড়ান

০ +
ধেরেকেটে কৎ দেৎ ধা

+ ০ ১ ২
৩২৯। ধা কতা থুন্নাতেটে ঘেগে নাগ তা দেৎ

০ + ০ ১ ২
থুন ৺ক দেনে ঘেগে ধা ধেন্না তাআ

০ + ০ ২
তাআনে দেৎ ৺গ্রে:গনে কড়ান ধা

২ ০ + ০
কড়াআনে তেটে ধা ৺ কড়াআন তেটে

১ ২ ০ +
ধা ৺ কড়াআন তেটে ধা

+ ০ ১ ২
৩৩০। ধাকন ক্রেধেনে থুউন্না দেৎ দিতাঘেনে

০ + ০ ১ ২
দী ৺তা কড়ানক দেঘেনেতা দেদে ঘড়ান

০ + ০ ১ ২
ধাতা দেঘেনে থুদিঘেনে ৺তা কড়ান কৎ

০ + ০
ঘড়াআন ধা দী দী কেটে তাগ ধা কতা

১ ২ ০
দী দী কেটেতাগ ধা কতা দী দী কেটে

+
তাগ ধা

সুরফাক্ আড়ি

+ ০ ১
৩৩১। থুগেনে কড়ান্না ধেতা ধা ধা ত্রেকেটে

২ ০
তাগ ধেন্নে তাগেনে দিন কড়ান তেটে কদে

+ ০ ১
ধা কৎ কৎ ক্রেধেৎ ধেকেটে থুনা ঘেড়েনাগ

১ ০
দেৎ থুনা ঘেড়েনাগ দেৎ থুনা ঘেড়েনাগ

+
দেৎ ধা

ক্রমশঃ

ভ্রম সংশোধন

গত বৈশাখ সংখ্যার ৪৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 'শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী' প্রবন্ধে নিম্নলিখিত ভ্রমগুলি পাঠকবর্গ অনুগ্রহপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া লইবেন।

১ নং পরিভাষায় সৌকার্য্যার্থ স্থানে সৌকর্য্যার্থ হইবে।

৫ নং পরিভাষায় কাহারবন্দী স্থানে কহারবন্দী হইবে।

১১ নং পরিভাষায় ময়নাডোল স্থানে ময়নাডাল হইবে।

১৮ নং পরিভাষায় জারু স্থানে জানু হইবে এবং হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতো স্থানে হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুতা হইবে।

স্বরলিপি

তিলঙ্গ বেহাগ—তেতালা

ঠুম্‌রী

ডগর চলত মোসে করত রার
দধি বেচন ম্যয় না যাউঁগি রে।
লপটি ঝপটি মোরি শিরসে ম্যয় টুকি
ইয়া কোরিরে সগর সুঁদর প্যারে
যমুনা কিনারে মোসে করত রার।

প্রাপ্তি—সঙ্গীতাচার্য্য রামকিষণ মিশ্র — স্বরলিপি—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

আস্থায়ী

	০				১				+				৩				
II	ন্‌া	সা	গা	মা	পা	পা	না	না	না	র্সা	র্সা	নধা	পন্ধা	গমা	গরা	সরা	I
	ড	গ	র	চ	ল	ত	মো	সে	ক	র	ত	রা০	০০	০০	র০	০০	
	০				১				+				৩				
	গগা	মা	পা	পা	র্সা	ণপা	গা	মা	গা	গা	গা	গা	গমা	পমা	গরা	সরা	II
	দধি	বে	চ	ন	ম্যয়	না০	যা	উঁ	গি	০	০	০	রে০	০০	০০	০০	

অন্তরা

	০				১				+				৩				
II	গমা	ণণা	ধধা	না	র্সা	না	র্সা	র্সা	পা	না	র্সা	র্রা	না	র্সা	ণণা	ধধা	I
	লপ	টি০	০০	ঝ	প	টি	মো	রি	শি	র	সে	ম্যয়	টু	কি	ইয়া০	০০	
	০				১				+				৩				
	না	র্সা	ধণা	র্সণা	ধপা	মপা	গা	মা	পা	গমা	পধা	ণণা	ধপা	ধপা	মা	গা	I
	কো	রি	রে০	০০	০০	০০	স	গ	র	সুঁ০	০০	০০	দ০	র০	প্যা	রে	
	০				১				+				৩				
	ন্‌া	সা	গা	মা	পা	পা	না	না	না	র্সা	র্সা	নধা	পন্ধা	গমা	গরা	সরা	II
	য	মু	না	কি	না	রে	মো	সে	ক	র	ত	রা০	০০	০০	র০০০		

শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, বি-এ

২৮। ২৯। জোরা, ছুটা,—দশকোষী, শশিশেখর এবং আড় প্রভৃতি কতকগুলি ছন্দে দুইটি করিয়া তাল সন্নিহিত এবং অপর তালগুলি তদপেক্ষা দ্বিগুণ ব্যবহিত থাকে। ঐ সন্নিহিত তালযুগলকে জোরা বা যুগ্ম তাল এবং ব্যবহিত তালগুলিকে ছুটা বলা হয়।

৩০। লোম—কোন বাণী উত্থিত হইবার পর মৃদঙ্গ-ধ্বনির যে ঝঙ্কার হয় তাহাকে লোম বলা হয়।

চিহ্ন প্রকরণ

মাত্রা—। অর্দ্ধমাত্রা—৺

কাল—• অনাঘাত—(আ), (ই)

তাল—১,২ প্রভৃতি ফাঁক—০

সম—+ জোরা—⊓

লোম—ম্, ন্, ং, ঙ

ঘাতনপ্রণালী

মৃদঙ্গে কি ভাবে আঘাত করিলে কোন বাণীর উৎপত্তি হয় তাহার ধরাবাঁধা নিয়ম করা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। কারণ এ সম্বন্ধে যে কোন সূত্র করিতে গেলেই তাহার প্রতিপ্রসব (exception) হইবে অনেক। তবে বাদকের একবার মৃদঙ্গধ্বনি সম্বন্ধে বোধ জন্মিলে আর সূত্রের প্রয়োজন হইবে না। তখন তিনি বাণী শুনিয়া তাহার স্থানবিশেষের ঘাতনপ্রণালী নিজেই নিরূপণ করিয়া লইতে পারিবেন। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা শুধু দিগ্দর্শন করিয়া যাইব।

দক্ষিণহস্তোত্থিত বাণী

১। তা, না, দা, লা, টা, য়া—অঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন অঙ্গুলি-সমূহ সংযুক্ত করিয়া এবং অঙ্গুলিসমূহের মূল শ্লথ করিয়া ডাহিনার বেষ্টনীর উপর করতলের অঙ্গুলি মূলের নিম্নভাগ দ্বারা এমন ভাবে আঘাত করিতে হইবে যাহাতে সংযুক্ত অঙ্গুলিচতুষ্টয়ের অগ্রভাগের আঘাত খরলীর (গাবের) উপর লাগে। এইরূপ আঘাতে উক্ত বাণীগুলির উৎপত্তি হয়।

২। না, নি, তিং, নিং—খরলীর উপর শুধু তর্জ্জনীর সলোম (ঝঙ্কারযুক্ত) আঘাতে উক্ত বাণীগুলির উদ্ভব হয়।

৩। টা, টে, না, নে—অঙ্গুষ্ঠের পার্শ্বদেশদ্বারা খরলীর উপর সলোম আঘাতে উক্ত বাণীচতুষ্টয় উৎপন্ন হয়।

৪। ডা, ডে—'গ' র পরস্থিত ট কে ড বলা হয়।

৫। দিং, তেৎ, তি, তে, তা—খরলীর উপর অনামিকা, মধ্যমা এবং তর্জ্জনীর লোমবর্জ্জিত (চাপা) আঘাতে উক্ত বাণীগুলি উদ্ভূত হয়।

৬। থি, থেই—দ্বিগুণ প্রযত্নে তে বাণী উৎপন্ন করিলেই উক্ত বাণীদ্বয়ের উৎপত্তি হয়।

৭। রে—তেটে খুব দ্রুত বাজিলেই তাহা 'তেরে' তে পরিণত হয়। এতদ্ভিন্ন স্থানে রে বাণীর প্রয়োগ নাই।

বামহস্তোত্থিত বাণী

১। ক, কে, কি—অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ দ্বারা খরলীর উপর চাপা আঘাত করিলে এই বাণীগুলি উত্থিত হয়।

২। খে, খি—দ্বিগুণ প্রযত্নে কে বাণী উৎপন্ন করিলে এই বাণীদ্বয়ের উৎপত্তি হয়।

৩। গ, গে, গি—ডাহিনাতে যেরূপ আঘাতে তা বাণী উৎপন্ন হয় বাঁয়াতে তদনুরূপ আঘাতে উক্ত বাণীত্রয়ের উদ্ভব হয়।

৪। ঘে, ঘি—দ্বিগুণ প্রযত্নে গ বাণী উৎপন্ন করিলেই এই বাণীদ্বয় উদ্ভূত হয়।

উভয় হস্তের যুগপৎ আঘাতে উত্থিত বাণী

১। জা, জে—যথাক্রমে গ+তা, গ+তে।

২। দা, দে—গ+তা।

৩। ঝা, ঝে, ধা, ধেই, ধো—ঘ+তা।

৪। ধে—ঘ+তে।

৫। থে, থি, থেই—খ+তা।

মিশ্রবর্ণোপাদন এবং অন্যান্য বিশেষ বিধি

১। গুর্ গুর্—যত সংখ্যক গুর্ থাকিবে তাহা হইতে একবার কম গেতেটে বাজাইয়া সর্ব্বশেষে গেনা বাজাইলেই উক্ত মিশ্র বাণী উদ্ভূত হইবে।

২। কুর্ কুর্—গুর্ গুর্ এর মত; প্রভেদ এই যে ইহাতে গে স্থানে খে ব্যবহার করিতে হইবে।

৩। ক্রান্—ডাহিনার উপর প্রায় একই সঙ্গে যদি উভয় হস্তে তা বাণী উদ্ভূত করা হয় তবেই উক্ত মিশ্র বাণীর উৎপত্তি হয়।

৪। গ্রেধেন্‌না—বাঁয়ার উপর ক্রান্ বাণীতে যেরূপ বিধান আছে তদনুরূপ আঘাত করিয়া তৎপরে ঘেন্ না বাজাইলেই উক্ত বাণীর উৎপত্তি হয়।

৫। তাকাতেই—মৃদঙ্গের উপরিভাগে প্রথম দক্ষিণ হস্তের এবং তৎপরে বাম হস্তের করতল দ্বারা মৃদু আঘাত করিয়া পরে হস্তদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক করতালি দিলেই উক্ত বর্ণত্রয় পর পর উৎপন্ন হয়। (শুধু মুখে বোল বলিয়া বাজাইবার সময়ের জন্যই এইরূপ বিধান)।

৬। দিগি দিগি—এই স্থানের দি বাণী বাঁয়ার উপর দক্ষিণ হস্তের আঘাতে উৎপন্ন হয়।

৭। তাকা তাকা—এই স্থানের কা বাণী ডাহিনার উপর বাম হস্তের আঘাতে উদ্ভূত হয়।

৮। জাজাঝিনাঝিনি, তাথিনি, ধেনেধেনে নাক, নাগধেনে, নাকথেনে, দাধিনি, ঝাঁতেনি—নিম্নরেখ বাণীগুলি উৎপন্ন করিতে হইলে বাম হস্তের যথাবিহিত আঘাতের সঙ্গে ডাহিনার উপর শুধু তর্জ্জনীর আঘাত করিতে হয় এবং তৎপূর্ব্ববাণীতে ডাহিনার আঘাতে শুধু সংযুক্ত অনামিকা ও মধ্যমার ব্যবহার করিতে হয়।

৯। ধোগা—ধোতা।

১০। খেদোলি—খেটেতা।

১১। ধ্রাং—ঝা; প্রভেদ এই যে ইহাতে দক্ষিণ হস্তের আঘাত ঈষৎ পরে করিতে হয়।

দ্রষ্টব্যঃ—যে সব বাণী অঙ্গুষ্ঠের আঘাতে উৎপন্ন হয় সেই সব বাণীর পূর্ব্ববর্ত্তী দক্ষিণ হস্তের বাণী উৎপাদন করিয়াই করতল ঈষৎ ঊর্দ্ধদিকে ঘুরাইয়া লইতে হইবে।

হস্ত সাধন প্রণালী

ঘড়ির দোলকের একবার এদিক একবার ওদিক যাওয়ার অর্থাৎ দুইবার টক্‌টক্ শব্দ হইবার সময়কে একমাত্রা কাল ধরিয়া প্রথমতঃ প্রতি মাত্রায় হাতে তালি দিয়া নিম্নলিখিত বোলগুলি মুখস্থ করিতে হইবে। পরে মুখে বলিতে বলিতে বোলগুলি বাজাইতে হইবে। হাতের জড়তা দূর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য ক্রমশঃ দ্রুত করিতে হইবে। ভোর বেলাই মৃদঙ্গে হস্ত সাধনের প্রশস্ত সময়। অনেকে হস্ত সাধনের পূর্ব্বে প্রায় আধ ঘণ্টাকাল উভয় হস্ত শীতল জলে নিমজ্জিত করিয়া রাখেন এবং বাজাইবার সময় যাহাতে করতলে কড়া (corn) উৎপন্ন না হয় তজ্জন্য একটু পর পর মুখে মাখিবার পাউডারে করতল ঘর্ষণ করিয়া থাকেন।

১। তে টে খে টা

২। তেরে তেরে তেরে খেটা

তেরে খেটা তেরে খেটা

৩। তিং তাখি (=নাকতাখি) তেরে খেটা

তেরে খেটা তেরে খেটা

৪। ঘেনা তেরে গেনে ঘেনা

তেরে ঘেনা তা ঘেনে

৫। ঘেনা তেরে গেনা দা

ঘেনা তেরে ঘেনে (নে শুধু অনামিকা দ্বারা)

নাক তেরে খেটে তিং তাখি

তেরে খেটে তেরে খেটে

(এই বোল দ্রুত হইলে ইহার পাঠ হইবে ঘেঁর গেদা ঘেঁর ঘেনে নাও এেকেট তিং তাক্ এেকেট এেকেট)

৬। দা ঘেনা দেরে ঘেনা

দা ঘেনা দেরে ঘেনা

দা ঘেনা দেরে দে(=তে)রে

ঘেনা তাখি তেরে খেটা

৮। ঝা তেরে তেরে খেটা

তিং তাখি তেরে খেটা

তেরে খেটা ঘেনা নেবে

ঘেনে তাখি তেরে খেটা

৮। গে তেটে গে তেটে

গে তেটে গেনা

(এই বোল দ্রুত হইলে গুর্ গুর্ গুর্ গুর্ হইবে)

দ্রষ্টব্য ঃ—অতঃপর কোন বোল বাজাইবার সময় তাহার অংশ বিশেষ কষ্টসাধ্য মনে হইলে শুধু সেই অংশগুলি উল্লিখিত নিয়মে ধীরে ধীরে সাধন করিয়া লইতে হইবে।

টুকি বাদ্যের প্রণালী

দক্ষিণহস্তোত্থিত বাণী

১। তি, তিন্—বেষ্টনীর উপর অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ ধারণ করিয়া অনামিকাদ্বারা খরলীমণ্ডলের নিম্নদেশ মৃদু স্পর্শ করতঃ তাহার বহিঃস্থিত শ্বেতাংশে তর্জ্জনীর সলোম আঘাতে উক্ত বাণীদ্বয় উদ্ভূত হয়। অনেক বাদক এইস্থানে অনামিকা খরলী হইতে বিযুক্ত রাখেন।

। তা, না—অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা পূর্ব্ববৎ স্থাপন ...বিয়া বেষ্টনীর অব্যবহিত নিম্নে তর্জ্জনী দ্বারা লোম-...বর্জিত আঘাত করিলে উক্ত বাণীদ্বয়ের উৎপত্তি হয়।

। তে—খরলীর মধ্যভাগে তর্জ্জনীর লোমবর্জ্জিত ...ঘাতে এই বাণী উৎপন্ন হয়।

৪। টে, নে, নি—খরলীর উপর অনামিকার লোম-...র্জ্জিত আঘাতে এই বাণীর উদ্ভব হয়।

। ত্রি—খরলীর মধ্যস্থলে মধ্যমার তলদেশ চাপিয়া ...রিয়া তর্জ্জনী তাহার পৃষ্ঠে তুলিয়া এবং তৎপরে চাপ ...দিয়া খরলীতে আঘাত করিলে তুড়ির মত শব্দ হইবে। ...হাই ত্রি বাণী।

দ্রষ্টব্য ঃ—অনেক বাদক অনামিকার পরিবর্ত্তে ...মধ্যমার ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং অঙ্গুষ্ঠ সর্ব্বদাই ...বেষ্টনী হইতে বিযুক্ত রাখেন।

বাম হস্তোত্থিত বাণী

। গ, গি, গে—খরলীর একদিকে অঙ্গুষ্ঠপার্শ্ব ...পন করিয়া অন্য পার্শ্বে মধ্যমার অগ্র ভাগ ঈষৎ বক্র ...রিয়া আঘাত করিলে উক্ত বাণীত্রয় উৎপন্ন হয়। ...হাকেই গুঁপো দেওয়া বলে। (প্রকারান্তর) অঙ্গুষ্ঠ ...রূপে স্থাপনপূর্ব্বক করতল খরলীর উপর এমনভাবে ...পন করিতে হইবে যাহাতে অঙ্গুষ্ঠ অন্য সমস্ত অঙ্গুলি ...তে বিযুক্ত এবং সম্পূর্ণ প্রসারিত থাকে। অতঃপর ...র্জ্জনীর মূল এবং অগ্রভাগ উত্তোলন করিয়া এবং সংযুক্ত ...মধ্যমা এবং অনামিকা বক্র করিয়া তাহাদের অগ্রভাগ-...দ্বারা খরলীপার্শ্ব চাপিয়া তর্জ্জনীর মূলদ্বারা খরলীর উপর ...চাপিয়া আঘাত করিলে উক্ত বাণীত্রয় উৎপন্ন হইবে। ...হাকে চাপা গুঁপো বলে।

২। ঘ, ঘি, ঘে—দ্বিগুণ প্রযত্নের সহিত গ বাণী উৎপন্ন ...রিলে উক্ত বাণীত্রয়ের উৎপত্তি হয়।

৩। ক, কে, কি, খে, খি—পূর্ব্বানুরূপ।

উভয়হস্তোত্থিত বাণী

১। দা=গ+তা, দা=গ+ত্রি, দে=গ+টে, দি=গ+তি, ধাঁ, ধা=ঘ+তা, ধেই, ধি, ধিন্=ঘ+তিন্, ধে=ঘ+তে, খে=খ+তে, খেই, খি, খিন্=খ+তিন্।

বিশেষ বিধি

১। দে দে দে দাধিনি—১ম দে=দা, ২য় দে=গ+তে।

২। দে দে দাধি—১ম দে=দা, ২য় দে=গ+তে, দা=দে।

৩। ধেটে তা তাথিনি—ধে=ধা, টে=তে, তা=টে।

৪। দিদ্দা, তিত্তা—দি=দা, তি=তা দ্দা=দি, ত্তা=তি।

যে সব বাণী এবং বোলের উৎপাদন প্রণালী দেওয়া হয় নাই সেগুলি পূর্ব্ববৎ বাজিবে। প্রভেদ এই যে টুকিতে বাঁয়ায় গুঁপো হইবে এবং দক্ষিণ হস্তে অঙ্গুষ্ঠের স্থান তর্জ্জনী এবং সংযুক্ত অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনীর স্থান শুধু অনামিকা গ্রহণ করিবে।

টুকি সাধনের বোল

১। ধেনে ধেনে নাগ ধেনে
ধেনে নাক তেনে নাগ

২। তেরেকেটে তা দাধিনি নাতেটে নাতেটে

৩। গেদা গেদা গেদা (আ)দ্দা
ঝিন্(=ধাঁ) দা(=দি) গেদা(=দি)
তেরেকেটে ধেই তা

৪। ধেটে তাঘি তেটে তাক (ক্রমশঃ)

স্বরলিপি

ভাটিয়ালী—কাফ্ৰ্

স্বপ্নে আমি দেখি যে গো মধুমালার দেশ,
সাঁপের বেণী বাঁধে কন্যা মেঘ বরণ কেশ ॥
স্বপ্ন যদি মিথ্যা হইত, অঙ্গুরী কি বদল হ'ত,
হীরামন সে পাখী কি গো কইত কথা বেশ ॥
একলা বইস্যা কান্দে কন্যা
না পাই তাহার দেখা,
পঙ্খ যদি দিতরে বিধি
উইড়্যা যাইতাম একা,
মনের মানুষ আছে সেথা,
বুঝল না সে প্রাণের ব্যথা,
ওরে পবন বইয়া নিও, আমার গানের রেশ ॥

কথা—শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম্-এ সুর—শ্রীজ্ঞান দত্ত

স্বরলিপি—শ্রীজীবনচন্দ্র উপাধ্যায়

II -া -া সা -সা | গা মা ধা -া I ণধা পা হ্মা পা | -া মা গমা রগা I
০ ০ স্ব প্ | নে আ মি ০ ০০ ০ দে খি | ০ যে গো০ ০ ০

-া -া হ্মা পা | -া -া মগা রসা I সা -সা -া -া | -া -া -া -া II
০ ০ ম ধু | ০ ০ মা০ লার্ দে শ্ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

II -া -া পা পা | ধা ধা ধা ধা I পা -া ধনা র্সা | নর্সা না ধনা ধা I
০ ০ সাঁ পে | র বে ণী ০ বাঁ ০ ধে০ ০ | ক০ ০ ন্যা০ ০
০ ০ হী রা | ম ন সে ০ পা ০ খী০ ০ | কি০ ০ গো০ ০
০ ০ ও রে | ০ প ব ন বই ০ য়া০ ০ | নি০ ০ ও০ ০

পা -া -া পা | পা ধা পা মা I পা -পা -া -া | মা -া গা -া I
০ ০ ০ মে | ঘ ০ ব রণ্ কে শ্ ০ ০ | ০ ০ ০ ০
০ ০ ০ ক | ই ত ক থা বে শ্ ০ ০ | ০ ০ ০ ০
০ ০ ০ আ | মা র গা নের্ রে শ্ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

-া -া মা -মা | পা ক্ষা পা -া I -া -া গা মা | গা রা সা -সা I
০ ০ স্ব প্ | নে দে খি ০ ০ ০ ম ধু | ০ মা লা র্
০ ০ স্ব প্ | নে দে খি ০ ০ ০ ম ধু | ০ মা লা র্
০ ০ স্ব প্ | নে দে খি ০ ০ ০ ম ধু | ০ মা লা র্

রা -া সা -সা | -া -া -া -া II
দে ০ শ্ ০ | ০ ০ ০ ০
দে ০ শ্ ০ | ০ ০ ০ ০
দে ০ শ্ ০ | ০ ০ ০ ০

-া -া না না | -না না না না I র্সা -া র্সা -া | র্রা র্রা র্গা র্রা I
০ ০ স্ব প | ন্ য দি ০ মি ০ থ্যা ০ | হ ই ত ০

র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I -া -া না র্সা | না ধা পা -া I
০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ অ স্থ | ০ রী কি ০

মা -া পা -পা | -মপা ধা মা পা I মা -া -া পা | গা -া -া -া II
ব ০ দ ল্ | হ০ ০ ০ ০ ত ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

II গা -গা মা গা | রা রা সা সা I ন্া -সা ণ্ধা ণ্া | সা -া গা -া I
এ ক্ লা ০ | ব ই স্থা ০ কা ন্ দে০ ০ | ক ০ ন্থা ০

-া -া গা গা | মা মা মা -মা I মা -া মপা মপা | মা গমা রগা -া I
০ ০ না পা | ই তা হা র্ দে ০ খা০ ০০ | ০ ০০ ০০ ০

-া -া পা -পা | ধা ধা ধা -া I পা পা ধনা স́া | নস́া না ধনা ধা I
০ ০ প ঙ্ | থ য দি ০ দি ত রে০ ০ | বি০ ০ ধি০ ০

পা -া -া পা | পা ধা পা মা I পা পা -া -া | -া -া -া -া I
০ ০ ০ উই | ড়া যাই তা ম্ এ কা ০ ০ | ০ ০ ০ ০

II -া -া স́া র́া | -র́া র́া র́া -র́া I স́া -া র́গ́া ম́া | গ́ম́া গ́া র́গ́া র́া I
০ ০ ম নে | র্ মা নু ষ্ আ ০ ছে০ ০ | সে০ ০ থা০ ০

স́া -া -া -া | -া -া -া -া I -া -া স́া -র́া | র́া র́া র́া -া I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ বু ঝ্ | জ না সে ০

স́র́া স́া নর্সা -না | ধনা ধা পধা পা I মপা -া -া -া | -া -া -া -া I
প্রা০ ০ ণে০ র্ | ব্য০ ০ থা০ ০ ০০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

স্বরলিপি

খাম্বাজ—একতালা

শুধু করুণার কণা চেয়েছিনু আমি
করুণা কৃপণ হে
তাই অঞ্জলি করি আনিয়া দিয়াছ
দহন দীপণ হে।

আমি করুণা ভিখারী রূপে,
গিয়েছিনু দ্বারে চুপে,
ওগো করুণা বিপণি ফুরাতনা তব
বিপুল বিপণ হে!

আমি তোমারি দুয়ারে রহিনু পড়িয়া
আঁচলে তুলিয়া নাও,
যারা তোমারি দুয়ারে পাতিল দু'হাত
তাহারে তুলিয়া নাও।

আমি করঙ্ক করিব পূর্ণ,
যার যতটুকু শূন্য,
আর তোমার দহন করিব বহন
নিপট নিপুণ হে॥

কথা—শ্রীকমলাকান্ত বসু

সুর—সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

স্বরলিপি—শ্রীহিরণপ্রভা দেবী

II	মা	ধা	ধা	|	-ণর্সা	না	র্সা	|	ধা	-র্সা	ণা	|	ধা	পা	পা	I
	ক	রু	ণা	|	০ র্	ক	ণা	|	চে	য়ে	ছি	|	নু	আ	মি	
	পধা	মপধর্সা	ণা	|	ধা	পমা	গমা	|	পা	-পা	-পা	|	-পা	মা	গা	I
	ক০	রু০০০	ণা	|	কৃ	প০	ণ০	|	হে	০	০	|	০	শু	ধু	.
	পা	-না	না	|	না	না	না	|	না	র্সা	র্সা	|	র্সা	র্সা	র্সা	I
	অ	০	ঞ্জ	|	লি	ক	রি	|	আ	নি	য়া	|	দি	য়া	ছ	
	পা	না	না	|	র্সা	র্সা	র্সা	|	নর্সা	-র্রর্রা	-র্সণা	|	-ধণা	-র্সর্সা	-ণধপা	II
	দ	হ	ন	|	দী	প	ণ	|	হে০	০ ০	০ ০	|	০ ০	০ ০	০ ০ ০	

II	{মা	মা	মা	ণা	ধপা	ধা	না	-না	না	-র্সা	র্সা	র্সা	I
	ক	রু	ণা	ভি	খা০	রী	রূ	০	পে	০	আ	মি	
	পা	না	না	র্সা	র্সা	র্সা	নর্সা	-র্রর্রা	র্সণা	-ধা	ণা	ধপমগা}	I
	গি	য়ে	ছি	নু	দ্বা	রে	চু০	০০	পে০	০	আ	মি০০০	
	ধা	ধা	-র্গা	র্গা	র্গা	র্গর্মা	র্রর্সা	র্পা	র্মা	র্গা	র্রর্সা	-নর্সা	I
	ক	রু	ণা	বি	প	ণি০	ফি০	রা	ত	না	ত০	০ব	
	পা	না	না	র্সা	র্সা	র্সা	নর্সা	-র্রর্রা	-র্সণা	-ধণা	-র্সর্সা	-ণধপা	II
	বি	পু	ল	বি	প	ণ	হে০	০০	০০	০০	০০	০০০	
II	মা	মা	মা	মা	গরা	গা	মা	মা	পা	পা	পা	পা	I
	তো	মা	রি	দু	য়া০	রে	র	হি	নু	প	ড়ি	য়া	
	পা	ধা	ণা	ধা	পমা	-গমা	মা	-ধা	ধা	-ধা	ধা	ধা	I
	আঁ	চ	লে	তু	লি০	০য়া	না	০	ও	০	যা	রা	
	ধা	র্সা	র্সা	ণা	ণা	ধা	পা	ধা	পা	মা	গা	গা	I
	তো	মা	রি	দু	য়া	রে	পা	তি	ল	দু	হা	ত	
	সা	সা	সা	গা	গা	মা	পা	-পা	-পা	-পা	-পা	-পা	I
	তা	হা	রে	তু	লি	য়া	না	ও	০	০	০	০	

মা	মা	মা	ণা	ধপা	ধা	না	-না	সা´	-সা´	-সা´	-সা´	I
ক	র	ক্ষ	ক	রি০	ব	পূ	০	র্ণ	০	০	০	
পা	-না	না	সা´	সা´	সা´	নসা´	-র´র´া	স´ণা	-ধা	পা	ধপমগা	I
ষা	ব্	য	ভ	টু	কু	শূ০	০০	ণ্য০	০	আ	মি০০০	
ধা	ধা	গ´া	গ´া	গ´া	গ´ম´া	র´গ´া	প´া	ম´া	গ´া	-র´স´া	নস´া	I
তো	মা	র	দ	হ	ন০	ক০	রি	ব	ব	০০	হন	
পা	না	না	সা´	সা´	সা´	নসা´	-র´র´া	-স´ণা	-ধণা	-স´স´া	-ণধপা	II
নি	প	ট	নি	পু	ণ	হে০	০০	০০	০০	০০	০০০	

গান

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ রায়

জ্যোছনা রাতে বিজন পথে
তোমারি সাথে মিলিব গো।
প্রাণের যত গোপন কথা
সেথায় সবে বলিব গো।

আকাশ ছাওয়া চন্দ্রালোকে
স্বপ্ন-মধুর মিলন ডাকে
তোমারি সাথে সেই নিশীথে
মিলন মালা গাঁথিব গো,
অশ্রুধারে যে ব্যথা ঝরে
তাহারি ভাষা বুঝাব গো।

স্বরলিপি

কামোদ—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

মোহে জানে ন দেউঙ্গী এরি ম্যায়
আপনা বলমাকো।
নয়নন মেঁ করুঁ রাখো পলকন্ মুদ মুদ।
চমকে বিজুরী মেহা বরষে
সদারঙ্গিলে মহম্মদ শা।
বরষ মেহা বুঁদ বুঁদ।

কথা ও সুর—সদারঙ্গ

স্বরলিপি—শ্রীকুমারেন্দ্র আচার্য

ইহা বিলাবল ঠাটের অন্তর্গত। জাতি—খাড়ব, নিখাদ—বর্জ্জিত। ইহার মধ্যম শুদ্ধ, তবে কথনো কথনো দুই মধ্যম দ্বারা কাফি ঠাটের অন্তর্গত করিয়া গীত হইতে দেখা যায়। ইহার গাহিবার সময় রাত্রির প্রথম প্রহর বাদী—পঞ্চম, সম্বাদী—রেখাব।

আস্থায়ী

		০					১					২´					৩				
সা	II	মা	রা	পা	পা	|	পা	-া	পা	পধা	|	পা	-া	-া	-া	|	পধা	পা	-া	পা	I
মো		হে	০	০	জা	|	নে	০	ন	দেউ	|	ঙ্গী	০	০	০	|	এরি	০	০	ম্যায়	

০					১					২´					৩				
গা	মা	পা	গা	|	মা	রা	সা	-া	|	সা	রা	-া	সা	|	সধ্	ধ্	প্	প্	I
আ	প	না	ব	|	ল্	মা	কো	০	|	নয়	ন	ন	মেঁ	|	০০	০	ক	রুঁ	

০					১					২´					৩			
প্	-া	সা	-া	|	রা	রা	সা	সা	|	গমা	পধা	পা	পা	|	গা	মা	রা	II
রা	০	খো	০	|	প	ল	ক	ন্	|	মু০	০০	দ	মু	|	০	০	দ	

অন্তরা

০				১				২´				৩				
পা	পা	পা	র্সা	র্সধা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	-া	র্সধা	র্সা	র্রা	র্সা	-া	-া	I
চ	ম	কে	বি	০০	০	জু	রী	মে	০	হা০	ব	র	যে	০	০	

০				১				২´				৩				
র্সা	র্সধা	র্সা	-া	র্সা	-া	র্সা	-া	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সধা	ধা	পা	-া	I
স	দা০	০	র	ঙি	০	লে	০	ম	হ	ম	দ	শা০	০	০	০	

০				১				২´				৩				
মা	রা	পা	-া	ধা	-া	পা	-া	পগা	মা	পা	গা	গমা	মা	রা	সা	II
ব	র	ষ	০	মে	০	হা	০	বূঁ	০	দ	বূ	০০	০	দ	মো	

তান

১। মরা | ⁰পমা গমা পধা পপা | ¹নেনা ইত্যাদি।

২। ⁰র্সর্সা র্রর্রা র্সর্সা ধপা | ¹গমা পগা মরা সসা | ²´ররা পপা ধধা পপা |

³গমা পগা মরা সসা I ⁰যে যানে না দেউজী।

৩। ⁰ন্সা গমা পধা মপা | ¹ননা মপা র্সর্সা র্রর্রা | ²´র্সর্সা ধপা গমা পগা |

³মরা সসা মমা ররা I ⁰পর্সা র্সর্রা র্রর্রা পপা | ¹নে না দেউজী।

৪। ⁰মরা পঃ ধমা পঃ মপা | ¹মরা সরা পপা ধমা | ²´পপা র্সর্সা ধপা মপা |

³ধমা পপা মরা পঃ পঃ I ⁰ধমা পপা গমা পগা | ¹মরা সসা রপা পধা | ²´নী।

মাথুর বিরহ *

কীর্ত্তন

রচনা—প্রাচীন কবি গোবিন্দ দাস

সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস

১। মুই যদি জানিতাম পিয়া যাবে গো ছাড়িয়া,
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া।
(ছেড়ে দিতাম না, আমি জানলে ছেড়ে দিতাম না, তারে হিয়ার মাঝারে রাখ্‌তাম জান্‌লে ছেড়ে দিতাম না) (প্রহরি দিতাম্, দুটি নয়ন প্রহরি দিতাম, তারে হিয়ার মাঝারে রেখে নয়ন প্রহরি দিতাম) পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া।

২। কোন নিদারুণ বিধি এত দুঃখ দিল, এ ছার পরাণ কেন অবহুঁ রহিল।
(কেন গেল না, আমার প্রাণ কেন গেল না, আমার প্রাণ পিয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ কেন গেল না) এ ছার পরাণ কেন অবহুঁ রহিল।

৩। এইখানে করিত কেলী নাগর রাজ, কেবা নিল কি হইল কে সাধিল বাদ।
(কে হ'রে নিল, আমার গুণনিধি কে হ'রে নিল, আমি কার কি মন্দ করেছিলাম গুণনিধি কে হ'রে নিল) কেবা নিল কি হইল কে সাধিল বাদ।

৪। পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার সে ভ্রমরা, পিয়া বিনা মধু না খায় উড়ে বেড়ায় তারা।
(মধু খায় না, তারা আর মধু খায় না, ফুলে বসে না মধু খায় না) পিয়া বিনা মধু না খায় উড়ে বেড়ায় তারা।

৫। সেই পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী, এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী।
(কি সুখে আছে, নিলাজ প্রাণ আমার কি সুখে আছে, প্রাণকৃষ্ণ হারাইয়ে প্রাণ আমার কি সুখে আছে) এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী।

৬। মরম ভিতরে মোর রহি গেল দুঃখ, নিশ্চয় মরিব পিয়ার না হেরে চাঁদ মুখ।
(প্রাণ আর রাখ্‌ব না, এ ছার প্রাণ আর রাখ্‌ব না, আমার ছার প্রাণে আর কি কাজ আছে এ ছার প্রাণ আর রাখ্‌ব না) (ঝাঁপ দেব, আমি শ্যামকুণ্ডে ঝাঁপ দেব, শ্যাম নাম হৃদয়ে লিখে শ্যামকুণ্ডে ঝাঁপ দেব) নিশ্চয় মরিব পিয়ার না হেরে চাঁদমুখ।

৭। চরণে ধরিয়া কাঁদে গোবিন্দ দাসীয়া, মুই অভাগিয়া কেন না গেলাম মরিয়া।
(কেন মলাম না, আমি কেন মলাম না, রাই ধনির দুঃখ দেখবার আগে আমি কেন মলাম না)
মুই অভাগিয়া কেন না গেলাম মরিয়া॥

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

০ ১ ২´ ৩ ৩

[{সা সা সা | গা -া গা | মা -া গা | (রসা ন্সা সা)} I (রসা ন্া সা) I

মু ই য় | দি ০ জা | নি ০ তা | ০০ ০০ ম্ ০ম্ পি য়া

০ ১ ২´ ৩ ৩

{গা গা -া | রগা মা মা | মা মা -া | (া গা মা)} I (-া -া -া) I

যা বে ০ | গো০ ০ ছা | ড়ি য়া ০ | ০ পি য়া ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩ ০

{মা পা পা | পা -া পা | পা -া পা | -া পা পা I পা ধণা ধপা |

মু ই য় | দি ০ জা | নি ০ তাম্ | ০ পি য়া যা বে০ ০০ |

১ ২´ ৩ ০ ১

ধা পা মা | গা মা -া | -া -া -া} I {ণা ণা ণা | ণা -া ণা |

০ গো ছা | ড়ি য়া ০ | ০ ০ ০ মু ই য় | দি ০ জা |

২´ ৩ ০ ১ ২´

ধা -া পা | পা পা পা I পা ধণা ধপা | ধা পা মা | গা মা -া |

নি ০ তা | ম্ পি য়া যা বে০ ০০ | ০ গো ছা | ড়ি য়া ০ |

৩ ০ ১ ২´ ৩

-া -া -া} I মা মা মা | মা -া মা | গা মা গা | রা সা সা I

০ ০ ০ মু ই য় | দি ০ জা | নি ০ তা | ম্ পি য়া

০ ১ ২´ ৩ ০

গা মা গা | রগা মা মা | গা মা -া | গপা মগা রসা I {সা -া রা |

যা বে ০ | গো০ ০ ছা | ড়ি য়া ০ | ০০ ০০ ০০ ০ ০ প |

১ ২´ ৩ ০ ১
পা মা মা | গা মা গা | রা -া -া I -া -া সা | রা সা সা |
রা গে প | রা ণ দি | য়া ০ ০ ০ ০ রা | খি তাম্ যা |

২´ ৩
ন্‌া সা -া | -া -া -া} II
ধি য়া ০ | ০ ০ ০

আখর :—

০ ১ ২´ ৩ ৩
II {-া -া -া | -া সা সা | সা গা রা | (গা -া -া)} I {গা গা গা I
০ ০ ০ | ০ ছে ড়ে | দি তাম্ না | ০ ০ ০ ০ আ মি

০ ১ ২´ ৩ ০
মা মা মা | গা রসা ন্‌সা | সা গা রা} | {গা গা গা I মা মা -া |
জা ন্ লে | ছে ড়ে০ ০০ | দি তাম্ না | ০ তা রে হি য়া ০ |

১ ২´ ৩ ০ ১
মা -া মা | মা মা -া | মা মা পা I গা গা মা | গা রসা ন্‌সা |
র ০ মা | ঝা রে ০ | রা খ্ তাম জা ন্ লে | ছে ড়ে০ ০০ |

২´ ৩ ০ ১ ২´
সা গা রা} | {গা গা গা I গা মপা ধা | পা -া মা | মা মা -া |
দি তাম্ না | ০ তা রে হি য়া০ ০ | র ০ মা | ঝা রে ০ |

৩ ০ ১ ২´ ৩
মা মা পা I গা গা মা | গা রসা ন্‌সা | সা গা রা} | গা -া -া I
রা খ্ তাম্ জা ন্ লে | ছে ড়ে০ ০০ | দি তাম্ না | ০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩ ০

-া -া -া | সা রা রা | রা গা গা | গা মা মা I {মা -া মা |

০ ০ ০ | প্র হ রি | দি তা ম্ | ০ তু টি ন ০ য় |

ঃ ২´ ৩ ৩ ০

গা রা গা | সা রা রা | (রা গা গা)} I রা গা গা I {মা মা -া |

ন ০ ০ | প্র হ রি | দি তা ম্ দি তা রে হি য়া ০ |

১ ২´ ৩ ০ ১

মা -া মা | মা মা -া | মা মা পা I গা -া মা | গা রা গা |

র ০ মা | ঝা রে ০ | রে খে ০ ন ০ য় | ন ০ ০ |

২´ ৩ ০ ১ ২´

সা রা রা | রা গা গা} I {গা মপা ধা | পা -া মা | মা মা -া |

প্র হ রি | দি তা ম্ হি য়া০ ০ | র ০ মা | ঝা রে ০ |

৩ ০ ১ ২´ ৩

মা মা পা I গা -া মা | গা রা গা | সা রা রা | রা গা গা} I

রে খে ০ ন ০ য় | ন ০ ০ | প্র হ রি | দি তা ম্

০ ১ ২´ ৩ ০

-া -া রা | পা মা মা | গা মা গা | রা -া -া I জ্ঞা -া রা |

০ ০ প | স্না নে প | য়া ণ দি | য়া ০ ০ ০ ০ রা |

১ ২´ ৩

জ্ঞা সা রা | ন্‌া সা -া | -া -া -া II II*

খি তাম বা | ধি য়া ০ | ০ ০ ০ অপরাপর কলিগুলির সুর প্রথম কলির অনুরূপ।

* হারমোনিয়মের স্কেল—স্ত্রী-কণ্ঠে মুদারায় সি-সার্প কিম্বা ডি-সার্প, পুরুষ কণ্ঠে উদারায় এফ্‌-সার্প কিম্বা জি-সার্প। ...ন অক্টেভ হারমোনিয়মের প্রথম অক্টেভ উদারা।

বাঙ্গালা ভাষায় ধ্রুপদের চর্চ্চা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

'ধ্রুপদ' সঙ্গীত-সম্পদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন। একেই আমরা আদি সঙ্গীত বা 'ধ্রুবপদ' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বলে থাকি। পূর্ব্বে যখন খেয়াল ও টপ্পাদির উৎপত্তি আদৌ হয়নি, তখন হিন্দুর একমাত্র স্বরময় উপাসনার অঙ্গ ছিল ধ্রুপদ, তাই সাধকগণ শ্রদ্ধা-ভক্তির ছাঁচে উপাসনার মাঝে গুরুগম্ভীর ধ্রুপদের সাহায্যে সর্ব্বাত্মা ভগবানের গুণগান কোরে আত্মপ্রসন্নতা লাভ করতেন। ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী ও তার উপরাগ-রাগিণী সকল ঐ ধ্রুপদের মাঝেই গাওয়া হোত এবং সে ধারা অক্ষুণ্ণও ছিল আমীর খস্রুর 'খেয়াল' সৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। তারপর আমীর খস্রু খেয়ালের রূপ দিলেন, কিন্তু তাতে ধ্রুপদের কিছুই ক্ষুণ্ণ হয়নি অবশ্য, বরং আরও তা লীলায়িত ও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল। বৈজুবাওরা, গোপাল নায়ক, তানসেন, বিলাস খাঁ, সুরদাস, মানদাস, শ্যামদাস, জুগরাজ দাস, সুরসেন, হরবল্লভ, ধীরজ, রূপরঙ্গ, অদারঙ্গ, সদারঙ্গ, রঙ্গনাথ, উধোদাস, মুরারী দাস, নন্দদাস, জানকীদাস, রামদাস, লক্ষণদাস, তানতরঙ্গ, ধোঁধি খাঁ, সুজান খাঁ, বিরজু, কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, গুলাব খাঁ, আনন্দকিশোর ও জীবনদাস প্রভৃতি ও আধুনিক সঙ্গীতজ্ঞগণের অনেকে বহু সঙ্গীত রচনা ক'রে ধ্রুপদের কলেবর পুষ্ট করেছেন। ধ্রুপদ নবরসে সিঞ্চিত হ'য়ে তার অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে বাস্তবিকই মানবের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের অবসান ক'রে থাকে, এজন্য অবাধগতিতে ধ্রুপদের রাগ-রাগিণী দেবতা-মন্দিরে, রাজদরবারে, সমরে ও শ্মশানে চির-ঝঙ্কারিত ছিল এবং ধনি-নির্ধন ও পতিত-অভিজাত কেউই তাই এ সম্পদ হ'তে বঞ্চিত ছিল না।

ধ্রুপদ বল্‌তে আমরা classical সঙ্গীতই বুঝে থাকি; অবশ্য যদিও উচ্চাঙ্গের খেয়াল টপ্পাদিও এর অন্তর্ভুক্ত। এতে সম ও বিষম ভেদে দু'প্রকার তাল ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে, যথা চৌতাল, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, সুলতাল বা সুরফাঁক তাল ও রূপক প্রভৃতি। ধ্রুপদের বাণী সবই উর্দ্দু ও ফারসি মিশ্রিত হিন্দি ছন্দে। পূর্ব্বে অর্থাৎ বৈজুবাওরা, নায়কগোপাল ও তানসেনের পূর্ব্বে হরিদাস স্বামী ও রামদাস স্বামীর সময়ে এবং তারও পূর্ব্বে ধ্রুপদের বাণী কিরূপ ছিল, তা আমরা অবগত নই। তবে এখন ধ্রুপদের বাণী যা আমরা দেখ্‌তে পাই, তা সবই বৈজুবাওরা, নায়কগোপাল ও তানসেন প্রভৃতির রচিত। এঁরা ভাবের সহিত যথার্থ-ই সাধকের অনুপ্রেরণায় সুরের মাঝে বাণী বিজড়িত করেছিলেন। তাঁদের এমনই ছিল রচনার বৈশিষ্ট্য যে, সুরের স্বাধীনতা বা অধিকারের মূলে বাণী কখনই কুঠারাঘাত করতে পারত না, পরন্তু বাণী সুরের অনুসঙ্গীরূপেই সুরের মাধুর্য্যকে ফুটিয়ে তুলত। এ সকল মাধুর্য্য, যাঁরা ঐ সকল সাধকগণের সঙ্গীতের বাণী নিয়োগ বা রচনার প্রতি দৃষ্টি করেছেন, তাঁরাই বুঝতে পারেন যে, বাস্তবিকই তার তুলনা মিলে না। স্থানে স্থানে বাণীর পারিপাট্য তাঁদের গানে বর্ত্তমান থাকলেও, বেশীর ভাগই তাঁরা ওতে সম্পূর্ণ উদাসীন হ'য়ে সুরের গতিকেই অক্ষুণ্ণ রেখে গেছেন, কারণ তাঁরা যথার্থই মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্‌তেন যে, **বাণী সঙ্গীত নয়, বস্তুতঃ সুরই সঙ্গীত।**

কিন্তু কোন জিনিষ ত আর চিরদিন সমান যায় না, মানুষের রুচির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বস্তুর ধারারই পরিবর্ত্তন ঘটে। মানুষ কালের স্বধর্ম্মে গম্ভীর হ'তে ক্রমশঃ যত সরল পথে নেমে আস্‌তে লাগ্‌ল তত রুচির বশে গম্ভীর ছেড়ে সোজাকে তারা বরণ ক'রে বস্‌ল; কারণ এটা প্রকৃতির ধর্ম্ম বিশেষ। এজন্য ধ্রুপদের পর খেয়াল,

খেয়ালের পর টপ্পা ও গজলাদি চঞ্চল তরঙ্গের সৃষ্টি হ'তে লাগ্‌ল—তাদের রুচির বৈচিত্র্য অনুযায়ী। ধ্রুপদের দিকে যতটুকু টান ছিল, খেয়ালাদির সৃষ্টির পর সে টান ক্রমশঃই কমে আস্‌তে লাগল ও সে কমার সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ চর্চ্চার মূলেও বাধা উপস্থিত হ'ল; আর সে বাধার ফলেই আজ আমরা ধ্রুপদের প্রকৃত সাধনাকে হারাতে বসেছি এবং আদরের অভাবে রুচি-বৈগুণ্যে এমন কি ধ্রুপদকে আমরা কর্ম্মক্লান্ত স্থবিরের সামগ্রীভুক্ত করতেও পশ্চাৎপদ হই না। আমরা সত্যকথা বল্‌তে কি, ধ্রুপদের সঙ্গে দীর্ঘকাল অপরিচিত থেকে অনেকেই তার ছন্দের গতিকে একেবারে ভুলেই গেছি; এজন্য সুর ও তালের মাধুর্য্য ধ্রুপদের মাঝে ঠিক ঠিক উপভোগ করতে না পেরে, আজকাল আর আমরা প্রকৃত সুখী হ'তে পারিনি।

অবশ্য এর জন্যে চর্চ্চার অভাবই যে দায়ী, একথা স্বীকার্য্য। তবে কেউ আবার গানের বাণী না বোঝাতে সাধকের নানারূপ আকার বিকার ও কালোয়াতী যুদ্ধকেও দোষের ভাগী ক'রে থাকেন। কথাটা অবশ্য একেবারে ভিত্তিহীন নয়। হিন্দুস্থানী সম্প্রদায় হিন্দি গানের যথার্থ মর্ম্মবাণী হ'তে অনুধাবন করলেও বাঙ্গালীর সকলের মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে চায় না—এ কথা বোধ হয় মিথ্যা নয়; অবশ্য তার কারণও যথেষ্ট আছে। বাল্যকাল হ'তে বাঙ্গালার আবহাওয়ায় লালিত-পালিত হ'য়ে বাঙ্গালা ভাষাই বাঙ্গালীর মজ্জাগততে পরিণত হয়, কাজেই সাধারণের কাছে বাঙ্গালা ভাষা যত সুখ ও সহজবোধ্য, অপর ভাষা তত হওয়া অসম্ভব। তবে অবশ্য যাঁরা রীতিমত হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় চর্চ্চা ক'রে থাকেন, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁরা অনভিজ্ঞ, তাঁদের কাছে বিসদৃশ ব'লেই অনুভূত হবে।

তারপর সঙ্গীতের শ্রোতা যদি গানের ভাষা না বুঝেন, তার পক্ষে ভাব গ্রহণ করাও সম্ভব হয় না; কাজেই সঙ্গীতের ভাব গ্রহণে অক্ষমতার জন্যে তার প্রতি তাদের উদাসীন ভাবই প্রকটিত হ'য়ে উঠে। উদাসীনতার যথার্থ চর্চ্চার পথও রুদ্ধ হয় ও সে যথার্থ চর্চ্চার অভাবে কলারও বিস্তার খর্ব্ব হয়। কাজেই উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি নিয়েই যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হবে, তাতে আর সন্দেহ কি?

* * * *

কোন জিনিষ একেবারে বা একদিনে সৃষ্ট বা বিনষ্ট হ'তে পারে না। সবেরই একটা ক্রমিক ধারা আছে, অর্থাৎ উন্নতিরও যেমন ধ্বংসেরও তেমন। বৈদিক-যুগ হ'তে মুসলমান রাজত্বের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে সঙ্গীতের যে ক্রমোন্নত ধারা অক্ষুণ্ণ ছিল, মুসলমান রাজত্বের শেষ অর্থাৎ সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় হ'তেই ধীরে ধীরে সে সে ধারাকে অনুসরণ ক'রে সঙ্গীতে ক্রম-অবনতির দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং বর্ত্তমানে পূর্ব্বের তুলনায় একরূপ রুদ্ধগতি বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই এ 'শুকান বাগানকে' আবার সাজিয়ে তুল্‌তে হ'লে আমাদের ধীরে ধীরে তার প্রতিকূলে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন উপায় নেই, কারণ তাতেই কলারূপ সম্পদ আমাদের কাসে পুনরায় উজ্জীবিত ও সরস হ'য়ে পূর্ব্বের মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রেখে ধন্য হ'তে সক্ষম হবে।

এখন অনেকে হয়ত বল্‌তে পারেন যে, 'উজ্জীবিত করার অর্থ যদি বিস্তার বা প্রচার হয়, তবে যে প্রচেষ্টারই বা সার্থকতা কী? আসল বস্তুর কদর চিরকাল সামান্যর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে; Classical যে সকলকে বুঝতে হবে বা তার প্রচার সবার মধ্যে একান্ত প্রয়োজন, এমনই কি কথা আছে?' কথাটা অবশ্য সত্য একদিক দিয়ে, কারণ ভাল জিনিষের আদর চিরদিনই অল্পসংখ্যকের মধ্যে থাকে। কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে, বিস্তার বা সকলের মধ্যে প্রচার কেবল প্রচার মাত্রেই পর্য্যবসিত থাকবে না, পরন্তু সঙ্গীতও একটী পথ, বরং শ্রেষ্ঠ পথ সে অধ্যাত্ম জীবনে পূর্ণতা লাভ করবার জন্যে। পূর্ব্বে ধ্রুপদের

সাহায্যে সঙ্গীত-সাধকগণ ভগবানের আরাধনা করতেন যথার্থ শান্তি বা মোক্ষকে লাভ করতে, কিন্তু আজকাল সে উদ্দেশ্য ঠিক ঠিক নিহিত নেই। তারপর কলা হিসাবে ধ্রুপদের স্থান যখন অনেক উচ্চে, তখন মানব সাধারণ তার অধিকার লাভ করলে তাদের উন্নতি ভিন্ন অবনতি বিন্দুমাত্র নেই। কিন্তু কালের স্বধর্ম্মে ভাষা ও আচার ব্যবহারের নিত্য নূতন পরিবর্ত্তনের জন্য সঙ্গীতেরও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে ভাষার দিক দিয়ে। তবে ভাষার দিক দিয়ে "কথাটা অবশ্য কেবল আমাদের বাঙ্গালা দেশেই প্রযুজ্য হ'তে পারে। ভারতের অপরাপর অংশের কথা আমরা বলছি না, প্রবন্ধোক্ত বাঙ্গালা ভাষায় ধ্রুপদের চর্চ্চার" মর্ম্ম বাঙ্গালী জনসাধারণের জন্যই বলা হয়েছে। একে ধ্রুপদ কঠিন সাধ্যসাধনা, তারপর বর্ত্তমান প্রচলিত ভাষাও অনেকের নিকট সহজবোধ্য নয়, এ কারণ যাতে সকলে বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে ধ্রুপদের চর্চ্চা ক'রে তার যথার্থ সাদরতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তার ব্যবস্থা করায় সাধারণেরও কলার উপকার ভিন্ন অপকার কিসে? সাধারণকে ভাল জিনিষের অধিকার দানের জন্যে পূর্ব্ব আচার্য্যগণের মধ্যে কি আকুল প্রচেষ্টাই না দৃষ্টিগোচর হত। তাই মনে হয় খাঁটি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকলাবিদের চিরবরণীয় হ'লেও সাধারণ বা Massএর জন্যেও বস্তুর আদর বাড়াবার জন্যে বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালা ভাষায়ও ধ্রুপদ গাওয়ার রীতি প্রচলিত করা একান্ত বিধেয়। এর জন্যে আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত; কারণ তাঁরা বহু পূর্ব্বেই এ মর্ম্মের যথার্থতা অনুভব ক'রে তাঁদের ব্রহ্মোপসনায় বাঙ্গালা ধ্রুপদ খেয়ালাদির প্রচলন করেছেন। স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির অবদান অবশ্য এ ভাণ্ডারকে সুসমৃদ্ধ করে রেখেছে। সুরকে অক্ষুন্ন রেখে তাঁরা বহু হিন্দীগানকে বঙ্গ ভাষায় রূপায়িত করেছেন।

যদিও হিন্দি গানের মাধুর্য্য ও রচনা বৈচিত্র্য অতুলনীয়, তথাচ একথা বলা বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, যদি আমরা হিন্দি গানের রচনা ও সুর যোজনা প্রথাকে অনুসরণ করে ও সুরের স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রেখে তাতে বাণী সংযোজিত করতে পারি এবং গানের ধারা বা ঢঙকে বজায় রেখে সঙ্গীতের রূপ বিজ্ঞান ও আচার্য্য শিক্ষা অর্থাৎ 'ধারণা' সম্মত ফুটিয়ে তুলতে পারি, তা'হলে বোধ হয় ধ্রুপদের সম্মান মোটেই লুণ্ঠিত হবে না; কারণ এতে Mass সহজে গানের ভাষা ও সুরের মধ্যে প্রকৃত ভাবকে অনুধাবন করে কলার কদর করতে শিখিবে। কদর বাড়লেই পুনঃচর্চ্চা ফিরে আসবে—এ কথা সত্য। তারপর বাঙ্গালার মধ্য দিয়ে রুচি ফিরে এলে কালে এত অসম্ভব নয় যে, এই বর্ত্তমানে ধ্রুপদের অমান্যকারী জনসাধারণই আবার classical সঙ্গীতের যথার্থ আদর ও তার সাধনা করতে শিখবে।

বেহালা শিক্ষা প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীরাখালদাস মজুমদার

সুর—Harmonions Blacksmith.

সা -া গা -া | রা -া পা -া | গা -া সা -া | রা -া পা -া |
৪

গা -া ধা -া | রা -া পা -া | সা -া হ্মা -া | পা -া প্া -া |
৪

র্সা -া পা -া | ধা -া পা -া | র্সা -া পা -া | ধা -া পা -া |

র্সা -া পা -া | ধা -া পা -া | র্সা -া পা -া | ধা -া পা -া |

মা -া গা -া | রা -া প্া -া | পা -া সা -া | রা -া সা -া |
৪

পা -া সা -া | রা -া সা -া | পা -া সা -া | রা -া গা মা |

গা -া ঋা -া | সা -া -া -া |

ভিন্ন মধ্য অর্দ্ধ ছড়ি দ্বারা :—পূর্ব্বের লয়ে মাত্রা ঠিক রাখিয়া

সা সা গা গা | রা রা পা পা | গা গা সা সা | রা রা পা পা |

গা গা ধা ধা | রা রা পা পা | সা সা জ্ঞা জ্ঞা | পা রা ণ্‌া প্‌া |

র্সা র্সা পা পা | ধা ধা পা পা | র্সা র্সা পা পা | ধা ধা পা পা |

র্সা পা গা পা | ধা ধা পা পা | র্সা র্সা পা পা | ধা ধা পা পা |

মা মা গা গা | রা ণ্‌া প্‌া পা | পা পা সা সা | রা রা সা সা |

পা গা রা সা | রা ণা সা সা | পা গা রা সা | ণা মা গা রা |

গা গা রা রা | সা -া -া -া II

ক্রমশঃ

গান

শ্রীসুজাতা সিংহ

সময় হ'ল যাবার তোমায় বিদায় দিনু নয়নজলে—
আসন তবু রইবে পাতা ক্ষত এ মোর হৃদয় দলে।
আজ্‌কে শুধু নমস্কারে
ব্যর্থ হয় বারে বারে,
এই করেছ বেশ হে প্রিয় পরাণখানি তবু বলে।

গোপন বাণী ছায়ার সনে জড়িয়ে রবে হেথা
তোমার স্মৃতির একটী ব্যথা কাঁদ্‌ছে নিতি যেথা।
এই মুছিনু সজল আঁখি
বেদন দেবার যেটুক বাকি,
ওগো নিঠুর, তাহায় নিও একটু তব মরম তলে।

স্বরলিপি

রাত্রি শেষের তারা তুমি
অনেক জানো,
ক্ষীণালোকের করুণ সুরে
ঘর ছাড়ায়ে বাইরে টানো।

তব নিদহারা আঁখি
জাগে অপলক থাকি'
শিউলি ফোটার ছন্দে যে গান
সে গান তুমিই জানো,
কেবল তুমি তুমিই জানো॥

নিবিড় আমার তন্দ্রা মাঝে
পশি' বাতায়নের পথে,
বুলিয়ে কোমল তোমার পরশ
দোলাও আমায় স্বপ্ন-রথে।

বহি' সন্ধ্যা প্রদীপ থালি,
দাও ভোরের পায়ে ডালি
নিত্য তোমার এই অভিসার
কোথায় তুমিই জানো,
কেবল তুমি, তুমিই জানো॥

সুর—শ্রীমতী বিভা ঘোষ

কথা ও স্বরলিপি—শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষাল

II {রা -মা জ্ঞা | রা সা -া | প্‌া সা -া | রা জ্ঞা -া I
রা ০ ত্রি | শে ষে র্‌ | তা রা ০ | তু মি ০

সা রা -া | -সা -রা জ্ঞা | ন্‌া সা -া | -া -া -া I
অ নে ০ | ০ ০ ক্‌ | জা নো ০ | ০ ০ ০

(রা -মা জ্ঞা | রা সা -া | প্‌া সা -া | রা জ্ঞা -া I
রা ০ ত্রি | শে ষে র্‌ | তা রা ০ | তু মি ০

সা রা -া | -সা -রা জ্ঞা | ন্‌া সা -া | -সরা -সরজ্ঞা -মা)} I
অ নে ০ | ০ ০ ক | জা নো ০ | ০০ ০০০ ০

সা সা -া | গা -ঋা -া | ঋা -পা -া | দা পা -া I
ক্ষী ণা ০ | লো কে র্ | ক ঙ্ক ণ | সু রে ০

ঋা -া পা | দা পা -া | রা -মা জ্ঞা | রা সা -া II
ঘু র্ ছা | ড়া য়ে ০ | রা ই রে | টা নো ০

II {পণা ণা -ণা | ধা ণা -া | ধা ণা -া | -ধা -পা -া I
তব নি দ্ | হা রা ০ | আঁ খি ০ | ০ ০ জাগে

(-া -া -া)
ধা -ণা র্সা | ণা ধা দা | পা -া -া | গমা পধা ণা} I
অ ০ প | ল ক থা | কি ০ ০ | ০০ ০০ ০

ণা ণা ণা | দা পা দা | মা -পা মা | জ্ঞা রজ্ঞা -া I
শি উ লি | ফো টা র | ছ ন্ দে | যে গা ন্

সা জ্ঞা জ্ঞা | মা জ্ঞমা পদা | মা পা -া | -া -া -া I
সে গা ন | তু মি০ ই০ | জা নো ০ | ০ ০ ০

রা মা মা | জ্ঞা রা জ্ঞা | সা রা জ্ঞা | সা ন্া -ন্া I
কে ব ল | তু মি ০ | তু মি ই | জা নো ০

II	প্‌া	প্‌া	প্‌া	সা	সা	-া	সা	-া	সা	সা	সা	-া	I
	নি	বি	ড়	আ	মা	র	ত	০	ন্না	মা	ঝে	০	
	সা	সা	-া	সা	সা	-া	জ্ঞা	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	জ্ঞা	-া	I
	প	শি	০	হা	তা	০	য	নে	র্	প	থে	০	
	পা	পা	পা	দা	পা	দা	মপা	মা	জ্ঞা	রা	সা	-া	I
	বু	লি	য়ে	কো	ম	ল	তো০	মা	র	প	র	শ	
	রা	মা	মা	জ্ঞা	রা	সা	রা	-া	রা	রা	-া	-া	I
	দো	লা	ও	আ	মা	য়	স্ব	০	প্ন	র	থে	০	
	মা	পা	পা	পা	দা	দা	না	র্সা	-া	-া	-া	র্সা	I
	বহি	স	ন্ধ্যা	প্র	দী	প	খা	লি	০	০	০	দাও	
	র্ঋা	র্সা	র্সা	না	র্সা	-না	দা	পা	-া	-া	-া	-া	I
	ভো	রে	র	পা	য়ে	০	ডা	লি	০	০	০	০	
	ণা	ণা	ণা	দা	পা	দা	মা	পা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	I
	নি	০	ত্য	তো	মা	র	এ	ই	অ	ভি	সা	র	
	সা	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	জ্ঞমা	পদা	মা	পা	-া	-া	-া	-া	I
	কো	থা	য়	তু	মি০	ই০	জা	নো	০	০	০	০	
	রা	মা	মা	জ্ঞা	রা	জ্ঞা	সা	রা	জ্ঞা	সা	ন্‌া	ন্‌া	II II
	কে	ব	ল	তু	মি	০	তু	মি	ই	জা	নো	০	

স্বরলিপি

ভৈরবী—তেতালা (মধ্যলয়)

নয়নের ঘুম ঘোর মোছ সজনী,
জাগিয়া উঠিল ধরা পোহাল রজনী।

বসিয়া বনের ছায়,
বিহগ বিহগী গায়,
তুলিয়া প্রভাত বীণে নব জাগরণী।

নলিন নয়ন মেলি, ফুল্ল কমল হাসে
মেলিয়া অরুণ আঁখি দাঁড়াও তাহার পাশে।

কাহার আনন শোভা,
অধিক হৃদয় লোভা,
হেরি এ সুখদ প্রাতে, ওগো মনোহরণী॥

কথা—শ্রীপ্রসাদ বসু

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী

০ | ১ | + | ৩
II {ঋসা ণ্দা ণ্া -া | সা জ্ঞা রজ্ঞা -া | সা জ্ঞা সজ্ঞা মপা | মা জ্ঞঋা সা (জ্ঞা) -া} I
নয় নে৻ র ০ | ঘু ০ মঘো র | মো ০ ছ০ ০০ | স জ নী ০ ০

০ | ১ | + | ৩
ঋা ঋা ঋা -া | সা জ্ঞা ঋা সা | পা পা মজ্ঞা মপা | জ্ঞমপা ণদপা মজ্ঞঋা সজ্ঞা II
জা গি য়া উ | ঠি ল ধ রা | পো হা ল০ রজ | নী০০ ০০০ ০০০ ০০

০ | ১ | + | ৩
II {জ্ঞমা ণদা -া ণা | র্সা র্সা র্সা -া | দা ণা র্সা র্সা | দণর্সা র্জ্ঞর্ঋর্সা ণদপা (দমা) -া} I
ব সি য়া০ ০ ব | নে র ছা য় | বিহ গ বি হ | গী০০ ০ ০ ০ গা০য় ০০ ০
কাহা র০ ০ আ | ন ন শো ভা | অধি ক হৃ ০ | দয়০ ০ ০ ০ লো০ভা ০০ ০

০ | ১ | + | ৩
দা -া -া পমা | জ্ঞসা মজ্ঞা পমা দপমা | সা জ্ঞা সজ্ঞা মপা | মা জ্ঞা ঋা সজ্ঞা II
তুলি য়া প্রভা ত০ | ০বী ০০ ০০ ০০ণে | ন ০ ব০ ০০ | জা গ র ণী০
হেরি এ সুখ দ০ | ০প্রা ০০ ০০ ০০তে | ও ০ গো০ ০০ | মনো হ র ণী০

	০				১				+				৩				
I	জ্ঞা	ঋা	সা	-া	ণ্‌ সা	ণ্‌ সঋাজ্ঞা	ঋা	সা	মা	-া	মা	মা	জ্ঞমা	জ্ঞমঋাদা	ঋা	মা	I
	ন	লি	ন	ন	য়০	ন০০০	মে	লি	ফু	০	ল্ল	ক	ম০	ল০০০	হা	সে	

০				১				+				৩				
জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	রা	জ্ঞা	রা	জ্ঞা	প্‌া	প্‌া	দ্‌া	ণ্‌া	সা	জ্ঞা	ঋা	সা	II II
মে	লি	য়া	অ	রু	ণ	আঁ	খি	দাঁ	ড়া	ও	তা	হা	র	পা	শে	

মৃদঙ্গাচার্য্য ৺দীননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটী বোল

শ্রীকানাইলাল হাজরা

অমর নগরে সুরপতি সভায় দেবদেবীদিগের নৃত্য সময়ে তালের সৃষ্টি হয়। পুরুষের যে নৃত্য তাহাকে তাণ্ডব কহে এবং স্ত্রীলোকের নৃত্যকে লাস কহে। এই তাণ্ডব এবং লাস উভয় শব্দের আদ্যক্ষর লইয়া "তালা" শব্দের উৎপত্তি হয়। এক্ষণে ঐ শব্দ তাল বলিয়া বিখ্যাত। ভগবান মহাদেব ঐ তাল শব্দ লইয়া অনেক প্রকার তালের সৃষ্টি করিয়াছেন। ১ম, আদি তাল বা মূলতাল যাহাকে ঢিমা তেতালা কহে। ২য়, সুরফাঁক্তা যাহাকে সুরফাঁকতাল কহে। ৩য়, তীব্রতাল যাহাকে তেওরা কহে। ৪র্থ, রূপকতাল। ৫ম, ধর্ম্মতাল যাহাকে ধামার কহে। ৬ষ্ঠ, ঝম্পতাল যাহাকে ঝাঁপতাল কহে। ৭ম, কয়োদ্রস্ত। ৮ম, পঞ্চম। ৯ম, সওয়ারি। ১০ম, চারিতাল অর্থাৎ চৌতাল। ১১শ, আড়া চৌতাল। ১২শ, লক্ষ্মীতাল বা লছ্‌মীতাল। ১৩শ, সরস্বতী। ১৪শ, দুর্গা। ১৫শ, সমুদ্র। ১৬শ, ব্রহ্মা অর্থাৎ ব্রহ্মতাল। ১৭শ, বিষ্ণুতাল। ১৮শ, রুদ্রতাল। প্রধানতঃ এই অষ্টাদশ তাল ব্যতীত অনেক তাল আছে। এই সকল বোল হইতে অনেক প্রকার তবলার বোলের সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল ও লছ্‌মী তালের ঠেকা সমেত বোল দেওয়া হইল।

ব্রহ্মতাল

ব্রহ্মতাল ১৪ মাত্রার তাল, ইহাতে ১০টী আঘাত ও ৪টী ফাঁক।

ঠেকা—

+	০		।	।			●		
ধা	দিন	তা	দেৎ	ধা	ধা	ধা	দিন	তা	দেৎ

।	।	।		০		।	।	
ধা	ধা	কেটে	ধা	দিন	তা দেৎ	ধা	ধা	কেটে

	।		।	০	
তাগ	তেটে	কতা	গদিঘেনে	ধা	থুন।

+	০			।		।
ধা	কেটে	তাকা	ধুমা	কেটে	তাকা	ধুমা

	০		।		।
কেটে	তা	কেটে	তাকায়কেটে		তাকা	থুন

| o | |

ধুমাকেটে তাকাধুমা কেটে তাকা ধুমা কেটে

| | o

তা কেটে তাকায় কেটে তাকা থুন।

\+ o | |

তাকা থুন তাকা থুন থুন থুন ধেরেকেটে

o | | |

কেটে তাগ তাগে তেটে ঘেঘে তেটে ঘেড়ান্

o | | |

ধেরে কেটে ঘেড়ান্ তাক ক্রান্ধা ঘেঘে

| o

তেটে গদিঘেনে | ধা।

রুদ্রতাল

ইহা ১৬ মাত্রার তাল। তন্মধ্যে ১১টী তাল বা আঘাত ও ৫টী ফাঁক বা শূন্য।

ঠেকা—

\+ o | | |

ধা দেন্ তা দেৎ তেটেতা দেন্তা থুন্

| | | o

থুন্ ধাগে তেটে কেটেতাক্ ধেৎতা কেড়ান

| | | |

ধা দেৎ তাগে দেৎ তাগে তাগে তেটে কেড়ান

| | o

তাগ তেরে কেটে তাগ থুন্।

\+ o | |

গদি ঘেনে নাগ তেটে কেটে তাক তেরে

o | ·| :| o | o

কেটে ধেৎএতা-গদি ঘেনে কতাগ ধেকেটে

| | | |

কতা ধেন্তেরে কেটে তাগ তাগ তেটে

o | o | | o |

কেড়ান তাক কেড়ান গদি ঘেনে ধা তেরে

| | o | o |

কেটে তাক ক্রান্ গদিঘেনে ধা তেরেকেটে

| | | o

তাগ ক্রান গদিঘেনে | ধা।

লক্ষ্মীতাল বা লছ্মীতাল

ইহা ১৮ মাত্রার তাল, তন্মধ্যে পূর্ণ ১৭ মাত্রা ও দুইটী অর্দ্ধ মাত্রায় একটী পূর্ণ মাত্রা। ইহাতে ১৫টী আঘাত ও তিনটী ফাঁক। ইহার ছন্দ নৃত্যের ন্যায়। পাশ্চাত্ত্যদেশে এই তালের ব্যবহার এদেশ অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে।

ঠেকা—

\+ | | o | | | o |

ধা কেটে দেন্ তা কৎ তেটে ধেনে ধা ধুমা

| | | |ᵕ | |ᵕ | o

কেটে কেটে তা গদিন তা গদিন তাগ দেৎ।

পরম—

\+ | | o | | |

ক্রে ধেৎতা কেটেতাক্ তা কতেটে দেন্তা

o | | — | | ᵕ

তেটে ক্রে ধেৎ তা-আঁ গে ধেনে ধা তেটে

| | ᵕ | o

তা গে দেৎ তা তা | ধা

ক্রমশঃ

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—ত্রিতাল (দ্রুতলয়)

ব্যবহার—কোমল ও স্বাভাবিক নিখাদ। আরোহাবরোহ—সা রা মা পা না সা; ণা পা মা রা সা।
জাতি—ঔড়ব; বর্জ্জিত স্বর—গান্ধার ও ধৈবত। বাদী—রা; সংবাদী—পা।
সময়—দিবা দ্বিতীয় প্রহর।

রচনা ও স্বরলিপি—শ্রীসুশীলকুমার ভঞ্জচৌধুরী, বি-এ

আস্থায়ী

৩ ০ ১ +
II রা মমা রা পা | মা রা -া সা | -া ররা -া ন্‌া | সা -া ন্‌া সা II
ডা ডিরি ডা রা ডা ডা র্ ডা ০ ড্রা র্ ডা ডা র্ ডা রা

৩ ০ ১ +
II প্‌া ম্‌া প্‌া সা | ন্‌া সা ন্‌া সা | রা মমা রা মা | পা মা পা -া I
ডা রা ডা ডা রা ডা ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা রা ডা ০

৩ ০ ১ +
মা পা রা মা | সা ররা মমা পপা | ণণা ণণা পা মা | রা সা ন্‌া সা II
ডা রা ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা •

অন্তরা

৩ ০ ১ +
II ণণা ণণা পা ণণা | ণণা পা মা পা | রা মমা পা না | -া র্সা না র্সা I
ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডা রা ডা ডিরি ডা ড়া র্ ডা ডা রা

৩ ০ ১ +
র্রা -া র্রা রা | -া রা মা পা | ণণা ণণা পা মা | রা সা ন্‌া সা II
ডা র্ ডা ডা র্ ডা ডা রা ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা

তান

+ ৩ ০ ১
১। সা রা মা পা | ণা ণা পা ণা | ণা পা মা পা | রা মা পণা ণা I
ডা রা ডা রা ডা রা ডা ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা রা

+
পা মা রা সা | স্থায়ীর প্রথম হইতে আরম্ভ………
ডা রা ডা রা

৩ ০ ১ +
২। ন্‌না সসা ররা মমা | পপা ননা র্সর্সা র্রর্রা | র্সা ণণা -া পা | মা ররা সা সা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা রা০ র্ ডা ডা ডিরি ডা রা

+ ৩ ০ ১
৩। সা -া রা -া | মা -া পা -া | রা মা পা না | র্সা র্রা না র্সা I
ডা ০ রা ০ ডা ০ রা ০ ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

+ ৩ ০ ১
র্মা র্মা র্রা র্মা | র্মা র্রা র্সা র্রা | না র্সা র্রা র্সা | ণা ণা পা -া I
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা র্

+ ৩ ০ ১
পা -া র্রা -া | র্সা -া না র্সা | র্রা র্সা -া পা | পা -া ণা -া I
ডা র্ ডা র্ ডা র্ ডা রা ডা রা র্ ডা ডা র্ ডা র্

+ ৩ ০ ১ +
মা -া পা মা | -া রা সা -া | না -া সা -া | ম্‌া প্‌া -া ন্‌া I সা…
ডা র্ ডা রা র্ ডা ডা র্ ডা র্ ডা র্ ডা ডা র্ ডা ডা

+	৩	০	১
৪। সসা ররা ন্ন্া সসা	ররা মমা সসা ররা	মমা পপা ররা মমা	পপা ণণা মমা পপা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি	ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি	ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি	ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+	৩	০	১
ননা র্সর্সা পপা ননা	র্সর্সা র্রর্রা ননা র্সর্সা	র্রর্রা র্সর্সা ননা র্সা	-া পপা -া না I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি	ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি	ডিরি ডিরি ডিরি ডা	০ ড্রা০ র্ ডা

+	৩	০	১
র্সা -া পা না	র্সা -া ণণা ণণা	পপা মা -া ররা	-া মা পা -া I
ডা ০ ডা রা	ডা ০ ডিরি ডিরি	ডিরি ডা ০ ড্রা	র্ ডা ডা ০

+	৩	০	১	+
রা মা পা -া	পপা মমা ররা সা	া প্প্া -া ন্া	সা -া প্া ন্া I	সা…
ডা রা ডা ০	ডিরি ডিরি ডিরি ডা	০ ড্রা র্ ডা	ডা ০ ডা রা	ডা

৩	০	১	+
৫। সা রা মা পা	মা পপা ননা র্সর্সা	পা ণণা ণণা মা	পপা পপা রা সা I
ডা রা ডা রা	ডা ডিরি ডিরি ডিরি	ডা ডিরি ডিরি ডা	ডিরি ডিরি ডা রা

৩	০	১	+
সা ররা ন্া সা	রা রা সা মা	মা রা পা পা	মা ণা ণা পা I
ডা ডিরি ডা রা	ডা ডা রা ডা	ডা রা ডা ডা	রা ডা ডা রা

৩	০	১	+
র্রা র্রা র্সা র্রা	র্রা র্সা পা পা	ণা ণা পা ণা	ণা পা মা পা I
ডা ডা রা ডা	ডা রা ডা রা	ডা ডা রা ডা	ডা রা ডা রা

৩ ০ ১ +
পা পা মা প | পা মা রা রা | মা মা রা মা | মা রা সা -া I
ডা ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা ডা রা ডা ডা রা ডা র্

৩ ০ ১ +
পপা মমা পপা ননা | র্সা -া র্সা -া | র্সা -া পপা মমা | পপা ননা র্সা -া I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০ ডা ০ ডা ০ ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০

৩ ০ ১ +
র্সা -া র্সা -া | পপা মমা পপা ননা | র্সা -া র্সা -া | সা…
ডা ০ ডা ০ ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০ ডা ০ ডা

+ ৩ ০ ১
৬। {সসা ররা মমা পপা | ণণা ণণা ণণা ণণা | ণণা ণণা পপা পপা | পপা পপা পপা পপা} I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+ ৩ ০ ১
সরা ররা মমা পপা | ণণা ণণা পপা পপা | সসা ররা মমা পপা | ণণা ণণা পপা পপা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+ ৩ ০ ১
ণণা ণণা পপা পপা | ণণা ণণা পপা পপা | ণণা ণণা পপা ণণা | ণণা পপা মমা পপা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+ ৩ ০ ১
ররা মমা পপা ররা | মমা পপা ররা মমা | পপা ররা মমা পপা | মমা ররা সসা সসা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
ন্‌ন্‌া সসা ররা ররা | ররা ররা ররা ররা | ররা ররা ররা ররা | ররা ররা ররা ররা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
ররা ররা ন্‌ন্‌া ন্‌ন্‌া | সসা সসা সসা সসা | ন্‌ন্‌া সসা ন্‌ন্‌া সসা | সসা সসা সসা সসা
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
ন্‌ন্‌া সসা সসা সসা | ররা সসা সসা সসা | ররা মমা মমা মমা | ররা সসা সসা সসা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
ন্‌ন্‌া সসা ররা সসা | সসা সসা, ররা মমা | ররা সসা সসা সসা, | ররা মমা ররা মমা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
পপা পপা, পপা মমা | ররা সসা সসা সসা, | ম্‌ম্‌া প্‌প্‌া ন্‌ন্‌া সসা | সসা সসা, ররা মমা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
ররা সসা সসা সসা, | ররা মমা ররা মমা | পপা ণণা, পপা মমা | ররা সসা সসা সসা, I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
ন্‌ন্‌া সসা ররা ন্‌ন্‌া | সসা ররা ন্‌ন্‌া সসা | ন্‌ন্‌া সসা ররা সসা | ণ্‌ণ্‌া ণ্‌ণ্‌া প্‌প্‌া প্‌প্‌া I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
ন্ন্া ন্ন্া ন্ন্া ন্ন্া | ন্ন্া ন্ন্া ন্ন্া ন্ন্া | ন্ন্া সসা ন্ন্া সসা | ন্ন্া সসা সসা সসা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
সসা ররা মমা ররা | মমা পপা মমা পপা | ণণা ণণা পপা ণণা | ণণা পপা মমা পপা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
ররা মমা মমা ররা | পপা পপা মমা পপা | ররা মমা ররা পপা | মমা ররা সসা সসা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
সসা সসা ররা ররা | মমা মমা পপা পপা | ণণা ণণা মমা পপা | ননা ননা সর্া -া I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা র

\+ ৩ ০ ১ +
সর্া পা -া না | সর্া -া পা রা | -া মা পা -া | রা সা -া ন্া I সা…
ডা ডা র্ ডা ডা র্ ডা ডা র্ ডা ডা ০ ডা ডা র্ ডা ডা

ঝঙ্কার*

\+ ৩ ০ ১
৭। না ০ ০ ০ | না ০ ০ ০ | না -সর্া ০ না | -সর্া ০ না -সর্া I
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা ০ রা ডা ০ রা রা ০

\+ ৩ ০ ১
মা পা না সর্া | রর্া ০ মর্া মর্া | মর্া মর্া রর্া সর্া | -া সর্া না সর্া I
ডা রা ডা রা ডা রা ডা ০ ডা ০ ডা রা র্ ডা ডা রা

* ঝঙ্কারে ০ শূন্য চিহ্নগুলির দ্বারা চিকারীর তারে 'রা' আঘাত বুঝিতে হইবে। যে কয়টি শূন্য আছে সে কয়টি আঘাত হইবে। শূন্যগুলির প্রত্যেকটি একমাত্রা ধরিতে হইবে। —রচয়িতা

\+ ৩ ০ ১
র্না র্সা ০ না | -র্সা ০ র্রা ০ | র্সা ০ ০ ণা | ০ ০ পা ০ I
ডা ০ রা ডা ০ রা ডা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
র্সা ০ ০ না | র্সা ০ র্রা ০ | র্সা ০ ০ ণা | পা ০ মা -পা I
ডা রা রা ডা ০ রা ডা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
র্সা ০ ০ র্রা | র্মা ০ র্রা ০ | র্সা ০ ০ ণা | পা ০ মা পা I
ডা রা রা ডা ০ রা ডা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
মরা ০ পমা ০ | ণপা ০ ণা ণা | ণা ০ পা মা | -া রা সা সা I
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা ০ রা ডা ০ রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
ন্া সা ০ ন্া | সা ০ রা ০ | সা ০ ০ ণ্া | ০ ০ প্া ০ I
ডা রা রা ডা রা রা ডা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
ন্া ০ ০ সা | ০ ০ রা ০ | সা ০ ০ ণ্া | প্া ০ ম্া প্া I
ডা রা রা ডা রা রা ডা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
ণ্া ণ্া প্া ণ্া | ণ্া প্া ম্া প্া | ন্া ০ ০ সা | ০ ০ ন্া সা I
ডা রা ডা ডা রা ডা ডা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১

সা রা মা পা | ণা ণা ণা ণা | পা মা রা সা | -া সা ন্‌া সা I

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা র ডা ডা রা

\+ ৩ ০ ১

সা ররা ররা ন্‌া | সসা সসা ন্‌ন্‌া সসা | ন্‌ন্‌া সসা ররা সসা | ণ্‌ণ্‌া ণ্‌ণা প্‌প্‌া প্‌প্‌া I

ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১

ম্‌ম্‌া প্‌প্‌া ন্‌ন্‌া সসা | ররা সগা ররা সসা | মমা ররা পপা মমা | ররা সসা ন্‌ন্‌া সসা I

ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১ +

মমা পপা ননা র্সর্সা | র্সা -া মমা পপা | ননা র্সর্সা র্সা -া | ম্‌ম্‌া প্‌প্‌া ন্‌ন্‌া সসা I সা

ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০ ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ০ ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা

রচয়িতার অনুমতি ব্যতীত এই গৎ বা ইহার কোনও অংশ কোনও পুস্তকে প্রকাশিত করিতে পারিবেন না বা রেকর্ড করাইতে পারিবেন না। —রচয়িতা

গান

শ্রীস্মরজিৎকুমার মৌলিক, এম্-এ

শুনিগো স্বপন হারা হৃদয়পুরে
গাহিছ যে গান তুমি পাগল সুরে।

জানতো জীবনে হবেনা অভিসার
বেদনা চরণে বাজিবে অনিবার
ওগো অকারণ বৃথা এ আয়োজন
বৃথা এ গান গাওয়া আঁধারে ঘুরে।

যদি কোনদিন আমি নয়ন জলে
ভিজায়ে থাকি তব ফোটা ফুলদলে
তোমার মিলন লাগি রহিব জাগি
ধূলার ধরণী হতে অনেক দূরে।

নব গীতিমঞ্জরী

(সমালোচনা)

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

নব গীতিমঞ্জরী একটি গানের বই। শ্রীমতী সাহানা দেবী ও শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় পূর্ব্বে গীতিমঞ্জরী নামক যে বইটি ছাপিয়েছিলেন, এটি তার নূতন সংস্করণ হ'লেও এতে পূর্ব্বগ্রন্থের অনেক গানের অনেক অংশ এত সংশোধিত ও বিস্তারিত করা হয়েছে ও এত নূতন গান এতে সংযোজিত হয়েছে যে এই বইটিকে একটি নূতন বই বলাই সঙ্গত। বইটিতে দিলীপকুমার তাঁর স্বরচিত অনেক উৎকৃষ্ট গীতি স্বকৃত বা শ্রীমতী সাহানা দেবী প্রদত্ত স্বরলিপিসহ প্রকাশ করেছেন। তদ্ভিন্ন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের বিখ্যাত কীর্ত্তন আঁখর সমেত, জয়দেবের পদাবলী, উদীয়মান কয়েকটি বাঙ্গালী কবির হিন্দী ও বাংলা গান, অতুলপ্রসাদের গান, মীরা, কবীর, তুলসীদাস প্রভৃতি ভক্তগণের ভজন, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের দু'একটি গান ও পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর বিখ্যাত লক্ষণগীতি কয়েকটিও এই সঙ্গে প্রকাশিত করেছেন। ফলে গ্রন্থটি শিক্ষিত বাঙালী তরুণ গায়কগণের সামনে অতি লোভনীয় সঙ্গীত উপকরণ সব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এই গ্রন্থের স্বরলিপি অতি সুন্দররূপেই রয়েছে—স্বরলিপিতে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার ও শ্রীমতী সাহানা দেবী সিদ্ধহস্ত তাতে আর কোনও ভুল নেই। সুরসংযোজনা ও তালের বৈশিষ্ট্যও এঁরা যথেষ্ট দেখিয়েছেন।

দিলীপকুমার এই বইটির ভূমিকায় লিখেছেন যে একটি বিশেষ আদর্শে তিনি তাঁর গানগুলি রচনা করেছেন তা হচ্ছে এই, যে বাংলা গানকে সুরপ্রধান করতে হবে—কথা হবে সুরের বাহন। দ্বিতীয় আদর্শ তাঁর এই যে গানে তানসমৃদ্ধি ও ধ্বনি বিন্যাসে নিত্য নূতন সৃষ্টির অবসর চাই তিনি গানকে অচল স্থির করতে চান না। প্রতি গানেই গায়কের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দেখাবার ও গানকে নূতন নূতন পথে পরিচালিত করবার স্বাধীনতা থাকবে। দিলীপকুমারের এই দুইটি মুখ্য আদর্শ। তা ছাড়া তিনি গানে বহু রাগের সংমিশ্রণ, বহু সুরের খেলা দেখিয়েছেন এক কথায় দিলীপকুমারের সঙ্গীত-প্রাণ বিচিত্র পন্থার অনুবর্ত্তক। একভাবে এক সুরে গান গাইতে তাঁর প্রাণ চায় না। বৈচিত্র্যময় বিকাশেই তাঁর প্রাণ পরিতৃপ্ত। শ্রীমতী সাহানা দেবীর স্বর সংযোজনাও এই আদর্শকেই সফল করেছে।

দিলীপকুমারের সঙ্গীত প্রতিভার ধারা বিশিষ্ট পথে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর পূর্ব্ব রচিত গীতির সহিত অধুনা রচিত গীতিগুলির প্রভেদ সুস্পষ্ট ও তাঁর নব গীতিগুলি শুধু কবিতার কথার ঐশ্বর্য্যে ও লালিত্যে নয় স্বরমাধুর্য্যে ও স্বর বৈচিত্র্যেও ঢের সমৃদ্ধ। "তারা ফুল চয়নি" ও "আজি শঙ্কিত গান বঞ্চিত প্রাণ" গান দুটি বিশেষ ক'রে অতীব মধুর ও এ'দুটি গান বাংলার ললিত মধুর সঙ্গীতরাজির মধ্যে চিরদিন উজ্জ্বলরূপে বিরাজ করবে। একটি শিবমত ভৈরোঁর ছায়া নিয়ে সুরু হয়েছে অপরটি সুমধুর পূরবী রাগিণীর তান নিয়ে ফুটে উঠেছে। প্রতি গীতিরই আরম্ভেই সুরের উন্মাদক প্রভাব শ্রোতার প্রাণকে স্পন্দিত করা চাই—এইগুলি না থাকলে গানের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার পাওয়া যায় না। দিলীপকুমারের গানের প্রথমেই প্রাণকে সাড়া দেয় এটি তাঁর সুর রচনার এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। দিলীপকুমারের পরবর্ত্তী রচিত গীতিগুলি সুদীর্ঘ তাতে সুরের নানামুখী গতি-

প্রকাশের যথেষ্ট সহায়তা হয়েছে—যাঁরা অল্প সময়ের মধ্যে ছোট ছোট গান শিখে অল্পক্ষণ গেয়ে সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁদের জন্য এ সব গান নয়; যাঁরা ধৈর্য্যের সহিত বড় বড় গান শিখে বিচিত্রভাবে তা ফুটিয়ে ফলিয়ে দেখাতে চান, তাঁদের জন্যই এ সব গান।

বাংলার অন্যান্য কবিগণের ন্যায় দিলীপকুমারও তাঁর গীতিগুলি কবিতার বিশিষ্ট ছন্দোবন্ধে বেঁধেছেন সঙ্গে সঙ্গে তালেরও মর্য্যাদা রেখেছেন। কিন্তু গীতিকে ছন্দোবন্ধে বাঁধতেই হবে এমন কোনও মানে নেই—গানের ছন্দ হচ্ছে তাল ও লয়। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ খেয়াল ও ঠুংরিতে ছন্দের বিশেষ বাঁধন নেই। দিলীপকুমারের গানে সুরের মর্য্যাদাই প্রধান কথা—তাই এক্ষেত্রে আমরা বল্‌তে পারি যে সুরের স্বাধীন ও সাবলীল বিকাশের জন্য তিনি ছন্দের দিকে না তাকিয়েও সুরের উন্মুক্ত শব্দ চয়ন ক'রে গান রচনা কর্‌তে পারেন—বিশেষতঃ মীড়ের খেলা খেলাতে হ'লে ঝঙ্কার বহুল শব্দ ও ছন্দের বাঁধন ততটা চলে না। দিলীপকুমারের গীতে তানের বৈচিত্র্য আছে কিন্তু মীড়ের বাহারের অভাব আছে। মীড়ের ব্যবহার বাংলা গানে আজও যথাযোগ্যরূপে দেখা যায় নি।

গীতে সুর রচয়িতার উপর গায়কের স্বাধীনতা কতটা থাক্‌বে তা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকে মতভেদ চলে আস্‌ছে। প্রতিভাশালী গায়কগণ নব নব ভাবে ও সুরে গানকে বিকশিত না ক'রে তৃপ্তি পান না। ধ্রুপদ সঙ্গীতেও গানকে নূতন নূতন রূপ দিবার বিশিষ্ট ধারা আছে—কিন্তু তাঁরা সুরকারের বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ করেন না। সুরকারের প্রদত্ত বিশিষ্ট সুরে গানকে ভালরূপে গেয়ে প্রকাশ ক'রে তারপর গানের বিভিন্ন কলি নিয়ে বিভিন্ন তালের খেলা দেখান। দিলীপকুমার যাকে অচলসুরপন্থা বলেছেন তাতে গায়কের ব্যক্তিগত কোনও স্বাধীনতাই থাকে না—ধ্রুপদের পন্থা কিন্তু তা নয়।

রবীন্দ্রনাথ যাকে সঙ্গীতের ধ্রুবপন্থা বলেন, তা হচ্ছে সুরকারের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা। গায়ক অতিনবত্ব প্রকাশ কর্‌তে গিয়ে গানের সুর বদ্‌লে দিলে সুরকারের সৃষ্টির মর্য্যাদা থাকে না। সুরকারের সুরও ক্রমে বিস্মৃতির তলে চ'লে যায়। একথাও স্মরণ রাখা উচিত। সঙ্গীতের ধ্রুবপন্থা স্থির রেখেও গায়ক স্বাধীন ইচ্ছামত নানা সুর, তাল ও রাগ-রাগিণীর খেলা দেখাতে পারেন। সুরকারেরও গায়কের উভয়েরই মর্য্যাদা তাতে রক্ষিত হয়, আমাদের মতে প্রতি সঙ্গীতেই তাই বাঞ্ছনীয়।

গান

শ্রীননীগোপাল চৌধুরী

নব মিলনের ছন্দে আজি ভুবন উঠিছে জাগিয়া।
ফাগুন বায়ু পাগল সে কোন্ গোপন সুধা নিয়া॥
বিশ্ব সভার তলে
অধীর কুতূহলে,
চঞ্চল হ'ল জীবনানন্দে নব অঙ্কুর হিয়া॥

সুধাকণ্ঠী কোকিলা বঁধু আগমনী গান গায়,
সুপ্ত পাথিকে ডাকিয়া বলে জেগে উঠ্ আয় আয়।
যেন হ'ল নিশি ভোর
কাটিল আঁধার ঘোর,
নূতন জীবনে প্রাণের নাচনে উঠেরে নিখিল দুলিয়া॥

স্বরলিপি

ভৈরব--দাদ্‌রা

আমার ময়ূরপঙ্খী নায়ে,
চল্‌ব ভেসে এই গাঁ হ'তে
মাণিকমালার গাঁয়ে।
বাঁশীতে মোর নিদ্‌মহলার,
ঘুম টুটিবে মাণিকমালার
সবার চোখের আড়াল দিয়ে
আস্‌বে নিথর পায়ে।

আমায় যদি না চেনে সে
চিন্‌বে আমার বাঁশী,
স্বপন মোদের সফল হয়ে
উঠ্‌বে চোখে ভাসি'।
পথের যে হায় নাই নিশানা,
নামটী সেও স্বপ্নে জানা,
কল্পনারি রঙীন পালে
ভাসি উজান বায়ে।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বল, বি-এ

II	সা	ঋা	-া	I	গা	মা	-া	|	গা	-া	ঋা	I	ন্‌া	সা	-া	|
	আ	মা	র		ম	য়ূ	র	|	প	ঙ্‌	খী		না	য়ে	০	|

দা	-া	দা	|	দা	দা	-া	I	পা	-া	দা	|	পা	মা	-া	I
চ	ল্‌	ব	|	ভে	সে	০		এ	ই	গাঁ	|	হ	তে	০	

গা	মা	-া	|	পা	দা	-া	I	মা	পা	-া	II
মা	ণি	ক	|	মা	লা	র		গাঁ	য়ে	০	

II	মা	মা	-া	|	দা	দা	-া	I	না	না	র্সা	|	র্ঋা	র্সা	-া	I	
	বাঁ	শী	০	|	তে	মো	র		নি	দ্	ম	|	হ	লা	র		
	প	থে	র	|	যে	হা	য়		না	ই	নি	|	শা	না	০		

না	-া	র্সা	|	র্সা	র্সা	-া	I	না	র্সা	-া	|	দা	পা	-া	I	
ঘু	ম	টু	|	টি	বে	০		মা	ণি	ক্	|	মা	লা	র		
না	ম	টী	|	সে	ও	০		স্ব	প	নে	|	জা	না	০		

দা	দা	-া	|	দা	পা	-া	I	দা	র্সা	না	|	দা	পা	-া	I
স	বা	র	|	চো	খে	র		আ	ড়া	ল	|	দি	য়ে	০	
ক	ল্	প	|	না	রি	০		র	ঙী	ন	|	পা	লে	০	

গা	-া	মা	|	পা	দা	পা	I	মা	পা	-া	II
আ	স্	বে	|	নি	খ	র		পা	য়ে	০	
ভা	সি	০	|	উ	জা	ন		বা	য়ে	০	

II	প্‌া	দ্‌া	-া	|	ন্‌া	ন্‌া	-া	I	সা	-া	সা	|	সা	সা	-া	I
	আ	মা	য়	|	য	দি	০		না	০	চে	|	নে	সে	০	

ঋা	-া	ঋা	|	গা	গা	মা	I	গা	মা	-া	|	-া	-া	-া	I
চি	ন্	বে	|	আ	মা	র		বাঁ	শী	০	|	০	০	০	

মা	মা	-া	|	মা	মা	-া	I	গা	মা	গা	|	ঋা	সা	-া	I
স্ব	প	ন	|	মো	দে	র		স	ক	ল	|	হ	য়ে	০	

ন্‌া	-া	সা	|	ঋা	সা	-া	I	ন্‌া	সা	ন্‌া	|	দা	পা	-া	II
উ	ঠ	বে	|	চো	খে	০		ভা	সি	০	|	০	০	০	

স্বরলিপি

ইমন মিশ্র—একতালা

তুমি যে বলিয়াছিলে
এ পথে ফিরিবে গোধূলি লগনে
সে কি আজ ভুলে গেলে।
সেদিন মনে কি আছে,—
কাঁপিল বুকের কাছে
শতেক যুগের ব্যাকুল বাসনা
অন্ধ হৃদয় মাঝে,—
খনে খনে পলে পলে ?

বকুল বনের তল
এখন আঁধার হল,
এখন জ্বলিল জোনাকি-প্রদীপ,
ঝরিছে শেফালি-দল।
এখন রাতের দেশে,
যেতেছে হৃদয় মিশে,—
এখন স্বপনে মনের গোপনে
তুমি কি দাঁড়াবে এসে
নিরজন বনতলে ?

কথা ও সুর—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র

স্বরলিপি—শ্রীরাধাকান্ত দে

আস্থায়ী

II র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সনধা | না ধপা -া | -া হ্মা গা I
তু মি যে | ব লি য়া০০ | ছি লে০ ০ | ০ ০ ০

গহ্মপা পা পা | পা পা পা | হ্মা হ্মপা পা | হ্মা হ্মগা গা I
এ০০ প থে | ফি রি বে | গো ধূ০ লি | ল গ০ নে

সা রা রগা | -া গরা সা | সা রা সা | পা পহ্মা গা I
সে কি আ০ | ০ ০০ জ | সে কি আ | ০ ০০ জ

সা গরা রসা | সা -া রগা | গা গরা রসা | সা -া -া II
ভু লে০ গে০ | লে ০ ০০ | ভু লে০ গে০ | লে ০ ০

৮

অন্তরা

II সা রা গা | পা পা ধনা | ধনা ধপা -া | -া -া -া I
সে দি ন | ম নে কি০ | আ০ ছে০ ০ | ০ ০ ০

পধা ধর্সা র্সা | র্সর্রা র্রর্গা র্গর্রা | র্রর্সা র্সা -া | -া -া -া I
কাঁ০ পি০ ল | বু০ কে০ র০ | কা০ ছে ০ | ০ ০ ০

র্সর্রর্গা র্গা র্গর্রা | র্রা র্রর্সা র্সা | না নর্রা র্সা | নধা পধা পা I
শ০০ তে ক০ | যু গে০ র | ব্যা কু০ ল | বা০ স০ না

ধা সা সরা | রগা গপা পধা | ধনা নর্সা নর্সধনা | পা -া -া I
অ ন ধ০ | হৃ০ দয় ০০ | মা০ ঝে০ ০০০০ | ০ ০ ০

সা রা রগা | গা রগরসা -া | সা রা রগা | সা পা জ্ঞগা I
খ নে খ০ | নে ০০০০ ০ | খ নে খ০ | নে ০ ০০

গা গরা রসা | সা -া রগা | গা গরা রসা | সা -া -া II
প লে০ প০ | লে ০ ০০ | প লে০ প০ | লে ০ ০

সঞ্চারী

II ধা ধসা সরা | রগা গমা গরা | রসা সা -া | -া -া -া I
ব কুঁ০ ল০ | ব০ নে০ র০ | ভ০ ল ০ | ০ ০ ০

সা রা গা | গা গপা পধা | ধনা নর্সা নধা | পা -া -া I
এ খ ন | আঁ ধা০ র০ | হ০ ল০ ০০ | ০ ০ ০

পধা ধর্সা র্সা | র্সা র্সা র্সর্রা | না নর্সা র্সা | ধনা ধা পা I
এ০ খ০ ন | জ নি ন০ | জো না০ কি | প্র০ দী প

গা গপা পধা | ধনা নর্সা নধা | ধপা পা -া | -া -া -া I
ঝ রি০ ছে০ | শে০ ফা০ লি০ | দ০ ল ০ | ০ ০ ০

গা মগা রসা | সরা রগা গমগা | রা রসা -া | -া -া -া II
এ খ০ ন০ | আঁ০ ধা০ র০০ | হ ল ০ | ০ ০ ০

আভোগ

সা রা গা | পা পা ধনা | ধনা ধপা -া | -া -া -া I
এ খ ন | রা তে র০ | দে০ শে০ ০ | ০ ০ ০

পধা ধর্সা র্সা | র্সর্রা র্রর্গা র্গর্রা | র্রর্সা র্সা -া | -া -া -া I
যে০ তে০ ছে | শু০ দয় ০০ | মি০ শে ০ | ০ ০ ০

র্সর্রর্গা র্গা র্গর্রা | র্রা র্রর্সা র্সা | না নর্রা র্সা | নধা ধপা পা I
এ০০ খ ন০ | স্ব প০ নে | ম নে০ র | গো০ প০ নে

ধা ধসা সরা | রগা গপা পধা | ধনা নর্সা নর্সনধা | পা -া -া I
তু মি০ কি০ | দাঁ০ ড়া০ বে০ | এ০ সে০ ০০০০ | ০ ০ ০

সা রা রগা | গা রগরসা -া | গা গরা রসা | সা -া {রগা I
নি র জ০ | ন ০০০০ ০ | ব ন০ ত০ | লে ০ ০০

পা গরা রসা} | সা -া -া II II
ব ন০ ত০ | লে ০ ০

সুপ্রসিদ্ধ সৌখীন অভিনেতা শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কলিকাতা সৌখীন-সম্প্রদায়ভুক্ত নাট্যাভিনেতাদিগের মধ্যে প্রথিতযশাঃ অভিনেতা শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম বোধ হয় অপরিচিত নহে। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে যখন তাহার যৌবনের প্রারম্ভ, তখন হইতেই তাঁহার নটশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যখন যাহার অন্তরস্থ প্রতিভা বিকশিত হয়, তখন সে কোনও বাধার গণ্ডী মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। তাই বটুবাবু অনেক প্রকার

বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিজ পল্লীস্থিত সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। কিছুদিন মাত্র তৎসম্প্রদায়ে অভিনয় করিবার পর তাঁহার অভিনয়চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তদানীন্তন স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, রসরাজ অমৃতলাল বসু, কুঞ্জবাবু, হীরালালবাবু প্রভৃতি প্রখ্যাতনামা অভিনেতাগণ তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। কিছুদিন পর তিনি তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে Esplanade Clubএর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনিই ইহার Dramatic director নিযুক্ত হন।

যাহা হউক্ আলোচ্য বিষয়ে তিনি যে যে নাটকগুলির প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু লিখিব। 'সাজাহান' নাটকে কূটচরিত্র আওরঙ্গজেবের ভূমিকা এত সুন্দর ও স্বাভাবিকরূপে করিয়া থাকেন যে তাহাতে দর্শক-মাত্রকেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে হইবে। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের মূল চরিত্র চাণক্য পণ্ডিতের ভূমিকা তিনি অতি সুন্দররূপে করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ "নিজ উপবীত ছিন্ন করিয়া নন্দগুপ্তকে অভিশপ্ত করা", "নন্দগুপ্তকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে কাত্যায়ণকে উত্তেজিত করা", "নন্দগুপ্তের শোণিতে শিখারঞ্জিত করা"র দৃশ্যগুলি দেখিলে মনে হয় যেন একটি বাস্তব ঘটনা ঘটিতেছে। অতঃপর 'বঙ্গেবর্গী' নাটকের ভাস্কর পণ্ডিতের ভূমিকায় অর্থলিপ্সু বর্গীদলের দলপতি হইয়া চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষাপূর্ব্বক অর্থলুণ্ঠন করা এবং অন্যান্য দৃশ্যগুলির রস বাস্তবরূপে ফুটাইয়া দর্শক মাত্রকেই তিনি মুগ্ধ করিয়া থাকেন।

সামাজিক নাটকেও তাঁহার প্রতিভা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। 'সরলাতে' গদাধরচন্দ্রের ভূমিকার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছিলেন। 'বলিদানে' করুণাময়, 'বিল্বমঙ্গলে' নাম ভূমিকায়, 'বিবাহ-বিভ্রাটে' মিঃ সিংহ প্রভৃতি ভূমিকাগুলিতে প্রাণ ফুটাইতে সক্ষম হইয়াছেন।

কলিকাতার প্রায় অধিকাংশ বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চগুলিতে তিনি অভিনয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে এম্পায়ার থিয়েটার, এ্যালফ্রেড থিয়েটার, নাট্যনিকেতন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার অভিনয় দর্শনে অধুনা প্রচলিত সংবাদ পত্রসমূহে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরাও তাঁহার নটশক্তির পরিচয় পাইয়াছি। তিনি যে একজন খ্যাতিমান্ নট এ বিষয় বহুদিন পূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। ঈশ্বর সমীপে এই প্রতিভাবান্ নটের দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

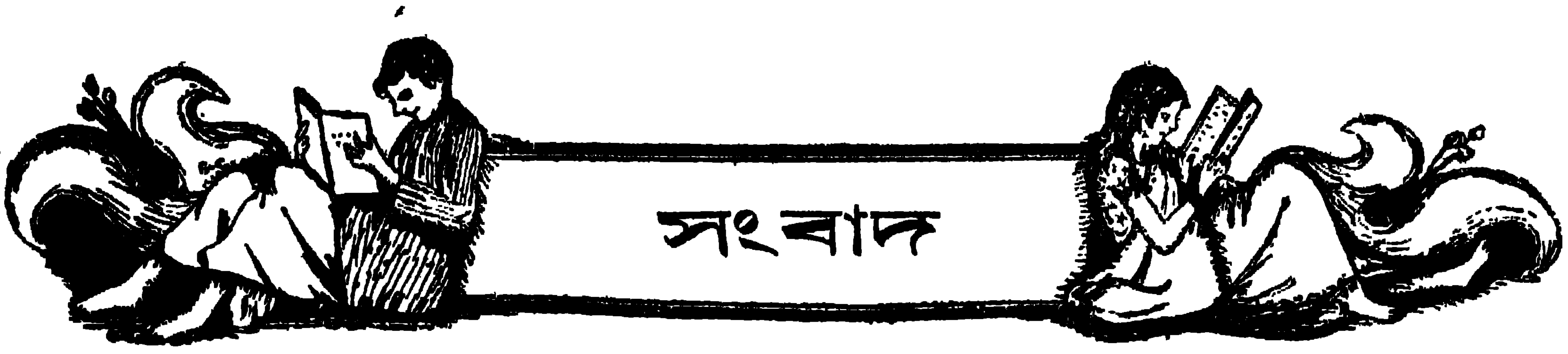

নৃত্যকুশলী মণিবর্দ্ধনের প্রাচ্যনৃত্য

অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসব উপলক্ষে গত ২৯এ বৈশাখ, রবিবার, প্রবর্ত্তক সঙ্ঘে প্রাচ্যনৃত্যের একনিষ্ঠ সাধক মণিবর্দ্ধন সদলবলে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার নৃত্যাভিনয় দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার নৃত্য দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার শিবনৃত্য, অজন্তা নৃত্য, গন্ধর্ব্ব নৃত্য এবং সোমদেব নৃত্য সুন্দর ও উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। বিবিধ মুদ্রার ব্যঞ্জনা, বিভিন্ন তালে চরণাঘাত, সুঠাম অঙ্গের বিচিত্র ভঙ্গিমা এবং নৃত্যের পরিকল্পনা দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিল। নৃত্যানুষঙ্গিক যন্ত্রসঙ্গীত নিউ ইণ্ডিয়ান অর্কেষ্ট্রার শ্রীযুক্ত রাখালদাস মজুমদার মহাশয় পরিচালনা করিয়াছিলেন।

একদা যখন ভারতের সর্ব্বতোমুখী সৃষ্টিপ্রতিভা চরম বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তখন ভাস্কর্য্য ও নৃত্যকলায় ভারত জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। ভারতের শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রকৃতির বৈচিত্র্যলীলা দেবতারই নৃত্য-বিলাস। ভারতের শিল্পীগণ প্রতীচ্যের মত পার্থিব জড়-সৌন্দর্য্যকে আদর্শরূপে গ্রহণ করে নাই। প্রাচীন ভারতের তত্ত্বান্বেষী শিল্পীগণ বস্তুজগতকে উপেক্ষা করিয়া অতীন্দ্রিয় জগতের সূক্ষ্মানুভূতি, মানব চিত্তের অতি সূক্ষ্ম সুকঠিন ভাবরহস্যকে রূপায়িত করিয়াছিলেন তাঁহাদের দর্শনে, কাব্যে, তুলির রেখায় আল্‌পনায়, ভাস্কর্য্যে—মূর্ত্তিবাদের পরিকল্পনায়, নৃত্যছন্দের অপরূপ দেহভঙ্গীর ব্যঞ্জনায়—যার নিদর্শন আজও অজন্তা, ইলোরা প্রভৃতি গিরিগাত্রে বিদ্যমান আছে। ভারতের ভাস্করগণ স্থিতি ও গতির যুগ্ম অবস্থাকে শরীরী করিয়া ত্রিমূর্ত্তি অন্যতম মহাদেবকে নটমূর্ত্তির পরিকল্পনায় সহজ সরলভাবে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সমস্ত সৃষ্টিই যে হিল্লোলিত রূপের একটা অনির্ব্বচনীয় ছন্দ। আবর্ত্ত সৌরজগৎ যে ছন্দে গ্রথিত এই সূক্ষ্ম জটিল তত্ত্বের রূপ দিবার চেষ্টা অন্য কোন সভ্য-দেশেই সম্ভব হয় নাই, কিন্তু এই ভারতেই নটরাজের নটমূর্ত্তির পরিকল্পনায় ভারতের শিল্পীগণ দ্বারা সম্ভব হইয়াছিল। শুধু তাই নয়, ধর্ম্মাচরণের সঙ্গে উপাসনার সময়েও নৃত্যগীত ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গই প্রাচীনেরা মনে করিতেন, কিন্তু দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে এদেশে এমন

সোমদেব নৃত্যে মণিবর্দ্ধন

অবস্থাই হইল, যখন ভারতীয় নৃত্য বলিতে শুধু অর্থহীন দেহ সঞ্চালনযুক্ত মোগলযুগের দরবারী নৃত্যই বুঝাইত।

নট-নটীর চরণধূলি হইতে উদ্ধার করিয়া এই নৃত্য-কলাতে যিনি প্রাণসঞ্চার করিলেন, তিনি বাংলারই রূপদক্ষ সন্তান বিশ্ববরেণ্য উদয়শঙ্কর। একনিষ্ঠ সাধনায় তিনি ভারতের এই লুপ্তপ্রায় নৃত্যকলাকে স্বীয় প্রতিভাবলে সাধারণের দৃষ্টিপথে আনিয়াছেন, সেজন্য দেশ তাঁহার

নিকট ঋণী। সভ্যজগতের রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ আজ তাঁহার নৃত্য দর্শনে বিস্মিত মুগ্ধ। প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য, প্রাচ্যের ভাবসম্পদ নিয়া সূক্ষ্ম জটিল অনুভূতিকে নৃত্য-ছন্দের মধ্য দিয়া রূপায়িত করার প্রচেষ্টা অপর একজন তরুণ শিল্পীতেও আমরা দেখি—তিনি শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধন। তাঁহার বিভিন্ন নৃত্যের ভাবধারা ও পদ্ধতি আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন ভারতের রস সাধনা, কল্পনা, ভাবপ্রবণতা ভঙ্গুর ভিত্তির উপর নিহিত ছিল না—নৃত্য পরিকল্পনার বস্তুতান্ত্রিকতায় জগতের বহু উর্দ্ধে মানব-চিত্তকে ভাবে ইঙ্গিতে নিয়া যাইতে চাহিয়াছে। বিচিত্র দেহভঙ্গী, অঙ্গহার, দেহ সঞ্চালন মানুষের নির্ব্বিকার-চিত্তে চিন্তার ছবি আঁকে, বহু দূরের বৃহত্তর বিশ্বের দিকে ইঙ্গিত করে, গতানুগতিক দৈনন্দিন ঘটনার একঘেয়ে মনোভাব যে রাজ্যের সন্ধান দিতে পারে না। শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধনের অজন্তা নট-নৃত্যের পরিকল্পনা ও প্রকাশভঙ্গী—তাহার শিবনৃত্যে, রুদ্রদেব, গন্ধর্ব্ব, সোমদেব প্রভৃতি অন্যান্য নৃত্যের স্বকীয়তা ও প্রকাশভঙ্গীতে রসের নির্ভীক স্ফুরণ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। প্রাচ্য-নৃত্যের নব জাগরণের দিনে অভিনব রূপ-গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় এই তরুণ শিল্পীর উৎসাহ, উদ্দীপনা, আকাঙ্ক্ষা, শ্রমসহিষ্ণুতা প্রশংসনীয়। নিখুঁতভাবে ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক নৃত্য-শিক্ষার্থে তিনি গত কয়েক বৎসর যাবৎ কলাবিদের সন্ধান করিয়া দেশ-বিদেশে ঘুরিতেছেন। সুদূর আসামের মণিপুরে দীর্ঘ ৬ মাস অবস্থান করিয়া তথাকার বিখ্যাত রাসনৃত্য, লায়হরাওবা নৃত্য, অসিনৃত্য, এমন কি অসভ্য নাগাদের বিভিন্ন প্রকারের শূলনৃত্য (রণনৃত্য) পর্য্যন্ত শিখিয়া আসিয়াছেন। নৃত্য-শিক্ষার্থে ইতিপূর্ব্বে তিনি দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ অঞ্চলেও একবার গিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের হিন্দু নৃত্য শিখিতে তিনি যাভা ও বলিদ্বীপে যাইতে প্রস্তুত হইতেছেন। এই নৃত্যকুশল পূজারীর প্রাণপণ সঙ্কল্প দেখিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎফুল্ল হওয়া যায়। প্রাচ্যনৃত্যকে রূপগরিমায় সমৃদ্ধশালী করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা বাংলাদেশেই বিশেষভাবে চলিয়াছে, ইহা বাঙ্গালীর গৌরবের কথা।

—

ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে জুবিলি উৎসব উপলক্ষে সঙ্গীত জলসা এবং বিচিত্র অনুষ্ঠান

সম্রাটের জুবিলি উৎসব উপলক্ষে গত সোমবার ১১ই মে সন্ধ্যায় ইন্‌ষ্টিটিউট হলে কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রীগণের আমোদ-প্রমোদের জন্য ইন্‌ষ্টিটিউটের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক গীতবাদ্য, অভিনয় ও কৌতুকাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভাইস্‌চ্যান্সলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মহারাজ স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর মহোদয় উক্ত সভায় উপস্থিত থাকিয়া সকলকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। জুবিলি উপলক্ষে কলিকাতার ইহা শেষ উৎসব ছিল এবং সেইজন্য কার্য্যসূচি যাহাতে অতি চমৎকার হয় সে বিষয়ে সকলের লক্ষ্য ছিল। প্রথম ভারতী বিদ্যালয়ের বালিকাগণ কর্ত্তৃক এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন সরকার রচিত একটী উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হয়। তৎপরে শ্রীযুক্ত বিষ্ণু ঘোষের ব্যায়াম বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীগণের ব্যায়ামকৌশল দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হন। তৎপরে সঙ্গীত ভারতী ও সঙ্গীত সম্মিলনীর ছাত্রীগণের গীতবাদ্য হয়। সঙ্গীত-ভারতীর সেতার এসরাজ ঐক্যতান এবং কুমারী অমিয়া সেনের সুললিত খেয়াল গান শুনিয়া সকলে মোহিত হন। সঙ্গীত সম্মিলনীর ছাত্রীগণের মধ্যে কুমারী গীতা দাস ও ইভা গুহের ঠুমরী গান এবং কুমারী মালা দাস এবং রুবি চ্যাটার্জ্জির নৃত্য অতিশয় চমৎকার হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত পরিমল ঘোষ মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টাতেই উপরোক্ত বিদ্যালয় দুইটীর শ্রেষ্ঠ ছাত্রীবৃন্দের গান বাজনা

শুনিবার সুযোগ সকলের হইয়াছিল। কুমারী নির্ম্মলা ঘোষের নৃত্য, হেমলতা ঘোষের ভাটিয়াল গান, উমা মুখার্জ্জির নৃত্য এবং প্রতিভা সেনের গানও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। শ্রীমান্ অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারের সহিত মাষ্টার কুলু মুখার্জ্জীর সঙ্গতও খুব সুন্দর হইয়াছিল। তৎপরে ধীরেন ঘোষের কমিক শুনিয়া সকলে আনন্দিত হন। রমেশ মিত্র বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ বুদ্ধদেবের জীবনী হইতে একটী ট্যাব্‌লো দেখাইয়া প্রভূত প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। সময় সংক্ষেপবশতঃ সকলের আপত্তি সত্ত্বেও সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিশারদ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতির গান বাদ দিতে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামীর হাস্যকৌতুকের পর সভা ভঙ্গ হয়।

—

মহেন্দ্রোৎসব

গত ২৮শে বৈশাখ শনিবার সন্ধ্যায় ৮নং নিউ বহুবাজার লেনস্থ বাটীতে মহেন্দ্রোৎসবের দশম বাৎসরিক অধিবেশন অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। নাটোরাধিপতি শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বহু সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়, অমরনাথ ভট্টাচার্য্য, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞগণের গীতবাদ্য শ্রবণে সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন। রাত্রি ২।৷০ ঘটিকায় সভা ভঙ্গ হয়।

—

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সংবর্দ্ধনা

গত ২৯শে বৈশাখ কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে উক্ত পরিষৎ কর্ত্তৃক তাঁহার সংবর্দ্ধনা হইয়া গিয়াছে। সাহিত্য-সম্রাট শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরিষদের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন এবং চন্দন, ধান, দূর্ব্বা দান করেন। রবীন্দ্রনাথকে ধুতি, চাদর, অঙ্গুরী এবং ফাউন্টেন পেন উপহার দেওয়া হয়। তিনি একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। ঐ সভায় রবীন্দ্রনাথের কয়েকটী গান গাওয়া হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটী গান গাহিয়া সভাস্থ সকলকে মোহিত করেন। শ্রীযুক্ত অনিল বাগ্‌চি, সতী দেবী ও সুশীল বসুর গান এবং কোরাস গানগুলিও বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, শ্রীযুক্ত অমল হোম, এম্, এম্, বোস্, রায় জলধর সেন বাহাদুর, ডাক্তার সুকুমাররঞ্জন দাস প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

—

খিদিরপুরে সঙ্গীত-প্রতিযোগিতা

(দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন)

গত ১৫ই বৈশাখ, রবিবার দিবস খিদিরপুর বালিকাগণের সঙ্গীত প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন অতি সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কুমারী নমিতা চ্যাটার্জ্জি—৫ বৎসর বয়স্কা বালিকার মধ্যে খেয়াল গানে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এই অধিবেশনের সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল গোস্বামী বি, এল, মহাশয় বালিকাটিকে একটী রৌপ্যপদক পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। কুমারী পুষ্পরাণী মণ্ডলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি একখানি বাগেশ্রী রাগিণীর খেয়াল গান তাল লয় সহ নিখুঁতভাবে গাহিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সভাস্থ জনমণ্ডলী তাঁহার গানে বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। কুমারী রমা মুখার্জ্জি খেয়াল গানে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। বাঙ্গালা গানে কুমারী পুষ্পরাণী

রায় প্রথম স্থান এবং কুমারী বিজনরাণী মজুমদার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে সঙ্গীতবিশারদ মাননীয় শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় গানের ফলাফল বিচার করিয়া ২৫ জন বালিকাকে পুরস্কার বিতরণ করিতে আদেশ দিয়া তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে সংক্ষেপে উপদেশ দিয়া শ্রোতাগণকে প্রচুর আনন্দ দান করিয়াছিলেন। সভায় কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

সভাস্থ ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের গান শুনিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অসুস্থ থাকায় সভাপতি মহাশয় শ্রোতৃমণ্ডলীকে আশ্বাসবাণী দিয়া আগামী খিদিরপুর সঙ্গীত জলসায় শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সঙ্গীতাদি করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। অতএব আমরা সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তিনি খুব শীঘ্রই নিরোগী হউন।

এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত শিবদাস দাস মহাশয় খিদিরপুর পল্লী-সমাজের ভিতর যেরূপভাবে সঙ্গীত প্রচারে মনোযোগ দিয়াছেন তজ্জন্য খিদিরপুরবাসীগণ আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন। অধিবেশনটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

—

বাৎসরিক সঙ্গীত উৎসব

গত ২২শে বৈশাখ রবিবার শুভ অক্ষয় তৃতীয়া দিবস বগুড়া কুঠী বাড়ী সঙ্গীত সঙ্ঘের সপ্তম বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে জমিদার শ্রীযুক্ত গোবিন্দবন্ধু দত্ত মহাশয়ের গৃহে একটী বিরাট সঙ্গীত জল্‌সা হইয়াছিল। উক্ত জলসায় পাবনার সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, বি-এ মহাশয় তাঁহার সুমধুর খেয়াল ও ঠুংরী সঙ্গীতে সকলকে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বগুড়ার লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের খেয়াল ও ঠুংরী সঙ্গীত শুনিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন। বগুড়ার সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টার শ্রীযুক্ত বগলাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একটী সপ্তম বর্ষীয় ও একটী অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্র উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বগুড়া সহরের অধিকাংশ গায়ক ও বাদকবৃন্দ উপস্থিত থাকিয়া জলসাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিলেন। বগুড়া সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত জলসায় উপস্থিত ছিলেন।

—

দুর্গাপুরে সপ্তম বার্ষিক সঙ্গীত-সম্মিলন

গত ৬ই ও ৭ই মে দুর্গাপুরে সপ্তম বার্ষিক সঙ্গীত সম্মিলনের অধিবেশন অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রধান উদ্যোগী শ্রীযুক্ত নীরদবরণ রায় মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টাতেই এই সম্মিলন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সফল হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, উচ্চ-শ্রেণীর সুললিত সঙ্গীত দ্বারা প্রায় তিন সহস্র শ্রোতৃবর্গকে কয়েক ঘণ্টা যাবৎ মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অনন্তবাবুর তবলা সঙ্গত অতিশয় মধুর হইয়াছিল। স্থানীয় গায়ক-বাদকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত সীতারাম মিশ্র অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেন্দ্রলাল সিংহ, অমূল্য মুখোপাধ্যায়, মদন মুখোপাধ্যায় (৮ম বর্ষীয় বালক), বিজয় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

স্বরশিল্পী শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য

১২শ বর্ষ আষাঢ়, ১৩৪২ সাল ৩য় সংখ্যা

তিমিরবরণ ও তাঁহার অর্কেষ্ট্রা

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

বক্ষ্যমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য শুধু বিশ্ববিখ্যাত সুরশিল্পী তিমিরবরণের অর্কেষ্ট্রা সম্বন্ধে আলোচনা করা। অবশ্য এ কথা লেখাই বাহুল্য যে অর্কেষ্ট্রা শ্রোতার সংখ্যা আমাদের দেশে খুবই কম—তাহার কারণ অবশ্য অনেক। প্রধান কয়েকটী কারণ, প্রথমতঃ এখানে অর্কেষ্ট্রা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে একটী গৎ কতকগুলি যন্ত্র সহযোগে একত্র বাজাইয়া তাহার সমাপ্তি করা। তন্মধ্যে আবার বিশেষত্ব আছে—প্রাধান্যের চেষ্টায় সকলেই নিজ নিজ যন্ত্রধ্বনি কি করিয়া অপর সমূহের যন্ত্রকে ছাপাইয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিবে, সে চেষ্টাই অধিক ক্ষেত্রে দৃষ্ট হয়। ইহার ফলে সাধারণের বিরক্তি উৎপাদন ব্যতীত অন্য কিছুই হয় না। তদুপরি এদেশে যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে শিল্পী ও সুরজ্ঞ, তাঁহারা এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন নাই, বরং ইহাকে নিম্নস্তরের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। এই মনোভাবের প্রথম ব্যতিক্রম হয় যখন তিমিরবরণের গুরু ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব তাঁহার 'ব্যাণ্ড' লইয়া ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ মিউজিক কন্‌ফারেন্সে উপস্থিত হন। প্রথমে অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণ খাঁ সাহেবকে কন্‌ফারেন্সে ব্যাণ্ড বাজাইবার অনুমতি কিছুতেই দেন নাই—শুধু শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির চেষ্টায় মাত্র দশ মিনিটের জন্য বাজাইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। কিন্তু আনন্দের বিষয়, উক্ত ব্যাণ্ড দশ মিনিটের পরিবর্ত্তে তিন ঘণ্টাব্যাপী বাজাইবার পরেও চতুর্দ্দিক হইতে হর্ষকোলাহলের সহিত পুনঃ পুনঃ বাজাইবার

অনুরোধ বাণী ধ্বনিত হইতে লাগিল। নানাদেশ হইতে আগত ওস্তাদমণ্ডলী প্রশংসায় মুখরিত, অনুষ্ঠাতাগণ বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। সম্ভবতঃ ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীতক্ষেত্রে অর্কেষ্ট্রার এই প্রথম উদ্বোধন ও প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশে অর্কেষ্ট্রার প্রচলন বহুদিন হইতেই আছে। স্বর্গীয় হাবু দত্ত, দক্ষিণা সেন প্রভৃতি গুণীগণ ইহার প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদেশের চক্ষে প্রশংসা পাইবার মত অবস্থা ইহার কোনদিন ছিল না। দক্ষিণাবাবুর অর্কেষ্ট্রা অবশ্য উল্লেখযোগ্য, কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতে তাহার কোন স্থান ছিল না—কারণ, ইংরাজী গৎ ইংরাজী প্রথায় হার্ম্মোনাইজ্ করা—বিদেশের চক্ষে ইহাকে অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। তা' ছাড়া ক্লারিওনেট, কর্ণেট প্রভৃতি বিদেশীয় বাদ্যযন্ত্রে নিছক্ ভারতীয় অর্কেষ্ট্রা হওয়া সম্ভব নয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

ভারতীয় যন্ত্র সহযোগে প্রথম অর্কেষ্ট্রা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে এম্পায়ার থিয়েটারে উদয়শঙ্করের নৃত্যে শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিচালনায় যে বাদ্য হইয়াছিল। পরে অনেকের সহিত আমার এ বিষয় আলোচনা হইয়াছিল—সকলেরই মতে এ রকম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অর্কেষ্ট্রা কল্পনা করা যায় না। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্করের সঙ্গেও আমার আলোচনা হইয়াছিল—তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "আমি গত সাত মাস ধরে সারা ভারতবর্ষে একটি সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রথায় অর্কেষ্ট্রা শোন্‌বার জন্য ঘুরেছি, কিন্তু আমার মতে তিমিরবরণের পরিচালনায় তাঁর পারিবারিক অর্কেষ্ট্রার মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভারতীয় অর্কেষ্ট্রা আমি শুনি নাই।" তখনকার অর্কেষ্ট্রায় কোথাও সুরের একঘেয়েমি (monotony) ছিল না—তিমিরবরণ যেটুকু হার্ম্মোনাইজ্ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব—ইউরোপের অনুকরণ নাই, কোথাও হার্ম্মোনাইজ্ করিয়া ভারতীয় সুরের স্বভাবগতি ও melodyকে ক্ষুন্ন করেন নাই। এইজন্যই সারা সভ্য-জগতে (সমগ্র ইউরোপ এবং আমেরিকায়) তাঁহার অর্কেষ্ট্রা যশোগানে মুখরিত হইয়াছিল। তিনি ইউরোপ বা আমেরিকার নকল করিয়া তাহাদের তুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন নাই—তিনি তাঁহাদিগকে যাহা দিয়া মুগ্ধ করিয়াছিলেন—সেটী তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি। এ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পত্রিকাসমূহের মতামত লিপিবদ্ধ করিবার স্থান এ প্রবন্ধে হইবেনা—তথাপি কয়েকটী মত উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। ফরাসী-দিগের প্রসিদ্ধ পত্রিকা Candide, 13-3-30. বলেন (শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় কৃত অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত)— "এই অপূর্ব্ব ঐক্যতান যে আবহ গড়ে' তোলে তার প্রচণ্ড সুরস্পন্দন অতুলনীয়! ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র আমাদের বাদ্যযন্ত্রের অনেক বেশী প্রকৃতির অনুবর্ত্তী তারা যে গম্ভীর নাদের সৃষ্টি করে, তা' যেন স্বর-উৎসকে আবাহন করে আনে, সুরের ঝর্ণাধারাকে বইয়ে দেয়, সঙ্গীত-তরঙ্গে বান ডাকায়। কখনো বজ্রের ধ্বনিতে গর্জ্জে ওঠে, কখনো বা পূরবী গানের সুরে কেঁদে কেঁদে ঝুরে পড়ে। ওরা যেন প্রকৃতির স্বরমূর্চ্ছনাকে পোষ মানিয়েছে। যারা এমন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের সৃষ্টি কর্‌তে পেরেছে, এমন তাল, মান, লয়ের উদ্ভাবন করেছে—যার পেলবতা ও জটিলতা সমানই বিস্ময়কর, তারা আমাদের ধন্যবাদার্হ।......" ইত্যাদি। তিমিরবরণ তথা ভারতবাসীর পক্ষে এ বড় কম গৌরবের কথা নয়। উক্ত পত্রিকায় অন্যত্র লিখেছেন, "তিমিরবরণের ঐক্যতানের নৈপুণ্য ও সঙ্গীতের সূক্ষ্ম কলাকারু আমাদের ঐক্যতানকে লজ্জা দেয়......।" এই ধরণের প্রশংসা ও সম্মান তিমিরবরণ সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে পাইয়াছেন।

কয়েকটী কারণে ভারতীয় অর্কেষ্ট্রার জন্য আমরা তিমিরবরণের নিকট অনেক কিছু প্রত্যাশা করি। তিনি শুধু ভারতীয় সঙ্গীতে নয় ইউরোপের ও যাত্রা,

বলী প্রভৃতি দেশের সঙ্গীতেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। তা'ছাড়া এই সমস্ত দেশে তিনি পর্য্যটন করিয়া তাঁহাদের অর্কেষ্ট্রার পদ্ধতিও বিশেষভাবে আয়ত্ত করিয়া আসিয়াছেন।

সম্প্রতি কুমার সিং হলে তিমিরবরণের নেতৃত্বে তাঁহার অর্কেষ্ট্রা শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। তিমিরবরণের ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি ভ্রমণের পরে এই প্রথম তাঁহার অর্কেষ্ট্রা সাধারণের সম্মুখে বাজানো হইয়াছে এবং তিন মাস অন্তর তিনি সাধারণের সম্মুখে তাঁহার অর্কেষ্ট্রা উপস্থিত করিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা। সেদিনের অর্কেষ্ট্রার সম্যক্ সুখ্যাতির ভাষা নাই—ইহা একটা তাঁহার বিরাট সৃষ্টি। ভারতীয় সুরের বৈশিষ্ট্য কোথাও নষ্ট না করিয়া কি প্রকারে হার্ম্মোনাইজ্ করা যায়, তিমিরবরণ তাঁহার অর্কেষ্ট্রায় তাহা ভালরূপেই দেখাইয়াছেন। কোথাও সুরের একঘেয়েমি নাই—সেতার, স্বরোদ, বেহালা, এস্‌রাজ, সারেঙ্গী প্রভৃতির পৃথক্ পৃথক্ বিশেষত্ব ও সম্পূর্ণ মাধুর্য্য উপলব্ধি হইতেছিল। সর্ব্বোপরি সুরের বিচিত্র সমাবেশে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কয়েকজন ইউরোপীয় ভদ্র-মহোদয় উপস্থিত ছিলেন, তিমিরবরণের সহিত তাঁহারা অর্কেষ্ট্রার আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, যে, ইউরোপের যে কোন শ্রেষ্ঠতম অর্কেষ্ট্রার সহিত ইহাকে সমপর্য্যায়ভুক্ত করা চলে।

জগদীশ্বর তিমিরবরণকে দীর্ঘজীবি করুন। তিনি সারা সভ্যজগতে ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া বিদেশভূমিতে স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, ভারতীয় অর্কেষ্ট্রার নবযুগ সূচনাও যে তিনি করিতেছেন, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ করিবার অবকাশ আমাদের নাই।

গান

শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য

প্রাণের বাউল বঁধু আমার
প্রাণ যে তোমায় চায়
তোমায় দেখে আমার দীঘির
কমল শিহরায়।

ফুটল সোনার পাপ্‌ড়ি খুলি'
আমার প্রেমের কুসুমগুলি,—
বাঁধনহারা মৌ-সুরভি
তোমার পানে ধায়।

ঝড়ের মতন ছন্দ তোমার
তাথৈ তাথৈ বোলে।
বাদল রাতির মাতন আনে
আমার নদীর জলে।

ঘরের বাঁধন ভাঙ্‌লে যদি
উতল হ'ল আশা-নদী;
একলা বসে ভাবি কখন
আস্‌বে সোনার নায়।

স্বরলিপি

ইমন—চৌতাল

(ধ্রুপদ)

তেরোহী ধ্যান ধরত ব্রহ্মা বিষ্ণু ব্যালী* ব্যাস
নারদ মুনি সনকাদিক শেষ সুরেশ নিশ বাসর।
চন্দ্র সূরয তারাগণ ভুআ মেরু পরন
পশু পঙ্খী জল থল তুঁহি সৃজন কর।
দীননাথ দীনবন্ধু সবকো করতা হরতা
বিশানণ† দাতা দুখ হর।
তানসেন সুখ সম্পদ সচ্চিতঘন জগন্নাথ
জগজীবন জগপর॥

কথা ও সুর—তানসেন

স্বরলিপি—শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

	৩		৪		১´		০		২		০	
II	সা	রা |	-গরা	গা I	ক্ষা	-পা |	পা	পা |	পা	পা |	ধক্ষা	-া |
	তে	রো |	০ ০	হী	ধ্যা	০ |	ন	ধ |	র	ত |	ব্র	০ |

৩		৪		১´		০		২		০	
গরা	গা |	-ক্ষা	পা I	পনা	-ধা |	পা	পা |	-া	ধা |	র্সা	-া |
হ্মা০	বি |	০	ষ্ণু	ব্যা	০ |	লী	ব্যা |	০	স |	না	০ |

৩		৪		১´		০		২		০	
না	ধা |	না	ধা I	পা	পা |	ধক্ষা	-া |	গা	রা |	ন্‌া	রা |
র	দ |	মু	নি	স	ন |	কা	০ |	দি	ক |	শে	০ |

৩		৪		১´		০		২		০	
সা	ন্‌া |	ধ্‌া	ন্‌া I	সা	রা |	গা	-পা |	-রা	-গা |	রা	সা |
ষ	সু |	ঃরে	শ	নি	শ |	বা	০	০	০ |	স	র |

* ব্যালী—শিব।　　† বিশান—সম্পত্তি।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
II {পা -ধা | পা র্সা | র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা -নর্সা | র্সা র্সা I
চ ০ | ন্দ্র স্ | র য | তা ০ | রা ০০ | গ ণ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
র্সনা র্রা | -র্গা -া | র্রা -না | -র্রা র্সা | না ধা | -না ধা } I
ভু আ | ০ ০ | মে ০ | ০ রু | প র | ০ ন

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
পা পা | -া হ্মা | -গা গা | হ্মা রা | -া গপা | হ্মা -ধা I
প ভ | ০ প | ০ শ্রী | জ ল | ০ থ০ | ল ০

১´ ০ ২ ০
না ধা | পহ্মা রা | -গা গা | রা সা |
তুঁ হি | প০ জ | ০ ন | ক র |

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
II {পা -হ্মা | গা গপা | -া পা | পনা -ধা | পা পা | -া পা I
দী ০ | ন না | ০ থ | দী০ ০ | ন ব | ০ ন্ধু

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
পহ্মা ধা | নধা -না | -র্সা -র্সা | না ধা | -না ধা | পা -া} I
স ব | কো০ ০ | ০ ০ | ক র | ০ তা | ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
পা পা | পা -ধা | -ধা -না | -র্সা -না | -ধা -পা | -হ্মা -গা I
হ র | তা ০ | ০ ০ | ০ ০ | ০ ০ | ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
গা গা | -া রা | গা -পহ্মা | গা -রা | সন্ রা | সা সা II
বি শা | ০ ন | দা ০০ | তা ০ | দু খ | হ র

II ^১´ পা -া | ^০ পা ধা | ^২ -পা র্সা | ^০ র্সা র্সা | ^৩ র্সনা -র্সা | ^৪ র্সা র্সা I
তা ০ | ন সে | ০ ন | সু খ | স০ ০ | স্প দ

^১´ র্সা -া | ^০ র্সা না | ^২ র্সা -র্রা | ^০ -র্রা -র্গা | ^৩ -র্রা -না | ^৪ -র্রা র্সা I
স ০ | চ্চি ত | ঘ ০ | ০ ০ | ০ ০ | ০ ন

^১´ র্সা না | ^০ ধা -না | ^২ -ধা পা | ^০ হ্মা রা | ^৩ গা -হ্মা | ^৪ পা ধা I
জ গ | ন্না ০ | ০ থ | জ গ | জ্জী ০ | ব ন

^১´ পা হ্মা | ^০ -গা গা | ^২ -পহ্মা -পহ্মা | ^০ গা -রা |
জ ন | ০ প | ০০ ০০ | দ ০ |

আস্থায়ী—দূন

II ^৪ সরা গরঃ গঃ I ^১´ হ্মপা পপা | ^০ পপা ধহ্মা | ^২ গরঃ গঃ হ্মপা | ^০ পনধা পপা | ^৩ ঃ ধঃ র্সা |
তেরো ০০ হী ধ্যা০ নধ | রত ব | ধ্যা০ বি ০ষ্ণু | ব্যা০ লী ব্যা | ০ স না |

^৪ নধা নধা I ^১´ পপা ধহ্মা | ^০ গরা নুরা | ^২ সন্া ধন্া | ^০ সরা গপা | ^৩ রগা রসা |
রদ মুনি সন কা | দিক শে০ | বসু রেশ | নিশ বা০ | ০০ সর |

^৪ সরা গরঃ গঃ II ^১´ হ্মা পা |
"তেরো ০০ হী" ধ্যা ০ |

অন্তরা—দূন

	১´	০	২	০	৩	৪	
II	{পধা পর্সা	র্সর্সা র্সা	র্সনঃ র্সঃ র্সর্সা	র্সনর্রা র্গা	র্রনা র্রর্সা	নধা নধা}	I
	চ০ ন্দ্র সূ	র য তা	রা০ ০ গ ণ	ভূষা ০	মে০ ০ রু	পব ০ ন	

১´	০	২	০	৩	৪	
পঃ পা হ্মঃ	গগা হ্মরা	ঃ গপঃ হ্মধা	নধা পহ্মঃ রঃ	গগা রসা	সরা গরঃ গঃ	II
প ও প	০ষ্টী জ ল	থ০ ল০	তুঁহি স্থ০ জ	০ন কর	"তেরো ০০ হী"	

সঞ্চারী—দূন

	১´	০	২	০	৩	০	
II	পহ্মা গঃ গপঃ	ঃ পঃ পনঃ ধঃ	পঃ পা পঃ	পহ্মধা নধঃ নঃ	র্সর্সা নধা	নধা পা	I
	দী০ ন না	থ দী০ ০	ন ব ন্ধু	স ব ০০ ০	০কো কর	০তা ০	

১´	০	২	০	৩	৪	
পপা পধা	ধনা র্সনা	ধপা হ্মগা	গঃ গা রঃ	গঃ পহ্মঃ গরা	সন্ঃ রঃ সসা	II
হ র তা০	০০ ০০	০০ ০০	বি শা ন	দা ০০ তা০	দু খ হর	

আভোগ—দূন

	১	০	২	০	৩	৪	
II	পা পধা	পর্সা র্সর্সা	র্সনঃ র্সঃ র্সর্সা	-র্সা র্সনা	র্সর্রা র্রর্গা	র্রর্না র্রর্সা	I
	তা নসে	০ন সুখ	স০ ০ ম্পদ	স চ্চিত	ঘ০ ০০	০০ ০ন	

১´	০	২	০	৩	৪	
র্সনা ধনা	ধপা হ্মরা	গহ্মা পহ্মা	পহ্মা গগা	পহ্মঃ পহ্মঃ গরা	সরা গরঃ গঃ	II
জ গ মা০	০থ জ গ	জী০ ব ন	জ গ ০প	০ ০ র০	তেরো ০০ হী	

অন্তরা—ত্রিদুন

১´ | ০ | ২ | ০
II পধা পর্সা র্সর্সা | র্সা র্সনা র্সর্সা | র্সর্নর্রা র্গা র্রর্না | র্রর্সা নধা নধা |
চ০ ন্দ্রস্থ রম | তা রা০ গণ | ভুআ ০ মে০ | ০রূ পর ০ন |

৩ | ৪ | ১´ | ০
পধা পর্সা র্সর্সা | র্সা র্সনা র্সর্সা I র্সর্নর্রা র্গা র্রর্না | র্রর্সা নধা নধা |
চ০ ন্দ্রস্থ রয | তা রা০ গণ ভুআ ০ মে০ | ০রূ পর ০ন |

২ | ০ | ৩ | ৪
পঃ পা হ্মাঃ গগা | হ্মাঃ রা গপঃ হ্মধা | নধা পহ্মাঃ রঃ গগা | রসা সরা গরঃ গঃ II
প শু প ০ঞ্জী | জ ল থ০ ল০ | তুঁহি স্থ০ জ ০ন | কর তেরো ০০ হী

অন্তরা-চৌদুন

১´ | ০ | ২ | ০
II পধপর্সা র্সর্সঃ র্সঃ | র্সর্ন০ র্স০ র্সর্সঃ র্সর্নর্রঃ র্গঃ | র্রর্নর্রর্সা নধনধা | প০ পঃ হ্মা০ গগহ্মরা |
চ০ন্দ্রস্থ রয তা | রা০ ০ গণ ভুআ ০ | মে০০রূ পর০ন | প শু প ০ঞ্জীজল |

৩ | ৪
০ গপ০ হ্মধঃ নধঃ পহ্মা০ র০ | গগরসা সরঃ গর০ গ০ II
০ থ০ ল০ তুঁহি স্থ০ জ | ০নকর তেরো ০০ হী

আস্থায়ী—বাঁট (দুন ছন্দে)

৪ | ১´ | ০ | ২ | ০ | ৩
II নধা নর্সা I না ধহ্মা | ধপা হ্মা | রগা হ্মপা | পনা ধপা | হ্মগা হ্মরা |
তে০ রোগী ধ্যা নধ | রত ত্র | হ্মাবি ০ক্ষু | ব্যা লী ব্যা | ০স না০ |

৪ | ১´ | ০ | ২ | ০ | ৩
গগা রসা I ধ্‌ন্‌া সরা | গগা হ্মগা | হ্মহ্মা পপা | নধা পহ্মা | রগা রসা |
রদ মুনি সন কা০ | দিক শে০ | যস্থ রেশ | নিশ বা০ | ০০ সর |

৪
সরা গরঃ গঃ II
তেরো ০০ হী

আস্থায়ী—বাঁট (চৌদুন ছন্দে)

```
                 ১´                     ০               ২                       ০
র্গর্গঃ র্র্সঃ II নঃ ধনঃ র্র্সঃ নঃ   ধম্মধপা ম্মরা | গম্মগম্মা পধননা | ন্‌রগম্মা      পধনধা |
তে রোহী       ধ্যা ন ধ  র ত  র   ম্মাবি০ষ্ণু ব্যালী | ব্যা০সনা  র দমুনি | সনকা০       দিকশে০ |

 ৩                 ৪
নর্নধা     পম্মাপরা | গঃ রসঃ সরঃ গর্‌০ গ০ II II
ষম্মরেশ    নিশ বা ০ | ০  স র  তেরো ০ ০  হী
```

স্বরলিপি

দেশকার—ত্রিতাল

হাঁরে দইয়ারে লঙ্গরওয়া হাঁরে
আঙ্গিয়াকে বন্দ খোলে
সারি ছুয়াতা মোরি বহিয়া
মুরক গই করসো কর জোরি ॥

স্বরলিপি—সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর মহাশয়ের ছাত্র—
শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

আস্থায়ী

```
    ১                   +                 ৩                 ০
II ধর্সা  পধা  র্সা  -া | র্রা  র্সা  ধা  পা | পা  গা  রা  সা | সা  ধা  -া  ধা I
   হাঁ০   ০০   রে   ০  | দই   য়া   রে  ০  | লং  গ   র   ওয়া | ০   হাঁ  ০   রে

 ১                   +                    ৩                 ০
পা  গা  পা  ধা | ধা  -া  পধা  র্সা | র্রা  র্সা  ধা  পা | গা  রা  গা  রসা II
মো  রি  আ   ঙ্গি | য়া  ০   কে০   ০  | ব   ন্দ   খো  ০  | ০   ০   ০   ০লে
```

অন্তরা

১ + ৩ ০
II পা ধা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা ধা -া র্সর্রা | র্সা র্সা ধা পা I
সা ০ রি ছু | য়া তা মো রি | বহি য়া ০ মূ০ | র ক গ ই

১ + ৩ ০
পা ধা ধা -া | র্সা ধা র্সা -া | র্সা র্সা র্রা -া | র্সা র্সা ধা পা I
ক র সো ০ | ক র ০ ০ | ০ জো ০ ০ | রি ০ ০ ০

১ + ৩ ০
পা গা পা ধা | ধা -া পধা র্সা | র্রা র্সা ধা পা | গা রা গা রসা II
মো রি আ ঙ্গি | য়া ০ কে০ ০ | ব ন্দ খো লে | ০ ০ ০ ০লে

তান

\+ ৩
১। র্সর্সা র্রর্রা র্সর্সা পধা | র্সর্সা ধপা গপা ধধা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

\+ ৩
২। র্সধা র্রর্সা র্গর্রা র্সর্সা | ধর্সা ধপা গপা ধধা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

স্বরলিপি

মিশ্র মানরঞ্জিনী—কাহারবা

আমার কানন তরুতলে
হে পান্থ, বীণা তব কখন বাজায়ে গেছ চ'লে।
সেই সুর ক্ষণে ক্ষণে
মোর খোলা বাতায়নে
ভেসে এসেছিল মিশে ঝরা বকুলের পরিমলে।

এখনো পোহাবে রাতি হায়
শিহরে শিথিল বায়ু নিথর কানন বীথিকায়।
এখনো প্রাণের মাঝে
সুর তব থামে না যে—
এখনো বেদনা তারি জাগায়ে রাখিল আঁখিজলে॥

কথা—শ্রীসুবোধ পুরকায়স্থ। সুর—শ্রীঅনিলভূষণ বাগচী। স্বরলিপি—শ্রীনলিনীকান্ত লাহিড়ী।

আস্থায়ী

II {র়জ্ঞা রজ্ঞা -া সা I রা জ্ঞা পা পা | পধণা -পধা র্সা -া I -া -া -া -া |
আ০ মা০ র্ কা ন ন ত রু | ত০০ ০ ০ লে ০ ০ ০ ০ ০ |

(র্সা ধর্সা র্জ্ঞা র্রা I র্সর্রা র্সা ধা পা | দা দা দা দা I জ্ঞা জ্ঞা রা সা |
হে পা০ ০ ন্ থ বী০ ণা ত ব | ক খ ন্ বা জা য়ে গে ছ |

ধ্সা রজ্ঞা রা -া I -া -া জ্ঞা সা)} |
চ০ ০০ লে ০ ০ ০ ০ ০ |

অন্তরা

II {পা পা পা পা I পদা মা পদণা পদা | র্সা -া -া -া I -া -া -া -া |
সে ই সু র ক্ষ০ ণে ক্ষ০০ ০০ | ণে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

পণা র্সর্জ্ঞা র্রা র্সা I র্সণা র্রর্সা ণদা -া | দণা -দণা -পা -া I -পমা -পদা -মপা -মপা} |
মো০ ০০র্ খো লা বা০ তা০ য়০ ০ | নে০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ |

পা ধা ণা ণা I র্সা র্সা পণর্সর্রা ণর্রর্সা | ণদা -া -দণা -দণা I -পদা -পদমা -পা -া |
ভে সে এ সে ছি ল মি০০০ ০০০০ | শে ০ ০০ ০০ ০০ ০০০ ০ ০ |

পা পা পমা পা I দা দা জ্ঞরা সা | ধ্সা -রজ্ঞা রা -া I -া -া -জ্ঞা সা |
ঝ রা ব০ কু লে র প০ রি | ম০ ০০ লে ০ ০ ০ ০ ০ |

সঞ্চারী

[সা -া -া -া I -া -া -া -া]
II {পা ঋা জ্ঞা ঋা I জ্ঞা ঋা সা ন্া | (সা জ্ঞা -া -া I -ঋজ্ঞা -ঋা -জ্ঞঋা -পা)} |
এ খ নো পো হা বে রা তি | হা ০ য়্ ০ ০০ ০ ০০ ০ |

দ্া ণ্া সা সজ্ঞা I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞরা জ্ঞা | মা -া -া -া I জ্ঞমা -পা -া -া |
শি হ রে শি০ খি ল বা০ ০ য়ু ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ |

পা পা পা পা I পা পা পঋা পা | দা -া -া -া I -পদা -পদা -জ্ঞঋা -ঋজ্ঞা |
নি থ র কা ন ন্ বী০ থি | কা০ য়্ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ |

আভোগ

II {পা পা পা পা I পদা মা পদণা পদা | র্সা -া -া -া I -া -া -া -া |
এ খ নো প্রা ণে০ র মা০০ ০০ | ঝে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

পণা র্সর্রজ্ঞা র্রা র্সা I র্সণা র্রর্সা ণদা -া | -দণা -দণা -পা -া I পদা পদা মপা মপা} |
সু০ ০০র ত ব থা০ মে০ না০ ০ | যে০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ |

পা ধা ণা ণা I র্সা র্সা পণর্সর্রা ণর্রর্সা | ণদা -া -দণা -দণা I -পদা -পদমা -পা -া |
এ খ নো বে দ না তা০০০ ০০০ | রি ০ ০০ ০০ ০০ ০০০ ০ ০ |

পা পা পঋা পা I দা দা জ্ঞরা সা | ধ্সা -রজ্ঞা রা -া I -া -া -জ্ঞা -সা |
জা গা য়ে০ রা খি ল আঁ০ খি | জ০ ০০ লে ০ ০ ০ ০ ০ |

স্বরলিপি

তিলক কামোদ দেশ মিশ্র—দাদ্‌রা

গগন ছেয়ে কাজ্‌লা মেয়ে ঐ বরষা এল,
তৃষ্ণা ভরা বসুন্ধরা কারে খুঁজে পেল।
এল সে আজ কেয়ার বনে
গন্ধ মধুর শিহরণে,
কদম-কুঁড়ির মুক্তি স্বপন কোথায় ভেসে গেল॥

কলাপীরা কল্পনাতে আঁক্‌ছে সুরের আল্‌পনা,
পুচ্ছ মেলি নৃত্য তাদের জাগায় মনের জল্পনা।
কুন্দ যূথীর গন্ধ সাথে
কোন্ খেয়ালী ছন্দে মাতে,
করুণ তাহার নয়ন দিঠি কি যেন আজ পেল॥

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

সুর—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—কুমারী সুলেখা রায় (শান্তি)

\+ 0 + 0

II {পা ক্ষপধপা পা | মা গা -রা I রগরা -মা গরা | সা ন্‌া -া I

গ গ০০০ ন | ছে য়ে ০ কা০০ জ্‌ লা০ | মে য়ে ০

প্‌া -ন্‌া সা | রা রা -গরা I সন্‌া সা -া | -া -া -া I

ঐ ০ ব | র ষা ০০ এ০ লো ০ | ০ ০ ০

(সা -া সমা | গা মগা -মরা I রা রগক্ষা -পা | ক্ষা পক্ষা -পা I

তৃ ০ ষ্ণা০ | ভ রা০ ০০ ব সু০০ ন্ | ধ রা০ ০

রা রক্ষা -া | ক্ষা পক্ষা -পা I গা -া -গপা | -পমা -া -গরা I

কা রে০ ০ | খুঁ জে০ ০ পে ০ ০০ | ০লো ০ ০০

-রা -মগা -রা | সা ন্া -া I পা্ -ন্া সা | রা রা -গরা I
০ ০০ ০ | ও গো ০ ঐ ০ ব | র ষা ০০

সন্া সা -া | -া -া -া)} II
এ০ লো ০ | ০ ০ ০

II মা পা পা | -পনা -না -র্সা I র্সা র্সা -র্সা | র্সর্রা -র্সনা -া I
এ লো ০ | ০সে আ জ্ কে য়া র্ | ব০ ০০ ০
কু ০ ন্দ | ০যূ থী র্ গ ন্ ধ | সা০ ০০ ০

নর্সা -া -া | -া -া -া I নর্সা -র্সর্রা -ণা | ধা -পা পা I
০নে ০ ০ | ০ ০ ০ গ০ ০০ ন্ধ | ম ধু র
০থে ০ ০ | ০ ০ ০ কো০ ০০ ন্ | খে য়া লী

পধা মপধা -পমা | মা গা -রা I রা রা -ণা | ধা পা -া I
শি০ হ০০ ০০ | র ণে ০ ক দ ম্ | কুঁ ড়ি র্
ছ০ ০০০ ন্দে০ | মা তে ০ ক রু ণ্ | তা হা র্

পধা -পধা পা | -মা -মগা -গরা I রগা রা -পা | মা গরা -গা I
মু০ ০০ ক্তি | স্ব ০প ০ন্ কো০ থা য়্ | ভে সে০ ০
ন০ ০০ য়ন্ | দি ০ঠি ০০ কি০ যে ন | আ ০০ জ্

সরগা -রা -সা | -ন্া -া -া I পা্ -ন্া সা | রা রা -গরা I
গে০০ ০ ল | ০ ০ ০ ঐ ০ ব | র ষা ০০
পে০০ ০ ল | ০ ০ ০

সন্া সা -া | -া -া -া II
এ০ লো ০ | ০ ০ ০

II সা	সপা	-া	|	পা	পা	-া	I	ঋা	-া	-গা	|	মা	গা	-া	I
ক	না০	০	|	পী	রা	০		ক	০	ল	|	না	তে	০	
ঋা	-ঋা	ঋা	|	ঋা	ঋা	-পা	I	পা	-ধা	ঋা	|	পা	-া	-া	I
আঁ	ক	ছে	|	সু	রে	র্		আ	ল্	প	|	না	০	০	
পা	-না	-না	|	না	না	-র্সা	I	ধা	-া	ধা	|	পঋা	পা	-া	I
পু	০	চ্ছ	|	মে	লি	০		নৃ	০	ত্য	|	তা	দে	র্	
র্সা	র্সণা	-ণা	|	ধা	পা	-ঋা	I	ঋা	-া	গা	|	মা	-পমা	-গমা	II II
জা	গা০	য়	|	ম	নে	র্		জ	০	ল	|	না	০০	০০	

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বর্ত্তমান শতাব্দীতে যাঁরা মিয়া তানসেনের প্রতিভার বংশগত উত্তরাধিকার পেয়ে সঙ্গীতের বিভিন্ন অংশে কলাবিদ্যা ও কলা-সুষমার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন—তাঁদের দু'জনের অর্থাৎ বীণাবিশারদ স্বর্গীয় উজীর খাঁ ও রবাবী মহম্মদ আলি খাঁর জীবন বৃত্তান্ত আমরা বিশদরূপে লিখেছি। বর্ত্তমান কালে সেনী সঙ্গীতের যা কিছু জীবন্ত নিদর্শন তা তাঁদেরই সৃষ্টি। সুখের বিষয় এই যে তাঁদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেনী সঙ্গীত ভারত হ'তে অন্তর্হিত হ'ল না। মহম্মদ আলির পোষ্যপুত্রের ঘরের পৌত্র সৌকৎ আলি খাঁ বয়সে বালক হ'লেও বিশেষ মেধার সহিত রবাবী বংশের অবশিষ্ট সকল গীতিই আয়ত্ত করতে পেরেছেন। তদ্ভিন্ন বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষা ও লক্ষ্ণৌ ম্যরিস্ কলেজে বর্ত্তমান স্বরলিপি পদ্ধতি ও রাগের ঠাট ও গঠন শিক্ষা পেয়ে বর্ত্তমান কালের উপযোগীরূপে সেনী সঙ্গীত প্রচার করতে পারছেন। রবাব সুরশৃঙ্গারের বাদ্যরীতিও তাঁর করায়ত্ত। সুতরাং রবাব ও সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের বিকাশ মহম্মদ আলির সঙ্গে সঙ্গেই নিঃশেষ হ'ল না। বর্ত্তমানে তাঁকে নিয়ে Calcutta musical association নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে—নাটোরাধিপতি, সুগায়ক, সুবাদক ও সঙ্গীতের উচ্চমার্গের এক প্রধান পথপ্রদর্শক মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর উক্ত associationএর স্থায়ী সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেছেন।

এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সকল গুণীগণের সম্মিলন ও যথার্থ সেনী সঙ্গীতের সংরক্ষণ ও নূতন বিকাশ। এই association সকলের জন্যই উন্মুক্ত।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ সঙ্গীত বিদ্যালয় দুইটীতে যাঁরা প্রধান অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা অর্থাৎ সঙ্গীত সঙ্ঘের সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও সঙ্গীত সম্মিলনীর প্রধান শিক্ষক গুণীবর শ্রীযুক্ত গিরিজা-শঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় উভয়েই সেনী সঙ্গীতে শিক্ষিত। তাঁরা সেনী সঙ্গীতের বিভিন্ন পথ অনুসরণ করে নিজ নিজ গুণপণা প্রদর্শন ও বঙ্গদেশে উচ্চ ও সুকুমার সঙ্গীতকলার বিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করছেন। স্বর্গীয় উজীর খাঁ সাহেবের পুত্র খলিফা সগীর খাঁ ও পৌত্র বীণকার দবীর খাঁ সাহেব কলিকাতায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করায় বঙ্গদেশে সেনী সঙ্গীতের স্থায়ী উন্নতির সম্ভাবনা অশেষরূপেই বৰ্দ্ধিত হয়েছে। বৰ্ত্তমানে তাঁরা কুমার ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে আছেন। সঙ্গীত শিক্ষাদানে ইঁহারাও অকুণ্ঠিত ও উদার। আলাপ, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, গজল প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রসঙ্গীতই ইঁহারা আধারভেদে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। তবে ইঁহারা বিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তে স্ব-ভবনেই শিক্ষা দেন।

মদীয় পিতৃদেব সঙ্গীতপ্রাণ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায়ই তানসেনের বংশধরদের এ সময়ে এদেশে পাওয়া গেল। স্বর্গীয় মহম্মদ আলিকে তিনিই আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। বর্ত্তমানে খলিফা সগীর খাঁ, বীণ্‌কার দবীর খাঁ ও বালক রবাবী সৌকৎ আলীর যাবজ্জীবন বৃত্তিভার তিনি গ্রহণ করায় সঙ্গীত-সরস্বতীর যথার্থ সেবা দেশে অনুষ্ঠিত হ'তে পেরেছে। মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর তাঁর ভবনে সৌকৎ আলিকে আশ্রয় দিয়ে মদীয় পিতৃদেবের অমূল্য সাহচর্য্য দিয়েছেন। সর্ব্বোপরি বীণাকার কুমার ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সগীর খাঁ ও দবীর খাঁর চিরজীবনের আশ্রয়-ভার গ্রহণ করায় সঙ্গীত সেবার পরাকাষ্ঠা হয়েছে। বঙ্গীয় ও বঙ্গের বাহিরের বাঙালী সঙ্গীতানুরাগীগণের অবগতির জন্য আমরা সঙ্গীত-সেবার এ সকল শুভ সংবাদ বিবৃত করলাম।

ক্রমশঃ

গান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র

ওগো সুদূরের অতিথি!
মম অলিন্দ তলে
এসে যেওনা চলে,—
জ্বলিছে সোহাগ মিলন বাতি।

হাসে মালিকা তারকা বীথি
নীলিমার অলকে
চাঁদিনী ঝলকে
এস গো কুটীরে জীবন সাথী॥

বিধুর চিত জ্যোছনা তিথি
ঘন বরষার
এনো না আঁধার
করি' অনাদর মধুর রাতি।

স্বরলিপি

মালকোষ মিশ্র—দাদ্‌রা

রাত্রি শেষের যাত্রী আমি, যাই চলে যাই একা।
শুকতারাতে রইল আমার চোখের জলের লেখা॥
ফোটার আগেই ঝরে যে ফুল
সঙ্গী আমার সেই সে মুকুল,
ছায়াপথে জাগে আমার বিদায়-পথ রেখা॥

অনেক ছিল আশা আমার অনেক ছিল সাধ
ব্যর্থ হ'ল না পেয়ে কার আঁখির পরসাদ।
দীপ-নেভানো শূন্য ঘরে
এস না আর খুঁজ্‌তে মোরে,
তারার দেশে চন্দ্র-লোকে হবে আবার দেখা॥

কথা—কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস

	+				o											
II	র্সা	-া	ণা	|	দা	মা	-জ্ঞা	I	জ্ঞমা	-দণর্সা	দণা	|	ণর্সা	র্সা	-া	I
	রা	o	ত্রি	|	শে	ষে	র্		যা o	o o o	ত্রীo	|	আo	মি	o	
	সা	সা	ণ্‌া	|	সার ণ্‌া	দ্‌ণ্‌দ্‌ণ্‌া		I	সমা	জ্ঞমা	-সা	|	-া	-া	-া	I
	যা	ই	চ	|	লে যা	ইooo			এ o	কা o	o	|	o	o	o	
	সা	-জ্ঞা	জ্ঞা	|	রা	-জ্ঞা	জ্ঞা	I	সজ্ঞমা	-পা	মপমা	|	জ্ঞমজ্ঞা	সা	-া	I
	শু	ক্	তা	|	রা	o	তে		র o o	ই	লo o	|	আo o	মা	র্	
	সমা	জ্ঞমা	-জ্ঞা	|	জ্ঞপা	মপা	-মা	I	মপা	পা	-ণা	|	-া	-া	-া	II
	চোo	খে o	র্	|	জ o	লেo	র্		লেo	খা	o	|	o	o	o	

যাই চলে যাই একা··· ইত্যাদি।

	+				o											
II	দা	দা	-দা	|	পা	দা	-মা	I	মদা	মদা	-ণর্সা	|	দণদা	ঋমা	-ঋা	I
	ক্ষো	টা	র্	|	আ	গে	ই		ঝ০	রে০	০ ০	|	যে০০	ফু ০	ল্	
	ণর্সা	-ণা	ণর্সণা	|	দা	পা	-দা	I	মা	-দা	দা	|	ঋা	মা	-মা	I I
	স ০	ঙ্	গী০ ০	|	আ	মা	র্		সে	ই	সে	|	মু	কু	ল্	
	জ্ঞা	মা	-া	|	দা	ণা	-া	I	ণর্সা	ণর্সঋা	-র্সঋর্সণা	|	দা	পদপদা	-পমজ্ঞা	I
	ছা	য়া	০	|	প	থে	০		জা০	গে০০	০ ০ ০ ০	|	আ	মা০০০	০ ০ র্	
	জ্ঞপা	মদা	-পমা	|	-জ্ঞা	জ্ঞা	মা	I	ঋা	-া	সা	|	-া	-া	-া	II
	বি ০	দা০	০ ০	|	য়্	প	থ		রে	০	খা	|	০	০	০	

যাই চলে যাই একা··· ইত্যাদি।

	+				o											
II	{ণ্সা	সমা	-মা	|	মা	মা	-জ্ঞা	I	জ্ঞা	জ্ঞা	-া	|	রা	সা	-া	I
	অ ০	নে০	ক্	|	ছি	ল	০		আ	শা	০	|	আ	মা	র্	
	সা	মা	-জ্ঞা	|	মা	জ্ঞমা	-পা	I	মা	-া	-া	|	-পা	-া	-া	I
	অ	নে	ক্	|	ছিঁ	ল ০	০		সা	০	০	|	ধ্	০	০	
	ণা	-া	ণা	|	ধা	ণা	-পা	I	পা	ণার্স	র্সার্র	|	র্সা	র্সর্রর্সর্রর্সা	-ণা	I
	ব্য	০	র্থ	|	হ	লো	০		না	০	পে	|	যে	কা০০০০	র্	
	ণা	ধণা	-ধণা	|	-পমা	পা	দা	I	পা	-া	-পা	|	-া	-া	-া}	I
	আঁ	খি০	০০	|	০ র্	প	র		সা	০	দ্	|	০	০	০	

{জ্ঞা -মা মা | ণা দা -ণা I ণর্সা দা -ণা | ণর্সা র্সা -া I
দী প্ নে | ভা নো ০ শূ০ ন্য ০ | ঘ০ রে ০

র্সর্রা র্সর্রা -র্জ্ঞা | র্রা র্সণা -পা I পণর্সর্রা -ণা ণর্সণা | দা পা -া } I
এ০ স০ ০ | না আ০ র্ খুঁ০০০ জ্ তে০০ | মো রে ০

সা -র্সা -া | র্সা র্সা -া I সা -মা মা | মা মা -জ্ঞা I
তা রা র্ | দে শে ০ চ ন্ দ্র | লো কে ০

মা ণা -দা | ণর্সা ণা -র্সা I দণা ণা -র্সা | -া -া -া II
হ বে ০ | আ০ বা র্ দে০ খা ০ | ০ ০ ০

যাই চলে যাই একা··· ইত্যাদি।

শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার বি-এ

বাদ্যকালীন শ্রীখোল ধারণ-বিধি

বাদক নিজের সুবিধা মত এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর দৃষ্টিতে যে ভাবে বিরক্তিকর না হয় সেই ভাবেই শ্রীখোলকে ধারণ করিবেন। তবে ময়নাডাল এবং রাঢ়দেশের বাদকগণ যে ভাবে শ্রীখোল ধারণ করেন তাহাই এস্থলে বিবৃত করিতেছি। প্রথমতঃ বাদক গায়কের এক পার্শ্বে এমন ভাবে উপবেশন করিবেন যাহাতে শ্রীখোলের ডাহিনা শ্রোতৃবর্গের অভিমুখে থাকে। অতঃপর ইহার দুই পার্শ্বে একটি পুরু ফিতার দুই প্রান্ত এমন ভাবে বাঁধিতে হইবে যাহাতে ফিতার মধ্যস্থানে ধরিয়া উপরের দিকে খুব টান করিয়া তুলিয়া ধরিলে সেই উত্তোলিত মধ্যস্থান শ্রীখোলের উপরিভাগ হইতে বাদকের স্বহস্তে এক হস্ত প্রমিত ব্যবধানে থাকে। অতঃপর বাদক দক্ষিণ স্কন্ধের উপর দিয়া এবং বাম বাহুর নীচ দিয়া অর্থাৎ প্রাচীনাবীতি ভাবে

---

* আমরা পূর্ব্বসংখ্যায় বাতন প্রণালীতে 'রে' র জন্য যে বিধান করিয়াছি তদপেক্ষা ব্যাপক বিধান প্রয়োজন। বাদক অন্য বর্ণের পরস্থিত দ্রুতোচ্চারিত টে বাণীকেই রে বলিয়া বুঝিবেন। গ, ঘ অথবা খ বর্ণের অব্যবহিত বা অল্পব্যবহিত পরে তেটে থাকিলে বাদ্য যখন দ্রুত হইবে তখন তে বাণী উৎপাদনে তর্জ্জনীর ব্যবহার করিবেন না এবং ঐ 'তেটে'কে নেয়ে বলিয়া অভিহিত করিবেন।

ঐ ফিতায় শ্রীখোলকে স্বীয় দেহের সঙ্গে আবদ্ধ করিবেন এবং তাহাকে এমন ভাবে স্থাপন করিবেন যেন বাদনের সময় দক্ষিণ হস্ত যথাসম্ভব প্রসারিত এবং বাম হস্ত অপেক্ষাকৃত আকুঞ্চিত থাকে। যাঁহারা বাদ্যকালে স্বস্তিকাসনে অথবা বীরাসনে (সহজে আসন করিয়া) উপবেশন করেন তাঁহারা শ্রীখোলকে জানুদ্বয়ের অগ্রে স্থাপনপূর্ব্বক উভয় হস্তকেই সমভাবে প্রসারিত করিয়া বাদন করিয়া থাকেন। রাঢ়দেশীয় বাদকগণ উপবেশন করিয়া বাজাইবার সময় সাধারণতঃ দক্ষিণ জানু সরল ভাবে উত্থিত করিয়া তাহার অগ্রে ডাহিনার পার্শ্ব স্থাপন করেন এবং বাম জানু ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক বামপদের গুল্‌ফে উপবেশন করতঃ ঐ উরুর উপর বাঁয়ার পার্শ্ব রক্ষা করিয়া বাদন করেন। দাঁড়াইয়া বাদ্য করিবার সময় বাদক দক্ষিণ চরণ সম্মুখমুখী এবং বাম চরণ বামাভিমুখী স্থাপন করিয়া ঈষৎ ন্যুব্জভাবে থাকিয়া বাম উরুতে বাঁয়ার পার্শ্ব স্থাপন পূর্ব্বক বাদ্য করিয়া থাকেন। গ্রেধেন্ না, দিগি দিগি প্রভৃতি বাণী উৎপাদন কালে দক্ষিণ হস্তে বাঁয়ার উপর আঘাত করিবার সময় বাদকগণ জানু ঈষৎ বক্র করিয়া শ্রীখোলকে বাহুমূলের সন্নিহিত করিয়া থাকেন এবং তাকা তাকা প্রভৃতি বাণী উৎপাদন কালে ডাহিনার দিকে ঈষৎ আনত হন।

শ্রীখোল বাদন কালীন বিধি এবং নিয়মাদি

প্রথমেই বলিয়াছি যে কীর্ত্তন শুধু সঙ্গীত নহে। ইহার মূল বিষয় শ্রীভগবানের লীলারস আস্বাদন। শ্রীরাধা এবং শ্রীকৃষ্ণের সেই মধুর লীলারসকে অধিকতর রসাল এবং হৃদয়গ্রাহী করিবার উদ্দেশ্যেই ইহাতে তান লয়াদি সংযোজিত করা হইয়াছে। কীর্ত্তনই বৈষ্ণবদিগের ভজন। সুতরাং কীর্ত্তনগায়ক এবং কীর্ত্তনের শ্রোতা সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যাহাতে কীর্ত্তনের স্থানটি সর্ব্বতোভাবে ভজনের অনুকূল হয়। সেইজন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীখোল বাদকের জন্যও নানাপ্রকার বিধি নিষেধ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ একজন বৈষ্ণব মাল্য চন্দনাদি দ্বারা শ্রীখোলকে ভূষিত করিবেন। (মাথুর লীলা কীর্ত্তনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনের পূর্ব্বে মাল্য চন্দন দানের বিধি নাই)। অতঃপর বাদক শ্রীখোলকে নিম্নলিখিত শ্লোক আবৃত্তি পূর্ব্বক প্রণাম করিবেন—

মৃদঙ্গব্রহ্মরূপায় লাবণ্যরসমাধুরী-।
সহস্রগুণসংযুক্তমৃদঙ্গায় নমোনমঃ॥

অনন্তর বাদক গুরুদেবের শ্রীচরণ স্মরণ পূর্ব্বক মৃদঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবেন এবং চৌপাশে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ বেষ্টিত নর্ত্তনরত নদীয়াবিহারী শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে বাদন আরম্ভ করিবেন। প্রথমে বাঁয়াতে হস্তক্ষেপ করা বিধিবিরুদ্ধ। প্রথমেই ডাহিনাতে আঘাত করিতে হইবে। কিন্তু ময়নাডালের বাদকগণ প্রথমেই উভয় হস্ত ক্ষেপণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বোল বাদন করিয়া হাতুটী আরম্ভ করেন।

ধেইধে (ই) ত্রেকেটে না তি (ইন্) না

না তে (ই) ধেইধে (ই) ত্রেকেটে

না তি (ইন্) না না তে (ই) ধেই ধে

(ই) ত্রেকেটে না তি (ইন্) না না তে (ই)॥

দেটে ধেই দেটে ধেই তা (আ) কুর্ কুর্

তা (আ) কুর্ কুর্ ধেই য়া তিনি তাথি

ঘা গে ত্রেগে দা ধেরে নি তা (ই) ঘে

না (লোম বর্জ্জিত) ধেরে (ত্রে তে না না

তেনা দে তেনা দে) ৩

দ্রষ্টব্য :—কোন বোলের অংশ বিশেষ বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ থাকিলে এবং তৎপরে কোন সংখ্যা দেওয়া থাকিলে যত সংখ্যা দেওয়া থাকে ততবার ঐ বন্ধনীবদ্ধ অংশের আবৃত্তি হয়।

উক্ত বোল বাজাইবার সময় প্রথমে তাল দিয়া এবং মধ্যে একটি করিয়া মাত্রা বাদ দিয়া যথাক্রমে ফাঁক ও তাল দিতে দিতে নিম্ন প্রবন্ধ আবৃত্তি করিতে হইবে।

ভাই ভাই শ্রী চৈতন্য নিতাই ভাই ভাই শ্রী

চৈতন্য নিতাই ভাই ভাই শ্রী চৈতন্য নিতাই (ই)

ছুটী ভাই ছুটী ভাই তা কুর্কুর্ তা কুর্কুর্

ধেইয়া তিনি তাথি তা (আ) গৌরগ দাধর

নিতাইহ লধর (শ্রীচর নেচিত দেচিত দে) ৩

অতঃপর মূর্চ্ছন

ধো ধেটা তা ধো তাতা ধেটা

ঘেনা দাদা দাঘি নাতা ঘেনা (আ) গুর্গুর্

(তাতাথে টা থিটি তাগেঘে না ঘেনে

ঝা ঝা গুরগুর) ২ তা তাথে টাথিটি

তাগে ঘেনা ঘেনে—ঝাঁ।

ঐ শেষের ঝাঁ। হইতেই হাতুটী বাদ্য আরম্ভ হইবে।

ময়নাডালের প্রাচীন মৃদঙ্গাচার্য্যগণ বর্ণানুক্রমিক আদ্যাক্ষরযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্রমালা আবৃত্তি করিতে প্রথম বাদন আরম্ভ করিতেন। স্তোত্র যথা—

অচ্যুত জয়জয় আর্ত্তক পাময় ইন্দ্রয থার্দ্দন

ঈতিবি ঘাতন (ইত্যাদি)।

বাহুল্য ভয়ে এবং প্রয়োগ দেখা যায় না বলিয়া নিরর্থক বোধে এই প্রবন্ধ পরিত্যক্ত হইল।

বাদ্য সমাপনান্তে বাদক প্রণামপূর্ব্বক শ্রীখোলকে স্বদেহ হইতে বিযুক্ত করিয়া যত্নের সহিত মুছিয়া রাখিবেন। অনেক বাদক বাদ্য শেষ করিয়া শ্রীখোলে পাখার বাতাস করিয়া থাকেন।

হাতে তাল ফাঁক প্রভৃতি নির্দ্দেশ করিবার নিয়ম

তাল নির্দ্দেশ করিবার সময় দক্ষিণ হস্তে তুড়ি দিতে হইবে অথবা দক্ষিণ করতল দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিতে হইবে এবং ফাঁক ও কোষী নির্দ্দেশ করিবার সময় দক্ষিণ হস্তের গ্রন্থি শিথিল করিয়া এবং করতল নিজের অভিমুখে রাখিয়া বাহু সম্মুখদিকে প্রসারিত করিতে হইবে। তবে পর পর তিনটি কোষী থাকিলে বাহু আকুঞ্চিত করিয়া দ্বিতীয় কোষী নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কাল নির্দ্দেশের সময় হস্ত ঈষৎ উত্তোলিত করিতে হইবে।

হাতুটী

[প্রতি মাত্রায় যতগুলি বর্ণ থাকিবে তাহার সবগুলিকেই সমকালব্যাপক বলিয়া ধরিতে হইবে]

১। ঝা ঘে (এ) নেরে ঘেনা ঝা ঘে (এ) নেরে
ঘেনা ঝা ঘেনা (বহুবার)

২। ধেইয়া তা ধেই ঝা ঝা ঝে না
(একবার)

৩। ঝা ঝি না ঝি না ঝা ঝে না
(বহুবার)

ক্রমে দ্রুত হইয়া
ঝাঝি নাঝি নাঝা ঝেনা
(বহুবার)

৪। ঝা গেনের গেনা ঝা গেনের গেনা ঝা গেনা
(১নং বোলের দ্রুতরূপ)
(বহুবার)

৫। ঘেনে নেরে গেনে ঝা গেনের গেনা ঝা গেনা
ঝা গেনের গেনা ঝা গেনের গেনা ঝা গেনা
(বহুবার)

অতঃপর ৫নং বোলের প্রথমার্দ্ধ ৩ বার আবৃত্তি করিয়া তৎপরে শেষার্দ্ধ একবার বাজাইতে হইবে।

অতঃপর তেহাই

তাতা খেটা গেঘে নে ঝা গুরগুর
তাতা খেটা গেঘে নে ঝা গুরগুর
তাতা খেটা গেঘে নে—ঝা

৪নং বোলের পাঠ—

দাগুর গুরদা গুরগুর দাগুর

৫নং বোলের পাঠ—

ঘেঁর গুরদা গুরগুর দাগুর
দাগুর গুরদা গুরগুর দাগুর

শেষ ঝা হইতে ফেরৎ হাতুটী আরম্ভ হইবে। কীর্ত্তনের বাদ্যে এবং গানে স্থানে স্থানে মাত্রার সমগতি রক্ষিত না হইয়া একটি মাত্রা প্লুত অর্থাৎ ত্রিগুণ সময়ব্যাপী অথবা তদপেক্ষাও দীর্ঘ হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক তালেরই সমের পূর্ব্ব মাত্রা এবং যে সমস্ত তালে জোড়া আছে তাহার জোড়ার শেষ তালের পূর্ব্বমাত্রা এবং মূর্চ্ছন বা তেহাইর শেষমাত্রা অর্থাৎ সমের পূর্ব্ব মাত্রা এইরূপ দীর্ঘ হয়। আমরা যথাসম্ভব তত্তৎ মাত্রার পর একটি — চিহ্ন দিয়া দিব। হাতুটী আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

(ক্রমশঃ)

স্বরলিপি

জৌনপুরী—ত্রিতাল

এরি ফিরত সজনকে কুঁজন,
দরশন হোতে রটত মোরে বলমা ॥
বাউর মনকো নেহি চয়্‌ন পড়তু হ্যায়্‌,
ইব্রাহিম কহু যতনে পীতম্‌সে মিলনা ॥

কথা ও সুর—অজ্ঞাত।

স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র, শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

আস্থায়ী

	০				১				+				৩				
II	-া	র্সা	ণা	র্সা	দা	পা	মা	-পা	জ্ঞা	রা	মা	-পা	দপা	-ণা	দা	পা	I
	০	এ	রি	ফি	র	ত	স	০	জ	ন	কে	০	কুঁ০	০	জ	ন	
	মা	পা	ণা	র্সা	ণর্সা	-র্রা	র্সা	র্সা	ণা	র্সা	ণর্সর্রা	র্সা	ণর্সা	ণদা	-দণা	-দপা	II
	দ	র	শ	ন	হো০	০	তে	র	ট	ত	মো০০	রে	বল	মা০	০০	০০	

অন্তরা

	+				৩				০				১				
II	মা	মা	পা	পা	দা	দা	দা	দা	র্সা	-া	র্সা	র্সা	র্রা	ণা	র্সা	-া	I
	বা	উ	র	ম	ন	কো	নে	হি	চ	য়্‌	ন	প	ড়	তু	হ্যা	য়্‌	
	দা	দা	-া	র্সা	-া	র্সা	র্সা	-র্রা	র্সর্রা	-র্জ্ঞা	র্রা	র্সা	ণর্সা	-র্রর্রা	র্সণা	দপা	I
	ই	ব্রা	০	হি	০	ম	ক	০	হু০	০	য	ত	নে০	০০	পী০	তম্‌	
	মপা	-দণা	-র্সর্রা	-র্জ্ঞর্রা	র্সর্রা	র্সণা	-দপা	-মপা	II								
	সে০	০০	০০	০০	মিল	না০	০০	০০									

তান

+ ৩ ০
১। সরা -মপা -মজ্ঞা -রমা | -পদা -মপা -দণা -দপা | র্সা

০ ১ +
২। র্জ্ঞর্জ্ঞা -র্র্সা -র্র্রা -র্সণা | -র্সর্সা -ণদা -ণণা -দপা | -মপা -দণা -র্সর্রা -র্জ্ঞর্রা |

৩ ০
-র্সণা -দপা -মজ্ঞা -রসা I র্সা

+ ৩ ০ ১ +
৩। র্সর্রা -র্সণা -দপা -মপা | -দণা -র্সর্রা -র্জ্ঞর্রা -র্সণা | -দপা -মজ্ঞা -রসা ফি | রত সজ

বোল তান

+ ৩ ০
র্জ্ঞর্রা র্সণা র্সর্রা র্জ্ঞর্রা | র্সর্রা -র্সণা দপা মপা | -দণা দণা -র্সণা ণর্সা |
দ ০ র ০ শ ০ ন ০ হো০ ০ ০ তে০ র ০ ০ ০ ট ০ ০ ০ ত ০

১ +
-র্রর্জ্ঞা র্রর্সা ণর্সা -র্রর্রা I র্সণা দপা মপা দণা | -র্সর্রা -র্জ্ঞর্রা -র্সণা -দপা |
০ ০ মো০ রে০ ০ ০ ব ০ ন ০ মা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

স্বরগ্রাম

+ ৩ ০ ১
II পা পদা মপা জ্ঞা | সরা মপা দ্ দ্ | দা দা পা ণা | ণ্ ণ্ দপা র্সা I

+ ৩ ০ ১ +
সা র্সা ণর্সা র্রর্জ্ঞা | র্রর্সা ণর্সা র্রর্রা র্সণা | দপা মপা দপা ণদা | র্সা র্সা র্সা মপা II
স ০ জ

"শ্রীগৌর শ্যাম—কালা গোরা"

জৌনপুরী—ধামার

যশোদা নন্দন বৃন্দাবন প্রাণ,
রাধাবল্লভ সুন্দর শ্যাম।
সেই শচীনন্দন নদীয়া-সুধাকর;
গৌর সুন্দর মোহন ঠাম॥

ব্রজ গোপিগণ মিলি' রচি রাস মণ্ডলী,
নাচিতে গাহিতে রাস বিহারী।
(আজ) ভক্তগণ সনে ভাব বিভোর মনে,
হাসিলে কাঁদিলে গৌর হরি।

যমুনা পুলিনে কুঞ্জ-কাননে,
তুলিতে মুরলি তান;
আজি) সুরধুনী তীরে ভাসি আঁখি নীরে,
গাহিলে হরিগুণ গান।

রাখাল বালক লয়ে কানাই বলাই হয়ে,
ধেনু চরাতে ব্রজধাম;
(এবে) নিমাই নিতাই হয়ে আচণ্ডালে প্রেম দিয়ে,
প্রচারিলে শ্রীহরি নাম॥

থা—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী।

সুর—স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্য্য চন্দ্রমোহন ঘোষ।

স্বরলিপি—কুমারী তৃপ্তিসুধা সর্ব্বাধিকারী (গৌরী)।

আস্থায়ী

	+			০		১		০			১		০		
I	সা	সা	সা	রা	মা	পা	পা	দা	-া	মা	পা	-া	পা	পা	I
	য	শো	দা	ন	ন্	দ	ন	বৃ	ন্	দা	ব	ন	প্রা	ণ	
	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	মপা	দা	মা	পা	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	রা	-া	সা	-া	I
	রা	০	ধা	ব০	ল্	ল	ভ	সু	ন্	দ	র	০	শ্যা	ম	
	পা	দা	দা	র্সা	-া	র্সা	র্সা	ণা	র্সা	ণা	দা	-া	পা	পা	I
	সেই	শ	চী	ন	ন্	দ	ন	ন	দী	য়া	সু	ধা	ক	র	
	মা	পা	জ্ঞা	মপা	দা	মা	পা	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	রা	-া	সা	-া	II
	গৌ	০	র	সু০	ন্	দ	র	মো	হ	ন	ঠা	০	০	ম	

অন্তরা ও আভোগ

+ ০ ১ ০ ১ ০

II দা দা মা | দা র্সা | র্সা র্সা | র্রা -া ণা | র্সা -া | র্সা র্সা I
য মু না | পু ০ | লি নে | কু ঞ্ জ | কা ০ | ন নে
রা খাল্ বা | ল ক | ল য়ে | কা না ই | ব লাই | দু য়ে

র্সা -া র্রা | র্সা র্রজ্ঞা | র্রা র্সা | ণা র্সা ণা | দা -া | পা -া I
তু লি তে | মু ০ ০ | র লী | তা ০ ০ | ০ ০ | ০ ন্
ধে ০ নু | চ ০ ০ | রা তে | ব্র ০ জ | ধা ০ | ০ ম্

পা র্সা র্সা | র্সা -া | র্রা র্সা | ণা র্সা ণা | দা -া | পা পা I
সু র ধু | নী ০ | তী রে | ভা সি আঁ | খি ০ | নী রে
নি মা ই | নি তাই | হ য়ে | আ চন্ ডালে | প্রে ম | দি য়ে

মা পা জ্ঞা | মপা দা | মা পা | জ্ঞা -া জ্ঞা | রা -া | সা -া I
গা হি লে | হ ০ রি | গু ণ | গা ০ ০ | ০ ০ | ০ ন
প্র ০ চা | রি ০ লে | শ্রী ০ | হ ০ রি | না ০ | ০ ম

সঞ্চারী

+ ০ ১ ০ ১ ০

II মা মা মা | পা -া | দা দা | দা পা মা | পা -া | পা পা I
ব্র জ গো | পি গণ | মি লি | র চি রা | স মন্ | ড লী

পা দা র্সা | র্সা -া | র্সা র্সা | ণা র্সা ণা | দা দা | পা -া I
না চি তে | গা ০ | হি তে | রা স বি | হা ০ | রী ০

মা পা জ্ঞা | মপা দা | মা পা | জ্ঞা -া জ্ঞা | রা -া | সা -া I
ভ ০ ক্ত | জ ০ ন | স নে | ভা ব বি | ভো র | ম নে

সা সা সা | রা মা | পা পা | দা -া মা | পা -া | পা পা II II
হা সি লে | কাঁ ০ | দি লে | গৌ ০ র | হ রি | ০ ০

স্বরলিপি

বিহাগ পাহাড়ী মিশ্র—দাদ্‌রা

ডেকে ডেকে পাইনি তোমায়
   আজ অবেলায় তাই কি এলে ;
মালঞ্চে তাই ফুল ধরেছে
   শুক্‌নো গাছের ডালে ডালে।

আঁধার কুটীর তাই কি আমার
উজল হ'ল রূপে তোমার
চরণ ধ্বনি তাই কি তোমার
   দোলা দিল নূতন তালে।

দৃষ্টি হ'তে ঘুচ্‌ল আঁধার
শিহর লাগে তাই বারে বার
লক্ষ চাঁদের জ্যোৎস্না-ধারায়
   আজি আমায় স্নান করালে ॥

কথা ও সুর—"হাসি"।   স্বরলিপি—শ্রীসজনীকান্ত ঘোষ।

	+			o											
II	পা	পা	পা	পা	র্মা	-া	I	গা	মা	মপা	গা	রগা	মপা	I.
	ডে	কে	ডে	কে	পাই	o		নি	তো	মায়	o	আo	o জ	
	মা	ল	ঞ্চে	তাই	ফুল	o		ধ	রে	ছে	o	শুo	o ক্‌	

পা	মা	মা	-া	গমগা	গরসা	I	সা	রগমা	রগা	পা	-া	-া	II
অ	বে	লা	য়	oতাo	oইo		কি	oএ o	oলে	o	o	o	
ন	গা	ছে	র্	oডাo	oলেo		o	oডাo	oলে	o	o	o	

[গমপধা নর্সা না | র্সা র্সনা ধা I ধনা ধনা -া]

II গা মা পা | না না -া I র্সা না র্সা | -া -া -া I
আঁ ধার কু | টীর তা ই কি আ মা | ০ ০ র্
দৃষ্ টি হ | তে ঘু চ্ ল আঁ ধা | ০ ০ র্

পা না না | না না র্সনা I ধপা ধা পা | -া -া -া I
উ জল হ | ল রূ পে০ ০০ তো মা | ০ ০ র্
শি হর লা | গে তা ই০ বা০ রে বা | ০ ০ র্

পা পা পা | পা ক্ষা -া I গা মা মপা | গা গা গা I
চ রণ ধ্ব | নি তাই ০ কি তো মার | ০ দো লা
ল ক্ষ চাঁ | দের জ্যোৎ ০ স্না ধা রা | য় আ জি

মা পা মা | মা গমা গরসা I সা রগা রগা | পা -া -া II
০ ০ দি | ল নূ ০ ০ত০ ন ০তা লে০ | ০ ০ ০
০ ০ আ | মায় স্না০ ০ন্০ ক ০রা লে০ | ০ ০ ০

গান

শ্রীদুলালী দেবী

দীরঘ বিরহে অন্তরে মোর
শুকাবে না প্রেম-লতিকা
তোমারি হিয়ার মূক আকুলতা
এ অধরে রবে লিখা।

মনের গগনে মূরতি আঁকিব
সে মুখের হাসি যতনে রাখিব
স্বপনের মোহে নয়নে মাখিব
তোমার রূপের শিখা॥

মধুমাস শেষে বহিলে অনল
মলিন ধূসর ঝরে ফুলদল
লভিয়া তোমার পরশ কোমল
ভরে যেন বন-বীথিকা॥

কভু যদি নাহি এ ব্যথার শেষ
ভুলিব না তবু একটি নিমেষ
মনে রবে সদা তব স্মৃতি-রেশ
(তাই) প্রেমের বিজয়-টীকা॥

স্বরলিপি

মিশ্র ভৈরবী—কাফ্‌ণা

আজি দুলাল ঝুলনে দোলে মাতায়ে গোকুল।
কানু সনে বিনোদিনী আনন্দে বিভোল॥
মাধবী তমাল গায়
মিশায়ে আপন কায়
রচিল ঝুলন দোলা হইয়া পাগল॥

অধরে মুরলী ধরি' রাধিকায় রাখি' বাঁয়ে
ঝুলিতেছে শ্যামরায় নিকুঞ্জ-কদম্ব ছায়ে ;
হাসি হাসি গোপবালা
পড়ায় কুসুম মালা—
পুলকে যমুনা আজি বহে উতরোল॥

কথা—শ্রীযামিনীমোহন শূর। স্বর—শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য।
স্বরলিপি—কুমারী রেণুকণা মজুমদার।

আস্থায়ী

II দা পা | রা মা পদা পা | সা রা গা মা I ধা ধা ধা ণা | ধা ণর্সা]
আ জি | দু লা ০ল ঝু | ল নে দো লে মা তা য়ে গো | কু ০ল্

ধা ধা ধা ধা | ধা ণা ধা ণা I মা পা ণা র্সা | ণর্সা ঋ্ণা দা পা II
কা নু স নে | বি নো দি নী আ ন ন্দে বি | ভো০ ল "আ জি"

অন্তরা

II {জ্ঞা জ্ঞা পা পা | পা পা পা ধা I ধা ণা ধা ণা | ধা ণা ণা ণা} I
মা ধ বী ত | মা ল গা য় মি শা য়ে আ | প ন কা য়

মা মা ধা ধা | ণা ধা ণা ণা I মা পা ণর্সা জ্ঞা | ঋা -া র্সণা, দপা II
র চি ল ঝু | ল ন দো লা হ ই য়া০ পা | গ ল "আ০ ০জি"

সঞ্চারী

II {জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রা জ্ঞা সা রা I রা জ্ঞা মা -া | মা গা মা মা I
অ ধ রে মু | র লী ধ রি রা ধি কা য় | রা খি বাঁ য়ে

গা গা গা গা | মা গা মা মা I সা গা মা পা | রা মা জ্ঞা রা} II
ঝু লি তে ছে | শ্যা ম রা য় নি কুঁ ঞ্জ ক | দ ম্ব ছা য়ে

আভোগ

II {মা মা মা মা | মা পা মা পা I ণা ণা দা পা | মা পমা জ্ঞা রা} I
হা সি হা সি | গো প বা লা প ড়া য় কু | সু ০ম মা লা

সা রা জ্ঞা মা | ধা ধা ণা ণা I মা ধা ধা ণা | ধণা র্সা দা পা II
পু ল কে ষ | মু না আ জি ব হে উ ত | রো০ ল 'আ জি'

স্বরলিপি

ভৈরবী—কার্ফা

কাঁহা কাহ্নাইয়া মেরে অব্
জিয়া অকুলাই বিন তুঁহারে।
অগণিত ভকতজন তুঁহু লিয়ে নিত রোত রে
বিনতি শুন বনোয়ারী, দরশ দীজে নাথ হমারে॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

আস্থায়ী

০ ১´
II {ণ্ ণ্া -্সা মমা মা | ঋা -া সা (ণা)} -া I দদা দদা পদা -পমা | পণা দপা মজ্ঞা সসা II
কাঁহা ০কা হ্নাই য়া | মে ০ রে অব্ ০ জিয়া অকু লা০ ০ই | দি০ নতু হা০ রে০

অন্তরা

০ | ১
II {মা মমা দা দণা | ণর্সা র্সর্সা র্সা র্সা I র্জ্ঞর্জ্ঞা র্জ্ঞর্জ্ঞা র্ঋা র্সা | ণদা ণর্সা র্সা -া} I
অ ০গ ণি ০ত | ভক ০ত জ ন তুঁহু লিয়ে নি ত | য়ো০ তও রে ০

র্সর্সা র্সর্সা র্সা র্সা | ধা ধণা দা পা I র্সর্সা র্সর্সা র্সর্সা র্ঋর্জ্ঞা | র্ঋর্সা র্সণা দা পা I
বিন ০তি শু ন | ব ০নো য়া রী বিন ০তি শু০ ন০ | ব০ ০নো য়া রী

পণা ণণা দপা মমা | জ্ঞজ্ঞা ঋঋা সা ণ্া II II
দর ০শ দী০ জে০ | নাথ হমা রে "অব"

তান

০ | ১
১। জ্ঞমা দণা র্সর্জ্ঞা র্ঋর্সা | ণদা পমা জ্ঞঋা সা I

০ | ১
২। র্জ্ঞর্ঋা র্সণা দণা র্সর্ঋা | র্সণা দপা মজ্ঞা ঋসা I

০ | ১
৩। ণ্সা ঋজ্ঞা মজ্ঞা ঋসা | ণ্দ্া প্ম্া প্দ্া ণ্সা I

০ | ১ | ০
৪। জ্ঞঋা সণ্া দ্ণ্া সঋা | জ্ঞঋা সণ্া সঋা জ্ঞমা I র্জ্ঞর্ঋা র্সণা দপা মপা |

১
র্সণা দপা মজ্ঞা ঋসা I

মাথুর বিরহ *

রচনা—প্রাচীন বৈষ্ণব কবি শশিশেখর। স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস।

১। অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা।
(ভাল লাগেনা গো, আমার ভাল লাগেনা গো, কৃষ্ণের বিরহেতে প্রাণ জ্বলে যায়, ভাল লাগেনা গো) মন্দ মন্দ বহনা।
হরি বৈমুখী হামারি অঙ্গ মদনানলে দহনা ॥
(প্রাণ আর বাঁচে না গো, আমার প্রাণ আর বাঁচেনা গো, আমি মলাম কৃষ্ণের বিরহেতে প্রাণ আর বাঁচেনা গো) মদনানলে দহনা ॥

২। কোকিলাগণ কুহু কুহু স্বরে ঝঙ্কারে অলি কুসুমে।
(গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ স্বরে, ঝঙ্কারে গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ স্বরে, এক ফুলে যুগল হ'য়ে ঝঙ্কারে গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ স্বরে) ঝঙ্কারে অলি কুসুমে।
হরি লালসে তনু তেজব পায়ব আন জনমে ॥
(আন জনমে পাব, এবার মলে আন জনমে পাব, এ জনমে পেলাম না—আন জনমে পাব) পায়ব আন জনমে ॥

৩। সব সঙ্গিনী ঘেরি বৈঠত গায়ত হরি নামে।
(একবার নাম শুনা গো, একবার কৃষ্ণ নাম শুনা গো, কৃষ্ণ নামের সহিত প্রাণ যাক্—কৃষ্ণ নাম শুনাগো) গায়ত হরি নামে।
যৈখনে শুনি তৈখনে উঠি নব রাগিণী গানে ॥
(গান শুন্‌তে শুন্‌তে, কৃষ্ণ গুণগান শুন্‌তে শুন্‌তে, কৃষ্ণ অনুরাগিণী ধনি কৃষ্ণ গুণগান শুন্‌তে শুন্‌তে) নব রাগিণী গানে ॥

৪। ললিতা কোরে করি বৈঠল বিশাখা ধরে আঁটিয়া।
(কি হ'ল কি হ'ল বলে, রাধার কি হ'ল কি হ'ল বলে, এই যে কথা কইতেছিল, কি হ'ল কি হ'ল বলে) বিশাখা ধরে আঁটিয়া।
শশিশেখর কহত ধনি যায়ত জীউ ফাটিয়া ॥
(দশা দেখে, রাধার দশা দেখে, মুখ দেখে বুক ফেটে যায় রাধার দশা দেখে) যায়ত জীউ ফাটিয়া ॥

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

II -া মা মা | মা -া পা | পা মা ধা | পা -া মা I
o অ তি | শী o ত | ল ম ল | য়া o নি

গা -া -া | মা পা পা | পা -া পা | পা ধা না I
ল o o | ম o ন্দ | ম o ন্দ | ব হ না

র্সা না ধা | পা -া -া }
o o o | o o o

ধুয়া :— { -া মা মা | মা -া পা | পা সা সা | সা রা রা I
o অ তি | শী o ত | ল ম ল | য়া বৃ বা

রা রা গা | মা পা ধা | পা মা গা } | { -া মা মা I
তাস্ ভা ল | লা গে o | না গো o | o অ তি

মা -া পা | পা র্সা র্সা | না র্রা র্সা | ণা ধা পা
শী o ত | ল কু ঞ্জের্ | বি র হে | তে প্রা ণ্

মা গা রা | -া সা সা | সা রা রা | রা রা গা I
জ্ব লে যায় | o ম ল | য়া বৃ বা | তাস্ ভা ল

মা পা ধা | পা মা গা } |
লা গে o | না গো o |

{ -া মা মা | মা -া পা | পা মা ধা | পা -া মা I
০ অ তি | শী ০ ত | ল ম ল | য়া ০ নি

গা -া -া | মা পা পা | পা -া পা | পা ধা ণা I
ল ০ ০ | ম ০ ন্দ | ম ০ ন্দ | ব হ না

র্সা না ধা | পা -া -া }
০ ০ ০ | ০ ০ ০

আখর :— -া -া -া | -া পা পা | পা -া ধা | না ধা পা I
০ ০ ০ | ০ ভা ল | লা ০ গে | না গো ০

{ মা -া পা | পা পা ধা | পা -া ধা | (না ধা -া) } I
আ ০ মা | র্ ভা ল | লা ০ গে | না গো ০

{ (না ধা ধা) | ধা র্সা র্সা | র্সা না ধা | ধা না না I
না কৃ ষ্ণের্ | বি র হে | তে ০ ০ | প্রা ণ জ্ব

ধা না ধা | মা -া পা | পা পা ধা | পা -া ধা } I
লে যা য় | আ ০ মা | র ভা ল | লা ০ গে

না ধা -া | মা পা পা | পা -া পা | পা ধা না I
না গো ০ | ম ০ ন্দ | ম ০ ন্দ | ব হ না

র্সা না ধা | পা -া -া II
০ ০ ০ | ০ ০ ০

{ পা ধা র্সা | -া র্সা র্সা | না র্সা না | ধা না ধা I
হ রি বৈ | ০ মু খী | হা মা রি | অ ০ জ

পা ধা পা | -া পা পা | পা ধা না | র্সা না ধা } I
ম দ না | ০ ন লে | দ হ না | ০ ০ ০

াথর :— পা -া -া | -া -া -া | -া পা পা | পা -া ধা I
০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ প্রাণ আর্ | বাঁ ০ চে

না ধা -া | -া -া -া | { মা -া পা | পা পা পা I
না গো ০ | ০ ০ ০ | আ ০ মা | র্ প্রাণ আর্

পা -া ধা | (না ধা -া) } | { (না ধা ধা) | ধা ধা র্সা I
বাঁ ০ চে | না গো ০ | না আ মি | ম লা ম্

র্সা -া র্সনা | ধা ধা না | ধা পা পা | পা -া ধা } I
কৃ ০ ষ্ণের্ | বি র হে | তে প্রাণ আর | বাঁ ০ চে

না ধা -া | পা ধা পা | -া পা পা | পা ধা না I
না গো ০ | ম দ না | ০ ন লে | দ হ না

র্সা না ধা | পা -া -া | -া -া -া II
০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ অপরাপর কলিগুলির সুর ১ম কলির অনুরূপ।

হারমোনিয়মের স্কেল :—স্ত্রী কণ্ঠে মুদারায় সি-সার্প (কোমল রে) কিম্বা ডি-সার্প (কোমল গা), পুরুষ কণ্ঠে—দারায় এফ্ সার্প (কড়ি মা) কিম্বা জি-সার্প (কোমল ধা)।

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

বাগেশ্রী—একতালা

রচনা ও স্বরলিপি—সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীবিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

আস্থায়ী

```
        ১               ২´                    ৩                 ০
II  { সা  র্সা   -া | ণা    ধা     মা | পধা    মা    মগা | জ্ঞা   রা   সসা }  II
      ডা  ডা    র্   ডা    ডা     রা   ডারা    ডা    ডারা   ডা    রা   ডারা
```

অন্তরা

```
          ০            ১              ২´                       ৩
মা  -া  II ধা   -া   ণা | -া  র্সা  র্সর্রা | র্সর্মা  জ্ঞর্রা  র্সা | -া   ণণা   ধা   I
ডা  র্     ডা   র্   ডা   র্   ডা   ডারা    ডারা     ডারা    ডা   র্   ডারা  ডা

 ০
মজ্ঞা  রজ্ঞা  রসা |
ডারা   ডারা   ডারা
```

তোড়া

```
                  ৩                  ০
১।  র্সণা   ধমা | ধণা   র্সা   র্সণা | ধমা   জ্ঞরা   সসা  I
    ডারা   ডারা   ডারা   ডা    ডারা   ডারা   ডারা   ডারা
```

২। সর্সা জ্ঞর্রা | ৩ সর্সা জ্ঞর্রা সর্ণা | ০ ধমা জ্ঞরা সসা I
ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা

৩। র্জ্ঞা সর্রা | ৩ ণসা ধণা মধা | ০ ণধা মজ্ঞা রসা I
ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা

৪। ১ মধা ণসা মধা | ২´ ণসা মজ্ঞা রসা | ৩ সর্রা সর্ণা ধমা | ০ পধা মজ্ঞা র্সা I
ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা

৫। ১ ণধা সণা রসা | ২´ জ্ঞরা মজ্ঞা ধমা | ৩ ণধা সর্ণা ধমা | ০ পধা মজ্ঞা রসা I
ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা

৬। ৩ সর্সঃ জ্ঞঃ র্সর্ণধা মজ্ঞরসা | ০ সর্সঃ জ্ঞঃ র্সর্ণধা মজ্ঞরসা |
ডাড্রা ডা ডারা ডারা ডারা ডারা ডাড্রা ডা ডারা ডারা ডারা ডারা

১ সর্সঃ জ্ঞঃ র্সর্ণধা মজ্ঞরসা | ২´ ণা
ডাড্রা ডা ডারা ডারা ডারা ডারা ডা

৭। ৩ মধা ণসা ধণা | ০ সা সা মধা | ১ ণসা ধণা সা | ২´ সা ধণা সা I
ডারা ডারা ডারা ডা ডা ডারা ডারা ডারা ডা ডা ডারা ডা

৩ ধণা সা মধা | ০ ণধা মজ্ঞা রসা |
ডারা ডা ডারা ডারা ডারা ডারা

আস্থায়ীর বাঁট

১ ২´ ৩
স́স́স́সা́ স́সা́ স́স́র́রা́ | ণণা ধধধধা মমা | পপধধা মমা মমমমা |
ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারাডারা

০
জ্ঞজ্ঞা ররররা সসা I
ডারা ডারা ডারা ডারা

অন্তরার বাঁট

০ ১
মমমমা মমা | ধধধধা ধধা ণণণণা | ণণা স́স́স́সা́ স́রা́ |
ডারাডারা ডারা ডারাডারা ডারা ডারাডারা ডারা ডারাডারা ডারা

২´ ৩ ০
স́স́ম́মা́ জ্ঞ́রা́ স́স́স́সা́ | স́সা́ ণণণণা ধধা I মমজ্ঞজ্ঞা রজ্ঞা ররসসা |
ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারাডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারাডারা

গান

শ্রীসুধীরঞ্জন গুহ

কুটীর কোণে প্রদীপ জেলে
একলা জেগে র'ব ;
জীবন ভরি ব্যথার জ্বালা
স্তব্ধ হয়ে স'ব।

তবু প্রিয়া তোমার তরে
কাঁদ্‌বো না আর বেদন ভরে,
বিচ্ছেদ ব্যথার তীব্র দহন
বক্ষ পেতে ল'ব।

হঠাৎ যদি প্রদীপখানি
নেভে বায়ুর বেগে
ক্ষণিক তরে প্রাণের কোণে
উঠ্‌বে ব্যথা জেগে।

তবু প্রিয়া জীবন ভরি'
নয়ন তারায় রাখ্‌বো ধরি'
বিচ্ছেদ ব্যথার অন্তরালে
মিলন প্রদীপ তব।

স্বরলিপি

পিলু গারা মিশ্র—দাদ্‌রা

তব স্মরণ রেখা এ প্রাণে
ভাসে মঞ্জরী সম
মনোবনে মম
গন্ধে, বরণে, গানে ॥

তব হারানো মূরতিখানি
আনে কল্পনা নব
ধেয়ানেতে সব
ছন্দে নবীন বাণী ॥

কোন্ অজানা সুঅভিমানে
গাহ মর্ম্মর গীতি
বিরহেতে নিতি
দ্বন্দ্বে, আপন প্রাণে
ওগো আমারি স্মৃতি বিমানে ॥

কথা ও সুর—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য। স্বরলিপি—কুমারী রেখা চট্টোপাধ্যায়।

{(সরা সণ্া) II সা মা মা | জ্ঞা -রা জ্ঞা I রা -া সা | -া সা ণ্া I
ত ১ ব ০ স্ম র ণ | রে খা এ প্রা ০ ণে | ০ ভা ষে

সা -গা মা | গমপা পা পা I ণা ণা ধপা | পধপমা গা মা I
ম ০ ঞ্জ | রী০ ০ স ম ম নো ব ০ | নে০ ০ ০ ম ম

পা -র্সা ণা | ধপা পধা পধপমা I গা মা -জ্ঞা | -রা -সা -া } II
গ ০ ন্ধে | ব ০ র ০ ণে০ ০ ০ গা নে ০ | ০ ০ ০

{(পা না II ণা ণা ণা | ধা পা মা I রমা -পধা -পা | পধা (র্সরা র্সনা)} I

ভ ব হা রা নো | মূ র তি থা০ ০ ০ ০ | নি০ ০ ০ হা০

পা পা I দা -া দা | দা দা দা I পা ণা দা | পা দা পমা I

আ নে ক ০ ল্প | না ন ব ধে য়া নে | তে স ব০

মা পা মা | গা গা সা I গা মা -া | -া মা গা I

ছ ০ ন্দে | ন বী ন বা ণী ০ | ০ ও গো

গমা -পণা -ণা | পমা মপা মপা I জ্ঞা -রা -জ্ঞা | সা -া মা II

ছ০ ০০ ন্দে | ন০ বী০ ন০ বা ০ ০ | ণী ০ কোন্

II মা পা ণপা | না না নর্সা I র্সা -না র্সা | -া র্সা র্রা I

অ জা না০ | সু অ ভি০ স ০ নে | ০ গা হ

র্সা -ণা ণা | ণা ণা ণা I ধা র্সা ণা | ধা পা পা I

ম ০ র্ম্ম | র গী তি বি র হে | তে নি তি

পা -ধা পা | মা গা সা I গা মা -া | -া গা মা I

ছ ০ ন্দে | আ প ন প্রা ণে ০ | ০ ও গো

পা ণা -দা | পা মা পা I জ্ঞা -রা -জ্ঞা | সা ধা না II II

আ মা রি | স্ম তি বি মা ০ ০ | নে :ত ব

স্বরলিপি

মিশ্র দেশ খাম্বাজ—একতালা (জলদ্)

নিদ্‌হারা-তারা জেগে রয় নভে
ঘরে জাগে মোর আঁখি।
বকুলের ডালে একা বসে ডাকে
হারা-জনে কোন্ পাখী।

ক্লান্ত রজনী নিঝুম্ ঘুমায়,
সুরভি বিলায় শ্রান্ত হেনায়,
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে মর্ম্মরি' ওই
যৌবন-তরু-শাখী।

স্মৃতি জাগানিয়া ফুলবাস ভাসে
নিথর নিশীথ বুকে,
নয়ন আমার ঘুমহারা আজ
অতীতের স্মৃতি দুখে।

সেই মধুমাস এসেছে আবার
মদির স্বপন নয়নে সবার ;
মোর মন-তরু রিক্ত শুধুই
ফুলে ভরা আর শাখী॥

কথা ও সুর—শ্রীনিতাই ঘটক

স্বরলিপি—শ্রীবীথি মুখার্জ্জী

	০			১			+			৩			
II	না	-না	না	র্সা	নর্সা	নর্সা	পা	নর্সর্রা	র্সণধা	-পধা	মগা	-রা	I
	নি	দ্	হা	রা	তা০	রা০	জে	গে০০	রয়	০০	ন০	ভে	
	রা	রণা	ণা	ধা	পা	-পধা	মপা	-মপধপা	মগা	-রা	-া	-া	I
	ঘ	রে০	জা	গে	মো	০র্	আঁ০	০০০০	খি০	০	০	০	
	রা	রসা	রা	-জ্ঞা	রা	সরা	ধ্া	ণ্া	রা	মজ্ঞা	রা	সা	I
	ব	কু০	লে	র্	ডা	লে০	এ	কা	ব	সে	ডা	কে	
	রা	গা	মা	পা	পা	-পা	গমা	-পা	-গমা	-রজ্ঞা	-রসা	ন্সা	II
	হা	রা	জ	নে	কো	ন্	পা০	০	০০	০০	০০	খী০	

II মগা -মা মা | -ণা ধা ধা | -না র্সা -র্সা | না র্সা -া I

ক্লা ন্ ত র জ নী নি ঝু ম্ | ঘু মা য়্

পা নর্সর্রা র্সণা | ণা ধা -া ¦ রগা -পা ধা | ধা র্সণা ণধপা I

স্ ব০০ ভি | বি লা য়্ ¦ শ্রা০ ন্ ত | হে না ০য়্

পা পা পধা ¦ মপধা মপা গা ¦ গা -মা পা | ধা না র্সা I

ক্ ষ ণে ক্ষ০ ¦ ণে০০ ও০ ঠে ¦ ম র্ ম | রি ও ই

পনা র্সর্রা র্সণা | ধা পা ধা | মপা -ধপা মগা | -রা -া -া I

য০ ০উ ব | ন ত রু | শা০ ০০ খী০ ০ ০ ০

বকুলের ডালে ইত্যাদি ॥

II সা সরা সা ¦ ণ্সা ণ্া ধ্ণ্া | ধ্া ণ্া সা ¦ সা সা সা I

স্ম তি০ জা ¦ গা০ নি য়া০ | ফু ল বা ¦ স ভা সে

রা গা মা ¦ পা -রা গা | রা সা -া | -া -া -া I

নি থ র ¦ নি শী থ ¦ বু কে ০ | ০ ০ ০

সা রা মা ¦ মপা মপা -া | রমা -পধা মা | -গা রা -া I

ন য় ন | আ০ মা০ র্ | ঘু০ ০র্ হা রা আ জ

রা রসা রা | মজ্ঞা রা রজ্ঞা ¦ সরা সা -া | -া -া -া I

অ তী০ তে | স্ম তি০ ¦ ছু০ খে ০ | ০ ০ ০

সমা	মা	মা	ণধা	ধা	-ধনা	না	র্সা	র্সা	নর্সা	নর্সা	-া	I
সে	ই	ম	ধু০	মা	০স্	এ	সে	ছে	আ০	বা০	র্	
পা	নর্সা	র্রা	-ণা	ধা	-া	রা	গা	পা	ধা	ধণা	-ধপা	I
ম	দি০	র	স্ব	প	ন্	প	রা	ণে	স	বা০	০র্	
পা	ধা	পা	-মধপা	মা	গমা	পা	-ধা	না	নর্সা	নর্সা	-া	I
মো	র	ম	ন০০	ত	রু০	রি	ক্	ত	শু০	ধুই	০	
পা	নর্সর্রা	র্সণা	-ধা	পা	ধা	মপা	-মধপা	মগা	-রা	-া	-া	I
ফু	লে০০	ভ	রা	আ	র	শা০	০০০	খী০	০	০	০	

বকুলের ডালে ইত্যাদি ॥

গান

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি-এ

সন্ধ্যাতারা, ওগো সন্ধ্যাতারা,
কাহার লাগি সজাগ আঁখি
নীল গগনে পলকহারা ?

সন্ধ্যারাণীর আঁচল ছায়ায়
ঢাকছে ধরা আঁধার মায়ায়,
কাঁপন লাগা আলোর শিখায়
চাও শুনিতে কাহার সাড়া ?

স্মরি' সে কোন্ ঘরের মায়া
মাটীর বুকের শ্যামল ছায়া,
সাঁঝের কোলে তোমায় চাহি'
চোখের মণি নিমেষ হারা।

মৃদঙ্গাচার্য্য ৺দীননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটী বোল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকানাইলাল হাজরা

তালের পরেই "লয়" শব্দের কথা উত্থাপিত হয়। সময়ের অবিচ্ছিন্ন গতির নাম লয়। লয় চারি প্রকার—দ্রুত, বিলম্বিত, মধ্য ও আড়ি। ঐ সময়ের নির্ধার্য্য করিয়া মাত্রার সৃজন হইয়াছে। পরে ঐ মাত্রা নানা ছন্দ অনুযায়িক বিভাগ হইয়া আঘাত ও অনাঘাত অঙ্ক বসাইয়া নানা প্রকার তাল, লয়, মান বা প্রক্রমণিকার সৃষ্টি হইয়াছে। যথা :—

বরাবর লয় বা রেলা লয়—অর্থাৎ সকল স্থানের পরিমাণ সমান যাহাতে এক কিংবা দুই কি চারি কিংবা আট ইত্যাদি মাত্রা সমভাবে আছে তাহাকে বরাবর লয় কহে।

আড়ি লয়—যাহাতে ৩ কিংবা ৬ এইরূপ মাত্রা দেখা যায় তাহাকে আড়ি লয় কহে। ইহার প্রতি মাত্রায় প্রায়ই ৩টী করিয়া অক্ষর বসান থাকে।

দেড়ি লয়—৩ মাত্রাকে ২ মাত্রা বা ৬ মাত্রাকে ৪ মাত্রা করাকে দেড়ি লয় কহে।

শোইয়ে লয়—যাহাতে আড়াই কি ৫ কিংবা ১০ মাত্রা ব্যবহার হয়, তাহাকে শোইয়ে লয় কহে। ইহার প্রথমে দুইটী পরে তিনটী এইপ্রকার অক্ষর বসান থাকে।

কুআড়ি লয়—যাহাতে রেলা ও আড়ি এই উভয় লয় মিশ্রিত, তাহাকে কুআড়ি লয় কহে।

ঠাচুনি লয়—যাহাতে কোন স্থানে একগুণ কোন স্থানে দ্বিগুণ বা কোন স্থানে চতুর্গুণ অক্ষর সাজান আছে। ইহার কোন স্থানে এক মাত্রার কালের মধ্যে একটী কিংবা দুইটী এবং কোন স্থানে ঐ এক মাত্রা সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক অক্ষর সন্নিবেশিত আছে। সমান মাত্রায় বিলম্বিত ও দ্রুতলয় রাখিয়া ঠাচুনি বোলের সৃষ্টি হয়।

মাত্রা—এক হইতে দুই উচ্চারণ কিংবা অ হইতে আ উচ্চারণ করিতে যে সময় তাহাকে মাত্রা কহে। ঘড়ির শব্দের ন্যায় মাত্রা সমভাবে অভ্যাস করা উচিত। পেণ্ডুলমের জোর শব্দ ১ মাত্রা ও হ্রস্ব শব্দ অর্দ্ধ মাত্রা। মাত্রা পাঁচ প্রকার—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, অর্দ্ধ ও অণু।

চিহ্ন—(।) এইরূপ দণ্ড চিহ্নকে কাল নিরূপক মাত্রা চিহ্ন কহে। যদ্যপি কোন স্থানে একত্রে দুইটী দণ্ড চিহ্ন থাকে তাহা হইলে সেস্থানে দুই মাত্রাকাল লইতে হইবে। মাত্রা শব্দের উপরে থাকে।

(৺) এইরূপ অর্দ্ধচন্দ্র অর্দ্ধমাত্রা কালের চিহ্ন। (×) (ঢেরা) ইহা সিকি বা অণু মাত্রার চিহ্ন। (১) প্রথম তালের চিহ্ন। (২) দ্বিতীয় তাল বা তৎপরিবর্ত্তে। (+) এইরূপ পতঙ্গ চিহ্ন সম কহে। (৩) তৃতীয় তালের চিহ্ন। (০) ইহা ফাঁকের চিহ্ন। (ˊ) রেফ্ এই চিহ্নকে যতি কহে, উহা যে শব্দের উপরে থাকিবে তাহা তাল ও মাত্রার ছন্দোনুরূপ বিশ্রাম দ্বারা লয় প্রকাশ করা মাত্র। যথা :—

ধা—র্আ, তা—র্আ, ঘেড়া—র্আন ইত্যাদি।

অপ্রচলিত তালের ও অল্প প্রচলিত তালের বোলগুলি প্রচলনের নিমিত্ত প্রথম প্রকাশ করিলাম। আগামী মাসে প্রচলিত বোলগুলি টীকা সমেত বাহির করিবার ইচ্ছা রহিল।

বীরপঞ্চ তাল

বীরপঞ্চ আট মাত্রার তাল। ইহাতে পাঁচটী আঘাত ও তিনটী ফাঁক।

ঠেকা—

\+ ০ ১ ০ ১
ধা ধা তেটে তেটে ধুমাকেটে নাগদেৎ গদিন্

০ ১ ১
তাগে ধাগে তেটেকতা গদিঘেনে।

পরম—

\+ ০ ১ ০
ধাগে তেটে কেটেতাগ্ ধেনেনাগ ধেনেনাগ্

১ ০ ১ ১ +
দেটেৎতা কেটেতাক্ তেটেকতা গদিঘেনে | ধা

মোহন তাল

মোহন তাল আট মাত্রার, ইহাতে সাতটী আঘাত ও পাঁচটী ফাঁক।

ঠেকা—

\+ ১ ০ ১ ০ ১ ০ ১ ১ ০
ধা দেৎ ধা ধা কেটে তাক্ ধুমা কেটে তাকা থুন

১ ০
তেরে কেটে।

পরম—

\+ ১ ০ ১ ০ ১
ধা ধা দেন্‌তা কেটেতাক্ দেৎতা থুন্‌থুন্ ধাগেনাগ্

০ ১ ১ ০
তেটেতেটে ধুমাকেটে তাগেদেৎ তাগেতেটে

১ ০ +
কেটেতাগ্ গদিঘেনে | ধা

রূপক তাল

ইহা সাত মাত্রার তাল, ইহাতে দুইটী দীর্ঘ মাত্রার তাল বা আঘাত এবং তিনটী লঘু মাত্রার শূন্য।

\+
যথা—০ ০ ০ ১ । ১ । প্রথম শূন্য মাত্রাটী সম।
। । । । । । ।

ঠেকা—

\+
০ ০ ০ ১ । ১ ।
ধা ধিন তা তেটে কতা গদিঘেনে।

পরম—

\+
০ ০ ০ ১
ত্রেগে তেটে ঘেনেনাগ্ দিগনাগ্ তেটেতেটে

\+
। ১ । ০ ০
কেটেতাগ্ তাগেতেটে গদিঘেনে ধা দিন্‌তা ধা

০ ১ । ১ । +
দিন্‌তা গদিঘেনে ধা গদিঘেনে ধা গদিঘেনে | ধা

পটতাল

পটতাল দুইটী দীর্ঘ মাত্রার তাল, ইহাতে একটী আঘাত ও একটী শূন্য।

ঠেকা—

\+ ০
১। ধা ধা দেন্‌তা তেটেকতা গদিঘেনে।

\+ ০
২। ধা দেৎ ধাধা ধেটে তেটে গদিঘেনে।

পরম—

\+ ০
ধা ঘেঘে ধা ঘেঘে তেটে কেটেতাগ্ তাগ তাকে

১ ০
তেটে কতা ঘেঘে তেটেকতা তাক ত্রান্ ধা

\+
তেটেকতা গদিঘেনে | ধা

খাম্‌গা

খাম্‌গা আট মাত্রার তাল, ইহাতে পাঁচটী আঘাত ও তিনটী ফাঁক।

\+ ০ ১ ১ ০

ধা ঘেড়ে নাক্‌দি ঘেড়েনাক্‌ গদ্দি ঘেড়ে নাগ্‌

১ ১ ০

ঘেড়েনাগ্‌ গদ্দি ঘেড়েনাগ্‌।

\+ ০ ১ ১

ধাগেতেটে তাগেতেটে ঘেঘেতেটে কেটেতাগ

০ ১ ১

তাগেতেটে কৎ ত্রেকেটেতাগ্‌ তাগেতেটে

০

গদিঘেনে | ধা

রাসতাল

রাসতাল ত্রয়োদশ মাত্রার তাল। ইহাতে আটটী আঘাত ও পাঁচটী ফাঁক।

ঠেকা—

\+ ০ ১ ১ ১

ধাকেটে তাকা থুন্‌ ধা ঘেনে নাগ্‌ ধেধে ঘেনে নাগ

০ ১ ০ ১ ১ ০

থুন্‌ কৎতেটে তাকা থুন্‌ তাগেদিগ নাগ্‌তেটে কেটে

১ ০

তাক্‌ তেটেকতা গদিঘেনে | ধা

পরম—

\+ ০ ১ ১ ১

ধা তেটে তা তেটে তেটে তাগ্‌ দিগনাগ তেটেঘেনে

০ ১ ০ ১

নাগ্‌ ধেৎতা কতান্থ তেটে তেটে কতা

১ ০ ১

কতা কতা কেড়ান্‌ ধা কতা কেড়ান্‌ ধা

০ +

কতা কেড়ান। ধা

সাত্তিতাল

সাত্তি দশ মাত্রার তাল, ইহাতে সাতটী আঘাত ও তিনটী ফাঁক।

ঠেকা—

\+ ০ ১ ১ ০ ১

ধা দেৎ থুন্না কেটে তাগ ধাগে দেত্তা কতেটে

১ ১ ১ ০

তা তেটে তেটে ধুমা কেটে কেটেতাকা গদিঘেনে।

পরম—

\+ ০ ১ ১ ০

তেটেতেটে ধুমাকেটে গদিঘেনে নাগ দেৎ তাগেন্না

১ ১ ১

ঘেন তেরেকেটে তাগ্‌ তাগ্‌তেরে কেটেতাগ্‌

১

তাগ দিগ্‌ তাক্‌ তেরেকেটে তাক তেরেকেটে

০

তাগ্‌ তেরেকেটে তাক্‌ | ধা

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

মিশ্র মল্লার—দাদ্‌রা

আজি আষাঢ়ের সন্ধ্যায় যদি এলে,
তুমি জাগো হে বন্ধু বন্ধ্যার বুকে
সজল নয়ন মেলে।

কুঁড়ির কামনা ভরা এ আঁচল
মুছে দাও জলে বিরহ কাজল,
এস ফুল হয়ে ফোটা হিরণ-হিয়ার
ভরসায় কাঁটা ঠেলে।

ময়ুর মনের আড়ালে যে মন কাঁদে
ময়ুরী বহিছে তারি অভিশাপ
দেবতার পরমাদে ;

আমি ত চাহিনি আলোকের ডোর
আঁধার আমারে করিয়াছে ভোর,
এযে মরণের নেশা বন্ধু আমার
উজাড়ি আপনা ঢেলে।

কথা—শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

```
           +            0               +              0
পা সা II  সা  রা  মা  : -পা  -া  -না I না  -না  র্সা : -া  -া  -া  I
আ  জি     আ   ষা  ঢ়ে  : র্   ০   ০    স   ন্   ধ্যা  : ০   ০   য়্

নর্সা  নর্সা  -র্রা | ণা‿-পা  -া I মা  পা  পা | মপা  ণা‿-পা  I
য০    দি০    ০    | এ   লে  (তুমি) জা  গো  হে | ব০   ন্ধু  ০

মা  জ্ঞা‿-রা | -রা  রা  সা I রা  রপা  -পা : মা  গা  রগা  I
ব   ন্ধ্যা  ০  | র্   বু  কে   স   জ০   ল্  : ন   য়   ন০

সা  -রা  -গা | সা ( সা  সা ) II
মে   ০    ০  | লে   আ   জি
```

II { মা মা মা | ণা ধা না I না না র্সা | না না র্সা I

কুঁ ড়ি র | কা ম না ভ রা এ | আ চ ল

আ মি তো | চা হি নি আ লো কে | র ভো র

র্রা র্পা র্পা | র্পা র্মা র্মর্গর্রা I র্রা র্গা র্সর্রর্গা | র্রা র্সা -র্সা } I

মু ছে দা | ও জ লে০০ বি র হ০০ | কা জ ল্

আঁ ধা র | আ মা রে০০ ক রি ০০০ | য়াছে ভো র্

সা সা I না র্সা ণা | পা পা পা I মপা মপা -ণা | পা জ্ঞা -সা I

এ স ফু ল হ | য়ে ফো টা হির ণ০ ০ | হি য়া র

এ যে ম র ণে | র নে শা ব০ ০০ ন্ধু | আ মা র

রা পা পা | মা গা রগা I সা -রা -গা | সা (সা সা) II

ভ র সা | য় কাঁ টা০ ঠে ০ ০ | লে এ স

উ জা ড়ি | আ প না ঢে ০ ০ | লে এ যে

II { সা সা সা | ন্সা ধ্া ণ্া I প্া ম্া -প্া | -সা -া -া I

ম য় র | ম০ নে র আ ড়া ০ | লে ০ ০

রা সণ্া -দা | সা -া সা I সা সা রা | রা রা রা I

যে ম০ ন | কাঁ ০ দে ম য়ূ রী | ব হি ছে

রা পা পা | পমা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা মা পা | -া দ্া ণ্া I

তা রি অ | ভি০ শা প দে ব তা | র প র

ণ্া -ণ্া -সা | সা -া -া } II II

মা ০ ০ | দে ০ ০

স্বরলিপি

বাগীশ্বরী—ত্রিতাল

বাঁসুরী সুর গই মোরে লঙ্গরওয়া।
করকি কালাই ডোলন লাগি নিডরওয়া॥
সদারঙ্গিলে মহম্মদ শা,
নিপট চতুর বলিহারি তুম্‌হারী
মিনতি করত কর হার গইলওয়া॥

রচনা—অজ্ঞাত। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

আস্থায়ী

	০				১				২				৩				
II	সা	র্সা	র্সা	ণা	ণা	-ধা	মা	ধা	ণা	-ণা	ধা	মা	জ্ঞা	রা	সা	সা	
	বা	সু	রি	মু	র	০	গ	ই	মো	০	রে	ল	ঙ্গ	র	ও	য়া	
	সা	ণ্‌া	ধ্‌া	ণ্‌া	সা	মা	ধপা	ধা	ণা	-ণা	ধা	মা	জ্ঞা	রা	সা	সা	II
	ক	র	কি	কা	লা	ই	ডো০	লন	লা	০	গি	নি	ড	র	ও	য়া	

অন্তরা

	০				১				২				৩				
II	মা	ণা	-ধা	ণা	র্সা	-র্সা	র্সা	-র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	-র্সা	-র্সা	-র্সা	I
	স	দা	০	র	ঙ্গি	০	লে	০	ম	হ	ম্ম	দ	শা	০	০	০	
	র্সা	র্সা	র্সা	র্মা	র্জ্ঞা	র্রা	র্সা	র্রা	ণা	-ণা	ধা	মা	-জ্ঞা	-রা	সা	-সা	I
	নি	প	ট	চ	তু	র	ব	লি	হা	০	রি	তু	ম্‌হা	০	রী	০	
	সা	ণ্‌া	ধ্‌া	ণ্‌া	সা	মা	ধপা	ধা	ণা	-ণা	ধা	মা	জ্ঞা	-রা	সা	সা	II
	মি	ন	তি	ক	র	ত	ক০	র	হা	০	র	গই	ল	০	ও	য়া	

তান—

২ ৩
১। র্সা ণধা মধা ণর্সা | ণধা পমা জ্ঞরা সা I

২ ৩
২। মধা ণর্সা র্মজ্ঞা র্রর্সা | ণধা পমা জ্ঞরা সা I

০ ১
৩। র্সা ধণা র্সর্মা র্জ্ঞর্রা | র্সণা ধপা মজ্ঞা রসা |

০ ১ ২
৪। মজ্ঞা রসা ধ্ণ্া সমা | জ্ঞরা সা মধা ণর্সা | র্মজ্ঞা র্রর্সা ণধা পমা |

৩
জ্ঞরা সা ধ্ণ্া সা I

০ ১ ২
৫। র্জ্ঞর্জ্ঞা র্রর্সা র্রর্রা র্সণা | র্সর্সা ণধা ণণা ধমা | মধা ণর্সা র্রর্জ্ঞা র্রর্সা |

৩
ণধা পমা জ্ঞরা সা I

গান

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

আজি বাদল বেলার অরুণ-আলো
কোন্ কথাটী জানায় মোরে
ঘুচিয়ে মনের নিকষ কালো।

আকাশ ধরা মঞ্জু হাসি'
অসীম প্রেমে উঠ্‌ল ভাসি',
স্বপন মায়ায় কে যেন রে
নূতন করে বাস্‌লে ভালো।

বেদন গীতির করুণ সুরে
উদাসী মন গগন পারে
বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।

মিলন লাগি হৃদয় মম
মৌন ব্যথায় বিধুরতম,
শ্রান্ত বুকে শান্তিধারা
বন্ধু আমার ঢালো ঢালো।

প্রথম শিক্ষার্থীর গান

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীবিমলকুমার রায়

দেবগিরির যে স্বরলিপি দিয়াছি তাহাতে আছে শুধু গান ও দু'একটী ছোট তান ; কিন্তু গান কেবলমাত্র সুরের কাঠামো আর তানের উপর নির্ভর করে না—ইহার সৌন্দর্য্য ও মিষ্টত্ব নির্ভর করে কথিত রাগিণীর সুষ্ঠু বিস্তার ও সূক্ষ্ম কার্য্যের উপর। হোরী, খেয়াল, ঠুংরী, যাহাই গান না কেন, এই বিস্তারেই তাহাদের কলাকুশলতার পরিচয় ; আ আ, ই ই করিয়া যে তান লওয়া হয়, তাহা হইতেছে একেবারে বাহিরের বস্তু। যাহা হউক তানের কথা লইয়া পরে আলোচনা করা যাইবে, এবার বিস্তারের কথা বলি। বিস্তার হইতেছে তিন প্রকার—

বিলম্বিত (ওস্তাদী ভাষা বিলম্বিৎ) বা মন্দ
মধ্য „ „ „ বা মধ্
দ্রুত „ „ „ বা জলদ্

সাধারণতঃ বড় খেয়ালে এই তিন প্রকার বিস্তার চলে, ছোট বা জলদ ধরণের খেয়ালে মধ্য ও দ্রুতলয়ের বিস্তারই করা হয়। শেষে আসে তান—যথা :—

(ক) বোল তান। (খ) অক্ষর তান।

ইহাদের সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে লিখিব।

এবার দেবগিরির বিস্তারের পালা আরম্ভ করিলাম ; অবশ্য সম্পূর্ণ বিস্তার দিব না, বিস্তারের ধরণটী বুঝাইয়া দিব, তাহা হইলে পরে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই গান, গানের সুর ও ঢঙ্ অনুসারে বাড়াইতে পারিবেন এবং আমার মনে হয় অন্ধ ভাবে স্বরলিপি অনুসরণ করা অপেক্ষা, স্বরলিপির রূপটী বুঝিয়া লইয়া শেষে আপনার ধারণা অনুসারে সেই রাগিণীর রূপ ফুটাইবার চেষ্টা করা উচিত, কারণ তাহাতে জ্ঞানের উন্নতিও হয় ও সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রবৃত্তিও আসে ; তাহা না হইলে থাকে কেবল অনুকরণ প্রবৃত্তি—যাহা নূতন রসসৃষ্টির মূলে কুঠারাঘাত করে।

দেবগিরি—ত্রিতাল

বিস্তার বিলম্বিত

(শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য তিন প্রকার বিস্তার পর পর দিব)

	১	+	৩	০
১।	মোর এ ন	যান ০ ০ ০	গপা -পা -মা -গা	-পা -পা পা -পা I
			তোমা ০ ০ ০	০ ০ রি ০

১	+	৩	০
পধা ধা -ধা -পা	-মা -গা -গা -রা	-গা -মা ধপা -মা	-গা গা -রা -সা I
দর শ ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ যাচে ০	০ ০ ০ ০

	১	+	৩	০
২।	মো র এ ন	য়া ন ০ ০	সগা -গা -গা -গা	-রা -গা মা মা I
			মো ০ ০ ০	০ ০ র এ

১	+	৩	০
-রা -গা -রগা মা	গা -গা -গা গা	সা মগা -পা -পা	পা ধপা -ধা -ধনা I
০ ০ ০০ ন	য়া ০ ০ ন	তো ০ ০ ০	মা ০ ০ ০০

১	+	৩	০
-ধা -পা মা -গা	রা গা পা -মা	-গা -গা -রা -গা	-রগা মা গা -রসা II
০ ০ রি ০	দ র শ ০	০ ০ ০ ০	০০ যা চে ০০

	১	+	৩	০
৩।	মো র এ ন	য়া ন ০ ০	পা পা ধা -পা	-ধা -না -ধা পা I
			মো র এ ০	০ ০ ০ ন

১	+	৩	০
র্সা -র্সা -র্সা -র্সা	-নর্সা -র্সা -র্রর্সা র্সা	র্সা র্সর্গা -র্গা -র্গা	-র্রা -র্রা র্সা -র্সা I
য়া ০ ০ ০	০ ০ ০ ন	তো মা০ ০ ০	০ ০ রি ০

১	+	৩	০
র্সা না -র্সা -ধা	-পা ধা -ধপা -পা	-মা -গা -গা -রা	-রগা মা -সা -রসা II
দ র ০ ০	০ শ ০ ০	০ ০ ০ ০	০০ যাচে ০ ০০

ক্রমশঃ

ভ্রমসংশোধন—

এই প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশ ১৩৪১ সনের চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত স্বরলিপির অন্তরার ৩য় পংক্তিতে—

রগা মা ঃ গঃ	স্থানে	রগা মা -াঃ গঃ	হইবে।
তা০ ই ০ হু		তা০ ই ০ হু	

স্বরলিপি

মিয়ামল্লার—ত্রেতালা (মধ্যগতি)

ঘুম না আসে চোখে শাওন রাতে।
মন জাগে মোর ধারার সাথে।
পওয়ন শননন, দেয়ারি গরজন,
পিয়া লাগি হোলো যে মন উচাটন,
গোপনে ঝরে বারি আঁখি পাতে।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবিনোদ চক্রবর্ত্তী, বি এ

ব্যবহার—জ্ঞ, ণ, ন। সম্পূর্ণ জাতি। রাত্রি ২য় প্রহর।
পকড়্—রা মা রা সা ণা ধ্া ণা পা ম্া প্া ণ্া ধা না সা।

আস্থায়ী

০ । ১ । ২´ । ৩

II ন্সা রজ্ঞঃ মঃ রা সা । ণ্া ধ্া ণ্ঃ প্ধ্ঃ ম্০ প্ঃ০ । সা -া রা সা প্া ম্প্া সা -া I
ঘু০ ০০ ০ ম না । আ সে চো ০০ ০ খে । শা ০ ও ন বা ০০ তে ০

সা -ধা ধা ধা -পা ধা মা -পা মপধা -ণা ধপমা -জ্ঞমা রা -জ্ঞা সা -া II
ম ০ ন জা ০ গে মো র্ ধা০০ ০ রা০০ ০রি সা ০ থে ০

অন্তরা

০ । ১ । ২´ । ৩

II পা মা ণা ধা । না না না র্সা না র্সা -র্রা র্সা । না র্সা র্রা র্রা I
প ও য় ন । শ ন ন ন দে য়া ০ রি । গ র জ ন

র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞর্মা । র্রা -র্জ্ঞা র্রা র্সা র্সা -না -র্রা র্সা । ণা ধা ণা পা I
পি য়া লা০ গি০ । হো ০ ল যে ম ০ ০ ন । উ চা ট ন

পা র্রা র্সা -ণা । ধণা পধা মা পা । মপধা -র্সা র্জ্ঞা -া । র্রা -া র্সা -া II
গো প নে ০ । ঝ০ রে০ বা রি । আঁ০০ ০ খি ০ । পা ০ তে ০

তান

(আস্থায়ীর)

২´ ৩
১। ঘুম না আসে চোখে— ণ্প্া ণ্ম্া সন্া রসা | মজ্ঞা মরা সরা ন্সা I

২´ ৩
২। ,, — প্ধ্ণ্া ধ্ণ্সা ন্সরা সন্সা | পমজ্ঞা মজ্ঞরা জ্ঞরসা রন্সা I

২´ ৩
৩। মন জাগে মোর — পণা ধপা মপা মপা | রমা রপা সরা ন্সা I

২´ ৩
৪। ,, — সরা জ্ঞমা ণধা পপা | জ্ঞমা রজ্ঞা সরা ন্সা ।

(অন্তরার)

২´ ৩
৫। পওয়ন শননন — মপা ণপা নর্সা র্র্সা | ণধা ণপা ণধা নর্সা I

২´ ৩
৬। ,, — নর্সা র্র্সা ণধা পমা | মপা ণধা ননা র্সর্সা I

০ ১
৭। পওয়ন শননন দেয়ারি গবজন—রজ্ঞরা সরসা ণ্সণ্া ধ্ণ্ধ্া | পধমা পধণা জ্ঞমজ্ঞা রজ্ঞসা |

২´ ৩
সরজ্ঞা রজ্ঞমা জ্ঞমপা মপধা | পধণা ধনর্সা নর্র্সা ণধপা I

০ ১ ২´ ৩
৮। ,, রা জ্ঞা মা পা | র্সা জ্ঞা মা পা | সা রা মা পা | ণা ধা না র্সা I

মৃদঙ্গ বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

সুরফাক্ আড়ি

\+ ০ ১
১৩২। থুগেনে কড়ান্না ধেত্তা ধা ধা ত্রেকেটে তাগ

২ ০ +
ধেন্নে তাগেনে দিন কড়ান্ তেটে কদে ধা

০ ১
কৎ কৎ ক্রেধেৎ ধেকেটে থুনা ঘেড়ানাগ

২ ০
দেৎ থুনা ঘেড়েনাগ দেৎ থুনা ঘেড়ানাগ

\+
দেৎ ধা

আড়ি

\+ ০ ১
১৩৩। ধা আন কত্তেটে দ্রেগেনে থুন্না নাগ

২ ০ +
নারাণ ৺তাগে তেটে ধাত্তি থুন্না ৺কত্তা তেটে

০ ১ ২
দেদেঘেনে কড়ান ধেত্তা তাগেনে কত্তা কত্তা

০ + ০
ঘেগে থুগনা দ্রেগেন্ ৺ধে কত্তা তাআনে

১ ২
নান্না তাগ দিন তাগে দ্রেগেঘেনে নাগ

০ + ০
থুগেনে থু ৺কড়ান তাগ দিই দিঁ কেটে

১ ২ ০
দ্রেগে ধানক দ্রেগে ধানক দ্রেগে ধানক

\+
ধা।

\+ ০ ১ ২
১৩৪। দেনান্ তেটে ঘে ঘে ঘে নাগেনে কৎ তা

০ +
কত্তা দিন দেন তাগে তা দেৎ

০ ১ ২
থুনা দ্রেগে থুনা থুন্ ধেএকৎ কৎ কদে

০ +
কেড়ে নাগ দীইতা কড়ান্ ৺তা কেড়ে

০ ১ ২
দ্রেগে কত্তা ঘেনে কত্তা থুন্ থুন্ ৺দেঘে

০ + ০
ঘেদে কড়ান তাগ তাগেনে তাতা ধা কৎ

১ ২ ০
কৎ তাগেনে তাতা ধা কৎ কৎ তাগেনে

\+
তাতা ধা

রণাগ্র

+ ০ ১ ২

৩৩৫। দ্রেগে ধা গেয়ে কহে দেবী দিন ধেরেকেটে

০ + ০

ধেরেকেটে ধেরেকেটে দেৎ কেতা কধেয়ে

১ ২ ০ +

কড়ানে দী ঘড়আনে ঘড়আনে থুন্ ত্রেকেটে

০ ১ ২

ঘেন্‌তেরে দীঁ দীঁ দীঁ ৺তাঘেনে নানা কতা

০ + ০ ১ ২

ঘেতেরে থুন ৺তাআনে দে ৺কড়আনে কৎ

০ +

৺তা থুন্ থুন্ ধা

(কহে দেবী দিন বাজিবে কতা ঘেঘে দি)

ইন্দ্রাহুতি

+ ০ ১ ২

৩৩৬। দ্রেগেনে ধুউনা দেৎ ঘড়াম্মা ঘড়াম্মা কত্তা

০ + ০ ১

না কতা কহে দেবী নাআনে নাআনে কতা

২ ০ + ০ ১

দেকতা দে কৎ দ্রেগেয়ে ঘড়ান্ ধা ঘেড়েনান্

২ ০ + ০ ১

নাগ নারাআণ ঘড়ান দ্রেগে গদিথুন ধে

২ ০

কড়ানে কৎ দিঘেড়ান ধা

ক্রমশ

জীবন-সন্ধ্যা

"অমৃতাভ"

(পূরিয়া—আদ্ধা)

আয়ু সূর্য্য ডুব্‌ছে ধীরে
মহাকালের অতল তলে
সন্ধ্যা গাঢ় নাম্‌ছে ধীরে
তারি গভীর কৃষ্ণ কোলে।

ভীষণ আঁধার জম্‌ছে ধীরে
গভীর শান্তি চরাচরে
জীবনধারা হারিয়ে গেল
মহাম্বুধির কালো জলে॥

কোন্ সুদূরের আসছে ভেসে
মহা আহ্বান কলভাষে;
মহা-সিন্ধু বিপুল গীতে
দিচ্ছে সাড়া কলরোলে

আর পারি না থাক্‌তে একা
কোথায় তারা দে মা দেখা
ত্রিনয়নে জ্বালিয়ে আলো
সন্তানে আজ নে মা কোলে॥

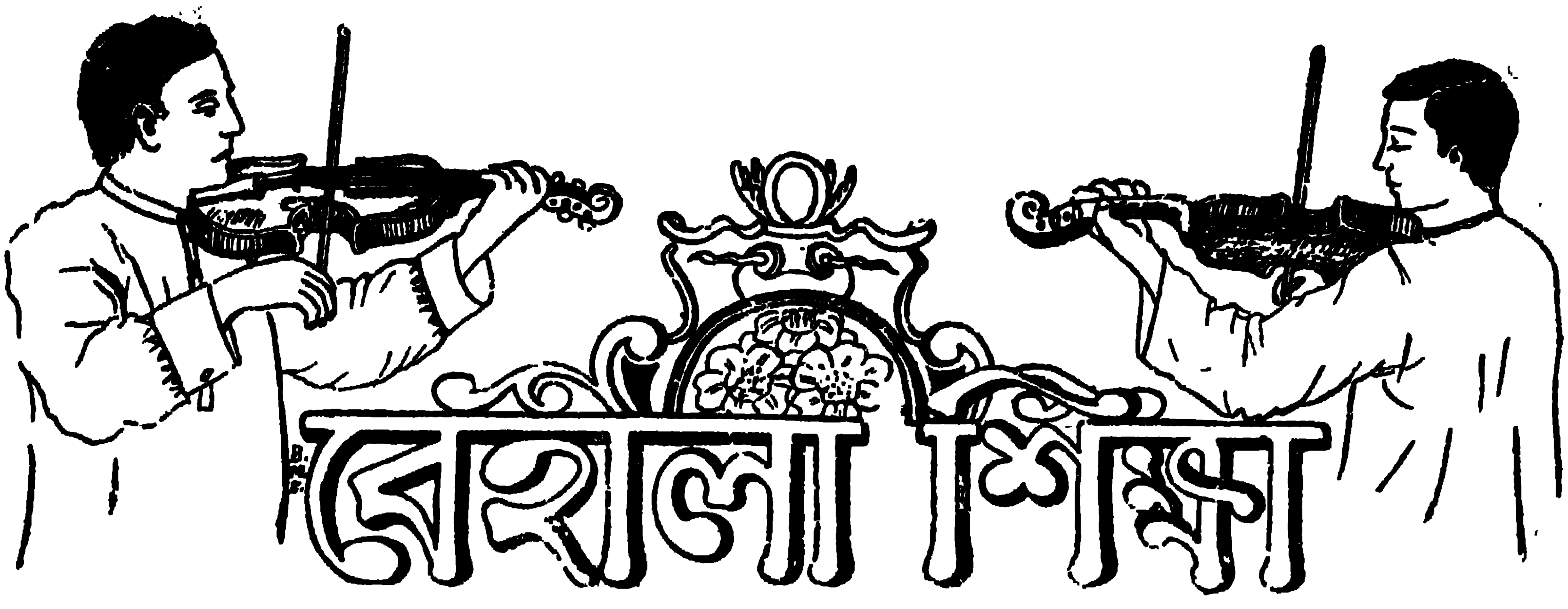

বেহালা শিক্ষা প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীরাখালদাস মজুমদার

নিম্নের অধ্যায়গুলিতে যেস্থানে মধ্য-অর্দ্ধ ছড়ি ও সম্পূর্ণ ছড়ি ব্যবহার করিতে হইবে সেই স্বরলিপির উপর সংক্ষেপে "ম. অ." ও "স" চিহ্ন দেওয়া হইল। যে স্বরলিপির উপর ⌒ এই চিহ্ন দেওয়া আছে, তাহা সম্পূর্ণ ছড়ি দ্বারা বাজাইতে হইবে।

ম. অ.
৩৮। সা রা সা রা | গা পা মা গা | পা না পা না | র্সা পা গা পা I
৪ ৪

মা না র্সা মা | গা ধা না গা | মা পা রা পা | গা পা গা সা I
৪ ৪ ৪

গা র্সা র্গা র্সা | পা র্পা গা পা | গা র্রা র্সা গা | গা রা র্সা রা I
৪

স.
গা র্গা র্রা র্সা | না ধা পা মা | গা রা গা পা | সা -া -া -া II
৪

স.
৩৯। মা -া ধা -া | ধা র্সা গা পা | মা -া না -া | র্সা না ধা পা I
৪ ৪

মা -া সা -া | গা র্রা র্সা না | ধা -া মা -া | পা র্গা র্রা র্সা I
৪

র্সা -া র্সা -া | র্সা না ধা পা | মা -া -া -া | ম্া -া -া -া I
৪

ম. অ. স. ম. অ. স.
৪০। না রা মা না | সা -া র্সা -া | ধা মা র্সা র্গা | র্রা -া না -া I
৪

ম. অ.
র্পা না র্গা র্পা | র্মা র্রা না মা | র্গা র্সা র্রা না | ধা মা পা ধা I
৪ ৪

স. ম. অ. স.
না রা মা না | সা -া র্সা -া | ধা মা র্সা র্গা | র্রা -া না -া I

ম. অ.
র্রা না মা রা | সা গা পা র্সা | ধা মা পা ধা | না মা রা ন্া II

ক্রমশঃ

গৎ

ভৈরবী—কাওয়ালী

রচনা—সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্তের ছাত্র, শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আস্থায়ী

০ ১ + ৩
II মা মা মপা মা | জ্ঞা জ্ঞা ঋা সা | ণ্‌া সা ঋা মা | জ্ঞমা জ্ঞঋা সা -া I
পা পা পা পা | ণা ণা দা পা | গা মা দা পা | জ্ঞমা জ্ঞঋা সা -া II

অন্তরা

০ ১ + ৩
II মা মা দা দণা | র্সা র্সা র্সা র্সা | ণা র্সা ণর্সা র্ঋর্সা | ণা দা পা পা I
র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞর্মা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা র্সা | জ্ঞা মা দা পা | জ্ঞমা জ্ঞঋা সা -া I

উপেজ

০ ১ + ৩
II সা সা সঋা দ্‌া | ণ্‌া সা জ্ঞা জ্ঞা | মা মা মপা মা | দা ণা র্সা র্সা I
র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞর্মা | র্ঋা র্ঋা র্সা র্সা | জ্ঞা মা দা পা | জ্ঞমা জ্ঞঋা সা -া II

গান

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র

মোর বিজন মরমে নূপুর বাজে কি ঐ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিছে সে 'কৈ কৈ ?'
আঁধারে আঁধারে ঝরিয়া বাদলধারা
বনের পাতায় নামিছে অশ্রুপারা,
বিরহ-ব্যথায় মিলিতেছে ঐ ঐ !

কে অভিসারিকা মনের বনের পথে
চলে একাকিনী অকূল আঁধার রাতে।
বাউল বাতাস কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফেরে
কদম-কেয়ার গোপন বুকের পরে,
হৃদয়-সাগর দুলিতেছে থৈ থৈ !*

---

* গানখানি শ্রীমতী ছবিরাণী রায় হিন্দুস্থান রেকর্ডে গাহিয়াছেন।

স্বরলিপি

মালকৌশ—ত্রিতাল

শ্রাবণ গগনে ঝরে জলধারা।
করুণকণ্ঠে কাঁদি চাতকিনী সারা।
আঁধার অম্বর বিজলী চমকিত,
ধরাবাসী নরনারী আকুলিত;
হিমকরকারাশি ছাইল ধরা॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

আস্থায়ী

[সমা জ্ঞা সা] । ১ । + । ৩
II সা সা সা । ণ্ -সা দ্ ণ্ । -া সমা মা মা । জ্ঞা -মা জ্ঞমা -জ্ঞমা I
শ্রা ব ণ । গ ০ গ নে । ০ ঝরে জ ল । ধা ০ রা০ ০০

০ । ১ । + । ৩
-সা সা সা সা । ণ্ -সা দ্ ণ্ । -া সমা মা মা । মা -া মা -া I
০ শ্রা ব ণ । গ ০ গ নে । ০ ঝরে জ ল । ধা ০ রা ০

০ । ১ । + । ৩ । ০
মা মা জ্ঞা মা । -দা ণা দণা র্সা । ণা ণা দা মা । জ্ঞা -মা জ্ঞমা -জ্ঞমা I -সা
ক রু ণ ক । ০ ণ্ঠে কাঁ০ দি । চা ত কি নী । সা ০ রা০ ০০ ০

অন্তরা

। ১ । + । ৩
II জ্ঞমা দা ণা । র্সা -া র্সা র্সা । -া র্সর্সা ণা দা । ণর্সা -া র্সা র্সা I
আঁ০ ধা র । অ ০ ম্ব র । ০ বিজ লী চ । ম০ ০ কি ত

০ | ১ | + | ৩

র্সা র্মা -া র্মা | র্জ্ঞর্মা -র্জ্ঞর্মা র্সা র্সা | র্সা -া ণা দা | ণা -া ণা ণা I

ধ রা ০ বা | সী০ ০০ ন র | না ০ রী আ | কু ০ লি ত

০ | ১ | + | ৩ | ০

মা -া জ্ঞা জ্ঞা | মা দণর্সা র্সা র্সা | ণা -া দা মা | জ্ঞা -মা জ্ঞমা -জ্ঞমা I -সা

হি ০ ম ক | র কা০০ রা শি | ছা ০ ই ল | ধ ০ রা০ ০০ ০

তান—

+ | ৩ | ০

১। দ্ণ্ সজ্ঞা মা -া | মদা মজ্ঞা মজ্ঞা সা I সা

আ০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০

+ | ৩ | ০

২। ণ্সা দ্ণ্ সজ্ঞা সমা | দদা মজ্ঞা মমা জ্ঞসা I সা

আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

+ | ৩ | ০

৩। দ্ণ্ সজ্ঞা মদা ণর্সা | ণণা দমা জ্ঞমা জ্ঞসা I সা

আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

+ | ৩ | ০

৪। ণণা দমা দদা মজ্ঞা | মমা জ্ঞসা ণ্সা দ্ণ্ I সমা

আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

১ | + | ৩ | ০

৫। দ্ণ্ সজ্ঞা মদা ণর্সা | ণদা মজ্ঞা মদা ণর্সা | ণদা মজ্ঞা মমা জ্ঞসা I ণ্সা

আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

০ | ১ | + | ৩ | ০

৬। জ্ঞমা দণা র্সা দণা | র্সর্সা ণদা মদা ণদা | মজ্ঞা মদা ণর্সা ণদা | মদা মজ্ঞা মজ্ঞা সা I সা

আ০ ০০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০

০ ১ +
৭। জ্ঞমা দণা র্সমা জ্ঞর্সা | ণর্সা ণদা মদা ণর্সা | জ্ঞমা দণা র্সণা দমা |
আ০ ০

৩ ০
জ্ঞমা জ্ঞসা দ্ণ্া সমা I মা
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

\+ ৩ ০
৮। র্সজ্ঞর্সা ণর্সণা দণদা মদমা | জ্ঞমজ্ঞা সজ্ঞসা ণ্স্ণ্া দ্ণ্সা I সা
আ০ ০ ১০ ০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০০০ ০

শোক সংবাদ

গত ১০ই জুন, সোমবার, রাত্রি দুই ঘটিকার সময় সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী অশ্রুমতী দেবী অকস্মাৎ ইহধাম ত্যাগ করিয়া

পরলোকগমন করিয়াছেন। স্বর্গীয়া অশ্রুমতী দেবী বহু সদ্‌গুণসম্পন্না আদর্শ মহিলা ছিলেন। যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা ছিলেন। তাঁহার পিতা কলিকাতার ইটালী নিবাসী স্বর্গীয় কেশবলাল অধিকারী। কেশববাবু একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। অশ্রুমতী দেবী কেশববাবুর কনিষ্ঠা কন্যা। কেশববাবুদের গৃহে সঙ্গীতচর্চ্চা থাকায় অশ্রুমতী দেবী শিশুকাল হইতেই সঙ্গীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ধ্রুপদ গায়ক স্বর্গত হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার মাতুল হইতেন। মাতুলালয়ের দিক্ দিয়াও তিনি সঙ্গীতচর্চ্চায় বিশেষ সহায়তা পাইয়াছিলেন। একদিকে তিনি যেমন আদর্শ গৃহিণী ছিলেন অন্যদিকেও তিনি বিবিধ সদ্‌গুণালঙ্কৃতা ছিলেন। তিনি সংসারের যাবতীয় কার্য্যাদি করিয়াও ছোট ছোট পুত্রকন্যাদিগকে নিয়মিত সঙ্গীত ও লেখাপড়া শিক্ষা দিতেন। মৃত্যুকালীন তাঁহার পাঁচটী পুত্র ও চারিটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে তাঁহার এই পরলোকগমন আমাদিগকে অত্যন্ত ব্যথাতুর করিয়াছে। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইয়া অমরাত্মার শান্তিকামনা করিতেছি।

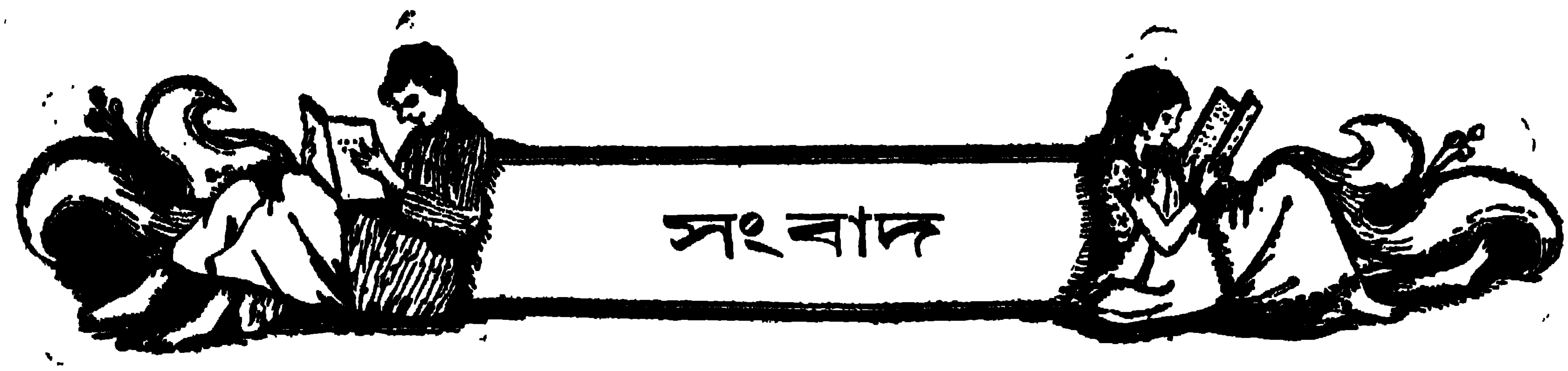

মজ্‌লিস্‌

(ক্যালকাটা মিউজিক্যাল এসোসিয়েশন)

গত ১লা জুন, শনিবার দিবস সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় মাননীয় নাটোরাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের ৬ নং ল্যান্সডাউন রোডস্থিত প্রাসাদে ক্যালকাটা মিউজিক্যাল এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী ওস্তাদ সৌকৎ আলী খাঁ সাহেবের উদ্যোগে একটী সঙ্গীত মজ্‌লিসের আয়োজন হইয়াছিল। এই মজ্‌লিসে মাননীয় নাটোরাধিপতি বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ধ্রুপদ গাহিয়া উপস্থিত শ্রোতাদিগকে বিশেষভাবে পরিতৃপ্ত করেন। অতঃপর সুগায়ক শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের খেয়াল গানে সকলেই বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল, কাব্যরত্নাকর মহাশয়ের ছাত্রী কুমারী শোভা কুণ্ডু সেতার যন্ত্রে দুইখানি উচ্চাঙ্গের গৎ তোড়া, ঝালা প্রভৃতি সহ অতি সুনিপুণভাবে বাজাইয়া সভাস্থ সকলকে বিস্ময়াপন্ন করেন। বলা বাহুল্য বালিকাটী সেতার যন্ত্রে যেরূপ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। আমরা বালিকাটীর দীর্ঘায়ুঃ এবং ক্রমোন্নতি কামনা করি। অতঃপর কুমারী গীতা রায় দুইখানি খেয়াল গান করেন। তাঁহার গান সুমধুর এবং প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। ইহার পর অন্যান্য কতিপয় গায়কের সঙ্গীতাদি হয়। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় অনুষ্ঠান ভঙ্গ হইয়াছিল।

—

আসর

গত ১৮ই জুন, মঙ্গলবার দিবস সন্ধ্যা সাত ঘটিকার য় চৌরঙ্গীস্থিত আসর প্রতিষ্ঠানের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক নির্ব্বাচন সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় মাননীয় মিঃ কে, এন, মজুমদার মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়া সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যপদে বৃত হইয়াছেন :—

সেক্রেটারী—ডাঃ এস্, কে, মজুমদার।

কার্য্যকরী সমিতির সভ্যগণ— শ্রীযুক্ত মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য
,, বিভূতিভূষণ দত্ত
,, হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
,, কুন্দনলাল সাইগাল

সভার নির্ব্বাচন কার্য্যাদি সমাপ্ত হইবার পর উদীয়মান তরুণ গায়ক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দাস (মতিলাল) মহাশয়ের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতাদি হয়। বলা বাহুল্য তাঁহার গান অতিশয় উপভোগ্য হওয়ায় সভাস্থ সকলেই বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ভারতপ্রসিদ্ধ তবলা বাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত সঙ্গীতের সহিত সঙ্গত করিয়া এক অপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের উপস্থিতিতে সভাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়।

*

গত ২৫এ জুন, মঙ্গলবার দিবস সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় চৌরঙ্গীস্থিত আসর প্রতিষ্ঠানে লক্ষ্ণৌ ম্যারিস্ কলেজের ভূতপূর্ব্ব কৃতী ছাত্র ও সুগায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসঙ্গীতের আয়োজন হইয়াছিল। তিনি একাদিক্রমে কয়েকখানি উচ্চাঙ্গের খেয়াল গান গাহিয়া তাঁহার সঙ্গীতকলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার তান, গমক ও সঙ্গীতের সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলি এত সুন্দর ও সুস্পষ্ট হইয়াছিল, যে, তাহা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ ভাবে মুগ্ধ হন। তাঁহার সহিত তরুণ তবলা বাদক শ্রীযুক্ত

মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তবলা সঙ্গত করিয়া বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। এই উদীয়মান বাদক অদূর ভবিষ্যতে একজন খ্যাতনামা বাদকশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবেন, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। অনুষ্ঠানে কতিপয় খ্যাতনামা ভদ্রমহোদয় ও মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে নয় ঘটিকার সময় অনুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

সুরশিল্পী তিমিরবরণ ও তাঁহার ঐক্যতান বাদক সঙ্ঘ

গত ৯ই জুন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার সময় ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীটস্থ কুমার সিং হলে বিশ্ববিখ্যাত সুরশিল্পী তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্বরোদ বাদ্য এবং তাঁহার সুপরিচালিত ঐক্যতান বাদক সঙ্ঘের ঐক্যতান বাদনের আয়োজন হইয়াছিল। প্রথমে সুরশিল্পী তিমিরবাবু একটি ললিত গৌরী মিশ্র রাগিণীর সুমধুর আলাপ অতিশয় কৃতিত্বের সহিত বাজাইয়া তাঁহার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। পরে ইমন-কল্যাণ রাগিণীর একটি গৎ বাজাইয়া সভাস্থ সকলকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেন। ইহার পর তাঁহার ঐক্যতান সঙ্ঘের বিশিষ্ট শিল্পীগণ কর্ত্তৃক দুইখানি ঐক্যতানিক গৎ বাজান হয়। বলা বাহুল্য তিমিরবাবুর সুন্দর পরিচালনা ও সুশিক্ষায় গঠিত শিল্পীগণ স্ব স্ব যন্ত্রবাদনে ঐক্যতানের বৈশিষ্ট্য অতি সুন্দররূপে বজায় রাখিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানে সাহিত্যসম্রাট শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। শরৎবাবু তাঁহার বাজনা শুনিয়া অশেষ ধন্যবাদ ও উৎসাহ প্রদান করেন। এই সব সঙ্গীতাদির সহিত তিমিরবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শিশিরশোভন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তবলা সঙ্গত করিয়া বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

এই অনুষ্ঠানে কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভদ্র মহোদয় ও মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে স্যর আর, এন, ঠাকুর, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, নরেন্দ্র দেব, অক্ষয়কুমার নন্দী, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, প্রমদা চৌধুরাণী, রাধারাণী দেবী, কুমারী অমলা নন্দী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্মৃতি-মন্দির
(ভিত্তি স্থাপনোৎসব)

গত ২৩এ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার দিবস হাওড়া ৩১ নং বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জ্জী লেনস্থ শ্রীশ্রী৺গৌরাঙ্গ স্মৃতি-মন্দিরের শুভ ভিত্তি স্থাপনোপলক্ষে হাওড়া সমাজ কর্তৃক সুপ্রসিদ্ধ গীতাভিনয় "নদের নিমাই" অভিনীত হইয়াছিল। উক্ত গীতাভিনয়ের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আজ প্রায় তিন বৎসরের অধিক হইতে চলিল বাংলার সর্ব্বত্রই ইহা সমাদৃত হইতেছে। এই সম্প্রদায়ের অভিনয়-কৌশল সত্যই স্বাভাবিক, প্রাণস্পর্শী ও প্রশংসনীয়। প্রত্যেকটী চরিত্র এত সুন্দর ও স্বাভাবিকরূপে অভিনয় করিয়া থাকেন, যে, তদ্দৃষ্টে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ না হইয়া পারেন না। উক্ত মন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষ মহোদয়গণ মদীয় পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দাস এবং তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কালীচরণ দাস মহাশয়কে যথাসম্ভব আদর আপ্যায়নাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে কোনরূপ ত্রুটী করেন নাই। উক্ত অভিনয়ে বহু দর্শকের সমাবেশ হওয়ায় তিলধারণের স্থান পর্য্যন্ত ছিল না। আমরা এই মন্দির প্রতিষ্ঠাতা ও হাওড়া সমাজের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া তাঁহাদের ক্রমোন্নতি কামনা করিতেছি।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

১২শ বর্ষ   শ্রাবণ, ১৩৪২ সাল   ৪র্থ সংখ্যা

পরলোকে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ যে কখন উপস্থিত হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে না। মুহূর্ত্তপূর্ব্বে যাহাকে হাসিতে, খেলিতে দেখিতেছি, মুহূর্ত্তপরে হয় ত তাহাকে দেখিব তার হাসি খেলার চিরাবসান হইয়া গিয়াছে। মৃত্যু যে জীবনের পশ্চাতে ছায়ার মত অনুসরণ করে, আর জীবন তাহাকে এড়াইতে গিয়া কতপ্রকার ভীরুতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। জীবনকে মৃত্যুর নিকট পরাজয় মানিতেই হইবে। কিন্তু পরাজয় মানিবেনা জীবনের মহিমময় কীর্ত্তি। সে যেন বিজয়-গর্ব্ব লইয়া নিখিল বিশ্বকে মহত্তর পথের ইঙ্গিত করিতেছে। যে মানব তাহার এই ইঙ্গিতের প্রতি শ্রদ্ধাবান, সেই শ্রেষ্ঠ; যে মানব তাহাকে অবজ্ঞা করে, সে জগতের নিকট চির অবজ্ঞিত।

আজ দিনেন্দ্রনাথ নাই, কিন্তু তিনি যে সকলের হৃদয় জুড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সেই সদাহাস্যময় প্রফুল্ল আনন যে মানশ্চক্ষে আজিও ভাসিতেছে, বোধ হয় চিরদিনও ভাসিবে। তাঁহার মধুময় সম্ভাষণ যে জীবনের শেষক্ষণেও ভুলিবার নয়। গত ২১এ জুলাই, রবিবার সকাল দশ ঘটিকার সময় আমরা তাঁহার প্রীতিময় সাহচর্য্য হইতে সত্যই বঞ্চিত হইলাম। মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি আত্মীয়বর্গ ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া পরলোকগমন করিলেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে দিনেন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর সুবিখ্যাত ঠাকুর বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। দিনেন্দ্রনাথ প্রাতঃস্মরণীয়

স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র এবং দীপেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র ছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার খুল্ল-পিতামহ। বরিশাল জেলাস্থ লালকুটিয়ার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় দিনেন্দ্রনাথের মাতামহ হইতেন। দিনেন্দ্রনাথের মাতুল স্বর্গীয় দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই দিনেন্দ্রনাথের মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা লোরেটো কনভেন্টো স্কুলে আরম্ভ করেন। পরে সেণ্ট-জেভিয়ার কলেজ ও সিটি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া তৎকালে সম্মানের সহিত এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন।

দিনেন্দ্রবাবু যখন চারি বৎসরের শিশু, তখন হইতেই তাঁহার সঙ্গীতানুরাগ দৃষ্ট হয়। তখন তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের রচিত "সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি" শীর্ষক সুবিখ্যাত গানখানি সুর ও তাল সমন্বয়ে অতি সুন্দররূপে গাহিতে পারিতেন। তাঁহার এই শিশুকণ্ঠে এমন সুমধুর গান শুনিয়া তৎকালে বাটীর সকলেই বিশেষরূপে মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার স্নেহময়ী জননীও বিশেষভাবে সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন। তদানীন্তন ঠাকুর বাটীতে সঙ্গীতচর্চ্চার মাত্রা অধিকরূপেই ছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সুবিখ্যাত ওস্তাদগণ আসিয়া ঠাকুর বাটীর সঙ্গীত-আসর পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেন। সুতরাং দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গীত শিক্ষার কোনপ্রকার অসুবিধা ছিল না। দিনেন্দ্রনাথ তাঁহাদের গান শুনিয়া অতি সহজেই নিজ কণ্ঠে আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিতেন, এমনই ছিল তাঁহার মেধাশক্তি। সঙ্গীত ছিল তাঁহার সহজাত স্বরূপ। ক্রমে ক্রমে ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য জন্মে। যন্ত্রসঙ্গীতেও তাঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। এস্রাজ ও পিয়ানো বাদ্যে তাঁহার দক্ষতার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। সঙ্গীতে এইরূপ পারদর্শিতা থাকা হেতু কিছুদিন পরে তিনি যথার্থই একজন সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বার-এ্যাট্-ল পরীক্ষা দিবার মানসে বিলাত গমন করিলেন, কিন্তু তথায় কিছুদিন অধ্যয়ন করিবার পর তাঁহার মনের গতি সঙ্গীত শিক্ষার পথেই অগ্রসর হইল। সঙ্গীত যাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও সহজাত—অন্য পথ যে তাঁহার পক্ষে কণ্টকময় দুর্গম; স্পৃহা থাকিলেও তাঁর পক্ষে সে পথ সুগম হয় না। দিনেন্দ্রনাথ বার-এ্যাট-ল অধ্যয়নের পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় সঙ্গীতচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কোথায় কোন্ সুবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ আছেন, তিনি একে একে তাঁহাদের সন্ধান করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তদ্দেশীয় কয়েকজন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের সাহচর্য্য ও শিক্ষা পাইয়া তিনি ইউরোপীয় সঙ্গীতে একজন সুপণ্ডিত হইলেন।

স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া দিনেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতন আশ্রমে সঙ্গীতাধ্যাপকের পদে বৃত হইলেন। একাদিক্রমে তিনি পঁচিশ বৎসর যাবৎ তথায় বহু ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে দক্ষতার সহিত সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "ফাল্গুনী" নাটকের উৎসর্গ পত্রে লিখিয়াছেন:—"আমার সকল গানের একমাত্র ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ"। রবীন্দ্রনাথ গীত রচনা করিতেন, কিন্তু তাহাকে সুরের রূপে রূপায়িত করিতেন দিনেন্দ্রনাথ। তিনি তাহাকে আরও সুন্দররূপে সাজাইয়া তুলিবার প্রয়াসী হইতেন।

দিনেন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা ছিল। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকে তিনি শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া সু-অভিনয় করিয়াছেন। "বিসর্জ্জন" নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন একদিকে তিনি যেমন সঙ্গীতজ্ঞ, সুঅভিনেতা ছিলেন অন্যদিকেও তিনি ছিলেন দরদী কবি। গীত ও কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এই পত্রিকায় তাঁহার

বহু গান স্বরলিপি সহ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। গান ও কবিতার সমাবেশ করিয়া "বীণ" নামে তিনি একখানি পুস্তক রচনা করিয়া সাধারণের নিকট সুযশ অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গানের স্বরলিপি পুস্তক তাঁহারই প্রণয়নে প্রকাশিত। পত্রিকার সম্পাদনা কার্য্যেও তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। "সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা" পত্রিকার তিনি অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার প্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার সহিত আমার যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, তাহা এ জীবনে ভুলিবার নয়। কী মধুর তাঁর স্নেহ সম্ভাষণ! এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তিনি মানুষের হৃদয়কে জয় করিতে পারিতেন। তরুণবৃন্দের সেই "দীনু দা" আজ আর নাই। এ কথা ভাবিতেও হৃদয় ব্যথাতুর হইয়া উঠে। অপর মনকে সান্ত্বনা দিবার পূর্ব্বে নিজের মন বেদনায় ভরপুর হয়। দিনেন্দ্রনাথ ছিলেন, আত্মভোলা সুর-সাধক। তাঁহার বিশাল বপু ছিল, সঙ্গীতের হিমাদ্রি। হৃদয় ছিল, স্নেহ-করুণায় ভরা। প্রফুল্ল আননে ছিল শিশুর মত সরল হাসি। দাতা হিসাবেও তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। তাঁহার ন্যায় আনন্দময় সুপুরুষ বাংলার সুধী-সমাজে বিরল।

দিনেন্দ্রনাথ দুইবার দার-পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথম পত্নী স্বর্গীয়া বীণাপাণি দেবী, সুপ্রসিদ্ধ আইন-ব্যবসায়ী স্বর্গীয় রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ছিলেন। বিবাহের পর তিনি মাত্র আড়াই বৎসর মধ্যে পরলোকগমন করেন।

দিনেন্দ্রনাথ অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার বিমাতা বর্ত্তমান। তাঁহার সাধ্বী পত্নী শ্রীযুক্তা কমলা ঠাকুর মহোদয়াকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাঁহার মৃত্যুতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যে আজ কি রত্ন হারাইলেন, তাহার সন্ধান আর এ জীবনে পাইবার নহে। তাঁহার অভাবে বাংলার সঙ্গীত সমাজেরও বিশেষ ক্ষতি হইল। বিশেষতঃ রবীন্দ্র-সঙ্গীতের দিক দিয়া যে ক্ষতি হইল, তাহা সুদূর ভবিষ্যতেও পূর্ণ হইবে কিনা সন্দেহ। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গ ও সুহৃদ-মণ্ডলীকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইয়া ভগবদ্‌সমীপে তাঁর অবিনশ্বর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও শান্তি কামনা করিতেছি।

গান

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র

আজি বাদল দিনে বন্ধু আমার
তোমারি কথা ভাবি।
তাই মনে প'ড়ে যায় তোমারি ছোঁয়া
তোমারি অন্তর দাবী।

কোথায় কোন নিবিড় আঁধার
সমুখে আছে গভীর পাথার
যেন তারি মাঝে কে ডাকিয়া বলে—
'সন্ধানী, আমারে পাবি!'

বনের পথে অজানা পথিক
নয়নে তাহার নামিল ধারা—
নামিল বাদল পলক-হারা;

গুরু গম্ভীর দেয়ার ডাকে
বাজের আগুন হরিণী মাগে,
বুঝি কাঁদিয়া ফিরে গন্ধে আকুল
কাননের মৃগনাভি!

স্বরলিপি

"তাসের দেশ"

হেরো সাগর ওঠে তরঙ্গিয়া,
বাতাস বহে বেগে।
সূর্য্য যেথায় অস্তে নামে
ঝিলিক্ মারে মেঘে॥
দক্ষিণে চাই উত্তরে চাই
ফেনায় ফেনা, আর কিছু নাই,
যদি কোথাও কূল নাহি পাই
তল পাবো তো তবু।
ভিটার কোণে হতাশ মনে
রইবনা আর কভু॥
যাবোই আমি যাবোই, ওগো
বাণিজ্যেতে যাবোই।

অকূল মাঝে ভাসিয়ে তরী
যাচ্ছি অজানায়।
আমি শুধু একলা নেয়ে
আমার শূন্য নায়।
নব নব পবন ভরে
যাবো দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে
অপূর্ব্ব ধন যত।
ভিখারী মন ফির্বে যখন
ফির্বে রাজার মতো॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

গা মা II পা পা -র্সা | ণা ধা -ধপা I মা গমা -রগা | মা পা -া I
হে র সা গ র্ | উ ঠে ০ ত র০ ং০ | গি য়া ০

-গা -মা -পা | -ধা -ণা -র্সা I -না -র্সা -া | -া -পা -া I
০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০

পা ধা -ধা | ণা ণা -া I ধা পা -ধপা | মা গা -মা I
বা তা স্ | ব হে ০ বে গে ০ | হে র ০

পা -ধা পা | মা গা -া I সা -া রা | গা -া -া I
সূ র্ য্য | যে থা য় অ স্ ত | না ০ ০

-মা -া -া | -া -া -া I গা মা -পা | পক্ষা পা -া I
মে ০ ০ | ০ ০ ০ ঝি লি ক্ | মা রে ০

-া -া -া | -মা -গা -া I মা ধা -ধা | পা ধা -া I
০ ০ ০ | ০ ০ ০ ঝি লি ক্ | মা রে ০

ণা ধা -া | মা গা -মা II
মে ঘে ০ | হে র ০

II মা -া মা | ধা ধা না I না -া র্সা | না র্সা র্সা I
দ ০ ক্ষি | ণে চা ই উ ০ ত্ত | রে চা ই

না না -না | না -া -া I র্সা -া -া | -া -া -া I
ফে না য়্ | ফে ০ ০ না ০ ০ | ০ ০ ০

না -না র্রা | না নর্সা -র্সা I -া -া ণা | ধা ণা -া I
আ র্ ঝি | ছু মা ই ০ ০ কি | ছু না ই

-া -া ণা | ধা পা পা I -া -া -া | -া -া -া I
০ ০ কি | ছু না ই ০ ০ ০ | ০ ০ ০

মা মা -া | গা রসা -া I রা -া গা | গা রসা -া I
য দি ০ | কো থা ও কূ ল্ না | হি পা ই

রা -রা গা | গা গা -মা I গা মা -া | -া -া -া I
ত ল্ পা | ব ত ০ ত ব্ ০ | ০ ০ ০

গা মা -া | গা মা -া I পা ধা -া | না -া -া I
ভি টা ব্ | কো ণে ০ হ তা শ্ | ম ০ ০

-র্সা -া -া | -া -া -া I না না না | র্সা -া -া I
নে ০ ০ | ০ ০ ০ র ই বো | না ০ ০

-া -া -া | -পা -ধা -া I ণা র্রা র্রা | র্সা ণা -ধণা I
০ ০ ০ | ০ ০ ০ র ই বো | না আ র্০

ধা পা -ধপা | মা গা -মা I পা -ধা -ধর্সা | র্সা -ণা -া I
ক ভু ০ | আ মি ০ যা ০ ০ | বো ০ ০

ণা -া -া | ধা পা -ধপা I মা -গরা -গা | মা -পা -া I
ই ০ ০ | আ মি ০ যা ০০ ০ | বো ০ ই

-া -া -া | মা গা -া I মা ধা -া | ণা র্সা -া I
০ ০ ০ | ও গো ০ বা ণি ০ | জ্যো তে ০

ধা সণা -া | ধা -পা -া I পা -ধা -ধর্সা | র্সা -ণা -া I
যা বো ০ | ই ০ ০ যা ০ ০ | বো ০ ০

গা -া -া | ধা পা -ধপা I মা -গরা -গা | মা পা -া I
ই ০ ০ | আ মি ০ যা ০০ ০ | বো ০ ই

-া -া -া | -া -া -া II
০ ০ ০ | ০ ০ ০

II সা সা -সা | রা রা -া I রা গা রা | গা গা -া I
অ কূ ল্ | মা ঝে ০ ভা সি য়ে | ত রী ০

গমা -া মা | মা মা -গা I গপা -া -া | -পা -া -া I
যা চ্ ছি | অ জা ০ না ০ ০ | য়্ ০ ০

মা মা -ধা | ধা ধা -া I ধা -ধা ধা | ধা -পা -ধা I
আ মি ০ | শু ধু ০ এ কৃ লা | নে ০ ০

গা -া -া | -া -া -া I ধা পা -ধপা | মগা রা -গা I
য়ে ০ ০ | ০ ০ ০ আ মা র্ | শূ০ ন্য ০

মা -া -া | -া -মা -া I মা মা -ধা | ধা ধা -না I
না ০ ০ | ০ য়্ ০ ন ব ০ | ন ব ০

না র্সা -র্সা | না র্সা -া I না না -া | না র্সা -া I
প ব ন্ | ভ রে ০ যা বো ০ | দ্বী পে ০

না র্সা -র্সা | ণা ধা -ণা I পা -া -া | -ধা -র্সণা -ণা I
নী পা ন্ | ত রে ০ যা ০ ০ | ০ ০ ০

ধা -া -া | -া -া -া I ধা ধা -ণা | ধা পা -া I
বো ০ ০ | ০ ০ ০ নে বো ০ | ত রী ০

মা -া গা | রা গা -া I রা গা -গা | গা গা -মা I
পূ র্ ণ | ক রে ০ অ পূ র্ | ব ধ ন্

গা মা -া | -া -া -া I গা মা গা | মা -মা -া I
ব ত ০ | ০ ০ ০ ভি খা রী | ম ন্ ০

পা -া ধা | না র্সা -া I না -া -া | র্সা -া -া I
ফি র্ বে | য খ ন্ ফি র্ ০ | বে ০ ০

-া -া -া | -া -পা -ধা I ণা -র্রা র্রা | র্সা ধর্সা -ণা I
০ ০ ০ | ০ ০ ০ ফি র্ বে | রা জা র্

ধা পা -ধপা | মা গা -মা II II
ম ত ০ | আ মি ০ যাবোই ইত্যাদি।

স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি

মালকোশ—ত্রিতালা

(খ্যাল)

ন লাগী মোরী ঠুমক পলঙ্গনা অরু ননদীয়া
তুমরে বীরন মোসেঁ করত ফয়ল বাজে ঘুঁঘরিয়াঁ।
তন মন ধন নোছাবর করোরী ভস্ম অঙ্গ পিয়া রাজ বনিকো
অদারঙ্গ হস মোসেঁ তুজ পকরত সুন্দর জাত কুবজা মুদরীয়াঁ॥

না—অদারঙ্গ

সুর শিক্ষক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীমতী অনিমা গুপ্ত (অনু)

০				১				২´				৩				
{মা	জ্ঞা	সা	সা	ণ্া	সা	ণ্দ্া	ণ্া	সা	সা	মা	মা	মা	মা	মা	-া}	I
ন	লা	০	গী	মো	০	রী	০	ঠু	ম	ক	প	ল	ঙ্গ	না	০	
মজ্ঞা	জ্ঞা	-া	মা	দা	দা	মা	জ্ঞা	মজ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	দা	মা	দা	I
অ	রু	০	ন	ন	দী	য়া	০	তু	ম	রে	বী	র	ন	মো	সেঁ	
ণা	র্সা	র্সা	ণা	র্সা	র্সা	দা	ণা	দা	মা	জ্ঞা	র্সা	র্সা	র্সণা	দা	মা	II
ক	র	ত	ফ	য়	ল	বা	০	০	জে	০	ঘুঁ	ঘ	রি০	য়াঁ	০	
{র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সণা	ণদা	দা	মা	জ্ঞা	মা	দা	ণা	র্সা	র্সা	র্সা	-া	I
ত	ন	ম	ন	ধ০	ন০	নো	০	ছা	০	ব	র	ক	রো	রী	০	
র্সা	-া	র্সা	র্সা	-া	র্সা	ণা	ণা	দণা	র্সা	ণা	র্সা	ণা	দা	মা	-া}	I
ভ	০	স্ম	অ	০	ঙ্গ	পি	য়া	রা০	০	জ	ব	নি	০	কো	০	
সা	সা	-া	মা	-া	মা	মা	মা	মজ্ঞা	মা	দা	ণা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	I
অ	দা	০	র	০	ঙ্গ	হ	স	মো	সেঁ	তু	জ	প	ক	র	ত	
দণা	র্সর্জ্ঞা	র্সা	র্সা	ণদদা	-া	মা	জ্ঞা	মা	দা	ণা	র্সা	ণা	দা	মা	-া	II
সু০	০ন্দ	ন্দ	র	জা০	০	ত	কু	ব	জা	ত	মু	দ	রী	য়াঁ	০	

তান :—

২´ ৩
১। সজ্ঞা মদা ণস´া জ্ঞ´স´া | ণদা স´ণা দমা জ্ঞসা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

২। জ্ঞ´জ্ঞ´া স´জ্ঞ´া জ্ঞ´স´া ণদা | স´ণা দমা জ্ঞমা জ্ঞসা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

০ ১ ২´
৩। দ্ণ্া সসা ণ্সা জ্ঞজ্ঞা | সজ্ঞা মমা জ্ঞমা দদা | মদা ণণা দণা স´স´া |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

৩
দস´া স´ণা দমা জ্ঞমা |
০০ ০০ ০০ ০০

অন্তরার তান :—

০ ১ ২´
৪। মা ণা দা স´া | -া -া -া -া | দণা স´ম´া -া -া |
আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০

৩
মা -া -া -া |
০ ০ ০ ০

আট মাত্রার যৎ

শ্রীহরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এই তালটি আজকাল বঙ্গদেশে বিশ্রুত হইয়া পড়িয়াছে। তৎপ্রতি হেতু নির্দ্দেশ করিতে গিয়া দেখা যায় যে ঠুংরী গান এই তালটিকে লোকপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে, কারণ বঙ্গদেশের সাঙ্গিতিক ক্ষেত্রে অধুনা ঠুংরীই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সুতরাং ইহার অবয়ব আপনারা সহজেই ধারণা করিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে প্রচলিত রূপ, যথা :—

+		১		০		১	
।	।	।	।	।	।	।	।
ধা	ধিন্	ধাধা	তিন,	তা	তিন্	ধাধা	ধিন্।

মৌখিক পরিচয় দিতে ৮ মাত্রা, ৩ তাল ও ১ ফাঁকযুক্ত আট মাত্রার যৎ বলা হইয়া থাকে। এই সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করিলে আমরা পাই যে তালটি প্রকৃত "যৎ"। যৎ তাল ৭ মাত্রা, ৩ তাল ও ১ ফাঁকযুক্ত বলিয়া আমাদের জানা আছে। এই স্থলে বিশেষণ-যুক্ত করিয়া ৭ মাত্রার যৎ হইতে পৃথক করা হইয়াছে। পৃথকীকৃত হইয়া থাকিলেও যৎ বলার সার্থকতা রহিয়াছে, ভিন্ন সংজ্ঞাতে বোধহয় ততদূর শোভনীয় হইত না। মাত্রা সংখ্যা ব্যতীত ঠেকার বোলের সহিত পরস্পর সম্পূর্ণ ঐক্য থাকা হেতু যৎ-সংজ্ঞাকে পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন সংজ্ঞা ধারণ করিতে পারে নাই। যৎ সংজ্ঞার আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে; কেবল বিশেষণযুক্ত যৎএর আলোচনায় লেখনীয় বলিয়া তারই অবতারণা করিতেছি। বারান্তরে যৎএর বিষয় দেখা যাইবে ভগবৎ ইচ্ছা হইলে।

তৎপর নিবেদ্য, এই প্রবন্ধ পাঠকালে মৎলিখিত পূর্ব্বপ্রকাশিত তেতালা ও কাহারবা তাল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলির প্রতি লক্ষ্য হারাইবেন না। এখন আমার অপ্রকাশিত অভিধানকে (এই প্রবন্ধ লিখায় পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত সংগৃহীত সামগ্রীকে) আশ্রয় করিয়া যাহা পাইলাম তাহাই আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। ভ্রম-সংশোধন যোগ্য রহিল।

উপরে বলিয়াছি, আট মাত্রার যৎ বঙ্গদেশ বিশ্রুত। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ইহা কিছুকাল পূর্ব্বে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইত। কোথাও এই তাল "ঠুংরী" নামে অভিহিত—তাহার কারণও এই বোধহয় যে এই ঠেকা ঠুংরী গানের সঙ্গতে মাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আবার কোথাও ইহা "ভরতঙ্গা" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে—এই নামের কোন সার্থকতা অদ্যাপি জানিতে পারি নাই। "ভরতঙ্গা" কিন্তু "ভরতল্ল" তাল নহে। হিন্দুস্থানে ইহা "হালিয়া" নামে পরিচিত। দাক্ষিণাত্যের সংবাদ এখনও পাই নাই। শাস্ত্রীয় "গজলীল", "গজলীলা", "গজনীল" বা "গজ" তালের সহিত ইহার সাদৃশ্য এখনও স্থাপনে অসমর্থ। কোন কৃতীর নিকট "গজলীলা" তালের অপর একটী রূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহার সহিত আট মাত্রার যতের কোন সাদৃশ্য নাই। কোন গ্রন্থকার শাস্ত্রীয় "চাচপুট" তালের রূপ প্রদান করিয়াছেন—তাহা শাস্ত্রানুমোদিত কি অশাস্ত্রীয় সে আলোচনার স্থান ইহা নহে। কিন্তু তাহার মাত্রা ও তাল স্থান আট মাত্রার যতের অনুরূপ হইলেও ঠেকার রূপ পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। "গণমঠ" তাল সম্বন্ধেও একই বক্তব্য আমার আজ পর্য্যন্ত রহিল। তৎপর "ছাপ্‌কা" নামে একটী তাল আমরা বঙ্গদেশে ব্যবহার করিয়া থাকি। তাহার রূপও আট মাত্রার যতের ন্যায় নহে। হিন্দুস্থানীয় কোন গ্রন্থকার

ইহার যে রূপ দেখাইতেছেন, তাহা আবার আট মাত্রার যতের ন্যায় হইয়া পড়ে, যদিও ঠেকার বোলে সামান্য পার্থক্য আছে, তথাপি তাহার চেহারার সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে। দেশ ভেদে রূপের পার্থক্য থাকা হেতু ইহাকে এক বলা সঙ্গত হইবে না। তেতালা, আড়া, তিলোয়াড়া, কাওয়ালী, কাহারবা, পাঞ্জাবী ইত্যাদি তালের সহিত ইহার পার্থক্য আপনাদের অবিদিত নাই। ঠুংরী গানের সঙ্গতে পাঞ্জাবী ঠেকার পরিবর্ত্তে এদেশে আট মাত্রার যৎ প্রচলিত রহিয়াছে অনেকদিন হইতে। শাস্ত্রীয় "তৃতীয়" তাল ভিন্ন লক্ষণযুক্ত, কিন্তু জনৈক গ্রন্থকার ইহার এক প্রকার রূপ প্রদান করিয়াছেন তাহা অনেকাংশে আট মাত্রার যতের অনুরূপ। বাধাতীত না হওয়ায় ইহার সহিত আট মাত্রার যতের ঐক্য স্থাপনে আমি অসমর্থ। অপর এক গ্রন্থকার "ললিতা" তালের অবয়ব গঠন করিয়াছেন—ঠেকাটি পাখোয়াজের বোল সংযুক্ত হইয়া ছন্দে আট মাত্রার যতের সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় "ললিতা" তালের অবয়বের পূর্ণ পরিচয় অদ্যাপি পাই নাই জন্য ইহাকেও এক বলিতে পারি না। আর একজন গ্রন্থকার "সুলফ্" তাল লিখিয়াছেন। ইহা শাস্ত্রগত কিনা তাহার সন্ধান এখনও জানি না। এবং ইহার কোন রূপান্তরেরও পরিচয় পাই নাই, কিন্তু ইহার রূপ আট মাত্রার যতের তুল্য। কীর্ত্তনাঙ্গীয় "ছোট ডাশপাড়িয়া" তালের সহিত ইহার মাত্রা ও তাল সংখ্যার সাদৃশ্য থাকিলেও ঠেকার চেহারা অন্য প্রকার। কীর্ত্তনাঙ্গীয় "ছোট দুঠুকী" তাল প্রকৃত সাত মাত্রাগত কিন্তু দ্রুত লয়কে প্রাপ্ত হইয়া ৪ মাত্রাগত হইয়া ৩ তাল ও ১ ফাঁককে আশ্রয় করে। তখন ইহা "আড়া দুঠুকী" সংজ্ঞা গ্রহণ করে। "আড়া দুঠুকী"র সহিত আট মাত্রার যতের বিলক্ষণ সাদৃশ্য রহিয়াছে। "অদা" এবং "তপইয়া" তালের সহিত মাত্রা ও তালের সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও ঠেকার রূপ ভিন্নপ্রকার বলিয়া ঐক্য স্থাপন করিতে পারিলাম না এবং এই তালদ্বয় শাস্ত্রগত কিনা তাহার পরিচয়ও অদ্যাপি পাই নাই।

পাশ্চাত্য তাল মাত্রার খোঁজ করিয়া আমাদের তাল-সঙ্গীতের মত কোন Time Measure দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ আমাদের ফাঁকের মত কোন জিনিষ পাশ্চাত্য তালশাস্ত্রে আছে বলিয়া জানি না। এই ক্ষেত্রে ফাঁককে তাল ধরিয়া নিলে বলা যায় যে এই তাল Compound Binary Time (গতি) বিশিষ্ট, Quadruple Time নহে।

এ পর্য্যন্ত আলোচনার ফলে দেখা যাইতেছে যে আট মাত্রার যৎ, ঠুমরী, হাসিয়া, ভরতঙ্গা, আড়া দুঠুকী ও সুলফ এই ছ'টা তাল এক বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা কুণ্ঠাবোধ করিতে পারি না।

গান

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

কে তুমি আজিকে এলে,
গোপনে চরণ ফেলে!

ঘন কালো মেঘে আঁচল ছড়ায়ে,
মুক্ত অলকে কুসুম জড়ায়ে,
চরণ পরশে বকুল ঝরায়ে, উজল প্রদীপ জেলে।

আকাশে উড়ায়ে ঘন এলোচুল,
কণ্ঠে জড়ায়ে যত বনফুল,
কে গো তুমি প্রিয় ভাঙিয়াছ ভুল, হৃদয়ে আসন মেলে!

স্বরলিপি

বাগেশ্রী—তেতালা

(ঠুংরী)

কাহে করত মোসে রার
এ গিরিধারী
বর বস ছাড়িয়া ছুঁয়াত
এ বনওয়ারী।
পঁইয়া পরত হুঁ
বিনতি করত হুঁ
শোনো সেবক এক ন মানে
বন্‌শীধারী ॥

প্রাপ্তি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীরামকিষণ মিশ্র স্বরলিপি—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী

আস্থায়ী

	০				১				+				৩				
II	মা	-মা	জ্ঞা	রা	সা	ণ্‌া	ধ্‌া	ণ্‌া	সা	-সা	সা	ধ্‌ণ্‌া	ধ্‌প্‌া	মজ্ঞা	রসা	ণ্‌সা	I
	কা	০	হে	ক	র	ত	মো	সে	রা	০	র	এ ০	গিরি	ধা ০	০ ০	০ রী	
	০				১				+				৩				
	মা	ণা	ধা	ণা	র্সা	ণা	ধা	ণা	ধা	মা	মধা	-ণর্সা	ণধা	মজ্ঞা	রসা	ণ্‌সা	II
	ক	র	ব	স	ছা	ড়ি	য়া	ছুঁ	য়া	ত	এ ০	০ ০	ব ন	ওয়া০	০ ০	০ রি	

অন্তরা

	০				১				+				৩				
II	মা	-মা	ধা	ণা	র্সা	ণা	র্সা	র্সা	র্সা	র্মা	র্জ্ঞা	র্রা	র্সা	ণা	ধা	মা	I
	পঁই	০	য়া	প	র	ত	হুঁ	০	বি	ন	তি	ক	র	ত	হুঁ	০	
	০				১				+				৩				
	ধা	ণা	র্মা	র্মা	র্জ্ঞা	র্রা	র্সা	ণা	ণা	ধা	মা	ধণা	ধপা	মজ্ঞা	রসা	ণ্‌সা	II
	শো	না	সে	০	ব	ক	এ	ক	ন	মা	নে	বন্	শী০	ধা ০	০ ০	ধারী	

স্বরলিপি

মিশ্র—কাহার্‌বা

উতল হ'ল শান্ত আকাশ তোমার কলগীতে। কেন তুমি গানের ছলে বঁধু বেড়াও কেঁদে ?
বাদল ধারা ঝরে বুঝি তাই আজ নিশীথে॥ তীরের চেয়েও সুর যে তোমার প্রাণে অধিক বেঁধে॥

সুর যে তোমার নেশার মত
মনকে দোলায় অবিরত—
ফুলকে শেখায় ফুটিতে গো, পাখীকে শিস দিতে॥

তোমার সুরে কি সে ব্যথা
দিল এত বিহ্বলতা !
আমি জানি সে বারতা তাই কাঁদি নিভৃতে॥*

কথা—কাজী নজরুল ইস্‌লাম

সুর—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস

স্বরলিপি—শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

	+				o					+				o				
II	সা	-মা	মা	-মা	পা	-ধা	ণা	-র্সা	I	-মা	-া	মা	মা	মা	-া	-মা	-া	I
	উ	০	ত	ল্	হ	০	ল	০		শা	ন্	ত	আ	কা	০	শ্	০	
	রজ্ঞা	মা	-পা	-দা	পণা	দণা	-দা	পা	I	মা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	I
	তো০	মা	০	র্	ক০	ল০	০	গী		তে	০	০	০	০	০	০	০	
	জ্ঞরা	জ্ঞা	-সা	সা	ণ্া	-া	-া	-া	I	ধ্া	ণ্া	জ্ঞা	রা	মা	-া	মা	-া	I
	বা০	দ	ল্	ধা	রা	০	০	০		ঝ	রে	বু	ঝি	তা	০	ই	০	
	মা	-পা	ণা	ধা	ণা	-দা	-পা	-া	I	রজ্ঞা	মা	-পা	-দা	পণা	দণা	-দা	পা	I
	আ	জ্	নি	শী	থে	০	০	০		তো০	মা	০	র্	ক০	ল০	০	গী	
	মা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	II									
	তে	০	০	০	০	০	০	০										

* উক্ত গানখানি "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" রেকর্ডে গীত হইয়াছে।—স্বরলিপিকার।

+ ০ + ০
II র্সা -র্সা র্সা ণা | র্সা -া -র্সা -া I র্সা ণা -দা মা | ণা -া -া -া I
সু র্ যে তো | মা ০ র্ ০ নে শা র্ ম | ত ০ ০ ০

ণা -র্সা ণর্সণা দণদা | পা -া -মা -া I জ্ঞা -জ্ঞমা জ্ঞা ঋা | সা -া -জ্ঞা -া I
ম ন্ কে০০ দো০০ | লা ০ য়্ ০ অ ০০ বি র | ত ০ ০ ০

{জ্ঞরা -জ্ঞা ঋসা সঋা | ণ্া -া -ণ্া -া I ণ্রা জ্ঞা মা -পা | জ্ঞা -মা -া -া } I
ফু০ ল্ কে০ শে০ | খা ০ য়্ ০ ফু০ টি তে ০ | গো ০ ০ ০

দা পা ণা -ধা | র্সা -না -র্সা ঋ্র্া I র্সা -া -া -া | ণা -ধা ণা -া I
পা খী কে ০ | শী ০ য দি তে ০ ০ ০ | তো ০ মা র্

পা -ণা দণদা পা | মা -া -া -া II
ক ০ ল০১ গী | তে ০ ০ ০

+ ০ + ০
II {সা -মা মা গা | মা -া -া -া I মা পা দা দপা | মা -া মপা মপমা I
কে ০ ন তু | মি ০ ০ ০ গা নে র্ কু্০ | লে ০ বঁ০ ধু০০

জ্ঞা -রা জ্ঞা জ্ঞা | ঋা সা -া -া } I {ধা ধা ধা মা | পা -ণা -া -া I
বে ০ ড়া ও | কেঁ দে ০ ০ তী রে র্ চে | য়ে ও ০ ০

র্সা -ণা দা মা | র্সা -া -া -া I ণা -ধা ণা -া | পা পা -ণা দা I
সু র্ যে তো | মা ০ ০ র্ প্রা ০ ণে ০ | অ ধি ক্ বেঁ

পা -া -া -া | -া -া -া -া } I { র্সা র্সা র্সা ণর্সা | ণর্সা -মা -া -া I
ধে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ তো মা র্ স্থ০ | রে০ ০ ০ ০

মা -পা দা ণর্সা | র্সা -ঋা -া -া I ঋা ঋা ণা -র্সা | র্সা -ঋা -া -া I
কি ০ সে ব্য০ | থা ০ ০ ০ দি ল এ ০ | ভ ০ ০ ০

জ্ঞা -া জ্ঞা র্সা | ণা -া -া -া } I পা -দা ণর্সণা দা | পা -া -া -া I
বি ০ হ্ব ল | তা ০ ০ ০ আ ০ মি০০ জা | নি ০ ০ ০

মা -পা পদা পদপা | মা -া মা মা I সা মা গা মা | পা ধা -ণা -র্সা II
সে ০ বা০ র০০ | তা ০ তা ই কাঁ দি নি ভৃ | তে ০ ০ ০

গান

শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ওমা কি করলাম এসে ভবে
যেটা করি কর্ম্ম সেটা মা অকর্ম্ম
বল কি করি এখন তবে।
জীবনটা ব্যর্থ করে, মরলাম শুধু ঘুরে ঘুরে
আমার শেষের দিন কি হবে॥
আপন বলি যারে তারাই আঘাত করে
বৃথা জীবন কর্‌ছি ক্ষয়
দেখছি সেটাই ভুল (তোমার) চরণ মাত্র মূল
সংসারে কেহ কারো নয়;
তাই বলি শঙ্করী আসল যেন বুঝ্‌তে পারি
জানিনা ঐ চরণ পাব কবে।

রস কীর্ত্তন*

(মাথুর বিরহ)

রচনা—গোকুলানন্দ গোস্বামী। স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস।

১। রাই ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং মম গচ্ছং মথুরাওয়ে,
(আমি চলিলাম গো, এই তো আমি চলিলাম গো, আমায় দে দে চরণধূলা দে, আমি চলিলাম গো) মম গচ্ছং মথুরাওয়ে।
গিয়ে ঢুঁড়ব পুরি প্রতি প্রত্যক্ষে যাঁহা দরশন পাওয়ে।
(সেই রাধানাথে, আমাদের সেই রাধানাথে, আমাদের আমাদের আমাদের সেই রাধানাথে) যাঁহা দরশন পাওয়ে ॥

২। যায় অতি ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং গতি গমনা,
(যেন রথে চড়েছে, দূতি যেন মন রথে চড়েছে, অনুরাগ সারথি করে মন রথে চড়েছে) শীঘ্রং গতি গমনা,
অবিলম্বনে মথুরা পুরী প্রবেশ করিল ভ্রমনা।
(রাধানাথ বলে, দূতী যায় রাধানাথ বলে, রাধানাথ কোথা আছে বলে দূতী যায় রাধানাথ বলে) প্রবেশ করিল ভ্রমনা।

৩। এক রমণী অল্প বয়সে নিজ প্রয়োজন পুছে,
বলে নন্দ সুত কৃষ্ণ খ্যাত কাহার ভবনে আছে।
(আমায় বলে দাও গো, জান যদি আমায় বলে দাওগো, নন্দের নন্দন কোথা আছে আমায় বলে দাও গো) কাহার ভবনে আছে।

৪। শুনি সো ধনি কহয়ে বাণী সো কাঁহে হিঁয়া আয়ব,
(সেত ছাড়া নয়, তিল আধ ব্রজ ছাড়া নয়, ব্রজের কৃষ্ণ ব্রজে আছে তিল আধ ব্রজ ছাড়া নয়) সো কাঁহে হিঁয়া আয়ব,
বসুদেবকী সুত কৃষ্ণ খ্যাত কংশ ঋপু মাধব।
(হ'ল সেই তো রাজা, এই মথুরায় হ'ল সেই তো রাজা, আমরা নন্দের নন্দন চিনি না, হ'ল সেই তো রাজা) কংস ঋপু মাধব।

---

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

৫। সই সই কই কই তাঁর দরশনে মম আসা,
(তাঁরে দেখ্‌তে এলাম, নিতে আসি নাই দেখ্‌তে এলাম, কৃষ্ণ তোদের হ'ক বা মোদের হ'ক তারে নিতে আসি নাই দেখ্‌তে এলাম) দরশনে মম আসা,—
গোঁসাই গোকুলানন্দ কহে যাও যাও ঐ যে উচ্চে বাসা।
(যদি যেতে পার, নারী হ'য়ে যদি যেতে পার, রাজভবন ঐ দেখা যায় যদি যেতে পার) ঐ যে উচ্চ বাসা॥

II { -া মা পা | পা -া পা | -া মা ধা | পা -া মগা I
০ রা ই | ধৈ ০ র্য্যং | ০ র হু | ধৈ ০ র্য্যং

আখর :—

-া মা মা { পা -া পা | -া পা পা | মা ধা পা I
০ রা ই ধৈ ০ র্য্যং | ০ তু মি | অ মন্ ক

মগা রগা -া | সা রা রা | -া রা গা | মা পা ধা I
রে০ ০০ ০ | কাঁ দ্ লে | ০ যাও য়া | হ বে ০

পা মগা মা } | { পা -া পা | -া র্সা র্সা | র্সা -া র্রা I
না রা০ ই | ধৈ ০ র্য্যং | ০ জ য় | রা ০ ধে

র্সা ণা ধা | পা পা মা | গা রা সা | সা রা রা I
গো তো ব্ | শ্যা ম্ আ | নি তে ০ | কাঁ দ্ লে

-া রা গা | মা পা ধা | পা মগা মা } | পা -া পা I
০ যাও য়া | হ বে ০ | না রা০ ই | ধৈ ০ র্য্যং

-া মা ধা | পা -া মগা II
০ র হু | ধৈ ০ র্য্যং

১। { -া মা পা | পা -া পা | -া মা ধা | পা -া মগা } I
০ রা ই | ধৈ ০ র্য্যং | ০ র হু | ধৈ ০ র্য্যং

{ -া মা ধা | মা পা পা | -া পা পা | পা ধা না I
০ ম ম | গ ০ চ্ছং | ০ ম থু | রা ও য়ে

র্সা -া না | ধা না র্সা | না ধা পা | -া -া -া } I
০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০

আখর :—

-া -া -া | -া পা পা | পা ধা -া | না ধা -া I
০ ০ ০ | ০ আ মি | চ লি ০ | লাম্ গো ০

{ মা পা পা | -া পা পধা | পা ধা -া | না ধা -া } I
এ ই তো | ০ আ মি০ | চ লি ০ | লাম্ গো ০

{ -া ধা ধা | ধা র্সা -া | র্সা -া -া | না র্সা না I
০ আ মায় | দে ০ ০ | দে ০ ০ | চ রণ থু

ধা না ধা | মা পা পা | -া পা পধা | পা ধা -া I
লা ০ দে | এ ই তো | ০ আ মি০ | চ লি ০

না ধা -া | -া -া -া } | -া মা মা | মা পা পা I
লাম্ গো ০ | ০ ০ ০ | ০ ম ম | গ ০ চ্ছং

-া পা পা | পা ধা না | র্সা না ধা | পা -া -া I
০ ম থু | রা ও য়ে | ০ ০ ০ | ০ ০ ০

{ -া পা ধা | র্সা -া র্সা | র্সা র্সা র্সা | না র্সা না I
০ গি য়ে | ঢু ০ ড় | ব পু রি | প্র তি প্র

না না -া | ধা না ধা | পা পা পা | পা ধা না I
ত্য ক্ষে ০ | যাঁ হা দ | র শ ন | পা ও য়ে

র্সা না ধা | পা -া -া } | -া -া -া | -া পা পা I
০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ সে ই

পা -া ধা | না ধা -া | { মা পা পা | পা পা ধা I
রা ০ ধা | না থে ০ | আ মা দে | র্ সে ই

পা -া ধা | না ধা -া } | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I
রা ০ ধা | না থে ০ | আ মা দের্ | আ মা দের্

না র্সা না | ধা না ধা | পা -া ধা | না ধা -া } I
আ মা দে | র্ সে ই | রা ০ ধা | না থে ০

ধা না ধা | পা পা পা | পা ধা না | র্সা না ধা I
যাঁ হা দ | র শ ন | পা ও য়ে | ০ ০ ০

পা -া -া | -া -া -া II*
০ ০ ০ | ০ ০ ০

অপরাপর কলিগুলির সুর প্রথম কলির অনুরূপ।

* হারমোনিয়মের স্কেল :—স্ত্রী কণ্ঠে মুদারা সি সার্প কিম্বা ডি সার্প, পুরুষ কণ্ঠে উদারার এফ্ সার্প কিম্বা জি সার্প। তিন অক্টেভ হারমোনিয়মের প্রথম অক্টেভ উদারা।

সঙ্গীতের ভিত্তি

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সঙ্গীতের ভিত্তি (foundation) হচ্ছে 'নাদ'। 'নাদ' বল্‌তে বুঝায় প্রণব, যাকে বেদে বীজ বা আদি ছন্দ 'ওঙ্কার' বলে অভিধান দেওয়া হয়েছে।

সঙ্গীত-শাস্ত্রের মতে ওঙ্কার বা নাদই সগুণ ব্রহ্ম। এই সগুণব্রহ্ম প্রণব সত্ত্বরজস্তমোযুক্ত হয়ে যাবতীয় রাগ ও রাগিণীর সৃষ্টি, পুষ্টি ও বিলীন করে থাকেন। শাস্ত্রকার নাদার্থে—"ন-কারং প্রাণনামানং দ-কারমনলং বিদুঃ" বলেছেন; অর্থাৎ প্রাণবায়ুর সহিত সত্ত্বময়ী ইচ্ছা মূলাধারস্থ অপানবায়ুর সংস্পর্শে রজগুণান্বিতা হয়ে হৃদয়ে আহত ও পরে কণ্ঠনালী দিয়ে বহির্গত হলেই তার অভিব্যক্তি হয় শব্দে, আর ঐ শব্দই হচ্ছে নাদ। ঐ নাদ যখন সুর ও ছন্দে বিজড়িত হয়ে প্রকাশিত হয়, তখনই তা 'সঙ্গীত' নামে পরিচিত হয়। পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদগণ এই সঙ্গীতকে সুরময় শব্দ বা কম্পন সমষ্টি বলে অভিহিত ক'রে থাকেন, যথা—* * Music is the special expression of Vibration and sound etc."

সঙ্গীত-শাস্ত্রকারগণ ঐ সঙ্গীতের ভিত্তি নাদকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা—"আহতঽনাহতশ্চেতি দ্বিধা নাদো নিগদ্যতে।" অর্থাৎ আহত ও অনাহত ভেদে নাদ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে অনাহত ধ্বন্যাত্মক ও প্রাণায়ামাদি যৌগিকপন্থায় লভ্য, আর 'আহত' হচ্ছে বর্ণাত্মক। এই বর্ণাত্মক নাদই সার্থক ও ভাব প্রকাশক হয়ে জগতের সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়ে আনন্দের উৎস উৎপাদন করে থাকে; যথা—"স নাদস্ত্বাহতো লোকে রঞ্জকো ভব-ভঞ্জকঃ।"

এই নাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা সঙ্গীত-শাস্ত্রে পাই, যথা—

"আত্মনা প্রেরিতং চিত্তং বহ্নিমাহন্তি দেহজম্।
ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং প্রাণং স প্রেরয়তি পাবকঃ॥
পাবক-প্রেরিতঃ সোদৃথ ক্রমাদূর্দ্ধপথে চরন্।
অতি সূক্ষ্ম ধ্বনির্নাভৌ হৃদি সূক্ষ্মং গলে পুনঃ॥
পুষ্টং শীর্ষেঽত্বপুষ্টঞ্চ কৃত্রিমং বদনে তথা।
আবির্ভাবয়তীত্যেবং পঞ্চধা কীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ॥
কথং কণ্ঠঃ স্থিতঃ পুষ্টঃ স্যাদপুষ্টঃ শিরঃস্থিতঃ।
উচ্যতে তত্র শিরসি সঞ্চার্য্যারোহ-বর্ণয়োঃ॥"

এখন দেখা যাচ্ছে, নাদই বাস্তবিক সঙ্গীতের মূল। এ নাদ সম্বন্ধে মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" এর অর্থ একজন মনীষী করেছেন—"*OM* is the symbol of that great Brahman. Brahman itself is nameless and formless, but we, the subjects of this material world are endowed with that name and form. * * So to reach that Brahman or perfect attainment of salvation, we should take the helf of a symbol (with name and form), and that sacred symbol is "*OM*", the first born divine sound of creation etc."

এই divine sound of creation-ই হচ্ছে নাদ বা ওঙ্কার, যা সঙ্গীতের কারণ বা বীজস্বরূপ। এখানে প্রণব বা নাদ যদি পরব্রহ্মের প্রকাশক ও সঙ্গীতের জনক হন, তবে সঙ্গীতের সাধক ও সাধিকা যে শব্দব্রহ্মের উপাসক, তাতে আর সন্দেহ কি? তাই মনে হয় লক্ষ্যহীন কোন বস্তুই নেই জগতে, প্রত্যেকেরই এক একটী লক্ষ্য (goal) আছে, যে লক্ষ্যের বরণে মানব যথার্থই আপনার জীবন ধন্য করতে পারেন। এই যে সঙ্গীত, যা চতুঃষষ্টি কলার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ, তারও একটী মহান্ লক্ষ্য আছে, যেটী

মুক্তি বা শাশ্বত আনন্দ নামে পরিচিত। শাস্ত্র তাই বল্‌ছে—

"ত্রিবর্গ-ফলদাঃ সর্ব্বে দানাধ্যায়-জপাদয়ঃ।
একং সঙ্গীত-বিজ্ঞানং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্‌॥"

* * * *

সঙ্গীতের মূল 'নাদ' সম্বন্ধে সঙ্গীত-শাস্ত্রে যথেষ্ট বিচার আছে, কিন্তু সাধারণের তা বিরক্তিকর হবে বলে নিরস্ত হওয়া গেল। আজকাল Modern Art ও প্রগতির যুগে মানুষ সঙ্গীতের মাঝে তত গভীর তত্ত্বের আলোচনা কর্‌তে ইচ্ছুক নয়। নাদ, শ্রুতি, অলঙ্কার, মূর্চ্ছনা, রূপ, ধ্যানাদির আবৃত্তি এখন পুরাতনে পরিণত হয়েছে। 'বাদশাহী আমলের টাকা এ যুগে চলে না', কাজেই সঙ্গীতের মাঝে বাজে কথা ও অত বড় বড় তত্ত্বের সমাবেশ আজকাল বেখাপ্পা দেখায়! মানুষের রুচির সঙ্গে সবই পরিবর্ত্তন হ'তে চলেছে, আচার, ব্যবহার, সমাজ, রাষ্ট্র, এমন কি ধর্ম্মের মাঝেও যথেষ্ট অদল-বদল হয়ে গেছে, কাজেই পুরাতনের ধারাকে ডেকে এনে নূতনকে বিরক্ত করা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? কাজেই বড় বড় আলোচনাকে এখন রেহাই দিয়ে, সাদা সরল এবং আসল কথাটুকু বলাই হচ্ছে এ যুগের বৈশিষ্ট্য। একদিন ছিল, যখন নারীর সামাজিক আচারই ছিল পর্দ্দার মাঝে থাকা ও নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করা, কিন্তু এখন তার স্রোত যথেষ্ট বদ্‌লে গেছে। স্বাধীনতা ও নিরাভরণই এখন নারীর সৌন্দর্য্য; সেরূপ সঙ্গীত-জগতে আড়ম্বরতা, সেই classical-এর ঢঙ্‌, শাস্ত্রতর্ক ও নাদের শুষ্ক অবতারণা এখন শোভনীয় নয়—এই হচ্ছে বর্ত্তমান সাধারণের argument। কথাটা অবশ্য নিছক মিথ্যা না হলেও যে একেবারে অভ্রান্ত নয়, এ কথা বোধ হয় নিশ্চিত, তার পশ্চাতেই একটা না একটা তন্ত্র বা নির্দ্দেশক আছে, এই নির্দ্দেশক বা পরিচালকই হচ্ছে শাস্ত্র। শাস্ত্র বিদ্যার সৃষ্টি রহস্য, ক্রমসাধনা, রূপ, বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য সবই মানুষের সাম্‌নে নিরপেক্ষ ভাবে ধরে দেয় মাত্র তার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তাকে মঙ্গলের অধিকারী কর্‌বার জন্যে, এতে চর্চ্চা বা রহস্য উদ্‌ঘাটনের নিজের কোন সার্থকতা নেই, সার্থকতা মাত্র তারই, যে এর নির্দ্দেশমাত্র নিয়ে, এর সকল রহস্য অবগত হয়ে তারই মাঝে আপনাকে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারে এবং তাতেই সে বিদ্যার সফলতা সম্পাদিত হয়। এজন্য শাস্ত্রও চাই, সাধনাও চাই এবং লক্ষ্যও চাই সে বিদ্যা বা কলাকে পূর্ণাঙ্গ ও উদ্দেশ্যময় করে তুল্‌তে। এই যে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকলা, এর যে উদ্দেশ্য মানবকে মুক্তির বারতা প্রদান করা, শান্তি ও অফুরন্ত আনন্দের অধিকারী করা, এত আর মিথ্যা নয়! সঙ্গীতে মানুষের সকল বৃত্তি রুদ্ধ হয়ে সে আনন্দের উচ্ছ্বাসে তন্ময় হয়ে যায়, এই আত্মভোলা ভাব বা তন্ময়তাই মানুষের কাম্য। মানুষ এই তন্ময়তার সাহায্যেই সে সুরময় ভগবানের সন্নিধানে উপস্থিত হয়ে আত্ম-নিবেদনে শাশ্বত শান্তি লাভ করে থাকে। এজন্য সঙ্গীত সাধনা নামে অভিহিত।

কিন্তু সঙ্গীত সাধনা হলেও মানুষ অর্থাৎ সাধকের কর্ত্তব্য তার যথার্থ মূল অনুসন্ধান করা। মূল অনুসন্ধান দ্বারাই প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়, এজন্য অনুসন্ধিৎসু সাধক শাস্ত্র বা গুরুর সাহায্যে যখন প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হ'তে অগ্রসর হন, তখনই দেখেন সঙ্গীতের মূলে সেই প্রণব বা নাদই, যাহা হ'তে আহত মূর্ত্তি বিকশিত হ'য়ে শ্রুতি, অলঙ্কার, মূর্চ্ছনা, সুর ও ছন্দাদি পল্লবিত সঙ্গীত-মহীরুহের সৃষ্টি করেছে। এই নাদই হচ্ছে সঙ্গীতের সুরঘন মূর্ত্তি, সমস্ত সঙ্গীত-সাধনায় এই নাদব্রহ্মেরই উপাসনা করা হয় এবং এই নাদব্রহ্মের উপাসনায়ই সঙ্গীত-সাধনার প্রকৃত রহস্য নিহিত।

পুরাণাদি বাদ দিলেও যদি আমরা ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখব যে, তখন কি ভাবে সাধকগণ সঙ্গীতকে গ্রহণ কর্‌তেন। শিবাজীর গুরু রামদাসের

…বনী যাঁরা পাঠ করেছেন, তাঁরা জানেন, তিনি সঙ্গীতে …নই আত্মহারা হয়েছিলেন যে, লোভ, অহঙ্কার ইত্যাদি …পুকে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়ে প্রাণের ঠাকুর …রামজীর চরণেই তিনি আত্মবিক্রয় করেছিলেন। …হিক ভোগ, সুখ ও আনন্দ তাঁর কাছে সব উপেক্ষায় …রিণত হয়েছিল। একদিনের কথা, তিনি ভিক্ষার ঝুলি …য়ে একতারাটী বাজাতে বাজাতে শিব্‌জীর রাজ-প্রাসাদের দ্বারে উপস্থিত হলেন, মুখে শ্রীরামজীর নাম গান ও চক্ষের অবিরত ধারা; শিবাজী প্রাসাদ শিখর হ'তে …ক্ষ্য ক'রে গুরুদেবকে ভিক্ষা দিবার জন্যে করজোড়ে উপস্থিত হ'লেন এবং একটী কাগজখণ্ডে তাঁর সমস্ত …জৈশ্বর্য্য দানপত্র লিখে দিয়ে রামদাসের ভিক্ষার ঝুলিতে নিক্ষেপ করলেন। যেমন গুরু, তার তেমন শিষ্যই বটে! রামদাস শিষ্যের ভিক্ষাদ্রব্য লক্ষ্য করে হেসে বল্লেন—'শিব্‌জি' আমি নগণ্য ভিখারী, রামনামই আমার দখল, তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে আমি কি করব? তোমার ধন তুমি গ্রহণ করে আমাকে তাঁর নামে ডুবে যেতে দাও"… ইত্যাদি। তাই বলছি, যাঁরা যথার্থ সাধক, তাঁরা ভগবানেরই সেবক, গানময় ভগবান ছাড়া আর তাঁরা কিছুই চান না।

তারপর আমরা পাই হরিদাস স্বামীর জীবনে। ইনি পরম বৈষ্ণব আশাবীরের পুত্র ভগবদ্ভক্ত। তিনি গন্ধর্ব্ব কৃষ্ণদত্ত নামক জনৈক সঙ্গীত-বিদ্যায় সিদ্ধ মহাত্মার নিকট নাদবিদ্যা শিক্ষা করেন এবং সারাজীবন তাতেই অহরহ আত্মহারা হয়ে থাকতেন। একবার দয়ালদাস ক্ষত্রী নামক একজন ধনী তাঁকে একটী স্পর্শমণি প্রদান করেন, কিন্তু তিনি তা যমুনার তীরে নিক্ষেপ ক'রে একমাত্র নাদব্রহ্মের সাধনাই আত্ম-নিয়োগ করেন। সঙ্গীতগুরু তানসেন তাঁর নিকট ঐ নাদবিদ্যা শিক্ষা ক'রে আপনাকে সুররূপী ভগবানের একজন দীন সাধকই জ্ঞান করতেন। তিনিও সুর বা সঙ্গীতকে বসিয়েছিলেন বিরাট ও অনন্তের আসনে, তাই যখন সম্রাট্ আকবর বাদশাহ তাঁকে সঙ্গীত-গুরু বলে অভিহিত করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন—"জাঁহাপনা! বিশাল বারিধির একটীমাত্র জলকণা লাভে যেরূপ সমগ্র সিন্ধুসলিল অধিগত হয় না, এ অনন্ত নাদ সমুদ্রের গণ্ডূষমাত্র বারি পানে সেরূপ আমি কিছুমাত্র গৌরবান্বিত নই, বিন্দুমাত্র সুর সমুদ্রের জল আমি পান করেছি, কিন্তু অনন্ত জলরাশি আমার সম্মুখে সুবিস্তৃত!" মিঞা তানসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী সাধকবর বৈজুবাওরার জীবনীও অত্যদ্ভূত! কি উদার সাধকই না তিনি ছিলেন! বৈজুবাওরা নামটীর অর্থ হচ্ছে 'পাগল বৈজুনাথ', শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও গুণগানে পাগলের ন্যায় দিবারাত্র তিনি ডুবে থাকতেন। গান ছিল তাঁর সাধনা, এই সাধনারূপ পুষ্প দিয়ে তিনি সুর বা নাদমণ্ডলের মধ্যে তাঁর প্রেমের ঠাকুরকে বসিয়ে পূজা করতেন। আহা! ধন্য পাগল বৈজুনাথ! ধন্য তোমার সাধনা!!

এরূপ কত উদাহরণই না পাওয়া যায়, যাতে সঙ্গীত একমাত্র নাদরূপী পরব্রহ্মের সাধনারই পর্য্যবসিত ছিল! মিঞা তান্‌সেনের পুত্র বিলাস খাঁর বিষয়ও যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা জানেন, সিদ্ধ পিতার নিকট হ'তে নাদ বিদ্যায় দীক্ষিত হ'য়ে তিনি সকল ভোগৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ ক'রে বৈরাগ্য অবলম্বনে কিরূপে নাদ-সাধনায় আপনাকে আত্মহারা ক'রে দিয়েছিলেন। সঙ্গীতের মধ্যে যাঁরা ভ্রামরী প্রাণায়াম রহস্য অবগত আছেন, তাঁরাই জানেন, সঙ্গীত বা সুরের মাধুর্য্য একমাত্র নাদেই অবস্থিত। নাদ অব্যক্ত ভাবঘন মধুর শব্দ সমষ্টির ঋজু প্রবাহমাত্র। এই ঋতু মূলাধারস্থিত স্বরে মনোনিবেশ করলে, মন শরীরাভ্যন্তরে আত্মায় স্থিত হয় এবং তখনই সঙ্গীত যথার্থ আনন্দ এবং শান্তি অনুভূত হয়! তাই বলি, নাদই মূল, নাদই সঙ্গীত সমুদ্রের প্রতিষ্ঠা এবং সঙ্গীতের রহস্য বিজ্ঞাতা! নাদের সাধনাই সঙ্গীতের সাধনা সার্থক হয়।

স্বরলিপি

সার্থক হবে জীবন প্রভু শক্তি ভিক্ষা করি হে,
ভিন্ন পথের পান্থ সকলে চলি এক ব্রত ধরি হে।
জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত হইব,
প্রেম সুধাসুর কণ্ঠে গাইব ;
বিশ্ববাসী সকলে যেন ভ্রাতৃভাবে বরি হে।

বিঘ্ন মাঝেও সাধিব সত্য সঙ্গে প্রভু চল,
অবসাদে যেন ভুলিব বেদন মন্ত্র এমন বল।
পূজিতে আনিব ভক্তির ফুল,
নির্ম্মল হবে হৃদয় দেউল ;
শঙ্কা নাই সে পুণ্যকর্ম্মে কেহই যেন না ডরি হে॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসন্তোষকুমার পাত্র, এম্‌-এস্‌সি

II { পা	-ণা	ণা	|	পা	মা	মা	|	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	|	-রা	সা	সা I
সা	০	র্থ	|	ক	হ	বে	|	জী	ব	ন	|	০	প্র	ভু
সা	-রা	সা	|	ণ্‌া	-া	সা	|	জ্ঞা	-া	মা	|	জ্ঞা	-মা	-পা } I
শ	০	ক্তি	|	ভি	০	ক্ষা	|	ক	০	রি	|	হে	০	০
সা	-মা	মা	|	মা	পা	মা	|	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	|	রা	সা	-া I
ভি	০	ন্ন	|	প	থে	র	|	পা	০	ন্থ	|	স	ক	লে
সা	রা	সা	|	-া	ণ্‌া	-া	|	সা	-রজ্ঞা	রা	|	সা	-া	-পা I
চ	লি	এ	|	ক্	ব্র	ত	|	ধ	০০	রি	|	হে	০	০
পা	-ণা	পা	|	মা	মা	জ্ঞা	|	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞরা	|	-া	সা	সা II
সা	০	র্থ	|	ক	হ	বে	|	জী	ব	ন০	|	০	প্র	ভু

II { পা পা পা | মা জ্ঞা মা | পা -না না | র্সা র্সা র্সা I
জ্ঞা নে র | আ লো কে | দী ০ প্ত | হ ই ব

র্সা র্রা র্জ্ঞা | র্রা র্সা -া | র্সা র্রা র্সা | ণা ধা পা } I
প্রে ম স্থ | ধা সু র | ক ০ ন্ঠে | গা ই ব

পা র্সা র্সা | র্সা র্রা র্সা | ণা ণা ণা | ধা -া পা I
বি ০ শ্ব | বা ০ সী | স ক লে | যে ০ ন

মা পা মা | জ্ঞা -া রা | সা রজ্ঞা রা | সা -া -া II
ভ্রা ০ তৃ | ভা ০ বে | ব ০০ রি | হে ০ ০

II { সা -মা মা | মা পা মা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রা -া সা I
বি ০ দ্ব | মা ঝে ও | সা ধি ব | স ০ ত্য

সা রা সা | ণ্‌া -া সা | সা রা সা | সরা -মা -া I
স ০ ঙ্গে | প্র ০ ভু | চ ০ ০ | ল০ ০ ০

মা মা মা | পা পা পা | পণা ণা ণা | ধা পা -া I
অ ব সা | দে যে ন | ভু০ লি ব | বে দ ন

মা পা মা | জ্ঞা জ্ঞা রা | সা রজ্ঞা রা | সা -া -া } II
ম ০ ন্ত্র | এ ম ন | ব ০০ ০ | ল ০ ০

II { পা	পা	পা |	মা	জ্ঞা	মা |	পা	পমা	না |	না	র্সা	-া	I	
পূ	জি	তে |	আ	নি	ব |	ভ	০০	ক্তি |	র	ফু	ল		

[সর্রা র্মা র্জ্ঞা]

র্সা	র্রা	র্জ্ঞা |	র্রা	র্সা	র্সা |	নর্সা	র্রা	র্সা |	ণা	ধা	পা }	I
নি	০	র্ম |	ল	হ	বে |	হৃ০	দ	য় |	দে	উ	ল	

পা	-র্সা	র্সা |	র্সা	র্রা	র্সা |	ণা	-া	ণা |	ধণা	ধা	পা	I
শ	০	ঙ্কা |	না	ই	যে |	পু	০	ণ্য |	ক০	০	র্মে	

মা	পা	মা |	জ্ঞা	জ্ঞা	রা |	সা	রজ্ঞা	রা |	সা	-া	-া	II II
কে	হ	ই |	যে	ন	না |	ভ	০০	রি |	হে	০	০	

গান

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বর্দ্ধন

ওরে আমার ভোরের তারা,
ভোরের তারা,
কার পানে তুই আছিস্ চেয়ে
নিমেষ হারা।

কোন্ সে প্রাণের বেদন রাগে
তোর সকরুণ আভায় জাগে,
কারে খুঁজি সারাটী রাত
হলি সারা।

ধৈর্য্যে ভরা দীর্ঘ নিশি
হবে অবসান,
আঁধার শেষে হবে আবার
আলোর অভিযান ;

ও তোর দুখের রাতের পরে
পড়্বি ঝরে অনাদরে,
আকাশ পারে মিলাবে তোর
জীবন ধারা।

স্বরলিপি

মালকৌশ—ত্রিতাল

গুঁধ গুঁধ লারোরি
মালনিয়া ফুলবন দেহররা।
আজ সদারঙ্গ আয়ে মোহন ঘর
করহুঁ ফুলবনকে সং ঘররা॥

কথা ও সুর—সদারঙ্গ

স্বরলিপি—শ্রীসুচারুভূষণ প্রামাণিক

আস্থায়ী

০ ১ ২´ ৩
II জ্ঞা -জ্ঞা সা জ্ঞা | -জ্ঞা সা দ্‌া -ণ্‌া | সা -মা মা -া | -মজ্ঞা -মজ্ঞা -মা -সা I
গুঁ ০ ধ গুঁ | ০ ধ লা ০ | রো ০ রি ০ | ০০ ০০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
র্সা -র্সা র্সা র্সা | ণা -দা মা মা | জ্ঞা মা ণা -া | সা সা সা -া II
মা ০ ল নি | য়া ০ ফু ল | ব ন দে ০ | হ র রা ০

অন্তরা

০ ১ ২´ ৩
II মা -জ্ঞা মা মা | ণা -দা ণা ণা | র্সা -া র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা I
আ ০ জ স | দা ০ র ঙ্গ | আ ০ য়ে মো | হ ন ঘ র

০ ১ ২´ ৩
র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্সা -র্সা | ণদা ণদা ণা মা | জ্ঞা -মা ণা -ণা | সা সা সা -সা II II
ক র হুঁ ০ | ফু০ ল০ ব ন | কে ০ সং ০ | ঘ র রা ০

কীর্ত্তন ও ঢপের পার্থক্য

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী

কীর্ত্তন শব্দের (কৃৎ-ভাবে ল্যুট্) ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—বর্ণন, বলা প্রভৃতি বটে। কিন্তু তাল, লয় ও রাগ-স্বর সংযোগে দেব দেবীর লীলা-বর্ণনাকেও কীর্ত্তন বলে। মুখ্যভাবে কৃষ্ণবিষয়ক গানকেই বুঝায় যে, তাহা অস্বীকার করিলে মিথ্যা বলা হইবে। কীর্ত্তনাঙ্গ গীতের কয়েকটী প্রকারভেদ আছে। যথা—১। আসল কীর্ত্তন[১], ২। ঢপ[২], ৩। সঙ্কীর্ত্তন, ৪। নগর কীর্ত্তন। আসল কীর্ত্তনে ও ঢপে যেমন মান, মাথুর, গোষ্ঠাদি পালার নিয়ম আছে

(১) আসল কীর্ত্তনে মহাজনী পদ, তাল মান লয় রাগাদি সংযোগে গীত হয়। ইহাতে বক্তৃতা নাই, কথা-গুলিও স্বরবিন্যাসে গীত হয়।

(২) ঢপ শব্দে বুঝায় মূর্ত্তি, ধারা, প্রকার, চলন, রকম, অর্থাৎ ঠিক কীর্ত্তন নহে, কিন্তু তাহার অনুরূপ পালা কীর্ত্তনের ন্যায় হইয়া থাকে, তাল রাগাদিরও আংশিক মিল আছে। মোট কথা—আসল কীর্ত্তনেরই একটা প্রকার বা ধারা বিশেষকে ঢপ বলে।

পালা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিব—"দান" দান শব্দে পারের কড়িকেও বুঝায়। যে উহা আদায় করে, সে দানী নামে কথিত; যথা "ও রাই! পড়েছ দানীর হাতে। আজি বুঝা যাবে দাম দিতে॥"—(পদকল্পতরু)। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীকূলে স্বয়ং নৌকার কাণ্ডারী হইয়া গোপিনীদিগকে পার করিতে যে ক্রীড়া কৌতুক করিয়াছিলেন, তাহাই "দানখণ্ড নামে প্রসিদ্ধি আছে। কেহ কেহ "দান"ও বলে।

আর শ্রীমতী রাধা রাত্রিতে একদিন অভিসারিকা হইয়া কৃষ্ণ মিলনার্থ নিকুঞ্জে গিয়া বাসক সজ্জায় ছিলেন। কৃষ্ণ আসিবার পথে চন্দ্রাবলী তাহাকে নিজকুঞ্জে নিয়া আসিল। রসময়ের রসপ্রস্রবনে ঐ কুঞ্জের লতা গুল্ম প্রভৃতিও অমৃত পানে অমৃতত্ব লাভ করিল। এদিকে "রাধারাণী" কৃষ্ণ বিরহে উৎকণ্ঠিতা ও বিপ্রলব্ধা হইয়া ধরাশায়িনী আছেন, ভোরে কৃষ্ণ অরুণনেত্র ও আলু থালু বেশে শ্রীমতীর কুঞ্জে উপস্থিত হইলে প্রথমে অধীরা, পরে খণ্ডিতা হইয়া দুর্জ্জয় মান করিয়া বসিলেন। ঐ মান ভঞ্জনার্থ কৃষ্ণ যে সব কাতরোক্তি প্রকাশ করিয়া অকৃতকার্য্য হইলেন ও তৎপর তথা হইতে প্রস্থান করিলে শ্রীমতী কলহন্তারিতা হইয়া যোগীবেশ ধারণপূর্ব্বক যেরূপ আর্ত্তনাদ বিলাপ ও অনুতাপ করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ কৃষ্ণ যোগীবেশে যেরূপ কৌশলে ও ছলে রাধিকার মান ভিক্ষা চাহিয়াছিলেন। এইসব বর্ণনার নাম "মানভঞ্জন" বা মান।

মাথুর—মথুরার রাজা কংশকে নিধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতাকে উদ্ধার করিয়া ব্রজে ফিরিয়া না আসিলে, ব্রজাঙ্গনারা যেরূপ বিরহ দগ্ধ হন এবং বিরহ জন্য শ্রীমতীর দশবিধ দশা দেখিয়া তৎসহচরীগণ মধুপুরে গিয়া যেভাবে আত্মনিবেদন ও ভৎর্সনা করেন, তাহার বর্ণনার নামই মাথুর। কীর্ত্তন অঙ্গে মাথুর প্রগাঢ় রসপূর্ণ। উহাতে সখীর উক্তি ও কৃষ্ণের কাতরোক্তি সংক্রান্ত যে সমস্ত পদাবলী আছে বোধ হয় আর কোন ভাষায় সেরূপ ভাবযুক্ত রসপূর্ণ কবিত্ব প্রকাশ আছে কিনা সন্দেহ।

গোষ্ঠ—ব্রজে রাখাল বেশে শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ ও রাজা কংশের প্রেরিত দূত অঘাসুর, বকাসুর আদি অসুর বধ, ও কালীয় দমন প্রভৃতি লীলা বিষয়ক বর্ণনের নাম গোষ্ঠ। গোষ্ঠের মধ্যে বাৎসল্য ও করুণ রসের বিস্তর

অন্যান্য কীর্ত্তনে তাহা নাই। পূর্ব্বোক্ত পালা, ঢপ ও আসল কীর্ত্তনের মধ্যে আংশিক সামঞ্জস্য আছে। সঙ্কীর্ত্তন ও নগর কীর্ত্তন গানে সচরাচর কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা ঘটিত ভক্তি ও করুণ রসাদির বর্ণনাই বিস্তর; তন্মধ্যে ভক্তিরসব্যঞ্জক গানই বেশী। বিচার করিয়া দেখা গিয়াছে আসল কীর্ত্তন সর্ব্বোপরি কঠিন অথচ মধুর এবং প্রাচীন। ঢপ তদপেক্ষা সহজ, সরল, অপ্রাচীন। সঙ্কীর্ত্তন ও নগর কীর্ত্তন যদিও অপ্রাচীন নহে, কিন্তু উহাতে কবিত্ব, ভাব ও রাগ সুরের বিশেষ গুণপণা নাই। আসল কীর্ত্তনের ভাষা স্থানে স্থানে হিন্দী মিশ্রিত বাঙ্গালা ও প্রাকৃত এবং প্রাচীন দেশ্য শব্দ লক্ষিত হয়। অতি প্রাচীনকালে কিরূপ কীর্ত্তন গীত হইত, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন।

পদাবলী আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাবে ব্রজলীলা ও ব্রজবিহার বলিয়া "কৃষ্ণভক্তগণ" কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কীর্ত্তনের মধ্যে অক্রুর সংবাদ ও প্রভাসাদি নানাপ্রকার করুণরসপূর্ণ পালা আছে।

চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তীকালে চৈতন্যলীলাও নানারসে নানাবিধ পালায় কীর্ত্তন হইয়া থাকে। নিমাই সন্ন্যাস প্রভৃতি পালাও কীর্ত্তনে খুব চিত্তাকর্ষক।

(৩) চৈতন্যদেব, সঙ্কীর্ত্তনের স্রষ্টা, তাহার প্রমাণ চৈতন্য চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

পড়িলাম শুনিলাম এতকাল ধরি
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি।
শিষ্যগণ বলেন কেমন সংকীর্ত্তন।
আপনি শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥

(কেদার রাগ)

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

(এইটীই চৈতন্যদেবের মুখনিঃসৃত আদ্য কীর্ত্তন)

দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া,
আপনি কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লইয়া।

চৈতন্যদেব সংকীর্ত্তনের বিধান বলিতেন, দশ পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া। কীর্ত্তন করিহ সবে হাতে তালি দিয়া॥ কীর্ত্তন কহিল এই তোমা সবাকারে। স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥ সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায় তাক্ষৌ। এই শ্লোকদ্বারা, গৌরনিত্যানন্দই সংকীর্ত্তনের পিতা বলিয়া অভিহিত। তিনি নিত্যানন্দসহযোগে যেভাবে সংকীর্ত্তন করিতেন, তাহার বর্ণনায় বুঝা যায়, তৎসঙ্গে নিত্য ও লক্ষ লক্ষ লোক সংকীর্ত্তনে আকর্ষিত হইতেন। যথা— ভাগীরথী তীরে প্রভু নৃত্য করি যায়, আগে পাছে হরি বলি সর্ব্ব লোক ধায়।

... ... লক্ষ লক্ষ লোক বেড়িয়া রয়॥

সংকীর্ত্তনে কি কি যন্ত্রের বিধান করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে। যথা—

মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
রামকৃষ্ণ জয়ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল॥

এই মৃদঙ্গ শব্দে খোলকে বুঝাইবে। ত্রিপুরাসুর বধের ইতিবৃত্তে যাহা মৃদঙ্গের উপাদান পাওয়া যায়। ইহাতে সে সকল নাই।

চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের পর হইতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদাবলী অধিক বিস্তার হইয়াছে। উক্ত পদ-কর্তাদের পদ সঙ্কলিত 'পদকল্পতরু', 'পদসমুদ্র', 'পদরত্নাবলী', 'গীতরত্নাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কিন্তু উহাদের ভিতর ভ্রম প্রমাদ অনেক স্থলেই দেখা যায়।

ভারতবর্ষে কি বাঙ্গালায় এই কীর্ত্তনের উদ্ভাবিত দিন নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য। চৈতন্যদেবের সময় মুকুন্দ খুব উঁচুদরের গায়ক ছিল এবং স্বরূপ দাসের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পয়ারে আছে—

স্বরূপ দাসের বাজলো খোল।
যত রাঁড়ী চরকা তোল॥

স্বরূপের পর শ্যামদাস বাউল আসল কীর্ত্তনে অত্যন্তখ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন। তৎপর হারাধন দাস[৪], গোপাল দাস, বেণী দাস, চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, উদ্ধব দাস প্রভৃতি কয়েকজনই বিশেষরূপে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন। আসল কীর্ত্তনে মনোহরসাই[৫] রাণীহাটী, গড়ানহাট, মান্দ্রাজ ইত্যাদি কয়েকপ্রকার জাতি আছে, তন্মধ্যে মনোহরসাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; রাণীহাটী অনেক সহজ ও সরল। মনোহরসই কীর্ত্তনের মধ্যে দশকুশী, ধামার, ছোট চৌতাল, বড় চৌতাল, তেতালা, রুদ্রতাল, ব্রহ্মতাল প্রভৃতি কঠিন তাল এবং মেঘ, মালকোষ, শ্রী, গৌরী, পূরবী, পুরিয়া, মালশ্রী, ধানশ্রী, ইমন, সারঙ্গ প্রভৃতি রাগ-রাগিণীতে গীত হয়। আসল কীর্ত্তনের তুল্য মধুর ও চিত্তাকর্ষক সঙ্গীত আর নাই বলিলে অতিশয়োক্তি হইবে কিনা জানি না। ইহাতে সঙ্গীত ও সাহিত্য উভয় রসই একসঙ্গে শ্রোতার প্রাণে স্পর্শ করে। হিন্দী, পাসী, গজল, রেখ্তা ও ভজনাদি গীতে করুণাদি রসের বহুল উচ্ছ্বাস ও বিকাশ আছে সন্দেহ নাই। ইংরাজী "হিম" ও "সাম" গানের মধ্যেও ভক্তি করুণাদি গভীর ভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জয়দেব প্রভৃতি মহাজনগণের পদের ভাব-চাতুরী ও রসমাধুরী বোধ হয় কোনপ্রকার গীতের মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ।

কীর্ত্তনাঙ্গ গান, সঙ্গীরসানভিব্যক্তিসম্পন্নকে দ্রবীভূত করিয়া ফেলে। আসল কীর্ত্তনের পদাবলীতে যেরূপ গূঢ় ও গাঢ় নিষ্কাম প্রীতি, আত্মবিস্মরণ ও আত্মবিসর্জ্জনের ভাব ও বর্ণনা আছে, তেমন অন্যত্র পাওয়া যায় না। এই কীর্ত্তনে হাজার হাজার পদ গাওয়া যায়। উহাতে, নায়ক নায়িকা ও ভক্তাদির মনোগত ভাব ও কথায় প্রকাশ করিবার নিয়ম নাই তৎসমুদয়ই গীত দ্বারা তাল মান সুর সংযোগে প্রকাশ করিতে হয়। বর্ত্তমানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া, কতকটা ঢপের ভাব সংক্রামিত হইয়াছে। এই কীর্ত্তনীয়া ভজনশীল না হইলে সম্পূর্ণতা হয় না। প্রত্যেকটী পদে মন্ত্রশক্তি দেদীপ্যমান। সর্ব্বত্যাগী অনুপমেয় প্রেমাবতার চৈতন্যদেব সম্বন্ধে আছে, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ
স্বরূপ, রামানন্দ সনে পড়ে প্রভু রাত্রিদিনে
গায় সুখে পরমানন্দ।

উহা দ্বারা পদাবলীগুলি যে ভজনীয় তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। গায়কের ভাবানুযায়ী পালা হয়। যথা—৺শিশির ঘোষ প্রণীত "অমিয় নিমাই চরিত" ষষ্ঠ খণ্ডে—যে ভাবে লীলা সাজাইবে, সেইভাবেই আমরা জ্ঞানানুভূতিযুক্ত

(৪) সিউড়ীর নিকট নান্নুর নামক গ্রামে হারাধন ও গোপাল দাসের বাস ছিল। গোপালকে আখুরে গোপাল বলিয়া লোকে ডাকিত। মহাজনি পদের সঙ্গে ভাবজনক কথা যোজনা করিয়া দেওয়ার নামই আখর।

(৫) মনোহরসাই কীর্ত্তনাঙ্গের স্থানগত নাম। রাণীহাটীও স্থানগত নাম। রাণীহাটী গীতে নমস্কার সূত্র স্বরূপ গৌরচন্দ্রী গাহিবার রীতি আছে, ইহাকেব্রজলীলার অনুরূপ বলিয়া জানিতে হইবে।

...., এই হইল পয়ারটীর অর্থ। গীতায়ও আছে, যে ... মাং প্রপদ্যন্তে ইত্যাদি। তার বঙ্গানুবাদ না দিয়া চৈতন্য চরিতামৃত হইতে দিলাম—যে আমায় যেরূপে ভজে, তারে ভজি তৈছে। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট পালা হইতে পারে না। হারাধন দাস বাবাজী পালার শেষে মিলন গাহিয়াও হঠাৎ আগত ভাবুকদের জন্য মিলনের পর শ্রীমতীর উক্তি, নিবেদন, প্রার্থনা পদগান গাহিয়া দ্বিপ্রহর অতীত করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রাচীন ইতিবৃত্ত ঘটনাও আছে। সেদিন বারহাট্টা[৬] নামক স্থানে বিদেশাগত ৺জয়দেব বাবাজীও পূর্ব্বোক্তভাবে কীর্ত্তন গাহিতেন। তাঁহার কীর্ত্তনে বক্তৃতা, জাঁক-যমক প্রভৃতি কিছুই ছিল না—কীর্ত্তনে গেলেই আরও মাটীর মত হইয়া পড়িতেন। এখনও কেন, আমরণই তাঁহার মধুর কণ্ঠ আমার কাণে বাজিবে। "ঢপ"ও খেয়াল হইলে রঙ্গ রস করিয়া গাহিতেন। মনে আছে উভয়ের পার্থক্য গাহিয়া বাজাইয়া দেখাইয়াছিলেন। ক্রমশঃ

স্বরলিপি

মিশ্র-মল্লার—তেতালা (মধ্যগতি)

অঝোরে ঝরিছে জল, মেঘ হাঁকে বাহিরে।
ফিরিছ অভিসারিকা আজিকে কাহার আশে,
পরাণে শঙ্কা তব নাহি রে?

আঁধারে ঢেকেছে দিক, পথ নাহি দেখা যায়,
গরজি' গরজি' ফেরে আকুল বাদল বায়,
কোন্ সে নীপের তলে ঘনঘোর এ বাদলে
কে আছে তোমারি পথ চাহি'রে?

সিক্ত বসন তব চরণ জড়ায়ে ধরি'
বলিছে ফিরিতে ঘরে কতই মিনতি করি',
বরষার কালো-জল ফুকারে ফিরিয়া চল্
কলকল্ স্বনে গান গাহি'রে।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীপ্রসাদ বসু

II	মরা	রমা	গরা	গমা	রা	রা	সা	ন্সা	সধা	-ণা	ধা	-পা	মরা	রপা	পা	-া	I
	অ	ঝো০	রে	ঝ০	রি	ছে	জ	ল	মে	ঘ	হাঁ	কে	বা০	হি০	রে	০	
	র্সধা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্রর্ঃ	র্সাঃ	র্সা	র্সা	নধা	না	-র্সা	ধা	-ণা	ধা	-পা	I
	ফি০	রি	ছ	অ	ভি	সা০	রি	কা	আ	জি০	কে	কা	হা	র্	আ	শে	
	মা	গরা	রা	রপা	পমা	মা	রা	সা	সা	সা	সরা	-মপা	ধধা	ধধা	মপা	পপা	II
	প	রা	ণে	শ	ঙ্	কা	ত	ব	না	হি	রে০	০	০০	০০	০০	০০	

(৬) ময়মনসিংহ জেলায় উক্ত স্থানটী পণ্ডিত নবদ্বীপ সাধুর জন্য এখনও বৈষ্ণব প্রধান আছে। নাম কীর্ত্তনে ইহাদেরও অসম্ভব শক্তি, উক্ত ৺বাবাজীর জীবনী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই পত্রিকায় স্থান পাইয়াছিল।

II { মা পা নধা নর্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা -র্রা র্সা | নধা ননা র্সা র্সা I
আঁ ধা রে০ ঢে০ | কে ছে দি ক | প থ না হি | দে০ খা০ যা য়

সর্ণা সর্ণা ধপা ধনা | নর্সা র্সা র্সা র্সা | পণা ধপা সর্সা ণা | পণা ণপা মা মা } I
গ র ঞ্জি০ গ০ | র জি ফে রে | আ কু০ ল০ বা | দ০ ল বা য়

মরা রমা গরা রগা | গমা মা মা মা | গরা পা পা পা | মা গমা রা সা I
কো০ ন্ সে নী০ | পে০ র মূ লে | ঘ০ ন ঘো র | এ বা০ দ লে

মরা মা পা ধা | মপা র্সধর্সা র্সধা পা ধা -ণা ধা -পা | মপা ধধা পমা রসা II
কে০ আ ছে তো | মা০ রি০ প থ চা হি রে ০ | ০০ ০০ ০০ ০০

II { সন্ না ন্া -সা | সণ্া ণ্া ধ্া ধ্া | ধ্ণ্া প্া প্া ন্া | নসা সা সা সা I
সি ক্ ত ব | স ন ত ব | চ র ণ জ | ড়া য়ে ধ রি

রা রা গরা মরা | রমা মা মা মা | পা ধমা পা পা | মরা মা রা সা } I
ব লি ছে ফি | রি০ তে ধ রে | ক ত০ ই মি | ন০ তি ক রি

মপা পা ণা -ধা | না র্সা র্সা র্সা | র্রা র্মা র্রা র্সা | নধা নর্সা র্সা র্সা I
ব০ ব যা র্ | কা লো জ ল | ফু কা রে ফি | রি০ য়া০ চ ল্

ণা ধা ণা পা | মা পা মজ্ঞা মা | মরা মা রা সা | সরা মমা রগা মা II II
ক ল ক ল্ | স্ব নে গা০ ন | গা হি রে ০ | ০০ ০০ ০০ ০

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

ভৈরোঁ—ঢিমে তেতালা

বাদী—মধ্যম। সম্বাদী—ষড়জ বা পঞ্চম।

রচনা—ওস্তাদ এনায়েৎ হোসেন খাঁ

স্বরলিপি—শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
(রামগোপালপুর)

আস্থায়ী

১ ২´ ৩ ০

পমা II গা ঋসা ন্‌া সা | মা মা মা দর্সা | না দদা পা মা | গা ঋা সা I

ডেরে ডা ডেরে ডা রা ডা ডা রা ডেরে ডা ডেরে ডা রা ডা ডা রা

১ ২´ ৩ ০

পমা I গা ঋসা ন্‌া সা | দ্‌া দ্‌া প্‌া দ্‌দ্‌া | ন্‌া সসা পা মা | গা ঋা সা II

ডেরে ডা ডেরে ডা রা ডা ডা রা ডেরে ডা ডেরে ডা রা ডা ডা রা

অন্তরা

৩ ০ ১ ২´

মগা II পা দদা না না | র্সা র্সা র্সা গর্মা | গর্া ঋর্ঋা র্সঃনর্সঃ পদঃনঃ | দা পা মমা গা |

ডেরে ডা ডেরে ডা রা ডা ডা রা ডেরে ডা ডেরে ডা রা ডা রা ডেরে ডা

৩ ০

মমা পদনর্সা দদা পা | পমগমা ঋা সা II

ডেরে ডা ডেরে ডা ডা ডা রা

তান

১ ২´
১। পমগঋা সঃ,পপঃ গঃঋসঃ ন্‌সা | মা
ডিরিডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডেরে ডা

০ ১ ২´
২। গমপদা নং র্স ঃনং দঃপঃ পঃমঃ | গমগঋা সঃপপঃ গঃঋসঃ ন্‌সা | মা.
ডিরিডিরি ডা ডার্ ডা রা ডা রা ডিরিডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডারা ডা

০ ১ ২´
৩। ঋর্সনদা র্সনদপা নদপমা দপমগা | পমগঋা সঃন্‌সঃ মঃন্‌সঃ মঃন্‌সঃ | মা
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা ডিরি ডা,ডিরি ডা,ডিরি ডা

২´ ৩
৪। দদপমা গমপমা গমগঋা সা | ন্‌সগমা পদনর্সা নদপমা গমঃপঃ |
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরি ডা

০ ১ ২´
পমগমা গঋাঃসঃ মা পমগমা | গঋাঃসঃ মা পমগমা গঋাঃসঃ | মা
ডিরিডিরি ডিরি ডা ডা, ডিরিডিরি ডিরি ডা, ডা, ডিরিডিরি ডিরি ডা ডা

গান

শ্রীযতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

দেয়া পদ মঞ্জীর, বাজে নভঃ মঞ্জিলে
ঘন ঘন মঞ্জুল সুরে।
চঞ্চল উচ্ছল, টলমল মেঘদল
নেচে নেচে চলে বহুদূরে ॥

শান্ত কানন তরু মন্থর সমীরণে
সহসা চমকি' দোলে, থমকিয়া খনে খনে
সঘনে গগন ঘেরি বিজলী ঝলকি' ওঠে
ঢেউটী ছলকে নদী জুড়ে ॥

ক্রন্দসী চলে ফিরে বনতরু সঞ্চরি',
চিত্ত বিরহী ফেরে মেঘে মেঘে চঞ্চলি';
সঞ্চিত কী বেদনা মেতেছে মরম ঘিরে
আজি এ বরষা বায়ুপুরে ॥

স্বরলিপি

মিশ্র গৌর-সারঙ্গ—দাদ্‌রা

বর্ষারাণীর আঁচলখানি ওই যে দোলে।
হংস মিথুন উড়্‌লোরে তাই মেঘের কোলে॥
ভিজে ক্ষেতের আলের পারে
দূরের ঘন বনের ধারে,
শ্যামল বঁধু বাজায় বাঁশী মধুর বোলে॥

জলের ধারা উতল হয়ে হারায় মাঠে,
তরুণী চায় ঘোম্‌টা ফেলি' নদীর ঘাটে।
মন হারায়ে দূরের সুরে
কোন্ গগনে বেড়ায় ঘুরে
চায়না যেতে ঘরের পানে সন্ধ্যা হলে॥

কথা—শ্রীবিমলাকান্ত লাহিড়ী, এম-এ, বি-এল

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবৈদ্যনাথ দে

II	রা	মা	গা	|	-া	রসা	ন্‌া	I	সা	গা	রা	|	মা	গা	-া	I
	ব	র্	ষা	|	০	রা০	ণীর		আঁ	চ	ল	|	খা	নি	০	
	গমা	পা	পা	|	হ্মা	পা	-া	I	হ্মপা	ধা	পা	|	মা	গা	-া	I
	ও০	ই	যে	|	দো	লে	০		ও০	ই	যে	|	দো	লে	০	
	রা	মা	গা	|	-া	রসা	ন্‌া	I	সা	গা	রা	|	মা	গা	-া	I
	ব	র্	ষা	|	০	রা০	ণীর্		আঁ	চ	ল	|	খা	নি	০	
	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	I	ন্‌া	-া	সা	|	রা	র্সা	র্সা	I
	০	০	০	|	০	০	০		হ	ং	স	|	মি	থু	ন	
	না	না	র্সনা	|	ধপা	হ্মপা	পা	I	ধা	ধা	না	|	র্সা	র্রা	-া	I
	উ	ড়্	লো০	|	রে০	তা০	ই		মে	ঘে	র	|	কো	লে	০	
	হ্মপা	ধা	পা	|	মা	গা	-া	II								
	ও০	ই	যে	|	দো	লে	০									

II রা মা গা | -া রসা ন্‌া I সা গা রা | মা গা -া I
ব র্ ষা | ০ রা০ ণীর আঁ চ ল | খা নি ০

-া -া -া | -া -া -া I পা পা -া | না ধা না I
০ ০ ০ | ০ ০ ০ ভি জে ০ | কে কে র

র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সনা I র্রর্সা -া -া | -া -া ধা I
আ লে ০ | র ০ পা০ রে০ ০ ০ | ০ ০ ০

ধা ধা না | র্সা র্রা -া I ধা পা ণা | ধা -া পক্ষা I
দূ রে র | ঘ ন ০ ব নে ০ | র ০ ধা০

ধপা -া -া | -া -া -া I রা রা পা | ক্ষা পা -া I
রে০ ০ ০ | ০ ০ ০ শ্যা ম ল | বঁ ধু ০

ধা পধর্সণা ণা | ধা পা -া I ধা ধা না | র্সা র্রা -া I
বা জা০০০ য় | বাঁ শী ০ ম ধু র | বো লে ০

ক্ষপা ধা পা | মা গা -া II
ও০ ই যে | দো লে ০

II রা মা গা | -া রসা ন্‌া I সা গা রা | মা গা -া I
ব র্ ষা | ০ রা০ ণীর আঁ চ ল | খা নি ০

-া -া -া | -া -া -া I পা পা পা | ক্ষা পা -া I
০ ০ ০ | ০ ০ ০ জ লে র | ধা রা ০

না নধা ধা | পক্ষা পা -া I পা পা -া | গা পা মা I
উ ত০ ল | হ০ য়ে ০ হা রা ০ | ০ য় মা

গা -া -া | -া -া -া I ন্‌া সা -া | মা গা -া I
ঠে ০ ০ | ০ ০ ০ ত রু ০ | ণী চা য়

পা পা ক্ষা | ধা পা -া I রা গা রা | সা রা ন্‌া I
ঘো ম্‌ টা | ফে লি ০ ন দী ০ | র ০ ঘা

সা -া -া | -া -া -া II
টে ০ ০ | ০ ০ ০

II পা পা পা | নধা না না I র্সা র্সা -া | র্সা -া র্সনা I
ম ন্‌ হা | রা০ য়ে ০ দূ রে ০ | র ০ সু০

র্রর্সা -া -া | -া -া ধা I ধা ধা না | র্সা র্রা -া I
রে০ ০ ০ | ০ ০ ০ কো ন গ | গ নে ০

ধা ধা ণা | ধা -া পক্ষা I ধপা -া -া | -া -া -া I
বে ড়া ০ | য় ০ ঘু০ রে০ ০ ০ | ০ ০ ০

রা রা পা | ক্ষা পা -া I ধা পধর্সণা ণা | ধা পা -া I
চা য় না | যে তে ০ ষ রে০০০ র | পা নে ০

ধা ধা না | র্সা র্রা -া I ক্ষপা ধা পা | মা গা -া II II
স ন্‌ ধ্যা | হ লে ০ ৎ০ ই যে | দো লে ০

মৃদঙ্গাচার্য্য ৺দীননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটী বোল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকানাইলাল হাজরা

সঙ্গত প্রকরণ

ধ্রুপদ অঙ্গের গীতাদির সহিত সঙ্গত ও কাল রক্ষার কারণ মাত্রানুযায়ী তাল দিবার জন্য মৃদঙ্গ বাদ্যের প্রয়োজন হয়। সঙ্গত দ্বারা গীতাদির মধুরত্ব প্রতিপাদিত হয়। গায়কের গীতের ছন্দ ও লয় যেরূপ হইবে তদনুযায়ী বাদ্যের ও ছন্দযুক্ত ঠেকা ও প্রক্রমণিকা অর্থাৎ পরম নির্দ্দিষ্ট আছে। অনেক মার্দ্দঙ্গিকেরা এ সকল ভেদাভেদ লক্ষ্য না করিয়া যদৃচ্ছানুরূপ ছন্দ ও বোল বাজাইয়া অসঙ্গত নিয়মে সঙ্গত করিয়া থাকেন। যেমন বহুবিধ স্বরকৌশলে গমক্‌, মূর্চ্ছনাদি সংযোগে নানা ছন্দ সহকারে গীতাদি বিস্তার করাকে কর্ত্তব্‌ কহে, সেইরূপ যথা নির্দ্দিষ্ট লয় স্থির রাখিয়া মাত্রা বিভাগ দ্বারা নানা প্রকার ছন্দ কৌশলে হস্তপাঠ সাধিত বোলকে বাঁট করা ও তালকে বিস্তার করার নাম সঙ্গত।

গীতে আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারি ও আভোগ এই চারিটি তুক্‌ আছে। প্রত্যেক তুকে ৩ বা ৪ ও ততোধিক আওর্দা দেখা যায়। এক সম হইতে অন্য সমের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত একটী পূর্ণ আওদা বলে, এবং শেষ আওর্দার সমকে মোকাম কহে। ঐ মোকাম গীতের বিরাম স্থল বলিয়া বাদকগণ ঐ সমে তেহাই দিয়া গীত বাদ্য উভয় সমাপন করেন।

গীত ও বাদ্যের উৎপত্তির স্থান ও বিরাম স্থান—সম, অতীত, অনাঘাত এবং বিষম এই চারি পদে বা গ্রহে প্রচলিত আছে।

আষাঢ় সংখ্যায় খাম্‌সা তাল ভুল ক্রমে খাম্‌গা ছাপা হইয়াছে তাহা দয়া করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।

এই তালটী ছয় বা বার মাত্রার তাল, তন্মধ্যে ৪টী তাল ও দুইটী ফাঁক।

```
                            +
যথা—১  ০  ১  ০  ১  ১ | ধা
```

মধ্যলয় ১২ মাত্রা।

ঠেকা—

```
+         ০         ১              ০       ১
ধা  ধা  দেন্‌তা  কৎ  তাগে  দেন্‌তা  তেটে কতা

১         +
গদি ঘেনে | ধা
```

মধ্যলয়—প্রকারান্তর।

```
+           ০            ১            ০
ধেৎ  ধেনে  নাগ,  ধেৎ  ধেনে  নাগ,  ধেনে নাগ

১          ১          +
তেটে  কতা  গদিঘেনে | ধা
```

দ্রুন লয়।

```
+        ০         ১         ০        ১
ধা  ধা  দেন্‌তা  কৎ  দেৎ  তা ধা তেটে  কতা

১        +
গদিঘেনে | ধা
```

দ্রুন লয়—রেলা (আস্থায়ীর বোল)

```
+          ০          ১            ০
ধা  ধেনে  নাগ  দি ধেনে  নাগ  ধেনে  নাগ

১    ১           +     ০       ১  ০
গদ্দি ঘেনে  নাগ |  ধা  ধিন্‌তা  ধাধিন্‌তা কৎতা

১          ১        +
তেটে কতা  গদিঘেনে | ধা
```

মধ্যলয়—আস্থায়ীর রেলা

+ ০
ঘেঘেতেটে ঘেঘেতেটে কেটেতাগ তাগেতেটে

১ ০
কতা ঘেঘেতেটে কতা ঘেঘেতেটে ঘেঘেতেটে

১ ১ +
কতা ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটেকতা গদিঘেনে | ধা

অন্তরার রেলা

+ ০
ধুমাকেটে ধুমাকেটে তাকা তাকা ধুমাকেটে

১ ০
তাকা ধুমাকেটে তাকা ধুমাকেটে ধুমাকেটে

১ ১
তাকা ধুমাকেটে ধুমা কেটেতাক্ গদিঘেনে | ধা

অন্তরার বোল

+ ০
ধুমাকেটে ধুমাকেটে তা কেটে তাকা কেটে

১ ০
তাকা ধুমা কেটে তাকা তা কতা থুংনা

১ ১
তাকা ধুমা কেটে ধুমা কেটে তাকা

+
গদিঘেনে | ধা

অন্তরার বাঁট

+ ০
ধাগে তেটে ধাগে তেটে তাগে তেটে তাগে

১ ০
তেটে কেড়ে ধা কেটে দেরে দেরে নাগে

১
তেটে ধেকেটে ধা গদিঘেনে ধাগে নেধা

১ +
ঘেনা কৎ থুথ্ কেটে গদিঘেনে কেটে কেটে

০ ১
ধুমাকেটে কেড়ে ধা কেটে কতেটে তা ঝাঁন্

০ ১
ধেৎ ধেৎ কেটেতাগ ধেৎতা দিগ্ দাগ্

১
তাগ্ ঘেড়ান্ তাকা থুথ্ কেটে তাকা

+
গদিঘেনে | ধা

ক্রমশঃ

গান

শ্রীসুধীর সরকার

গেরুয়ায় রঙ্ ধরেছে, মনে তোর রঙ্ ধরে নাই,
সংসারে সং সাজ্তে এসে, সং হ'য়ে তুই রইলিরে ভাই।
বসে' তুই ঠাকুর ঘরে, চোখ বুজে' তুই রইলি পড়ে'
চোখ খুলে' তুই দেখ্লিনারে, অন্ধ হ'য়ে রইলি তাই।

বেদ-বেদান্ত পুরাণ-তন্ত্র সব কিছু
মনের ঠাকুর রাখলো ঢেকে, ঘুরলি বৃথা তার পিছু।
করে' স্নান গঙ্গাজলে, বসলি ঠাকুর পূজার ছলে
অঙ্গ বেয়ে জল যে ঝরে নয়নে তোর জলতো নাই।

স্বরলিপি

বাগেশ্রী – তেতালা

আজি বাদল বায়ে কার বাঁশী বাজে,
সে সুর সাধিল বাদ সকল কাজে,
আজ, বাহির ডাকিছে গো, বাদল সাঁঝে।

আকাশ যমুনা কূলে
মেদুর কদম মূলে
বাজায় অশনি-বেণু প্রলয় রাজে ॥

উতলা রাধিকা আজি পাগল পারা
প্রলয়ের ডাক—তাঁর শ্যামেরি সাড়া ॥

ঈশানের তালিবনে
কানুর নূপুর স্বনে
মিলন-পিয়াসী হিয়া কাঁপে সলাজে ॥

কথা—কুমারী মীরা ঘোষাল

সুর—শ্রীমতী বিভা ঘোষ

স্বরলিপি—শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষাল

II	মা	জ্ঞা	রা	সা	রা	-া	সণ্া	ধ্ণ্া	সা	মা	জ্ঞা	রা	সা	-া	সা	সা	I
	বা	দ	ল	বা	য়ে	০	কা০	০র্	বাঁ	০	শী	বা	জে	০	আ	জি	
	সা	ণ্া	ধ্া	ম্া	ম্া	ধ্া	ণ্া	সা	সা	রা	মরা	জ্ঞরা	সা	-া	-া	-া	I
	সে	সু	র	সা	ধি	ল	বা	দ	স	ক	ল০	কা০	জে	০	০	০	
	সমা	ধা	ধা	ধা	ণা	পা	ধা	মা	ণা	ধা	পা	মজ্ঞরা	সা	-া	সা	সা	II
	বা০	হি	র	ডা	কি	ছে	গো	০	বা	দ	ল	সাঁ০০	ঝে	০	আ	জি	

I মা ণা -ধা পা | ধণা র্সা র্সা র্সা | র্মা র্জ্ঞা র্রা র্সা | র্রর্সা র্রর্সা ণা ধা I
আ কা শ্‌ য | মু০ না কু লে | মে দু র ক | দ০ ম০ মু লে

মা ধা -া ধা | ণা পা পা ধা | মপা ধণা ধা জ্ঞরা | সা -া -া -া II
বা জা য় অ | শ নি বে ণু | প্র০ ল০ য় ০রা | জে ০ ০ ০

II মা জ্ঞা রা সা | ধ্‌া ণ্‌া ধ্‌া ম্‌া | ধ্‌া ণ্‌া জ্ঞা রা | সা -া -া -া I
উ ত লা রা | ধি কা আ জ | পা গ ল পা | রা ০ ০ ০

মা ধা ণা র্সা | ণা ধা জ্ঞা -া | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা | র্সা -া -া -া
প্র ল য়ে র | ডা ক তাঁ র্ | শ্যা মে রি সা | ড়া ০ ০ ০

II মা ধা ণা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা | র্মা র্জ্ঞা র্রা র্সা | র্রর্সা র্রর্সা ণা ধা I
ঈ শা নে র | তা লি ব নে | কা দু র ন্ | পু০ র০ ম্ব নে

মা র্সা ণা ধা | মা ধা র্সণা ধা | মা ধণা জ্ঞা রা | সা -া -া -া II II
মি ল ন পি | য়া সী হি০ য়া | কাঁ পে০ স লা | জে ০ ০ ০

মালকোষ

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী (গোপাল বাবু)

মালকোষ রাগ ভৈরবী ঠাট হইতে উৎপন্ন। ইহার আরোহাবরোহণে ঋষভ ও পঞ্চম স্বর বজ্জিত হয়, সুতরাং ইহার জাতি ঔড়ব। ইহাতে গান্ধার, ধৈবৎ ও নিখাদ এই স্বরগুলি কোমল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার বাদী স্বর মধ্যম ও সমবাদী স্বর ষড়জ। ইহা উত্তরাঙ্গ প্রধান ও গীত হইবার সময় রাত্রির তৃতীয় প্রহর। ইহার প্রকৃতি গম্ভীর এবং সর্ব্বদাই খুব লোকপ্রিয় হইয়া থাকে।

মালকোষ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ঃ—

১। নিসৌ গমৌ ধনী সশ্চ সনী ধমৌ গমৌ গসৌ।
মালকোশোহরিপঃ প্রোক্তো মধ্যমাংশো নিশীথগঃ॥

২। কোমল সব পঞ্চম রিখব দোউ বরজিত কীহ্।
সম সম্বাদীবাদিতেং মালকংসকো চীহ্॥

আরোহাবরোহণ স্বরূপ :—ণ্‌া সা জ্ঞা মা, দা ণা র্সা, ণা দা মা, জ্ঞা মা, জ্ঞা সা।

মালকোষ—তিলআড়া

(খেয়াল)

নয়ননমে ফিরত যোবনকা রঙ্গ।
চিনেকি পুতলি তোরে অঙ্গ॥
খটক করত হ্যায় কাহে আটক রহে,
নয়ন নয়নমে তোরে ঢঙ্গ॥

সুর—৺মাষ্টার পূরণ (কোরিন্থিয়ান থিয়েটার)

আস্থায়ী

০ (র্সা) — ১ (জ্ঞা) — + (সা)

II {জ্ঞমা দণা | র্সা র্সণা দদা দমা | জ্ঞা সা স০ণ্০দ্ঃ ণ্সা | সা সা সমা মা
নয় ০০ | ০ নন ০মে ০ফি | র ত যো০০ ০ | র ন কা র

৩ (মা) — ০ (মা) — ১ (মা)

মা মা} দা মজ্ঞা I মা দা মা জ্ঞা | মা দা মদমদা মদণর্সা
অং গ চি ০০ নে ০ কি ০ | পু ত লি০০০ ০০০০

+ (র্সা)

র্সা ণা দা র্সণা | দা মা II
তো ০ রে অ | ং গ

অন্তরা

১ (দা) — + (র্সা)

II {জ্ঞা জ্ঞমা মা | দা র্সণা দণদণা দ০ণ০র্সঃ | র্সা জ্ঞর্সা ণদা মা
খট ০ক ক | র ত হা০০০ য় ০০ | কা ০ হে আ

৩ (মদা) — ০ ((মা)) — ০ (র্সজ্ঞা) — ১ (র্মা)

মদা দণা ণা দা | (মা)} I র্সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা র্সজ্ঞা | র্মা জ্ঞা জ্ঞা র্সা
ট০ ক০ র হে | ০ নয় ০ ন ন০ | য় ন মে ০

+ (র্সা) — ৩ (দা)

র্সা ণা দা দা | দা মা II
তো ০ রে ঢ | ং গ

সারগম ও জোড় ঃ—

\+ ৩

১। সণ্‌দ্‌ণ্‌া সমা জ্ঞমদণা স´ঃণ০দঃম০জ্ঞ০ম০ দ০ণ০স´ঃ জ্ঞ´স´া ম´০জ্ঞ´ঃস´০ |

০ ১ +

স´০ণঃদ০ ণ০দঃম০ দ০মঃজ্ঞ০ ম০জ্ঞ০স০,স´০ | ণদা মজ্ঞা সণ্‌া দ্‌ণ্‌া | সা
নয় | ন ন মে ফি র‍ত যো০ | র

১ + ৩

২। স´া | ণদা মজ্ঞা সণ্‌া দ্‌ণ্‌া | জ্ঞসা মজ্ঞা সণ্‌া সজ্ঞা | মদা ণস´া জ্ঞ´স´া ম´জ্ঞ´া |
নয় | ন ন মেফি র ত যো০ | র ন কার ০ ঙ্গ, ন য় | নন মেফি র ত যো ০ |

০ ১ +

স´ণা দমা জ্ঞমা দণা I স´ণা দমা জ্ঞসা দ্‌ণ্‌া | সা
র ন কার ০ ঙ্গ, নয় ন ন মেফি র‍ত যো০ | র

১ +

৩। স´া | ণদা মঃ,স´ঃ ণদমজ্ঞা সণ্‌দ্‌ণ্‌া | সসমমা মমমজ্ঞা মদমজ্ঞা মদণস´া |
নয় | নন মে,নয় ননমেফি র‍ত যো০ | রনকার ০ঙ্গচি ০ নে০কি০ পুতলি০ |

৩ ০

স´স´ণধা দ০ম০স´ঃ ণদমজ্ঞা সণ্‌দ্‌ণ্‌া | সাঃ মঃ ণ্‌সজ্ঞমা জ্ঞমদণা |
তো০রেঙ্গ ০ ঙ্গ নয় ননমেফি র তযো ০ | র, নয় নন মেফি র‍তযো০ |

১ +

স´াঃ সঃ ণদমজ্ঞা সণ্‌দ্‌ণ্‌া | সা
র, নয় ননমেফি র‍ত যো ০ | র

স্বরলিপি

মিশ্র ইমন—কাহার্‌বা

বর্ষার ছন্দে—
নাচে হিয়া নাচে
আজি নব হর্ষে,
পরম আনন্দে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে, তালি বাজে নন্দে’ ॥
কালো চুল এলিয়ে
এল কালো মেয়ে,
কেতকী আঁচল নাচে
জল ভেজা গন্ধে ॥

তটিনী নাচিয়া চলে উছল তালে,
চপল বিজলি ঝলে’ আকাশ তলে।
আধফোটা যত কথা কদমের মনে
ফুটিল সকল আজি জল ঝরা খনে।
আকুল কেয়াফুল,
বন ফুল নাচে;
সজল জলদ নটে আজি মন বন্দে,
পরম আনন্দে ॥

কথা—শ্রীসন্তোষ দাশগুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীঅসিতরঞ্জন ঘোষ (ভুলুবাবু)

আস্থায়ী

II	র্সা	-র্সা	না	না	|	ধা	-া	পা	-া	I	পা	মা	গা	রা	|	গা	হ্মা	পা	-া	I	
	ব	র্	ষা	র	|	ছ	ন্	দে	০		না	চে	হি	য়া	|	না	০	চে	০		
	পা	মা	গা	রা	|	সা	মা	মা	-া	I	ন্‌া	রা	গা	রা	|	ন্‌া	রা	সা	-া	I	
	আ	জি	ন	ব	|	হ	র্	ষে	০		প	র	ম	আ	|	ন	০	ন্দে	০		
	সা	রা	গা	মা	|	পা	ধা	গা	গা	I	না	র্সা	র্গা	র্রা	|	র্সা	না	র্সা	-া	II	
	ম	য়ূ	র	ম	|	য়ূ	রী	না	চে		তা	লি	বা	জে	|	ন	ন্	দে	০		

অন্তরা

II	না	র্সা	র্রা	র্গা	|	ধা	না	ধা	পা	I	রা	না	ধা	পা	|	রা	গা	মা	পা	I	
	কা	লো	চু	ল	|	এ	লি	য়ে	০		এ	ল	কা	লো	|	মে	০	য়ে	০		
	ধা	র্সা	পা	ধা	|	গা	পা	রা	গা	I	ন্‌া	সা	রা	গা	|	মা	পা	র্সা	-া	II	
	কে	ত	কী	আঁ	|	চ	ল	না	চে		জ	ল	ভে	জা	|	গ	ন্	ধে	০		

সঞ্চারী ও আভোগ

I হ্মা পা ধা র্সা | মা মা গা গা I ন্‌া সা রা গা | রগা মা গা -া I
ত টি নী না | চি য়া ০ চলে উ ছ ল ০ | তা০ ০ লে ০

হ্মা হ্মা হ্মা হ্মা | পা হ্মা পা পা I মা গা মা পা | গপা মপা মা -া I
চ প ল বি | জ লী ঝ লে আ ০ কা শ | ত০ ০০ লে ০

পা গা ধা পা | না ধা র্সা র্সা I র্সা র্রা র্গা র্রা | না র্রা র্সা -া I
আ ধ ফো টা | য ত ক থা ক দ মে র | ম ০ নে ০

র্সা র্সা র্সা ধা | পা পা গা মা I রগা রা সা রা | পা -া গা -া I
ফু টি ল স | ক ল আ জি জ০ ল ঝ রা | খ ০ নে ০

গা রা গা পা | রা রা সা সা I না ধা না না | র্সা -া র্সা -া I
আ ০ কু ল | কে য়া কু ল ব ন ফু ল | না ০ চে ০

র্সা না ধা পা | মা গা না না I ধা পা হ্মা গা | রগা মা মা -া I
স জ ল জ | ল দ ন টে আ জি ম ন | ব০ ন্‌ দে ০

ন্‌া রা গা রা | ন্‌া রা সা -া II II
প র ম আ | ন ন্‌ দে ০

স্বরলিপি

মিশ্র—দাদ্‌রা

বাদল-নটীর ঝুমুর-ঝুমুর
বাজলো ঘুঙুর সজল সাঁঝে ;
কি উৎসবের পোড়লো সাড়া
বন-কুসুমের গহন মাঝে।

(আজি) কাজলা-কায়া মেঘের ধারে
ভাস্‌লো আঁখির কুল,
বিরহে প্রাণ আকুল করে
শিথিল শিউলি ফুল।

রজনী-গন্ধা হোলো উতলা
যুঁই-কেতকী কোর্‌ছে খেলা
আবেশ ভরা বকুল-বুকে
মিলন মধুর সুরভি রাজে।

হাস্নাহানার শ্যামল শাখে,
ঝিল্‌লি-বধূ ব্যাকুল ডাকে,
বন্ধুহারা কোন্ বঁধুয়ার
মিলন-স্মৃতির সুরটি বাজে।

কথা—শ্রীশান্তিপ্রকাশ মিত্র

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসুকুমার দেব

+ ০
II { পা ণা ণা | পা গমা পা I গা গা মা | গমপদা পা পা I
বা দ ল্ | ন টী র ঝু মু র | ঝু০০০ মু র

রা জ্ঞা রসা | সরগা রগমপা পা I রা মা -জ্ঞা | রা সা -া } I
বা জ লো০ | ঘু০০ ঙু০০০ র স জ ল্ | সাঁ ঝে ০

ণ্‌া ধ্‌ণ্‌া ণ্‌া | সা রা রা I সরগা গা -গা | মা মা -া I
কি উ০ ৎ | স বে র প০ড়্ ল ০ | সা ড়া ০

সা সা রা | মা পা পা I মা ধা পা | জ্ঞরা সা -া II
ব ন কু | সু মে র গ হ ন | মা০ ঝে ০

II মা মা মা | ধা -ধা না I র্সা র্সা -র্সা | র্সা র্সা র্সা I
র জ নী | গ ন্ ধা হ লো ০ | উ ত লা

পা পা না | র্সা র্সা -া I না -র্রা র্সা | ণা ধা -া I
যুঁ ই কে | ত কী ০ কো র্ ছে | খে লা ০

ণা ণা ণা | ণা ণা -ণা I -া -া -া | -া -া -া I
আ বে শ | ভ রা ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০

ধর্সা ণা ণা | ণা ণা -ণা I ধা র্সা ণধা | ধঃ দা ধাঃ I
আ০ বে শ | ভ রা ০ ব কু ল০ | বু ০ কে

গা মা মা | দা পমা -পা I ঋা মা জ্ঞা | ঋা সা -া II
মি ল ন | ম ধু০ র্ সু র ভি | রা জে ০

(সা সা) II ন্া সা ন্া | দ্া প্া প্া I প্া দ্া দ্া | ঋা ন্সা -া I
আ জি কা জ ল | কা য়া ০ মে ঘে র | ধা রে ০

সঋা -গা গা | গা মা পা I গা মা -া | -া -া -া I
ভা০ স্ লো | আঁ খি র কু ল ০ | ০ ০ ০

ধা ধা ধা | ধা ধা -ধা I ণা র্সা র্ঋা | ণধা ণা -া I
বি র হে | প্রা ণ ০ আ কু ল | ক রে ০

গা মা দপমা | মা পা গা I মা -মা -া | -া -া -া II
শি খি ল০০ | শি উ লি ফু ল্ ০ | ০ ০ ০

II মা -পা মপা | জ্ঞা মঃ মাঃ I পা না না | র্সা র্সা -া I
হা স্ না০ | হা না র শ্যা ম ল | শা খে ০

র্সঃ -র্রাঃ নর্সর্রজ্ঞা | র্রা র্সা -র্সা I ণা ণা ণা | ধা পা -া I
ঝি ল্ লি০০০ | ব ধূ ০ ব্যা কু ল | ডা কে ০

ধা -র্সা র্সা | ধা ণা -ণা I পা -পা ণা | দা পা পা I
ব ন্ ধু | হা রা ০ কো ন্ বঁ | ধু য়া র

গা মা মা | দা পমা পা I রা মা জ্ঞা | রা সা -া II II
মি ল ন | স্মৃ তি০ র সু র টি | বা জে ০

গান

শ্রীমতী শান্তি দেবী

যেদিন বাজ্‌বে না সুর তোমার প্রাণে,
সেদিন কাণ পেতো' গো কাণ পেতো গো
বিশ্ববীণার করুণ গানে।

যেদিন ভাঙবে না ঘুম নিশীথ রাতে,
ফুটবে না ফুল মধুর প্রাতে,
সন্ধ্যারাণী জাল্‌বে না দীপ নীল গগনে
সেদিন ডাক দিয়োগো ডাক দিয়োগো
আমার মনের গোপন কোণে॥

শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী*

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার বি-এ

ফেরৎ হাতুটী

৭। ঝা গুরগুর দা দ্ধেইয়া (দাগুর গুরদা গুরগুর
ধেইয়া) ২ দাদ্ধে (ই) তা খেটা ধেইয়া দাগুর
গুরদা গুরগুর ধেইয়া তা

ক) ধেইতা (আ)ত্বা খেটা তা কুর্‌কুর্ তাত্বা
(আ)ত্বা খেটা তা কুর্‌কুর্ তাত্বা (আ)ত্বা
খেটা তাখি তা গুর্‌গুর্ দা দ্ধেইয়া ইত্যাদি
৬নং বোল।

খ) ধো খেটা ধেই য়া দাধে (ই)য়া খেটা তা
তা খেটা খেই য়া তাথে (ই)য়া খেটা তা
ঘেনের্ ঘেনা তা ত্বা ঘেনের ঘেনা তা
ত্বা ঘেনের ঘেনা গিঘি নাও ঝা গুর্‌গুর্
দা দ্ধেইয়া ইত্যাদি ৬নং বোল।

(গ)* গ্রেধে (এ)ন্না ঘেনা তাখি তেরে খেটে তিং
তাখি তেরে খেটে তা ত্বা তা ক্রা (আ)ম্না
খেটা তাখি তেরে খেটে তিং তাখি তেরে
খেটে তা ত্বা জ্বা জ্বা (আ)জ্বা ঝা তেরে তেরে
(খেটা তাখি তেরে খেটে ঝা) ৩ ঐ তেহাইর
শেষ ঝা হইতে আবার ৬নং বোল।

(ঘ)* ঘেনে তাঘে নেতা তিনি তিনি তাখি তা
কুর্‌কুর্ তি না (ও) তি নাও তিনি তাখি

* তারকা চিহ্নিত বোলগুলি প্রবন্ধকারের নিজের রচিত ; সুতরাং এগুলির সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

তেরে তেরে খেটা তাখি তেরে খেটা গেঘে

নে (=না) ঘে নাতা ঘেনা ঝা ঝা গুর্‌গুর্‌

তা ঝা গেঘে নাও ৬নং বোল।

(৬) দেরে গেড়ে দেরে গেড়ে ঘেনে তেরে ঘেনা তাখি

(তেরে খেটে) ৪ (তেরে তেরে) ৪ খেটা তাখি

তেরে খেটা তিং তাখি তেরে খেটা ঘেনা তেরে

ঘেনা তাখি তেরে ঘেনা তা ঝা তেরে তেরে

খেটা তাখি তেরে খেটা তা তেরে তেরে

খেটা তাখি তেরে খেটা (তাতা খেটা গেঘে

নাও ঝা গুর্‌গুর্‌) ২ তা তা খেটা গেঘে নাও

৬ নং বোল।

৭। (দাধিন্‌ দেরে গেড়ে) ২ দাধিন্‌ তেরে তেরে

খেটা তাখি তেরে খেটে (দেরেগেড়ে) ২

(ঘেনে তেরে ঘেনা তাখি তেরে খেটে) ২

(বহুবার)

৮। (ঘেনে তেরে ঘেনা তাখি তেরেখেটে)২

তাখি তেরে খেটে

(বহুবা

৯। (ঘেনে তেরে ঘেনা তাখি তেরেখেটে)

তা তেরে খেটে

(একবার)

১০। (তা তা গে টা খেটা তাগেঘে নাঘেনে

ঝা গুর্‌গুর্‌) ২ তা তাখে টা খেটা তা গে

না ঘেনা—ঝা। ঐ শেষ ঝা হইতে আবার ত
ফেরৎ হাতুটী আরম্ভ হইবে।

ফেরৎ হাতুটী

১১। ঝা গুরগুর দা দ্ধেই তেটে তেটে খে

তাখি (একবার

১২। (তা গুরগুর দা দ্ধেই তেটে তেটে গে

তাখি) ৩

(ক) ঝা তিঝা (আ)তি ঝা তেটে তেটে খে

তাখি তা তিতা (আ)তি তা তেটে খেটে
খেটা তাখি ১২ নং বোল।

গ)* ঝা ঝা দেরেগেড়ে ঘেনে তেরে ঘেনাতাখি
তেরে খেটা তা তা তা তেরে খেটে খেটে
তেরে খেটা তাখি তেরে খেটা তা ঝাঝি
নাঝি নাঝা ঝেনা ঝেনা তাখি তা গুরগুর
দাধি নাক ঝা দাধি নাক ঝা দাধি নাক
১১ নং বোল।

গ) ঘেনেতা ঘেনেতা তেটেতা ঘেনেতা
তেটেঘে না গুর্‌গুর্‌ তা (আ)তে টেখেটা
তা গুর্‌গুর্‌ ঝাঘিনি ঝা তা গুর্‌গুর্‌ ঝাঘিনি
ঝা তা গুর্‌গুর্‌ ঝাঘিনি ১১ নং বোল

অতঃপর ১২ নং বোল

৩। (দেরে তেরে ঘেনে তাক)৩ তেরে তেরে
তেরে খেটে তাক (বহুবার)

১৪। দেরে তেরে ঘেনে নাগ দেরে ঘেনে নাগ
দেরে ঘেনে নাগ দেরে তেরে খেনে নাক
তেরে তেরে খেনে নাক তেরে খেনে নাক
তেরে খেনে নাক তেরে তেরে খেনে নাক
(বহুবার)

১৫। দেরে তেরে ঘেনে নাগ দেরে গেনে ঘেনে
তেরে ঘেনে তাক তেরে খেনে তেরে তেরে
খেটে তাক তেরে খেটে খেটে তেরে খেটে
তাক তেরে খেটে (বহুবার)

ক্রমে বাদ্য দ্বিগুণ গতিতে যাইবে

১৬। ঘেনা তেরে গেনে ঘেনা তেরে ঘেনা তা
ঘেনা (বহুবার)

১৭। (ঘেনা তেরে গেনা দা) ২ ১৬ নং বোল
(বহুবার)

১৮। ঘেনা তেরে গেনে ঘেনা তেরে ঘেনা
তেরে ঘেনা ১৬ নং বোল (বহুবার)

১৯। ঘেনা নেরে গেনে ঘেনা নেরে গেনা

ঘেনা নেরে

(একবার)

২০। ঘেনা নেরে গেনে ঘেনা নেরে গেনা ঘেনা

নেরে ঘেনে নেরে কেনে খেনা নেরে গেনা

খেনা নেরে

(বহুবার)

ক্রমে দুন্ হইবে। উক্ত বোল দুন্ হইলে তাহার পাঠ হইবে—

ঘের্ গিঘে (এ)র্গি ঘের্ ঘের্ কিথে

(এ)র্গি ঘের্

২১। গুর্ গুর্ গুর্ গুর্ গুর্ গুর্ গুর্ গুর্

(একবার)

মূর্চ্ছন

২২। ঝাঁ খি ঝা খি ঝা খি তা খি ঝা তা

গুর্গুর গুর্গুর্ ঝা খেটা তা ত্বা তা ত্বা

খি খি তা ত্বা খেটা তা ত্বা খিখি তা :

ঘেনের্ ঘেনা ঝা ঘেনের ঘেনা—ঝা

প্রকারান্তর মূর্চ্ছন

২৩। ঝা খেটা ঝা খেটা তা খেটা তা কুর্কু

তা খি তা তা খেটা তাখি তা তা খেটা ত

কুর্কুর্ তা তা (আ) ত্বা খেটা তিনি (ঘেনে

ঘেনা ঝা) ৩

প্রকারান্তর মূর্চ্ছন

২৪। ঝে ন্না তা খেটা তা কুরকুর থে ন্না তা খে

তা গুরগুর জা ঝি না ঝি না (আ) জা (আ) :

(ঘেনের ঘেনা ঝা) ৩

২১ নং বোলের পর যখন ২২, ২৩ অথবা ২৪ নং বো বাজিবে তখন ২১ নং এর যে গতি পরবর্ত্তী বোলে তাহা অর্দ্ধগতি অর্থাৎ প্রতি মাত্রা ২১ নং বোলের ২ মাত্রা সমকালব্যাপক হইবে।

ক্রমশ

স্বরলিপি

(ভজন)

আজি, বিশ্ব-ব্রজে জাগো বিশ্বরূপ
ওহে বিশ্ব-বিধান-বিধাতা।
অন্ধ-নয়নে আনো শত-ভানু-ভাতি
আনো শুভ-শঙ্খের গাথা ॥

দুর্গত-জন-দুখ-বন্ধন-মাঝে
অনুখন সকরুণ ক্রন্দন বাজে
ধূম্র-ধূসর-ধূলি মলিন সাজে
কাঁদিছে ধরণী সুজাতা।

শ্যাম সুদরশন সাথী সুদর্শন
দুঃশাসন তম বিনাশি
মানস-মোহন মাধব হে আনো
প্রেম চির অবিনাশী।

তব গীতা-সবিতার পূণ্য আলোকে
আনো মহা-মঙ্গল আজি লোকে লোকে
জাগো জনারণ্যে পরম পুলকে
পরমানন্দ দাতা ॥

কথা—শ্রীবটকৃষ্ণ বসু সুর—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন স্বরলিপি—শ্রীমনোরঞ্জন সেন

০ [র্মর্া জ্ঞা র্া র্সা] ১ ২´ ৩
জ্ঞা জ্ঞা II পধা র্সর্া জ্ঞর্া র্সা ¦ ধর্সা ধা পা পা ¦ জ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞা ¦ জ্ঞা রা সা সা I
আ জি বি০০০ ০শ্ব ব্র ¦ জে০ ০ জা গো ¦ বি ০ শ্ব রূ ¦ প ০ ও হে

প্‌া -া সা রা | জ্ঞা জ্ঞা পা পা ¦ গপা ধর্সা পধা র্সর্া ¦ জ্ঞর্া র্সধা পজ্ঞা রসা I
বি ০ শ্ব বি | ধা ন বি ধা ¦ তা০ ০০ ০০ ০০ ¦ আ০ ০০ জি০ ০০

পা -া পা পা | ধর্সা ধা পা পা ¦ পা -া পা পা ¦ ধর্সা ধা পা পা I
অ ন্‌ ধ ন | য়০ নে আ ন ¦ শ ০ ত ভা ¦ নু০ ০ ভা তি

প্‌া ধ্‌া সা রা | জ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞা ¦ রা রা সা -া ¦ -া -া জ্ঞা জ্ঞা II
আ ন শু ভ | শ ঙ্‌ খে র ¦ গা ০ থা ০ ¦ ০ ০ আ জি

০ ১ ২ ৩
II পা -া পা পা | ধা ধা সা́ সা́ | রা́ জ্ঞা́ গা́ জ্ঞা́ | রা́ -া জ্ঞা́ -া I
দ র্ গ ত | জ ন ভূ থ | ব ন্ ধ ন | মা ০ ঝে ০
ত ব গী তা | স বি তা র | পু ০ ণ্য আ | লো ০ কে ০

রা́ জ্ঞা́ গা́ জ্ঞা́ | রা́ জ্ঞা́ রা́ সা́ | ধা সা́ সা́ সা́ | রা́ -া রা́ -া I
অ ম্ল থ ন | স ক রু ণ | ক্র ন্ দ ন | বা ০ জে ০
আ ন ম হা | ম ঙ্গ ল ০ | আ জি লো কে | লো ০ কে ০

জ্ঞা́ -া পা́ পা́ | ধা́ ধা́ পা́ পা́ | জ্ঞা́ -া জ্ঞা́ জ্ঞা́ | রা́ -া সা́ -া I
ধ্ ০ ম্র ধ্ | স র ধ্ লি | ম ০ লি ন | সা ০ জে ০
জা গো জ না | র ০ ণো ০ | প র ম পু | ল ০ কে ০

পা জ্ঞা́ রা́ সা́ ধা পা ধা পা | জ্ঞপা ধসা́ পধা সা́রা́ | জ্ঞা́রা́ সা́ধা পজ্ঞা রসা II
বা দি ছে ধ র ণী সু জা | তা০ ০০ ০০ ০০ | আ০ ০০ জি০ ০০
প র মা ০ ন ন্ দ দা | তা০ ০০ ০০ ০০ | আ০ ০০ জি০ ০০

০ ১ ২ ৩
II ণা -া ণা ণা | ণা ণা ণা ণা | ধণা সা́রা́ সা́ সা́ | ধণা ধণা ধা পা I
শ্যা ০ ম সু | দ র শ ন | সা০ ০০ থী সু | দ০ ০র্ শ ন

জ্ঞা -া জ্ঞা -া | রা জ্ঞা রা সা | রা জ্ঞা পা ধা | পধা ণা -া -া I
দুঃ ০ শা ০ | স ন ত ম | বি ০ না ০ | শি০ ০ ০ ০

ণা রা́ সা́ সা́ | ণা -া ণা ণা | ধা সা́ ণা ণা | ধণা ধণা ধা পা I
মা ০ ন স | মো ০ হ ন | মা ০ ধ ব | হে০ ০০ আ নো

পা ধা ণা ণা | ধণা ধা পা পা | জ্ঞা পা পা ধা | পধা ণা -া -া II II
প্রে ০ ম চি | র০ ০ অ বি | না ০ ০ ০ | ০০ শি ০ ০

বেহালা শিক্ষা প্রণালী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীরাখালদাস মজুমদার

নিম্নের গৎখানিতে যেস্থানে "উ. অ" "নি. অ" লেখা আছে সে স্থানে যথাক্রমে ছড়ির "উপরের অর্দ্ধাংশ" ও নিম্নের অর্দ্ধাংশ" দ্বারা ও "ম" চিহ্ন স্থানে মধ্য ছড়ি দ্বারা বাজাইতে হইবে।

"Andante from Surprise Symphony"

পূ. ছ.

ণা -া র'া -া | ম'া -া র'া -া | জ্ঞ'া -া স'া -া | ধা -া মা -া |

ণা -া র'া -া | মা -া র'া -া | ণা -া গা -া | মা -া -া -া |

জ্ঞ'া -া র'া -া | স'া -া মা -া | জ্ঞ'া -া র'া -া | স'া -া মা -া |
৪ ৪

রা -া মা -া | ণা -া র'া -া | স'া -া ধা -া | ণা -া -া -া |
৪

ম. উ. অ. ম. উ. অ.
ণা ণা র'া র'া | ম'া ম'া র'া -া | জ্ঞ'া জ্ঞ'া স'া স'া | ধা ধা মা -া |

ম উ. অ. ম.
ণা ণা র'া র'া | ম'া ম'া র'া -া | ণা ণা গা গা | মা মা মা -া |

ম. উ. অ.
জ্ঞ'া জ্ঞ'া র'া র'া | স'া স'া স'া মা | জ্ঞ'া র'া স'া ণা | ধা ধা মা -া |

ম. নি অ. ম.
রা রা মা মা | ণা ণা রা -া | স'া স'া ধা ধা | ণা ণা 'ণা -া |

ম.
ণা মা ণা র'া | ম'া ণ'া ণা মা | জ্ঞ'া পা স'া ণা | ধা পা ধা মা |
৪

ণা মা ণা র'া | ম'া র'া ণা মা | ণা স'া র'া গ'া | মা সা ধ্‌া ম্‌া |
৪

জ্ঞ'া স'া র'া ণা | স'া ধা পা মা | জ্ঞ'া স'া র'া ণা | স'া ধা পা মা |

র'া ণ্‌া ণা মা | ণা মা ণা র'া | স'া পা ধা মা | ণা মা রা ণ্‌া |

ক্রমশঃ

মৃদঙ্গ বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

সুরফাঁক তাল

\+ ০ ১ ২ ০
৩৩৭। কেএত্তা ঘেএনে কত্তা ঘেগেতেটে দীনা কং

\+ ০ ১ ২
দেবী কড়া আনে কত্তা নাগে থুউন তা

০ + ০ ১
গেনে কদে, ধা কড়াআনে তাগে তা ঘেগে

২ ০ + ০
দিগ থন্না ঘেড়েনাগ দেং ৺ঘড়াআনে দিং

১ ২ ০ +
দিং তা ৺তা থুন থুন ধেকতা ধা

ভরনি বিহার ছন্দ

\+ ০ ১ ২
৩৩৮। কত্তা কড়ান্ দিংই কতেনে ক্রেধা কং

০ + ০
তা আতা থুন ধা ক্রেধেনে কং

১ ২ ০ + ০
৺থুউঙ্গা ধা ধা কড়ান দীতা দেএ তাধেন্নে

১ ২ ০ + ০
দেদেনা ৺ত্রেকেটে দীতাগ ৺ধাআনে ঘেগে

১ ২ ০ +
কত্তা গ্রেদেন্ দীঘড়ান দেবী কং থুন ধা

গণ্ডকী ছন্দ

\+ ০ ১ ২
৩৩৯। ধেত্তা ধা আ কড়াআনে কত্তা ৺ত্রেকেটে তাগ

০ + ০ ১ ২
গদিঘেনে ৺ধা আন্না দি কড়ানক ৺তাকেড়েনাগ

০ + ০
তা ধেন্না, থুন থুন থুন গড়ে গেড়ে দেং

১ ২ ০ + ০
ধাকন থুগনা কদে ত্রেগে কেটে তাগ দেগা

১ ২ ০ +
কহে ধা আ কত্তা আনে কত্তা ঘেদেত্তাক ধা

গজমারুকা ছন্দ

\+ ০ ১ ২ ০
৩৪০। কদেন্না দেখ থুনা আ দে দে ধাত্তা আনে ক

\+ ০ ১ ২
ধা ধা ৺থুঙ্গা কড়াআনে দে ৺তা থুন থুন

০ + ০ ১
গেড়ে গেড়ে ঘড়ান, ধে এ কে তাগে দেবী কং

২ ০ + ০
ত্রেগেনে ধা আতা নান ধা কড়াআনে থুনা

১ ২ ০ +
ঘে দেস্থা কেড়ে কেড়ে দেং ৺তা থুন থুন ধা

কেশরী বিলাপ

\+ ০ ১ ২ ০
৩৪১। ধা ধা কড়াআন্ থুউন্না ঘেনে ধাকন কত্তা দেং,

\+ ০ ১ ২ ০
দী দেএ ঘেগেনে তাআনে কং তা ঘেনে তা

\+ ০ ১ ২ ০ +
ধাকন ধাতাগ তাগ দিগ থুঙ্গা দেদে থুঘন

০ ১ ২ ০ +
৺থুউঙ্গা গ্রেদেন্ ধাকন ধাকতা ধা

(ক্রমশঃ)

মাতা অশ্রুমতী দেবীর পরলোক গমনে শোকাঞ্জলি

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল

কন গো অকালে তুমি হলে স্বরগবাসিনি,
ন্তানগণে ফেলিয়া কেমন আছ জননী।
ক আছে মা এ জগতে, স্নেহময়ী তোমা হতে,
মারা হয়েছি গো হারা, তোমার আশ্বাসবাণী।

তোমারে না নিরখিয়া, আঁখি জলে ভাসে হিয়া,
কেমনে পাসরি রব, তব চরণ দু'খানি।
জানিনা মা কত দূরে, চলে গেছ চিরতরে,
তাই বুঝি ডাকিলে মা, যায় না মর্ত্ত্যের ধ্বনি॥

কথা ও সুর—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরলিপি—শ্রীনরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{ণ্‌া ণ্‌া | রা -া রা | জ্ঞা রা | জ্ঞা সা -া | রা গরা | গা মা পা |
কে ন | গো ০ অ | কা লে | তু মি ০ | হ লে০ | স্ব র গ |

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
মা গরা | জ্ঞা রা -া} | সন্‌া -া | সা সা সা | রা জ্ঞা | রা সা -া |
বা ০০ | সি নি ০ | স ০ | ন্তা ন গ | ণে ফে | লি য়া ০ |

২´ ৩ ০ ১
ণা ধপা | গা মা পা | মগা রা | জ্ঞা রাঃ সঃ ||
কে ম০ | নে ০ আ | ছ০ জ | ন নি ০ ||

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
{মা পা | না -া না | র্সা র্সা | র্সা র্সা -া | না র্সা | র্রা র্জ্ঞা র্রা |
কে আ | ছে ০ মা | এ জ | গ তে ০ | স্নে হ | ম ০ য়ী |

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
র্সা ণা | ধা পা -া} | পা র্রর্সা | র্রা র্জ্ঞা র্রা | র্সা ণা | ধা মা পা |
তো মা | হ তে ০ | মো ০০ | রা ০ হ | য়ে ছি | গো হা রা |

২´ ৩ ০ ১
র্সা ণা | ধা মা পা | মগা রা | জ্ঞা রাঃ সঃ ||
তো মা | র ০ আ | শ্বা০ স | বা ণী ০ ||

৮

২´   ৩   ০   ১   ২´   ৩
ণ্া রা | রা -া রা | জ্ঞা রা | গা মা -া | পা পা | পা ধা মা |
তো মা | রে ০ না | নি র | খি য়া ০ | আঁ খি | জ ০ লে |

০   ১   ২´   ৩   ০   ১
গা রা | জ্ঞা রা -া সন্া ন্া | সা -া সা | রা জ্ঞা | রা সা -া |
ভা সে | হি য়া ০ কে ম | নে ০ পা | স রি | র ব ০ |

২´   ৩   ০   ১
ণা ধপা | গা মা পা | মা গরা | জ্ঞা রা -া ||
ত ব০ | চ র ণ | ছু ০০ | খা নি ০ ||

২´   ৩   ০   ১   ২´   ৩
মা পা | না -া না | র্সা র্সা | র্সা র্সা -া | না সা | র্রা র্জ্ঞা র্রা |
জা নি | না ০ মা | ক ত | দূ রে ০ | চ লে | গে ০ ছ |

০   ১   ২´   ৩   ০   ১
র্সা ণা | ধা পা -া | পা র্রর্সা | র্রা র্জ্ঞা র্রা | র্সা ণা | ধা মা পা |
চি র | ত রে ০ | তা ই০ | বু ঝি ডা | কি লে | মা ০ ০ |

২´   ৩   ০   ১
র্সা ণা | ধা মা পা | মগা রা | জ্ঞা রাঃ সঃ |
যা য় | না ০ ম | স্তো০ র | ধ্ব নি ০ |

সমালোচনা

বনকুসুম তৈল—আমরা বনকুসুম তৈল ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হইলাম। ইহার সুমধুর গন্ধ মনের মধ্যে এক পবিত্রভাবের সঞ্চার করে। কেশ তৈলের আসল বস্তু একমাত্র সুগন্ধই নহে, ইহার আসল প্রাণবস্তু মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখা এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করা। আমরা এই উভয় বস্তুই ইহাতে পাইলাম। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যাঁহারা অধিকতর মস্তিষ্কচালনা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই তৈলটী বিশেষ উপকারে আসিবে। পরিশেষে আমরা তৈলটীর বহুল প্রচার কামনা করিয়া ইহার সত্বাধিকারীগণকে আন্তরিক প্রশংসা জ্ঞাপন করিতেছি।

চয়ন

সঙ্গীত ও শ্রোতা

শ্রীতিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমানে 'ক্লাসিকাল' সঙ্গীত বলিতে যাহা বুঝায়, তখনকার যুগে ঐ গুলি নবাব এবং বাদশাহগণ গুণী ও সঙ্গীতজ্ঞদের ভরণপোষণ এবং যাবতীয় ভার বহন করিয়া সঙ্গীতকলার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। কিন্তু সম্রাটদিগের মধ্যে সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকের অভাব না থাকিলেও সাধারণ হিসাবে সঙ্গীতকে বিলাসিতার উপকরণ বলিয়াই গণ্য করা হইত। বলা বাহুল্য, সে সময়ে কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে যন্ত্র-সঙ্গীতেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

এতদ্দেশীয় সঙ্গীত-যন্ত্রে শ্রুতি, মীড়, গমক প্রভৃতি ভারতীয় রাগবৈশিষ্ট্য সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যাইলেও সুরের উচ্চতার দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, ইউরোপীয় যন্ত্রগুলির শব্দ যে এদেশের যন্ত্র অপেক্ষা উচ্চ সে বিষয়ে সন্দেহ কোন নাই। আমাদের দেশের যন্ত্রগুলির ভিতর দিয়া স্বর বা সুরের উচ্চতা কিরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারা যায়, এ বিষয়ে কোন বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। তখনকার যুগে সঙ্গীত এবং সঙ্গতের যাহা কিছু চর্চ্চা, তাহা নবাব বা রাজদরবারের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। সপার্ষদ নবাব বাদশাহকে শুনাইবার জন্য যন্ত্রের মৃদুতার কোনই ক্ষতি হইত না, বরং সুরের মিষ্টত্বের দিকেই যন্ত্রীদের বিশেষ লক্ষ্য থাকায় সুরের মৃদুতাই তাহাদের নিকট প্রার্থনীয় ছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই শানাইয়ের স্থান ছিল তোরণের উপর এবং সারেঙ্গীর আসন আসরের বাহিরে। তখনকার যুগে ঐক্যতান বা অর্কেষ্ট্রার প্রচলনছিল না; কাজেই যন্ত্র হইতে নির্গত স্বরের উচ্চতা-সাধনের জন্য কোনরূপ চেষ্টাই হয় নাই সেই যুগে।

ইউরোপ বা আমেরিকায় ব্যবস্থা কিন্তু অন্যরূপ। ওদেশে যে ধরণের সঙ্গীত চর্চ্চা হয়, তাহাতে যান্ত্রিক শব্দের উচ্চতার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। সে দেশের সঙ্গীতের মূল ভিত্তিই এদেশ হইতে পৃথক। সেখানে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই সঙ্গীতের অনুরাগী এবং এজন্য তাঁহারা প্রত্যেকেই সাধ্যানুযায়ী অর্থব্যয়ও করিয়া থাকেন। এখানে যেমন সাধারণতঃ রাজা, জমিদার বা ধনীর গৃহেই সঙ্গীতের আসর বসিয়া থাকে, সেখানে সেরূপ নহে। ওদেশে সাধারণ রঙ্গালয়ে বা সঙ্গীতের জন্য বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত মিউজিক্ হলেই সকল রকম সঙ্গীতের আসর বসানো হয় এবং তাহাতে যোগদান করিতে হইলে রীতিমত দর্শনী দিতে হয়; অবশ্য আর্টিষ্টের জনপ্রিয়তা অনুসারে টিকিটের মূল্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে। এই সমস্ত মিউজিক হলে লোক সঙ্কুলানের স্থান এদেশের যে-কোনও বড় রঙ্গালয় অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক; যেমন নিউ ইয়র্কের "রেডিও সিটি"তে ৬৫০০ লোকের বসিবার স্থান আছে। "Roxy"-তে ৬২০০, প্যারিসের Gaumont Palace-এ ৬০০০, Cleveland [U. S. A.] "মেমোরিয়াল হলে" ১৫০০০ দর্শক বসিতে পারেন। কাজেই এই সমস্ত হলের বিস্তৃতির দিকে লক্ষ্য করিয়া উহাদের শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত যাহাতে যন্ত্রের ধ্বনি স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা সকল যন্ত্রীরই থাকে; এবং এই জন্য নিত্য নূতন পন্থা ও অভিনব যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য ওদেশে চেষ্টা এবং অর্থব্যয়ের অন্ত নাই।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশেও সঙ্গীতের চর্চ্চা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে গুণী সঙ্গীত-যন্ত্রীদের সংখ্যাও বাড়িয়াই যাইতেছে। অপর দিকে রাজা, মহারাজা, জমিদার প্রভৃতির ভিতর গুণী সঙ্গীত-শিল্পীকে পালনের ইচ্ছা ও শক্তি ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে কোন যন্ত্রশিল্পী যদি নিজের গুণপনার পরিচয় দিতে চান, তাহা হইলে তাঁহার কোন রঙ্গালয় বা বড় 'পাব্লিক হলে'র শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। এবং নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে সাধারণের মধ্যে সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করিবার মত প্রেরণাও জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ইতিমধ্যে এদেশে রঙ্গমঞ্চে বা হলে যে সমস্ত সঙ্গীতের আসর বসানো হইয়াছে, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এই অসাফল্যের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া যন্ত্রীরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন—আমাদের দেশের শ্রোতারা বেশীর ভাগই সঙ্গীত বিষয়ে অনভিজ্ঞ; অল্প আলাপ বাজাইতে না বাজাইতেই তাঁহারা চীৎকার ও করতালি সুরু করিয়া দেন। অপর পক্ষে শ্রোতাদিগের অভিযোগ—যন্ত্রীর যন্ত্র এমনই ক্ষীণ যে, অধিকাংশ সময়েই তাহা হইতে নির্গত আওয়াজ শ্রুতিগোচর হয় না; শুধু হাস্যকর অঙ্গ ও মুখভঙ্গী আমরা নির্ব্বিবাদে কতক্ষণ সহ্য করিব? আমি বলি যে, উভয় পক্ষের এই বিরুদ্ধ অভিযোগের আপোষ মীমাংসার সময় আসিয়াছে।

ইউরোপ বা আমেরিকার জনসাধারণ গুণীর আদর যে-ভাবে করিয়া থাকে, আমরা তাহা ভাবিতেই পারি না এবং গুণীরাও জনসাধারণের এই আদরের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। যাহাতে জনসাধারণের সম্মুখে তাঁহাদের সামান্যমাত্রও ত্রুটী না হইয়া পড়ে, সে বিষয়ে তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। জনপ্রিয়তা অর্জ্জনের জন্য ওদেশের সঙ্গীতশিক্ষার্থীরা কয়েকটি জিনিষ সযত্নে অভ্যাস করিয়া থাকেন, যথা—মুদ্রাদোষবর্জ্জন, সুষ্ঠু অঙ্গ ও মুখভঙ্গী এবং সময়ের মাত্রাজ্ঞান অর্থাৎ কতক্ষণ ধরিয়া গাহিলে বা বাজাইলে শ্রোতার ধৈর্য্য পরীক্ষা করা হইবে না, সেদিকে তাঁহারা বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। অপর দিকে তাঁহার আবার যে ধরণের শ্রোতা পান, এদেশের যন্ত্রী বা গায়কের পক্ষে তাহা বাস্তবিকই দুর্ল্লভ। সঙ্গীত আরম্ভ হইবার পরে শ্রোতারা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি কথা বলা তো দূরের কথা, ধূমপান করা বা সামান্যমাত্রও নড়াচড়া দূরে পরিহার করেন। একজন শ্রোতা যাহাতে অপর শ্রোতার সামান্যমাত্রও অসুবিধা না হয়, তাহার জন্য সবিশেষ যত্নবান থাকেন। ভাল লাগুক বা নাই লাগুক, নিঃশব্দে স্থিরভাবে নিজের আসনে বসিয়া থাকাই ওদেশের নিয়ম। যদি কেহ দেরীতে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে আরব্ধ বিষয় শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রেক্ষাগারের বাহিরে অপেক্ষা করিতে হয়। একদিন আমি প্যারিসে একজন বিখ্যাত 'গিটার'-বাজিয়ের বাজনা শুনিতে গিয়াছিলাম। তিনি মঞ্চের উপর বাজনা সুরু করিবার পর পিছন দিক হইতে একটি মৃদু আওয়াজ উঠিয়াছিল। বাজিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁহার যন্ত্র বন্ধ করিয়া মঞ্চের উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; অমনি সঙ্গে সঙ্গে মৃদু রব বন্ধ হইয়া গেল, দর্শকগণ শিল্পীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর যন্ত্রী ধীরে ধীরে তাঁহার যন্ত্র তুলিয়া লইয়া পুনরায় বাজনা সুরু করিলেন। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্রীও যদি মঞ্চের উপর হইতে এইরূপ করিতে সাহসী হন, তাহা হইলে তাঁহার সেদিনের মত বাজানো ত' বন্ধ হইয়া যাইবেই, উপরন্তু অচিরেই তাঁহাকে জনপ্রিয়তাও হারাইতে হইবে।

আমি বলি, যন্ত্রীরও যেমন সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, শ্রোতার পক্ষেও সেইরূপ যন্ত্রীর প্রতি অনুরূপ কর্ত্তব্য আছে। এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সহযোগিতাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ 'যন্ত্র' ও সঙ্গীতের উন্নতির এবং সঙ্গীতানুরাগ-প্রবুদ্ধ জনমত গড়িয়া তুলিবার পথে সহায়ক হইবে।

নাচঘর, (২৫এ আশ্বিন, ১৩৪১)

শোক সংবাদ

স্বর্গীয় ওস্তাদ খাদেম হোসেন খাঁ সাহেব

গত ১৩ই জুলাই, শনিবার রাত্রি ১১ ঘটিকায় সুপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গী ওস্তাদ খাদেম হোসেন খাঁ সাহেবের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইঁহার মৃত্যুতে সঙ্গীত জগতের যে বিশেষ ক্ষতি হইল তাহা বলিবার নহে। ইনি ভারত বিখ্যাত স্বর্গত ওস্তাদ ছোটে খাঁ সাহেব ও শ্রীজান বাইসাহেবার সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। ইঁহার পিতা ও মাতা উভয়েরই নাম সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে বিশেষ সুপরিচিত এবং আজিও সঙ্গীতবেত্তাগণ শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের স্মরণ করিয়া থাকেন। খাঁ সাহেব পিতার নিকট হইতেই মৃদঙ্গের যাবতীয় শিক্ষা সমাপন করেন। ছোটে খাঁ সাহেব ভারতের শ্রেষ্ঠ মৃদঙ্গী কুদেও সিংজীর শিষ্য ছিলেন এবং "কুদেওসিং-কী বাজ" বলিয়া মৃদঙ্গের যে বিশিষ্ট রীতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, বাঙ্গলাদেশে খাদেম হোসেন খাঁ সাহেবই তাহার একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন। কণ্ঠসঙ্গীতেও ওস্তাদজীর অসামান্য অধিকার ছিল। প্রথম জীবনে ইনি যখন পিতা-মাতার সহিত রামপুর দরবারে ছিলেন সেই সময়ে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় গুণী উজীর খাঁ সাহেবের নিকট "হোরি ধামারে" বহু শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গত ঘসিট খাঁ সাহেব তদানীন্তন হিন্দুস্থানের একজন শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী ছিলেন। স্বর্গীয়া শ্রীজান ইঁহার নিকট হইতেই ধ্রুপদের যাবতীয় শিক্ষা লাভ করেন এবং খাঁ সাহেব তাঁহার মাতৃ-দেবীর নিকট হইতেই সেই সকল অমূল্য গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হন। স্বর্গীয় খাদেম সাহেব নাটক রচনাতেও বিশেষ কৃতী ছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকখানি নাটক উর্দ্দু ও হিন্দী নাট্য সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ্। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি হিন্দী নাট্য পরিষদের অভিনয় ও সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন।

সঙ্গীত বিদ্যায় তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও মানুষ হিসাবে তাঁহার ন্যায় সদালাপী, মিষ্টভাষী ও ভগবদ্ভক্ত সদাশয় ব্যক্তি বিরল। আচারে ব্যবহারে তিনি বাঙ্গালীর মতই ছিলেন এবং বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালী তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

পরলোকে উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় বার্দ্ধক্যতা হেতু হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি বাংলার সঙ্গীত সমাজে বিরল। বারান্তরে আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব। আমরা তাঁহার মৃত আত্মার শান্তি কামনা করিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

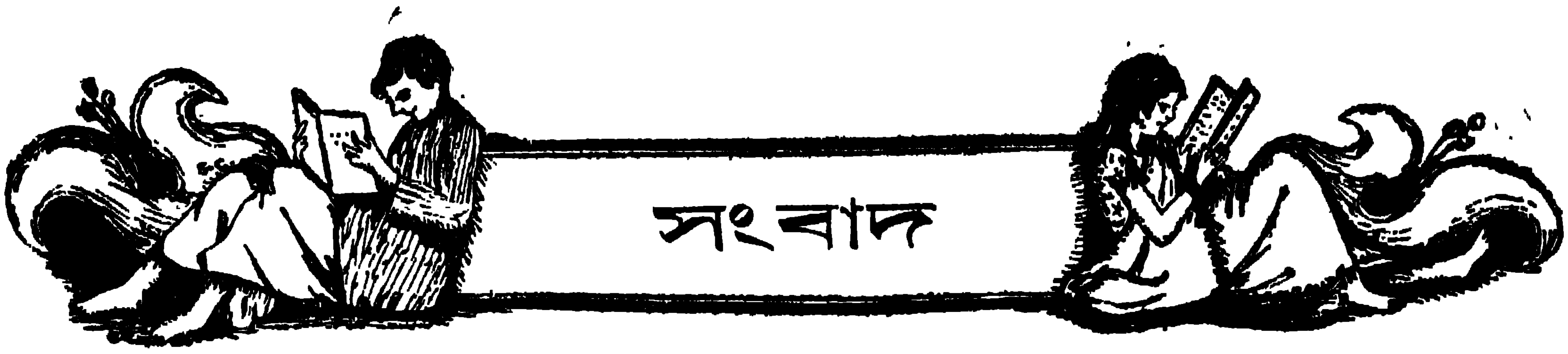

শোক সভা

গত ১১ই শ্রাবণ, শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় বাসন্তী বিদ্যা-বীথির কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে উক্ত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সভাপতি ৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অকাল মৃত্যুতে একটী শোকসভা হইয়া গেল। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে ৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি উন্মোচিত ও পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হইবার পর প্রথমে বিদ্যালয়ের ছাত্রী কুমারী অমিয়া সরকার কর্ত্তৃক ৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত "পথ পাশে মোর রচিনু দেউল" গানখানি সুললিত কণ্ঠে গীত হইল। অতঃপর বক্তাগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, অনাদি দস্তিদার, রমেন চট্টোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ অতি করুণ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা ও গুণ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। তৎপরে উপস্থিত সকলে দণ্ডায়মান হইয়া একটী শোকসূচক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণের মধ্যে প্রোঃ মন্মথনাথ বসু, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, এন, ঠাকুর, সৌরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহারাজ কুমার স্নেহাংশু আচার্য্য (মৈমনসিংহ), গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাচরণ দাস (আজকাল), পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (দেশ), সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় (আনন্দ বাজার পত্রিকা), শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত (সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা), রমেন চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

—

সাণ্ডে ক্লাব

শোক সভা

গত ২৮শে জুলাই রবিবার দিবস সঙ্গীত বিশারদ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অকাল প্রয়াণে হ্যারিসন রোডস্থ সাণ্ডে ক্লাবের সভ্যবৃন্দ ডাঃ এইচ, এল্, সেন মহোদয়ের সভাপতিত্বে একত্র হইয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। উক্ত ক্লাবের সভ্যগণ মধ্যে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত, নন্দদুলাল ঘোষ, সরোজকুমার দে, অজিতকুমার ঘোষ, শ্রীহরি সিংহ, মৃত্যুঞ্জয় দাস, সুরেশচন্দ্র দত্ত, সুশীলকুমার দে, অসিতবরণ দত্ত, অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ উক্ত ক্লাবের একজন হিতাকাঙ্খী ছিলেন।

—

শোক-সভা

গত ৭ই শ্রাবণ বৈকাল ৬টায় বাঙ্গালার সঙ্গীত-গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সঙ্গীতাচার্য্য দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে বগুড়া কুঠীবাড়ী সঙ্গীত সঙ্ঘের উদ্যোগে সঙ্গীত সঙ্ঘ গৃহে জমিদার শ্রীযুক্ত গোবিন্দবন্ধু দত্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী শোক-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত শোক-সভায় সঙ্গীত সঙ্ঘের সমুদয় সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় সকলে দণ্ডায়মান হইয়া নিম্ন প্রস্তাবটী গ্রহণ করেন :—

বাঙ্গালার সঙ্গীতাকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সঙ্গীতাচার্য্য দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে মর্ম্মাহত হইয়া এই সভা মৃত মহাত্মার পরিজনবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন এবং পরলোকগত আত্মার শান্তির জন্য শ্রীভগবানের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছেন।

—

দিনেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধ বাসর

গত ১৫ই শ্রাবণ বুধবার দিবস প্রাতে ৮ ঘটিকায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাটীতে সঙ্গীত বিশারদ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের শ্রাদ্ধ কার্য্যাদি সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রাদ্ধ-সভায় তাঁহার প্রতি সকলেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আচার্য্যগণ বেদ ও গীতার ব্যাখ্যা দ্বারা এক পবিত্র ভাবের সৃজন করিয়াছিলেন। ব্রহ্ম সঙ্গীতগুলিও মনের মধ্যে প্রশান্তি ভাবের আনয়ন করিয়াছিল। উক্ত বাসরে দিনেন্দ্রনাথের বহু আত্মীয়বর্গ, বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রবৃন্দ যোগদান করিয়াছিলেন।

—

সঙ্গীত জল্‌সা

গত ৭ই শ্রাবণ সোমবার, কুঠীবাড়ী সঙ্গীত সঙ্ঘের উদ্যোগে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় বগুড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত গোবিন্দবন্ধু দত্ত মহাশয়ের গৃহে একটী সঙ্গীত জল্‌সার আয়োজন হইয়াছিল। উক্ত জলসায় উত্তর বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ গায়ক আদমদীঘির (বগুড়া) জমিদার সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র নিয়োগী মহাশয় যোগদান করিয়া তাঁহার সুমধুর খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ গানে সকলকে বিশেষ ভাবে আনন্দ দান করিয়াছিলেন। তৎসহ নবদ্বীপের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বাগ্‌চি মৃদঙ্গরত্ন মহাশয় সুমধুর মৃদঙ্গ সঙ্গত করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন। সঙ্গীতাচার্য্য মহাশয় প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল ধ্রুপদ গান করিয়াছিলেন। রাত্রি ১২-টায় উক্ত জল্‌সা শেষ হয়। উক্ত জল্‌সায় বগুড়া সহরের সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া বিশেষ ভাবে উপভোগ করিয়াছেন।

—

আসর

গত ২০ এ জুলাই শনিবার রাত্রি সাড়ে সাত ঘটিকার সময় চৌরঙ্গীস্থিত আসর প্রতিষ্ঠানে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেতারী ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ সাহেবের সেতার ও সুরবাহার বাদ্যের আয়োজন হইয়াছিল। খাঁ সাহেবের বিলম্বে উপস্থিত হওয়ার জন্য তৎপূর্ব্বে সাধারণের অনুরোধক্রমে মিঃ সাইগাল সুললিত কণ্ঠে দুইখানি হিন্দী ঠুংরী গান করেন। পরে খাঁ সাহেব সুরবাহার যন্ত্রে দুইখানি সুমধুর আলাপ বাজান। তাঁহার আলাপে শ্রোতৃবর্গের প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল। রাত্রি অধিক হওয়ায় আমরা শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলাম না। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই, আসর প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষগণ যদি তাঁহাদের কার্য্যতালিকা ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সাধারণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। অবশ্য ইহা তালিকাভুক্ত শিল্পীগণের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শ্রোতৃগণের সমাগমও নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাঞ্ছনীয়। যাহা হউক উক্ত দিবসের আসর বেশ সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইয়াছিল। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের সমাবেশ হইয়াছিল।

—

সঙ্গীত সভা

গত ২৭শে জুলাই শনিবার সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত জানকী নাথ দে মহাশয়ের ৮নং এল্গিন রোডস্থ বাটীতে একটী সঙ্গীত সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহারাজ স্যর প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর মহোদয়ের সভাগায়ক শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খ্যাল গান ও সেতার বাদ্য, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের খ্যাল, এবং শ্রীযুক্ত বিজয় লাল মুখোপাধ্যায়ের খ্যাল ও বাঙ্গলা গান, শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসী বাবু ও পটল বাবুর তবলা শুনিয়া সমবেত ভদ্রমণ্ডলী মুগ্ধ হন। এই সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে স্যর হরিশঙ্কর পাল, স্যর আজিজুল হক্ (শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী), মিঃ শরৎচন্দ্র বসু, রায় যোগেশচন্দ্র সেন বাহাদুর, মিঃ ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মিঃ নরেশচন্দ্র বসু, মিঃ আই, সি, ঘোষ প্রভৃতি মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাত্রি ১১টায় সভা ভঙ্গ হয়।

—

সঙ্গীত-সভা

গত ৭ই জুলাই রবিবার সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় তরুণ কালী কীর্ত্তন সমিতির সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন, ২৯ নং বসুপাড়া লেনস্থ বাগবাজার হাইস্কুল ভবনে অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। মাণ্যবর সঙ্গীত-নায়ক আচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় বহু গণ্যমান্য ও সঙ্গীতরসগ্রাহী ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমতঃ উক্ত সমিতির ছাত্রবৃন্দ "জন গণ মন অধিনায়ক" এই গানটী গাহিয়া সভাপতি মহাশয় ও মৃদঙ্গাচার্য্য শ্রীযুক্ত দুর্লভ বাবুকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। তৎপরে উক্ত সমিতির সম্পাদক বাৎসরিক বিবৃতি পাঠ করেন। সভাপতি মহশয়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু এম্-এ মহোদয় এবং শ্রীযুক্ত দুর্লভবাবু, উক্ত সমিতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বাবু, দুর্লভ বাবু, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাম পাল, ভম্বল পাল, হরেন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মহোদয়গণের গীতবাদ্য হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

—

কলিকাতা মিউজিক এসোসিয়েসন

কলিকাতার সঙ্গীত সুধীগণ বোধ হয় অবগত আছেন যে মাননীয় নাটোরাধিপতির সভাপতিত্বে ও কতিপয় সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় কলিকাতা মিউজিক এসোসিয়েসন নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য তানসেনের ঘরওয়না উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আলোচনা ও তাহাকে সঞ্জীবিত রাখা। তজ্জন্য তানসেনের দৌহিত্র বংশধর ওস্তাদ সগীর খাঁ ও দবীর খাঁ (ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীণকার) এবং পৌত্রবংশের শেষ বংশধর বালক ওস্তাদ সৌকৎ আলি খাঁ (মন্নু) সাহেব এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান সভ্য এবং কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়াছেন। ইঁহারা কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিমাসে একদিন করিয়া একটি অধিবেশন করিতেছেন। গত ২৮এ জুলাই রবিবার দিবস ইহার একটি অনুষ্ঠান সমবায় ম্যানসনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে মাননীয় ও. সি, গাঙ্গুলী মহাশয়ের সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি বিশেষ কারণ বশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অতঃপর সঙ্গীতাদি আরম্ভ হয় প্রথমে কুমার ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর বীণা বাজান, পরে কুমারী শোভা কুণ্ডু সেতার, প্রবীন বীণকার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রুদ্রবীণা, কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী সুরশৃঙ্গার ও বীণা, সুধীন মজুমদার কণ্ঠসঙ্গীত এবং তৎসহিত শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস হারমোনিয়ম ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র প্রামাণিক তবলা সঙ্গত করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য উক্ত গুণীগণের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সভাস্থ সকলে মন্ত্রবৎ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরিশেষে সভার আনন্দের বিষয়, সাধারণের সম্মতিক্রমে কুমার ক্ষেমেন্দ্র মোহন ঠাকুর উক্ত প্রতিষ্ঠানে সহ সভাপতি এবং কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী অন্যতম পৃষ্ঠপোষক নিযুক্ত হ'ন। শ্রীযুক্ত বিভূতি সেন (সেনোলা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা) সভ্যভুক্ত হয়েন। আমরা সর্ব্বতোভাবে উক্ত অনুষ্ঠানের উন্নতি কামনা করিতেছি।

—

সঙ্গীত সম্মিলনী

(মাসিক অধিবেশন)

গত ২৮এ জুলাই রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় ৯।এ নিউ পার্ক ষ্ট্রীটস্থ সঙ্গীত সম্মিলনীর মাসিক অধিবেশন অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অধিবেশনের কার্য্যসূচীর প্রথমে গীতশ্রী কুমারী ইভা গুহ একখানি হিন্দী ঠুংরী গান করেন, তাঁহার গানে সঙ্গীতের সূক্ষ্ম ক্রিয়া এবং অন্যান্য মাধুর্য্যগুলি অতি সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পরে গীতশ্রী কুমারী গীতা দাস একটী হিন্দী ঠুংরী গান গাহিয়া তাঁহার সুকণ্ঠের পরিচয় দেন। অতঃপর বিশ্ববিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরিচালনায় তাঁহার মোহন ঐক্যতান বাদক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক কয়েকখানি ঐক্যতানিক গৎ অতীব নৈপুণ্য সহকারে বাদিত হয়। আমরা এই সম্প্রদায়ের পরিচালক তিমিরবাবু ও বাদক মণ্ডলীকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। অতঃপর তিমিরবাবু স্বরোদ যন্ত্রে একখানি গৎ বাজাইয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। তাঁহার সহিত তাঁহার অনুজ শ্রীযুক্ত শিশিরশোভন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তবলা সঙ্গত করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। পরিশেষে আনন্দের বিষয় উক্ত সম্মিলনী তাঁহাদের সভ্যগণের জন্য প্রতি শুক্রবার একটি স্বতন্ত্র ক্লাস খুলিয়া ছন, এই ক্লাসে মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য ও তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ভারতীয় ঐক্যতান শিক্ষাদান করিবেন এবং বাংলা গানের জন্য সুরসাগর শ্রীযুক্ত হিমাংশুকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই শ্রেণীর জন্য সভ্যগণকে কোনরূপ চাঁদা দিতে হইবে না। সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষগণকে এই সাধুপ্রচেষ্টার জন্য আমরা অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি অনুষ্ঠানে কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠান ভঙ্গ হইয়াছিল।

—

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।

পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

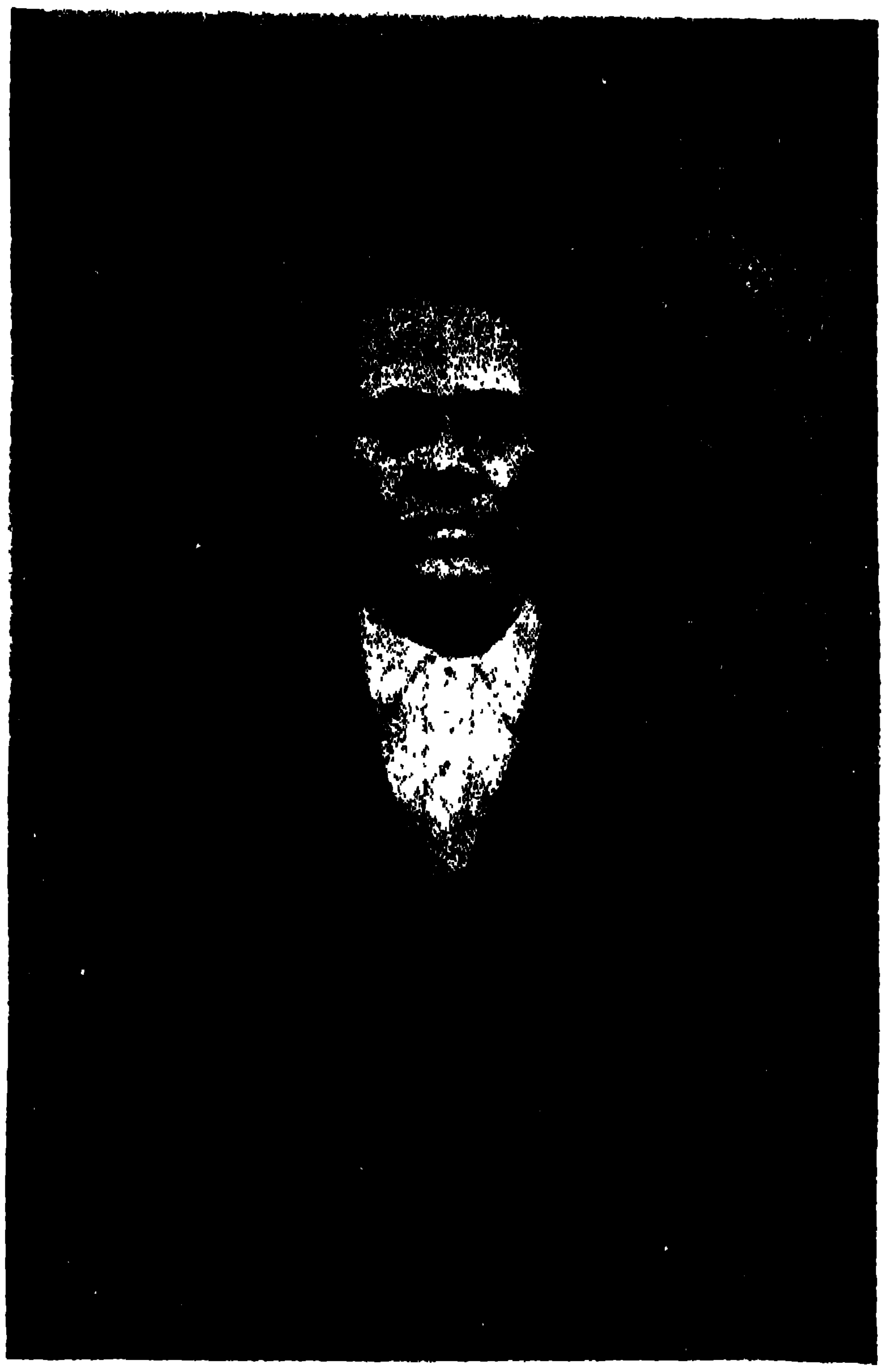

স্বর্গীয় বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

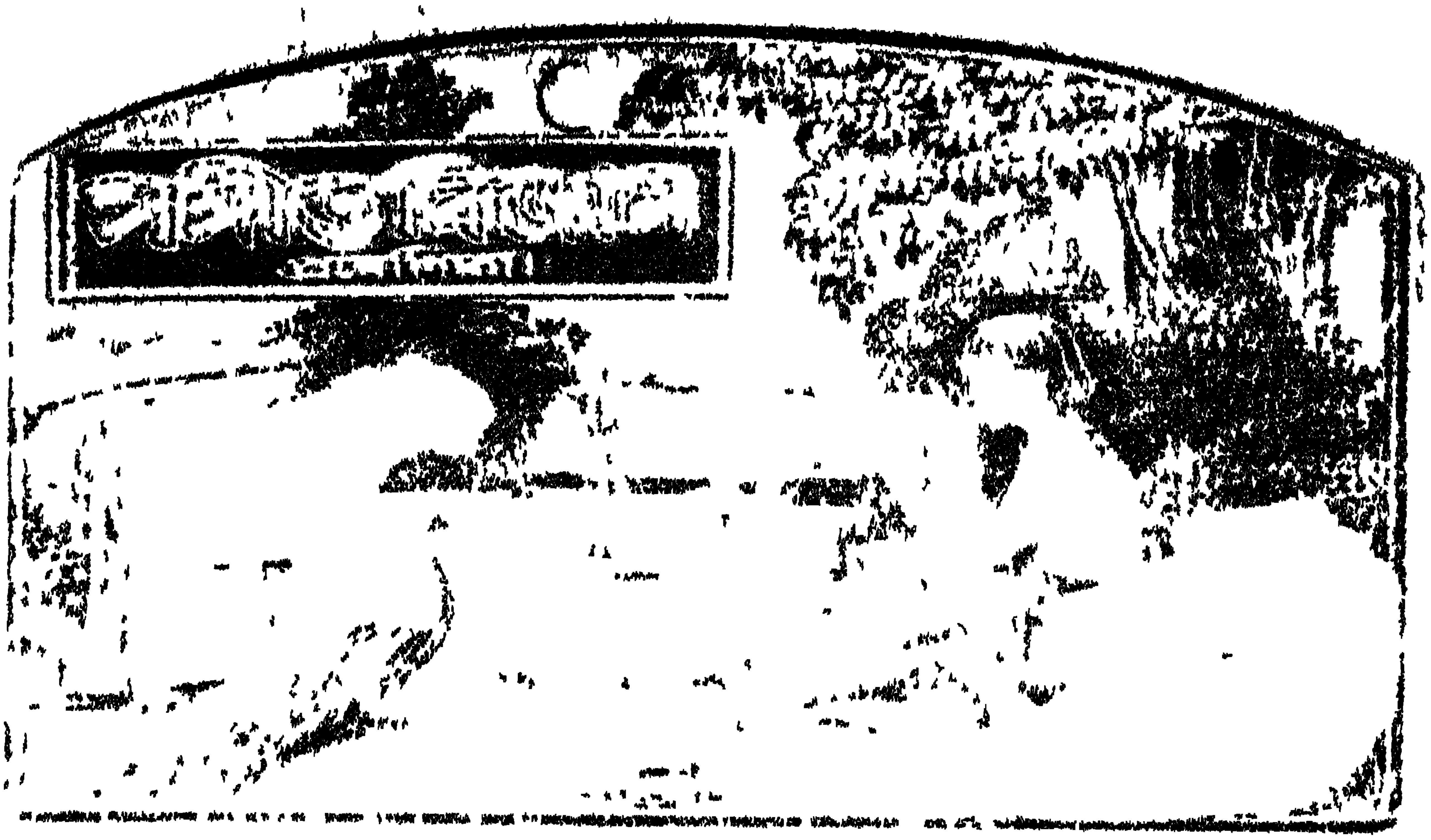

১২শ বর্ষ ভাদ্র, ১৩৪২ সাল ৫ম সংখ্যা

প্রসিদ্ধ তবলা বাদক স্বর্গীয় বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পটলবাবু)*

শ্রীচুণীলাল মুখোপাধ্যায়, বি-এল

আমাদের বিশ্বনাথের বিশ্বজোড়া নামের পিছনে সকলকে আপন করে নেবার যে দুর্ব্বার আকর্ষণ ছিল, তাই দিয়ে সে আমাদের সকলকে এমন বাঁধনে বেঁধে রেখে গিয়েছে যে আজ তাকে হারানোর দুঃখ সকলের বুকেই নির্ম্মমভাবে বেজেছে। তাই আজ আমরা এখানে তার সব চেয়ে প্রিয় জিনিষ দিয়ে তার পবিত্রময় স্মৃতির পূজা করতে মিলিত হয়েছি। আজ তার এই প্রিয়জন ও বান্ধবদের মিলনক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দুটো কথা দিয়ে তার জীবনের কতটুকুই বা প্রকাশ করতে পারব। তবে ভরসা এই যে আজ যে পুণ্যময় জীবনের আলোচনা করবার প্রয়াস পাচ্ছি, সে শুধু আমার নয় আপনাদেরও অন্তরের প্রতিধ্বনি। কারণ তার জীবনের সকল অধ্যায়ের সব কথাগুলোই আপনাদের স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাই আশা হয় পূজার অর্ঘ্য যত সামান্যই হ'ক দীনের এই ক্ষুদ্র নিবেদন সেই পুণ্যময় অশরীরি আত্মার কাছে পৌছুতে পারবে।

কলিকাতা নগরীর উত্তর উপকণ্ঠে ভাগীরথী তীরবর্ত্তী দক্ষিণেশ্বর গ্রামে সন ১৩০০ সালে মাতুলালয়ে বিশ্বনাথের জন্ম হয়। বিশ্বনাথ কালীঘাট স্থিত এক সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত ৺নারায়ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তার দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠা ভগ্নী সকলেই জীবিত আছেন। তৎকালে শ্রীশ্রী৺কালীমাতার মন্দিরে

* বিশ্বনাথের স্মৃতিসভায় পঠিত।

এবং অন্যত্র গানবাজনার আয়োজন প্রায়ই হ'ত। বিশ্বনাথের পিতার এই বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ ছিল। মানুষের বোধশক্তির প্রথম উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বনাথ পিতার সঙ্গে গান বাজনার আসরে যাইবার সুযোগ পায়। ধীরে ধীরে পিতার শিক্ষা ও সাহচর্য্যে ক্ষুদ্র বালকের গান-বাজনার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ পায়। এইরূপেই তাহার গীত বাদ্যময় ভবিষ্য জীবনের সূচনা হয়।

বাল্যজীবনে চিরাচরিত প্রথামত তার বিদ্যাশিক্ষার ভার পড়্‌ল কালীঘাটের সত্য গুরুমহাশয়ের উপর। কঠোর নিয়ন্ত্রিত পাঠশালায় প্রবেশ ক'রে, তার অন্তরে বাণাদেবীর বীণার ঝঙ্কার যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেল। কিন্তু মন প্রাণ তার পড়ে' রইল অন্যদিকে। ইংরাজী বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস কালে সে তার অন্তরের দুর্ব্বার আকর্ষণকে অগ্রাহ্য কর্‌তে পার্‌ল না। ছাত্রজীবনের অন্ধ নিয়মগুলো তাকে তার ন্যায্য প্রাপ্যগুলো থেকে বঞ্চিত কর্‌তে গেলেও, সে তার শাসন অমান্য করে গান বাজনার আসরে নিয়মিত হাজিরা দিত, তার অন্তরের বুভুক্ষা মেটাবার জন্য।

বাল্যকালে তার কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল। কিছুকাল সখের যাত্রা থিয়েটারে ঘুরে সে তার প্রাণের বস্তুর সন্ধান পেলে না। একদিকে অথর্ব্বা বিদ্যার আক্রমণ ও অন্যদিকে যাত্রা থিয়েটারের আকর্ষণ তাকে উদ্ভ্রান্ত করে তুল্‌লে। এ সবের মধ্যে থেকেও কিন্তু সুযোগ পেলেই বৈঠকী গান বাজনার আসরে ঢুকে প'ড়ে বুভুক্ষু হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন কর্‌তো। যখন তার বয়স মাত্র দশ বৎসর তখন থেকেই একটু একটু তবলা শিক্ষা কর্‌তো। ১১।১২ বছর বয়স থেকেই পটল নিয়মিতভাবে তবলা ও গান শিক্ষা কর্‌তে আরম্ভ করে।

তাহার তবলা শিক্ষার গুরু ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইন্দুবাবুর নিকটে কিছু কাল শিক্ষার পর হঠাৎ সে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করে। সেখানে কিছুকাল কোন বিখ্যাত যন্ত্রীর নিকট বাজনা শিক্ষা করে এবং পশ্চিমের বহুস্থান পর্য্যটন করিয়া ৩।৪ বৎসর পর কলিকাতা ফিরিয়া আসে। কিছুকাল কলিকাতায় থাকি। পুনরায় ৺বারাণসী ধামে যায়। সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর কলিকাতায় আসিয়া বড় বড় আসরে বাজাইতে আরম্ভ করে। সেই সময় পটল কালীঘাট সঙ্গীত সমাজ ও সাহানগর ইন্‌ষ্টিটিউটের সকল আসরে নিয়মিতভাবে বাজাইত। এই সময়ে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের হিন্দু হোষ্টেলে প্রায়ই গান বাজনার আসর হইত।

একদিন হিন্দু হোষ্টেল থেকে কোন এক বিশেষ আসরে সঙ্গত করিবার জন্য বিশ্বনাথের ডাক আসে। তার অল্প বয়স দেখে, সকলেই একটু আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছিলেন। সেই আসরে কলিকাতার শ্রেষ্ঠ গায়ক, যন্ত্রী, সঙ্গতী ও শ্রোতৃমণ্ডলীর সমাবেশ হয়েছিল। বিশ্বনাথকে শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথনাথ রায় মহাশয়ের ব্যাঞ্জো বাজনার সঙ্গে সঙ্গত কর্‌তে দেওয়া হ'ল। বাজনার শেষে যন্ত্রী আনন্দিত হ'য়ে তাকে অশেষ ধন্যবাদ দিলেন। পার্শ্বস্থিত কোন এক বিখ্যাত যন্ত্রী পটলের পিঠ চাপ্‌ড়ে বল্‌লেন, 'ভাই, তোমার হাত বেশ মিষ্টি, তুমি কার কাছে শিখ্‌ছো।" বিশ্বনাথের বিজয় নিশান এইভাবে উড়িল। সে রাত্রিতে অসীম আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে বাড়ী ফির্‌লুম। আমাদের পটল এত বড় বাজিয়ে—এমন আসরেও সে কৃতিত্ব দেখালে। কিন্তু বিশ্বনাথের কোন ভাব বৈলক্ষণ্য নাই। যেমন হাস্যমুখে গিয়েছিল, তেমনি হাস্যমুখে বাড়ী ফিরে এলো।

ক্রমে ক্রমে হিন্দু হোষ্টেল, ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট, সেণ্ট জেভিয়াস কলেজ ও অনেক বড় বড় আসরে নিয়মিত ভাবে তার বাজনা হ'তে লাগলো।

বাংলার অদ্বিতীয় বেহালা বাদক ঘনশ্যামবাবু বাজাবার আগে পটলের হাতে তবলা দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হ'তেন, আর বাজাতে বাজাতে বিভোর হয়ে পটলের প্রাণময় সঙ্গতের প্রশংসা করতেন। একদা ঘটনাক্রমে শ্রীদিলীপ-কুমার রায়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। দিলীপকুমার ও বিশ্বনাথের সমন্বয়ে কলিকাতার গায়ক সমাজে সাড়া পড়ে গেল। একদিন সন্ধ্যায় পটলের অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীমাখন-লালের বাড়ীতে বসে আছি, এমন সময়ে পটল এসে বিমর্ষভাবে বল্লে "ভাই, দিলীপ চ'লে গেছে।" বেশ বুঝলুম সে আঘাত পেয়েছে। তারপর সে কলিকাতায় মেগাফোন কোম্পানীর বিশিষ্ট গায়ক ও যন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়মিতভাবে বাজাতে থাকে। কুমার শচীন দেববর্ম্মণ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, সতীশচন্দ্র ঘোষ, হীরালাল মুখোপাধ্যায়, ৺দৌলতরাম, রামকিষণ মিশ্র, আলাউদ্দিন খাঁ, আবদুল করিম সাহেব, অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত কৃষ্ণরতন ঝঙ্কার, মুন্নে খাঁ সাহেব, অধ্যাপক গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, নগেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক সাতকড়ি বাবু, অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে, শচীন দাস প্রমুখ কলিকাতা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের গায়ক ও যন্ত্রীদের সঙ্গে সে সঙ্গত করেছে এবং সকলেই একবাক্যে তার প্রশংসা করেছে। রাজসাহী, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিং, জলপাইগুড়ি, আগ্রা, বেনারস, গোয়ালিয়র, দিল্লী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি প্রদেশের লোক তার বাজনার কথা ভোলেনি। মাঝে মাঝে উপরি উক্ত প্রদেশে নিমন্ত্রিত হয়ে প্রায়ই সে বাজাতে যেত।

পটল ইংরাজী ১৯১৯ সালে বিবাহ করে। তাহার বিবাহিত জীবন শান্তিময় ও সুখের ছিল। তার পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর সকল কার্য্যে সহায়তা করতেন। পটলের গার্হস্থ্য জীবনও বেশ সুখের ছিল। বড় ভাইদের অসামান্য ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতো এবং ভাইয়েরাও তাকে খুবই ভাল-বাসত। শুধু তাই নয় সে সকল আত্মীয় স্বজন ও প্রতি-বাসীদের প্রিয়পাত্র ছিল।

ইংরাজী ১৯৩৩ সালের ৺মহাপূজার অষ্টমীর দিন পটলের জ্বর হয়। ১০২ ডিগ্রী জ্বর লইয়া সে ভীষ্মদেবের সঙ্গে সঙ্গত করে। তাহাতে তার ভাই শ্রীমান্ কানাই বল্লে, "ছোড়্দা' তোমার ১০২ ডিগ্রী জ্বর, আর তুমি জ্বর গায়ে বাজিয়ে এলে।" উত্তর এলো—"এতগুলো লোক যদি আমার বাজ্না শুনে আমোদ পায়, তাতে নয় আমার একটু কষ্ট হোলই।" এমন করে আপন ভোলা হয়ে, সকলের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে ক'জন? তাই আজ তার অভাবে কলিকাতার গায়ক সমাজের যে ক্ষতি হয়েছে, তা' পূরণ হওয়া শক্ত। অসুখ হইতে উঠিয়াই সে কিছুদিনের জন্য দেওঘরে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য বাস করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসে এবং পুনরায় তার জ্বর হয়। আরোগ্যলাভ করিলে, পটল তার ছাত্র চণ্ডীচরণ হালদারের সহিত কাশীধামে যায়। তথায় অবস্থানকালে পটল স্থানীয় এক সাধু স্বামী ভবানন্দ গিরি মহাশয়ের গুরুদেবের জটাশঙ্কর উৎসবে সঙ্গত করে। স্বামিজী তার প্রাণস্পর্শী সঙ্গতে মুগ্ধ হইয়া, সস্ত্রীক পটলকে হরিদ্বারে লইয়া গিয়া দীক্ষা দেন। তার মধ্যে যে ধর্ম্মভাব অনুক্ষণ উঁকি মারতো, অনুকূল বাতাস পেয়ে তা' প্রস্ফুট হয়ে উঠ্ল।

বিশ্বনাথ একাধিকবার বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় ও ভারতপ্রসিদ্ধ গায়ক-বাদকগণের সঙ্গে সঙ্গত ক'রে অসামান্য যশ ও খ্যাতি অর্জ্জন করে। এলাহাবাদ, রাজসাহী ও আগ্রা সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ "সঙ্গতীয়া" হিসাবে পদক প্রাপ্ত হয়।

বিশ্বনাথের জীবন যাপন ও কার্য্যকলাপ অনাড়ম্বরপূর্ণ ছিল এবং তার অসামান্য শক্তি সে এমনভাবে আত্মনিহিত করেছিল যে যাঁরা তার সংস্পর্শে এসেছে তাঁরাই জানেন, যে বাজিয়ে অপেক্ষাও মানুষ হিসাবে সে কত বড় ছিল।

সে প্রায়ই বল্‌তো—"**মানুষ আগে মানুষ, তারপর সে বাজিয়ে, গাইয়ে, বিদ্বান, আর যা' কিছু।** এইসব গুণের মধ্যে যদি **আসল মানুষটাকে হারিয়ে ফেলি, তবে এ সব গুণের অমর্য্যাদা করা হয়।**" তার অনন্যসাধারণ সংযম, অমায়িক ব্যবহার ও কথা দিয়ে কথা রাখার আপ্রাণ চেষ্টা তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। ঠুংরী গান ও যন্ত্রের সঙ্গে সে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাজাতো। তার মহৎ গুণ ছিল এই যে, সে বাজাতো নিজের বাজনা শোনবার জন্য নয়, সঙ্গীত ও বাদ্যকে উপভোগ কর্‌বা'র জন্য। তার আরও গুণ ছিল এই যে কখনও গায়ক কি বাদকের সঙ্গে বিরোধ কর্‌তো না। এইজন্যই না চেয়েও অফুরন্ত ভালবাসা ও ভক্তি পেতো সে সবার কাছে। কারো উপর অন্যায় দোষারোপ হ'লে কি কোনও গুণীর অনাদর হ'লে, সে আত্মহারা হয়ে উঠ্‌ত এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ বা প্রতিবিধান কর্‌তে পশ্চাৎপদ হ'তো না।

সে স্বভাবতঃই আমুদে প্রকৃতির লোক ছিল, তার হাসি বড় উপভোগ্য ছিল। সকলকে হাসিয়ে, নিজে হেসে একেবারে আত্মহারা হয়ে যেত। তার হাবভাব, পোষাক পরিচ্ছদ, চালচলনে কখনও কোন বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায় নাই, সমস্তই সাধারণের মত ছিল। শুধু তাই নয়, সে অতবড় গুণী হয়েও তার অধিকার বহির্ভূত বিষয়গুলোও শিখ্‌তে এবং আলোচনা কর্‌তে ভালবাস্‌তো। দানে যেমন সে মুক্তহস্ত ছিল, শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষাও ছিল তার অনন্যসাধারণ। সমাজনীতি, নাটক, নৃত্যকলা, খেলাধুলা বিষয়েও তার প্রগাঢ় অনুরাগ ও আসক্তি ছিল।

তার আমোদ করবার একটা অসাধারণ শক্তি ও আকর্ষণ ছিল সত্য। তবলা হাতে পটলকে বিভিন্ন শ্রেণীর গায়ক ও যন্ত্রীর সঙ্গে ৮।১০ ঘণ্টাকাল ক্রমান্বয়ে বাজাতে দেখেছি। কিন্তু এর মধ্যে প্রগাঢ় ভাবে থেকেও, সে তার অন্তরকে ধর্ম্মের দিকে জাগরূক রেখেছি[ল]। ধর্ম্মভাব আর দেশভ্রমণ তার সব চেয়ে প্রিয় জিনি[স] ছিল। যেখানেই যে ভাবেই থাকুক না কেন, ধর্ম্মাচা[র] দেব-দেবী দর্শন করতে সে কখনও বিরত হয় নি।

তার গানের স্কুল করবার, গান বাজনা বিস্তার করবা[র] শিক্ষা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবার একাগ্র বাসনা ছিল। এ[ই] উদ্দেশ্যে বহু অর্থ ব্যয় ক'রে, গৃহনির্ম্মাণ করে, "বিশ্বনা[থ] সঙ্গীত সমাজ" স্থাপিত ক'রে ক্রমান্বয়ে ছয় বৎসরে[র] অধিককাল গুণী ব্যক্তিদের নিয়ে এসে প্রতি শনিবার গা[ন] বাজনার আসর করতো এবং অনেককে শিক্ষাদা[ন] করতো।

বহুদিন পূর্ব্বে সাহানগর ইন্‌ষ্টিটিউটে বিদ্যা[…] স্থাপনের পরিকল্পনা হয় এবং সে কার্য্যও কিছুদিন চ[…] তারপরেই উপরি উক্ত "বিশ্বনাথ সঙ্গীত সমাজে"র স্থাপ[…] হয়। তারপর আরও অনেক স্থানে সে শিক্ষা কে[…] স্থাপনা করবার চেষ্টা করেছিল। বিদ্যাদান করতেও [...] মুক্তহস্ত ছিল।

১৯৩৫ সালের ২৩এ ফেব্রুয়ারী তারিখে নিউমোনি[য়া] রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে সন্ধ্যা সা[…] ছয়টার সময় এখানকার কার্য্যের হিসাব নিকাশ [...] করিয়া সকলের প্রাপ্য শোধ দিয়া, তার আত্মীয় স্বজ[ন] বন্ধু, বান্ধব, শিষ্য সকলকে অপরিশোধনীয় ঋণে আ[…] রেখে বিশ্বনাথ বিশ্বের কাছে চির বিদায় লইয়াছে। [...] এসেছিল সঙ্গীতের পূজা করতে, বেঁচেছিল বাণীর বীণ[া] শোভাবর্দ্ধন ক'রতে। বিশ্বের কাজ তার শেষ হ'লে চ'লে গেল মহাবিশ্বে সেই বাণীর অর্চ্চনা ক'রতে[…] মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বেও তার মুখে ওই কথা, "মাথ[…] ওরা এসেছে—আমার কাপড় দে—জামা দে—আমি [...] গান আরম্ভ হয়ে গেল, আমায় বাজাতে হবে"। [...] তার কর্ম্মভরা জীবনের গুরুভার, তার বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী[র] হাতে ন্যস্ত রেখে, নিত্যধামে চলে গেছেন। সকলে [...]

আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করুক—তার পুণ্যময় আত্মার তৃপ্তি সাধন করুক। যদি স্বর্গে আর মর্ত্ত্যে কোনও সম্বন্ধ থাকে-যদি স্বর্গের মহাত্মারা মর্ত্ত্যলোকের প্রাণের কথা শুনতে পায়—তবে "পটল, ভাই, তুমি লক্ষ্য রেখো তোমার স্মৃতির তর্পণ ঠিক ভাবে করে কি না"। বিশ্বনাথ! জানিনা কোন আকর্ষণ, কোন কঠোর বিধান, তোমাকে আজ আমাদের আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে দূরে রেখেছে! ভীষ্মের গানে জ্ঞানেন্দ্রের সঙ্গীতে সঙ্গতের লহরা দিয়ে—শচীনের গানে প্রাণের দরদ দিয়ে সঙ্গত ক'রে আজ আমাদের আনন্দ দেবে কে?

স্বরলিপি

কাফী—তেতালা

(ভজন)

ঘর আও সজন মিঠ বোলা

তেরে বে খাতর সব কছু ছোড়া কাজর তেল তমোলা।

জো নহীঁ আওএ রয়ন বিহাওএ ছিন মাসা ছিন তোলা,

মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর কর ধর রহে কপোলা॥

স্বরলিপি—শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রচনা—মীরাবাঈ

আস্থায়ী

```
                    ১                    ২´
        ০           [ রসা  রা  মা  মা | ণা  মা  সা  -া ]  ৩
{ মধা পা | মা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রা  সা  রা  রা | মা  -া  পা  -া | -া  -া } |
  ঘ   র  | আ  ০   ও   স   | জ   ন   মি  ঠ  | বো  ০   লা  ০  | ০   ০   |

{ মা মা | পা ধা ণা র্সা | ণা ধা পধা পা | মা গা মা পা | মা -া } |
  তে বে | বে ০  খা ০   | ত  র  স   ব  | ক  ছু ছো ০  | ড়া ০  |

ণা -া | ধা পা মা গা | মা -া -া মা | রমা রমা পদা মপা | মজ্ঞা রা ||
কা ০  | জ  র  তে ০  | ল  ০  ০  ত  | মো০ ০০  ০০  ০   | লা   ০  ||
```

অন্তরা

০ | ১ | ২´ | ৩
{ মা পা না না | না -া না -া | র্সা -া র্সা র্সা | নর্ধা নর্সা র্সা -া |
জ্যো ০ না হী | আ ও এ ০ | র য় ন বি | হা০ ০ও এ ০ |

ধা ণা র্রা -া | র্মজ্ঞা -া র্রা সা | ধণা র্সর্রা না র্সা | ণা -া ধা -া } |
ছি ন মা ০ | সা ০ ছি ন | তো০ ০০ ০ ০ | লা ০ ০ ০ |

মা -া পধা নর্সা | ণধা পা ধা ধা | ণা ণা ণা ণা | ণধা পা ধা পা |
মী ০ য়া০ ০০ | কে০ ০ প্র ভু | গি রি ধ র | না ০ গ র |

রা মা মা মা | পা পা -া পা | মপা মপা ধা মপা | মজ্ঞা রা মধা পা |
ক র ধ র | র হে ০ ক | পো ০০ ০ ০ | লা ০ "ধ র" |

১ম তান :— (২´) রমা পধা নর্সা ণধা | (৩) পমা গমা ।

২য় তান :— (০) সরা জ্ঞমা পধা ণধা | (১) পমা ধপা মজ্ঞা রসা | (২) রমা পধা র্সা ণধা | (৩) পমা গমা ।

গান

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

আমার কান্না হাসির মাঝে
জানি জানি প্রিয়তম তোমার বাঁশী বাজে।
ঘর ছেড়ে তাই চলি দূরে
এই ভুবনের মরু ঘুরে
মিলন-তৃষা লয়ে প্রাণে মৌন মধুর সাঁঝে।

কতদূরে আপন সুরে বাজাও তোমার বাঁশী
তারি লাগি' সন্ধানী মন হ'ল উদাসী।
যদি গো আজ নীরব রাতে
না হয় দেখা তোমার সাথে
অশ্রু তবে ঝরবে না আর ব্যর্থতারি লাজে।

রাগালাপ

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বিগত বৈশাখ মাসের সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকায় "আলাপচারী" শীর্ষক প্রবন্ধে রাগালাপন সম্বন্ধে আমরা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলাম। উহার উপসংহারে কণ্ঠ ও যন্ত্র সাহায্যে আলাপচারী কি প্রণালীতে নিষ্পন্ন করা হয় আমরা তাহাও ভবিষ্যতে আলোচনা করিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলাম। বড়ই আনন্দের বিষয়, উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার দুই তিনটী অনুসন্ধিৎসু পাঠক সত্বর উহা প্রকাশ করিবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই দুরূহ কার্য্যের ভার কোন যোগ্যতর কলাবিৎ অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেই সমীচীন হইত।

যাহা হউক, ত্রুটি-বিচ্যুতির সম্ভাবনা সত্ত্বেও পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য আমরা আমাদিগের অকিঞ্চিৎকর অভিজ্ঞতা লইয়াই রাগালাপ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই প্রবন্ধে ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হইলে গুণিগণ তাহা সংশোধন করিয়া এই পত্রিকার স্তম্ভে প্রকাশ করিলে আমরা আনন্দিত হইব।

বাংলা ভাষায় যে সকল সঙ্গীত গ্রন্থ শিক্ষার্থীদিগের জন্য প্রণীত ও প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোনখানিতেই বিশদরূপে ও বিস্তারিতভাবে আলাপচারী সম্বন্ধে আলোচনা দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। কিন্তু অধিকাংশ গ্রন্থকারই আলাপচারীকে হিন্দু সঙ্গীতের উচ্চতম স্তরে স্থাপন করিয়াছেন। গীতসূত্রসার প্রণেতা ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একজন সংস্কারপন্থী লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার গীতসূত্রসারের ১৩০৩ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে "আলাপ ও গানের রীতি" শীর্ষক দশম পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন—"হিন্দু সঙ্গীতে রাগরাগিণীর আলাপ করা সঙ্গীত শিক্ষার চরম ফল। যিনি আলাপ করিতে শিখিয়াছেন তিনি সঙ্গীতে যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। সুতরাং আলাপ অতি কঠিন কার্য্য বলিয়াই লোকের প্রতীতি। বস্তুতঃ হিন্দু সঙ্গীতের সমস্ত বিদ্যা আলাপের উপর নির্ভর। আলাপ না জানিলে বিশুদ্ধরূপে গানে সুর যোজনা করা এবং তাল কর্ত্তব দ্বারা গানকে বিস্তৃত ও অলঙ্কৃত করতঃ গানের বিচিত্রতা সম্বর্দ্ধন করা সম্ভবপর নহে। আলাপ ব্যতীত গানের সম্পূর্ণ মূর্ত্তি উপলব্ধি হয় না।" এইরূপ উচ্চ প্রশংসার পরেও কৃষ্ণধন বাবু তাঁহার গীতসূত্রসারে আলাপের যথার্থ পরিচয় বা আলাপের পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত ও যথাযথ বর্ণনা বিশেষ কিছুই করেন নাই।

প্রথমেই প্রশ্ন হইবে—আলাপ কাহাকে বলে? আমরা শার্ঙ্গদেব প্রণীত সঙ্গীত-রত্নাকরে দেখিতে পাই—

> গ্রহাংশ তার মন্দ্রাণাং ন্যাসাপন্যাসয়োস্তথা।
> অল্পত্বস্য বহুত্বস্য ষাড়বৌড়ুবয়োরপি।
> অভিব্যক্তির্যত্র দৃষ্টা স রাগালাপ উচ্যতে॥

অর্থাৎ গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, তার স্থানাবধি মন্দ্রস্থান পর্য্যন্ত গতি, স্বরের অল্পত্ব, বহুত্ব, রাগের ষাড়বত্ব, ঔড়ুবত্ব ইত্যাদি প্রদর্শনের নাম আলাপ।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় নানা শাস্ত্র গ্রন্থালোচনা ও নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া সঙ্গীত বিদ্যায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তিনি আলাপ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"রাগ লক্ষণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গ্রহ-অংশ-ন্যাস সহকারে বিশেষতঃ অংশের সমবায়ে অনুলোম (আরোহ) ও বিলোপ (অবরোহ) গতিতে প্রথমে বিলম্বিত, পরে মধ্য ও দ্রুতলয়ে স্থায়ী, তৎপরে ক্রমে অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ এই চতুর্ব্বর্ণে

প্রকৃষ্টরূপে গমক, মূর্চ্ছনা, তান, ছেড়্, প্রস্তার ইত্যাদি অলঙ্কারের বিবিধ বিন্যাসের সমবায়ে রাগ প্রদর্শন করাকে আলাপ কহে।" বনওয়ারীচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত সরল সেতার শিক্ষা নামক আর একখানি গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম—"যাহার দ্বারা রাগরূপ প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পায় এমন স্বর-সঞ্চালন ক্রিয়াকে আলাপ কহে। কণ্ঠ এবং যান্ত্রস্বরের দ্বারা আলাপ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। রাগের প্রধান প্রধান অংশগুলি মীড়্, মূর্চ্ছনা, শ্রুতি, গমকে অনুলোম, বিলোম ইত্যাদি দ্বারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিলে রাগরূপ প্রকাশিত হইয়া তাহা সুশ্রাব্য হয়।" বিভিন্ন ওস্তাদগণের নিকট হইতে আমরা আলাপের পরিচয় সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ লাভ করিয়াছি তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত মতগুলির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

যাহা হউক, বিভিন্ন প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং বিভিন্ন কলাবিদ্গণের নিকট শিক্ষা করিয়া প্রচলিত আলাপের পদ্ধতি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি তাহাই মাত্র এই প্রবন্ধে যথাক্রমে লিপিবদ্ধ করিব। প্রচলিত পদ্ধতির সহিত প্রাচীন শাস্ত্রীয় পদ্ধতির অনেক স্থলেই অসামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে; সুতরাং কোন বিষয় আলোচনা করিবার সময় আমরা আধুনিক ব্যাখ্যারই অনুসরণ করিব—শাস্ত্রীয় মতামত অনাবশ্যক বোধে আলোচনা বা প্রদর্শন করিবনা।

সঙ্গীত যেরূপ প্রধানতঃ কণ্ঠ ও যন্ত্র সাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে আলাপচারীও সেইরূপ কণ্ঠ বা যন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। কণ্ঠস্বর দ্বারা আলাপচারী নিষ্পন্ন করিবার জন্য প্রাচীন যুগে "ওঁ ত্বম্ অনন্তহরি" এই সপ্তাক্ষর মন্ত্রে নাকি রাগালাপন করা হইত। চৌধুরী মহাশয়ের গ্রন্থে দেখিলাম হনুমন্ত মতে নাকি—আনা, বীণা, নাদেরে, তেরোম্, আনা, তানোম্, তানা, তানা, নানানা, তা, রি, এই চব্বিশটী বর্ণ বা 'বোল' সাহায্যে আলাপচারী সম্পন্ন করিবার উপদেশ রহিয়াছে। আমরা হনুমন্ত মত জ্ঞাপক কোন গ্রন্থ দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই। প্রাচীন কোন কোন সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থে এই মতের যদিও বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই যাহা হউক, পূর্ব্ব কথিত চব্বিশটী বোল্কে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ইহাতে প্রকৃত পক্ষে এগারটী মাত্র বিভিন্ন বোল্ বিদ্যমান রহিয়াছে; যথা—আ, না, রি, তা, দে, রে, নে, নোম্, তে, রোম্, তা। আজকাল নে, তে, তেরে, না, রি, রে, না, ত, না, তোম্, না প্রভৃতি কতকগুলি বোল্ বা বর্ণ দ্বারা আলাপ গীত হইয়া থাকে। বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত "ওঁ ত্বম্ অনন্ত হরি" এই সপ্তাক্ষর মন্ত্রের অপভ্রংশতা হইতেই এই সকল বোলের উৎপত্তি হইয়াছে।

ধ্রুপদে যেরূপ আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ, এই চারিটী বর্ণ অর্থাৎ তুক্ বা কলি দেখিতে পাওয়া যায় আলাপেও সেইরূপ আস্থায়ী প্রভৃতি চারিটী বর্ণের সাহায্যে রাগের রূপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। অন্য কোন তুকে তদ্রূপ হয় না। বোধহয় আস্থায়ীতেই রাগ বিশেষরূপে স্থিত অর্থাৎ স্থায়ীত্ব লাভ করে বলিয়াই ইহাকে স্থায়ীবর্ণ বা আস্থায়ী বলা হইয়া থাকে। আস্থায়ীর পরবর্ত্তী বর্ণ বা তুককে অন্তরা বলিয়া অভিহিত করা হয়। অন্তরায় সম্বাদী স্বরের বহুল প্রয়োগ লক্ষিত হয়। অন্তরা সাধারণতঃ মুদারা সপ্তকের মধ্যম স্বর হইতে আরম্ভ করা হয়। কিন্তু যে সব রাগে মধ্যম স্বর বর্জ্জিত বা অল্প প্রযুক্ত হয় সেই সকল রাগের অন্তরা গান্ধার বা পঞ্চম স্বর হইতেও আরম্ভ করা হইয়া থাকে এবং তার-সপ্তকের ষড়্জ ও কখন কখন তদূর্দ্ধ আরও দুই তিন স্বর পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া ক্রমশঃ নিম্নগতিতে অবরোহণ পূর্ব্বক আস্থায়ীতে আসিয়া ন্যাস বা লয় প্রাপ্ত হয়। আস্থায়ী ও অন্তরা এই উভয় বর্ণের ক্রিয়া পদ্ধতি সমবায়ে সঞ্চারী বর্ণ বা তৃতীয় তুক্ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সঞ্চারী সম্বন্ধে কৃষ্ণধনবাবু লিখিয়াছেন—"গানের তৃতীয় কলির নাম সঞ্চারী; ইহার নিয়ম এই, গানের আস্থায়ী ভাগ মধ্য-সপ্তকে সম্পাদিত হয়, তাহারই

উচ্চাংশ হইতে অবরোহণ করিয়া গায়কের সাধ্যমত খাদ-সপ্তকের কতকদূর পর্য্যন্ত নামিয়া, আবার আরো হণ করতঃ সা-এ সমাপ্ত হয়।" স্বর্গীয় উপেন্দ্রবাবু বলেন—"স্থায়ী ও অন্তরার সংমিশ্রণে সঞ্চারী নিষ্পন্ন হয়।" ব্যাখ্যাটী খুব স্পষ্ট হয় নাই। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে স্থায়ী বর্ণের পরেই আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারীবর্ণের উল্লেখ দেখা যায়। আরোহী বর্ণের পরিবর্ত্তেই আমাদের বর্ত্তমান অন্তরা শব্দটীর ব্যবহার হয়। আরোহী বর্ণে স্বর লহরী তার স্বর পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন বা অবরোহণ করিয়া থাকে। অন্তরাতেও বর্ত্তমানে তাহাই করা হইয়া থাকে; তৎপরবর্ত্তী আরোহীবর্ণে স্বর মন্দ্রস্থানের দিকে গমন করিয়া অর্থাৎ অবরোহণ করিয়া রাগের রূপ আরও কথঞ্চিৎ অভিব্যক্ত করে। অধুনা প্রচলিত সঞ্চারী বর্ণের কার্য্যও তাহাই।

আলাপের চতুর্থ তুক্‌কে আভোগ বলা হয়। ইহা সঞ্চারীর সহিত একত্রেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এই অংশ বা তুক্ কতকটা অন্তরা বর্ণের গুণযুক্ত। ৺তানসেনজির শেষ বংশধর ভারত প্রসিদ্ধ রবাবী ৺মহম্মদ আলী খাঁ সাহেবকে সঞ্চারী ও আভোগ এই দুইটী তুক্‌কে একত্রে 'ভোগাভোগ' আখ্যায় অভিহিত করিতে শুনিয়াছি। স্বর্গীয় উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় বলেন—"আভোগ তুক্‌টী অন্য তিনটী তুকের সংমিশ্রণে গঠিত হইয়া থাকে।" এই চারিটী তুক্ বা কলি সম্বন্ধে ৺মহম্মদ আলী খাঁ সাহেব, রামপুর নবাব দরবারের শ্রেষ্ঠ বীণ্‌কার ৺উজীর খাঁ সাহেব এবং আমাদের শিক্ষাদাতা গুরুদ্বয় দ্বারভাঙ্গা রাজ-দরবারের প্রসিদ্ধ স্বরদ-নেওয়াজ ৺আবদুল্লা খাঁ সাহেব এবং দেশবিখ্যাত সেতার-নেওয়াজ ৺ইম্‌দাদ খাঁ সাহেবের নিকট হইতে যে সকল উপদেশ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা অতঃপর যথাস্থানে বিবৃতি করিব।

কণ্ঠে আলাপ সাধারণতঃ তিনটী লয়ে গীত হইয়া থাকে; প্রথম—বিলম্বিত, দ্বিতীয়—মধ্য ও তৃতীয়—দ্রুত। যন্ত্রে অতঃপর ঠোক্, ঝালা, লড়ী, লড়্‌গুথাও ও তারপরণ প্রভৃতি অলঙ্কার সুকৌশলে প্রদর্শন পূর্ব্বক আলাপ সমাপ্ত করা হয়। কণ্ঠে সাধারণতঃ এই সকল অলঙ্কার আদায় করা অতিশয় ক্লেশসাধ্য ও যাহা আদায় হয় তাহা তেমন সুশ্রাব্যও হয় না। তজ্জন্য অধিকাংশ গায়ক এই সকল কলা-কৌশল কণ্ঠে প্রদর্শন করেন না। অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীয়া স্বর্গীয় আল্লাবান্দা খাঁ সাহেব এই সকল কলা-নৈপুণ্য কণ্ঠে প্রদর্শন করিতে পারিতেন। ৺কাশীধামে ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের এক মজলিসে এই কৃচ্ছ্রসাধনার পরিচয় পাইবার সুযোগ আমাদের ঘটিয়াছিল। ইঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র ইন্দোর দরবারের অধুনা ভারত প্রসিদ্ধ গায়ক নাসিরুদ্দিন খাঁ কণ্ঠ সাহায্যে ঐ সকল দুরূহ কলাকৌশল এখনও প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

কি কণ্ঠে কি যন্ত্রে আলাপচারীতে সাধারণতঃ তালের ব্যবহার নাই। বোধ হয় তালের বন্ধনে রাগালাপের গতি বাধাপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা বলিয়াই সঙ্গতের ব্যবস্থা নাই। একমাত্র তারপরণ গাহিবার বা বাজাইবার সময় মৃদঙ্গ (পাখোয়াজ) সাহায্যে সঙ্গত করিবার বিধি রহিয়াছে এবং ধ্রুপদাঙ্গীয় চৌতাল প্রভৃতি তাল সংযোগে তার-পরণ বাজাইবার পদ্ধতি অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়। এ সম্বন্ধে উপেন্দ্রবাবু যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ আমরা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—"আলাপে কোন তাল দেখা যায় না, কেবলমাত্র লয় রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। সেই লয় সহকারে নানাবিধ ছন্দঃ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই ছন্দোবিন্যাসের এক প্রকার সন্দর্ভকে তার-পরণ বলে। তার-পরণ কেবলমাত্র বীণা যন্ত্রে বাদিত হইয়া থাকে। তার-পরণ আলাপে তালের নিতান্ত প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। তার-পরণ শব্দটী যৌগিক অর্থাৎ মৃদঙ্গে যে সকল পরণ বাদিত হইয়া থাকে, বীণায় আলাপ বাদন কালে বীণার অতিরিক্ত তারটীতে সেই সকল পরণ বাদিত হয়। তার-পরণ বাজান অত্যন্ত

নিপুণতার কার্য্য। রাগাধ্যায় ও তালাধ্যায় উভয়ে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে তার-পরণ বাদন সুচারুরূপে সম্পন্ন করা অসম্ভব। বীণার অতিরিক্ত তার রাগানুসারে ষড়জ কিংবা পঞ্চম স্বরে বাঁধা হইয়া থাকে।"

৺বনওয়ারী চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের গ্রন্থে আমরা আলাপ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী তথ্যের সন্ধান পাই। তথ্যগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়া আমরা এস্থলে উহা সন্নিবেশিত করিতেছি। আধুনিক আলাপ পদ্ধতির সহিত ইহাদের বিশেষ যোগসূত্র ও কতক পরিমাণে সামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে। চৌধুরী মহাশয় তাঁহার প্রথম পরিচ্ছেদটীর নামকরণ করিয়াছেন—সঞ্চারী-আলাপ। এস্থলে সঞ্চারী শব্দ দ্বারা তিনি কি অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমরা সঠিক বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয় হনুমন্ত মতজ্ঞাপক কোনও গ্রন্থ হইতে ইহা তিনি সঙ্কলন করিয়াছেন। সঞ্চারী শব্দের অর্থ যাহাই হউক না কেন, অনূদ্য বিষয়গুলি যে বিশেষ জ্ঞাতব্য তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং আমরা প্রয়োজনীয় অংশগুলি পাঠকগণের অবগতির জন্য অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

সঞ্চারী আলাপ

হনুমন্ত মতে সঞ্চারী আলাপ চারি প্রকার।

"প্রথমতঃ যখন যে রাগ আলাপ করিবে, তখন সেই রাগের বাদীস্বর হইতে আলাপের মুখ উত্থাপন করিবে, তাহা বিনাশের সময় নির্দ্দিষ্ট ন্যাসের স্বরে অর্থাৎ বিনাশ স্বরে বিনাশ সমাধান করিতে হইবে।"

"দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক রাগের গিরি অর্থাৎ উত্থান-স্থান-স্বরূপ খরজ স্বর স্থিরতর রাখিয়া তত্তৎ রাগের সম্বাদী স্বরকে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করিবে। পরে অনুবাদী স্বরাবলী দ্বারা খরজ স্বরে গিয়া রাগের বিনাশ সমাধান করিতে হইবে।"

"তৃতীয়তঃ গায়কদিগের ইচ্ছামত রাগালাপ করিবার বিধানও আছে, তদনুসারে স্বেচ্ছামত স্বরে উত্থান বা গিরি সংস্থাপিত করিয়া তাহা শেষ করিতে পারা যায়, কিন্তু সঙ্গীতবিৎ গায়কগণের পক্ষেই এই বিধান প্রযোজ্য হইতে পারে।

চতুর্থতঃ ত্রিসপ্তকেরও উর্দ্ধে টিপ্ স্বর পর্য্যন্ত যাহার উঠিবার এবং নামিবার শক্তি আছে, তিনি রাগের প্রতি সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া অতি সাবধানে স্বেচ্ছামত স্থানে বিনাশ সাধন করিবেন।"

আলাপ সম্বন্ধে আরও চারিটি বিধান

যথা :—প্রথমে রাগালাপ, দ্বিতীয়ে রূপালাপ, তৃতীয়ে সমালাপ, চতুর্থে বরণালাপ।

"প্রথম, রাগালাপ।—আরোহী ও অবরোহী অর্থাৎ অনুলোম ও বিলোম দ্বারা অধঃ উর্দ্ধে এই দুইদিকে গমনাগমন করিয়া আলাপ শেষ করিবে।"

"দ্বিতীয়, রূপালাপ।—যে রাগে যে স্বর কোমল ও তীব্র আদি নিরূপিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করিবার জন্য কণ্ঠস্বর ও তানপূরা যন্ত্রের সহিত ঐক্য রাখিয়া আনা, বিনা, নাদেরে, তেরোম্, আনা, তানোম্ তানা, তানা, না না না, তা, রি প্রভৃতি চব্বিশটি বোল দ্বারা সমাধান করিবে।

"তৃতীয়, সমালাপ।—আলাপচারীর সময় আলাপে রাগে বহু সম্ অর্থাৎ মান্ তালস্থান আছে, শ্রোতৃবর্গ এরূপ যাহাতে জানিতে পারেন, তদর্থ গায়ক বিশেষ চেষ্টা পাইবে এবং রাগাঙ্গের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে, যেন তাহাতে অন্য রাগের ছায়াপাত না হয়।

"চতুর্থ, বরণালাপ।—রাগালাপ, রূপালাপ, সমালাপ এই ত্রিবিধ আলাপের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে একদা আলাপের অন্তর্গত করিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত গমক, মীড়, মূর্চ্ছনা, আবর্ত্ত আদি সংযোগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছামত স্বরাদির বিনাশ সাধন করিবে।"

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

তিলঙ —আদ্ধা কাওয়ালী

জাগি' রজনী—শুনি আমি শুনি
বিরহ-বীণে কে যে মীড় টানে—
চিনি না তারে, অজানা সে গুণী।

পথহারা সে যার পথ খুঁজি',
আলেয়া হয়ে সেই আসে বুঝি।
ধরিতে নারে সুরে জাল বুনি'।

না জানি কেন তারি সুরে জাগি'
বাহিরে আসি যেন কা'র লাগি'—
মরমে বহে প্রেম-সুরধুনী।

কথা—শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

সুর—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত, সুরসাগর

স্বরলিপি—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী

৩ ০ ১ +
II গগা -সগা -মপা -ণণা | -মপা -র্সা ণা -পা | -া পগা -া -পমা | গা -া -া -া I
জা ০০ ০০ ০০ | ০০ ০ গি ০ | ০ র ০ ০জ | নী ০ ০ ০

৩ ০ ১ +
মা গা সা -া | ণ্া -প্া -ন্া -সা | ন্সা -মা গা -া | পণা মপা র্সা -নর্সা I
শু নি আ ০ | মি ০ ০ ০ | শু০ ০ নি ০ | বি র হ ০বী

৩ ০ ১ +
-র্রা র্সা ণা পা | পমগা -া -র্সা -ণপা | পগা -পমা গা -া | সা মা গা -া I
০ ণে কে যে | মী০ ০ ০ ড়্০ | টা ০০ নে ০ | চি নি না ০

৩ ০ ১ +
গমা -পা মপা -ণা | পনা -র্সর্রা র্সা -নর্সা | -া ণা -া পা | পগা -পমা গা -া II
তা০ ০ রে০ ০ | অ০ ০০ জা ০০ | ০ না ০ সে | গু ০০ ণী ০

	+				৩				০				১				
II	পণা	পা	পগা	মা	গা	-া	-া	-মা	পা	না	না	র্সা	নর্সা	নর্সা	-া	-া	
	প০	থ	হা	রা	সে	০	০	০	যা	য়	প	থ	খুঁ০	জি০	০	০	
	না০	জা	নি	কে	ন	০	০	০	তা	রি	সু	রে	জা০	গি০	০	০	

+				৩				০				১				
না	র্সা	নর্সা	-র্গা	-া	-র্রর্সা	র্সা	নর্সা	ণা	-া	পা	পা	পগা	পমা	গা	-া	I
আ	লে	য়া০	০০	০	ে	হ	রে০	সে	ই	আ	সে	বু	০০	ঝি	০	
বা	হি	রে০	০০	০	০	আ	সি০	যে	ন	কা	র্	লা	০০	গি	০	

+				৩				০				১				
সা	মা	গা	-া	গমা	-পা	মপা	-না	পনা	-র্সর্রা	র্সা	-নর্সা	-া	ণা	-া	পা	I
ধ	রি	তে	০	না০	০	রে০	০	সু০	০০	রে	০০	০	জা	০	ল	
ম	র	মে	০	ব০	০	হে০	০	প্রে০	০০	ম	০০	সু	০	০	র	

+				
পগা	-পমা	গা	-া	II II
বু	০০	নি	০	
ধু	০০	নী	০	

গান

শ্রীদেবেশ মুখোপাধ্যায়

শেফালির বনে বসে আনমনে
কে তুমি শারদ প্রভাতে ?
স্বরগ স্বপনে ভরেছ ভুবনে
তোমারি সরস শোভাতে।

কুসুম কোমল কম তনুখানি
উজল আঁখিতে অকথিত বাণী
লজ্জিত মৃণাল সম দুই পাণি
উছলে মাধুরী বিভাতে।

উজল-বসনা বিমোহন বেশ,
অধীর সমীরে উড়ে কালো কেশ,
সুধা হাসিমুখে আনি' অনিমেষ
এলে কি হৃদয় লোভাতে ?

স্বরলিপি

খাম্বাজ—কাওয়ালী

শ্যাম ধরি ধরি বাঁহমে জগায় রহে,
রাধা প্যারীজু বতিয়াঁ ন মানে।

করসে কঙ্গন পহিরাই রহি ধুন
সোই রহী ফুলবন সেজিয়াঁ।
অনরীত কে বাত কহাঁলে কহুঁ কহি
কারণ কামিনী মৌন ভঙ্গী।

তিরছি তাকি ভয়ো হৈ বনাই রহী
বিরহিনী ঐসে বাওরী ক্যোন ভঙ্গী।
শ্যামসখী রস পায় রহে ধুন
সোই রহে করদে ছতিয়াঁ॥

রচয়িতা—শ্যামসখী

স্বরলিপি—শ্রীঅশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

		১´				০				১´				০	
রা	গা	সা	রা	সা	মা	মা	মা	গরা	গা	মা	-া	মা	ধা	পা	-া
শ্যা	ম	ধ	রি	ধ	রি	বাঁ	হ	মে০	জ	গা	০	য়	র	হে	০

মা	গা	মা	-া	পা	পা	পা	ধা	পধা	র্সা	ণা	ধপা	ধা	মা	গা	-া ॥
রা	ধা	প্যা	০	রী	জু	ব	তি	য়াঁ০	০	০	ন০	০	মা	নে	০

	{ মা	গা	মা	-া	ধা	ধা	ধা	-া	ধা	ধা	ণা	-া	ণা	ণা	ণধা	পা }
(১)	ক	র	সে	০	ক	ঙ্গ	ন	০	প	হি	রা	০	ই	র	হী০	০
(১)	অ	ন	রী	০	ত	কে	বা	০	ত	ক	হাঁ	০	লে	ক	হুঁ০	০
(১)	তি	র	ছি	০	তা	০	কি	০	ভ	য়ো	হৈ	০	ব	না	০০	ই
(১)	শ্যা	০	ম	০	স	খী	র	স	পা	০	য়	০	র	হে	০০	০

	মা	গা	মা	-া	পা	পা	পা	ধা	র্রা	র্সা	ণা	ধা	পা	মা	গা	-া ॥
(২)	ধু	ন	সো	০	ই	র	হী	০	ফু	ল	ব	ন	সে	জি	য়াঁ	০
(২)	ক	হি	কা	০	র	ণ	কা	০	মি	নী	মৌ	০	ন	ভ	ঙ্গী	০
(২)	র	হি	বি	র	হি	নী	ঐ	সে	বা	ও	রী	ক্যো	ন	ভ	ঙ্গী	০
(২)	ধু	ন	সো	০	ই	র	হে	০	ক	র	দে	০	ছ	তি	য়াঁ	০

১ˊ 0
১ম তানঃ—সগা মপা ধণা র্সণা | ধপা মগা ||
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ||

১ˊ 0 ১ˊ
২য় তানঃ—র্র্সা ণধা র্সণা ধপা ণধা পমা ধপা মগা | রগা মপা ধণা র্সণা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ |

0
ধপা মপা ||
০০ ০০ ||

শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার বি-এ

আপস্তনের বাদ্য

0 ।
কোন কোন বাদক আপস্তনের শুধু তিন্ তিন্ তা

। 0 ।
বহুবার বাজাইয়া অথবা খে (এ) টা (আ) গিঘি (গে (এ)

0 । 0
না (আ) গিঘি)২ খে (এ) না (আ) খি(ই) এই বোল বহুবার বাজাইয়া শেষে নিম্নলিখিত বোলে মূর্চ্ছন করেন।

মূর্চ্ছন, যথা :—

। 0 । 0
ধেই তাতা খেটা ধেই তাতা খেটা ধেই

। 0 । 0
গুর্‌গুর্‌ তাতি তা (আ) তিতা তাগ দান্ধে (ই) য়াতাখি

আবার কোন বাদক প্রাথমিক রাগিণীর আলাপ-চারীতে নিম্নলিখিত বাদ্যের প্রয়োগ করেন এবং শেষে উপরি-উক্ত বোলে মূর্চ্ছন্ করেন।

। 0 । 0
ধেই তাধে (ই) তা তা (আ) তেটেত্তেটে তেটেতা

। 0 ।
গুর্র্‌। অথবা টুকিতে—দাগি গিঘি নাধিন্ দাধিন

0 । 0 । 0
দাধিন্ দাগিগিঘি নাতিন্ নাতিন্ নাতিন্।

ময়না তালের বাদ্য

। 0 । 0
তাতা খেটা খি(ই) গুর্‌গুর্‌ (জা জা ঘি(ই) গুর্‌গুর্‌

। 0 । 0
দাখিনাতা খেটা তা গুর্র্‌ তাতা খেটা খি(ই)

।* ০ ।*
গুর্‌গুর্‌ গিজ্ঝা ঝা (আ) গিজ্ঝা ঝাঘি (তাত্তা

০ । ০ ।
তাত্তা) ঘেনা তিনি তাঘি নিনা ঘেনা গুর্‌-

০
গুর্‌ তাত্তা (আ) ত্তা।

কোন কোন বাদক বন্ধনীবদ্ধ স্থান গুলিকে দুইবার করিয়া বাজাইয়া থাকেন। যখন বন্ধনীবদ্ধ অংশগুলি দুইবার বাজে তখন দ্বিতীয় চিহ্ন হইতে এবং যখন উক্ত অংশগুলি একবার বাজে তখন প্রথম চিহ্ন হইতে উপরি-উক্ত মূর্চ্ছনের বাদ্য বাজিবে।

অনেক সময় বাদকগণ নিম্নলিখিত বাদ্যে ইহার জমাট করিয়া থাকেন :—

। ০ । ০
দাগ দাঙ্কে (এ)না ধেনা ঘেনাধেনা ঘেনাধেনা

। ০ । ০
দাগ দাঙ্কে (এ)না থেনা থেনা থেনা থেনা থেনা।

রাঢ়দেশীয় বাদ্য

রাঢ়দেশীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ এই মত পোষণ করেন যে আপত্তনের বাদ্য ঠিক সমমাত্রিক দশটি তালে এবং দশটি ফাঁকে শেষ হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন যে সমমাত্রিক আটটি তালে এবং আটটি ফাঁকে উক্ত বাদ্য শেষ হইবে। আবার কোন বাদক প্রথমতঃ দশটি তাল এবং দশটি ফাঁকযুক্ত বোলে বাদ্য আরম্ভ করিয়া অবশেষে আটটি তাল এবং আটটি ফাঁকযুক্ত বোলে তাহার জমাট এবং মাতন প্রভৃতি করিয়া থাকেন।

দশ তাল এবং দশ ফাঁকযুক্ত বোল

দ্রষ্টব্য ঃ—প্রবন্ধের সর্ব্বত্রই প্রতি মাত্রার অথবা যেখানে মাত্রা ব্যবহার না করিয়া শুধুই তাল ফাঁক কাল ইত্যাদি দেওয়া হইবে তাহাদের নিম্নস্থিত প্রত্যেক স্বরবর্ণ (syllable) সমকাল ব্যাপক বলিয়া বুঝিতে হইবে।

। ০
ঝাঝা ঝেনা তা(আ) গুর্‌গুর্‌ ঝা(আ) ঝা(আ)

। ০ ।
ঝেনা ঝাঝি না(আ) গুর্‌গুর্‌ ঝাঝা ঝেনা

০ ।
তা(আ) গুর্‌গুর্‌ ঝা(আ) ঝা(আ) ঝেনা ঝাঝি

০ । ০
না(আ) খেটা ঝা(আ) খেটা তা(আ) খেটা

। ০ । ০
ঝা(আ) খেটা তা(আ) গুর্‌গুর্‌ তা তা খি(ই)

। ০ ।
কুর্‌ কুর্‌ তা তা খি(ই) কুর্‌ কুর্‌ তাখিনিতা

০ । ০
খেটা তা তা খেটা তাখি তা(আ) গুর্‌গুর্‌।

পরন—ঘাঁত

। ০ । ০
১। ধেই নাধে (ই)না দা(আ) দা(আ) দ্ধেই য়া

। ০ । ০
তেই নাতে (ই)না তা(আ) খেটা তাখি তা

। ০ । ০
ধেই নাধে (ই)না ধেই নাধে ইনা ঝাঝা

। ০ । ০
ঝেনা তাখেটা তেনা তা(আ) গুর্‌গুর্‌

। ০ ।
ঝাঘি নাগ ঝা(আ) ঝাঘি নাগ ঝা(আ

০
ঝাঘি নাগ

২। জাঝি নাঝি নাগ ঝিনি তাগ ঝিনি ঝা(আ)

গুর্‌গুর্‌ তাগ ঝিনি তাগ ঝিনি তাগ ঝিনি

ঝা(আ) গুর্‌গুর্‌ জাঝি নাঝি নাগ ঝিনি

জাঝি নাঝি নাগ ঝিনি খেনা তা(আ)

গেড়া খেনা তা(আ) গুর্‌গুর্‌ ধোগিড়ি

তাখিটি ঝা(আআ) ধোগিড়ি তাখিটি ঝা(অ,অ)

ধোগিড়ি তাখিটি

মাত্তন অর্দ্ধেক অর্থাৎ পাঁচ তাল এবং পাঁচ ফাঁকযুক্ত বোলে হইবে। বোল যথা:—

১। জা(অ)-ঝি নাঝিনি জাজিনি ঝাগুর্‌গুর

(জাজিনি ঝাগুর্‌গুর্‌) ৩

২। (গুর্‌গুর্‌ দা (আ)দ্ধেই) ৫

মূর্চ্ছন প্রথম হইতে আরম্ভ হইয়া ৫ম তালে শেষ হইবে।

খেনা তা(আ) খেটা খেনা তা(অ

ঝা(আ) গুর্‌গুর্‌ তিনি তাখি তা

আট তাল এবং আট ফাঁকযুক্ত বোল

দশ তাল এবং দশ ফাঁক যুক্ত যে বোল দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে সপ্তম তাল সপ্তম ফাঁক এবং অষ্টম তাল ও অষ্টম ফাঁকযুক্ত অংশ বাদ দিলেই আট তাল এবং আট ফাঁকযুক্ত বোল হইবে।

পরণ—ঘাত

১। (দেইনা দে (ই)না দা(আ) দা(আ) দ্ধেইআ) ৩

তেইনা তে(ই)না তা(আ) খেটাতাখি তা

২। (দা(আ আ) দ্ধেই)য়া তা(আ) দা(আ) দেই য়া) ৩

তাঝা(আ)তা খেটা তাখি তা(অ) গুর্‌ গুর্‌

ইহারও মাত্তন পূর্ব্বলিখিত পাঁচ তাল এবং পাঁচ ফাঁক যুক্ত বোলে হইবে। এবং মূর্চ্ছন সেইরূপ পঞ্চম তালে শেষ হইবে।

ভ্রম সংশোধন

শ্রাবণ সংখ্যার ১২ নং বোলের প্রথমে যে বন্ধনী দেওয়া হইয়াছে, তাহা স্থানান্তরিত হইয়া 'দাদ্ধেই'র পরে বসিবে।

ক্রমশঃ

সেনোলা

বর্ত্তমান কলিকাতায় গ্রামোফোন রেকর্ডের যে কয়টি দেশীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সেনোলা কোম্পানী অন্যতম। এই কোম্পানীর প্রকাশিত প্রথম ও দ্বিতীয় অবদানের রেকর্ডগুলি আমরা বাজাইয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি। বিশেষতঃ "সীতা" পালার রেকর্ডগুলি সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী হইয়া কোম্পানীর গৌরব রক্ষায় সমর্থ হইয়াছে। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের ক্রমোন্নতি কামনা করি।

স্বরলিপি

বাহার—তেতালা

কাসে কহুঁ ম্যায় জিয়াকি বাতিয়া।
সোয়তমে সমি মদন জালাওয়ত,
তাপর পাপিয়া বয়েন শুনাওয়ত,
দরদ উঠে হামারি ছাতিয়া।

একে রতু বসন্ত পেড়ন প্যায়
চৌ ফুল মিলাওয়ত, কহত নন্দন
পিয়া ভেজত নাহি পাতিয়া॥

সময়—রাত্রি ২য় প্রহর। ব্যবহার—কোমল গান্ধার ও উভয় নিষাদ।

রচনা—রাজনন্দন তেওয়ারী
সুর—শ্রীপশুপতি রায় চৌধুরী
স্বরলিপি—শ্রীইরা দেবী

	০				১				+				৩				
II	ধনা	সা́রা́	সা́	ণা	পা	মপা	জ্ঞা	মা	ণা	ধা	-া	না	না	সা́	সা́রা́	সা́সা́	I
	কা০	০০	সে	ক	০	হুঁ০	ম্যায়	০	জি	য়া	০	কি	বা	তি	য়া০	০০	
	০				১				+				৩				
	নসা́	রা́জ্ঞা́	রা́	সা́	নসা́	রা́	ণা	পা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	রা	রা	সা	সা	I
	সো০	০০	য়	ত	মে০	০	স	মি	ম	দ	ন	জা	লা	০	ওয়	ত	
	০				১				+				৩				
	সা	সা	মা	মা	পা	পা	জ্ঞা	মা	মা	ণা	ধা	ণা	সা́	সা́	না	সা́	I
	তা	০	প	র	পা	০	পি	য়া	ব	য়ে	ন	শু	না	০	ওয়	ত	
	০				১				+				৩				
	-া	জ্ঞা́	জ্ঞা́	মা́	রা́	-া	সা́	-া	-া	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	রা	রা	সা	-া	II
	০	দ	র	দ	উ	০	ঠে	০	০	হা	মা	রি	ছা	তি	য়া	০	

অন্তরা

	০				১				+				৩			
II	মা	মা	ণা	ধা	না	র্সা	র্সা	র্সা	নর্সা	র্রজ্ঞা	র্রা	র্সা	না	র্সা	না	পা I
	এ	কে	র	তু	ব	স	ন্	ত	পে০	০০	ড়	ন	প্যায়	০	চৌ	০
	০				১				+				৩			
	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	মা	রা	রা	সা	সা	সা	সা	মা	মা	পা	পা	জ্ঞা	মা I
	ক্	০	ল	মি	লা	০	ওয়	ত	ক	হ্	ত	নন্	দ	ন	পি	য়া
	০				১				+				৩			
	-া	ণা	ধা	না	র্সা	র্সা	না	র্সা	র্সর্রা	র্রর্সা	র্রর্রা	র্সণা	পমা	ররা	সসা	ন্সা III
	০	ভে	জ	ত	না	০	হি	পা	তি০	০০	০০	০য়া	০০	০০	০০	০০

কাওয়ালী তাল

শ্রীহরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এই তালের নামটীর অর্থ বাঙ্গালীর দুর্বোধ্য। কতদিন হইতে কাওয়ালী তাল বঙ্গে প্রচলিত রহিয়াছে তাহার কোন পরিচয় কোন গ্রন্থে আজও পাই নাই। তবু আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রমে এই তাল বঙ্গে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

কোন কোন গ্রন্থকার বলিতেছেন যে হিন্দুস্থানবাসী কাওয়াল জাতীয় লোকদের ধর্ম্ম সঙ্গীতে এই তালটি আবদ্ধ ছিল। ক্রমে তাহা বিস্তৃতিলাভ করিয়া ভারতের ভিন্ন দেশে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। এই কথার কোন প্রতিবাদ হইয়াছে বলিয়া আমি এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। আমার অভিধানে নানা গ্রন্থের উদ্ধৃত মতের মধ্যে দেখিতে পাই কোন এক গ্রন্থকার "কাওয়াল" নামে একপ্রকার তালের পরিচয় দিয়াছেন এবং সেই গ্রন্থে "কাওয়ালী" তালেরও পরিচয় থাকা হেতু কাওয়া[ল] তালটী স্বাতন্ত্র্যলাভ করিয়াছে। উভয়ের মূর্ত্তি পরিচ[য়ে] যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। সেই গ্রন্থকার কাহার নিক[ট] হইতে কাওয়াল তাল প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা লিখিয়াছেন যাঁহার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি হিন্দুস্থানবা[সী] জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোক। এখন দেখিতে পাই [যে] কাওয়ালী ও কাওয়াল এই দুইপ্রকার তালই হিন্দুস্থা[নে] প্রচলিত ছিল বা আছে। এই দু'টি তালই কাওয়া[ল] জাতি হইতে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতে পারে। অতএব পূর্ব্ব লিখিত গ্রন্থকারের মতটি প্রতিবাদ বিনা গ্রহণ করিব [কি] ভিন্ন স্থাপনের প্রয়াস লইব তাহা বিবেচনাধীন রহিল।

আরও দেখিতে পাই যে আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকার গণ মধ্যে অনেকেই তেতালার বর্ত্তমান যুগের আখ্যাপ্রা[প্ত]

"সেতারখানি" ঠেকাকে কাওয়ালী বলিয়াছেন। সে ঠেকাটী এই :—

+				৩			
।	।	।	।	।	।	।	।
ধিন্	ধিন্		ধা,	ধা	ধিন্		ধা,
০				১			
।	।	।	।	।	।	।	।
ধা	তিন্		তা,	তা	ধিন্		ধা

এই সংজ্ঞাটীও বঙ্গদেশ হিন্দুস্থানের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দুস্থানী ওস্তাদগণ আবার

+				৩			
।	।	।	।	।	।	।	।
ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধা,	ধিন্	ধিন্	ধা,
০				১			
।	।	।	।	।	।	।	।
তা	তিন্	তিন্	তা,	তা	ধিন্	ধিন্	ধা

এই ঠেকাকেও 'সেতারখানি' বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ উভয়টীতে পার্থক্য বিশেষ নাই কেবল একটী ঠেকাতে প্রতি চারি মাত্রার চারিটী বোল হইতে একটী করিয়া ছাড়িয়া দমের উপর লইয়া যাইতেছেন। তজ্জন্য শ্রুতিতেও একটু ভিন্নরূপ দেখায়। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালীগণ যদি ইহাকে কাওয়ালী আখ্যা দিয়া থাকেন এইরূপ অনুমান করা হয়, তথাপি তাহার পরিচয় না থাকা হেতু বলা যায় না কি যে তাঁহারাও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট "কাওয়ালী" সংজ্ঞায় 'সেতারখানিকে' প্রাপ্ত হইয়াছেন—কারণ বঙ্গের বৈঠকী সঙ্গীত হিন্দুস্থানের দান। আবার দেখিতে পাই যে বঙ্গের বিবর্ত্তিত বর্ত্তমান সঙ্গীতক্ষেত্রে যে কাওয়ালী প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা সেতারখানি হইতে স্বতন্ত্র। যে প্রকার গানে ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয় তাহাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে ইহা গ্রাম্যসঙ্গীতের সহগামী বটে। পূর্ব্বে যে কাওয়াল তালের বিষয় লিখিয়াছি তাহার রূপটি বেশ স্থূল, বর্ত্তমান যুগের কাওয়ালীর ন্যায় কৃশ নহে।

জনৈক দক্ষিণী গ্রন্থকার কাওয়ালীর যে অবয়ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অনেকাংশে আমাদের দাদ্‌রার তুল্য। নামের ঐক্যতা থাকিলেও রূপ-ভেদ থাকা হেতু কী যে মীমাংসা যোগ্য হইবে তাহা বুঝিতে পারি না। আবার দাক্ষিণাত্যের "ধুমালী" তালকে ৺পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর কাওয়ালী বলিয়াছেন, কিন্তু কাওয়ালী বা ধুমালী কোনটারই পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে না থাকাতে উভয় তাল সম্বন্ধে তাঁহার মনোগত রূপের সন্ধান পাইলাম না। দক্ষিণী সঙ্গীতের অপর একটী গ্রন্থে "ধুমালীর" দু'টী রূপ পাই—একটীতে দুই তাল এক ফাঁক, অপরটীতে তিন তাল এক ফাঁক কিন্তু উভয়টীতেই সমকে ফাঁকে স্থাপন করিয়াছেন। ইহাদের কাহারও সহিত বর্ত্তমানের কাওয়ালীর রূপের সাদৃশ্য দেখিতে পাইনা। এ সম্বন্ধে যদি কেহ আমাকে আরও সংবাদ দিতে পারেন তবে অনুগৃহীত হইব।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি যে কাওয়ালীর অবতারণা করিতেছি, তাহার অবয়বটা এই :—

+		৩		০		১	
।	।	।	।	।	।	।	।
ধাগ্	ধি	না	ধিন্,	ধাগ্	তি	না	তিন্

ইহাকে নিম্নলিখিতরূপেও প্রকাশ করা চলে—তখন ইহা ত্রিমাত্রিক ছন্দের অন্তর্গত হইয়া দাদ্‌রার শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে।

+		৩		০		১	
।	।	।	।	।	।	।	।
ধাগ্	ধি	না	ধিন্,	ধাগ্	তি	না	তিন্

মৃদঙ্গাচার্য্য ৺দীননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটী বোল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকানাইলাল হাজরা

চৌতাল

শ্রাবণ সংখ্যায় যে সকল বোল প্রকাশিত হইয়াছে তাহা চৌতাল বা চারি তালের।

মধ্যলয় (সঞ্চারীর বোল)

\+ o ১
তাগে তা কেটেতাক্ তেটেতেটে কেটেতাক্ গদ্দি

o ১
ঘেড়ে নাগ্ নানাগ্ নাগ নাগ তেটে তেটে তাকাধুমা

১ + o
কেটেতাকা থুন্ ধেৎ তা ঘেন্না ধেৎ তাগে তেটে ঘেঘে

১ o
তেটে ঘেন ত্রেকেটে তাক্ তাক্ কেটেতাক ধাগে দিন

১
নানা নানা কেটে তাক গদিঘেনে ধা কেটেতাক্

১ +
গদিঘেনে ধা কেটেতাক গদিঘেনে | ধা

পড়াল

\+ o ১
কৎ কৎ তেটে কতেটে কতাগে তেটে কতেটে

o ১
কতেটে কতা কত্রেকেটে তাগ্ তাগে তেটে কতেটে

১ +
থুতেটে থুঁদি কেটে গদিন তানে | ধা

মধ্যলয় (আভোগের বোল)

\+ o
ধাগে তেটে তেটে তাগিনে তাগিনে তাগাতেটে

১ o
কেটেতাগ তাগে তেটেকেটে তাকৃতা ধানে ধানে ধাগে

১ ১
ধেটে ধেটে কেড়েধা কেটে কেড়ে ধেৎ ধেকেটে ধেটে

\+ o ১
তেটে তা তেটে তা তেটে তেটে তা তাগিনে তাগিনে

o ১
ধেৎ তা ঘেন্না কেটেতাগ্তা কৎ ধা কেটে তাগ ধা

১ +
কেটে তাগ তেবেকেটে তাগ্ ধা গদিঘেনে | ধা

আড়ি (আভোগ)

\+ o ১
কৎ তেটে তেটে কত্রেকেটে ধেকেটে ক্রেদেৎ

o ১ ১
ধেকেটে নেগ্ নেরান ত্রেঘে গদিঘেনে দেগে

\+
ঘেতানে | ধা

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

ভাটিয়ালী—কাহারবা

আমার দিন যদি গো যায়
আমায় কেন কাঁদাও তবে দুখের বরষায়।
যাবে যখন সবি তখন যাবে
নীল সায়রে সকলি মিলাবে
অস্তাচলের রবির মত মরণ দরিয়ায়॥

মিছে আমার স্বপন ঘোরে বেলা বয়ে যায়
এবার আমায় লওগো টেনে তোমার রাঙ্গা পায়।
সকল হারা বিপদের সনে
তোমায় শুধু পড়ে গো মনে
যা' গেছে তার ব্যথায় মিছে কাঁদি হতাশায়।

কথা—শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত

\+ ২
II সা -রা -জ্ঞরা সা ¦ ণ্ -ধ্ ধ্ -ণ্ I সা -া -া -া | -া -া সা সা I
দি ০ ০ন্ য ¦ দি ০ গো ০ যা ০ ০ ০ | ০ য়্ আ মার্

-া সরা -জ্ঞরা সা ¦ ণ্ -ধ্ ধ্ -ণ্ I সা -া -া -া | -া -া -া -া I
০ দি০ ০ন্ য ¦ দি ০ গো ০ যা ০ ০ ০ | ০ য় ০ ০

সা -রা রা -মা | মা -পা পা -া I পা -ধা ধা -র্সা ¦ র্সা -া র্সা -া I
আ ০ মা য়্ | কে ০ ন ০ কাঁ ০ দা ও ¦ ত ০ বে ০

র্সর্রা -র্সা ণা -া | ধা -া পা -া I গা -মা -গা -মা | -রা -জ্ঞা -রা -সা I
দু০ ০ খে র্ | ব ০ র ০ ষা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ য়্

\+ ২

II সা -রা রা -মা | মা -পা পা -া I পা -ধা ধা -র্সা | র্সা র্রা র্রা র্জ্ঞা I
যা ০ বে ০ | য ০ খ ন্‌ স ০ বি ০ | ত ০ খ ন্‌

র্জ্ঞর্রা -া র্সা -া | -া -া -া -া I র্সা -র্রা -র্সা র্সা | ণা -া ণধা -পা I
যা ০ বে ০ | ০ ০ ০ ০ নী ০ ল্‌ সা | য় ০ রে০ ০

পা ধা পা -া | মা -া মা -া I গা -মা -গা -মা | -রা -জ্ঞা -রা -সা I
স ক লি ০ | মি ০ লা ০ বে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

-রা রা -া সা | সা -া ণ্‌া -ধ্‌া I ধ্‌া -ণ্‌া ণ্‌া -সা | সা -া সা -া I
০ অ ম্‌ তা | চ ০ লে র্‌ র ০ বি র্‌ | ম ০ ত ০

সা -রা রা মা | মা -া জ্ঞা -া I রা -জ্ঞা -রা -া | -া সা সা সা II
ম ০ র ণ | দ ০ রি ০ য়া ০ ০ ০ | ০ য়্‌ আ মার

\+ ২

II সা -রা রা -মা | মা -জ্ঞা জ্ঞা -া I রা -া জ্ঞা -া | রা -া সা -া I
মি ০ ছে ০ | আ ০ মা র্‌ স্ব ০ প ন্‌ | ঘো ০ রে ০

সা -রা রা -মা | মা -া পা -া I মা -া -া -া | পা -া -া -া I
বে ০ লা ০ | ব ০ য়ে ০ যা ০ ০ ০ | য়্‌ ০ ০ ০

ধা -া ধা -া | ধা -ণা ধা -া I পা ধা পা -া | মা -পা মগা -রসা I
এ ০ বা র্‌ | আ ০ মা য়্‌ না ও গো ০ | টা ০ নি০ ০০

সা -া রা -া | সা -া গা -া I রা -া -া -া | -া -া পা -া I
তো ০ মা র্‌ | রা ঙ্‌ গা ০ পা ০ ০ ০ | ০ য় আ মার্‌

ম়া -া পা -া | মা -মজ্ঞা মা -া I পা -া না -া | না -া র্সা -া I
স ০ ক ল্ | হা ০ রা ০ বি ০ প ০ | দে র্ স ০

র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I র্সা -া জ্ঞ´া -া | র্রা -া র্সা -া I
নে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ তো ০ মা য়্ | শু ০ ধু ০

র্সা -র্রা র্সা -া | ণা -া ধণা -ধা I পা -া -া -া | -া -া -া -া I
প ০ ড়ে ০ | গো ০ ম০ ০ নে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

পণ্া -া -সা -া | মজ্ঞা -া মা -া I পা -ণা পা র্সা | র্সা -া র্সা -া I
যা ০ গে ০ | ছে ০ তা র্ ব্য ০ থা ই | মি ০ ছে ০

না -র্সা না -া | ধা -া পা -া I মপা -ধপা -মপা -মা | -া -জ্ঞা রা সা II II
কাঁ ০ দি ০ | হ্ ০ তা ০ শা০ ০০ ০০ ০ | ০ য়্ "আমার্"

গান

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

মা বিনে কে আর মুছাবে আঁখিজল
মায়ের মত এ জগতে
আপনার কে আছে বল ?

ঘুচাইতে মনের ব্যথা
জাগে মায়ের আকুলতা
(তাই) সকল দুঃখ ভুলে গিয়ে
পূজি' মায়ের পদতল।

মৃদঙ্গ বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

ঝাঁপতাল

এইটী পাঁচ মাত্রার তাল। চারিটী পূর্ণমাত্রা ও দুইটী অর্দ্ধমাত্রা। দুইটী অর্দ্ধমাত্রাকে প্রথম ও দ্বিতীয় তালের তুল্যরূপে ধরা যাইতে পারে।

সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রে ঝম্প অর্থাৎ ঝাঁপতালের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার সহিত ব্যবহারগত ঝপতালের কিছু-মাত্র সাদৃশ্য নাই। কারণ সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তাগণ উহাকে দুই মাত্রা ব্যবহার করিতেন। শাস্ত্রানুসারে ঝম্প তালের লক্ষণ, যথা—নির্ব্বিরাম দ্রুতদ্বন্দ্বাল্লঘুনা ঝম্পকো মত। ইতি সঙ্গীত সার।

নিম্নে অর্দ্ধমাত্রা যোগে কয়েকটী বোল লিখিত হইল।

ঠেকা, যথা—

+ ১ ৺ ০ ২ ৺ +
৩৪২। ধাগ্‌ ধাগে নে তেটে ধাগেনে ধা

+ ১ ৺ ০ ২
৩৪৩। ধাতেটে দেন্তা কতা ঘেনে তাতেটে দেন্তা
৺ +
কতা ঘেনে ধা

+ ১ ৺ ০
৩৪৪। ধাগেতেটে গদিঘেনে নাগ কত্রেকেটে তাগ
২ ৺ +
ত্রেকেটে কড়ান্ কড়ান ধা

+ ১ ৺ ০
৩৪৫। ধাগেতেটে কতা ঘেনে নাগ কত্রেকেটে তাগ
২ ৺ +
ত্রেকেটে দেৎ দেৎ ধা

+ ১ ৺ ০
৩৪৬। ধাগেতেটে কতাঘেনে নাগ তাগ তেটে
১ ৺ +
কৎ ত্রেকেটে তাগ কড়ান ধা

+ ১ ০
৩৪৭। ধাত্রেকেটে তাগ ঘেনে ঘেনে ধাগে নাধা
২ + ১
কেটেতাগ তেটে কতা কতা কতেটে
৺ ০ ২
তাগেনে ঘেন ত্রেকেটে তাগ দিগ দাগ
৺ +
তেটে ধা

+ ১ ৺
ধা ত্রেকেটে তাগ ক্রান্ ধেৎ ক্রান
০ ২ ৺
কত্রেকেটে তাগ তেগে তাগে তেটে
+ ১ ৺ ০
ধাত্রেকেটে ধাগেনে ধাগে থুন্ ঘেঘে তেটে
২ ৺ +
ত্রেকেটে তাগ তেরেকেটে তাগ ধা

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

ভূপালী—একতালা (মধ্যগতি)

ঝরা বকুলের গন্ধে,
সাঁঝের মলয় নাচিয়া নাচিয়া
ফিরিছে কত আনন্দে।

গগনের ওই নীল অঞ্চলে
শত দীপশিখা খনে খনে দোলে,
তারি পানে চেয়ে দুলিছে বনানী
তালে তালে নব ছন্দে।

দূরাগত এক রাখালের বেণু
ধীরে মিশে যায় অসীমে,
কেঁদে ওঠে মোর হৃদয়-দেবতা
শৃঙ্খলগত সসীমে।

সন্ধ্যার ছায়ে কে তুমি দাঁড়ায়ে?
এস এস দেবী, দু'হাত বাড়ায়ে,
তুলে লও মোরে আপন করিয়া
অসীমের সেতু-বন্ধে।

সুর—শ্রীপ্রসাদ বসু — স্বরলিপি—কুমারী গৌরী সেনগুপ্তা

০			১			+			৩		॥	
গা	পপা	গা	রা	সা	-ধ্া	সরা	-গপা	গা	-া	-া	-া	I
ঝ	রা০	ব	কু	লে	র্	গ০	০ন্	ধে	০	০	০	
গপা	গপা	পা	গা	রা	-া	গা	-পা	-ধা	র্সর্সা	ধা	পা	I
সাঁ০	ঝে০	র	ম	ল	য়	না	চি	য়া	না০	চি	য়া	
র্সধা	র্রা	র্সা	ধা	পা	গা	রগা	-পধা	র্সধা	-পগা	-পগা	-রসা	II
ফি০	রি	ছে	ক	ত	আ	ন০	০ন্	দে০	০০	০০	০০	

০ | ১ | + | ৩

II {গা পপা গা | -রগা সরা -সরা | গপা গা পা | -ধধা পা পা I
গ গ০ নে | র্০ ও০ ০ই | নী০ ল অ | ন্০ চ লে

ধা পা র্সর্সা | ধা পগা পা | গা পা গা | রগা সরা গা } I
শ ত দী০ | প শি০ খা | খ নে খ | নে০ দো০ লে

পা ধা র্সধা | র্সা র্সা র্সা | র্রর্সা র্গর্গা র্রা | র্সা ধপা গা I
তা রি পা০ | নে চে য়ে | দু০ লি০ ছে | ব না০ নী

পধা পর্সা ধপা | ধপা গা রা | সরা -গপা ধর্সা | -ধপা -গরা -সরা II
তা০ লে০ তা০ | লে০ ন ব | ছ০ ০ন্ দে০ | ০০ ০০ ০০

০ | ১ | + | ৩

II {সা -ধ্া সরা | রগা গা -া | গপা গা রগা | সরগা গা গা I
দূ রা গ০ | ত০ এ ক্ | রা০ খা লে০ | র০০ বে ণু

গপা গা ধধা | পা গা -রা | সরা গপা ধা | -া -া -া I
নী রে মি০ | শে যা য় | অ০ সী০ মে | ০ ০ ০

ধর্সা র্সর্রা র্রা | র্সা র্সধা -পা | ধর্সা ধা পধা | গপধা ধা ধা I
কেঁ০ দে০ ও | ঠে মো র্ | হৃ০ দ য়০ | দে০০ ব তা

গা -রা সা | ধ্া সা রা | গপা গা রসা | -া -া -া -া} I
শূ ঙ্ খ | ল গ ত | স০ সী মে০ | ০ ০ ০ ০

{রা -গা পা	গা রগা রা	সরা গপা ধস´ধা	সা´ সা´ সা´	I
স ন্ ধ্যা	র ছা০ য়ে	কে০ তু ০ মি০ ০	দাঁ ড়া য়ে	
র্রা -র্সা গ´গা´	রা´ স´ধা -র্সা	ধা সা´ ধা	পধা পা গা}	I
এ স এ ০	স দে ০ বী	দু হা ত	বা০ ড়া য়ে	
গ´গা´ র্গা রা´	সা´ ধা পা	গপা ধসা´ ধা	পধা পগা রা	I
তু০ লে ল	ও মো রে	আ০ প ০ ন	ক০ রি ০ য়া	
সরা গপা ধসা´	-র´গা´ র´সা´ ধপা	গপা -ধর্সা ধপা	-গরা -সধ্া -সরা	II II
অ০ সী০ মে০	র্০ সে০ তু০	ব ০ ০ন্ ধে০	০০ ০০ ০০	

কীর্ত্তন ও ঢপের পার্থক্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতি-ভারতী

এই ঢপের সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—উহা আসল কীর্ত্তনের অনেক পর উদ্ভাবিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাও যে, কোন্ সময় কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তাহার প্রমাণ নাই। এই পর্য্যন্ত জানা যায়—পূর্ব্বে রূপদাস নামক এক ব্যক্তির নামই খুব প্রখ্যাত ছিল। তৎপর অঘোর দাস, দ্বারিক দাস, শ্যাম বাউল খুব লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। বহুকাল পরে চক্রদহের পূর্ব্বে বনগ্রামের অন্তর্গত গোপালনগর নিবাসী মোহন দাস বৈরাগী ঢপের নূতন পদ্ধতি সৃষ্টি করেন। পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের তুক্কো ছাড়া ছুট্ নামে এক রকম গানের ছড়া দ্বারা রাধাকৃষ্ণ ও সহচরীদিগের ভাবপ্রকাশের নূতন প্রবর্ত্তন করেন। এই ছুটের মধ্যে বৈষ্ণবদের কবিত্ব, শব্দানুপ্রাস, রাগ ও সুর প্রকাশের বিলক্ষণ যত্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। অনুপ্রাসযুক্ত ছুট মোহন দাসের তুল্য মধুসূদন কান্ নামে আর একজন ছিলেন। বর্ত্তমানে, ঢপ গায়ক-গায়িকাগণ ছুট গান করিয়া থাকেন। ছুটের শেষে "সূদন" নামে ভনিতা আছে। তাঁহার রচনায় কবিত্ব বিশেষ নাই, অনুপ্রাসের অনুরোধে অশুদ্ধ শব্দবিন্যাসও যথেষ্ট আছে, তাহাতে পদের দ্বিরুক্তি ও ব্যর্থ প্রয়োগ দোষ দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে ঢপে[৭] গায়ক অপেক্ষা গায়িকার সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। অনূন সত্তর বৎসর পূর্ব্বে সহচরী নামে এক বৈষ্ণবী আসল কীর্ত্তনে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। কোকিলদাস[৮] নামে এক ব্যক্তি তাহার দোহার ছিলেন। এই দোহারের কণ্ঠস্বর এত সুমধুর ছিল যে, তাহা শ্রবণে মানুষ মাত্রেই মুগ্ধ হইত। ইহার অনেকদিন পর জগন্মোহিনী নামে কান্ জাতীয় আর একজন খুব অসাধারণ প্রতিভাযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার বাক্য ও স্বর সঙ্কারই অসামান্য প্রতিভা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। সে মোহনদাস বা মধুকানের ন্যায় লম্বা ছুট না গাহিয়া প্রাচীন কীর্ত্তনীয়াদের অনুকরণে ছোট্ তুক্কো গাহিত। তাহার সংস্কৃত জ্ঞানও যথেষ্ট ছিল। পঞ্চানন নামক তাহার দোহারটীও খুব খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। তাহার পর বামা, শ্যামা, রমা, গুরুদাসী, ঠাকুরদাসী প্রভৃতি বহু মহিলাই কীর্ত্তন গাহিয়া ভগবদ্‌ভাবের উৎকর্ষ বিধান করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ঢপেরও বিকৃতি করিয়া বিকৃত কীর্ত্তনের সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত ঢপ্ কীর্ত্তন হইয়া থাকে। বিকৃতি কীর্ত্তন সহ বিকৃত ঢপের মিশ্রণে অদ্ভুত কীর্ত্তনও হইতেছে। কোনটারই মৌলিকতা নাই। রীতিমত সারেগামা'র জ্ঞানলাভ করিয়া নিয়মিতভাবে গুরুর নিকট রাগের শিক্ষালাভ করিয়া, রস, ভাব, শাস্ত্রের মোটামুটি জ্ঞানলাভ করিয়া, বৈষ্ণব কবিদিগের জীবনী সংক্ষেপে জ্ঞাত হইয়া কীর্ত্তনে বাহির হইলে পূর্ব্বশ্রী ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইবে।

বর্ত্তমানে অধিকাংশ ব্যবসায়ী ঢপ ও কীর্ত্তনীয়াদিগের মধ্যে অর্থাগমের অবান্তর উপায় হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদিগের সঙ্গীত-শক্তি, স্বরসঙ্কার প্রভৃতি উপযোগীরূপে আদৌ নাই। বাল্যকালে বৈরাগীর দুই-একটী পালা অভ্যাস করিয়া একটী দল খুলিয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা কীর্ত্তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এইসব কারণে বর্ত্তমান বাঙ্গালায় কীর্ত্তনের ঘোর অবনতি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। অন্যান্য সঙ্গীতের উৎকর্ষের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা আছে, কিন্তু ইহার জন্য কিছুই নাই।

উপসংহারে[৯] বক্তব্য এই ঢপ কীর্ত্তনে গান অল্প, বৃত্তান্ত বক্তৃতায় প্রকাশ পায়। বক্তৃতার শেষে তালমান স্বর সংযোগে একটী তুক গান করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার হইয়া থাকে।

---

(৭) ঢপে রূপ কীর্ত্তনে স্বরূপ। রামায়ণে রাম ও চণ্ডীতে হাম॥

প্রবাদ আছে, জগন্নাথ স্বর্ণকারের পূর্ব্বে চণ্ডীর পালাগায়ক বাঞ্ছারাম মালাকার অহঙ্কার করিয়া ঐ কথা বলিয়াছিল। তৎকালীন কীর্ত্তনে স্বরূপ দাস, ঢপে রূপদাস, রামায়ণে রামচন্দ্র হাজরা এবং চণ্ডীগানে বাঞ্ছারামের তুল্য কেহ আর ছিল না।

(৮) কোকিল দাসের প্রকৃত নাম হরিদাস। বিখ্যাত গায়ক মিঞা হস্সু খাঁ হরিদাসের কণ্ঠসঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া কোকিলদাস নাম প্রদান করেন।

কানজাতীয়গণ কিন্নর বংশ বলিয়া পরিচয় দেয়।

(৯) ঢপে, প্রস্তাবটী বক্তৃতায় প্রকাশ করে, বক্তৃতার শেষভাগে একটী ক্ষুদ্র পদ্য, তান, লয়, সুর সংযোগে গাহিয়া উপসংহার করাই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। যথা—মাথুর পালায় শ্রীমতির উক্তি। কৈ সখি কৃষ্ণ তো এতদিনেও আর প্রত্যাগমন করলেন না। আর কি আশায় জীবন ধারণ করি ইত্যাদি। উপসংহারে—"ও সেই আসি বলে মাধব গেছে, ও তার আসার আশা বল কৈ আর আছে। এই শেষ গণ্ডটুকুর নাম তুক্কো। এই সময় খোলীরা বিশেষরূপে মাতিয়া তুকের সঙ্গে বাজাইয়া থাকেন। খোলীরা ইহাকে "মান" বলে। কিন্তু শুনা যায়, অনেকস্থলে এরূপ মান দেওয়ায় দলপতির মান থাকা কঠিন।

নগর কীর্ত্তন ও সংকীর্ত্তন একই প্রকার। উচ্চৈঃস্বরে হরিগুণ বা নাম নগরে ভ্রমণ করিয়া গাওয়াকেই নগর-কীর্ত্তন বলে। আর একস্থানে একত্র হইয়া গাওয়াকে সংকীর্ত্তন বলে। নগর-কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্যদেব। সংকীর্ত্তনের প্রথা পূর্ব্বে নির্জীব ও অসম্পূর্ণ ছিল, তাহার সময়েই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। অন্যান্য কীর্ত্তনেও প্রাণসঞ্চার তিনিই করিয়াছিলেন।

রাত্রির শেষক্ষণে উক্ত নগর-কীর্ত্তনকেই—"টহল" কীর্ত্তন বলে।

শাস্ত্রে কীর্ত্তনের যথেষ্ট মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাহার সারমর্ম মহাপ্রভুর স্বরচিত একটী পদে বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি সন্তর্পণং।
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতা স্বাদনং।
সর্ব্বাত্মস্নপণং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনং॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনের জয়। এই সঙ্কীর্ত্তনই চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জন, ভবমহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপক, মঙ্গলরূপ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবন, আনন্দাম্বুধির বর্দ্ধক, পূর্ণামৃতের আস্বাদন এবং সর্ব্বাত্মার স্নিগ্ধতাকারী।

সংকীর্ত্তন ও নগর-কীর্ত্তনের কথা—চৈতন্য-চরিতামৃতে একটী পয়ারে গাঁথা আছে, যথা—

সন্ধ্যা হইলে আপন দুয়ারে সবে মিলি।
কীর্ত্তন করেন সবে দিয়া হাততালি॥
এই মতে নগরে নগরে সঙ্কীর্ত্তন।
করাইতে লাগিল শ্রীশচীনন্দন॥

ভাগবতেও চৈতন্যদেব সম্বন্ধে আছে এবং সংকীর্ত্তন যজ্ঞের তুল্যতারূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তথাহি-কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তিহি সুমেধসঃ॥১১শ স্কন্ধ। ভাগবত॥

সংকীর্ত্তন বা নগর-কীর্ত্তনে অলৌকিক শক্তি কীর্ত্তন-কারীদের উপর সংক্রামিত হয়, যথা—

তথাহি চৈতন্য ভাগবতে—

কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বলে হরি হরি।
কেহ গড়াগড়ি যায় আপন পাসরি,
কেহ কেহ নানামত বাদ্য বাজায় মুখে,
কেহ কার কান্ধে উঠে পরমানন্দ সুখে॥
কেহ কার চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে
কেহ কার চরণে আপন কেশ বান্ধে॥
কেহ দণ্ডবৎ হয় কাহারও চরণে।
কেহ কোলাকুলি বা করায় কার সনে॥

কীর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী নিজ গ্রন্থে লিখিয়াছেন।

তথাহি ভক্তিং রসামৃত সিন্ধু।

নাম লীলা গুণাদীনামুচ্চৈর্ভাবাতু কীর্ত্তনং।
(২য় লহরী, পূর্ব্বভাগ)।

নামলীলা ও গুণাদির উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করাকে কীর্ত্তন বলে। এই লক্ষণ দ্বারা আসল কীর্ত্তন, ঢপ, সঙ্কীর্ত্তন, নগর-কীর্ত্তন সকলকেই বুঝায়।

খুব প্রাচীন বিষয় চিন্তা করিলে বুঝা যায়—উপাস্য দেবতার নাম গুণকীর্ত্তন প্রথা বৈদিককাল হইতে এদেশে প্রবর্ত্তিত। ঋষিগণ সমবেত হইয়া নানা ছন্দে বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করিতেন। অবশেষে এই প্রথার পুষ্টির জন্য গীতছন্দে মন্ত্র সমূহ রচিত হয়। পরবর্ত্তীকালে এই সকল কীর্ত্তনকারীদের ভাষা সামগানে পরিণত হয়। বৈদিক সংকীর্ত্তনের সাক্ষিরূপে সামবেদ-সংহিতা অদ্যাপি বর্ত্তমান। এই সংকীর্ত্তনে উপাসনা-প্রণালী বৈদিক যুগেও ছিল। সামমন্ত্র গানই তাহার প্রমাণ। পৌরাণিক সাহিত্যে ভগবানের নামগুণ লীলাদি কীর্ত্তনের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। আগামীবারে মহাজন পদকর্ত্তাগণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিয়া, পশ্চাৎ ধারাবাহিক "অথরাগ লক্ষণং" প্রকাশ করিব।

বিস্তরেনালং।

হাম্বীর

ইহা কল্যাণ-ঠাটের খাড়ব সম্পূর্ণ রাগ। আরোহীতে রেখাব বর্জ্জিত ও অবরোহীতে সম্পূর্ণ ও বক্র। ধৈবত বাদী হেতু উত্তর অঙ্গ প্রবল ও গান্ধার সম্বাদী। উভয় মধ্যম ব্যবহার। হ্ম মধ্যমের পর পঞ্চমে আরোহণ হইয়া গান্ধারে অবরোহণ করতঃ শুদ্ধ মধ্যমে আরোহণ বিধি। যথা:—পহ্মপ গমরসা। উত্থান সুর—সা গা পা ধা এবং মীড় র্সা না ধা, গা মা রা। মারু ও শঙ্করাভরণ মিশ্রণে উৎপন্ন। রাত্রি প্রথম প্রহরে গেয়।

আরোহী:—সা গা মা ধা পা না ধা না র্সা।

অবরোহী:—র্সা না ধা পা হ্মা পা গা মা, ধা পা গা মা রা সা।

আলাপ

সা -া, সা ন্‌া রা গা মা গা, পা, ধা -া, ধা পা গা মা ধা, ধা, পা, গা মা না ধা, ধা না ধা না ধা পা হ্মা পা গা মা ধা, পা, গা মা রা সা -া, ধা, পা ধা হ্মা পা না ধা হ্মা পা গা মা রা সা ন্‌া ধ্‌া ন্‌া ধ্‌া প্‌া সা -া, সা রা গা মা পা গা মা ধা পা হ্মা পা গা মা রা সা I

পা, পা ধা পা র্সা -া, র্সা না র্রা র্সা র্সা -া, র্সা না র্সা র্সা না র্রা র্গা র্মা র্রা র্সা ধা পা, পা হ্মা ধা পা গা গা হ্মা ধা পা ধা, হ্মা না ধা র্রা র্সা ধা -া, পা ধা, পা হ্মা না ধা পা হ্মা পা গা মা রা সা I

স্বরগ্রাম

০	১	+	৩
ধা না ধা -া	পা হ্মা গা মা	ধা -া ধা পা	হ্মা পা গা মা I
না ধা হ্মা পা	গা মা পা হ্মা	ধা না ধা পা	হ্মা পা গা মা I
না ধা না র্সা	র্রা র্সা না ধা	হ্মা পা ধা পা	ধা না ধা পা I
গা মা ধা পা	গা মা না ধা	না ধা ধা পা	গা মা রা সা II

০ ১ + ৩

পা না ধা -া | পা -া হ্মা পা | র্সা -া না র্সা | র্সা না র্সা -া I

র্রা র্সা না র্সা | না ধা হ্মা পা | গা মা না ধা | র্রা র্সা না ধা I

ধা পা হ্মা পা | হ্মা গা হ্মা পা | হ্মা পা গা মা | ধা পা ধা না I

র্সা র্রা র্সা না | ধা না ধা পা | গা মা ধা পা | গা মা রা সা II

স্বরলিপি

হাম্বীর—ত্রেতালা

পিয়া বিনে জিয়া নেহি মানত মোরি।
আজু শাওন ঘন গরজে চমকে,
রহি রহি উন বিনে বিজুরী।

রয়েনা আঁধেরি নিঝুম ঝুমত
বিরহা ঘন জিয়া মত্তারত;
রটত পাপিয়া পিউ পিউ পিয়া,
ক্যায়্সে রাখুঁ নয়েনন বারি॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীননীগোপাল দাস

০ ১ + ৩

II ধপা হ্মপা হ্মপা নধা | হ্মা পা গা মা | র্সা নধা ধা ধা | হ্মপা ধনর্সা র্রর্সনা ধপধা I

পি০ য়া০ ০০ বিনে | জি০ য়া নে হি | মা ০০ ন ত | মো০ ০০০ ০০০ ০রি০

০ ১ + ৩

র্সা না ধা পা | না ধা -া পপা | হ্মপা গা মপা ধা | গা -া গা মা I

আ ০ জু শা | ও ন ০ ঘন | ০০ গ র০ জে | চ ০ ম কে

০ ১ + ৩

ধপা গা গা মা | গা মা -া ররা | গা মা রা ন্‌া | রা সা ন্‌া সা II

রহি ০ র হি | উ ন ০ বিনে | বি ০ জু ০ | রী ০ স খি

০ | ১ | + | ৩
II -া পা নধা নধা | না ধা না ধা | র্সা -া র্সা নর্সা | ধা র্সা র্সা র্সা I
০ র যে০ না০ | আঁ ০ ধে রি | নি ০ ঝু ম০ | ঝু ০ ম ত

০ | ১ | + | ৩
র্সা ধা না র্সা | র্সা না র্সা না | ধা র্সা -া র্সা | না ধা পজ্ঞা পা I
বি ০ র হ | ঘ ০ ন ০ | জি য়া ০ ম | ভা ০ র০ ত

০ | ১ | + | ৩
পা জ্ঞা ধা পা | গা মগা -া ধপা | র্সর্সা -া ধা পা | গা মা রা ন্া I
র ০ ট ত | পা ০০ ০ পিয়া | পিউ ০ পি উ | পি ০ য়া ০

০ | ১ | + | ৩
সা গা মা ধা | পা না ধা না | র্সা না ধা পা | জ্ঞপা ধনর্সা র্রর্সনা ধপধা II
কা ০ য় সে | রা ০ খুঁ ন | ঘে ন ০ ন | বা০ ০০০ ০০০ রি০০

বাঁট ঃ—

১ | + | ৩ | ০
II পা মা গা মা | পা না ধা না | ধা না র্সা র্রা | র্সা না ধা পা I
পি য়া বি নে | জি য়া নে হি | মা ০ ন ত | স খি রি আ

১ | + | ৩ | ০
জ্ঞা পা ধা পা | গা মা ধা পা | ধা পা গা মা | জ্ঞা পা ধা পা I
জু শা ও ন | ঘ ন গ র | জে চ ম কে | র হি র হি

১ | + | ৩ | ০
গা মা রা সা | র্সা ধা না র্সা | ধা না র্সা র্রা | র্সা না ধা পা I
উ ন বি নে | বি ০ জু রী | পি য়া বি নে | জি য়া নে হি

১ | +
জ্ঞা পা গা মা | র্সা নধা ধা ধা II
মা ০ ন ত | মা ০০ ন ত

তান :—

১। + স´না ধর্সা ধনা পপা | ৩ স´ধা নপা ধপা হ্মপা | ০ গমা ধপা গমা রসা |

১ পহ্মা পা গা মা I + র্সা
জি ০ য়া নে হি মা

২। ০ পা হ্মপা ধপা হ্মপা | ১ গমা ধপা হ্মপা গমা | + হ্মপা ধনা স´র্রা স´না |

৩ স´ধা নপা হ্মপা ধপা I ০ ধপা হ্মপা হ্মপা ধপা | ১ গমা ধপা গমা রসা | + র্সা
মা

৩। ০ স´না ধর্সা নধা হ্মপা I ১ হ্মপা ধনা স´র্রা সনা | + ধপা হ্মপা গমা ধপা |

৩ গমা নধা হ্মপা গমা I ০ গমা ধপা গমা রসা | ১ পহ্মা পা গা মা | + র্সা
জি য়া নে হি মা

দণ্ড-মাত্রিক ও আকার-মাত্রিক স্বরলিপি

সঙ্গীত-শিক্ষক শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

এই প্রবন্ধে আমি দাঁড়ি-মাত্রিক ও আকার-মাত্রিক স্বরলিপির প্রভেদ দেখাইব এবং আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগের প্রকৃত অর্থ জ্ঞাপন করিয়া ইহাদের সহিত আকার-মাত্রিক ও দাঁড়ি-মাত্রিক স্বরলিপির কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

আকার-মাত্রিক স্বর যথা:—সা রা গা মা পা ধা না, বা অনেকে—সা রে গা মা পা ধা নিও লিখিয়া থাকেন।

দাঁড়ি-মাত্রিক স্বর, যথা:—

```
|  |  |  |  |  |  |
স  র  গ  ম  প  ধ  ন।
```

দাঁড়ি-মাত্রিক স্বরলিপিতে মাত্রার চিহ্ন সর্ব্বদাই স্বরের মস্তকে একটি করিয়া দাঁড়ি (।) ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং আকার-মাত্রিকে স্বরের পার্শ্বে একটি করিয়া আকার (।) সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়।

দাঁড়ি-মাত্রিক স্বরলিপিতে প্রত্যেক অক্ষরের গাত্রে আকার চিহ্ন দেওয়া হয় এবং মাত্রার চিহ্নগুলি মস্তকে দেওয়া হয়, যথা:—

```
|   |   |   |   |   |   |
সা  রা  গা  মা  পা  ধা  না—এক মাত্রা।

||  ||  ||  ||  ||  ||  ||
সা  রা  গা  মা  পা  ধা  না—দুই মাত্রা ইত্যাদি।
```

আকার-মাত্রিক স্বরলিপিতে অক্ষরের গাত্রে যে আকার দেওয়া হয়, তাহা মাত্রা বলিয়া ধরা হয়।

সা রা গা মা পা ধা না—এক মাত্রা।

সা -া রা -া গা -া মা -া পা -া ধা -া না -া—
দুই মাত্রা ইত্যাদি।

আকার-মাত্রিক ও দণ্ডমাত্রি স্বরলিপিতে কোমল ও কড়ি চিহ্ন:—সাতটী স্বরের মধ্যে পাঁচটী স্বর বিকৃত হইয়া থাকে। ষড়জ ও পঞ্চম (সা ও পা) অচল ভাবে থাকে, বিকৃত হয় না। যথা:—র গ ধ ন ইহারা তীব্র, ইহাদের কোমল করিতে হইলে দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপিতে ইহাদের প্রত্যেকের মাথায় "ব" চিহ্ন দিতে হইবে। মধ্যম স্বাভাবিক কোমল থাকায় ইহাকে তীব্র করিতে হইলে মধ্যমের মস্তকে একটী পতাকার চিহ্ন "।´" এইরূপে দিতে হইবে এবং আকার-মাত্রিকে র গ ধ ন ও মা'র কোমল ও কড়ি যথাক্রমে—ঋ জ্ঞ দ ণ ও হ্ম হইবে।

আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ:—গীত বা গৎ দুই বা চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। প্রথম ভাগটীর নাম "**আস্থায়ী**" অর্থাৎ ইহাতে উদারা ও মুদারার স্বর সমূহ প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় ভাগটী ইহা হইতে উচ্চ, অতএব "**অন্তরা**" বলা হয়। মুদারা ও তারা লইয়া এই ভাগটী প্রকাশ পায়। আস্থায়ীর অনুরূপ ভাগটীকে "**সঞ্চারী**" এবং **অন্তরার** অনুরূপ ভাগটীকে "**আভোগ**" বলে অর্থাৎ দ্বিতীয় আস্থায়ী ও দ্বিতীয় অন্তরা না বলিয়া "সঞ্চারী" ও "আভোগ" শব্দ ব্যবহৃত হয়।

ধ্রুপদের মধ্যে সাধারণতঃ আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ ব্যবহৃত হয়। খ্যাল বা টপ্পায় সাধারণতঃ আস্থায়ী ও অন্তরা ব্যবহৃত হয়। যে খ্যালে চারিটী ভাগই দৃষ্ট হয় তাহাকে "ওস্তার" কহে।

যেখানে চারিটী ভাগই অর্থাৎ আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ থাকে সেখানে প্রথমে আস্থায়ী গাহিয়া তৎপর অন্তরা গাহিতে হয় এবং অন্তরা শেষ করিয়া পুনরায় আস্থায়ী ধরিতে হয়, তৎপরে সঞ্চারী ও আভোগ এক সঙ্গে শেষ করিয়া আস্থায়ীতে গান সমাপ্ত করিতে হয়। কিন্তু যদি কেবল আস্থায়ী ও অন্তরা থাকে সর্ব্বপ্রথম আস্থায়ী গাহিয়া তৎপর অন্তরা গাহিতে হয় এবং অন্তরা শেষ করিয়া আস্থায়ীতে গান সমাপ্ত করিতে হয়।

সাধারণের সুবিধার জন্য নিম্নে দৃষ্টান্ত সহ দেখান যাইতেছে :—

॥ পা মা গা রে সা ন্া সা রা ইত্যাদি ॥ আস্থায়ী

॥ গা পা মা ধা র্সা সা র্সা সা । ,, ॥ অন্তরা

॥ সা ন্া রা সা পা মা গা রা ,, । সঞ্চারী

। পা ধা পা সা র্সা সা র্সা সা ,, ॥॥ আভোগ

দাঁড়ি-মাত্রিক স্বরলিপির প্রতি ভাগের প্রথমে এইরূপ যুগল দাঁড়ি "॥" ব্যবহৃত হয়, কিন্তু আকার-মাত্রিক স্বরলিপিতে "II" এইরূপ যুগল স্তম্ভ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দাঁড়ি-মাত্রিকের প্রত্যেক ভাগের প্রথমে ও শেষে "॥" এইরূপ যুগল দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়, কিন্তু গীত বা গৎ সম্পূর্ণ হইয়া গেলে "॥ ॥" এইরূপ যোড়া যুগল দাঁড়ির ব্যবহার হইয়া থাকে। আকার-মাত্রিক স্বরলিপিতে উক্ত দাঁড়ির পরিবর্ত্তে "II" এইরূপ যুগল স্তম্ভ ব্যবহার হয় এবং গীত বা গৎ সম্পূর্ণ হইয়া গেলে "II II" এইরূপ যুগ্ম যুগল স্তম্ভ ব্যবহার হইবে।

সঞ্চারী ও আভোগ এক সঙ্গে থাকার জন্য দাঁড়ি-মাত্রিকে সঞ্চারী ভাগের প্রথমে "॥" এইরূপ যুগল দাঁড়ি ও শেষে "।" এইরূপ একটী দাঁড়ি এবং আভোগের প্রথমে "।" এইরূপ একটী দাঁড়ি ও আভোগের শেষে "॥ ॥" এইরূপ যুগ্ম যুগল দাঁড়ি সহ গীত বা গৎ শেষে হইবে। আকার-মাত্রিকে যুগল দাঁড়ির স্থানে যুগল স্তম্ভ ও একটী দাঁড়ির স্থানে একটী স্তম্ভ হইবে অর্থাৎ দণ্ড-মাত্রিক ও আকার মাত্রিকে কেবল "দাঁড়ি ও স্তম্ভ" এই যা প্রভেদ।

গান

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত, এম্-এ, বি-এল্

চাঁদিনী রাতে আলোক ধারায়
ভুবন ভরিয়া যায়,
এমন খনে দেবতা আমার
রহিবে কি দূরে হায়!

অতল কাজল দীঘির জলে
সোনার চাঁদের মাণিক ঝলে,
গভীর গহন গগন তলে
রূপালী জ্যোছনা ছায়।

আজিকে জীবনে একটী দিনে
ভরিয়া দাও হে আলো,
রেখোনা তাহাতে বিরহ বেদনা
নিরাশার ঘন কালো।

সারাটী নিশি নিখিল প্রাণে,
মাতায় মধুর মোহন তানে,
নীলিমা নীরব নিবিড় ধ্যানে
পুলক আবেশ পায়।

স্বরলিপি

গৌড়সারঙ্গ—দাদ্‌রা

গেলো ওসে কোন ভিন্ দেশে।
রবির আলো মলিন হলো, ফির্‌লোনা তো দিন শেষে॥

আসি বলে নয়ন জলে ছাড়্‌লো যবে ঘর,
কান্না আমার বন্যা হ'য়ে ছাপালো অন্তর;
(তার) টল্‌লো চরণ গল্‌ল যে মন;
(তবু) চল্‌লো সে অচিন দেশে,
ফির্‌লোনা তো দিন শেষে॥

(তার) কাজল বরণ সজল নয়ন, মুছ্‌লে যখন ক্ষীণ হেসে,
অশ্রুরাশি উঠ্‌লো ভাসি, মলিন হাসির দীন বেশে;
ফির্‌লোনা তো দিন শেষে॥

(তার) গোপন ব্যথা কোন্‌খানে, সে কথা আর কে জানে,
(তার) সন্ধানে মন বৃন্দাবনেই, ঢুঁড়্‌ব মলিন হীন বেশে,
তখন আমায় চিন্‌বে সে।

(তার) দেখা পাব কাছে যাব, শেষ দিনের সেই দিন শেষে,
জনম মরণ থাম্‌বে তখন কর্ম্মফলের ঋণ শেষে
শেষ দিনের সেই দিন শেষে॥

কথা—শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল
সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীঅমরনাথ ভট্টাচার্য্য, সঙ্গীতরত্ন

	+				o				+				o			
II	র্সা	পা	ধপা	|	মগা	-মা	-মরা	I	রগা	-রগা	-গপা	|	মা	গা	-গা	I
	গে	লো	ওসে	|	কো০	০	০ন্		ভি০	০ ০	০ন্	|	দে	শে	০	
	+				o				+				o			
	ন্া	ন্া	-ন্া	|	ন্া	ন্া	-ন্া	I	সা	সা	-সা	|	ন্া	ধা	-সা	I
	র	বি	র্	|	আ	লো	০		ম	লি	ন্	|	হ	লো	০	
	+				o				+				o			
	গা	-গা	গা	|	গা	-মা	রা	I	গা	-গর্সা	র্সা	|	পা	-পা	-পা	II
	ফি	র্	লো	|	না	০	তো		দি	০ন	শে	|	ষে	০	০	

	+				o				+				o			
II	না	না	-না	|	না	না	-না	I	র্সা	র্সা	-র্সা	|	র্সা	র্সা	-র্সা	I
	আ	সি	০	|	ব	লে	০		ন	য়	ন্	|	জ	লে	০	
	+				o				+				o			
	না	-না	না	|	না	না	-ধা	I	র্সা	-র্সা	-র্সা	|	-র্সা	-র্সা	-র্সা	I
	ছা	ড়্	গো	|	য	বে	০		ঘ	০	০	|	০	০	র্	
	+				o				+				o			
	ধা	-ধা	ধা	|	পা	না	-না	I	হ্মা	-ধা	ধা	|	পহ্মা	ধপা	-মগা	I
	কা	ন্	না	|	আ	মা	র্		ব	ন্	ধ্যা	|	হ০	য়ে০	০০	
	+				o				+				o			
	গা	মা	রগা	|	-মপা	-ধনা	-না	I	ধা	পা	-পা	|	-পা	-পা	-পা	I
	ছা	পা	লো০	|	০০	০০	০		অন্	ত	র্	|	০	০	০	
	+				o				+				o			
পা	র্সা	-র্সা	র্সা	|	র্সা	র্সা	-র্সা	I	না	-না	না	|	ধা	ধা	-পা	I
(তার)	ট	ল্	ল	|	চ	র	ণ্		গ	ল্	ল	|	যে	ম	ন্	
	+				o				+				o			
পা	ধা	-ধা	ধা	|	পধনা	না	ধা	I	পমা	গা	-গা	|	-মা	-গা	-গা	I
(তবু)	চ	ল্	লো	|	সে০০	অ	চিন্		দে০	শে	০	|	০	০	০	
	+				o				+				o			
	গা	-গা	গা	|	গা	-মা	রা	I	গা	-গহ্মা	হ্মা	|	পা	-পা	-পা	II
	ফি	র্	লো	|	না	০	তো		দি	০ন	শে	|	ষে	০	০	

	+				0					+				0			
সা II	গা	গা	-গা	|	গা	গা	-গা	I		মা	মা	-মা	|	মা	মা	-মা	I
(তার)	কা	জ	ল্	|	ব	র	ণ্			স	জ	ল্	|	ন	য়	ন্	

	+				0				+				0			
	গা	-গা	গা	|	গা	রা	-রা	I	মা	মা	মা	|	গা	-গা	-গা	I
	মু	ছ্	লো	|	য	খ	ন্		ক্ষী	ণ	হে	|	সে	০	০	

	+				0				+				0			
	পা	-পা	পা	|	পা	পা	-পা	I	রা	-রা	-গমা	|	-মপা	মা	গা	I
	অ	০	শ্রু	|	রা	শি	০		উ	০	ঠ্লো	|	০০	ভা	সি	

	+				0				+				0			
	গা	র্সা	-র্সা	|	পা	পা	-পা	I	র্সা	-পা	ধা	|	পা	মা	-গা	I
	ম	লি	ন্	|	হা	সি	র্		দী	০	ন	|	বে	শে	০	

	+				0				+				0			
	গা	-গা	গা	|	গা	-মা	রা	I	গা	-গর্সা	র্সা	|	পা	-পা	-পা	II
	ফি	র্	লো	|	না	০	তো		দি	০ন	শে	|	ষে	০	০	

	+				0				+				0			
র্সা II	পা	পা	-পা	|	ধা	ধা	-ধা	I	না	-না	ধা	|	র্সা	-না	-না	I
(তার)	গো	প	ন্	|	ব্য	থা	০		কো	ন্	থা	|	নে	০	০	

	+				0				+				0			
	র্সা	পা	পা	|	ধা	-ধা	-ধা	I	র্সা	-পা	মা	|	গা	-গা	-গা	I
	সে	ক	থা	|	আ	০	র্		কে	০	জা	|	নে	০	০	

+ ০ + ০
সা গা গা গা | পা -পা -পা I নধা র্সা -র্সা | না ধা পা I
(তার) স ন্ধা নে | ম ০ ন্ বৃন্ দা ০ | ব নে ই

+ ০ + ০
ধা -ধা পা | মা গা -গা I রগা রমা গা | গা -গা -গা I
ঢুঁ ড়্ ব | ম লি ন্ হী০ ০ন বে | শে ০ ০

+ ০ + ০
পা পা -পা | পা পা -রা I গা -গা -গা | মপা -ধপা মগা II
ত খ ন্ | আ মা য়্ চি ০ ন্ | বে০ ০০ সে০

+ ০ + ০
পা II না না -না | না র্সা -র্সা I না না -ধা | র্সা না -না I
(তার) দে খা ০ | পা ব ০ কা ছে ০ | যা ব ০

+ ০ + ০
র্সা র্সা র্গা | র্গা -র্রা র্মা I র্গা র্গা র্রা | র্সা -র্সা -র্সা I
শে ষ দি | নে র্ সেই দি ন শে | যে ০ ০

+ ০ + ০
র্সা র্সা -র্রা | না না -না I ধা -পা পা | মা মা -গা I
জ ন ম্ | ম র ণ্ থা ম্ বে | ত খ ন্

+ ০ + ০
ধা -ধা পা | মা মা -গা I গা রা মা | গা -গা -গা I
ক র্ ম | ফ লে র্ ঋ ণ শে | ষে ০ ০

+ ০ + ০
গা -গা গা | গা -মা রা I গা গহ্মা হ্মা | পা -পা -পা II II
শে ষ্ দি | নে র্ সেই দি ০ন শে | যে ০ ০

স্বরলিপি

মিশ্রামল্লার—একতালা

কে ডাকে ঐ ইঙ্গিতে ;
সাঁঝের ছায়া ধূসর কায়া
বর্ষ শেষের সঙ্গীতে।

আকাশে তারায় তারায় কানাকানি,
নয়নের আড়াল থেকে হাতছানি,
রক্ত-কমল নৃত্য-চপল হৃদয়-বীণার তন্ত্রীতে
কাঁপন লাগে, আবেগ জাগে
ঝর্ণা নাচন ভঙ্গীতে।

কথা—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ঘোষ

সুর—শ্রীফণিভূষণ নিয়োগী

স্বরলিপি—কুমারী জ্যোতির্ম্ময়ী ঘোষ

আস্থায়ী

II	ন্‌সা	-রমা	রা	সা	ণ্‌া	-প্‌া	ন্‌া	সা	-ন্‌া	সা	-সা	-সা	I
	কে০	০০	ডা	কে	ঐ	০	ই	ঙ্গি	০	তে	০	০	
	ন্‌া	সা	-া	রা	রা	-রা	রা	পা	মপা	জ্ঞা	জ্ঞা	-মা	I
	সাঁ	ঝে	র্	ছা	য়া	০	ধূ	স	র০	কা	য়া	০	
	ণা	-ণা	ণা	-ণা	মা	পা	ন্‌া	সা	-ন্‌া	সা	-সা	-সা	II
	ব	র্	ষ	০	শে	ষের	স	ঙ্গী	০	তে	০	০	

অন্তরা

মা	ণা	ণা	না	না	র্সা	না	স´া	স´া	র´া	না	স´া	I
আ	কা	শে	০	তা	রায়	তা	রায়	কা	ঁ:না	কা	নি	
স´া	র´া	র´া	না	স´া	ণা	ণধা	না	স´া	না	স´া	স´া	I
ন	য়	নের্	আ	ড়াল	থে	কে০	হা	ত	ছা	নি	০	
মা	মা	রসা	ণধা	না	স´া	ণা	সা	রা	পা	মপমপা	জ্ঞা	I
র	ক্ত	কমল্	নৃত্য	চ	পল	হৃ	দয়	বী	ণার	তন্ত্রী০০	তে	
ণা	ণা	ণা	মা	পা	পা	না	স´া	স´া	র্না	স´া	র্সা	I
কাঁ	প	ন	লা	গে	এ	আ	বে	গ	জা	গে	০	
ন্া	সা	রা	পা	মপমপা	জ্ঞা	মা	রা	সা	ন্া	সা	ন্সা	II
ঝর্	ণা	না	চন্	ভঙ্গী০০	তে	কে	ডাকে	ঐ	ই	ঙ্গি	তে	

গান

সুরট মিশ্র—একতালা

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

নয়ন-পথে দাঁড়ালে কে এসে
মনোহর শ্যাম বেশে।

রূপের মাধুরী বিজলী হানে
স্বরগের সুধা মর্ত্ত্যে আনে
পিয়া সে সুধা আমারি প্রাণ
ভেসে যায় কোন্ দেশে॥

এলে যদি তুমি যেওনা যেওনা
মোর প্রাণে ব্যথা দিওনা দিওনা
বসন্ত বাতাসে সুনীল আকাশে
এস হে বেড়াই হেসে॥

চয়ন

রবীন্দ্রনাথের সুর

শ্রীমণিলাল সেনশর্ম্মা

কবিতায়, সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার নানাদিক থেকে আলোচনা অনেককাল থেকেই চলে আস্‌ছে কিন্তু সুর-রচনায় তাঁর প্রতিভা সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত সে-ভাবে বিশেষ কোন প্রকার আলোচনা হয়েছে বলে আমরা জানি না। সুর সৃষ্টিতে তিনি অনেক উচ্চে একটি আসন অধিকার ক'রে আছেন, অথচ দেশে তেমন সঙ্গীতজ্ঞের অভাব থাকাতে সুরের দিক থেকে তাঁর প্রতিভার বিচার আরম্ভ হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সুরে আমরা পাই ভারতীয় উচ্চ-সঙ্গীতের ধ্রুপদ এবং বাংলার নিজস্ব সম্পদ বাউলের প্রাধান্য। ভারতীয় সঙ্গীতের ঠুংরি এবং বাংলার কীর্ত্তন ও তাঁর সুরে অল্প বিস্তর স্থান অধিকার করেছে। বিষয়টি খুব তলিয়ে দেখতে গেলে এবং বুঝতে হ'লে আমাদের প্রথম জানা দরকার হবে ধ্রুপদে, বাউল ঠুংরি ও কীর্ত্তনের কি কি বিশেষত্ব এবং ঐ সবের কতটুকু কি ভাবে রবীন্দ্রনাথের গানে সুর-রচয়িতার অজ্ঞাতে নিজেদের প্রভাব করেছে। খেয়াল অথবা টপ্পার প্রভাব কবির সুরে কেনই বা নেই, তাদের বিশেষত্বটা কি এবং কবির সুরে এদের প্রভাব কেন অকল্যাণকর, এ সবও অবশ্য না দেখলে চলবে না। উচ্চ সঙ্গীতের প্রভাবে কবি প্রভাবান্বিত হয়েছেন তাঁর ছেলে-বেলা থেকেই। সে সময়ে বনেদী ঘরের প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই সঙ্গীত চর্চ্চা হ'ত। ওস্তাদগণ গাইতেন, বাজাতেন, শিক্ষাও দিতেন। সে-সব বাড়ীর প্রায় প্রত্যেককেই একটু আধটু সুরের কস্‌রৎ কর্‌তে হ'ত। একান্ত যদি কেউ না কর্‌তেন তাহ'লেও তাদের 'সম' কোথায় হবে, তেহাই কি বা কি কি রাগরাগিণী গাওয়া হ'ল এ সব জানা দরকার হ'ত। এই ছিল সে সময়কার রীতিনীতি। বাল্যকালে কবি ৺যদুভট্ট, ৺রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি সে সময়কার দেশবিখ্যাত ওস্তাদদের গান বাজনা শুনে ও অনুকরণ করে তার স্বাদ পুরাপুরি গ্রহণ করেছেন এবং আয়ত্তও করেছেন।

কবির প্রথম জীবনের রচিত উচ্চ সঙ্গীতের ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, শ্রেণীর গান যথেষ্ট আছে। প্রসিদ্ধ হিন্দী গানের সুর ও ছন্দের সাহায্য নিলেও তিনি ঐ সব গানের কথার ভাবের অনুকরণ করেন নি। ভাবের দিক থেকে দেখলে গানগুলির নিজস্ব সত্তা পুরাপুরিই রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গানের সুর নিয়ে আলোচনা করা এখানে সম্ভবপর নয় সমীচীনও নয়। উৎকৃষ্ট হিন্দী গানের সাঁচে ঢালাই করা গান তাঁর যথেষ্ট আছে। ঐ সব গানের কথার ভাবে, সুরের ভাবে ও ছন্দের ভাবে অপূর্ব্ব মিলন হওয়াতে এমন লাবণ্য ফুটে উঠেছে, যা তুলনায় অনেকাংশে হিন্দী গানকেও ছাড়িয়ে যায়। অধিকাংশ হিন্দী গানে কথার ভাব মোটেই নেই। ভারতের অন্যান্য দেশের গানে কথার ভাবটুকু মুখ্য ক'রে দেখা হয় না। সুর ও ছন্দের শব্দ-সংযোজন করেও সে অঙ্গে গান করা চলে। যেমন 'তিলানা' গান। তাতে অবোধ্য শব্দের সাহায্য নিয়ে সুরের ও ছন্দের ভাবের মিলনে রস সৃষ্টি করা হয়

মাত্র। কিন্তু বাঙালীর পক্ষে এটা রুচিকর হয় না। আমরা বাউল ও কীর্ত্তনের প্রভাবে কথার ভাবটুকুই প্রথম গ্রহণ করি। এ জন্য হিন্দী গান অনেকের ভাল লাগে না। যন্ত্রে যে কোন সুরই ভাল লাগে, কারণ কথার বালাই যন্ত্রে নেই। গানে যে সুর থাকে যন্ত্র দিয়েও সে-সুরই যদি বাজান হয় তবুও গানের কথার ভাব আমরা গ্রহণ করতে না পারায় আমাদের গান ভাল লাগে না। কিন্তু যন্ত্রে সে সুর শুনেই আমরা মুগ্ধ হয়ে পড়ি। বাঙালী স্বভাবতঃ ভাব-প্রবণ। আমরা কথার ভাবই প্রথম চাই, তারপর আসে সুরের ভাব ও তার পরে ছন্দের ভাব। সঙ্গীতের আসরেও বাঙালীর এ বৈশিষ্টটুকু বজায় আছে এবং তা কেবল আমাদের বাউল ও কীর্ত্তনের মহিমায়।

একটি খেয়াল তিলানা গান আছে নট-মল্লার রাগিণীর ও তেতালা ছন্দে গীত হয়। গানটির প্রথম কথা হ'ল "দারা দিম দারা দিম দারা দিম দারা"

সা	-া	সা	রা	সা	রা	রা	গা	রা	গা
দা	০	রা	দি	ম্	দা,	রা	দি	ম্	দা

মা	ধা	পা	পা	মা	গা	রা	সা
রা	দি	ম্	দা	রা	০	০	০

এ গানটির রচয়িতা অচপলের কবিত্ব শক্তি ছিল না, এজন্য উপরোক্ত সুরবিন্যাসটিকে প্রকাশ করতে এ সব অবোধ্য শব্দের সাহায্য নিয়েছিলেন এরূপ মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু অচপল একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি-গায়কই ছিলেন। তাঁর রচিত অনেক ভাল ভাল গান আছে। কিন্তু তবুও কেন তিনি এরূপ করেছিলেন ভাবতে গেলে এই মনে হয় যে, সুরের প্রাধান্য দিতে হ'লে এ ছাড়া সহজ উপায় নেই। যা-হোক এই প্রসিদ্ধ খেয়াল গানটিকে ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আমাদের মনোমত কথায় তার ভাব ফুটিয়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন 'কতদিন গতিহীন অতি দীন ভাবে"। নট-মল্লার তেতালায় হুবহু উপরোক্ত সুরে গীত হয়। এই "দারা দিম দারা দিম" আর "কতদিন গতিহীন" গান দুটি যদি একজন গায়ক একই আসরে পর পর গীত করেন তবে দুটি গান একই সুরের একই জিনিষ হলেও আমরা "কতদিন গতিহীন" গানটিকেই বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করব।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে উৎকৃষ্ট হিন্দী গানগুলির সুর ও ছন্দ বজায় রেখে যে সব গানের ভাব অনুযায়ী গান রচনা ক'রে সে সকল গানের রসবৃদ্ধি করেছেন এবং বাংলার সঙ্গীত-জগতকে সমৃদ্ধশালী করেছেন, সেজন্য তিনি সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেরই ভক্তিভাজন হয়েছেন সন্দেহ নেই। আজকাল যাঁরা গান গাইছেন, তাঁরা অনেকেই ঐ সব গানের রসের স্বাদ পেয়েছেন বলে মনে হয় না। সুগায়ক ওস্তাদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের ঐ সকল গান শুনলে পরে যাঁরা ধ্রুপদ খেয়ালের প্রতি অরুচিসম্পন্ন তাঁদের সে ভয় ভেঙ্গে যাবে তা জোর করে বলা চলে। ৺রাধিকা গোস্বামী অনেকের ঐরূপ ভুল ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এ সব গান না শিখে কেবল তাঁর আধুনিক গান শিখলে আধুনিক গানের ভাব বজায় রাখতে পারা অনেক সময়ই সম্ভবপর হয় না। কবির গানের মাধুর্য্য যে কোথায় তা বুঝতে হ'লে তাঁর প্রথম জীবনের গান থেকে সুরু করতে হবে। তাঁর গান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই তাঁর গান গাইছে একথা সত্য কিন্তু সুরের ভাব পবিত্র নেই তা অনেক পঙ্কিল হয়ে পড়েছে। এর মূলে যে-সব কারণ আছে তার মধ্যে উপরোক্ত কারণটি প্রধান।

কবির প্রথম জীবনের গানগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম—হিন্দী গানের ছাঁচে ঢালাই করা গীত আর উচ্চ সঙ্গীতের আদর্শে নিজস্ব সুর। 'বাল্মীকি

প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা'র প্রায় সব কয়টি গানেই উচ্চ-সঙ্গীতের ছাপ পাওয়া যায়। যদিও কয়েকটি গানে মিশ্র সুর করা হয়েছে, তবুও চালটুকু উচ্চ সঙ্গীতেরই বজায় আছে। আর কতকগুলি গানে তাঁর নিজস্ব ধারার লক্ষণ ক্ষীণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এত ক্ষীণভাবে যে, বর্ত্তমানে তাঁর নিজস্ব সুরের ধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটাতে আমাদের পক্ষে ঐ সব ক্ষীণ আভাস ধরা সহজ-সাধ্য হয়ে পড়লেও সে সময়ে তা বুঝা সহজসাধ্য ছিল না।

পরবর্ত্তীকালে স্বদেশী যুগে কবি স্বদেশী গান লিখতে সুরু করেন। স্বদেশী গানে কথারই প্রথম দরকার। কথার ভাবটুকু সাধারণের মনে ধরে দেওয়ার জন্যে সুরের ও ছন্দের প্রয়োজন। এজন্য এ সব গানে সুরের ভাব খাট করা ছাড়া উপায় নেই। তাই এখানে কথার প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ সব গানের পূর্ব্বের গানে সুরের প্রাধান্য ছিল। স্বদেশী গান লিখবার সময় হ'তে আস্তে আস্তে তাঁর গীতে কথার প্রাধান্য থাকে। এই সময়েই গীতাঞ্জলির গান লেখা হয়। তাতে কথার ভাবই মুখ্য করে ধরা হয়। এ সময় থেকেই তাঁর সুরের গতি অন্য ভাবের হ'য়ে পড়ে এবং তাঁর নিজস্ব সুর সৃষ্টি আরম্ভ হ'তে থাকে। 'নোবেল' পুরস্কার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'গীতাঞ্জলি'র গান তখন প্রত্যেকেই শিখবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল, এজন্য দেখতে দেখতে তাঁর সুরের নিজস্ব ধারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

কথার, সুরের ও ছন্দের ভাব যে-সব গীতে গম্ভীর সে গানই ধ্রুপদ। ধ্রুপদে ভগবত আরাধনার ভাব সৃষ্টি করে। শান্ত ও ভক্তি ভাবের গানই ধ্রুপদ। চারটি চরণে গীত হয়। আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ—এই চারটি তুক উচ্চ সঙ্গীতের এক ধ্রুপদেরই একচেটে জিনিষ। খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরীতে সঞ্চারী ও আভোগ নেই। রবীন্দ্রনাথ সঞ্চারীর সৌন্দর্য্যটুকু তাঁর প্রতি গানে ব্যবহার করেছেন। খেয়াল-টপ্পা ঠুংরীতে তান ও সুর বিস্তার এত করতে হয় যে, কথা খুবই কম ব্যবহৃত হয়। এজন্য ঐ শ্রেণীর গানে আস্থায়ী ও অন্তরাই কেবল দরকার হয়। রবীন্দ্রনাথের গান ধ্রুপদের কাঠামোতে গড়া এবং তাঁর সঞ্চারী এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ধ্রুপদে সুর বিস্তার এবং তান ব্যবহার রীতি নাই। ভাবের দিক থেকে যদিও বড় খেয়াল অনেকটা স্বর্গীয় ভাবের সৃষ্টি করে কিন্তু টপ্পা-ঠুংরীতে ধ্রুপদের অনুরূপ ভাব আসে না। ধ্রুপদে স্বর-বিস্তার করার প্রথা নেই বলেই তা খেয়াল-টপ্পা-ঠুংরী থেকে অনেক পৃথক। খেয়াল-টপ্পা-ঠুংরীতে তান ও সুর বিস্তার করা হয় বলে তাদের খুব কাছাকাছি সম্বন্ধ। কেবল চালভেদে তাদের পার্থক্য বুঝা যায়। ধ্রুপদের গতি ধীর, রবীন্দ্রনাথের গানে চালও ঐরূপ। ধীরগতি না হলে স্বর্গীয় ভাবের সমাবেশ করা সহজসাধ্য হয় না। গীত দ্রুতচালে চললে সাধারণতঃ হাল্কা ভাবের উদয় হয়। অবশ্য তারও যে ব্যতিক্রম না হয় তা নয়। রবীন্দ্রনাথের গানের চালটুকুও ধ্রুপদের।

ধ্রুপদের কাঠামো ও চালে গানগুলি রচিত হ'লেও এতে কবির নিজস্ব শক্তির পরিচয় যথেষ্ট রয়েছে। সঞ্চারীর সুর ও চালটুকু ধ্রুপদের কিন্তু কবির গানে সঞ্চারীর সুর ও চাল ঐরূপ হ'লেও তাঁর সঞ্চারীর মাধুর্য্য পৃথক ভাবের। 'গীত-পঞ্চাশিকা'র গানগুলির সঞ্চারী অতি মনোরম সৃষ্টি।

কবির সুর রচনায় ও ধ্রুপদের প্রাধান্য দেখা যায়। ধ্রুপদের দ্রুত গিটকারী ও তানের ব্যবহার নেই। কবির সুরেও তা নেই। তাঁর গানে ধ্রুপদের ন্যায় স্পর্শস্বর মীড় ও গমকেরই আলোড়ন পাই। দ্রুত গিটকারী ও তান খেয়াল-টপ্পা-ঠুংরিতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ধ্রুপদে যেমন তান ও গিটকারী ব্যবহার করলে গান শ্রুতিকটু হয়, কবির গানেও তান ব্যবহার সেরূপই হয়ে থাকে; তবে কবির সব সুরই যে এরূপ তা বলছিনে। অধিকাংশ গানেরই ঐরূপ স্বর-বিন্যাস।

তান ব্যবহার কবির সুরে কেন করা সম্ভবপর নয় তা ভাবতে গেলে আমাদের এই মনে হয় যে, তানে কথার ভাব প্রকাশ পায় না, পায় সুরের ভাব। খেয়াল-গীত-গায়ক আপন খেয়াল বশে তানের পর তান দিয়ে চলবে ; তিন-চার মিনিট পরে হয়ত এক একটা তান-কর্ত্তব শেষ করে গানের কথায় ফিরে আসবে। এতে কথার প্রাধান্য থাকে না। ঠুংরি গানে কথার মূল্য খেয়াল গীতের চেয়ে অনেক বেশী। খেয়ালের মত টপ্পাতে ও কথা ছেড়ে দু-এক মিনিট দ্রুত গিট্‌কারী এত ব্যবহার হয় যে, সেখানে সুরের প্রাধান্যই দিতে হয়। কবি গানে সুরের প্রাধান্য দিতে নারাজ। এ-জন্য খেয়াল-টপ্পা গীত-পদ্ধতি কবির গানে প্রযোজ্য নয়। কবি ছোট ছোট গীত-অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন। তানের বদলে 'উপজ' ব্যবহার করেছেন। ঝট্‌কা, মীড়, আশ, দুই কি তিন মাত্রাকাল ধ্বনিত গিট্‌কারী এবং স্পর্শ সুর এগুলি তিনি ব্যবহার ক'রে থাকেন। ঠুংরির মত সুরের খোঁচ ও সুরের বিন্যাস তাঁর গানে পাওয়া যায় কিন্তু ঠুংরির চালটুকু তিনি গ্রহণ করেন নি। ধ্রুপদের চলন ভঙ্গীতে তিনি ঠুংরির স্বর-বিন্যাস অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ গানের কবিতাটিকে মূর্ত্তি ধরে নিয়ে তাতে সুরের বসন পরিয়েছেন ও বিশেষ বিশেষ স্থানে উপযুক্ত গীত-অলঙ্কার সংযোজন করেছেন। এটা ধ্রুপদের পদ্ধতি। কিন্তু খেয়াল গীতে সুর দিয়ে তৈরি রাগ-রাগিণীর রূপই হ'ল গানের অবয়ব। তাতে সুর বিস্তারেরই বসন পরিয়ে সুর ও গীত অলঙ্কার দিয়ে তানের মালা গেঁথে মূর্ত্তির বিশেষ বিশেষ স্থান বেঁধে দিতে থাকে খেয়াল-টপ্পা গায়ক। সুরগুলিকে নাচিয়ে এবং সুরগুলি নিয়ে খেলা করেই খেয়ালী আনন্দ পায়। কাজেই কবির গান এবং খেয়াল-টপ্পা এ দুটি হ'ল সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ।

ধ্রুপদের মত গজেন্দ্রগামী হলেও কবির গানে টপ্পা-ঠুংরিতে ব্যবহৃত হাল্‌কা রাগ-রাগিণীর কঙ্কালই বেশী পাওয়া যায়। যেমন—ভৈরবী, পিলু বারওয়া, আড়ানা, সিন্ধু, খাম্বাজ, দেশ, বেহাগ ইত্যাদি। হিন্দোল, মালকৌশ, পুরিয়া, সোহিনী ইত্যাদি রাগ-রাগিণীর রূপ পাওয়া যায় না। কবির গানে ঔড়ব ও খাড়ব বলে কিছু নেই সবই সম্পূর্ণ।

কবির প্রথম জীবনের পরবর্ত্তীকালের গীতে ভাটিয়ালী ও বাউল সুরের গান আছে। তিনি যখন জমিদারীর কাজে শিলাইদহে নদীর ধারে থাকতেন সে সময় ভাটিয়ালী ও কীর্ত্তনের ভাঙ্গা সুরের মিশ্রণে প্রথম গীত রচনা আরম্ভ করেন। শিলাইদহের মাঝিদের গানেই ভাটিয়ালী সুর পেয়েছেন এরূপ অনুমানই সত্য মনে হয়। শিক্ষিত সমাজের নিকট কবির বাউল সুর-রচনার পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বাউল অবজ্ঞিতই ছিল। কবিই তার স্বাদ পেয়ে নিজের গানে সংযোজন ক'রে বাউল সুরকে যথার্থ মূল্যবান ক'রে তুলেছেন।

বাউল গানে আমরা পাই কথার ও ভাবের প্রাধান্য আর সুরের ও ছন্দের সরলতা। দু-একটি সরল ও লঘু ছন্দে বাউল গীত হয় বলে তা অতি সরল এবং এর গতিও সহজ সাবলীল। বাউলের প্রভাবই কবির গানে খুব বেশী পরিলক্ষিত হয়। কথার প্রাধান্য কবির গানে খুব বেশী, সুরের সরলতাও যথেষ্ট এবং ছন্দ ও লয়ের সহজ সাবলীল ধারাই কবির গানের বিশেষত্ব। বিষমপদী ছন্দ জটিল ও গম্ভীর। সম্পদী ছন্দের মধ্যে চৌতাল, ঢিমে-তেতালা, আড়া-ঠেকা, মধ্যমান প্রভৃতি ছন্দ কঠিন ও গম্ভীর। কিন্তু কবির সুরে এ সব ছন্দের অভাব। 'গীত-পঞ্চাশিকা'য় বিষমপদী ছন্দের গান আছে। কিন্তু আধুনিক গানে ছন্দ আরও লঘু হয়ে পড়েছে। ছয় মাত্রার ও আট মাত্রার লঘু ছন্দে প্রায় সমস্ত সুর রচিত হচ্ছে। 'গীত-পঞ্চাশিকা'য় ষোল ও বার মাত্রার সম্পদী ছন্দ অর্থাৎ তেতালা ও একতালা তালের গান আছে। কিন্তু কবির আধুনিক সুরে তেতালা ছন্দও খুব কম।

ছন্দের দিকে লঘু ভাব হলেও গতিটুকু প্রায় প্রত্যেক গীতেরই বিলম্বিত। কথায় ভাবের অনুপাতে ছন্দের ভাব লঘু হয়ে পড়াতে লয়টুকু দিয়েই ভাবের মান-পরিমাণ সমন্বয় করা হয়। কথার ও সুরের ভাব যে সব গানে গম্ভীর সে সব গানের গতি ও বিলম্বিত হয়ে যায়। তা না হ'লে গীতের মাধুর্য্য বজায় রাখা সম্ভবপর হয় না। ছন্দ লঘু অথচ বিলম্বিত গতি এইটুকু বিশেষত্বই উচ্চ সঙ্গীতের সঙ্গে কবির গানের চালকে পৃথক ক'রে রেখেছে। আধুনিক বাংলা গানে সহজ সাবলীল পদ্ধতির সুর পাওয়া যায়, কিন্তু লয়ের ও ছন্দের এই পার্থক্য না হওয়ায় কবির গানের সমতুল্য ভাব সে সব গানে আসে না। কম লবণ দিলে বা বেশী লবণ দিলে— এই দু' ভাবেই খাদ্যের স্বাদ নষ্ট হয়। কিন্তু পরিমাণ মত লবণ হ'লেই যেমন খাদ্য স্বাদু হয়, তেমনি কবির সুরের ভাব লয়ের প্রকারভেদেই নষ্ট হবার সম্ভাবনা। ভাবের অনুপাতে ঠিক চালে গীত হ'লেই গানে লাবণ্য প্রকাশ ও নব নব রূপ রসের সৃষ্টি হয়ে স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়।

কীর্ত্তনের প্রভাব কবির গানে অতি কম। কীর্ত্তনে কথার ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সুরের ও ছন্দের পরিবর্ত্তন হয়। কবির গানে ছন্দের পরিবর্ত্তন হয় না; বাউলের মত এক চালে গীত হয়। কিন্তু কথার ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ভৈরবী ঠাটের গানে পূরবী ঠাটের বা অন্যান্য যে কোন ঠাটের সুর-সংযোজন করা হয়ে থাকে। এরূপ কথা উচ্চ সঙ্গীতের নিয়ম বিরুদ্ধ। কিন্তু উচ্চ সঙ্গীতের 'রাগমালা' ও 'সুর-সাগর' জাতীয় গানে এরূপ সুর রচনা আছে। কিন্তু কবির গানের সুরবিন্যাস ঐ সব সঙ্গীতের মত নয়, বাউলের মতও নয়, কীর্ত্তনের মতও নয়—এটা তাঁর নিজস্ব জিনিস এবং তা ধ্রুপদ ও বাউলের মিশ্রণে আর কীর্ত্তন ও ঠুংরির ফোড়নে সৃষ্ট।

কবির উচ্চ সঙ্গীতের আদর্শে রচিত গানগুলির সঙ্গে তবলার বা পাখোয়াজের ঠেকা দেওয়া সম্ভবপর। কিন্তু তাঁর বর্ত্তমান গানগুলির সঙ্গে সঙ্গত করা অসম্ভব ব্যাপার। তাঁর গানের সঙ্গে ঠেকা দিতে হ'লে খুব বড় তবলচী না পেলে রসসৃষ্টির বদলে রসভঙ্গই হয়। বাউল এবং কীর্ত্তনের জন্য পৃথক পৃথক বাদ্যযন্ত্র আছে এবং বিভিন্ন প্রকার ঠেকা বাজান হয়, কবির সুরের সঙ্গে সঙ্গতের জন্যও সেরূপ যন্ত্র তৈরী না হোক অন্ততঃ অনুরূপ ঠেকার 'বোল' তৈরী করার দরকার হয়ে পড়েছে। লঘু ছন্দের যে সব তবলার ঠেকা আমাদের উচ্চ সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়, কবির গানের চালের ভঙ্গী পৃথক হওয়াতে ঐ সব ঠেকা সব সময় তাঁর গানে ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় না। প্রত্যেক দেশের গানেই এরূপ ঠেকার পরিবর্ত্তন করার দরকার হয়। দিল্লীর ঠেকা একপ্রকার, বাংলার বিষ্ণুপুরী ঠেকা একপ্রকার আবার ঢাকার ঠেকা অন্যপ্রকার, লক্ষ্ণৌ এবং কাশীর ঠেকা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। প্রত্যেক কেন্দ্রের তবলার ঠেকার এরূপ বিভিন্ন। গীতের চাল ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ঠেকার চাল বিভিন্ন করা দরকার হয়ে পড়ে। বিষ্ণুপুরী ঠেকা লক্ষ্ণৌর গানে ঐক্য করা যায় না, করলেও তত সুন্দর হয় না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের ধ্রুপদ, খেয়াল গানে ঢাকার বা বিষ্ণুপুরী ঠেকারই ঐক্য হয়, কারণ তাঁর উচ্চ সঙ্গীতগুলি বিষ্ণুপুরী চালের। যা' হোক চাল অনুযায়ী নূতন বোল গঠন করে কবির গানে ঠেকা দিলে নূতন রসের দ্বার খুলে যাবে এরূপই মনে হয়।

(প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৯)

রস-কীর্ত্তন*

(মাথুর বিরহ—দূতী ভৎর্সনা)

রচনা—প্রাচীন বৈষ্ণব কবি গোবিন্দ দাস। স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস।

১। মধুপুর নাগরী হাসি কহত ফিরি, গোকুলে গোপ গোঁয়ারী।
(বড় গোঁয়ারিণী গো, গোকুলে গোপ বড় গোঁয়ারিণী গো) গোকুলে গোপ গোঁয়ারী ॥

২। সপ্তম দ্বার পারে রাজা বৈঠত, তাঁহা কাঁহা যাও অবিনারী।
(কেমন করেবা যাবে গো, এমন কাঙ্গালিনীর বেশে কেমন করেবা যাবে গো, দ্বারে দ্বারে দ্বারী আছে কেমন করেবা যাবে গো) তাঁহা কাঁহা যাও অবিনারী ॥

৩। দূতী কহত হাসি, তুহ নাহি জানসি ; (তোরা জানিস্ না জানিস্ না,—তোদের রাজার গুণ তোরা জানিস্ না জানিস্ না) দূতী কহত হাসি তুহ নাহি জানসি সোহি ভকতি ভগবান। (সে যে ভক্ত বৎসল নাম ধরে, তারে ভক্তে ডাক্‌লে রইতে নারে ভক্ত বৎসল নাম ধরে, হা গোবিন্দ বলে তারে ভক্তে ডাক্‌লে রইতে নারে) সোহি ভকতি ভগবান ॥

৪। রাইকো নাম শ্রবণে যব শুনব, (শুন্‌লে এখনি আসিবে, রাধারাণীর নাম শুন্‌লে শ্যাম এখনি আসিবে) রাইকো নাম শ্রবণে যব শুনব, ছোড়ব রাজ বিছান। (তবে হয় না হয় দেখ্ গো, আমার কথায় প্রত্যহ হয় না হয় দেখ্ গো) ছোড়ব রাজ বিছান ॥

৫। ডাকে হাঁ হা নাগর গোপী জীবন ধন, দূতী ডাকত উভরায়।
(একবার দেখা দাও দেখা দাও, কোথায় আছ রাধাবল্লভ একবার দেখা দাও দেখা দাও, অনেক দুঃখে এসেছি একবার দেখা দাও দেখা দাও, ওহে রাধানাথ একবার দেখা দাও দেখা দাও) দূতী ডাকত উভরায় ॥

৬। হৃদয়ক নাথ বাত শুনি কাতর, তুরিতহি দূতী আগে ধায়। (আমায় তুমি কি ডাক্‌লে, রাধানাথ বলে আজ আমায় তুমি কি ডাক্‌লে) তুরিতহি দূতী আগে ধায় ॥

৭। দূতীকো বদন হেরি পুছত সো হরি, তুয়া নাম কহত আমায়।
(তোমার নাম কিহে, কোথা হ'তে এলে তোমার নাম কিহে, যেন চেন-চেন করিহে, মনে হয় কোথায় দেখেছি যেন চেন-চেন করিহে) তুয়া নাম কহত আমায় ॥

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

৮। শুনি দূতী তৈখনে বাত না কহতহি, গোবিন্দদাস বলি যায়।
(আমায় চিন্‌বে কেন হে, দিন পেয়ে দিন ভুলে গেল আমায় চিন্‌বে কেন হে) গোবিন্দ দাস বলি যায়॥

	০		১		২´		৩			০		১	
১।	{ সরা	ররা	রা	ররা	রমা	মগা	রগা	গ০র০সঃ }	I	{ সরা	মমা	মা	পধা
	মধু	পুর	না	গরী	হা০	সিক	হত	ফি রি ০		গো০	কুলে	গো	প গোঁ

২´		৩		
মা	পা	মগা	রসা }	II
যা	রী	০ ০	০ ০	

আখর ঃ—

০		১		২´		৩			০		১	
{ সরা	মমা	মা	মমা	মধা	পা	মগা	রসা }	I	{ সধা	ধধা	ধণা	ধপা
গো০	কুলে	গোপ	বড়	গোঁ০	যা	রিণী	গো০		০গো	কুলে	গোপ	বড়

২´		৩			০		১		২´		৩	
মধা	পা	মগা	রসা }	I	সরা	মমা	মা	পধা	মা	পা	মগা	রসা II
গোঁ০	যা	রিণী	গো০		০গো	কুলে	গো	প গোঁ	যা	রী	০ ০	০ ০

অপরাপর কলিগুলির সুর প্রথম কলির অনুরূপ। বন্ধনীযুক্ত স্থানগুলি আখর।

হারমোনিয়মের স্কেল :—স্ত্রী কণ্ঠে মুদারার সি-সার্প (কোমল ঋ) কিম্বা ডি-সার্প (কোমল গ), পুরুষ কণ্ঠে উদারার এফ্‌-সার্প (কড়ি হ্ম) কিম্বা জি-সার্প (কোমল ধ)।

স্বরলিপি

বেহাগ—ত্রিতাল

রাম নাম করনা ববেনা জনম যাতনা
ভবে আনাগোনা, ভ্রমঘোরে মরি
হাহাকারে কত না।
নামমাত্র সার, অবহেলে হবে পার,
পাতকীতারণ নাম স্মরণে যায় বাসনা ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

আস্থায়ী

০ | ১ | + | ৩
II {সা সা গা মা | পা মপা নধা নর্সা | না না ধপা মা | গা মা রগা -া} I
রা ০ ম না | ম ০ ক০ র০ | না ০ ০০ ০ | র বে না ০

০ | ১ | + [সগা পমা ধা গমা] | ৩
গা না ধপা পমা | গা মা গা -া | গমা -া -া পমা | গা -া -া রসা I
জ ন ম০ ০০ | যা ত না ০ | ভবে ০ ০ আনা | গো ০ ০ ০না

০ | ১ | + | ৩
সা পা -া পা | মা মা -া গগা | গা মা পা না | র্সা র্সা ধনা ধপা II
ভ্র ম ০ ঘো | রে ০ ০ মরি | হা হা কা রে | ক ত না ০০

অন্তরা

০ | ১ | + | ৩
II গমা পা -া নধা | র্সা -া নর্সা র্সর্সা | র্সা র্সর্সা না ধপা | পা না র্সা না I
না০ ম ০ মা০ | ত্র ০ ০ সার | ০ অব হে ০লে | হ বে পা র

০ | ১ | + | ৩
-া নর্সা র্গা র্গা | র্মা র্মা র্গা র্রর্সা | -া গমা পা না | র্সা র্সা ধনা ধপা II
০ পাত কী তা | র ণ না ০ম্ | ০ স্মর ণে যায় | বা স না ০০

তান

	+				৩			
১।	সগা	মপা	নস́া	র́স́া |	নধা	পহ্মা	গমা	গা I
	আ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০

	+				৩			
২।	সগা	মপা	হ্মগা	মপা |	নস́া	নধা	পহ্মা	গমা I
	আ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০

	+				৩			
৩।	গমা	পনা	স́র́া	স́না |	ধপা	হ্মগা	মগা	রসা I
	আ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০

	+				৩			
৪।	স́না	ধপা	হ্মপা	ধনা |	ধপা	হ্মগা	মগা	ন্সা I
	আ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০

	১				+				৩			
৫।	ন্সা	গমা	পনা	স́র́া |	স́না	ধপা	হ্মপা	ধনা |	ধপা	হ্মগা	মগা	রগা I
	আ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০

	১				+				৩			
৬।	সগা	মপা	মগা	সগা |	মপা	ননা	ধপা	হ্মপা |	ধনা	ধপা	গমা	গমা I
	আ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০

	১				+				৩			
৭।	স́র́া	স́না	ধনা	স́র́া |	স́না	ধপা	হ্মপা	ধনা |	ধপা	হ্মপা	ধনা	স́া I
	আ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০

	০				১				+			
৮।	গমা	পহ্মা	গমা	গরা |	সন্া	প্ন্া	সগা	-া |	গমা	পনা	ধপা	হ্মা |
	আ০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০	০০	০০	০০	০

৩			
গমা	গা	-া	-া I
০০	০	০	০

০ ১ +
৯। র্গর্রা র্গর্রা র্সনা র্রর্সা | র্রর্সা নধা মপা নর্সা | গমা গা -া -া |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০ ০

৩
গমা পমা গরা ন্সা I
০০ ০০ ০০ ০০

১ + ৩
১০। সসা গা -া -া | মগা পহ্মা ধা গমা | গা -া -া -া I
আ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০

০ ১ +
গমা ধনা না -া | গমা ধর্সা র্সা -া | র্সর্গা র্রর্সা নধা পহ্মা |
০০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০

৩
গমা গা -া রসা I
০০ ০ ০ ০০

আস্থায়ী দূন

০ ১ +
II সসা গমা পপা নধনর্সা | ননা ধপহ্মা গমা গা | গনা ধপপহ্মা গমা মা |
রা০ মনা ম০ ক০র০ | না০ ০০০ রবে না | জন ম০০০ যাত না |

৩ ০ ১
গমা পমা গগা রসা I সপা পপা হ্মমা মগগা | গমা পনা র্সর্সা নধপা |
ভবে আনা গো০ ০না ভ্রম ০ঘো রে০ ০মরি | হাহা কারে কত না০০ |

+ ৩
সসা গমা পপা নধনর্সা | সসা গমা পপা নধনর্সা II
রা০ মনা ম০ ক০র০ | রা০ মনা ম০ ক০র০

বাঁট

	০					১					+				
II	র্সর্সা	গর্রা	র্সর্সা	নধা	|	ননা	ধপঞ্ঝা	গমা	গা	|	সগা	পঞ্ঝা	গমা	গা	|
	রা০	মনা	০ম	কর	|	না০	০০০	রবে	না	|	জন	ম০	যাত	না	|

৩					০					১				
-া	গমা	-া	পমা	I	গা	-া	-া	রসা	|	সপা	পঞ্ঝা	গমা	গগা	|
০	ভবে	০	আনা		গো	০	০	০না	|	ভ্র০	মঘো	রেম	ঙ্গি০	|

+					৩				
গমা	পনা	র্সর্সা	র্সর্রা	|	র্সনা	ধপা	মগা	রসা	II II
হাহা	কারে	কত	না০	|	০০	০০	০০	০০	

স্বরলিপি

ভৈঁরো—সাদ্‌রা

দালিদ্র দুখ ভঞ্জন বিদ্যা তু রসখন
মহাজ্ঞানী গুণ কি সেবা তু করোরে।
বাদী সমবাদী অনুবাদী বিবাদী
শুধ বাণী করকে গুরুকা সেবা
গুণী জ্ঞানী তু করোরে।

প্রাপ্তি—ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ

স্বরলিপি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

আস্থায়ী

	+			৩				০			১										
II	সা	-ঋা	|	গা	-গা	মা	|	পমা	পা	|	দা	দা	পা	I	মপা	দা	|	না	-না	-র্সা	|
	দা	০	|	লি	০	দ্র	|	দু০	খ	|	ভ	ঞ্জ	ন		বি	দ্যা	|	তু	০	০	|

র্সা	দর্ঋা	|	র্সা	-দা	পা	I	সা	দা	|	দা	-দা	পমা	|	মপা	পমা	|	-মা	-মা	-গা	I
র	স	|	খ	০	ন		ম	হা	|	জ্ঞা	০	নী০	|	গুণ	কি০	|	০	০	০	

গা	-ঋা	|	-ঋা	সা	ঋসা	|	সা	পা	|	মা	গঋা	-সা	II
সে	০	|	০	বা	তু	|	ক	রো	|	রে	০	০	

অন্তরা

```
       +           ৩                ০            ১
II  মা   -পা | দা   -দা   না | র্সা  র্সা | -র্সা  র্সা  -র্সা I র্সদা  না | র্সা  ঋ্রাঃ  র্সঃ I
    বা    ০  | দী    ০    স  | ম    বা   |  ০    দী    ০      অ    স্থ | বা   দী   বি

    র্সা  -র্সা | দা  -দা  -পা I পা  পা | পা  -দা  পমা | গা   পা | মা  -মা  -গা I
    বা    ০   | দী   ০    ০    শু   ধ | বা   ০   ০ণী | ক    র | কে   ০    ০

    মা   পা | দা  -না  -র্সা | নদা  -দা | পা  -পা  -পা I পা  -দা | দা   দা   পা |
    গু   রু | কি   ০    ০   | সে    ০  | বা   ০    ০    গু   ণী | জ্ঞা  নী   তু |

    গা   পা | মা   -গঋা   -সা II
    ক   রো | রে    ০     ০
```

```
              +          ৩            ০          ১
সাদ্‌রার ঠৈকা—ধিন্   না | ধি  ধি  না | কৎ  তা | ধি  ধি  না I
```

গান

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র

নিভৃত সে গৃহখানি
  যৌবন সরসী তীরে ;
সেথায় হে বিরহিনী
  প্রদীপ জ্বালিও ধীরে !

বসিও দুয়ার পাশে
প্রাণের ধূপের বাসে
বিরহের মহাকাশে
  বেদন-স্বপন তীরে !

শিথিল কাঁকণে তব
  সিন্দুর ফোঁটায় লেগে
মাধুরী ফুটিবে নব
  নিভৃত ব্যথার রাগে !

ধ্যানের গহন বনে
তোমার নিভৃত মনে
জ্বলিবে আঁধার খনে
  জোনাকি-রতন ওরে !

তেলেনা

মালকোষ—জলদ ত্রিতাল

দেরেনা দেরেনা দানি ত্রিম্‌তা ওদেরে দানি
না দের্‌ দের্‌ দের্‌ তুম্‌ দেরে দানি ত্রিম্‌তা দেরেদানি
দেরেনা দেরেনা দানি তাক্‌ থুন্‌ তেরেকেটে তা ধিন্‌তা
ধুমাকেটে ধেরেকেটে কেটেতাগ গদিঘেনে ধাকাড়াংধা কাড়াংধা
সাসা নিনি ধাধা মামা গা মামা গা মামা গাগা সা।

জাতি—ঔড়ব। ব্যবহার—জ্ঞ, দ, ণ। বাদী—মধ্যম। সংবাদী—নিখাদ। রে ও পা বৰ্জ্জিত।

রচনা ও স্বরলিপি—শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়

আস্থায়ী

	০				১				২´				৩				
II	মা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	সা	সা	ণ্‌দ্‌া	ণ্‌া	সা	মা	মা	মা	জ্ঞা	মা	সা	সা	I
	দে	রে	না	দে	রে	না	দা০	নি	ত্রি	০	ইম্‌	তা	ও	দেরে	দা	নি	
	মা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা	সা	সা	ণ্‌দ্‌া	ণ্‌া	সা	সা	সা	সা	ণ্‌া	ণ্‌া	দ্‌া	দ্‌া	II
	না	দের্‌	দের্‌	দের্‌	তুম্‌	দেরে	দা০	নি	ত্রি	০	ইম্‌	তা	দে	রে	দা	নি	

অন্তরা

	০				১				২´				৩				
II	জ্ঞা	মমা	মা	মা	ণা	দা	দা	ণা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	-া	I
	দে	রে০	না	দে	রে	না	দা	নি	তাক্‌	থুন্‌	তেরে	কেটে	তা	ধিন্‌	তা	০	
	র্সা	র্মর্মা	র্জ্ঞা	র্মর্মা	র্সা	র্জ্ঞর্জ্ঞা	র্সণা	দা	মা	র্সা	-া	ণা	দা	দা	মা	-া	I
	ধুমা	কেটে	ধেরে	কেটে	কেটে	তাগ্‌	গদি	ঘেনে	ধা	কাড়া	আং	ধা	কাড়া	আং	ধা	০	
	র্সা	র্সা	ণা	ণা	দা	দা	মা	মা	জ্ঞা	মমা	জ্ঞা	মমা	জ্ঞা	জ্ঞা	সা	-া	II II
	সা	সা	নি	নি	ধা	ধা	মা	মা	গা	মামা	গা	মামা	গা	গা	সা	০	

স্বরলিপি

ভাটিয়ালি মিশ্র—কাহারবা

চল্ মুসাফির বাঁধন এবার ছিন্ন কোরে চল্।
পেলি যা' তা' আশার অতীত আর কি নিবি বল ?
এই তো সেদিন বন্ধু বিহীন
একলা ছিলি পথে পথে
কোন্ সে মায়া টান্লো তোরে
পিছন্ পানে সুদূর হ'তে।
দুর্ব্বলতা কর্লি প্রকাশ সকল ব্যথা জান্লো আকাশ,
মেঘের পানে ব্যাকুল চোখে চাইলি তৃষার জল্॥
পল্লীবালা শিউলি তলে
মৌন-সাঁঝে কুসুম তোলে
প্রদীপ জ্বেলে পূজার ছলে
আজো ফেলে অশ্রুজল।
মুসাফির ছিন্ন ক'রে চল্॥

কথা—শ্রীরঞ্জিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ (অন্ধগায়ক)।

II পা -া দা পা | মপা -মজ্ঞা -া -া I রা মজ্ঞা -া -া | রা সা -রা -া I
চ ল্ মু সা | ফি০ ০০ ০ র্ বাঁ ধন্ ০ ০ | এ বা ০ র্

গা -া মা গা | রা সা -া -া I সা রা মা মা | পা পা দা পা I
ছি ন্ ন কো | রে চ ০ ল্ পে লি যা তা | আ শার্ অ তীত

পা র্রা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | নর্সা -া -া -া I পা -া গা গা | রা -গা সা -া II
আর্ কি নি০ বি | ব ০ ল্ ০ চ ল্ মু সা | ফি র্ চ ল্

II পা -ণা পা -মা | রা -মা মা -া I পা -ণা ণা ণা | ণা -া -া -া I
এ ই তো ০ | সে ০ দি ন্ ব ন্ ধু বি | হী ন্ ০ ০

র্সা -া র্সা -া | র্সা র্সা -া -া I না র্সা না র্সা | ণা ণা ণা ণা I
এ ক্ লা ০ | ছি লি ০ ০ প থে প থে | কোন্ সে মা য়া

ধা -র্সা ণা -ণা | ধা পা -া -া I মা পা -া -া | মা পা -া -া I
টা ন্ লো ০ | তো রে ০ ০ পি ছ ০ ন্ | পা নে ০ ০

ধা ণর্সা -ণা -া | ধা পা -া -া I র্রা র্রা র্জ্ঞা র্রা | র্রা -া র্জ্ঞা র্রা I
সু দূ০ ০ র্ | হো তে ০ ০ দুর্ ব র ভা | ক র্ লি প্র

র্জ্ঞা -া -র্সা -া | না না র্সা র্সা I না -র্সা র্রর্মা -র্জ্ঞর্রর্সা | র্সা র্রা -র্সা -া I
কা ০ ০ শ্ | স কল্ ব্য থা জা ন্ লো০ ০০০ | আ কা শ্ ০

ণা ণা ণা ধণা | পা ধা র্সা র্সা I ণা -ণা ণা ধণা | ধা -া পা -া I
মে ঘের্ পা নে০ | ব্যা কুল চো খে চা ই লি তু০ | বা র্ জ ল্

মা মা মা -া | গা সা রা গা I রা -সা -া -া | -া -া -া -া II
মু সা ফি র্ | চল্ রে এ বার্ চ ল্ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

সমা -া মা -া | মা মা -া -া I গা মা গা রা | -ঋা রা -া -া I
প ল্ লী ০ | বা লা ০ ০ শি উ লি ত | ০ লে ০ ০

রা গা পা -ধা | মা -া -া -া I গা মা গা -গরা | সা রা -সা -া I
মৌ ন সাঁ ০ | ঝে ০ ০ ০ কু সু ম ০০ | তো লে ০ ০

সা গা গা -গা | গা গা -গা -গা I গপা পা -া -া | ক্ষা -পা পা -া I
প্র দী প ০ | জ্বে লে ০ ০ পূ০ জা রু ০ | ছ ০ লে ০

পধা র্সা র্সণা ণা | ধা ধা পা -া I মা মা মা -া | গা সা রা গা I
আ০ জো: ফে লে | অ শ্রু জ ল্ মু সা ফি র্ | ছি ন্ন কো রে

সা -রা -সা -া | -া -া -া -া II II
চ ০ ল্ ০ | ০ ০ ০ ০

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

ভৈরোঁ—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

ব্যবহার—কোমল ঋষভ ও ধৈবত। জাতি—সম্পূর্ণ। বাদী—মধ্যম। সংবাদী—পঞ্চম।

সময়—উষাকাল। আরোহী—সা ঋা গা মা পা দা না র্সা। অবরোহী—র্সা না দা পা মা গা ঋা সা।

সংগ্রহ ও স্বরলিপি—শ্রীসুচারুভূষণ প্রামাণিক

	০				১				২´				৩					
II	সা	দদা	পপা	দদা	মা	পপা	গা	মা	সা	ঋা	পপা	মমা	গা	গঃ	ঋা	ঋঃ	সা	II
	ডা	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডা	ডিরি	ডা	রা	ডা	রা	ডিরি	ডিরি	ডা	র্	ডা	র্	ডা	

তান

	০				১				২´				৩					
১।	ন্ন্া	সসা	ঋঋা	গগা	ঋঋা	গগা	মমা	পপা	দদা	পপা	মগা	পপা	গা	গঃ	ঋা	ঋঃ	সা	I
	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডা	র্	ডা	র্	ডা	
২।	পপা	মমা	গগা	মমা	পপা	দদা	পপা	মমা	গগা	মমা	পপা	মমা	গা	গঃ	ঋা	ঋঃ	সা	I
	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডা	র্	ডা	র্	ডা	
৩।	র্সর্সা	ননা	ঋ´ঋ´া	র্সর্সা	ননা	দদা	পপা	মমা	দদা	পপা	মমা	পপা	গা	গঃ	ঋা	ঋঃ	সা	I
	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডা	র্	ডা	র্	ডা	
৪।	দ্দ্া	ন্ন্া	সসা	ঋঋা	সসা	ঋঋা	ন্ন্া	সসা	গগা	মমা	পপা	মমা	গা	গঃ	ঋা	ঋঃ	সা	I
	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডিরি	ডা	র্	ডা	র্	ডা	

৫। ঋঋা সসা গগা ঋঋা | মমা গগা পপা মমা | মমা দদা পপা মমা | গা গঃ ঋা ঋঃ সা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা র্ ডা র্ ডা

৬। মমা পপা দদা ননা | র্সর্সা ননা দদা পপা | দদা ননা র্সর্সা র্ঋর্ঋা | র্সর্সা র্ঋর্ঋা ননা র্সর্সা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

র্সর্সা ননা দদা র্সর্সা | ননা দদা পপা মমা | ননা দদা পপা মমা | গা গঃ ঋা ঋঃ সা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা র্ ডা র্ ডা

৭। দ্দ্া ন্ন্া সসা গগা | ঋঋা সসা ন্ন্া সসা | গগা মমা পপা গগা | মমা পপা দদা পপা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

র্সর্সা ননা র্সর্সা র্গর্গা | র্ঋর্ঋা র্সর্সা ননা র্সর্সা | দদা পপা মমা পপা | গা গঃ ঋা ঋঃ সা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা র্ ডা র্ ডা

৮। পপা মমা গগা মমা | পপা দদা পপা মমা | গগা মমা গগা ঋঋা | গগা মমা পপা দদা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

ননা দদা পপা মমা | গগা মমা পপা দদা | ননা র্সা না -া | দদা পা মা -া I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডা ০ ডিরি ডা ডা ০

গগা মমা পপা দদা | ননা দদা পপা মমা | দদা পপা মমা পপা | গা গঃ ঋা ঋঃ সা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা র্ ডা র্ ডা

ঝালা ও তান

০ ১ + ৩

৯। সা ০ ০ ০ | সা ০ ০ ০ | সা ০ ০ সা | ০ ০ সা ০ I
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

ন্‌া ০ দ্‌া ০ | ন্‌া ০ ০ ০ | ন্‌া ০ ০ ন্‌া | ০ ০ ন্‌া ০ I
ডা রা ডা রা ডা রা রা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

দ্‌দ্‌া ন্‌ন্‌া সসা গগা | ঋঋা সসা ন্‌ন্‌া সসা | দ্‌দ্‌া ন্‌ন্‌া সসা গগা | ঋঋা সসা ন্‌ন্‌া সসা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

দ্‌দ্‌া ন্‌ন্‌া সসা ঋঋা | দ্‌দ্‌া ন্‌ন্‌া সসা ঋঋা | দ্‌দ্‌া ন্‌ন্‌া সসা দ্‌দ্‌া | ন্‌ন্‌া সসা ন্‌ন্‌া সসা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

গগা মমা পপা দদা | পপা মমা গগা মমা | ননা দদা পপা মমা | গা গঃ ঋা ঋঃ সা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা র্‌ ডা র্‌ ডা

১০। পা ০ ০ ০ | পা ০ ০ ০ | পা ০ ০ পা | ০ ০ পা ০ I
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

দা ০ ০ ০ | দা ০ ০ ০ | দা ০ ০ দা | ০ ০ দা ০ I
ডা রা রা রা ডা রা রা রা ডা রা রা ডা রা রা ডা রা

গগা মমা পপা ননা | দদা পপা মমা পপা | গগা মমা পপা ননা | দদা পপা মমা পপা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

গগা মমা পপা দদা | গগা মমা পপা দদা | গগা মমা পপা গগা | মগা পপা গমা পপা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

র্সর্সা ননা র্সর্সা দদা | ননা পপা দদা মমা | দদা পপা মমা পপা | গা গঃ ঋা ঋঃ সা I
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা র্ ডা র্ ডা

প্রত্যেকটি তান বাজাইবার পর গৎটি বাজাইয়া পরে অন্য তান বাজাইতে হইবে। ঝঙ্কারে '০' শূন্য চিহ্নগুলির প্রত্যেকটি একমাত্রা ধরিয়া চিকারীর তারে "রা" আঘাত করিতে হইবে। উপরে লিখিত ঝঙ্কার ছাড়া ইচ্ছামত শ্রুতিমধুর করিয়া ঝঙ্কার বাজান যাইতে পারে। ঝঙ্কারের বিচিত্র ছন্দ লিপিবদ্ধ করা অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব। ইতি—সংগ্রাহক।

সমালোচনা

হবিঃ—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত ৫০টী ধর্ম্মসঙ্গীত (সঙ্গীতভারতী শ্রীবাণী দেবী কর্ত্তৃক ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকার মাত্রিক স্বরলিপিবদ্ধ)। প্রাপ্তিস্থান—মেসার্স আর, বি, দাস, ৮সি লাল বাজার ষ্ট্রীট; মেসার্স ডোয়াকিন এণ্ড সন্স ১১ ও ১২নং এস্‌প্লানেড এবং গ্রন্থকারের নিকট ৫।১বি, বারাণসী ঘোষের সেকেণ্ড লেন (অফ্‌ রাজেন্দ্র মল্লিক ষ্ট্রীট, সিংহী বাজারের উত্তর), যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

বিবিধ বিদ্যাবিশারদ সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক বিরচিত এবং সঙ্গীতভারতী শ্রীমতী বাণী দেবী কর্ত্তৃক স্বরলিপিকৃত এই "হবিঃ" গ্রন্থখানি দেখিয়া আমি পরমানন্দিত হইলাম। হবিঃ অর্থে যজ্ঞের ঘৃত। গ্রন্থকর্ত্তা ভূমিকাতে লিখিয়াছেন,—"পূজাগ্নিতে আমার এই গানগুলি হবিঃস্বরূপ নিবেদন করিয়াছি", তাহা খুবই সমীচীন হইয়াছে। এই গ্রন্থে পঞ্চাশটী গান আকার মাত্রিক পদ্ধতিতে স্বরলিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গানগুলি আমি আদ্যোপান্ত দেখিয়াছি—গানের ভাব ও সুর অতি মধুর ও সুন্দর হইয়াছে। অধিকাংশ গানই বিশুদ্ধ রাগরাগিণী সম্বলিত এবং হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গের গানের অবিকল সুরে বসানো হইয়াছে। আমার মনে হয়, এই গ্রন্থ দ্বারা সঙ্গীতানুরাগীর বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। গ্রন্থকর্ত্তার ও তাঁহার ৬ বৎসর বয়স্ক দৌহিত্রের সুন্দর ফটোচিত্র গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়া গ্রন্থখানিকে সুশোভিত করিয়াছে।

(সঙ্গীতনায়ক) শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতের গান—শ্রীগোপেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায় ১৫নং ভুবন সরকার লেন, কলিকাতা। মূল্য—দেড় টাকা।

সঙ্গীতের গান একখানি গানের বই। ইহার গানগুলি সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহার সৌন্দর্য্য ও গঠন পরিপাট্যের মাধুর্য্যই আমাদিগকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছে। প্রতি পৃষ্ঠায় একখানি বিভিন্ন দৃশ্যমান ছবির উপর গানগুলি মুদ্রিত। ছবিগুলি আধুনিক রুচিসম্মত হওয়ায় আরও সুন্দর হইয়াছে। যাহা হউক পুস্তকের সৌন্দর্য্যই আসল বস্তু নহে। ইহার গানগুলি রচনা হিসাবে ভালই হইয়াছে। কোন কোন স্থানে রচনার সামান্য ত্রুটী লক্ষিত

হইলেও নবীন লেখকের পক্ষে তাহা দূষণীয় নহে। কয়েকটি গানের ভাবমাধুর্য্যও পাঠক চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে। গীত-রচনায় লেখক যশস্বী হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি।

শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত "রাগ ও রাগিণী" গ্রন্থ সম্বন্ধে ভারতের লাটসাহেব বাহাদুরের অভিমত।

(ইংরাজী লিপি হইতে বঙ্গানুবাদ)

বড় লাটের ছাউনি।
ভারতবর্ষ।
৩রা আগষ্ট, ১৯৩৫।

ভারতীয় সঙ্গীতের রাগ-গঠন বিষয়ক ও, সি, গাঙ্গুলী মহাশয়ের লিখিত সঙ্গীত-বিস্তার স্মৃতি-স্তম্ভ স্বরূপ "রাগ ও রাগিণী"র গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি বাস্তবিক অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এবং এই গ্রন্থে লেখকের পাণ্ডিত্যের ও তত্ত্ব-পরীক্ষার শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয়ের রচনাবলী সুপ্রসিদ্ধ এবং এই পুস্তক নিশ্চয়ই অধিক পরিমাণে তাঁহার যশোবর্দ্ধন করিবে। ইহা যে কেবল সঙ্গীত বিজ্ঞানের সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটি মূল্যবান্ দান, তাহা নহে, পরন্তু, গ্রন্থখানি ভারত-শিল্পের রূপ-তত্ত্বের একটী অলৌকিক ও মনোহারী বিভাগের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমি ইহা বিশ্বাস করি যে এই পুস্তকে এরূপ সুন্দরভাবে বর্ণিত ও সমুচিৎ উদাহরণ দ্বারা প্রমাণীকৃত "মূর্ত্তিমান্ সঙ্গীতে"র যে বিশদ পরিচয় ও সমালোচনা আছে, তাহার অনুরূপ রচনা বা সৃষ্টি অন্য কোনও জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার নিদর্শনে—কাব্যকলা, চিত্র-কলা ও সঙ্গীত-কলা এরূপ ভাবে একাধারে একত্রিত হয় নাই। আমি পুস্তকটীকে ভারতীয় সঙ্গীতের সমস্ত প্রেমিকদের সম্মুখে প্রশংসার অর্ঘ্যযুক্ত করিয়া উপস্থিত করিতেছি।

উইলিংডন।

শোক সংবাদ

পরলোকে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্‌সেলার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় গত ২৫এ শ্রাবণ, শনিবার গভীর রাত্রে পরলোক-গমন করিয়াছেন। সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনান্তে ৭৫ বৎসর বয়সে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও বন্ধুবর্গকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চির অস্তমিত হইলেন। তাঁহার ন্যায় দেশপ্রাণ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বাংলার সুধী-সমাজে খুবই বিরল। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালী জাতির যে কি ক্ষতি হইল, তাহা অবর্ণনীয়। আমরা তাঁহার মৃতাত্মার মঙ্গলকামনা করিয়া শোকমগ্ন পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

গৎ

সোহিনী—কাওয়ালী

রচনা—ওস্তাদ আয়েত আলি খাঁ

আস্থায়ী

০ । ১ । + । ৩

II -া র্সা -া র্ঋা | র্সা না ধা হ্মা | গা -া গা হ্মা | ধা না র্সা -া I

র্সা না ধা হ্মা | গা -া গা হ্মা | ধা হ্মা গা -া | হ্মা গা ঋা সা I

ন্‌া সা গা হ্মা | ধা হ্মা ধা না | হ্মা ধা না ধা | না র্সা র্ঋা র্সা I

র্গা র্ঋা -া র্হ্মা | র্গা র্ঋা র্সা না | ধা না র্সা না | ধা হ্মা গা -া II

অন্তরা

+ । ৩ । ০ । ১

II গা হ্মা ধা না | র্সা -া না ধা | হ্মা গা -া হ্মা | ধা না র্সা -া I

র্ঋা র্সা না র্সা | ধা -া ধা না | র্সা র্গা -া র্হ্মা | র্গা র্ঋা র্হ্মা র্গা I

র্ঋা র্সা না ধা | র্সা না ধা হ্মা | গা হ্মা না ধা | -া হ্মা গা হ্মা I

ধা হ্মা গা -া | হ্মা গা ঋা সা | ন্‌া সা গা হ্মা | ধা হ্মা ধা না I

হ্মা ধা না ধা | না র্সা র্ঋা র্সা | র্গা -া র্ঋা র্হ্মা | -া র্গা র্ঋা র্সা I

না ধা র্সা না | ধা হ্মা গা -া |

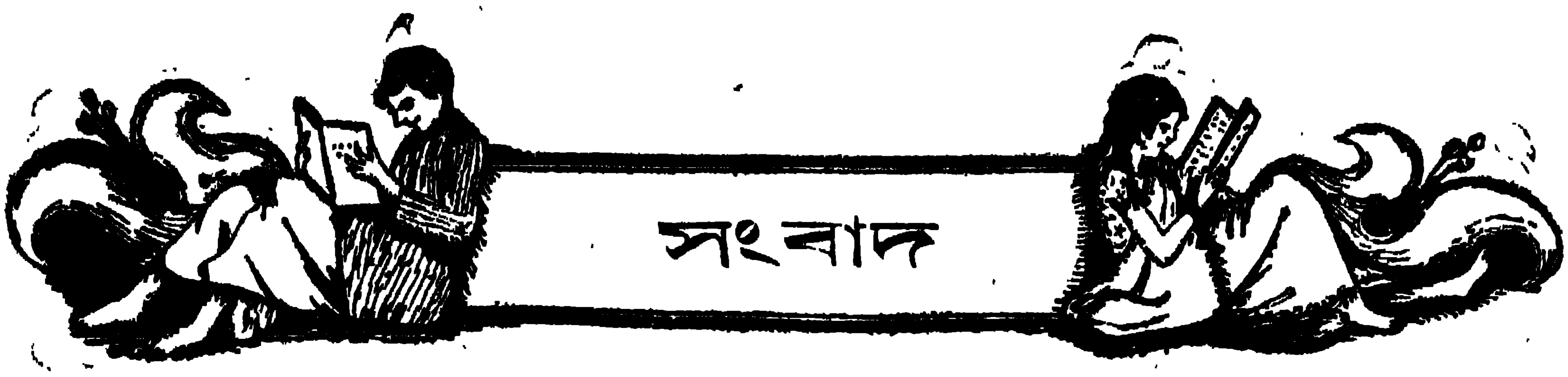

সংবাদ

শিশিরকুমার ইন্‌ষ্টিটিউট

গত ৯ই আগষ্ট শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় বাগবাজার শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউটের সাহায্য উপলক্ষে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে এক বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল। কলিকাতার মেয়র মৌলবী ফজলুল হক সাহেব এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন এবং প্রাচ্যনৃত্যবিশারদ উদয়শঙ্কর মহোদয়ের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের কার্য্যাদি সুসম্পন্ন হয়। মাননীয় রাজা প্রফুল্ল-নাথ ঠাকুর বাহাদুর অসুস্থতাবশতঃ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারেন নাই। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ইনষ্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীর বসু মহাশয় শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর, মাননীয় মেয়র ও অন্যান্য সাহায্যকারীদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া উদয়শঙ্কর ও মেয়রকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিবার পর মেয়র ফজলুল হক সাহেব ইনষ্টিটিউটের কার্য্যাদি সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অতঃপর অনুষ্ঠানের কার্য্যাদি আরম্ভ হয়। কণ্ঠসঙ্গীতে শ্রীমান দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুধীর চক্রবর্ত্তী, শ্রীজহরলাল, কুমারী গীতা দাস (গীতশ্রী), কুমারী কল্যাণী দাশগুপ্তা, কুমারী আরতি দাস, কুমারী রেণুকণা মোদক, শ্রীযুক্তা উত্তরা দেবী, শ্রীনির্ম্মল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার ছাত্রগণ সহ একটি ঐক্যতান বাজাইয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধনের প্রাচ্য নৃত্যকলা প্রদর্শন। তাঁহার সোমদেব, রুদ্রদেব, রূপকুমার ও শিবনৃত্যে আমরা বিশেষরূপে বিস্মিত হইয়াছি। প্রত্যেকটি নৃত্যেই তিনি স্বকীয়তার পরিচয় দিয়া দর্শকমণ্ডলীর নিকট ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার নৃত্যাদির সহিত নিউ ইণ্ডিয়ান অর্কেষ্ট্রার পরিচালক সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত রাখাল-দাস মজুমদার সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই বিচিত্র অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্য ইন্‌ষ্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধীর বসু মহাশয় সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত শিশিরশোভন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধন, শ্রীযুক্ত রাখালদাস মজুমদার প্রভৃতি মহাশয়গণকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং মাননীয় কাশিমবাজারাধিপতি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ইঁহাদের প্রত্যেককে মাল্য-প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করেন। অতঃপর শিশির-কুমার ইনষ্টিটিউটের সভ্যগণ কর্ত্তৃক একটি সামাজিক নাটিকা "অকল্যাণীয়া"র অভিনয় হয়। বলা বাহুল্য

ভূজঙ্গত্রাস মূর্ত্তি—শিবনৃত্যে মণিবর্দ্ধন

তাঁহাদের অভিনয় স্বাভাবিক, সুন্দর ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ৩ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

—

সোম সঙ্গীত আসর

আজ প্রায় দুই বৎসর যাবৎ বিখ্যাত গুণী সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে প্রতি সোমবার একটী করিয়া সঙ্গীত আসরের অধিবেশন হইতেছে। এই আসরে যে কোনও নবাগত বিশিষ্ট গায়ক-বাদক কিম্বা স্থানীয় বিশিষ্ট সঙ্গীতকলাবিদ্‌গণ মাঝে মাঝে যোগদান করিয়া তাঁহাদের কলা-নৈপুণ্য প্রদর্শনে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দপ্রদান করিয়া থাকেন। সঙ্গীতাচার্য্য সত্যকিঙ্করবাবুও তাঁহার কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের অসাধারণ কলা-নৈপুণ্য নব নব ভাবে দেখাইয়া আসিতেছেন। গত ২৭এ শ্রাবণ ২৯ নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ বাবু জানকীনাথ দে মহাশয়ের ভবনে উক্ত আসরের একটি বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল। সত্যকিঙ্কর বাবুর বিশিষ্ট ছাত্র ছাত্রী ও অন্যান্য গায়ক বাদকগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

আসরের প্রারম্ভে শ্রীমান অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (৮ বৎসর) ধ্রুপদ, ধামার ও সুরফাঁকতাল গাহিয়া সভাস্থ সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিল। তৎপরে শ্রীমান অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধ্রুপদ ও খ্যাল, কুমারী অঞ্জলি ব্যানার্জ্জির পূরিয়ার খেয়াল, কুমারী জ্যোৎস্না শেঠ বাগেশ্রী খ্যাল, কুমারী আইভি ব্যানার্জ্জির আড়ানার খ্যাল ও বাংলা গান, কুমারী মিহিকা মিত্রের বাংলা গান, কুমারী মিহিকা মিত্র ও অলকা মিত্র সেতারে ভূপালী ও সিন্ধু, কুমারী শোভারাণী কুণ্ডু সেতারে ইমন ও বেহাগ, প্রো: সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রো: রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাল, সঙ্গীতরত্নাকর ও সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতারে রাগমালা প্রভৃতি শুনিয়া সভাস্থ সকলে বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয় ও মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। জলযোগান্তে রাত্রি এক ঘটিকার অনুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

—

সঙ্গীত সম্মিলনী

গত ১৭ই আগষ্ট, শনিবার, সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় ৯এ নিউ পার্ক ষ্ট্রীটস্থ সঙ্গীত সম্মিলনীর হল গৃহে পরলোকগত সঙ্গীতবিশারদ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অকাল প্রয়াণে একটী শোক-সভার আয়োজন হইয়াছিল। এই শোক সভায় নিম্নলিখিত কার্য্যতালিকার বিষয়গুলি সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হইয়াছে :—

১। গান—"দুখের বেশে এসেছ বলে" (ইমন-কল্যাণ—ঝম্পক)—সমবেত।

২। শোকপ্রকাশক ভাষণাদি :—(ক) সম্পাদিকা। (খ) কবি জসীমুদ্দিন। (গ) শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।

৩। দিনেন্দ্র সঙ্গীত :—(ক) "যারে ভালবেসেছিলি" (ভৈরবী—দাদ্‌রা)—মহিলাগণ। (খ) "পলাশ রাঙা বাসনাগুলি" (মিশ্র মূলতান—তেওরা)—সমবেত। (গ) "পথপাশে মোর রচিনু দেউল" (মিশ্র রামকেলি—ঠুংরী)—রমা দেবী ও অমিতা সেন।

৪। দিনেন্দ্র রচনা পাঠ :—"রবীন্দ্র সঙ্গীত"—শ্রীযুক্ত অনাদি দস্তিদার।

৫। দিনেন্দ্র সঙ্গীত :—(ক) "আজি এ নিশীথে" (মালকোষ-তেওরা)—ভদ্রমহোদয়গণ। (খ) "বলা যদি নাহি হয় শেষ" (জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল)—অমিতা দেবী ও অমিতা সেন।

৬। "ফাল্গুনী"র গান—"আমি যাবনা গো অমনি চলে"—অপর্ণা দেবী, পূর্ণিমা দেবী প্রভৃতি।

৭। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগ মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

৮। ব্রহ্ম সঙ্গীত—"জয় দেব, জয় দেব" (মিশ্র—দাদ্‌রা)—সমবেত।

এই সভায় কলিকাতার বিখ্যাত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়া স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

REGD NO C 1317

১২শ বর্ষ আশ্বিন, ১৩৪২ সাল ৬ষ্ঠ সংখ্যা

দেবী পূজায় গীত-বাদ্য

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

হিন্দুদের প্রাচীনকাল হ'তে প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গীত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। বৈদিক-যুগে যজ্ঞকালে উদ্গানের প্রচলন আমরা বেদে দেখ্‌তে পাই, তা'ছাড়া সাম ছন্দ, স্বর ও তাল সংযোগেও গীত হ'ত। পুরাণে মহর্ষি নারদ, তুম্বুরু প্রভৃতিকে আমরা সঙ্গীতের প্রচারক স্বরূপ পেয়েছি। পূজা, উৎসবের অনুষ্ঠানেও গীত-বাদ্যের যথেষ্ট প্রচলন আমরা পেয়ে থাকি। সরস্বতী পূজার প্রার্থনা মন্ত্রে আমরা দেখি, দেবীকে উদ্দেশ ক'রে বলা হয়েছে :—

"ওঁ বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বানি নৃত্য-গীতাদিকঞ্চ যৎ।"

গীত-বাদ্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী কে প্রসন্ন করাতেই দেখা যায়, সরস্বতী পূজার সার্থকতা নিহিত। দোলোৎসবেও দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের বন্দনায় বলা হয়েছে :—

"গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ কিন্নরৈ সিদ্ধ বারণৈঃ।
হাহাহুহু প্রভৃতিভিঃ সত্বরং দিব্যগায়নৈঃ ॥

আজিও তাই দেখা যায় শ্রীপঞ্চমী হ'তে দোলোৎসবের পরিসমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত সকল সময়েই হিন্দুস্থানীদের যজ্ঞোৎসবের রাগিণীরূপে 'কাফী' গীত হ'য়ে থাকে। 'পিলু'ও জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুস্থানে ঝুলনযাত্রাকালে গীত হ'য়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত দোলোৎসবে বসন্তকালে দোলনের নামান্তর 'হিন্দোল' রাগের প্রচলন এখনও বর্ত্তমান আছে। হোলীতে ধামার ছন্দে হিন্দোল রাগ বা রাগিণী তাই সঙ্গীত-সাধকগণের মধ্যে বহু পূর্ব্ব হ'তে গাইবার রীতি প্রচলিত আছে। পাগল বৈজুনাথ, নায়ক গোপাল, মিঞা তান্‌সেন প্রভৃতি সাধকগণ কর্ত্তৃক রচিত

'হোলী-সঙ্গীত' আজও সঙ্গীত-রাজ্যে রত্নস্বরূপ বিদ্যমান আছে।

* * * *

কালিকাপুরাণোক্ত দুর্গা-পূজায়ও গীত-বাদ্যের প্রচলন দেখা যায়। বৈদিক মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠে স্নান করান হ'লে, নৃত্যগীতাদি সহকারে দেবীকে পূজা-মণ্ডপে আনয়ন ক'রে অষ্টপ্রকার জলের সহিত ও অষ্ট রাগ-রাগিণী সহকারে স্নান করানোর বিধি আছে। পুরাণে বিধি দেখে মনে হয়, এক সময়ে নৈষ্ঠিক পূজকগণ অবশ্যই সুরবিদ্‌ ছিলেন। দেবীর ধ্যান বা অর্চ্চনা-মন্ত্র তাঁরা বিভিন্ন রাগ-রাগিণী সহযোগে তাল, লয়, মানে আবৃত্তি করতেন। কিন্তু আজকাল আর সেরূপ গানের রীতি কই দেখা যায় না, কতদিন যে লুপ্ত হয়েছে, তাও ঠিক বলা যায় না। কালিকাপুরাণোক্ত মহাপূজায় যথাক্রমে গঙ্গাজল, বৃষ্টি জল, সরস্বতীর জল, সাগরের জল, পদ্মরজো মিশ্রিত জল, নির্ঝরের জল, সর্ব্বতীর্থের জল ও শীতল জল দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া দেবীকে স্নান করান হয়ে থাকে।* এই স্নান মন্ত্রাষ্টক যথাক্রমে আটটী রাগ ও রাগিণী দ্বারা গীত হয়। রাগ ও রাগিণীগণ, যথা—মালব, ললিত, বিভাস ভৈরবী, কেদার, বরাড়ী, বসন্ত ও ধানসী। বাদ্য হিসাবে দেখা যায় বিজয়, দুন্দুভি, ইন্দ্রাভিষেক, শঙ্খ ও পঞ্চম শব্দ প্রভৃতি লিখিত আছে।

পূর্ব্বেই বলা হয়েছে, কালিকা-পুরাণে রাগ-সহকারে স্নানের বিধি থাকলেও এখন আর কোন পূজকই তা পালন করেন না, অথচ ত্রুটী ভয়ে তাঁরা সকল পূজাঙ্গই নিখুঁতভাবে অনুষ্ঠান ক'রে থাকেন। আমাদের মনে হয়, বিধি যদি পালনীয় হয় এবং বিধিভঙ্গ যদি ত্রুটীরূপেই গণ্য হয়, তবে সুর-তাল সহযোগে স্নান মন্ত্রের আবৃত্তিও অবশ্য করণীয়; কারণ প্রতিবারে ফলের আশঙ্কা তা'হলে না থাকবারই কথা। যাহা হউক বিধি-নিষেধের কথা উত্থাপন না ক'রে আমরা মাত্র শারদীয়া পূজার উপহার স্বরূপে দশভুজার পূজায় রাগ সম্বলিত স্নানমন্ত্রগুলির স্বরলিপি প্রদান করলাম।

(ক) প্রথমে গঙ্গাজলপূরিত ঘটদ্বারা অভিষেক কালে—

১। মালবী—চৌতাল

"ওঁ সুরাস্ত্বামাভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
ব্যোম গঙ্গাম্বুপূর্ণেন আদ্যেন কলসেন তু ॥ ১

আস্থায়ী

```
      +          ০           ২          ০           ৩           ৪
II  সা  গা | ঋা  গা | -া  পা : পা  গা | ঋা  গা | ঋা  সা I সা  ধ্া | সা  ন্া :
    ও   ম্  | সু   রা | ০   স্ত্বা : মা  ভি | ০   ষি | ঞ্চ  ন্তু  ব্র   ০  | হ্মা  বি :

    সা  গা : পা  পা | জ্ঞা  ধা | পা  পা I র্সা  -া : র্সনা র্ঋা | র্সা  র্সা | র্সা  র্গা |
    ০   ষ্ণু : ম   হে | ০    শ্ব | ০   রাঃ  ব্যো  ০ : ম০   গ   | ০   ঙ্গা | ম্বু  ০  |

    র্ঋা  গা | র্ঋা  র্সা I র্ঋা  না | ধা  না | ধা  জ্ঞা | গা  গা | ঋা  গা | ঋা  সা II
    পূ   র্ণে | ০   ন   আ   ০ | দ্যে  ০ | ০   ন  | ক   ল | সে  ন | ০   তু
```

---

* 'পুরোহিত দর্পণ' বা 'ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি' দ্রষ্টব্য।

(খ) বৃষ্টিজলপূরিত ঘটদ্বারা অভিষেক কালে—

২। ললিত—চৌতাল

ওঁ মরুতশ্চাভিষিঞ্চন্তু ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরীম্।
মেঘাম্বু পরিপূর্ণেন দ্বিতীয় কলসেন তু ॥ ২

অন্তরা

+   ০   ২   ০   ৩   ৪   ।

II দা ঋা | দা মা | র্সা র্সা | র্সা না | ঋা র্সা | -া র্সা I র্সা না ঋা র্গা |
ওঁ ম্ | ম রু | ০ ত | শ্চা ভি | ষি ঞ্চ | ০ ন্তু ভ ০ | ক্তি ম |

ঋা র্সা | না ঋা | না দা | ঋা মা I ঋা দা না দা | র্সা র্সা | ঋা মা |
ত ন্তঃ | সু রে | ০ শ্ব | ০ রীম্ মে ০ ঘা ০ | ০ ম্বু | প রি |

দা ঋা | -া মা I দা ঋা মা মা | গা ঋা গা মা | ঋা মগা ঋা সা II
পূ র্ণে | ০ ন দ্বি ০ ০ তী | ০ য় ক ল | সে ন০ | ০ তু

(গ) সরস্বতীর জলপূরিত ঘটদ্বারা অভিষেক কালে—

৩। বিভাস—চৌতাল

ওঁ সারস্বতেন তোয়েন সম্পূর্ণেন সুরোত্তমে।
বিদ্যাধরাশ্চাভিষিঞ্চন্তু তৃতীয় কলসেন তু ॥ ৩

অস্থায়ী

+   ০   ২   ০   ৩   ৪

II র্সা না | ধা পা | -া গা | গা পা | ধা পা | গা রা I সা রা | সা ধা |
ওঁ ম্ | সা র | ০ স্ব | তে ০ | ন তো | য়ে ন স ম্ | পূ র্ণে |

ধা -সা | সা রা | গা গরা | গা গা I গা পা | ধা র্সন | র্রা র্সা | ধা পা |
ন ন | সু রো | ০ ত্ত০ | ০ মে বি ০ | দ্যা ধ০ | ০ রা | শ্চা ভি |

ধা পা | নধা পা I পা গা | পা ধা | না পা | পা গা | রা গা | রা সা II
ষি ঞ্চ | ০০ ন্তু তৃ ০ | ০ তী | ০ য় | ক ল | সে ন | ০ তু

(ঘ) সাগরোদকপূর্ণ ঘটদ্বারা অভিষেক কালে—

৪। ভৈরবী—চৌতাল

ওঁ শক্রাদ্যাশ্চাভিষিঞ্চন্তু লোকপালাঃ সমাগতাঃ।
সাগরোদক পূর্ণেন চতুর্থ কলসেন তু ॥ ৪

আভোগ

```
   +        ০        ২          ০          ৩        ৪
II দা  মা | দা  ণা | র্সা  র্সা | র্সা  র্সা | ঋা  ণা | র্সা  র্সা I র্সা  জ্ঞা | র্মা  জ্ঞা |
   ওঁ  ম্  | শ   ক্রা | ০    দ্যা  | শ্চা  ভি  | ষি  ঞ্চ | ০    ন্তু    লো   ০   | ক    পা  |

   ঋা  র্সা | ণা  র্সা | ণা  দা | পা  পা I দা  পা | ণা  দা : র্সা  র্সা | ণা  র্সা |
   ০   লাঃ | স   মা  | ০   গ  | ০   তাঃ  সা  ০  | গ   ০  ; ০    রো  | দ   ০   |

   ণা  দা | পা  পা I সা  দা | -া  দা | মা  পা | জ্ঞা  মা | জ্ঞা  ঋা | জ্ঞা  সা II
   ক   পূ  | র্ণে  ন    চ   ০  | ০   তু  | ০   র্থ | ক    ল  | সে   ন  | ০    তু
```

(ঙ) পদ্মরজোমিশ্রিত জলপূরিত ঘটদ্বারা অভিষেক কালে—

৫। কেদারা—চৌতাল

ওঁ বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণু সুগন্ধিনা।
পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্তু নাগাশ্চ কলসেন তু ॥ ৫

২য় সঞ্চারী

```
   +        ০         ২        ০          ৩        ৪
II সা  মা | পা  ক্ষা | পা  পা | পক্ষা  পা | ধা  পা | মা  মা I মা  মা | গা  পক্ষা
   ওঁ  ম্  | বা  রি  | ০   ণা | প০    রি | পূ  র্ণে | ০   ন    প   দ্ম | ০   রে০  |

   ধা  পা | মা  মা | গমা  রনা | রা  সা I সা  রা | সা  মা | -া  মা | মা  গা
   ০   ণু  | সু  গ  | ০০   ন্ধি০ | ০   না   প   ঞ্চ | ০   মে | ০   না | ভি  ০

   পা  ক্ষা | পা  পা I ক্ষা  পা | ধা  র্সা | ধা  পা | ক্ষা  পা | ধা  পা | মা  মা II
   ০   ষি  | ঞ্চ  ন্তু   না   গা | ০   ০   | ০   শ্চ | ক    ল  | সে  ন  | ০   তু
```

(চ) নির্ঝরোদকপূর্ণ ঘটদ্বারা অভিষেক কালে—

৬। বৈরাটী—চৌতাল

ওঁ হিমবন্তে মুকুটাস্তাশ্চাভিষিঞ্চন্তু পর্ব্বতাঃ।
নির্ঝরোদকপূর্ণেন ঘটেন কলসেন তু ॥ ৬

২য় আভোগ

```
   +            ০               ২           ০           ৩              ৪
II গা  ঋ্মা  দা  র্সা | র্সা  র্সা | র্সা  র্সা | -া  র্সনা  র্ঋা  র্সা I না  র্সা | র্গা  র্গা |
   ও   ম্   হি   ম   |  ০    ব   |  ন্তে  ০   |  ০  ম০    কু   টা     স্ত্যা ০  |  ০   শ্চা |

র্ঋা  র্সা | র্সা  না | র্সা  না | দা  পা I পা  পা  ঋ্মা  দা | পা  পা | পা  র্সা |
 ০   ভি  | ষি   ঞ্চ | ন্তু  প | র্ব্ব  তাঃ  নি  ০   ০   ঝ  | ০  রো | দ   ০  |

না  দা | পা  পা I পা  পা | ঋ্মা  গা  ঋা  গা | পা  ঋ্মা | পা  গা | ঋা  সা II
ক   পূ | র্ণে  ন   ঘ   ০  | টে   ০   ০   ন  | ক   ল  | সে  ন  | ০   তু
```

(ছ) সর্ব্বতীর্থোদকপূরিত ঘটদ্বারা অভিষেক কালে—

৭। বসন্ত—চৌতাল

ওঁ সর্ব্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন কলসেন সুরেশ্বরীম্।
সপ্তমেনাভিষিঞ্চন্তু ঋষয়ঃ সপ্তখেচরাঃ ॥ ৭

৩য় সঞ্চারী

```
   +        ০          ২          ০          ৩          ৪
II সা  মা | মা  মা | ঋ্মা  গা | মা  ধা | না  ধা | মা  মা I মা  ধা | মা  না |
   ও   ম্  | স   র্ব্ব | তী   র্থা | ০   ম্বু | পূ   র্ণে | ০   ন   ক   ল  | ০   সে |

ধমা  গা | ঋ্মা  মা | গা  ঋা | সা  সা I সা  মা | মগা  ঋ্মা | মা  গা | মা  ধা |
(ধমা)
০০   ন  | সু   রে  | ০   শ্ব | ০   রীম্  স   প্ত | ০০   মে  | ০   না | ভি  ০  |

না  ধা | র্সা  র্সা I না  র্ঋা | না  ধা  মা  মা  মা  গা | মঋ্মা  গা | ঋা  সা II
(মঋ্মা)
ষি  ঞ্চ | ০   ন্তু   ঋ   ০  | ষ   য়ঃ | স   প্ত | খে  ০  | ০০   চ  | ০   রাঃ
```

(জ) শীতল জল প্রপূরিত ঘটদ্বারা অভিষেক কালে—

৮। ধানশ্রী—চৌতাল

ওঁ বসবশ্চাভিষিঞ্চন্তু কলসেনাষ্টমেন তু।
অষ্ট-মঙ্গল-সংযুক্তে দুর্গে দেবী নমোঽস্তুতে॥ ৮

ভক্ত আভোগ

+ ০ ২ ০ ৩ ৪
II গা জ্ঞা | পা না | র্সা র্সা | র্সা না র্ঋা র্সা -া র্সা I না র্সা | র্গা র্ঋা
ও ম্ ব স | ০ ব | শ্চা ভি ষি ঞ্চ ০ ন্তু ক ল | ০ সে

-া র্সা | না র্সা | না দা | পা পা I ধজ্ঞা ধা | র্সা র্সা | নর্ঋা র্সা | র্ঋা র্সা |
০ না | ষ্ট মে | ০ ন | ০ তু অ০ ০ | ষ্ট ম | ঙ্গ০ ল | স ং |

না দা | -া পা I জ্ঞা গা | পা পা | দা পা | পা জ্ঞা | গা জ্ঞা | -া সা II
যু ০ | ০ ক্তে দু ০ | র্গে দে | ০ বী | ন মো | ০ স্তু | ০ তে

দ্রষ্টব্য ঃ—কালিকাপুরাণোক্ত স্নানমন্ত্রে যে অষ্টরাগের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে 'মালব' মালবী রাগিণীর নামান্তর, 'ধানসী' ধানশ্রী রাগিণীর নামান্তর এবং 'বরাড়ী' বৈরাটীর নামান্তর। 'নারদ-সংহিতা'য় এই সুরগুলি দেখ্‌তে পাওয়া যায়, যথা—মালব, ধানসী, মালসী, কেদারিকা, বিভাষা, বরাড়ী ও মারহাটী প্রভৃতি। 'নারদ-সংহিতা'র এই মত আসল নারদমুনির নয়, কারণ তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, ঐ মতে হিন্দোল রাগের রাগিণী 'বরাড়ী' ও 'মারহাটী' বলা হয়েছে, কিন্তু এ রাগিণীগুলি অতি আধুনিক। এরা বরাটী বা বৈরাটী এবং মহারাষ্ট্রী শব্দের অপভ্রংশ। এ অপভ্রংশ প্রাচীন-কালের নয়। তৎপরে এই অষ্টপ্রকার রাগের মধ্যে কতকগুলি দেশজ, যথা—মালবী—মালবদেশজাত, বৈরাটী—বিরাট দেশজাত।

গান

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

আকাশে উজল চাঁদের প্রদীপ, বাতাসে ফুলের গন্ধ
ক্ষণে ক্ষণে মোর চঞ্চল মনে জাগায় নূতন ছন্দ।
কে যেন এসেছে এ মনের কোণে
ভরিতে চিত্ত মধুর স্বপনে
তার চরণের নূপুরের ধ্বনি আনিছে পবন মন্দ।

নদী কল্লোলে কল কল গান, গগনে মেঘের মেলা
সঙ্গীতে মোর মধুর নিশীথে শরৎ-রাণীর খেলা।
উৎসবে আজি শুনি কলরোল,
হৃদয়ে হৃদয়ে লাগিয়াছে দোল,
নূতন স্বপনে ভরেছে ভুবন টুটিছে বেদনা বন্ধ।

সুগায়ন

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

বাঙ্গালার সার্ব্বজনীন আনন্দোৎসব শুভ শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে সঙ্গীতানুরাগী দেশবাসীকে আজ দেশের প্রাচীন সঙ্গীতকলা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়াই অভিনন্দিত করিতেছি।

আজকাল দেশে সঙ্গীত-বিদ্যার অনুশীলনে দেশবাসীর আন্তরিক অনুরাগ, দৃঢ় অধ্যবসায় ও একান্ত প্রচেষ্টা যে ক্রমোন্নতির একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ তাহা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। বাস্তবিক বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে সঙ্গীত সাধনার বিভিন্নমুখী প্রযত্ন ও প্রয়াস যেরূপ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে তাহা কেবল বিস্ময়করই নহে, বিলক্ষণ আশাপ্রদ ও প্রশংসনীয়। কিন্তু অনুরাগের বাত্যাবিক্ষুব্ধ ভাব-বন্যার দুর্ব্বার প্রবাহও সুনিয়ন্ত্রিত না হইলে তাহার পরিণাম কল্যাণময় না হইয়া অনেক স্থলে অমঙ্গলেরই নিদান হইয়া থাকে। দ্রুত অগ্রগতি প্রবল জীবনীশক্তির সুনিদর্শন হইলেও নিয়মানুগ না হইয়া স্বেচ্ছা পরিচালিত হইলে তাহা ধ্বংসেরই হেতু হইয়া থাকে। পরন্তু প্রতি পাদবিক্ষেপে কঠোর বিরুদ্ধ সমালোচনা দ্বারা যাত্রাপথ বন্ধুর করিয়া তোলাও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। তাই বাঙ্গালার নগর, সহর পল্লীতে আজকাল যে বহু সংখ্যক নবীন গায়কের সহিত অল্পাধিক পরিচয় আমরা লাভ করিতেছি, ব্যষ্টি বা সমষ্টিভাবে তাঁহাদের গীতকলা-নিপুণতার প্রীতিকর বা অপ্রিয় কোন সমালোচনাই না করিয়া আমরা কেবল আর্য্যঋষি প্রবর্ত্তিত গায়কের দোষ-গুণ বিচারের প্রতি পাঠকবর্গের সুক্ষ্মদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই আমাদের কর্ত্তব্য উদ্‌যাপন করিব।

সঙ্গীত-রত্নাকর প্রণেতা প্রবীণ সঙ্গীতবেত্তা শার্ঙ্গদেব প্রাচীন নানা সঙ্গীতশাস্ত্র মন্থনপূর্ব্বক গায়কের দোষগুণ সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম আমরা প্রথমতঃ এস্থলে বিবৃত করিব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—মনীষী শার্ঙ্গদেবের উপদেশাবলী সম্যক্‌রূপে অনুশীলন ও অনুসরণ করিলে সুধী পাঠকবৃন্দ বিশেষ উপকৃতই হইবেন এবং তাঁহাদের গতিপথ সুস্পষ্ট ও সুগম হইবে।

শার্ঙ্গদেব প্রথমতঃ বিভিন্ন গুণান্বিত গায়কগণের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

১। যে গায়ক 'মার্গ' ও 'দেশী' সঙ্গীত বিদ্যায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন তিনি "গান্ধর্ব্ব" নামে অভিহিত।

২। যিনি কেবল 'মার্গ' সঙ্গীতেই অভিজ্ঞ তাঁহাকে "স্বরাদি" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে।

৩। যে প্রিয়দর্শন ব্যক্তির কণ্ঠস্বর হৃদয়গ্রাহী, যিনি গ্রহ ও ন্যাস স্বরে বিচক্ষণ এবং রাগ, রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ ও উপাঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ তাঁহাকে "গায়ক বা গায়ন" নামে অভিহিত করিয়াছেন।

৪। প্রবন্ধ ও গানে সুনিপুণ, বিবিধ আলপ্তির তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বস্থানের উচ্চ গমক অক্লেশে নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ, কণ্ঠস্বর যাঁহার আয়ত্ত, যিনি তালজ্ঞ ও অপ্রমত্ত, শুদ্ধ ও ছায়ালগে অভিজ্ঞ, সর্ব্ববিধ কাকুস্বরে বিশেষজ্ঞ, অবাধে স্থায়ী ও সঞ্চারী বর্ণ প্রদর্শনে সমর্থ, সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত, সঙ্গীতানুশীলনে তৎপর, যুক্তলয়, সুশৃঙ্খলরূপে (সুঘট বা সুঘন) গীত নিষ্পাদন করিতে সক্ষম, ধারণা-শক্তিসম্পন্ন, যাঁহার কণ্ঠধ্বনির বেগ অপ্রতিহত এবং রঞ্জনকুশল, গান শ্রোতার মনোহারী, অনুরঞ্জনে যিনি প্রবীন, যাঁহার সম্প্রদায় বা গুরুপরম্পরা বিশুদ্ধ, তাঁহাকেই শার্ঙ্গদেব "গায়নাগ্রণী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

৫। পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহের কতিপয় গুণহীন নির্দ্দোষ গায়ককে 'মধ্যম গায়ক' এবং দোষযুক্ত গায়ককে "অধম গায়ক" বলিয়া শার্ঙ্গদেব অভিহিত করিয়াছেন।

শার্ঙ্গদেব গায়কগণকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন (১) শিক্ষাকার, (২) অনুকার, (৩) রসিক, (৪) রঞ্জক ও (৫) ভাবুক। শার্ঙ্গদেবের কথিত ইঁহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ নিম্নে লিখিত হইল।

১। শিক্ষাকার—যে গায়ক সম্পূর্ণ সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষাদানে দক্ষ।

২। অনুকার—যে গায়ক গীতে অন্যের ভঙ্গীর অনুকরণ করেন।

৩। রসিক—যে গায়ক রসাবিষ্টভাবে গান করিয়া থাকেন।

৪। রঞ্জক—য গায়ক শ্রোতার মনোরঞ্জনে সম্যক্ সমর্থ।

৫। ভাবুক—যে গায়ক গীতে নব নব উৎকর্ষতা সম্পাদনে সক্ষম।

উক্ত পাঁচপ্রকার গায়ক মধ্যে যিনি একাকী গান করেন তাঁহাকে "একল" গায়ক; যিনি আর একটী সহযোগীর সহিত মিলিত হইয়া গান করেন তাঁহাকে "যমল" গায়ক এবং যিনি বহু গায়কের সহিত মিলিত হইয়া গান করেন তাঁহাকে "বৃন্দ" গায়ক বলা হইয়া থাকে।

অতঃপর গায়কগণের দোষের উল্লেখে শার্ঙ্গদেব বলিতেছেন—'দুষ্ট বা নিন্দিত' গায়ক পঁচিশ প্রকার। উঁহাদের নাম ও লক্ষণ নিম্নে বিবৃত হইল।

১। সন্দষ্ট—যে গায়ক দন্ত দংশন পূর্ব্বক গান করিয়া থাকেন তাঁহাকে "সন্দষ্ট" বলা হয়।

২। উদ্‌ঘুষ্ট—যে গায়কের কণ্ঠস্বর উচ্চ ও রসহীন তাঁহাকে উদ্‌ঘুষ্ট বলে।

৩। সূৎকারী—গান গাহিবার সময় যে গায়ক পুনঃ পুনঃ সূৎকার অর্থাৎ মুখ দিয়া "সূৎ" শব্দ করিয়া বার বার নিঃশ্বাস গ্রহণ করেন তাঁহাকে "সূৎকারী" নামে অভিহিত করা হয়।

৪। ভীত—গাহিবার সময় যে গায়ক ভয়ান্বিত হইয়া থাকেন তাঁহাকে "ভীত" বলা হয়।

৫। শঙ্কিত—যে গায়ক শীঘ্র গীত শেষ করিবার চেষ্টা করেন (যেন শঙ্কিত হইয়া) তাঁহাকে "শঙ্কিত" আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

৬। কম্পিত—গাহিবার সময় যাঁহার দেহ ও কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ কাঁপিয়া থাকে তিনি "কম্পিত" বলিয়া ব্যাখ্যাত হন।

৭। করালী—গান গাহিবার সময় যাঁহার মুখ ভীষণ ভাবে উদ্‌ঘাটিত হয় তাঁহাকে "করালী" বলা হইয়া থাকে।

৮। বিকল—যে গায়ক গীতকালে ন্যূন বা অধিক শ্রুতিসম্পন্ন স্বর গীতে প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাঁহাকে "বিকল" বলা হয়।

৯। কাকী—যে গায়কের কণ্ঠস্বর কাকের ন্যায় কর্কশ তাঁহাকে "কাকী" বলে।

১০। বিতাল—গীতকালে যাঁহার তালভঙ্গ হয় তাঁহাকে "বিতাল" আখ্যা দেওয়া হয়।

১১। করভ—যে গায়ক গলদেশ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া গান করিয়া থাকেন তাঁহাকে "করভ" বলা হয়।

১২। উৎবড়—যিনি গান কালে ছাগলের ন্যায় গলা করিয়া গান করেন তাঁহাকে "উৎবড়" আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

১৩। ঝোম্বক—গান করিবার সময় যাঁহার ললাটে, বদনে ও গ্রীবায় শিরাসমূহ পরিস্ফুট হইয়া ওঠে তাঁহাকে "ঝোম্বক" আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

১৪। তুম্বকী—গান গাহিবার সময় যাঁহার গলদেশ স্ফীত হইয়া তুম্বা বা লাউয়ের আকার ধারণ করে, তাঁহাকে "তুম্বকী" বলা হয়।

১৫। বক্রী—যিনি গলদেশ বক্র করিয়া গান করেন তিনি "বক্রী" নামে অভিহিত হন।

১৬। প্রসারী—যিনি গান গাহিবার সময় শরীর ও গীতকে প্রসারিত করেন তাঁহাকে "প্রসারী" বলা হইয়া থাকে।

১৭। বিনিমীলক—যে গায়ক নয়ন নিমীলনপূর্ব্বক গান গাহেন তাঁহাকে "বিনিমীলক" বলা হয়।

১৮। বিরস—যাঁহার গীত রসবিহীন তাঁহাকে "বিরস" আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

১৯। অপস্বর—যে গায়ক গানে বর্জ্জিত স্বর ব্যবহার করিয়া থাকেন তিনি "অপস্বর" বলিয়া ব্যাখ্যাত হন।

২০। অব্যক্ত—গানকালে যাঁহার কণ্ঠস্বর গদ্গদ ভাবযুক্ত হয় অর্থাৎ গীতের বর্ণগুলি অস্পষ্ট বা অব্যক্তরূপে উচ্চারিত হয় তাঁহাকে "অব্যক্ত" বলা হয়।

২১। স্থানভ্রষ্ট—যিনি হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধা হইতে স্খলিত অর্থাৎ যাঁহার কণ্ঠস্বর এই তিন স্থানে পৌছাইতে পারে না তাহাকে "স্থানভ্রষ্ট" নামে অভিহিত করা হয়।

২২। অব্যবস্থিত—পূর্ব্বকথিত তিনটী স্বরস্থান যাঁহার অনির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ নির্দ্দেশ করিতে যিনি অসমর্থ তাঁহাকে "অব্যবস্থিত" বলা হয়।

২৩। মিশ্রক—যিনি শুদ্ধ ও ছায়ালগ এই দুই প্রকার রাগের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে না পারিয়া মিশ্রিত করিয়া ফেলেন, যাঁহার গীতে বা রাগে বহুল প্রকার মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয় তাঁহাকে "মিশ্রক" বলে।

২৪। অনবধান—যে গায়কের চিত্ত 'স্থায়' প্রভৃতিতে (রাগের অবয়বকে স্থায় বলে; রাগ শব্দের অর্থ গমক; দেশী ভাষায় গমককে রাগ বলে) অবধানশূন্য তাঁহাকে "অনবধান" বলা হয়।

২৫। সানুনাসিক—যে গায়ক আনুনাসিক ধ্বনিতে অর্থাৎ 'নাকী' স্বরে গান গাহিয়া থাকেন তাঁহাকে "সানুনাসিক" আখ্যা দেওয়া হয়।

এই তো গেল রত্নাকর প্রদর্শিত গায়কের দোষগুণ বিচার। আজকাল বহু প্রসিদ্ধ গায়ককেও পূর্ব্বোক্ত দোষ সমূহের এক বা ততোধিক দোষযুক্ত দেখা যায়। ইঁহাদের কেহ কেহ আবার মুখ ও অঙ্গের নানারূপ উৎকট ভঙ্গী করিয়া গান গাহিয়াও শ্রোতাদিগের প্রতি এরূপ তাচ্ছিল্যপূর্ণ সহানুভূতিসূচক কটাক্ষপাত করিয়া থাকেন যেন তাঁহারা যে কত বড় কলানিপুণ শিল্পী তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষীণশক্তিও তুচ্ছ অজ্ঞ শ্রোতৃবৃন্দের অনেকেরই নাই। একান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক শিক্ষিত সঙ্গীতানুরাগী যুবককেও এইরূপ দাম্ভিক ও নানা দোষদুষ্ট গুরুর নিকটই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হয় এবং নিত্য-সাহচর্য্যজনিত অভ্যাসফলে অজ্ঞানতঃ এই সকল অমার্জ্জনীয় দোষে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন। আমরা ছাত্রগণকে গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধান্বিত হইতে বলি না, কিন্তু তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা এই কথাটি স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি যে—"শত্রোরপি গুণাবাচ্যা দোষাবাচ্যা গুরোরপি।"

স্বরলিপি

পিলু বারোঁয়া—তেতালা

(ঠুম্‌রী)

মোহে গরবা লগাবে রে
অকেলী জানকে।
ভৌঁহ কমান নয়ন মৃগলোচন
তক তক মারত বানকে ॥

রচনা—সনদ। স্বরলিপি—শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

০				১				২´				৩			॥
{রা	পা	মা	জ্ঞা	রা	সন্া	-া	ন্া	সা	-া	সা	-া	ন্সা	রজ্ঞা	রা	-া}
মো	০	হে	গ	র	বা	০	ল	গা	০	বে	০	রে০	০০	০	০
ন্া	সা	গমা	পা	গমা	গমা	ধা	পা	গমা	পধা	ণধা	পমা	গমা	পা	জ্ঞা	রা ॥
অ	কে	লী০	০	০০	০০	০	০	জা০	০০	০০	০০	০০	০	ন	কে ॥
০				১				২´				৩			
॥ ন্া	সা	গা	মা	পা	-া	পা	পা	পা	ধা	র্সা	ণা	ধপা	মগা	মা	মা
ভৌঁ	০	হে	ক	মা	০	ন	ন	য়	ন	মৃ	গ	লো০	০০	চ	ন
সা	গা	গা	গা	মা	-া	মা	মা	রমা	রমা	পদা	পা	মজ্ঞা	-া	রা	-া ॥
ত	ক	ত	ক	মা	০	র	ত	বা০	০০	০০	ণ	কে	০	০	০ ॥

তান

১। (২´) ন্সা গমা পধা ণধা | (৩) পমা জ্ঞরা সন্া সা ॥

২। (০) পন্া সরা জ্ঞা -া | (১) সা জ্ঞা -া -া | (২´) রসা ন্সা রা সা | (৩) রপা মজ্ঞা রসা ন্সা ॥

৩। (২´) গমা পধা নর্সা ণধা | (৩) পমা জ্ঞরা সন্া সা ॥

স্বরলিপি

গৌড়মল্লার—ত্রিতাল

ঝুক আই বাদরিয়া শাবনকী শাবনকী মন ভাবনকী।
শাবনমে উমগে যোবনওয়া
ছাঁড পিয়া পরদেশ সিধারে শুধু না রহি ঘর আওনকী॥

স্বরলিপি—সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ছাত্র—
শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

০ ১ + ৩
মা ধপা II মা গমা রা সা | সা রা সা -া | মরা গা মা পা | মা -া গা -া I
ঝু ক আ ০০ ই বা | দ রি য়া ০ | শা ০ ব ন | কী ০ ০ ০

মা রা মা মা | পা -া মা পা | ধনা র্সা ধা পা | মা রগা মা ধপা II
শা ০ ব ন | কী ০ ম ন | ভা ০ ব ন | কী ০ ঝু ক

০ ১ + ৩
II পা পা পা পা | র্সা ধা না র্সা | র্সা -া র্সা -া | র্সা র্রা র্সা -া I
শা ০ ব ন | মে ০ উ ম | গে ০ যো ০ | ব ন ওয়া ০

র্সধা -া ধা র্সধা | নর্সা -া র্সা র্সা I নর্সা র্রা র্সা র্সা | র্সধা -া পা -া I
ছাঁ ০ ড পি | য়া ০ প র | দে০ ০ শ সি | ধা ০ রে ০

মা রা মা মা | পা -া মা পা I ধনা র্সা ধা পা | মা গা মা ধপা II
শু ধু না র | হি ০ ঘ র | আ০ ০ ব ন | কী ০ ঝু ক

তান

০ ১
১। মপা ধনা র্সধা পমা | গমা রপা মগা মরা |

১ + ৩
২। সসা ন্‌সা রগা মরা | পমা পধা নর্সা ধপা | মগা মপা মরা সসা |

০ ১ + ৩
৩। মগা পমা ধপা মপা | ধনা র্সর্সা ধপা র্সর্সা | ধপা মপা মগা রপা | মগা মরা সসা ন্‌সা I

স্বরলিপি

সেই ভালো সেই ভালো
আমারে না হয় না জান।
দূরে গিয়ে নয় দুঃখ দেবে
কাছে কেন লাজে লাজান।

মোর বসন্তে লেগেছে তো সুর,
বেণুবন ছায়া হয়েছে মধুর,
থাক্‌না এমনি গন্ধে বিধুর
মিলন কুঞ্জ সাজান।

গোপনে দেখেছি তোমার ব্যাকুল
নয়নে ভাবের খেলা।
উতল আঁচল এলোথেলো চুল
দেখেছি ঝড়ের বেলা।

তোমাতে আমাতে হয়নি যে কথা
মর্ম্মে আমার আছে সে বারতা,
না-বলা বাণীর নিয়ে আকুলতা
আমার বাঁশিটি বাজান॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

II	{পা	র্সা	র্সণা	ধা	মগা	-রগা	I	মা	পা	-া	-া	-া	-া	I
	সে	ই	ভা	লো	সে০	০০		ভা	লো	০	০	০	০	

(না	না	-া	র্সা	-া	-ণা	I	ধা	ণা	-ধা	পা	-ধা	সণা	I
আ	মা	০	রে	০	০		না	হ	য়	না	০	জা	

ধা	-া	-া	-পমা	-গা	-মা)}	I	র্সা	র্মা	র্গা	র্রা	র্সা	-র্রর্সা	I
নো	০	০	০০	০	০		দূ	রে	গি	য়ে	ন	য়০	

না	-া	র্সা	না	র্সা	-র্রর্সা	I	-না	-র্সা	-া	-া	-া	-া	I
দুঃ	০	খ	দে	বে	০০		০	০	০	০	০	০	

না	র্রা	র্সা	ণা	ধা	পা	I	গা	-া	মা	পা	-ধা	-ণা	II
কা	ছে	কে	ন	লা	জে		লা	০	জা	নো	০	০	

II {মা -ধা ধা | ধা -া না I না র্সা -া | র্সর্রাঃ র্সনঃ না I
মো র্ ব | স ন্ তে লে গে ০ | ছে০ ০০ ত

র্সা -া -া | -া -া -া I না র্সা -া | না র্সা -া I
সু ০ ০ | ০ ০ র্ বে ণু ০ | ব ন ০

না -া -া | র্সা -া -া I না র্সা -নর্রা | র্সা ণা -র্সণা I
ছা ০ ০ | য়া ০ ০ হ য়ে ০০ | ছে ম ০০

ধা -া -া | -া -া (-পমগা)} I -া I ণা -া -র্রা | র্সা -া -া I
ধু ০ ০ | ০ ০ ০০র্ র্ থা ০ ক্ | না ০ ০

-ণা -া -া | ণা ধা পা I পা -া -ধা | পা -ধণা ধা I
০ ০ ০ | এ ম নি গ ০ ন্ | খে ০০ বি

পা -া -া | -া -া -া I না না না | র্সা -া র্সা I
ধু ০ ০ | ০ ০ র মি ল ন কু ন্ জ

গা -া মা | পা -া -র্সা II
সা ০ জা | নো ০ ০

II মা ধা পা | মগা -রা গা I মা -া -ণা | ণা ধা -া I
গো প নে | দে০ ০ খে ছি ০ ০ | তো মা র্

ণা ণর্সা র্সা | ণা ণা ধা I পা ধা -পধণা | ণা ধা -া I
ব্যা কু০ ল | ন য় নে ভা বে ০০র্ | খে লা ০

ধা ধর্সা র্সা | না র্সা -া I না না র্সা | না র্সা -া I
উ ত০ ল | আঁ চ ল্ এ লো থে | লো চু ল্

না না -ধনা | র্সা -া -া I ধা ধর্সা -ণা | ধা পা -ধপা I
দে খে ০০ | ছি ০ ০ ঝ ড়ে০ র্ | বে লা ০০

মা গা সা | গা -া পা I মা -া -ণা | ণা ধা -া I
গো প নে | দে ০ খে ছি ০ ০ | তো মা র্

{মা ধা ধা | ধা ধা না I না -া র্সা | র্সর্রাঃ র্সনঃ না I
তো মা তে | আ মা তে হ য়্ নি | যে০ ০০ ক

র্সা -া -া | -া -া -া I না -া -া | র্সা -া না I
থা ০ ০ | ০ ০ ০ ম ০ র্ | মে ০ আ

র্সা -া -া | -া -া -া I না নর্রা র্সা | র্সধা -সা র্সণা I
মা ০ ০ | ০ ০ র্ আ ছে০ সে | বা ০ র

ধা -া -া | -া -া (-পমগা)} I -া I ণা র্রা র্সা | র্সধা -র্সা ণধা I
ভা ০ ০ | ০ ০ ০০০ ০ না ০ ব | লা ০ বা০

পা -া -া | -া -া -মগা I গা মা পা | ধা ধা -া I
শী ০ ০ | ০ ০ র্০ না ব লা | বা শী র্

ধা ধা ধা | ধা ধা ধা I ধা ধা -ণা | পা -ধণা ধা I
নি য়ে আ | কু ল তা আ মা র্ | বাঁ ০০ শি

পা -া -া | -া -া -া I পা -মা না | র্সা -া -া II II
টি ০ ০ | ০ ০ ০ বা ০ জা | নো ০ ০

রবীন্দ্র-সঙ্গীত

৺দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোনো গীতিকবি বা শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির সম্বন্ধে বিচার কর্‌বার সময় তাঁর সমগ্র আত্মপ্রকাশের অন্তর্গত ক্রমবিকাশের রূপ সমঝ্‌দার বিচারকের চোখে ধরা দেয়। বাহিরের রূপ, রস, গন্ধস্পর্শের তরঙ্গাঘাত শিল্পীর মর্ম্মবীণার তারে যে স্পন্দন জাগিয়ে তোলে, তাই তাঁর অনুভূতির আনন্দরসে অভিষিক্ত হয়ে নানা রসসৃষ্টির উৎস-ধারায় উৎসারিত হয়। অন্তরের ভাবলোকের এবং বাহিরের সৌন্দর্য্যলোকের মিলনে যে পুণ্য সঙ্গমতীর্থ রচিত হয়, তারি কেন্দ্রস্থলে সকল প্রয়োজনাতীত অনির্ব্বচনীয় রূপসৃষ্টিগুলি আপনার পূর্ণ মাধুর্য্যে বিকশিত হয়ে বলে "অহম্‌ অহম্‌ ভো"—এই আমি আছি। যখন এই প্রাণবান্‌ সত্তা বর্ত্তিয়া থাকার আনন্দের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করে, তখন শাশ্বত আনন্দলোকে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। বাহিরের প্রভাব তখন তার অন্তরকে স্পর্শ করে, কিন্তু ক্ষুব্ধ করে না।

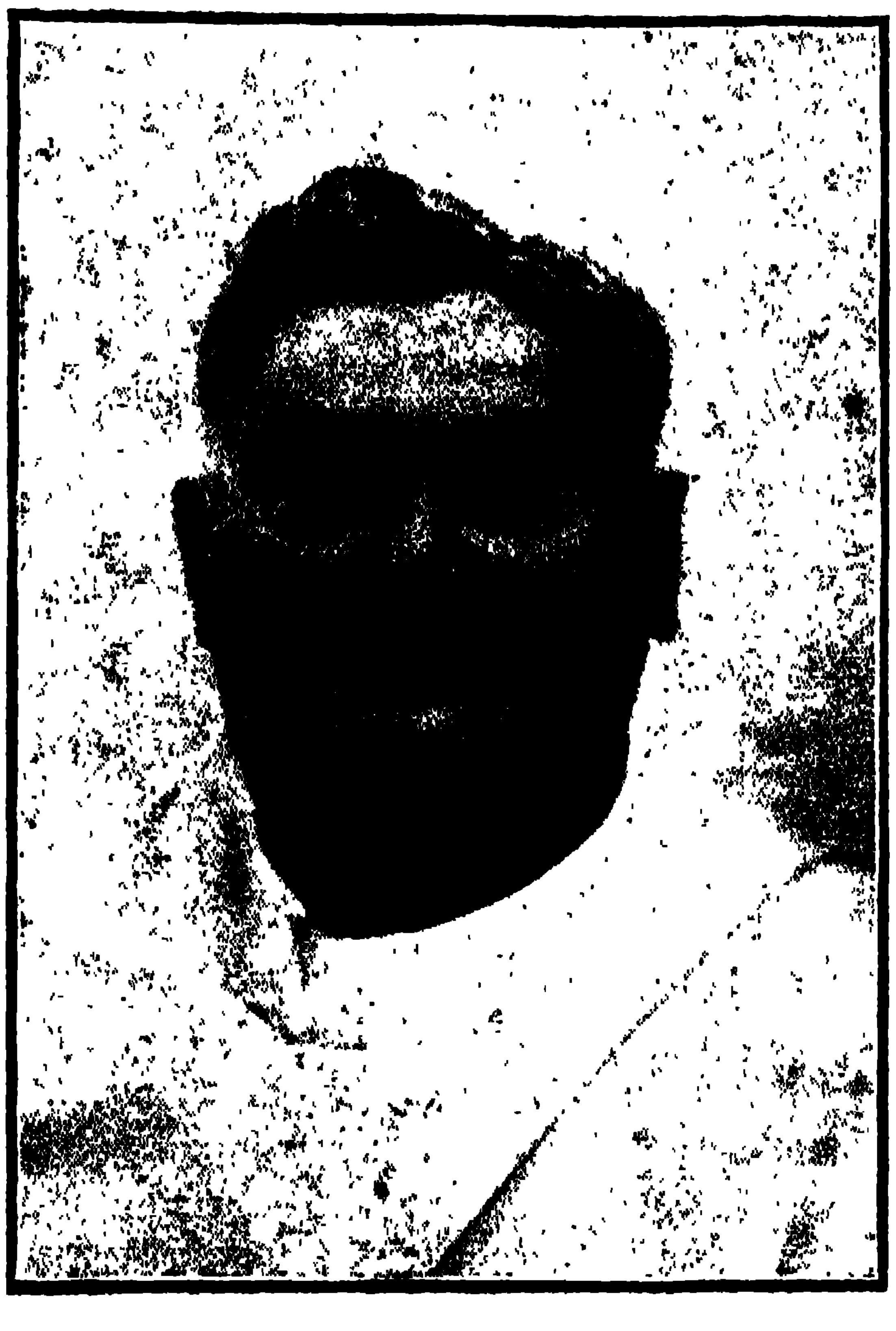

লেখক

শিল্পসৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীতে যে তর্কজাল বোনা হয়েছে, তাতে আবদ্ধ হয়ে বন্ধনদশাকাতর অনেক লোক অনেক আর্ত্তনাদ করেছে; অনুভব করার জিনিষকে বোধগম্য কর্‌বার চেষ্টা করেছে; indefinableকে define কর্‌বার চেষ্টা করেছে। বুদ্ধির দ্বারা তার ব্যবচ্ছেদ করেছে; অনুভূতির দ্বারা সেই রসসৃষ্টির সুষমার অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব তারা উপলব্ধি কর্‌তে পারেনি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের অভিব্যক্তির ধারা আলোচনা করে দেখ্‌বার সুযোগ আমার হয়েছে। প্রথম থেকে এ পর্য্যন্ত তাঁর নব নব সুরসৃষ্টির ক্রমবিকাশের ইতিহাস লিখ্‌তে গেলে যে দূরদৃষ্টি ও শক্তির প্রয়োজন, তা' আমার নেই; তবে আমার ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা যতটুকু বুঝেছি, তা' সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর্‌ছি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে উদাহরণের সাহায্যে আলোচনা কর্‌বার ইচ্ছা আছে।

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ পারিবারিক সাহিত্যের আবহাওয়ার মধ্যে বাস কর্‌তেন এবং সাহিত্য আলোচনা ও রচনায় উৎসাহিত হ'তেন, এ কথা তাঁর জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন। বঙ্কিমযুগের নব জাগরণের প্রথম প্রভাতের অরুণালোকস্পর্শে তাঁর প্রতিভার উদ্বোধন হয়েছিল, এবং পিতা, ভাই, ভগ্নী, সকলের স্নেহচ্ছায়ে ও উৎসাহের অনুকূল বায়ুতে তাঁর নব উন্মেষিত প্রতিভা উদ্দীপ্ত হয়েছিল।

সঙ্গীতে তাঁর অনুরাগ, রসানুভূতি ও আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলা চলে। আমাদের পরিবারে

গানবাজনার চর্চ্চা বড়ো কম ছিল না। বড়ো বড়ো ওস্তাদ এসে সেরা সেরা হিন্দী গান (বেশির ভাগ ধ্রুপদ) গাইতেন। আর সেই সুরগুলিতে বাংলা কথা বসিয়ে ব্রাহ্ম-সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য গান রচনা করতেন দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন সঙ্গীতশাস্ত্র অধ্যয়নমগ্ন; পিয়ানোতে বিশুদ্ধ রাগরাগিণীর গৎ বাজাচ্ছেন আর তাতে কথা বসিয়ে গান তৈরী করছেন কবি নিজে। এই হোলো গীতরচনার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। বাহিরের প্রভাব এবং traditionএর ধারা যুগপৎ তাঁকে রসের খোরাক জোটাতে লাগল। মাঝে মাঝে স্বকীয় প্রতিভার রশ্মি tradition এবং ওস্তাদীর গবাক্ষদ্বারের ভিতর দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মেরেছিল, কিন্তু আবরণ বিদীর্ণ করে নিজস্ব প্রতিভার দীপ্তি তখনও উদ্ভাসিত হয়নি। ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন পাপক্ষয় করবার একান্ত আগ্রহ দেখে রবীন্দ্রনাথও ভাবাবেগে গান লিখলেন—"আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে পদে পদে পথ ভুলি হে।" ছ'জনার তাড়নায় কাতর ভাবপ্রবণ অশ্রুবিলাসী শ্রোতাদের তিনি মুগ্ধ করেছিলেন, কিন্তু বীণাপাণির আসন তখনও শূন্য ছিল। এ কথা লিখলুম বলে পাঠক ভাববেন না যে, তিনি সে সময়ে উচ্চদরের সঙ্গীত রচনা করেননি। পরবর্ত্তীকালে যদুভট্ট এবং রাধিকা গোস্বামীর কাছ থেকে সুর আদায় ক'রে তাতে কথা বসিয়ে যে সব ব্রহ্মসঙ্গীত তিনি রচনা করেছিলেন, তা অপূর্ব্ব বাক্যযোজনায় এবং বীর্য্যদ্যোতনায় অননুকরণীয় সম্পদে মহীয়ান।

এরপরে দেখা যায় classical সুরগুলির বিশিষ্ট রস আত্মসাৎ ক'রে তিনি গীতিনাট্য রচনায় সিদ্ধহস্ত হয়েছেন। "বাল্মীকি প্রতিভা" ও "মায়ার খেলা"র গানে classical প্রভাব সুস্পষ্ট। এই গীতিনাট্য দু'টীর গানগুলি কথা ও সুরের হরগৌরী মিলনের অপূর্ব্ব উদাহরণ। এই সময় আরও কতগুলি গান রচিত হয়, যার lyrical beautyর তুলনা নেই। বাল্যকালে আমি সে গানগুলি শুনে মুগ্ধ হতুম, তৃপ্ত হতুম আর আপনমনে গেয়ে যে কী আনন্দলাভ করতুম, তা' কথায় বোঝাবার শক্তি আমার নেই। পৃথিবীর সমস্ত একান্ত intimate সম্বন্ধ অতিক্রম ক'রে কোন্ স্বপ্নলোকে উত্তীর্ণ হতুম কে জানে! গানগুলি হচ্ছে "আকুল কেশে আসে", "আহা জাগি' পোহাল বিভাবরী", "আজি শরত তপনে", "তোমার গোপন কথাটি" ইত্যাদি। কথার অর্থ আমার কাছে এত অকিঞ্চিৎকর ছিল যে, সে সময়কার কোনো রবীন্দ্রবিদ্বেষী যখন আমাকে বল্‌লেন যে, রবীন্দ্রনাথ "আহা জাগি' পোহাল বিভাবরী' এ গানটী কোনো প্রেমিকাকে উদ্দেশ করে লিখেছেন, তখন যে কী আহত হয়েছিলাম বল্‌তে পারিনে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের এরূপ বস্তুতান্ত্রিক অর্থ অনেকেই করত।

রবীন্দ্রনাথ এ পর্য্যায়ের গানগুলিকে emotional আখ্যা দিয়েছেন। Emotional তো বটেই! Lyric মাত্রই emotional, কিন্তু সে emotion intimate নয়। এ যেন ক্ষণস্থায়ী সুখদুঃখের দ্বন্দ্বের অতীত কোন্ এক অক্ষুব্ধ সরসানীরে বিকশিত শতদল—"তার বাঁধন যে নাই"। এই detachment হোলো artএর মূল কথা।

কবির সমস্ত কাব্যজীবনের ধারার মধ্যে দেখতে পাই তিনি অধ্যাত্মজগতের এমন এক স্তরে গিয়ে পৌঁচেছেন, যেখানে তাঁর দৃষ্টি বর্ত্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎকে অতিক্রম ক'রে শাশ্বত আলোকের আনন্দে উদ্ভাসিত। এ দৃষ্টি ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পদ। এই দৃষ্টির সাহায্যে আবিষ্কৃত সত্যবাণীর অব্যাহত স্রোত বৈদিকযুগ থেকে এ কাল পর্য্যন্ত বয়ে আস্‌ছে এবং নানা যুগের নানা সমস্যার ঘাতপ্রতিঘাতে নানা সমাধানে উপনীত হয়েছে। এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য,

অর্থাৎ human interest। আমার তো মনে হয় যে তিনি intensely human। আর একদিকে দেখ্‌তে পাই তাঁর প্রকৃতিপ্রীতি। যা-কিছু প্রাণবান্‌, যা কিছু আপনার আনন্দবেগের প্রেরণায় আপনাকে নিঃশেষে দান করেছে এবং নব নব জীবনের পূর্ণতায় বিকশিত হচ্ছে, তাকেই তিনি একান্ত আপনার করে নিয়েছেন। তাঁর রচিত "ছিন্নপত্র" বইটি যিনি পড়েছেন, তিনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন আমি কেন এ কথা বল্‌ছি। অধ্যাত্ম-জীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে মানুষ এবং প্রকৃতির ব্যবধানের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, দুই-ই তাঁর পরমাত্মীয় হয়ে উঠেছে।

সত্যের চরম উপলব্ধির শাশ্বত আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যখন বাণীর বরপুত্রের আসনে আসীন, তখন তাঁর সুরশিল্প-সাধনার পূর্ণ পরিণতি দেখ্‌তে পাই। যে কথা নানারূপে নানা ছন্দে প্রকাশিত হয়েছে, তা সুরের ব্যঞ্জনায় অরূপ মূর্ত্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে আনন্দলোকের রহস্যের দ্বার অবারিত করে দিয়েছে। ধ্যান-সমাহিত চিত্ত সুরের উৎসধারার সন্ধান পেয়েছে ব'লে অন্তরের সুরের নির্ঝরিণী কলস্বরে ধাবমান—"কার সাধ্য রোধে তার গতি।"

কবির আধ্যাত্মিক সাধনালব্ধ অপূর্ব্ব বাণীর সঙ্গে ভারতের মধ্যযুগের সাধকদের বাণীর ভাবের মিল আছে, এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু বাণী এবং সুরের অপূর্ব্ব মিলনে শিল্পসৃষ্টি হিসাবে আদর্শ-স্থানীয় হয়েছে কবির আধুনিক গানগুলি, যার আরম্ভ 'গীতপঞ্চাশিকা'য় এবং 'গীতি-বীথিকা'য়। পরবর্ত্তী রচনায়—'নব গীতিকা' এবং 'গীতমালিকা'র গানগুলিতে এ আদর্শের চরম পরিণতি পরম সৌষ্ঠবে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। এ গান-গুলিতে দেখ্‌তে পাই সুরের Surprises। শৈলারোহণের সময় মোড় ফিরে অপ্রত্যাশিত প্রকৃতিমাধুর্য্য দেখে মনটা যেমন চমকে ওঠে, এও সেইরকম। কথাগুলো ভালো-মানুষের মতো মগজের এক কোণে চুপ ক'রে পড়েছিল। সুরগুলো নৃত্যচপল ভঙ্গীতে ঘিরে ঘিরে তাকে এমন একটা অপ্রত্যাশিত রূপদান কর্‌লে, যা' দেখে রসিক-চিত্ত বল্‌লে "বাঃ, এ রকমটি তো ভাবিনি!" আমার মনে হয় কবি হয়তো নিজেই জানেন না কেমন করে সুরগুলো আপন গতিবেগের প্রেরণায় আপনি decorative designগুলো তৈরী করল—যার আরম্ভও নেই, শেষও নেই। যে সুরটা গড়ে উঠ্‌ল, সেটা কালোয়াতিও নয়, বাউলও নয়। তা সম্পূর্ণ খেয়ালী। জ্ঞানলব্ধ দুর্ব্বিদগ্ধ বল্‌বেন "হেঁয়ালী"।

গান তৈরী কর্‌বার সময় তাঁর কাছে বসে থেকে আমার বারবার মনে হয়েছে যে, সুরের পাগ্‌লামীকে তিনি কিছুতেই দাবিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ছেন না;—খাবার তাড়ায়ওনা, কাজের তাড়ায়ও না। একটা গানের সুর দিচ্ছিলেন, সেটা হচ্ছে—"একটুকু ছোঁওয়া লাগে"। সুর অভিমানিনী প্রেয়সীর মতো মুখ ঘুরিয়ে বস্‌ল, মান-ভঞ্জনের পালা শেষ ক'রে কবির মন যখন সুরকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌লে "আচ্ছা নাও, তোমার হাতে আমার বাণী সমর্পণ কর্‌লুম"—অমনি গানটি তৈরী হোলো, কথা বল্‌লে আমি ধন্য, সুর বল্‌লে আমি পূর্ণ। আমার মূল বক্তব্য এই গানগুলির সম্বন্ধে এই যে, মধ্যযুগের কবিদের সঙ্গে বাণীর ভাবের মিল থাক্‌তে পারে, কিন্তু গান হিসাবে অর্থাৎ শিল্পসৃষ্টির হিসাবে কবির গানগুলিকে বোধহয় আরও উচ্চস্থান দেওয়া যেতে পারে। অন্ততঃ আমার এই মনে হয়, আর "বুঝিবে কী ধন রসিক যে জন।"

ঋতুসঙ্গীত সম্বন্ধে দু'চার কথা ব'লে আমার বক্তব্য শেষ করি। "বসন্ত" ও "সুন্দর" এ দু'টী কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। অনেক কবি প্রকৃতির শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে তার জয়গান করেছেন শতমুখে। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-লীলার রসমাধুর্য্য উপভোগ ক'রে তার সঙ্গে এমন নিবিড় আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপন এবং তার রহস্যলোকের দ্বার-

উদ্ঘাটন আর কোনো কবি করেছেন কিনা জানিনে। প্রত্যেক কিশলয়ের অব্যক্ত কাকলিতে, প্রতি কুসুমের বর্ণগন্ধময় আত্মনিবেদনে, প্রতি ঋতুসমাগম ও অবসানের মিলনবিরহের বেদনায়, কবির মন আনন্দে আকুল ও বিরহে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বাইরের বিরহমিলনের অন্তরালে যে মায়াময় রহস্যলোক রয়েছে, তার অরূপ মাধুর্য্যের সন্ধান, পাওয়া-না-পাওয়ার অনির্ব্বচনীয় আনন্দের আস্বাদন পেয়ে কবির মন গেয়ে উঠ্‌ল "ও কি এল, ও কি এল না।" গভীর অনুভূতির আনন্দ যেমন মানুষকে সুখদুঃখের, মিলনবিরহের, জন্মমৃত্যুর অতীত অতীন্দ্রিয় আনন্দলোকে উত্তীর্ণ করে, তেমনি প্রকৃতিও অন্তর্নিহিত গভীর সত্তার পরিব্যাপ্ত চৈতন্যে উদ্বোধিত হয়ে প্রাণের নব নব প্রকাশে জয় পরাজয়ের বাণী নিত্যনিয়ত ঘোষণা করছে। এই বিজয়বার্ত্তার সান্ত্বনার বাণী, এই একান্ত আত্মীয়তার রূপ কবির ঋতুসঙ্গীতে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।*

স্বরলিপি

মালকৌশ—তেতালা

উৎসব চলেছে তাঁহার
দীপ জ্বলে শশী-তারকার।
সে সভায় যোগ দে রে মন
কেন হেন মোহ-অচেতন
প্রীতিফুল করিয়া চয়ন
ডালি দাও চরণে রাজার।

ফুলেরা ফুটেছে সারে সার
পাখী ডাকে শাখে অনিবার!
ত্রিভুবনে বীণা বাজে ঐ
মরম-বীণা বাজে কই?
জেগে ওঠ নাচো মোর মন
রচ' বন্দনা-গীতিহার॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল, বাণীকণ্ঠ

	০				১				২´				৩				॥	
II {	সা	-জ্ঞা	সা	সণ্া	দ্া	দ্া	ণ্া	সা	মা	-া	-া	-া	-া	-া	-া (-সা)}	I	-া	I
	উ	ৎ	স	০ব	চ	লে	ছে	তাঁ	হা	০	০	০	০	০	র্	০	০	

মা	-জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	দা	দা	ণা	দণা	-র্সা	-া	-া	-া	-া	-া	-সা	II
দী	প্	জ্ব	লে	শ	শী	তা	র	কা০	০	০	০	০	০	০	র্	

---

* শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র পরিচয় সভার ৪র্থ বার্ষিক ৪র্থ অধিবেশনে পঠিত।

II {মা মা জ্ঞা -া | মা -দা দা ণা | দণা -র্সা -া -া | -া -া -া -া I
সে স ভা য়্ | যো গ্ দে রে | ম০ ০ ০ ০ | ০ ০ ন্ ০

র্সা জ্ঞা জ্ঞা র্সণা | ণর্সা র্সণা দা দা | ণা -া -া -া | -া -া -া -া} I
কে ন হে ন০ | মো হ০ অ চে | ত ০ ০ ০ | ০ ০ ন্ ০

মা মা জ্ঞা -া | মা দা দা ণা | দণা -র্সা -া -া | -া -া -া -া I
প্রী তি ফু ল্ | ক রি য়া চ | য়০ ০ ০ ০ | ০ ০ ন্ ০

ণা ণা ণা -দা | দা দা মা -জ্ঞা | মা -া -া -া | -া -া -া -সা II
ডা লি দা ও | চ র ণে রা | জা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ র্

II {সা সা সা সা | ণ্া ণ্া দ্া ণ্া | দ্ণ্া -া -া -া | -া -া -া -া I
ফু লে রা ফু | টে ছে সা রে | সা ০ ০ ০ | ০ ০ র্ ০

ম্া দ্া দ্া দ্া | দ্া ণ্া ণ্া ণ্সা | ণ্া -সা -া -া | -া -া -া -া} II
পা খী ডা কে | শা খে অ নি | বা ০ ০ ০ | ০ ০ র্ ০

[মা মা জ্ঞা জ্ঞা]
II {ণ্া সা জ্ঞা মা | মা দা দা ণা | দণা -র্সা -া -া | -া -া -া -া I
ত্রি ভু ব নে | বী ণা বা জে | ঐ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

র্সা জ্ঞা জ্ঞা র্সা | ণা -দা দা ণা | ণদা -ণা -া -া | -া -া -া -া} I
ম র ম বী | ণা ০ বা জে | ক ই ০ ০ | ০ ০ ০ ০

মা মা জ্ঞা জ্ঞা | মা দা দা -ণা | দণা -র্সা -া -া | -া -া -া -া I
জে গে ও ঠ | না চ মো র্ | ম০ ০ ০ ০ | ০ ০ ন্ ০

ণা ণা ণা -া | দা দা মা মজ্ঞা | জ্ঞমা -া -া -া | -া -া -া -সা II II
র চ ব ন্ | ন না গী তি০ | হা ০ ০ ০ | ০ ০ ০ র্

আগমনী

স্বপন দেখেছে গিরিরাণী
আকাশের চাঁদ ডেকে বলে—
"মাগো, আজ খোল দ্বার
আমারে তুলিয়া লও কোলে।"

নভোহারা দুটী তারা, উমার নয়ন কোলে,
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু, যেন রাঙা রবি জ্বলে!

প্রভাতে বাহিরে আসি',
হেরিল কাহার হাসি!
উমাসতী হাসে মৃদু,
চরণ রাখিয়া ফুলদলে।

বিমোহিত গিরিরাণী,
মুখে নাহি সরে বাণী!
মা হইয়া মা ডাকিতে
সাধ জাগে যেন পলে পলে।

কথা—শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

সুর—কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মণ

স্বরলিপি—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী

```
    +                     0
II র্সনা র্সদা পদা  মা | মা  পা  দা  ণা I দণা  -া  র্সা  -া | -া  -া  -া  -া I
   স্ব  পন্  ০০  দে | খে  ছে  গি  রি   রা  ০  ণী  ০ | ০  ০  ০  ০

   সা  মা  মা  -া | মা  মা  গা  মা I গমা  পদা  পা  -া | পা  দা  মা  -া I
   আ  কা  শে  র্ | চাঁ  দ্  ডে  কে   ব০  ০০  লে  ০ | মা  গো  ০  ০

   মপা  মা  জ্ঞরা  জ্ঞা | রজ্ঞা  জ্ঞা  ঋা  সা I {সা  ঋা  জ্ঞা  মা | জ্ঞা  ঋা  সা  -া I
   আ০  জ  খো০  ল | দ্বা০  ০  ০  র্   আ  মা  রে  তু | লি  য়া  ল  ও

   ণ্সা  জ্ঞঋা  সা  -া | মা  গা  মা  -া} II
   কো০  ০০  লে  ০ | মা  গো  ০  ০
```

* এই গানখানি সুরদাতা স্বয়ং হিন্দুস্থান কোম্পানীতে রেকর্ড করিয়াছেন। সঞ্চারীতে ইচ্ছা করিয়াই একটু কীর্ত্তনের ভাব মিশান হইয়াছে। সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে, কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে মনে করিয়া বিস্তারিত দিলাম না; যাঁহাদের সঙ্গীত-বোধ আছে তাঁহারা অনায়াসেই বৈচিত্র্য খুঁজিয়া পাইবেন।

+ 0

II দা দা‿র্জ্ঞা -া | র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা -া | -া -া -া -া I

প্র ভা তে ০ | বা হি রে ০ আ ০ সি ০ | ০ ০ ০ ০

র্রা র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞা -া | র্সা র্ঋা র্জ্ঞর্মা র্জ্ঞর্ঋা I র্সা -া -া -া | -া -া -া -া I

হে রি০ ল কা | হা য় হা০ ০০ সি ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

{র্ঋা র্ঋা র্ঋা র্ঋা | র্ঋা র্ঋা র্ঋা র্সা I নর্সা র্ঋর্সা নর্সা র্ঋর্সা | নর্সা -া -া -া} I

উ মা স তী | হা সে মৃ দু মৃ০ ০০ দু০ ০০ | ০০ ০ ০ ০

ণা র্সা ণা দা | পা মা রা জ্ঞা I মপা দপা মা -া | জ্ঞা রা জ্ঞা -া I

চ র ণ রা | খি য়া ফু ল দ০ ০০ লে ০ | মা গো ০ ০

সা ঋা জ্ঞা মা | জ্ঞা ঋা সা -া I ণ্সা জ্ঞঋা সা -া | -া -া -া -া II

আ মা রে তু | লি য়া লও ০ কো০ ০০ লে ০ | ০ ০ ০ ০

+ 0

II {মা মা মা মা | গা মা গা মা I গা মা -া পা | মগা মা গা রা I

ন ভো হা রা | দু টী তা রা উ মা বৃ ন | য় ন কো লে

ণা ণা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা I ণা র্রর্সা র্সা র্সা | ণা পধা ধা পমা} I

ল লা টে সি | ন্দু র বি ন্দু যে ন০ রা ঙা | র বি জ লে০

র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা I র্মা -া -া -া | -া -া -া -া I

বি মো হি ত | গি রি রা ০ ণী ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

রা´ জ্ঞ´রা´ সা´ ণা | সা´ ঋা´ জ্ঞ´মা´ জ্ঞ´ঋা´ I সা´ -া -া -া | -া -া -া -া I
মু খে০ না হি | স রে বা০ ০০ ণী ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

{জ্ঞা´ জ্ঞা´ রা´ জ্ঞা´ | রজ্ঞা´ রসা´ ণা ণা I ণসা´ জ্ঞ´ঋা´ সা´ -া | (সা´ রা´ সরা´ সা´)} I
মা হ ই য়া | মা০ ০০ ০ ডা কি০ ০০ ভে ০ | ০ ০ ০০ ০

সা´ জ্ঞা´ ঋা´ সা´ | ণা দা পা মা I জ্ঞমা জ্ঞা ঋজ্ঞা ঋা | সা -া -া -া I
সা ধ. জা গে | যে ন প লে প০ ০ লে০ ০ | ০ ০ ০ ০

জ্ঞা রা জ্ঞা -া | সা ঋা জ্ঞা মা I জ্ঞা ঋা সা -া | ণ্সা ঋজ্ঞা সা -া I
মা গো ০ ০ | আ মা রে তু লি য়া ল ও | কো০ ০০ লে ০

-া -া -া -া II II
০ ০ ০ ০

গান

শ্রীহাসিরাশি দেবী

আজি নব আনন্দে মধুর ছন্দে
চারণ জাগিল বাংলা মা'র
ঘোষে বরাভয় দিকে দিকে জয়
উৎসবময় বন্দনার।

হাসে ফুলবীথি রাতি প্রভাতে,
ভাসে শুভগীতি দখিনা সাথে,
মুখর কণ্ঠে ওঠে বাজি'
মুগ্ধ এ চিত চন্দনার।

তব পাদমূলে আজি সব ভুলে
ভাই বোনে মিলি প্রণমি আজ
খুলি ভাণ্ডার আনে ভারে ভার
দিশি দিশি তব কনক সাজ।

সুনীল গগনে অমলিন জ্যোতিঃ
করিছে জননী তোমারি আরতি
আলোক দীপালি আজি প্রাণে জ্বালি
দূরে গেল ঘন অন্ধকার। *

---

* উক্ত গানখানি লেখিকার বিনানুমতিতে কেহ রেকর্ড কিম্বা সুর করিতে পারিবেন না।

স্বরলিপি

সারঙ্গ মিশ্র—দাদ্‌রা

আজ শরতের শ্যামলিমায় একি আকাশ ভরা।
আজি কার সন্ধানী বায় মুকুল জাগায়
আকুল অধীর বসুন্ধরা!

ছন্দে পরাণ হিন্দোলিয়া ওঠে,
গন্ধে উদার ভ্রমর হ'য়ে ছোটে,
অমর মনের অন্তরালে স্বপন জাগে ভাঙা-গড়া!

তবু কোন্ মনের কোণে, বনের কোণে
শিউলি আমার কাঁদে—
করুণ আর্ত্তনাদে;

বন্ধ্যা হিয়ার আবরণের ফাঁকে
অন্ধ চোখের চাওয়া যদি থাকে,
দৃষ্টি আমার উঠুক ভরি' নিখিল বঁধু-স্বয়ম্বরা!

কথা—শ্রীফণিভূষণ মৈত্র
সুর—কুমারী সুলেখা রায়
স্বরলিপি—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

II রা -পা মা | রা -সা -রা I ন্‌া সা রা | সা -া -া I
আ জ্ শ | র তে র্ শ্যা ম লি | মা য় ০

রা রা -ণা | -ধা পা -ধা I মা পা -রা | মা -সা রা I
এ কি ০ | আ কা শ ভ ০ রা | ০ ০ ০

-ন্‌া সা রা | -া -া -া I -া -া রা | রা ধা ধা I
০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ আ | জি কা র

ধা ণা ধা | পঙ্মা পা -া I ধা মা মা | পা রা -া I
স ০ ন্ধা | নি বা য় মু কু ল | জা গা য়

রা রপা -মা | -রা সা সার I ন্‌া সা রা | সা -া -া II
আ কু০ ল | অ ধী র ব সু ন্ধ | রা ০ ০

II মা -া পা | ণা মা -পা I না -া না | র্সা র্সা র্সর্রা I
ছ ০ ন্দে | প রা ণ হি ০ ন্দো | লি য়া ০০
ব ০ ল্যা | হি য়া র আ ব ০ | র ণে ০র্

না র্সা -া | -া -া -া I -র্রা -া র্মা | র্রা র্সা র্সা I
ও ঠে ০ | ০ ০ ০ গ ০ ন্ধে | উ দা র
ফাঁ কে ০ | ০ ০ ০ অ ০ ন্ধ | চো খে র

না র্সা র্রা | না র্সা র্রা I না র্সা -া | -পা -া -া I
ভ্র ম র | হ য়ে ০ ছো ০ ০ | টে ০ ০
চা ও য়া | য দি ০ থা ০ ০ | কে ০ ০

ধা ণা ণা | ধা ণা ণা I ধা র্সা না | ধা পা -মা I
অ ম র | ম নে র অ ন্ ত | রা লে ০
দৃ ০ ষ্টি | আ মা র উ ঠ্ ক্ | ভ রি ০

-মা মা মা | -রসা সা রা I ন্‌া সা সরা | -সা রা -া II
স্ব প ন | জা০ গে ০ ভা ঙা গ০ | ড়া ০ ০
নি খি ল | বঁ০ ধূ ০ স্ব য় ম্ব০ | রা ০ ০

প্‌া II প্‌া ন্‌া -সা | -সা সা রা I ন্‌া সা -পা | -পা মা রা I
ত বু কো ন্ | ম নে র কো ণে ০ | ব নে র

-রা সা -া | সা রা মা I পা ধা ণা | ধা -পা পা I
কো ণে ০ | শি উ লি আ মা র | কাঁ ০ দে

-ধা -ণা -র্সা | -ণা পা মা I -রা সা রা´ | সা ন্‌া রা I
০ ০ ০ | ক রু ণ আ ০ র্ত | না ০ ০

সা -া -া | -া -া} II II
দে ০ ০ | ০ ০

রস-কীর্ত্তন

(মাথুর বিরহ—দূতী উক্তি)

জপতাল (লোফা)

(১)

শ্যাম শুক পাখী, সুন্দর নিরখি' ;
রাই ধরিল নয়ন ফাঁদে।
তারে হৃদয় পিঞ্জরে, রাখিল সাদরে,
মনোহি শিকলে বাঁধে ॥
(তারে বেঁধেছিল, মন শিকলে বেঁধেছিল,
হৃদয় পিঞ্জর মাঝে মন শিকলে বেঁধেছিল)
মনোহি শিকলে বাঁধে ॥

(২)

....
তারে প্রেম সুধা নিধি দিয়ে।
তারে পুষি পালি, ধরাইল বুলি
ডাকিত রাধা বলিয়ে ॥
(কিছু বল্‌তো নাগো, রাধা ভিন্ন কিছু
বল্‌তো নাগো, রাধা নামের সাধা পাখী
রাধা ভিন্ন কিছু বল্‌তো নাগো)
ডাকিত রাধা বলিয়ে ॥

(৩)

এখন হ'য়ে অবিশ্বাসী, কাটিয়া আঁকুসী
পলায়ে এসেছে পুরে।
সন্ধান করিতে পাইনু জানিতে
কুবুজা রেখেছে ধরে ॥
(মনোচোরা পাখী, রাধার মনোচোরা পাখী,
রাধার ভিন্ন আর কার নয় রাধার মনোচোরা
পাখী) কুবুজা রেখেছে ধরে ॥

(৪)

আপনারি ধন, করিতে প্রার্থনা
রাই পাঠাইল মোরে।
চণ্ডীদাস দ্বিজে, তব তজবিজে,
পেতে পারে কিনা প রে ॥
(বিচার ক'রে দেখ হে, বিচারপতি বিচার
ক'রে দেখহে, পাখী রাই পাবে না কুব্জা
পাবে বিচারপতি বিচার ক'রে দেখ হে)
পেতে পারে কিনা পারে ॥

রচনা—প্রাচীন বৈষ্ণব কবি-শিরোমণি দ্বিজ চণ্ডীদাস

সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস।

	০			১			২´			৩			
II {	মা	মা	মা	জ্ঞা	রা	রা	সা	রা	রা	রা	জ্ঞা	ররা	I
	শ্যা	ম্	শু	ক	পা	খী	সু	ন্দ	র	নি	র	খি রাই	

	০			১			২´			৩			
	সা	রা	সা	ণ্া	ধ্া	ণ্া	সা	সা	-া	-া	-া	-া }	I
	ধ	রি	ল	ন	য়	ন	ফাঁ	দে	০	০	০	০	

	০	১	২´	৩	
{	মা পা পা	পা পা পা	পা পা পা	পা দা পা	I
	হৃ দ য়	পি ঞ্জ রে	রা খি স	সা দ রে	

০	১	২´	৩	
মা পা মা	মা মা মজ্ঞরসা	রসা জ্ঞা রা	সা -া -া }	II
ম নো হি	শি ক লে০ ০ ০	বাঁ০ ০ ০	ধে ০ ০	

আখর ঃ—

	০	১	২´	৩	
II	সা -া -া	সা সা রা	সা রা মা	গা রজ্ঞা রসা	I
	০ ০ ০	০ তা রে	বেঁ ০ ধে	ছি ল০ ০০	

	০	১	২´	৩	
{	ণ্‌া সা সা	সা সা রা	সা রা মা	গা রজ্ঞা রসা }	I
	ম ন্‌ শি	ক লে ০	বেঁ ০ ধে	ছি ল০ ০০	

	০	১	২´	৩	
{	মা মা -া	পধণর্সা ণধা পমা	মা পা মা	মজ্ঞা রসা সা	I
	হৃ দ ০	য়০০০ পি০ ০০	ঞ্জ র মা	ঝে০ ০০ ০	

০	১	২´	৩	
ণ্‌া সা সা	সা সা রা	সা রা মা	গা রজ্ঞা রসা }	I
ম ন শি	ক লে ০	বেঁ ০ ধে	ছি ল০ ০০	

০	১	২´	৩	
মা পা মা	মা মা মজ্ঞরসা	সরা জ্ঞা রা	সা -া -া	II
ম নো হি	শি ক লে০০০	বাঁ০ ০ ০	ধে ০ ০	

অপরাপর কলিগুলির স্বর প্রথম কলির অনুরূপ।

হারমোনিয়মের স্কেল :—স্ত্রী কণ্ঠে মুদারার সি-সার্প (কোমল র) কিম্বা ডি-সার্প (কোমল গ), পুরুষ কণ্ঠে উদারার এফ্-সার্প (কড়ি ম) কিম্বা জি-সার্প (কোমল ধ)।

সঙ্গীতে ত্রিপুরা

শ্রীমণিলাল সেনশর্ম্মা

প্রত্যেক দেশের চিত্র-কলার রূপ-রস যেমন প্রত্যেক দেশবাসীরা উপভোগ করতে পারে এবং যে কোন দেশের ছবি থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসীরা যেমন রূপরস নিঙড়ে বা'র করবার মত প্রেরণা আজকাল উপলব্ধি করছে; নিজেদের সঙ্গীত ছাড়া অন্য দেশের সঙ্গীত বুঝবার মত বা উপভোগ করবার মত তেমন প্রেরণা এখনও মনে জাগেনি বলেই সঙ্গীতে প্রাদেশিকতা বেশী, আর এজন্যেই সঙ্গীত একঘরে হয়ে আছে। চীনের একটা ছবি দেখে আমরা ছবিটির অঙ্কন পদ্ধতির প্রশংসা না করে পারিনে, ভাব বুঝতে না পারলেও বুঝবার চেষ্টা করি। ছবির মত অন্যান্য ললিত কলার সম্বন্ধেও এ কথা বলা চলে। কিন্তু চীনের গান শুনে' বুঝবার মত মনের অবস্থা আমাদের এখনও হয়নি বলে' গান আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা হেসে তা'দের সঙ্গীতকে অগ্রাহ্য করে' বসি। এজন্যই সঙ্গীত বড় একঘেয়ে; আর তার ফলে বাংলার গীত; হিন্দুস্থানের গীত, কর্ণাটের গীত, মহারাষ্ট্রের গীত, এরূপ নানা বিভাগ ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যেই হয়েগেছে, অন্যান্য দেশের সঙ্গীতের ত কথাই নেই। তবে আজকাল ভারতীয় সঙ্গীতে ইউরোপীয় কন্‌সার্ট পদ্ধতি ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে ভারতীয় বেশ ধরে, আর পাশ্চাত্য সঙ্গীতেও ভারতীয় গীত আস্তে আস্তে আমেজ ধরাতে সুরু করেছে। হলিউডের কোনও কোনও প্রসিদ্ধ বাণী-চিত্রের সঙ্গীতে ভারতীয় রাগ-রাগিণীর রূপ ও ভারতীয় বেশে কন্‌সার্ট শুনেছি। বর্ত্তমানে আমাদের সঙ্গীতের রূপ-রস পাশ্চাত্যের কোনও কোনও সঙ্গীতজ্ঞের মন বিশেষ ভাবে স্পর্শ করেছে। বোম্বাইএর এক বীণকারের বীণার আলাপ গ্রামোফোন রেকর্ডে শুনে, আমেরিকার কোনও এক প্রসিদ্ধ অর্কেষ্ট্রা-চালক বীণার মত অদ্ভুত যন্ত্রটি দেখবার ও বিশেষ করে ঐ যন্ত্রটির বাজনা শুনবার জন্য ভারতে এসেছিলেন।

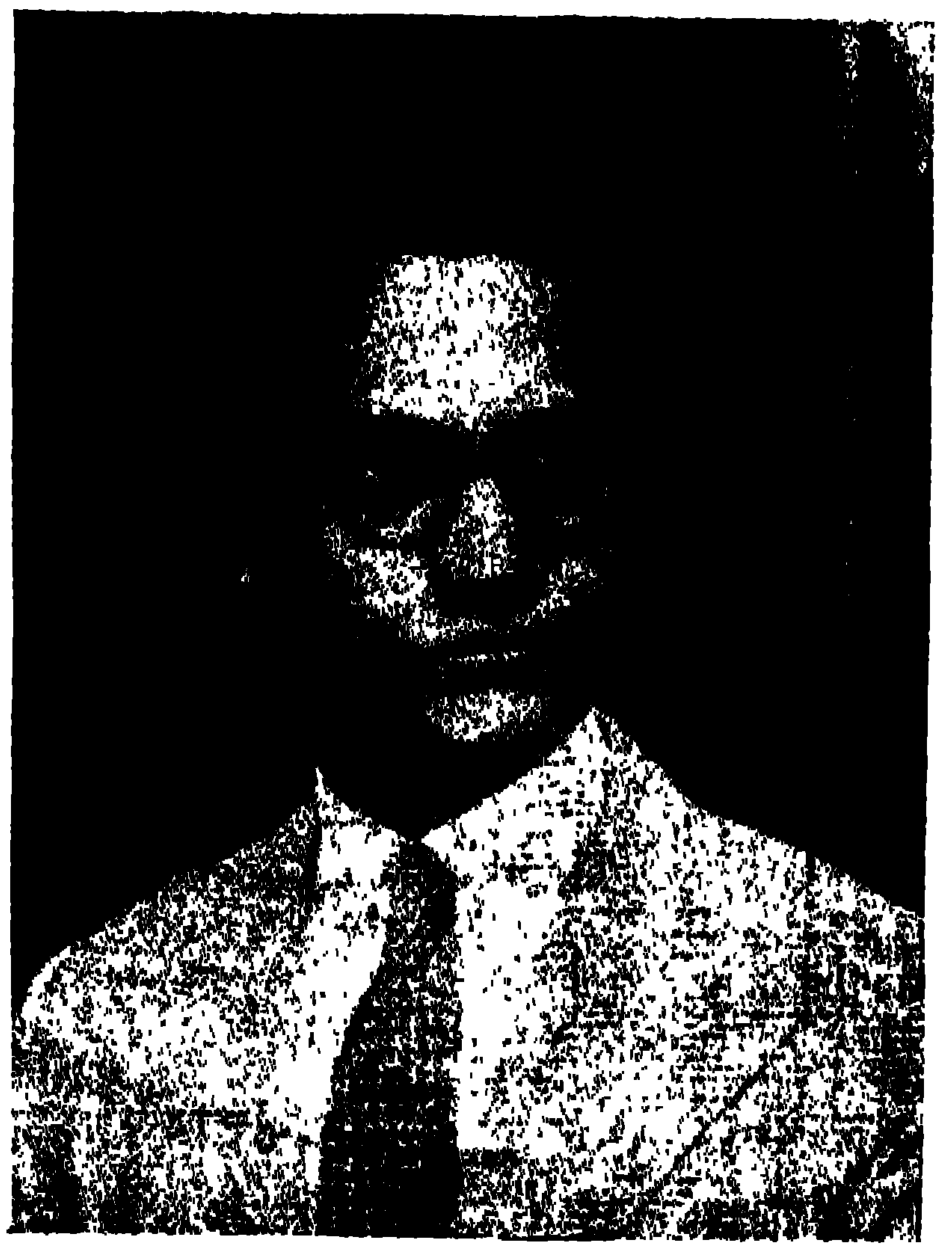

লেখক

যা'হোক, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ত্রিপুরার কোনও ওস্তাদের প্রিয় শিষ্য পাশ্চাত্যে ভারতীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন; তাতে সমস্ত ভারতেরই গৌরব বর্দ্ধিত হয়েছে ও হচ্ছে। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞগণের মধ্যে দুই একজন ত্রিপুরাবাসী আছেন যা'দের অদ্ভুত বাদ্য-কৌশল দেখে ও বাজনা শুনে' সকলে আশ্চর্য্যান্বিত, মোহিত এবং ভাবে বিভোর হয়েছেন। বর্ত্তমানে ভারতীয় সঙ্গীত-আসরে ত্রিপুরার আলাউদ্দিন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সরোদ যন্ত্র-বাদক। তাঁরই লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিষ্য তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য পাশ্চাত্যে বিশ্ব বিখ্যাত নৃত্যবিদ উদয়শঙ্করের সঙ্গে সরোদ বাজিয়ে' ভারতীয় সঙ্গীতের রূপ-রস প্রচার ক'রে গুরুকে ও সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীকে গৌরবান্বিত করেছেন। বর্ত্তমানে তিনি তাঁর ওস্তাদের পথ অবলম্বন করে যে যন্ত্র-সম্মেলন বা অর্কেষ্ট্রা রচনা করেছেন তা' ইতিমধ্যেই শ্রোতা-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

আলাউদ্দিন মধ্য-প্রদেশের অন্তর্গত মাইহার রাজ-দরবারের সভাবাদক নিযুক্ত আছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও মাইহারের নাম বাংলা দেশের জনসাধারণের কাছে অপরিচিত ছিল। আলাউদ্দিনের অপূর্ব্ব প্রদীপের আলোকে আজ মাইহারের প্রতি সারা ভারতের দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁর কীর্ত্তি সারা পৃথিবীর একটী অপূর্ব্ব সম্পদ "মাইহার" নামাকরণ করা বৈচিত্র্যময়ী সেই "মাইহার ব্যাণ্ড" একশ'টি অনাথ ছেলেমেয়ে বিভিন্ন যন্ত্র নিয়ে এই ব্যাণ্ড বাজ্‌না করে। কোনও কোনও সঙ্গীত সমালোচক যাঁরা ব্যাণ্ডের রাজা জার্ম্মেন দেশের ব্যাণ্ড ও অন্যান্য সঙ্গীত প্রধান দেশের প্রথম শ্রেণীর ব্যাণ্ড শুনবার অবকাশ পেয়েছেন, তাঁরা লিখতে বাধ্য হয়েছেন যে আলাউদ্দিনের ব্যাণ্ড পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যাণ্ডগুলির অন্যতম এবং "মাইহার ব্যাণ্ড" একটি এমনি বিচিত্র রূপ-সৃষ্টি যা' জগতে আর কোথাও নেই।

এমন যন্ত্র নেই যা' আলাউদ্দিন বাজাতে জানেন না। তবে তিনি সরোদ বাজিয়ে হিসেবেই বিখ্যাত। বেহালাতেও তাঁর দখল অসাধারণ। পাশ্চাত্যের অনেক বড় বড় বেহালা বাদককে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন সত্যিকারের বেহালা বাজনা কা'কে বলে।

১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌয়ে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে স্বনামধন্য দিলীপ কুমার রায় আলাউদ্দিনের ব্যাণ্ড শুনে লিখেছেন—"ব্যাণ্ডটি যে কি অপূর্ব্ব * * * * এ একটা সৃষ্টি।"

(ভ্রাম্যমানের দিন পঞ্জিকা)।

আলাউদ্দিনের জন্মস্থান ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অন্তর্গত শিবপুর গ্রাম। তাঁর পিতাও একজন গুণীলোক ছিলেন; ত্রিপুরার মহারাজা ৺বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সভাবাদক রবাবী কাশেম আলী খাঁর নিকট তিনি সেতার বাজনা শিখেছিলেন ও আগড়তলাতেই জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছিলেন।

আলাউদ্দিনের দাদা ৺আফতাবউদ্দিন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বংশীবাদক হিসাবে সম্মানিত ছিলেন। তিনিও সব যন্ত্রই বাজাতে পারতেন। তাঁর বাঁশী এক অপূর্ব্ব রস সৃষ্টি করত অথচ তিনি বাঁশী কারো কাছে শিক্ষা করেননি। তাঁর বাঁশী সম্বন্ধে স্বনামধন্য দিলীপকুমার রায় লিখেছেন—

"আলাউদ্দিন খাঁর দাদা আফতাবউদ্দিন খাঁও একজন মস্ত গুণী। এক পরিবারে এ রকম দু'জন প্রথম শ্রেণীর গুণী বড় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আফতাবউদ্দিনের মত বংশীবাদক বোধ হয় আজ সমগ্র ভারতবর্ষে আর নাই। মান্দ্রাজী গুণী সঞ্জীব রাওয়ের বাঁশি অবশ্য দক্ষতায় অদ্ভুত। কিন্তু দক্ষতা বা কৃতিত্ব দেখানো এক ও যথার্থ কলাকারু আর। কোথায় গুণপনা যে সত্য মহিমাময় হয়ে ওঠে সে পরিচয় বড় সুন্দর পাওয়া যায়। সঞ্জীবরাওয়ের সঙ্গে আফতাবউদ্দিনের বংশী বাদনের তুলনা করলে এবং এই রকম ক্ষেত্রেই বেশী ক'রে মনে হয় যে স্রষ্টা শিল্পী বিধাতার কাছ থেকেই সৃষ্টির আনন্দ নিয়ে আসেন—তাঁকে তৈরী করা যায় না। আফতাব-উদ্দিন কারুর কাছে শিখেননি। কিন্তু কি অপূর্ব্ব তাঁর বাঁশী।"

(ভ্রামামানের দিন পঞ্জিকা)

আফতাবউদ্দিনের বাঁয়া-তবলায়ও সুন্দর হাত ছিল। তিনি এই বাঁয়া-তবলা শিক্ষকের কাছে রীতিমত বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শিখেছিলেন। বাঙ্গোরার প্রসিদ্ধ বাঁয়া-তবলা বাদক রামধন ও রামকানাই ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট তাঁর শিক্ষা হয়। এ দু'জনও ত্রিপুরার সঙ্গীত জগতের অমূল্য রত্ন। আফতাবউদ্দিন একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে তাঁদের ঘরোয়ানা ও বাদ্য-কৌশল উত্তর ভারতের অনেক বড় বড় ঘরওয়ানা হ'তে খাট'ত নয়ই বরং উৎকৃষ্ট। তবে তাঁদের নামের তত প্রচার হয়নি এটাই দুঃখের কথা।

আলাউদ্দিনের ছোট ভাই আয়েত আলী উত্তর ভারতের বিখ্যাত রামপুর নবাবের সভাবাদক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীণকার ৺উজীর খাঁর নিকট রীতিমত নাড়া বেঁধে শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সুরবাহার ও সেতার শিখেছেন। আলাউদ্দিন খাঁ যখন রামপুরে উজীর খাঁর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করতেন তখন আয়েত আলীকে সেখানে নিয়ে যান ও তাঁর সঙ্গীত শিখবার ব্যবস্থা করে দেন। কাজেই আয়েত আলীকে খুব বেশী কষ্ট পেতে হয়নি। কিন্তু আলাউদ্দিন যে কষ্ট সহ্য করে বিশ বৎসর প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন তা শুনলে বাস্তবিকই মনে হয় যে এমন ভাবে সাধনা না করলে সঙ্গীতের ন্যায় কঠিন বিদ্যা আয়ত্ব করা সম্ভবপর হয় না। আয়েত আলী নিজ গ্রামে থেকে বিনা পারিশ্রমিকে বাজনা শিক্ষা দিয়ে ছাত্র তৈরী করেছেন। বর্ত্তমানে শান্তি-নিকেতনে বিশ্ব-ভারতীর যন্ত্র শিক্ষকরূপে নিযুক্ত আছেন। তার মত গুণীকে বিশ্ব-ভারতীতে নিযুক্ত করা হয়েছে দেখে আমরা আশান্বিত হয়েছি। তিনি যন্ত্র নির্ম্মাণেও সিদ্ধ হস্ত।

এসরাজ ও তবলা বাদক হিসাবে আমাদের বিপিনচন্দ্র তানরাজও বেশ খ্যাতিলাভ করেছেন। তিনি এসরাজ বাজিয়ে 'তানরাজ' উপাধি পেয়েছেন। এক সময়ে তিনি কলিকাতায় সঙ্গীত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আফ্‌তাবউদ্দিনের শ্বশুর কালীভক্ত। ৺গুলমামুদ মালসী গান গেয়ে এক সময়ে একাদিক্রমে পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে ত্রিপুরার নাম প্রচার করে গেছেন। তাঁর গান সম্বন্ধে রায়বাহাদুর ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডি-লিট্ লিখেছেন :—

"আমরা ত্রিপুরা জেলার ৺গুলমামুদের কালী-সংকীর্ত্তনের দলের গান শুনিয়াছি। সে আজ ৪০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। গুলমামুদ স্বয়ং অনেক কালী সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি প্রায়ই ঝিঁঝিট রাগিণীতে গীত হইত। তদ্বিরচিত "উনমত্তা ছিন্নমস্তা এ রমণী কার" আমরা তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি। সেই সকল গান শুনিলে মনে হইত আকাশ বাতাস ছাইয়া এলোচুলে এক কাদম্বিনী কৃষ্ণা .... রমণী তাঁহার ভৈরব নৃত্য দ্বারা লোকের বিস্ময় ও ভীতি উৎপাদন করিতেছেন।" (বঙ্গ ভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব, বিচিত্রা—মাঘ ১৩৩৫, পৃষ্ঠা—১৯)।

সঙ্গীত রচয়িতা হিসেবে আমাদের জিলার যে কয়জন খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁহার মধ্যে একজন হলেন কালীকচ্ছের ৺রামদুলাল মুন্সী। তিনি ত্রিপুরা মহারাজের দেওয়ান ছিলেন বলে' দেওয়ানজী নামেই খ্যাত এবং তাঁর তানগুলি দেওয়ানজীর গান নামেই প্রসিদ্ধ। কেবল পূর্ব্ববঙ্গে কেন পশ্চিমবঙ্গেও দেওয়ানজীর গানগুলি এককালে সমধিক প্রচলিত ছিল। তাঁর গান ত্রিপুরার রাজ দরবার থেকেই চারিদিকে প্রচারিত হবার সুযোগ পেয়েছিল।

শ্যামগ্রামের ৺ভুবন রায় শ্যামা বিষয়ক অনেক গান লিখেছিলেন সেগুলি পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর গান ৺গুলমামুদের কণ্ঠে প্রাণবন্ত হয়ে উঠ্‌ত।

পরবর্ত্তী যুগে বাউল গানে যুগান্তর এনেছেন ৺মনোমোহন রায়। এমন মধুর বাউল আর কাহারও শুনিনি। তাঁর প্রত্যেকটি গান অমর হয়ে আছে। তাঁর বাউল গানের প্রত্যেকটীই তাঁর প্রধান শিষ্য আপ্তাবুদ্দিনের সুর দেওয়া এবং তিনিই চারিদিকে বাংলার হাটে মাঠে ঘাটে এ গুলির অবাধ প্রচার করেছেন। এক সময়ে বাংলাদেশে মনোমোহনের বাউল ভাবের বন্যা বহিয়ে দিয়েছিল। এখনো গ্রামে গ্রামে এই বাউল গানগুলিই কৃষকদের অবসর সময়ের একমাত্র সম্বল।

স্বদেশী যুগে গান লিখে সভার কবি কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য যশস্বী হয়েছেন। তাঁর রচিত "সুখদা" পুস্তকের গানগুলি সে সময়ে বাংলার প্রতি স্থানে গীত হইত।

তাঁর অন্যান্য গানও বেশ সরল, সুরও সুন্দর সাবলীল। গানগুলির সুর তাঁর নিজেরই দেওয়া। তিনি সুরজ্ঞ কবি।

বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে পথে ঘাটে আজকাল যে দুইজন কবির গান শুনতে পাওয়া যায় তাঁদের একজন হলেন "হাস্নুহানা" গানের রচয়িতা অজয় ভট্টাচার্য্য ও অন্যজন হলেন সুবোধ পুরকায়স্থ। সুবোধচন্দ্র ত্রিপুরার না হ'লেও তিনি এ পর্য্যন্ত কুমিল্লায়ই কাটিয়েছেন কাজেই তাঁকে আমরা কুমিল্লার লোক বলেই ধরে নিয়েছি। তাঁদের গানের প্রচারের মূলে আছেন হিমাংশু দত্ত।

আধুনিক কালেও ত্রিপুরার সঙ্গীতজ্ঞগণ সারা বাংলায় এবং অন্যান্য প্রদেশের বাঙ্গালীর আসর সরগরম করে রেখেছেন। হিমাংশু দত্ত বাংলা গানে সুর সংযোজন করে প্রতি বাঙালীর অন্তরে নূতন প্রেরণা সঞ্চার করেছেন। তাঁর সুর দেওয়া অনেক গান আধুনিক বাংলা গানে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে এবং সে সব গান প্রতি বাঙালীর ঘরে ঘরে গীত হচ্ছে। হয়ত অনেকের কাছে সে-সব গানের সুর রচয়িতার নাম এখনও অজানাই রয়েছে বা অনেকের মনে সুর রচয়িতার নাম জানবার জন্য উৎসুক্য দেখা দিয়েছে। তাঁর সুর দেওয়া অনেকগুলি গীত গ্রামোফোনে রেকর্ড করা হয়েছে।

হিমাংশু দত্তের দাদা শচীন দত্ত লক্ষ্ণৌয়ে সেতার শিক্ষা করেছেন। তিনি বেশ বাজান, তবে আরও নূতন নূতন সব বাদ্যকৌশল ও গৎ শিখে নিতে ব্যস্ত আছেন। কুমিল্লার জ্ঞান দত্ত কলিকাতায় বাংলা গানের আসরে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছেন। আধুনিক বাংলা গজল গায়কদের মধ্যে ধীরে ধীরে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর দু'একটা গান ভাল রেকর্ড হয়েছে। বর্ত্তমানে তিনি মেগাফোন রেকর্ড প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীত পরিচালনার কাজে নিযুক্ত আছেন।

এই ত গেল বাংলা গানের কথা, হিন্দী গানের চর্চ্চা করছেন কুমার শচীন্দ্রকুমার দেববর্ম্মণ—আমাদের অতি পরিচিত শচীন কর্ত্তা। তিনি খেয়াল ও উচ্চ অঙ্গের গান একাদিক্রমে অনেক বৎসর রীতিমত পরিশ্রম করে শিখেছেন। তাঁর শিক্ষা এখনও শেষ হয়নি। এখানে বলা ভাল যে সঙ্গীত শিক্ষার্থীর শিক্ষা এক জীবনে শেষ হয় না এবং তা অসমাপ্তই থেকে যায়। কলিকাতার সঙ্গীত আসরে শচীন কর্ত্তা বেশ প্রতিপত্তি সহকারে গীত করে থাকেন। তিনি যে-সব গীত রেকর্ড করেছেন সে-সব যে বাংলা গানে যুগান্তর এনেছে তা স্বীকার করতেই হবে এবং তাঁর রেকর্ডে বাউল গান বর্ত্তমানে অতুলনীয়।

লক্ষ্ণৌ সরকারী সঙ্গীত কলেজ হতে কুমিল্লার খোরসেদ্ খাঁ গীত-শিক্ষা সমাপ্ত করে এসেছেন এবং কলিকাতায় বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছেন। বর্ত্তমানে তিনি বাংলা সরকারের কো-অপারেটিভ বিভাগে ইন্‌সপেক্টর নিযুক্ত আছেন।

কলিকাতায় ত্রিপুরার আরও সঙ্গীত শিক্ষার্থী শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত আছেন। তাদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে—শ্রীযুক্ত হরিপদ রায় ও শৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত। হরিপদ রায় নানাবিধ আসরে বাংলা ও কয়েকটী বাণী-চিত্রে গান ক'রে যশস্বী হয়েছেন। তিনি কয়েকটী গান ভাল ভাবে রেকর্ড করেছেন, আর শৈলেশ দত্তগুপ্তও বর্ত্তমানে রেডিওতে মাঝে মাঝে গান করছেন, তিনি গান রেকর্ড করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তার সুর কলম্বিয়া প্রতিষ্ঠানে রেকর্ড করা হয়েছে।

কেবল পুরুষদের মধ্যেই নয় ত্রিপুরার মেয়েদের মধ্যেও সঙ্গীতের প্রচলন অন্যান্য স্থানের তুলনায় অধিক। আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের পূর্ব্বেও ত্রিপুরার মহিলা সমাজে গান বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল। ত্রিপুরায় বিবাহে, শ্রাদ্ধে বা কোন মঙ্গলানুষ্ঠানে আল্পনা ও সামাজিকতার সঙ্গে মেয়েলী গীত ও নৃত্য করার রীতি পূর্ব্বাবধি

প্রচলিত। তবে সে-সব গান যা গাঁয়ের বৃদ্ধাগণ এখনও গীত করেন তা সাধারণতঃ মামুলী বাউল, রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কীর্ত্তন বা মালসী গান। আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে যে-সব গানের স্রোত চলেছে, যে সব গীতের ঢেউ ও ত্রিপুরায় সমধিক প্রচারিত। সে জন্যই ত্রিপুরার শ্রীযুক্তা মায়া দেবী কলিকাতায় সঙ্গীত শিক্ষকতায় ব্যস্ত। গত বৎসর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেট হলে যে নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন হয়েছিল মহিলাদের মধ্যে তিনিই খেয়াল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি এখনও কলিকাতায় উচ্চ সঙ্গীত শিক্ষা করছেন। তাঁর গানও রেকড করা হয়েছে। কুমিল্লা সহরের মহিলাদের সঙ্গীত চর্চ্চার সাহায্য করছেন, বর্ত্তমানে হরিহর রায়। তাঁর আগে ছিলেন সেতার বাদক শ্যামাচরণ দত্ত, পূর্ব্বোক্ত মায়া দেবীর পিতৃদেব।

কুমিল্লার বিশেষত্ব হ'ল "তিপ্‌রাই বাঁশী"। এ বাঁশীর সৃষ্টি ত্রিপুরার রাজবাড়ীতে। এ বাঁশীর এমনই গুণ যে শ্রোতাকে প্রথমে বিস্মিত করাই এর বিশেষত্ব। আজ-কাল ছাত্রসমাজে প্রায় প্রত্যেকেই এ বাঁশী বাদন করে থাকেন। বাজনার ঢং কলিকাতার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ৺দক্ষিণাচরণ সেন প্রবর্ত্তিত কন্‌সার্টের মত। কিন্তু বাঁশীতে কেমন মনোরম সুর সৃষ্টি করা চলে, তার পরিচয় পাওয়া যেত ৺আফ্‌তাব উদ্দিনের বাঁশীতে। তিনি এ বাঁশীর বাদক হিসাবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন। তিপ্‌রাই বাঁশীর বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

তিপ্‌রা বাঁশী বাদক হিসেবে আর একজন তরুণের নাম করা যায়, তিনি কাদৈর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত মণি বর্দ্ধন। একদা তাঁর বাঁশী শিক্ষিত সমাজে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল। এক্ষণে শ্রীযুত বর্দ্ধন প্রাচ্যনৃত্যে উদয়শঙ্করের পরবর্ত্তী নৃত্যকার হিসাবে যশ ও সম্মান লাভ করেছেন। তিনি ভারতের বহুস্থান পর্য্যটন করে বিশেষতঃ মণিপুর অঞ্চলের প্রচলিত নৃত্যগুলি বিশেষরূপে শিক্ষা করেছেন।

ত্রিপুরার রাজপরিবারের নিকট সঙ্গীতজ্ঞগণ যে কত ভাবে ঋণী তা' ভাব্‌লে মনে হয় যে ত্রিপুরা সঙ্গীত জগতে এমন স্থান অধিকার কর্‌তে সমর্থ হ'ত না যদি ত্রিপুরার মহারাজারা দরদী না হ'তেন। সঙ্গীতে ত্রিপুরার উচ্চ স্থান হ'বার মূলে যে-সব সঙ্গীতজ্ঞ ও সুর-রসিক ছিলেন বা আছেন, তাঁদের কথা আলোচনা কর্‌লে বাস্তবিকই মনে হয় যে সঙ্গীত বিদ্যার উপর আন্তরিক প্রেরণা ও দরদ না থাক্‌লে কেবল নাম কিন্‌বার ইচ্ছা থেকে এতটুকু হ'তে পারে না। মহারাজা ৺বীরচন্দ্র ছিলেন নানা গুণে গুণী। ত্রিপুরার সঙ্গীত সমাজ কেন সারা ভারতের সঙ্গীত সমাজ আজ নানা ভাবে বীরচন্দ্রের নিকট ঋণী। তিনি তখন-কার ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞগণকে মাসিক বৃত্তি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর সভায় তখন সঙ্গীতজ্ঞের বড় আদর ছিল, আর এইজন্যই ত্রিপুরায় সঙ্গীতশিক্ষার প্রেরণা জেগে উঠেছিল এবং এখনও যে সে প্রেরণা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়েই চলেছে আর তার মূলে যে মহারাজা বীরচন্দ্র তা' বোধ করি নিঃসন্দেহেই বলা চলে। তখন আগড়তলাতে চলে গেলেই সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা হ'ত। ভারতের বিখ্যাত ওস্তাদগণ সকলেই ত্রিপুরার সভায় আস্‌তে বাধ্য হ'তেন এবং এদের নিকট থেকে কিছু কিছু সঙ্গীত শিক্ষা ত্রিপুরাবাসীদের চল্‌ত। বীর-চন্দ্রের স্বরচিত বহু হিন্দী ধ্রুপদ ও খেয়াল গান আছে, সেগুলি এখনও ওস্তাদদের অতিশয় প্রিয়বস্তু। তাঁর সভায় গান গাহিতেন বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট, তিনি ছিলেন আধুনিক কালের তানসেন। তাঁর সম্বন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"বালক কালে যদুভট্টকে জানতাম। তিনি ওস্তাদ জাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়। তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা কর্‌লে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা; অর্থাৎ সঙ্গীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ কর্‌ত। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল তা' অন্য কোনও হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ

তাঁর চেয়ে বড়ো ওস্তাদ তখন হিন্দুস্থানে অনেক ছিল অর্থাৎ তাঁদের গানের সংগ্রহ আরও বেশী ছিল, তাদের কস্‌রৎও ছিল বহু সাধন-সাধ্য কিন্তু যদুভট্টের মতো সঙ্গীত ভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ।"

মিঠ্‌ঠু খাঁ, টপ্পা গায়ক হস্‌নু খাঁ, খেয়ালী তসদ্দক হোসেন, সরোদিয়া আহম্মদ খাঁ, রবাবী কাশেম আলী প্রভৃতি তখনকার ওস্তাদগণ ৺বীরচন্দ্রের সভা-বাদক ও গায়ক ছিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে যখন যুবরাজ সপ্তম এডোয়ার্ড কলিকাতায় এসেছিলেন তখন সঙ্গীতের এক জলসা করা হয় বেলগাছিয়ায়। সেখানে ভারতীয় কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের ব্যবস্থা ভারতের রাজা মহারাজারা করেছিলেন। সেখানে ত্রিপুরা মহারাজের সভা-বাদক কালীকচ্ছ নিবাসী বিশ্বাম্বর কালোয়াত জল-তরঙ্গ বাজাবার জন্য নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন। সে-আসরে তিনি "কতকাল পরে বল ভারত রে দুঃখ সাগর সাঁতারি পার হবে"নামক বিখ্যাত গানটির সুর বাজিয়েছিলেন। তা' শুনে পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিশারদগণের বিস্ময়ের সীমা ছিলনা। শরৎ বাইনের তবলাতেও হাত ছিল।

ত্রিপুরার রাজসভায় ঢাকার প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী ৺রামকুমার বসাকও নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১১ ইংরাজী সালে দিল্লীর দরবারে গানের আসরে ভারতের সব পাখোয়াজীদের মধ্যে রামকুমারই দরবারে পাখোয়াজ বাজাবার জন্য নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন।

বর্ত্তমান মহারাজার পিতৃদেবও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। এস্রাজে তাঁর অসাধারণ হাত ছিল। তিনি বহু সঙ্গীতজ্ঞকে আর্থিক সাহায্য করে প্রতিপালন করেছিলেন। আজকালও বহু সঙ্গীতজ্ঞ ত্রিপুরার রাজ-সরকার থেকে বার্ষিক বৃত্তি পেয়ে থাকেন, এতে বর্ত্তমান মহারাজার এদিকে বিশেষ দৃষ্টি আছে বলে মনে হয়।

ত্রিপুরার আর দু'একজন প্রতিভাবান্ সঙ্গীতজ্ঞের কথা লিখেই এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করব। চুণ্টার ৺কেদার সেন ছিলেন একজন বিখ্যাত ওস্তাদ। তিনি বীরচন্দ্রের সভা-গায়ক মিঠ্‌ঠু খাঁর সাকরেদ ছিলেন এবং খেয়াল ও টপ্পা গান করতেন। নিধুবাবুর টপ্পা তাঁর কণ্ঠে প্রাণবন্ত হয়ে উঠ্‌ত। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে চুণ্টার ৺মথুর কালোয়াতই প্রধান। ৺কালোয়াত টপ্পা গাইতেন এবং সুকণ্ঠী ছিলেন। আর দু'জন আধুনিক গায়ক ছিলেন কালীকচ্ছ নিবাসী ৺দ্বিজদাস রায় ও চুণ্টার ৺সুরেশ সেন তাঁদের কণ্ঠ খুব দরাজ ও সুমিষ্ট ছিল। তাঁদের শ্যাম বিষয়ক টপ্পা গান শোনবার মত ছিল।

বর্ত্তমানে ত্রিপুরার তবলা বাদক অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও নদীয়াবাসী বাইন সঙ্গীতচর্চ্চায় বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছেন। নদীয়াবাসীবাবুর প্রায় সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্রেই বেশ অধিকার আছে। ত্রিপুরার আবহাওয়া এখনও এমনই ফলপ্রদ যে সেস্থানে বসবাস করলেই সঙ্গীতে অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। এখনও বসন্তকালে ধ্রুপদে বাহার, সোহিনী, হিন্দোল, বসন্ত রাগগুলি বাংলা ফাগুয়া গানে প্রায় প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে কৃষকদেরমুখে শোনা যায়।

সঙ্গীত জগতে ত্রিপুরার স্থান কতটুকু—অতীতেই বা কি ছিল, এখনইবা কি রকম আছে এবং ভবিষ্যতেইবা তার স্থান কোথায় থাকবে, তা বোধ করি আর বিশেষ করে বলবার প্রয়োজন হবে না। এ কথা নিছক প্রশংসা নয় যে অতীতে ত্রিপুরা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল এবং বর্ত্তমানে বাংলার অন্যান্য জিলা অপেক্ষা সঙ্গীতচর্চ্চায় একটী বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। আর অতীত ও বর্ত্তমানের উপরই যখন ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তখন একথা বোধ করি নিঃসন্দেহেই বলা চলে যে ভবিষ্যতেও সঙ্গীত জগতে ত্রিপুরা একটী বিশেষ স্থানই অধিকার করে থাকবে।*

* ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার ষষ্টিতম বার্ষিক ও জুবিলি উৎসব উপলক্ষে আহুত সাহিত্য-সম্মিলনীতে (৩০এ মাঘ ১৩৩৯) পঠিত এবং তৎপরে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

আগমনী

মর্ত্ত্য-লোকে আস্‌বে তুমি সিংহ-বাহিনী !
সেই আশে মোর পরাণ জাগে দিবস-যামিনী ।
তোমার পাঞ্চজন্য সুরে
সকল বিষাদ যাক্ সে দূরে,
তোমার রাতুল চরণ বিনা কিছুই জানিনি ॥

এসো উমা জননী মোর হরের ঘরণী
তোমার রূপের জ্যোতির আলো ভরুক্ ধরণী ।
দাও মাগো আজ প্রসাদ সুধা,
মিটাও জগত-জনের ক্ষুধা
দুর্গারূপে রাজো ভবে অশিব-হারিণী ॥

কথা—বাণীকুমার

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবৈদ্যনাথ দে

II	সা	-ঋা	ন্া	|	সা	-দা	-া	I	পা	-া	-া	|	-দপা	-দা	পা	I
	ম	র্	ত্ত্য	|	লো	০	০		কে	০	০	|	০০	০	০	
	মা	-মা	পা	|	দপা	-মা	-পা	I	মগা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	আ	স্	বে	|	তু০	০	০		সিং০	০	০	|	০	০	০	
	সা	-ঋা	মা	|	ঋমা	-পদা	-া	I	-ঋা	-জ্ঞা	ঋা	|	সা	-া	-া	I
	সি	০	ং	|	হ০	০০	০		বা	০	হি	|	নী	০	০	
	সা	-ঋা	ন্া	|	সা	-দা	-া	I	পা	-া	-া	|	-া	-া	II -া	I
	ম	র্	ত্ত্য	|	লো	০	০		কে	০	০	|	০	০	০	

পা -দা মা | পা পদা -ণর্সা I ধা ণধা -ণা | মপা -ণা দা I

সে ই আ | শে মো০ ০র্ প রা০ ০ | ণ০ ০ জা

পা -া -দপা | -মগা -মা -া I সা -ঋা মা | -ঋমা -পদা -া I

গে ০ ০০ | ০০ ০ ০ দি ০ ব | স্০ ০০ ০

ঋা -জ্ঞা ঋা | সা -া -া II

যা ০ মি | নী ০ ০

II {দা মা -মা | মা -র্সা র্সা I র্ঋা -া -র্ঋা | র্সর্ঋা -র্জ্ঞা র্ঋা I

তো মা র্ | পা ০ ক্ষ জ ০ ০ | ন্ত০ ০ স্

সা -নর্সা -া | -া -া -া I দা ণর্সা -র্জ্ঞা | র্রা র্জ্ঞা -া I

রে ০০ ০ | ০ ০ ০ স ক০ ল্ | বি ষা দ্

র্সা -র্মা র্মা | র্জ্ঞা -র্সা -র্ঋা I (র্সা -া -র্ঋর্সা | -ণধা -ণা -া)} I

যা ক্ সে | দূ ০ ০ রে ০ ০০ | ০০ ০ ০

র্সা -া -া | -া -া -া I র্সর্ঋা র্ঋা -র্সা | র্সা ণা -ণা I

রে ০ ০ | ০ ০ ০ তো০ মা র্ | রা তু ল্

ণর্সা পা -ণা | দা পা -া I সা -ঋা -মা | ঋমা -পদা -সা I

চ০ র ণ্ | বি না ০ কি ০ ০ | ছু০ ০০ ই

ঋা -জ্ঞা ঋা | সা -া -া II

জা ০ নি | নি ০ ০

II সা ন্া -সা | -মা মা -া I মমা মা -া | মা মা -মা I
এ সো ০ উ মা ০ জ ন ০ | নী মো র্

মা গমণা -দা | -া পা মা I পা -া -া | -া -া -া I
হ রে০০ ০ | র্ ঘ র নী ০ ০ | ০ ০ ০

দা দা -া | দা দা -া I পা দপা -দা | পা মা -া I
তো মা র্ | রূ পে র্ জ্যো তি০ র্ | আ লো ০

জ্ঞা ঋা -সা | ণ্া দ্া -ণ্া I সা -া -া | -া -া -া I
ভ রু ক্ | ধ র ০ নী ০ ০ | ০ ০ ০

দা -দা মা | মা মা -র্সা I র্সা র্সা -র্ঋা | -র্সর্ঋা -র্জ্ঞা র্ঋা I
দা ও মা | গো আ জ্ প্র সা ০ | দ্০ ০ সু

র্সনা -সা -া | -া -া -া I দা দা -র্জ্ঞা | র্রা র্জ্ঞা -া I
ধা০ ০ ০ | ০ ০ ০ মি টা ও | জ গ ৎ

র্মা র্জ্ঞা -া | র্ঋা র্সা -া I -না -দা -া | -না -র্সা -র্ঋা I
জ নে র্ | ক্ষু ধা ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০

-নর্সা -া -া | -া -া -া I র্সা -র্ঋা র্সা | ণা ধণা -া I
০০ ০ ০ | ০ ০ ০ দূ র্ গা | রূ পা ০

ণর্সা পা -ণা | দা পা -া I সা ঋা -মা | -ঋমা -পদা -দা I
রা জো ০ | ভ বে ০ অ শি ০ | ব্০ ০০ ০

ঋা -জ্ঞা ঋা | সা -া -া II II
হা ০ রি | নী ০ ০

হিন্দুস্থানী যন্ত্রসঙ্গীত

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

হিন্দু রাজত্বকালে আমাদের যন্ত্রসঙ্গীতের অবস্থা কিরূপ ছিল তার সুস্পষ্ট পরিচয় এখন আমাদের পাওয়া দুঃসাধ্য। দক্ষিণ ভারতের বীণাকরণে তার একটা আভাষ পাওয়া সম্ভব মনে হয়। উত্তর ভারতে যন্ত্রসঙ্গীত নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে তা' থেকে তার আদি রূপটা উদ্ধার করা সহজ কথা নয়। তবে উত্তর ভারতেরও শ্রেষ্ঠ যন্ত্র-সঙ্গীত হচ্ছে বীণাকরণ- এবং দক্ষিণের বীণাবাদ্যের সঙ্গে উত্তরের বীণার বাজএর তুলনা কর্‌লে মনে হয়, উভয় বাজনার মধ্যে একটা ঐক্য সূত্র আছে যা আমরা হারিয়ে ফেলেছি—মনে হয় যে উভয় দেশের বাজনার সমন্বয়েই যথার্থ পূর্ণাঙ্গ বাজনা সম্ভব। উভয় দেশই কতক কতক অতি প্রয়োজনীয় অংশ হারিয়েছে—যা উভয়ের সম্মিলনেই উদ্ধার হ'তে পারে।

দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলার যেমন সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের ও কারুকলার নিবিড়ঘন বিন্যাস দেখ্‌তে পাই, সেখানকার সঙ্গীতেও তেম্‌নি সুরের একেবারে ঠাস্‌ বুনানি—সুরগুলি সর্ব্বদা অতি ঘনভাবে সাজানো রয়েছে—মূল্যবান বহু-বর্ণের ঠাস্‌ বুনানো শালের মত। আর সুর সর্ব্বদা কম্পিতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে—কোনও সুরের স্থিতি নাই—অবকাশ নাই। হিন্দুস্থানে আবার সুরের বিচিত্র বিন্যাসের চেয়ে সুরের গড়ানো গড়ানো মৃদুমন্দ গতিও মাঝে মাঝেই সুদীর্ঘ বিরাম রাগের বিশেষ রসের পরি-পোষক। যন্ত্রালাপেও দক্ষিণী বীণায় তাই সর্ব্বদা কম্পন ও কুন্তনের খেলা চলেছে ও উত্তর ভারতের বীণায় মীড়ের মৃদু দোলন ও আঁশের আবেশ মাখা সুর বিন্যাসের সঙ্গে সুরের নিশ্চল স্থিতি বিশেষ লক্ষ্য করার বস্তু। এক কথায় দক্ষিণী তন্ত্র পদ্ধতিতে সুরের কারুকার্য্য বেশী ও হিন্দুস্থানী যন্ত্রবিদ্যায় সুরের বলম্বিতগতি ও বিলম্বিত রসের বাহার বেশী—উভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব এই উভয় দিকে। তাই উভয়ের সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা এত বেশী ও সম্মিলনে উভয়েরই ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা সুপ্রচুর।

হিন্দুস্থানী তন্ত্রপদ্ধতি মিয়া তানসেনের সময় থেকে তাঁর প্রবর্ত্তিত সঙ্গীতের ধ্রুব পদ্ধতিরই সঙ্গে সঙ্গে ও ধ্রুপদ গানেরই সঙ্গতে ক্রমবিকশিত হয়ে এসেছে। প্রথমটা অধিকাংশ বীণকারগণের কাজ ছিল গায়কের গান ও আলাপের সঙ্গে সঙ্গে অনুরণণ সৃষ্টি করা গায়ককে সম্পূর্ণ অনুসরণ করাতেই তাঁদের কৃতিত্ব প্রকাশিত হ'ত—তখনও যন্ত্রসঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য তত ফুটে ওঠে নি। তান-সেনের দৌহিত্র মিশ্রী সিংজী বীণার স্বতন্ত্র আভিজাত্যের সৃষ্টি কর্‌লেন। তিনি কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গত ছাড়া যন্ত্র সঙ্গীতের পৃথক বাজ আবিষ্কার কর্‌লেন। তাই classical কণ্ঠসঙ্গীত বা ধ্রুপদের জনকরূপে যেরূপ তানসেনকে বলা যায় তেম্‌নি মিশ্রী সিংজীকে হিন্দুস্থানী বীণা পদ্ধতির আদি পুরুষ বলা হয়ে থাকে। মিশ্রী সিংজীর সময় থেকে classical যন্ত্রসঙ্গীতে বীণার নিজস্ব পদের প্রতিষ্ঠা হ'ল আর কণ্ঠসঙ্গীতের অনুসরণের কাজ নিল "সারেঙ্গী"। শুনা যায় স্বয়ং শাহ্‌ আকবর বাদ্‌শা একজন উৎকৃষ্ট সারেঙ্গী বাজিয়ে ছিলেন আর কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতে সারেঙ্গীর তুল্য হিন্দুস্থানে অন্য কোন যন্ত্রই নেই, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

মিশ্রী সিংজী বীণাতে নূতন কতকগুলি বাদ্যপদ্ধতির আবিষ্কার করলেন যা' কণ্ঠসঙ্গীত হ'তে সম্পূর্ণ পৃথক; ঠোক্‌, ঝালা, লড়ি, লড়গুথাও, পরন্‌ প্রভৃতি বাজ তাঁরই আবিষ্কার। এ সকল বাজ যন্ত্রসঙ্গীতেরই নিজস্ব জিনিষ—আর এগুলি হিন্দুস্থানী যন্ত্রবিদ্যারও নিজস্ব সম্পদ্‌—তার-পরণের বাজ কর্ণাটে নেই। মিশ্রী সিংহের সময় থেকে

অদ্যাবধি তানসেনের দৌহিত্র বংশে বীণার এই বাজ চলে এসেছে এবং অন্যান্য গুণীগণও এই বংশ থেকেই বীণালাপ শিক্ষা পেয়েছেন। শাহ্ সদারঙ্গ এই বংশের একজন অত্যুজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। তিনি মিশ্রী সিংজী প্রবর্ত্তিত বীণা করণের মাধুর্য্য ও লালিত্য অনেক বৃদ্ধি করেন। মিশ্রী সিংজীর বাজ একটু বেশী কঠিন ছিল—তাতে গমকের বাহুল্য ও খাণ্ডারবাণীর জোড় ও কঠিন যুক্ত ঠোক থাকায় তাতে শ্রোতার চিত্ত উদ্দীপ্ত হলেও প্রাণ তাহাতে দ্রবীভূত হ'ত কম। শাহ্ সদারঙ্গ খাণ্ডারবাণীর বাহুল্য বর্জ্জন করে, গৌড়হার ও ডাগরবাণীর লালিত্য বীণায় আনয়ন করেন। তাঁর সময় থেকে বীণার বাজ অতি ললিতমধুর হয় ও অধিকতর চিত্তাকর্ষক হ'য়ে ওঠে। আর রঙ্গের তিনি বাদ্‌শা ছিলেন—রাগের মধ্যে বিচিত্র বর্ণবিন্যাসে তাঁর মত গুণপণা কারও ছিল না। শাহ্ সদারঙ্গই উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ বীণকার বলে বিখ্যাত।

অপরদিকে মিয়া তানসেন এক নূতন প্রকার যন্ত্র ও বাদ্য পদ্ধতির প্রবর্ত্তনা করেন—এই বাদ্যের নাম রবাব। তিনি জামাতা ও দৌহিত্র বংশে বীণার চর্চ্চা হতে দেখে স্বীয় পুত্র বিলাস খাঁর বংশাবলীর জন্য রবাব যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট ক'রে গেলেন। সেনী ঘরওয়ানাতে রবাব যন্ত্রের চর্চ্চাও বিকাশ হয়ে এসেছে। বীণা যন্ত্র বাঁশের তৈরী সঙ্গে দু'দিকে দু'টী লাউ—আর রবাবের তোম্বায় চাম্‌ড়ার ছাউনী—আর তার দাণ্ডি কাঠের। বীণার তন্ত্র হচ্ছে তার, আর রবাবের তন্ত্র হচ্ছে তাঁত। বীণা দক্ষিণ হাতের দুই অঙ্গুলিতে মেজরাব প'রে বাজাতে হয় এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে চিকারির ছেড় দিতে হয়, কিন্তু রবাবে বাঁশের বা হাতীর দাঁতের খণ্ড বা জবা দিয়ে বাজাতে হয়। বীণার বাইশটী অচল পর্দ্দা আছে, মোমে আঁটা। আর রবাবে পর্দ্দা নাই—কাঠের উপর নখ দিয়ে বাজাতে হয়। বীণার প্রধান অলঙ্কার হচ্ছে কর্ষণ বা মীড় আর রবাবের প্রধান কাজ হচ্ছে ঘর্ষণ বা আঁশ। ভারতের বীণকার বংশের প্রধান পুরুষদের মধ্যে শাহ সদারঙ্গ, নির্ম্মল শাহ, ও ইদানীন্তন উজীর খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—এঁরা একই বংশের। অপর দিকে রবাবীদের মধ্যে বিলাস খাঁ, জাফর খাঁ, বাসৎ খাঁ ও কাশিম্ আলি খাঁর নাম করা যেতে পারে। এঁরাও একই বংশগত। বীণা ও রবাবের পর ভারতে সেতারের অপর এক ঘরের উৎপত্তি হয়—এঁরা রাজপুতানায় অবস্থান করতেন। মিয়াজীর শিষ্য তানতরঙ্গের বংশে যে সকল ধ্রুপদী ছিলেন—তাঁরাই পরে সেতার যন্ত্রের উন্নতিবিধান করেন এবং তাঁরাও তানসেনের ঘরানা জন্য সেনীয়া বলে খ্যাত। সেতার যন্ত্র পাঠান বাদ্‌শাহ আলাউদ্দিনের প্রধান অমাত্য আমীর খস্‌রুর আবিষ্কার, তবে পূর্ব্বে সেতারের বিশেষ কোন ব্যবহার ছিল না। সেনীয়াগণ সেতারের বর্ত্তমান আকার দান করেন। মসিদ্ খাঁ সেতারের বর্ত্তমান রীতির প্রবর্ত্তক—এজন্য তাঁর বাজকে মসিদ্‌খানি বাজ বলে। মসিদ খাঁ সেনীয়া ছিলেন এবং বিলম্বিত লয়ে গৎএর আবিষ্কার করেন। গৎ তোড়া সেতারের নিজস্ব সম্পদ। পরে আলি রেজা খাঁ নামক অপর জনৈক সেনীয় দ্রুতলয়ে তারপরণের অনুকরণে এক প্রকার গৎ তোড়ার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন—তাকে তুনি গৎ বলে। রেজাখানি বাজ মানে তুনি গৎ। দিল্লী ও পশ্চিমাঞ্চলের সেতারীরা বিলম্বিত মসিদখানি বাজের চর্চ্চা করতেন ও লক্ষ্ণৌ, বারাণসী, গয়া প্রভৃতি অঞ্চলে রেজাখানি বা তুনি গতের প্রচলন ছিল। তাই মসিদ্‌খানি বাজকে পঁছাওকি বাজ ও রেজাখানিকে পূরবকি বাজ বলা হয়ে থাকে।

মসিদখানি বাজে জয়পুরের বিখ্যাত ওস্তাদ অমৃত সেন ও তৎপুত্র নিহাল সেনের নাম করা যেতে পারে। ইদানীং প্রসিদ্ধ সেতারী ইম্‌দাদ খাঁও এই মসিদখানি বাজকে ঠুংরীর নানা রঙে সমৃদ্ধ করেছেন। রেজাখানি

বাজে লক্ষ্ণৌর গোলাম মহম্মদ খাঁ ও তৎপুত্র, কলিকাতায় মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারের ওস্তাদ সাজ্জাদ মহম্মদ খাঁ চিরস্মরণীয় থাকবেন। এঁরাই সুরবাহার যন্ত্রের প্রচলন করেন। গৎ তোড়ার জন্য সেতার উত্তম হলেও আলাপে সেতারের উপযোগীতা অল্প—কেননা সেতারের স্বর লঘু ও মীড়ের পরিসর এতে অল্প—তাই তাঁরা আলাপের জন্য বৃহৎ লাউ ও বিস্তৃত প্রস্থের ডাণ্ডি যুক্ত বড় সেতার বাজাতেন, আর তারই নাম সুরবাহার।

বীণার স্বর মন্দ্রগ্রামে অতি গম্ভীর আবার মধ্য ও তার গ্রামে মৃদু মধুর। রবাবের স্বর স্বভাবতঃই মেঘ-মন্দ্র তুল্য কিন্তু বর্ষাকালে রবাবের চর্ম্ম শিথিল হওয়ায় স্বরের বিকৃতি হয়। এইজন্য রবাবী জাফর খাঁ সুর-শৃঙ্গার নামক এক যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। সুরশৃঙ্গারে কাঠের দাণ্ডির উপরে লোহার পাত লাগানো, উহার তোম্ব রবাব অপেক্ষা বৃহৎ এবং তাঁতের বদলে লোহা ও পিতলের তার ইহাতে ব্যবহৃত হয়। সুরশৃঙ্গারের চিকারির তার থাকায় এতে ছেড়ের ঝঙ্কার থাকে যা রবাবে পাওয়া যায় না। সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের গুণীগণের মধ্যে জাফর খাঁ, প্যার খাঁ, বাহাদুর সেন খাঁ প্রভৃতি সেনীগণ, বাহাদুর সেনের শিষ্য নবাব হায়দার আলি খাঁ ও তাঁর পুত্র আধুনিক যুগের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ নবাব ছম্মন খাঁ সাহেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

স্বরোদ যন্ত্রটি কাবুল থেকে ভারতে এসেছে। স্বরোদে রবাব ও সুরশৃঙ্গারের ক্ষুদ্র সংস্করণ এতে আলাপ বাজানো চলে অথচ গতে স্বরোদের উপযোগীতা সেতার অপেক্ষা কম নয়। স্বরোদে কাঠের তোম্বার উপরে চামড়ার ছাউনি আছে আবার উপরের দিকে কাঠের উপরে লোহার plate, লোহা ও পিতলের তার ও চিকারির তার এতে আছে। স্বরোদ যন্ত্রটি খুব লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছে; এর বর্ত্তমান রূপের উদ্ভব করেছিলেন নিয়ামতুল্লা খাঁ। প্রধান স্বরোদীদের মধ্যে নিয়ামতুল্লা খাঁ, মজক্ক খাঁ, মোরাছানি খাঁ, কৌকভ খাঁ ও অধুনা হাফেজালি খাঁ ও বঙ্গ গৌরব আল্লাউদ্দিন খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সারেঙ্গীর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। কণ্ঠস্বরের অনুকরণে সারেঙ্গী রবাব প্রভৃতির তাঁতের যন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। সারেঙ্গিতে তান সব চেয়ে ভাল খেলে তাই খেয়াল, ঠুংরী প্রভৃতিগণের সঙ্গতে সারেঙ্গীর তুলনা নাই। ভারতের শ্রেষ্ঠ সারেঙ্গীয়াগণ সকলেই খেয়াল ঠুংরীর উত্তম ওস্তাদ ছিলেন। হায়দর্ বকস্ সারেঙ্গীয়ার নাম হিন্দুস্থানে বিশেষ প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান কালে বাদল খাঁ ও মম্মণ খাঁর গুণপণা অনমুকরণীয়।

বাঁশীর যন্ত্রে শানাইএর সুরের একটি বিশেষত্ব আছে যা অন্য বাঁশীতে পাওয়া যায় না। শানাইএর সুর খুব বিস্তৃত ও গভীর ও প্রাণের গভীর স্তরে তা স্পর্শ করে। শানাইএ রাগালাপ, গান ও তানের খেলা সারেঙ্গীর মতই বলে। বারাণসীর শানাইএর বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে, বিশেষতঃ শ্রোতার মনপ্রাণকে সংসার থেকে অনেক দূরে নিয়ে যায় ও সে অনুভূতি কখনও বিস্মৃত হওয়া যায় না।

হিন্দুস্থানের নানাপ্রকার সঙ্গীত যন্ত্রের মধ্যে যে সকল যন্ত্র অধিক উল্লেখযোগ্য সে গুলির নাম ও পরিচয় আমরা দিলাম। তবে বীণা রবাব ও সেতারের বাজেই হিন্দুস্থানী যন্ত্র সঙ্গীতের বিশেষত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়, সারেঙ্গীর বিশেষত্ব কণ্ঠের অনুকরণে। তন্ত্র সঙ্গীতের দুই অধ্যায় আছে—এক হচ্ছে স্বরাধ্যায় অপর হচ্ছে লয়াধ্যায়। স্বরের কাজ মানে আলাপের কাজ—আর লয়ের কাজে বীণা ও রবাবে তান পরণ ও সেতার স্বরোদে গৎ তোড়ার কাজ সূচিত হয়।

হিন্দুস্থানী তন্ত্রকারী আলাপ পদ্ধতি হচ্ছে রাগের প্রকাশ। রাগের নিছক্ স্বরূপের প্রকাশও হতে পারে আবার তার নানা অঙ্গ ও নানারূপের বিভিন্ন বৈচিত্র্যের বিকাশও হতে পারে। নিছক স্বরূপ প্রকাশে রাগ প্রস্তাব

বা বিস্তারের প্রয়োজন হয়না—অলংকার, তান, গমক, প্রভৃতির বাহুল্যও তাতে নেই। কিন্তু বিস্তারের এ সকলেরই প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন তন্ত্রকার আপন আপন রুচি অনুযায়ী আলাপ করেন। এ জিনিষটা স্রষ্টার সৃষ্টি প্রতিভা ও রচনা শক্তির উপরেই নির্ভর করে। আলাপের তিন অঙ্গ হচ্ছে বিলম্বিত, মধ্য, ও দ্রুত। আলাপের আরম্ভ গ্রহ বা পকড় স্বর থেকে হ'য়ে থাকে। সরজ স্বর কিংবা বাদী স্বর থেকেও হ'তে পারে। আলাপের প্রারম্ভে প্রতি তানের শেষে ন্যাস্ স্বরকে খুলতে হয়, পরে আলাপের বিস্তার আরম্ভ হ'লে তত বাঁধাবাঁধি থাকে না। বিলম্বিত আলাপে গৌড়হার বাণীরই প্রাধান্য মীড় আঁশ ও ধীর সুললিত গমকের প্রয়োগ এই অংশে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বিলম্বিতের বিস্তারের সময় কাটা কাটা জোড় অপেক্ষাকৃত মধ্য লয়ে বিলম্বিতের মাঝে মাঝে ভরে দেওয়া যায়—একে বিলম্বিত মধ্ বলে। আবার দুনী তানও বিলম্বিতকে সাজানোর জন্য মাঝে মাঝে ব্যবহার চলে—তাকে বিলম্বিত দ্রুত বলা হয়।

এ ভাবে আস্থায়ী অর্থাৎ মুদারা ও উদারা গ্রামের কাজ অন্তরা অর্থাৎ তারা গ্রামের কাজ, সঞ্চারি বা মুদারা ও উদারার যুগপৎ খেলা এবং আভোগ অর্থাৎ অন্তরায় পুনরায় প্রত্যাগমন ও তারা গ্রামের বিস্তার এই চারি ভাগে বিলম্বিত আলাপ শেষ ক'রে মধ্যলয়ের আলাপ সুরু করতে হয়। মধ্যলয়ের আলাপ বিস্তারে পূর্ণ ও এখানে গমকও নানা অলংকারের প্রয়োগ হ'য়ে থাকে। মধ্যলয়ের ও বিলম্বিত, মধ্ ও দ্রুত আছে। মধ্ বিলম্বিত গমকে মীড়ের কাজ বেশী, মধ্ জোড়ে গৌড়হার বাণীর কাটা কাটা জোড় বা খাণ্ডারবাণীর কম্পিত ও আন্দোলিত স্বরের জোড় চলে। মধ্ দ্রুতের মধ্যে জোড়েরই লয় বেড়ে দুনী লয়ে পৌঁছে যায়। কখনও কখনও পাখোয়াজের বোল্ কিছু কিছু তাতে ভরে দেওয়া চলে। এইভাবে মধ্যলয়ের কাজ শেষ হয়। তারপর দ্রুতের আরম্ভ। দ্রুত থেকেই তাল সহকারে মৃদঙ্গ সঙ্গতে বাজানো চলে—তবে অনেকে এই অংশ বিনা তালে বাজান। দ্রুতেরও বিলম্বিত মধ্য ও দ্রুত এই তিন অংশ আছে। দ্রুত বিলম্বিত হচ্ছে ঝালার কাজ। ঝালাতে দক্ষিণ হাতের কাজ দ্রুত কিন্তু বাম হাতে বিলম্বিতের মীড় আঁশের কাজ। ডান হাতে চিকারির ঝঙ্কারে ঝালা অতি মনোহর শোনায়। দ্রুত মধ এ ঝালার মধ্যে জোড় ভ'রে দেওয়া হয়। তাতে বাম হাতের বিলম্বিত গতির পরিবর্ত্তে মধ্যলয়ের গতি সুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে চিকারির ঝঙ্কারও চলে। রীতিমত দ্রুত আরম্ভ হয় ঠোক্ ঝালা থেকে। এই সময় ঝালার সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ প্রকার বোল—ডারা, ডর্, ডগর্, তক্‌ধুমাকিট্ ধিনাং প্রভৃতি বোল আরম্ভ হয়। ঠোক্ ঝালাতেই সুরের কাজ শেষ। তারপর লয়ের কাজ অর্থাৎ তান পরণের কাজ সুরু হয়। তারপরণেরও লড়ি, লড়্‌গুথাও, লড়ন, পেট্, পরণ, দুয়া, মাঠা প্রভৃতি নানা বিভাগে আছে—এ সকলই মৃদঙ্গের সঙ্গতের ব্যাপার। মৃদঙ্গের বোল্ যন্ত্রে তুলে এ সকল বাজাতে হয়। তারপরণেই রাগালাপের সমাপ্তি।

সেতার ও স্বরোদে তবলার সহিত সঙ্গতে মসিদ্‌খানি ও রেজাখানি এই দুই প্রকার গৎ বাজানো হ'য়ে থাকে—মসিদ্‌খানি গতে বিলম্বিত লয়ে গৎ আরম্ভ হয় ও গতের মধ্যে প্রথমতঃ রাগের বিলম্বিতের নানা তান তালে বেঁধে দেখানো হয় তারপর রাগের মধ ও জোড়ের তান তালে বেঁধে বাজানো হ'য়ে থাকে গৎটা মেরুরূপে ব্যবহৃত হয় গৎ থেকেই প্রতি তানের সুরু ও গতে এসেই শেষ। জোড়ের তান বা জোড়ার পর ঝালা ঠোক্‌এর কাজ গতে দেখানো হয়ে থাকে। রেজাখানি গতে বিলম্বিত ও জোড়ের কিছু কিছু কায়দা দেখানো যেতে পারে কিন্তু মুখ্যত তাতে বোলের কাজ—অর্থাৎ ঠোকের কাজই বেশী। বোলের ছোট ছোট বিন্যাস বেঁধে তান বা জোড়া তৈরী ক'রে দুণী গতে ভ'রে দেওয়া হয়—এই সব তানের বিস্তারও

চলে। শেষটা ঝালা ও ঠোকের কাজ শেষ ক'রে গৎ সমাপ্তি হয়।

এইভাবে নানা যন্ত্রে হিন্দুস্থানে যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চ্চা কম হয়নি এবং কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও হিন্দুস্থানী যন্ত্র সঙ্গীতকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যন্ত্রসঙ্গীতের অন্যতম ব'লে পরিগণিত করা যেতে পারত—তবে দুঃখের বিষয় এই যে গত কুড়ি পঁচিশ বৎসর থেকে ভারতের সঙ্গীতের লোক প্রিয়তা বাড়লেও তার আদর্শ ক্রমেই ক্ষুদ্রতর হয়ে এসেছে। এখন একটা সময় এসেছে, যখন সমস্ত শিক্ষিত সমাজ সঙ্গীত শিক্ষা করতে চান কিন্তু গত যুগের মত গুণী খুঁজে পাননা। বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণীর বড়ই অভাব। তা সত্ত্বেও যন্ত্র সঙ্গীতের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল ক'রে তোলা যেতে পারে যদি শুধু গতানুগতিক পথে না চলে নবতর রীতিতে একে সুষ্ঠু সমৃদ্ধ করতে চেষ্টা করি। দক্ষিণী তন্ত্র পদ্ধতি থেকে হিন্দুস্থানী যন্ত্র সঙ্গীতে অনেক কিছুই গ্রহণ করবার আছে। এই উভয় রীতির সমন্বয় ভারত সঙ্গীতের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ উপযোগী।

তারপর আমাদের বর্ত্তমানের যন্ত্রগুলি সবই ছোট ছোট সভায় বা বৈঠকখানায় বাজাবার জন্য তৈরী বৃহৎ সভা প্রাঙ্গনের প্রচলিত বীণা, সেতার, স্বরোদের শব্দ মিডে আসে—বর্ত্তমানের মজলিস্ বৃহৎ লোক সমাগমকে নিয়ে হচ্ছে বৃহৎ সভার উপযুক্ত ধ্বনির উৎপত্তি হয়, এ ভাবে আমাদের যন্ত্রগুলিরও সংস্কার করতে হবে অবশ্য loud-speaker প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনেও আমরা সহায়তা পাব।

সর্ব্বোপরি আমাদের ঐক্যতানের উৎকর্ষের যথেষ্ট আবশ্যকতা ও তার প্রচুর ক্ষেত্রও পড়ে রয়েছে। একক যন্ত্রসঙ্গীত বিশ্বসভায় তত চলবে না যত অর্কেষ্ট্রার চলতি হবে। অর্কেষ্ট্রাতে পৃথক্ পৃথক্ যন্ত্রী আপন আপন গুণপনাও দেখাতে পারবে, আবার বীণ, রবাব, সেতার, স্বরোদ, সারেঙ্গীর একত্র বাজাবারও স্থান থাকবে। আলাপ, পরণ, ও গৎ এই তিনেরই সমন্বয়ে অর্কেষ্ট্রার, উৎপত্তি খুবই সম্ভব ও সমীচীন। আমাদের নিকট আল্লাউদ্দিন যে পথ দেখিয়েছেন ও তিমিরবরণ বাংলায় যে পথের নূতন বিস্তৃতি করেছেন সে পথের ক্রমবিস্তার ও বৃত্তের পরিণতি আমরা দেখতে চাই ও সে উচ্ছ্বাসে উৎসর্গ করা অসংখ্য তরুণ যন্ত্রীর সমাগমও সমন্বয় আমরা আশা করি।

গান

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

নব নব সুরে বাজিছে বাঁশরী
জননী আসিবে ঘরে,
বিকশিত হ'ল অন্তর সব
চরণ পরশ তরে।

বনে বনে আজি বিকশিত ফুল,
সুরভিত ধরা, গাহে অলিকুল,
প্রকৃতি জননী গাহে আগমনী
মুখরিত নব স্বরে।

কি দিয়ে পূজিবে ও রাঙা চরণ,
দৈন্যের মাঝে কিবা আছে ধন,
তাই ভয়-বন্ধন মুক্তির লাগি'
সাজায়েছে থরে থরে।

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

ঝিঁঝিট মিশ্র—কাওয়ালী

রচনা—ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ

\+ ৩ ০ ১
II গা -া -া পমা | গা ররা সা রা | ন্া সসা ন্ন্া ররা | সা ন্ন্া ধ্া প্া I
ডা ০ ০ রা০ ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডা রা

\+ ৩ ০ ১
ধ্া সা -া রা | ধ্া সা -া প্া | ধ্া সা -া পা | ধ্া সা -া রা II
ডা ডা ০ রা ডা ড্রা ০ রা ডা ড্রা ০ রা ডা ড্রা ০ রা

তোড়া

০ ১ + ৩
১ | গা -া গা গা | -া মা রা গা | রা গগা রা মা | গা ররা সা রা I
ডা র্ ডা ডা র্ ডা ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা

০ ১ + ৩
ন্া সসা ন্া রা | সা ণ্ণ্া ধ্া প্া | ধ্া সা -া প্া | ধ্া সা -া রা II
ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ড্রা ০ রা ডা ড্রা ০ রা

০ ১ + ৩
২। সা গগা রা মা | গা পপা মা ধা | পা মমা গা রা | সা ররা ন্া সা I
ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা

০ ১
ধ্া সা -া প্া | ধ্া সা -া রা |
ডা ড্রা ০ রা ডা ড্রা ০ রা

+ ৩ ০ ১
৩। সা রা গা মা | পা গা -া মা | র্সা ণা ধা পা | ধা গা -া মা I
ডা রা ডা রা ডা ডা র্ ডা ডা রা ডা রা ডা ডা র্ ডা

+ ৩ ০ ১
পা র্সর্সা না র্সা | -া ণা ধা পা | র্সা ণণা ধা পা | মা গা রা সা I
ডা ডিরি ডা রা ০ ডা ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা

+ ৩ ০ ১
ন্া সসা ন্া রা | সা ন্া ধ্া প্া | ধ্া সা -া পা | ধ্া সা -া রা II
ডা ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা ডা· ড্রা ০ ডা ডা ড্রা ০ রা

তেহাই সহ

১ + ৩ ০
৪। সা রা গগা গগা | গগা গগা গগা গগা | সরা গমা গগা গগা | সরা গমা গগা গগা I
ডা রা ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডারা ডারা ডিরি ডিরি ডারা ডারা ডিরি ডিরি

১ + ৩ ০
পধা পমা গপা মগা | রমা গরা সরা ন্সা | ন্সসা ন্া রা সণ্ণা | ধ্পা ধ্সা রা গা I
ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডারা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডারা ডাড্রা ডা রা

১
ধ্সা রা গা ধ্সা।
ডাড্রা ডা রা ডাড্রা

স্বরলিপি

নিশাসাগ—ঝাঁপতাল

দেবী দুর্গে সদা শাস্ত রচপালিনি
অসুর-দল-দলনী দুখ-তাপকো দুর করো
অচপল সুখ কর জো ধায় বিন্ধ্য-বাসিনী।
দেত ঋদ্ধি সিদ্ধি বর বুদ্ধি বিদ্যা সকল
করন ত্রাণ সবকো তুঁহি নন্দ-নন্দিনী॥

অচপল।

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্র—
শ্রীসাধনচন্দ্র গুপ্ত

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
॥ গা -া | গা রা সা | রগা -া | রা সা ন্‌া | সা -া | গা গা গা |
॥ দে ০ | বী দু র | গে ০ | স দা ০ | শা ০ | স্ত র চ |

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
মা -া | পা পা -া | মা গা | সা গা মা | পা পা | পা পা পা |
পা ০ | লি নি ০ | অ সু | র দ ল | দ ল | নি দু খ |

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
পা -া | না ধা না | র্সা -া | নর্সা ধা পা | মা গা | মা রা -া |
তা ০ | প কো ০ | দু ০ | র ক রো | অ চ | প ল ০ |

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
গা পা | ধা না না | র্সা না | ধা পা ণা | ধা পা | ধা মা -া ॥
সু খ | ক র জো | ধা য় | বি ০ ন্ধ্য | বা ০ | সি নি ০ ॥

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
‖ {পা -া | পা নধা না | র্সা -া | র্সা র্সা র্সা | নর্সা ধা | র্সা না র্রা |
দে ০ | ত ঋ০ দ্ধি | সি ০ | দ্ধি ব র | বু ০ | দ্ধি ০ বি |

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
র্সা না | র্সা ধা পা} | মা গা | গা মা রা | গা পা | পা ধা ণা |
দ্যা ০ | স ক ল | ক র | ন ত্রা ০ | ণ ০ | স ব কো |

২´ ৩ ০ ১
সা না | ধা পা ণা | ধা পা | ধা মা -া ||||
তুঁ হি | ন ০ ন্দ | ন ০ | ন্দি নি ০ ||||

গান

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

হে দেবতা মোরে করেছ কাঙাল গর্ব্ব করেছ চুর।
তোমারি চরণে অন্তর রাখি' লভি' সুখ সুখ সুমধুর!
আমার, গর্ব্ব করেছ চুর।
শারদ আকাশে তোমার বাঁশরি,
আপনি বাজালে মোর নাম স্মরি,
হে পরাণ-প্রিয় তুমি যে আজিকে
রহিলে অনেক দূর!
আমার, গর্ব্ব করেছ চুর।
ভালোবাসি' তুমি লইলে টানিয়া ভুলাতে বিষম-ব্যথা,
হে দেবতা মোর, ভুলাও আমার সকল দুখের কথা;
যে ব্যথা জেগেছে মরমের পাতে,
তাই নিয়ে সখা রহ মোর সাথে,
আলোকে, আঁধারে গাহি' তব গান
হোক্ না কঠিন সুর!
আমার গর্ব্ব করেছ চুর।

কীর্ত্তন গান লোকপ্রিয় হয় না কেন?

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার বি-এ

আমরা প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছি যে কীর্ত্তন গানে ভাব এবং রসেরই প্রাধান্য; তান এবং লয় তাহাতে অপ্রধান। সুতরাং যে সব কীর্ত্তন গায়ক তাঁহাদের কীর্ত্তনে রাগ ও তালকে প্রধান করিয়া তুলেন, তাঁহারা গায়ক বড় হইতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তন গান কখনও শ্রোতাকে মুগ্ধ করিতে পারে না। কীর্ত্তন গানের তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক যিনি সব শ্রোতাকে বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের পদগত ভাবে তন্ময় করিয়া তুলিতে পারেন। যিনি শ্রোতার মানসপটে সেই কালিন্দী পুলিন, সেই ভাবময়ী শ্রীরাধা, সেই নাগররাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই কাঞ্চন বিনিন্দিত অঙ্গ, ব্রজভাবে বিভাবিত শচীর দুলালের ছবি অবিকল আঁকিয়া দিতে পারেন। অবশ্য রাগ এবং তাল সংযুক্ত পদাবলীই এই ভাবের সঞ্চার করিতে সমর্থ হয়। প্রাচীন কীর্ত্তনাচার্য্যগণ যে কীর্ত্তনে শশিশেখর, জ্যোতি, বীবক্রম প্রভৃতি দীর্ঘমাত্রিক তাল সমূহের প্রয়োগ করিতেন, তাহা তালের কসরতের জন্য এবং নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য নহে। তাহার মূল উদ্দেশ্য গানকে বিলম্বিত করিয়া তাহাতে অধিক আবেগ সঞ্চার। সুতরাং গায়ক যদি ঐ সকল তালকে এমনভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন যে গানের সময় মাত্রার হিসাব না করিলেও স্বতঃই তাঁহার গান ছন্দের অনুবর্ত্তন করে তবেই তিনি রস সঞ্চার করিতে সমর্থ হইবেন। কারণ সুর তালের চিন্তা ছাড়িয়া মনকে ভাবের এবং রসের প্রতি একাগ্র না করিলে কখনও পূর্ণভাবে রস সৃষ্টি সম্ভব হয় না। শুধুই রাগ রাগিণী এবং তালের আড়ম্বরে সুখ পাইবেন তাঁহারা—যাঁহারা ঐ সব শিক্ষা করিতে অভিলাষী অথবা যাঁহারা সদ্যোমাত্র ঐ সব সুর তাল আয়ত্ত করিয়াছেন। এইরূপ কীর্ত্তন গানের প্রতি রসপিপাসু শ্রোতাব বিরাগ হওয়া স্বাভাবিক। কীর্ত্তনের প্রতি সাধারণ শ্রোতার বিদ্বেষের দ্বিতীয় কারণ এই যে অনেক গায়ক শ্রোতার নিকট তাঁহাদের গান সম্যক্‌ভাবে পরিবেশন করিতে জানেন না। একে মৈথিলী ভাষা অনেকের নিকটে সুবোধ্য নয়, তাহাতে প্রথমেই প্রায় একঘণ্টা সময় গৌরচন্দ্রিকার কোলাহল। এইসব কারণে সাধারণ শ্রোতা কিছুক্ষণ থাকিয়াই ধৈর্য্য হারাইয়া চলিয়া যায়। এ কথায় আমরা ইহা বলিতেছি না যে গায়ক যে কোন শ্রোতার যে কোন রকম রুচির খোরাক যোগাইতে গিয়া তাঁহার গানের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করুন। আমাদের বক্তব্য এই যে গায়ক যদি শুধুই তাঁহার অভিজ্ঞ শ্রোতাদের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য না করিয়া সাধারণের দুর্ব্বোধ্য পদগুলি সকলকে সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া খোল করতাল এবং সমবেত কণ্ঠের অধিক কোলাহল না করিয়া প্রথম হইতেই রস-সঞ্চারের চেষ্টা করেন তবে অধিকাংশ শ্রোতাই বিলম্বিত সুর এবং কঠিন ছন্দের ভিতর হইতেও কীর্ত্তনের মাধুর্য্য উপভোগ করিতে পারিবে এবং কীর্ত্তনে তাহাদের মনও আকৃষ্ট হইবে। গড়ানহাটী, মনোহরসাই প্রভৃতি বিশুদ্ধ কীর্ত্তনেব প্রতি লোকের যে বিরাগ তাহার অন্যতম কারণ এই যে অনেক তথাকথিত কীর্ত্তন গায়ক সাধারণ লোকের চঞ্চল চিত্তবৃত্তির খাদ্য যোগাইতে গিয়া কীর্ত্তন সম্বন্ধে তাহাদেব ধারণাকে এমন বিকৃত করিয়া দিয়াছেন যে ঐ জাতীয় কীর্ত্তন অপেক্ষা ভাল কীর্ত্তন হইতে পারে বলিয়া তাহাদের ধারণা নাই তাহারা ঐ রকম কীর্ত্তনকেই কীর্ত্তনের আদর্শ বলিয়া মনে করে। এইরূপ শ্রোতার সংখ্যা যে স্থানে বেশী সেই স্থানে কোন উচ্চাঙ্গের কীর্ত্তন গায়কের প্রথমেই তাঁহার গানের সুর, তাল এবং রস-পর্য্যায় প্রভৃতি শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইয়া লওয়া আবশ্যক।

স্বরলিপি

(আমার) বন্ধ দুয়ার খুলে
দরদী মোর এলে কী গো
এলে কী পথ ভুলে।
রথখানি কী মেঘের দেশে
মোর তরে সে থাম্‌লো এসে
আঁধারের ঝর্ণাধারার
পর্‌দাখানি তুলে।

নীলিমার নয়ন কোণে নীল আঁচলের তলে
নিত্যি তোমার গোপন লিপি পাঠাও নানান্ ছলে।
শত যুগের কবির বুকে
সেই লিপি কী স্বপন সুখে
রূপের মাঝে পড়বে ধরা
মোর জীবনের কূলে।

কথা—শ্রীস্মরজিৎকুমার মৌলিক, এম্-এ

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসুকুমার দেব

০ । ১ । + [গমা পদা মা -া] । ৩
(গা মা) II {পা -ণা ণা দা | পা -পা -া -া | রা জ্ঞা জ্ঞা পা | পা -া -া -া} I
আমার্ ব ন্ ধ দু | য়া র্ ০ ০ | খু ০ ০ ০ | লে ০ ০ ০

০ । ১ । + । ৩
গা গা গা গা | গা গা -া -া | মা পা পা পা | দগা মা মা মা I
দ র দী ০ | মো র ০ ০ | এ লে ০ ০ | কী গো ০ ০

০ । ১ । + । ০
জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | রজ্ঞা রসন্‌া -া -া | সা সরা জ্ঞা -া | না সা -া -া II
এ লে ০ ০ | কী০ ০০০ ০ ০ | প থ০ ০ ০ | ভু লে ০ ০

০	১	+	৩
II পা পা পা পা	মপা গা মা -া	পা পা দা দা	মা পা -া -া I
র ০ থ্‌ থা	নিo কী ০ ০	মে ঘে ০ র	দে শে ০ ০
শ ০ ভ যু	গে০ র ০ ০	ক বি ০ র	বু কে ০ ০

০	১	+ [র্সাঃ র্সঃ র্সা]	৩
পা র্রা র্রা -া	র্রা র্রা -া র্জ্ঞা	নাঃ নঃ না র্রা	না র্সা -া -া I
মো র ভ ০	রে সে ০ ০	থা ম লো ০	এ সে ০ ০
সে ই লি ০	পি কী ০ ০	স্ব প ন ০	সু খে ০ ০

০	১	+	৩
র্সা না র্সা র্সা	ধা -ধা ণা ধা	পা পা -া -া	-া -া -া -া I
আঁ ধা রে র	ঝ র্‌ ণা ধা	রা র ০ ০	০ ০ ০ ০
রূ পের্‌ মা ঝে	প র্‌ বে ধ	রা ০ ০ ০	০ ০ ০ ০

০	১	+	৩
-রাঃ রঃ রা জ্ঞা	রা সা -া -া	রা ণা ণা পা	পা -া -া -া II
প র্‌ ০ দা	খা নি ০ ০	তু ০ ০ লে	০ ০ ০ ০
লো র্‌ ০ জী	ব নে ০ র্‌	ফু ০ ০ লে	০ ০ ০ ০

০	১	+	৩
II সা ন্া ন্া ন্া	সা সা সা সা	গা গা গা মা	গা মা গা মা I
নী লি মা র	ন য়ন কো ণে	নীল্‌ আঁ চ লের	ত ০ লে ০

০	১	+	৩
জ্ঞাঃ জ্ঞঃ রা জ্ঞা	মা গাঃ রঃ সা	প্া ন্া সা রা	ন্া সা সা সা II II
নি তি ভো মার্‌	গো পন্‌ লি পি	পা ঠাও না নান্‌	ছ লে ০ ০

সরগম্

কাফি--জলদ্ তেতালা

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চৌধুরী, বি-এল্

আস্থায়ী

	+				৩				০				১				
II	ণা	-া	ধা	পা |	মা	জ্ঞা	রা	জ্ঞা |	সা	রা	রা	জ্ঞা |	-া	মা	পা	মা	I
	পা	-া	পা	মা |	পা	ধা	ণা	সা́ |	ণা	ধা	-া	পা |	মা	জ্ঞা	রা	-া	I
	রা	ণণা	ধা	ণা |	পা	ধা	মা	পা |	গা	মমা	গা	পা |	মা	-া	সা	ণ্া	I
	সা	জ্ঞা	রা	মা |	জ্ঞা	রা	সা	-া |	পা	দদা	পা	মা |	জ্ঞা	-া	সা	-া	II

অন্তরা

	+				৩				০				১				
II	মা	পপা	পা	না |	-া	না	সা́	সা́ |	না	সা́সা́	ননা	সা́সা́ |	র́রা́	সা́	না	সা́	I
	না	সা́সা́	সা́	রা́ |	-া	জ্ঞা́	রা́	সা́ |	না	সা́সা́	র́রা́	সা́সা́ |	ণণা	ধা	ধা	পা	I
	র́রা́	সা́সা́	রা́	না |	-া	সা́সা́	পপা	মমা |	পা	জ্ঞা	-া	মমা |	পা	ধা	ণা	সা́	I
	-া	জ্ঞা́	-া	রা́ |	সা́	-া	ণা	ধা |	-া	পা	মা	-া |	-া	জ্ঞা	-া	মা	II পা

তান

+ ৩ ০ ১
১। সা রা জ্ঞা মা | পা ধা ণা র্সা | ণা ধা পা মা | জ্ঞা রা সা -া I

+ ৩ ০ ১
২। র্রা র্সা ণা র্সা | ণা ধা পা মা | গা মা পা মা | জ্ঞা রা সা -া I

+ ৩ ০ ১
৩। গা মা পা ধা | ণা র্সা র্রা র্সা | ণা ধা পা মা | জ্ঞা রা সা -া I

+ ৩ ০ ১
৪। গা মা পা ধা | ণা র্সা র্রা র্সা | ণা ধা পা মা | পা ধা ণা র্সা I

+ ৩ ০ ১
র্রা র্সা ণা ধা | পা ধা ণা র্সা | ণা ধা পা মা | জ্ঞা রা সা -া I

+ ৩ ০ ১
৫। সা রা জ্ঞা মা | পা মা গা রা | সা রা গা মা | পা মা জ্ঞা রা I

+ ৩ ০ ১
গা মা পা মা | জ্ঞা রা গা মা | পা মা জ্ঞা রা | গা মা পা মা I

+ ৩ ০ ১ +
পা -া -া -া | গা মা পা মা | পা -া -া -া | গা মা পা মা II পা

+ ৩ ০ ১
৬। পা ধা ণা র্সা | ণা ধা পা মা | জ্ঞা রা সা ণ্‌া | সা -া -া -া I

+ ৩ ০ ১
পা ধা ণা র্সা | ণা ধা পা মা | জ্ঞা রা সা ণ্‌া | সা -া -া -া I

+ ৩ ০ ১
পা ধা ণা র্সা | ণা ধা পা মা | পা ধা ণা র্সা | ণা ধা পা মা I

+ ৩ ০ ১
ধা ণা র্সা ধা | ণা র্সা ধা ণা | র্সা ধা ণা র্সা | ণা ধা পা মা I

+ ৩ ০ ১
পা ধা ণা র্সা | র্রা র্জ্ঞা র্রা র্সা | ণা ধা পা মা | পা ধা ণা র্সা I

+ ৩ ০ ১ +
র্রা র্সা ণা ধা | পা -া পা মা | জ্ঞা রা সা -া | সা রা জ্ঞা মা II পা

+ ৩ ০ ১
৭। গা মা পা পা | পা পা পা পা | গা মা পা পা | পা পা পা পা I

+ ৩ ০ ১
গা মা পা পা | গা মা পা পা | গা মা পা পা | গা মা পা পা I

+ ৩ ০ ১
গা মা পা গা | মা পা গা মা | পা গা মা পা | মা জ্ঞা রা সা I

+ ৩ ০ ১
ণ্‌া ণ্‌া রা রা | সা সা জ্ঞা জ্ঞা | রা রা মা মা | জ্ঞা জ্ঞা পা পা I

+ ৩ ০ ১
মা মা ধা ধা | পা পা ণা ণা | ধা ধা র্সা র্সা | ণা ণা র্রা র্রা I

+ ৩ ০ ১ +
র্মা র্গা -া র্রা | র্সা -া ণা ধা | -া পা মা -া | -া গা -া মা II পা

শোক সংবাদ

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, গত শনিবার ১৪ই ভাদ্র, সকাল ৬-১৫ মিনিটের সময় 'এ্যাড্-

ভান্স' পত্রিকার বার্ত্তা সম্পাদক বসন্তকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে কেলিঙ্গাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হইয়া হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ কর্ম্মী সাংবাদিক ক্ষেত্রে বিরল। রাষ্ট্রগুরু স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবর্ত্তিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সহিত যাঁহারা পরিচিত আছেন, তাঁহারাই বসন্তবাবুর অকৃত্রিম কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাইয়াছেন। প্রতি ঘণ্টায় নূতন নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠকের চিত্তাকর্ষক করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। সাংবাদিক কার্য্যে নিমগ্ন থাকা হেতু সাধারণের সহিত তিনি বিশেষ পরিচিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার ন্যায় সৎসাহসী নির্ভীক পুরুষ এবং দানশীল ব্যক্তি সচরাচর বড় দেখা যায় না। কত আশ্রয়হীন দরিদ্র ছাত্রকে নিজালয়ে আশ্রয় দান করিয়া তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিয়াছেন। দাতা হিসাবে তিনি ছিলেন নীরব দাতা। মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত অজিত দাশগুপ্ত, কন্যা শ্রীযুক্তা অশোকা সেনগুপ্তা, দুই সহোদর এবং সাধ্বী পত্নী শ্রীযুক্তা নীরজা দেবীকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিয়া যান। তাঁহার মৃত্যুতে সাংবাদিক-সঙ্ঘের বিশেষতঃ 'এ্যাড ভান্স' পত্রিকার যে কি পরিমাণ ক্ষতি হইল তাহা অবর্ণনীয়। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনা করিতেছি।

স্বরলিপি

বাগেশ্রী—ঢিমা-ত্রিতাল

এরী মেরে আয় সুলতান,
নিজামদ্দিন ঔলীয়া মকবুল।

খাজে কুতব, সেখ ফরিদা,
বরাতি দিল্লি হুলুহানে,
বনি বরপায়া॥

সুর শিক্ষক—শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীজীবনচন্দ্র উপাধ্যায়

	০	১	+	৩	
II	র্সা -া ণা -ধা	ধা -া পা -ধা	ণা -া ধা -া	-মা -া -মধা -পধা	I
	এ ০ রী ০	মে ০ রে ০	আ ০ য় ০	০ ০ ০০ ০০	

০	১	+	৩	
-মা -জ্ঞা -রা -সা	-মা -া ধা পধা	ণা -া -ধা -া	-মা -া -মধা -পধা	I
০ ০ ০ ০	০ ০ সু ল০	তা ০ ০ ০	০ ০ ০০ ০০	

০	১	+	৩	
-মা -া -জ্ঞা -া	-া মজ্ঞা -রা -সা	সা ণ্া ধ্া -ণ্া	সা -া মা -া	I
০ ০ ০ ০	০ নে০ ০ ০	নি জা ম ০	দ্দি ০ ন ০	

০	১	+	৩	
-া জ্ঞমা -ধণা -র্সা	র্সা -া র্সা -া	-জ্ঞা -া -া -া	মা জ্ঞা রা জ্ঞা	I
০ ঔ০ ০০ ০	লি ০ য়া ০	০ ০ ০ ০	ম ক বু ল	

০ | ১ | + | ৩
II মা ণা -ধা ণা | ণা -া র্সা -া | ধণা -র্সর্মা র্জ্ঞর্রা র্সা | ণা -র্সা ণা ধা I
থা জে ০ কু | ত ০ ব ০ | সে০ ০০ থ০ ফ | রি ০ দা ০

০ | ১ | + | ৩
ধা -া ণা -া | মজ্ঞা -রসা -মা -া | র্সা -া ধা -ণা | -র্সা -র্মা র্জ্ঞর্রা র্সা I
ব ০ রা ০ | তি০ ০০ ০ ০ | দি ০ ল্লি ০ | ০ ০ ০ছু লু

০ | ১ | + | ৩
ণা -র্সা ণা -ধা | ধা -া ণা -া | -মা -া -া -া | মা জ্ঞা রা সা I
হা ০ নে ০ | ব ০ নি ০ | ০ ০ ০ ০ | ব র পা য়া

০ | ১ | + | ৩
সা ণ্া ধ্া -ণ্া | সা -া মা -া | -া জ্ঞমা -ধণা -র্সা | র্সা -া র্সা -া I
নি জা ম ০ | ন্দি ০ ন ০ | ০ ঔ০ ০০ ০ | লি ০ য়া ০

০ | ১
-জ্ঞা -া -া -া | মা জ্ঞা রা সা II II
০ ০ ০ ০ | ম কৃ বু ল

আগমনী

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

দুর্গতি-নাশিনী মা মোদের এসেছে আজিকে বঙ্গে।
দুঃখ দৈন্য গেছে চ'লে আজ তাঁর আগমনের সঙ্গে ॥

প্রকৃতি আজি নিয়ে ফুল ডালি
মায়ের চরণে দিতেছে ঢালি'
কল কল ভাসে গাহে আগমনী
পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে।

সকলে ধরেছে নূতন বেশ
কার মনে নাই দুঃখের লেশ
হেসে খেলে সবে দিয়ে করতালি
নাচিছে কতই রঙ্গে ॥

স্বরলিপি

দরবারী কানড়া—ঝাঁপতাল

বিহরে হর-হৃদয় পরে ত্রিপুর হর-বন্দিনী।
চরণ পরে শোভে নূপুর কটিতে কর-কিঙ্কিণী॥
হৃদয় মরকত নিকর খচিত, মণিমণ্ডিনী।
অভয় করে খণ্ড অসুর শিরখণ্ডিনী॥

রূপ তিমিরে তিমির হরে ত্রিলোক ভয়ভঞ্জিনী।
ঘোর বেশে ঘোর কেশে মহেশ-মনোরঞ্জিনী॥
শশী শিখরে, শ্মশানে ফিরে, শিখর বরনন্দিনী।
বরণ কাল, ভুবন আলো কালী কলুষ খণ্ডিনী॥

রচনা—অজ্ঞাত

সুর—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি—সুর-দাতার ছাত্রী শ্রীমতী অঞ্জলি দেবী

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II {ণ্‌া সা | মা রা সা ণ্‌া মা্‌ | পা্‌ ণ্‌া সা I সা রা | মজ্ঞা মা পণা |
বি হ | রে হ র হৃ দ | য় প রে ত্রি পু | র হ র০ |

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
মজ্ঞা মা | রসা রা সা} I ণ্‌া সা | রা ণ্‌া সা | ণ্‌দা্‌ ণ্‌দা্‌ | ণ্‌া সা সা I
ব ০ | ন্দি০ নী ০ চ র | ণ প রে | শো ভে | নূ পু র

২´ ৩ ০ ১
মা পা | ণদা ণা পা | মজ্ঞা মা | রসা রা সা II
ক টি | তে ক র | কি ০ | ঙ্কি০ ০ ণী

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II {মা পা | ণদা ণা ণা | র্সা র্সা | ণা র্সা র্সা I ণা রা | র্সা র্রা র্সা |
হৃ দ | য় ম র | ক ত | নি ক র খ চি | ত ম ণি |

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
র্রণা র্সা | ণদা ণা পা} I র্সা র্মজ্ঞা | র্মা র্রা র্সা | র্রণা র্সণা | র্সা -া -া I
ম০ ০ | ণ্ডি০ নী ০ অ ভ০ | য় ক রে | খ০ ০০ | ণ্ড ০ ০

২´ ৩ ০ ১
মা পর্সা | ণদা ণা পা | মপা জ্ঞমা | রসা রা সা II
অ সু০ | র শি র | খ০ ০০ | ণ্ডি০ নী ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II মা -া | মা মা মা | পা ণা | মা পা পা I -মা পা | ণদা ণা র্সা I
স্ন প | তি মি রে | তি মি | র হ রে | ত্রি লো | ক ভ য়

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
র্ণা র্সা | ণদা ণা পা I ণা মা | পা মপণা মপা | মজ্ঞা মজ্ঞা | মা রা সা I
ভ ০ ০ | ঙ্কি নী ০ | ঘো ০ | র বে ০ ০ শে০ | ঘো ০ | র কে শে

২´ ৩ ০ ১
সা রা | মজ্ঞা ণদা মজ্ঞা | ণদা ণদা | ণদা ণা পা II
ম হে | শ ম নো | র ০ | ঙ্কি নী ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II পা র্সা | ণদা ণা র্সা | মা পা | ণদা ণা র্সা I পা র্মজ্ঞা | র্মা র্রা র্সা |
শ শী | শি খ রে | শ্ম শা | নে ফি রে | শি খ | র ব র

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
ণর্সা দা | ণা না র্সা I পা ণদা | ণা রা মজ্ঞা | ণদা রা | মজ্ঞা মা পা I
ন ০ | ন্দি নী ০ | ব র | ণ কা ল | ভু ব | ন আ লো

২´ ৩ ০ ১
র্সা ণদা | ণা ণা ণা | মজ্ঞা মা রসা রা সা II II
কা লী | ক লু ষ | খ ০ ণ্ডি০ ০ নী

গান

শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত

শরত এসেছে দ্বারে
আগমনী তার বাজিয়া উঠিল
হৃদয়-বীণার তারে,
মৃদু-মধু-ঝঙ্কারে !
তাই নব অনুরাগে,
সুপ্ত-হৃদয় জাগে—
নয়নে আমার আজি শরতের
কী মোহন-মায়া লাগে !

গেঁথেছি শেফালি মালা
ভরিয়া তুলেছি ডালা,
আমার এ দু'টি আকুল চোখের
শীতল-শিশির ঢালা !
আল্‌পনা নদী-কূলে
হ'ল রচা কাশফুলে !
সাজায়ে রেখেছি মন্দির মম,
বরণ করিতে তা'রে !

স্বরলিপি

ভৈরবী—কাওয়ালী

জয় দুর্গে দুর্গতি পরিহারিণী
শুম্ভ বিদারিণী মাতঃ ভবানী।
আদি শক্তি পরব্রহ্ম স্বরূপিনী।
জগ-জননী চহুঁ বেদ বখানী।
ব্রহ্মা শিব হরি অর্চন কীনো
ধ্যান ধরত সুর নর মুনি জ্ঞানী।

কথা—ব্রহ্মানন্দ।

সুর শিক্ষক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরলিপি—শ্রীমতী শেফালি মুখার্জ্জি

১				০				১´				০			
পা	পা	ণদা	-া	পা	মা	পা	মা	জ্ঞা	-রা	জ্ঞা	মা	জ্ঞা	-া	ঋা	সা
জ	য়	দু	০	র্গে	দু	০	র্গ	তি	০	প	রি	হা	০	রি	ণী
ঋা	-সা	দ্‌া	ণ্‌া	সা	-ঋা	জ্ঞা	জ্ঞা	সা	-ঋা	জ্ঞা	মা	জ্ঞঋা	-া	সা	-া ‖
শু	০	ম্ভ	বি	দা	০	রি	ণী	মা	০	ত	ভ	বা	০	নী	০ ‖

১´				০				১´				০			
{দা	-া	মা	দা	-া	ণা	র্সা	র্সা	র্ঋা	-া	র্ঋা	র্ঋা	র্সা	-ণা	র্সা	র্সা
আ	০	দি	শ	০	ক্তি	প	র	ব্র	০	হ্ম	স্ব	রূ	০	পি	নী
দা	ণা	র্সা	র্ঋা	র্জ্ঞা	-া	র্ঋা	র্সা	ণা	-া	র্ঋা	র্সা	ণণা	-া	পা	-া}
জ	গ	জ	ন	নী	০	চ	হুঁ	বে	০	দ	ব	যা	০	নী	০
জ্ঞা	-া	পা	-া	পা	পা	পা	পা	পা	-দা	ণা	র্সা	ণা	দা	পা	-া
ব্র	০	হ্মা	০	শি	ব	হ	রি	অ	০	র্চ্চ	ন	কী	০	নো	০
জ্ঞা	-পা	পা	দা	পা	মা	হ্মা	মা	জ্ঞা	রা	জ্ঞা	মা	জ্ঞঋা	-া	সা	-া
ধ্যা	০	ন	ধ	র	ত	সু	র	ন	র	মু	নি	জ্ঞা	০	নী	০

সমালোচনা

"রাগ এবং রাগিনী"—সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞানভাণ্ডারের মূলসূত্রগুলি অবলম্বন করিয়া লিখিত ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যার প্রতিমা-তত্ত্বের একটী সচিত্র ও চিত্রবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় একখানি বিরাট পুস্তক। ইহা বঙ্গের এসিয়াটিক্ সোসাইটীর বিশিষ্ট সভ্য, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিশিষ্ট পত্র লেখক 'মাষ্টারপিসেস্ অফ রাজপুত পেন্টিং' প্রভৃতি পুস্তকের লেখক—শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা লিখিত। ইহার প্রথম খণ্ডে রাগের বিস্তৃত ইতিহাস, সুবিস্তৃত বিচার ও আলোচনা দ্বিতীয় খণ্ডে সঠিক উদাহরণ স্বরূপ ভারতবর্ষ, য়ুরোপ ও আমেরিকার সাধারণ ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ হইতে সংগৃহীত রাগ-রাগিণীর ৩৩০ ফটোগ্রাফ সহ ৬খানা রঙ্গীন চিত্র। কলিকাতা—ক্লাইভ প্রেস,—১৪ নং ওল্ড কোর্ট হাউস লেন—১৯৩১—মাত্র ৩৬খানি প্রকাশিত হইয়াছে।

অধুনালুপ্ত সুবিখ্যাত রূপম্ পত্রিকার সম্পাদক (যে পত্রিকার তিরোধানে শিল্পের—বিশেষতঃ ভারতীয় ও এসিয়াটিক্-শিল্পের প্রেমিকরা একাধারে দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন) ও ভারতীয় শিল্পের নানা ধারা ও বিভাগ অবলম্বনে লিখিত নানা পুস্তকের লেখক—শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত 'রাগ ও রাগিণী' গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ সমৃদ্ধ, রূপসজ্জায় সজ্জিত পুস্তক ইহার পূর্ব্বে ভারতে কখনও প্রকাশিত হয় নাই। এই বিরাট গ্রন্থ সঙ্গীত বিজ্ঞান ও সঙ্গীত তত্ত্বের বিশিষ্ট ভাবধারার—অর্থাৎ কিনা সঙ্গীত রাগের ঋতু, কাল ও অধ্যাত্মভাবের মনস্তত্ত্ব ও মূর্ত্তিকল্পনা পদ্ধতির ভাষ্যরূপে এবং ভারতীয় চিত্র-শাস্ত্রের একাংশের প্রামাণ্য গ্রন্থের আসনে বহুকাল অধিষ্ঠিত থাকিবে। ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে লেখকগণ অনেকেই রাগ-রাগিণীর তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন ও ভারতীয় শিল্পে ইহার চিত্র-উদাহরণগুলিও ভারতীয় শিল্প ও সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের দ্বারা পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই বিষয়ে উত্তর ভারতের—বিশেষতঃ 'রাজপুত জাতির' বা মধ্যযুগের শেষভাগের উত্তরবাসী হিন্দু ভারতের সৌন্দর্য্যকলা—১৬ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মভাবের সহিত তাত্ত্বিক রহস্যের, উপকথার সহিত প্রেমের, প্রকৃতিভাবের ও সঙ্গীতজাত করুণ ও গভীর ভাবের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে এক শ্রেণীর চিত্র চিত্রিত করিয়া এক অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক রসের সৃষ্টি করিয়াছে। তিনটী মহাদেশে নানা সাধারণ ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে বিক্ষিপ্ত রাগ-রাগিণীর শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলিকে একটী বৃহৎ রচনা সংগ্রহের অঙ্গীভূত করিয়া ভারতীয় শিল্প-ইতিহাসের সেবা করাই শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলতঃ তাঁহার গ্রন্থে শিল্প সম্বন্ধীয় অন্যান্য মহাগ্রন্থস্থ চিত্র-উদাহরণাবলীর ন্যায় বহুবিধ ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, চিত্রোদাহরণের ঐশ্বর্য্যস্বরূপ, অতি সুন্দর ব্রোমাইড্ কাগজে অতি যত্নে মুদ্রিত ও ১১৫খানি পত্রে নিবেশিত, ৩৩০খানি মৌলিক আলোকচিত্র আমরা পাইয়াছি। কিন্তু শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয় সাধারণ পাঠকদের সম্মুখে চিত্রগুলি উপস্থিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার গ্রন্থখণ্ডে তিনি অতি সূক্ষ্মভাবে—বিশেষতঃ ভারতীয় সঙ্গীতে রাগ-রাগিণী তত্ত্বের ঐতিহাসিক প্রগতির গবেষণা: লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পণ্ডিতোচিত, ধীর ও বহুবর্ষ বিস্তৃত গবেষণা এই গ্রন্থের অঙ্গীভূত হইয়াছে; এবং আমরা এই গ্রন্থে অতি মূল্যবান ও চিত্রের ব্যাখ্যা বা উপযুক্ত পারিশিষ্ট স্বরূপ, উত্তম নিদর্শন পত্রযুক্ত ভারতীয় সঙ্গীতে রাগ-রাগিণীর প্রগতির ও ইতিহাসের সুসম্বদ্ধ কাহিনী পাইতেছি। এই প্রসঙ্গে তাঁহাকে বহু পাণ্ডুলিপি

এবং সংস্কৃত, হিন্দী, পারস্য ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থের আলোচনা করিতে হইয়াছে এবং ইহা মনে হয় যে তাঁহার পরীক্ষাকালে কোন জিনিষই তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে যাইতে পারে নাই। রাগচিত্রের পার্শ্বস্থিত হিন্দী, সংস্কৃত, পারস্য ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত পদাবলীগুলিকে অক্ষরান্তরিত, অনুবাদিত ও সমালোচিত করা হইয়াছে এবং পত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং ইহা রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে লিখিত হিন্দী ও সংস্কৃত পদাবলীর একটী চমৎকার সাহিত্য-সংগ্রহ সাধন করিয়াছে। সাহিত্য ও ভাষার সেবক হিসাবে আমার কেবল একটী অভিযোগ আছে—শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয়ের অক্ষরান্তরণে (বিশেষতঃ হিন্দী ও পারস্য কবিতার সম্বন্ধে) আরও যত্নবান্ হওয়া উচিৎ ছিল এবং ইহার আদর্শ মুদ্রাঙ্কন পত্রগুলি অধিকতর মনোযোগের পরীক্ষিত হওয়া উচিত ছিল, কারণ ভ্রমের পৌনঃপুন্য কর্ণবিদারক ও গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক মূল্য কিছু পরিমাণে অপহরণ করিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমি শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যে, ঐতিহাসিক-প্রখরতা সৌন্দর্য্যজ্ঞান এবং সর্ব্বশেষে—যদিও কম নহে, এইরূপ সমুজ্জলভাবে স্বদেশের শিল্পের প্রতি তাঁহার সম্মানপ্রদর্শন করিবার উদ্যোগীতা সম্বন্ধে খুব উচ্চধারণা পোষণ করি। এইরূপ একটী গ্রন্থ ভারতীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বা কোন শিক্ষিত সমাজের আনুকূল্যে প্রকাশিত হওয়া উচিৎ ছিল; এবং ইহা যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান বৃদ্ধি করিত এবং কোন স্বাধীন দেশ হইলে লেখক এইরূপ গ্রন্থের জন্য সরকারের নিকট হইতে নিশ্চয়ই উচ্চসম্মান লাভ করিতেন, কারণ ইহা জাতীয় সম্পত্তির মূল্য ও জ্ঞান বিবর্দ্ধক। গ্রন্থটী প্রকাশ করিবার ব্যয় (এই সকল মৌলিক, আসল ফটোগ্রাফ (প্রতিলিপি নহে) মূল্যবান মুদ্রাঙ্কর এবং কৌশলে রচিত কাশীর বিখ্যাত কিংখাপে বিজড়িত গ্রন্থখণ্ড ও চিত্রখণ্ড) যাহা সাধারণ ব্যক্তির অর্থ-সামর্থ্যের বাহিরে—গ্রন্থটিকে পুনঃ প্রকাশের পক্ষে দুর্লভ করিয়াছে। গ্রন্থটীর মূল্য সাধারণের উপযোগী নহে, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির যাঁহারা সমালোচক ও ভক্ত এবং ভারতীয় শিল্পের যাঁরা প্রেমিক, অনুশীলন ও অন্ততঃ কেবল একবার নাড়িয়া ও উল্টাইয়া দেখিবার জন্যও এইরূপ একটী গ্রন্থ ভারতের দু'একটী সাধারণ পুস্তকাগারে রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডি-এস্‌সি (লণ্ডন)

ফোর আর্টস্—(ইংরাজী ভাষায় মুদ্রিত, সচিত্র বার্ষিক পত্রিকা) ম্যানেজিং সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৪৲ টাকা।

আমরা 'ফোর আর্টস্' পত্রিকাখানি দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি। ইহাতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, অর্দ্ধেন্দ্রকুমার প্রভৃতি বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের সুচিন্তিত প্রবন্ধাবলীর সমাবেশ হইয়া পত্রিকাখানি বিশেষ গৌরবলাভ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত চিত্রসম্পদের দিক দিয়াও ইহার বৈশিষ্ট্য অতি সুন্দর হইয়াছে। ভারতবিখ্যাত গায়ক ও বাদকগণ এবং বিভিন্ন দেশীয় নৃত্যবিদ্ যথা—উদয়শঙ্কর, গোপীনাথ, রাগিণী দেবী, বালা সরস্বতী, মেনকা দেবী প্রভৃতির নৃত্যভঙ্গীর প্রতিকৃতিই ইহাতে অধিক স্থান পাইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণের অঙ্কিত চিত্রগুলিও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। এইরূপ একখানি বার্ষিক পত্রিকার অভাব আমরা বিশেষভাবেই বোধ করিতেছিলাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ মহাশয় সে অভাব অনেকাংশে পূর্ণ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে আমরা অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। পত্রিকাটির ছাপা ও বাঁধাই মনোমুগ্ধকর।

সুরের বীন—গীতিপুস্তক। প্রণেত্রী—শ্রীমতী সরোজিনী চৌধুরী। প্রাপ্তিস্থান—অম্বিকা ভাণ্ডার, কান্দিবপাড়, চৌমুহনী, কুমিল্লা। মূল্য—বার আনা।

সর্ব্বসমেত পয়ষট্টিটি গান ইহাতে আছে। লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগতা হইলেও উল্লিখিত পুস্তকে তাঁহার লিখিত গানগুলির রচনাভঙ্গী ও ভাষার প্রাঞ্জলতা দেখিয়া আশা হয়, ভবিষ্যতে তাঁহার শ্রম সার্থক হইবে।

স্বরলিপি

সিন্ধু—কওআলী

(গজল)

দিখা দে য়ার অব মুখড়া
ঘুঁঘট মেঁ কোঁ্যা ছিপায়া হৈ ।
হসন তেরে ক্যা হৈ শানী
ন দুজা বীচ দুনিয়াঁকে
করু ক্যা মৈ সিফত তেরী
চাঁদ মনমে লজ্জায়া হৈ ॥

ব্রহ্মানন্দ — স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১´ ০ ১´ ০
{গা | পধা ণর্সা -া ণা | ধা পা ধা পা | মা পা মা জ্ঞা | রা -া -া} -া |
দি | খা০ ০০ ০ দে | য়া ০ ০ র | অ ব মু খ | ড়া ০ ০ ০ |

১´ ০ ১´ ০
রা রা মা মা | পা -া -া পা | রমা রমা মপা মপা | মজ্ঞা -া রা ||
ঘুঁ ঘ ট মেঁ | কোঁ্যা ০ ০ ছি | পা০ ০০ ০০ ০ | য়া ০ হৈ ||

১´ ০ ১´ ০
গা | {পা পা না না | না -া র্সা -া | র্সা -া ণা ধা | র্সা -া র্সা -া |
হ | স ন তে রে | ক্যা ০ হৈ ০ | শা ০ ০ ০ | ০ ০ নী ০ |

১´ ০ ১´ ০
ণা ণা র্রা -া | র্সর্রা র্মা র্জ্ঞা র্রা | র্সনা র্সা ধা র্সা | ণা ধা পা} -া |
ন ০ দু ০ | জা০ ০ বী ০ | চ০ ০ দু নি | য়াঁ ০ কে ০ |

১´ ০ ১´ ০
মা মা ধা -া | ধা -া -া ধা | ধা ণা ণধা পধা | পা -া -া -া |
ক রু ক্যা ০ | মৈ ০ ০ সি | ফ ত তে০ ০০ | রী ০ ০ ০ |

১´ ০ ১´ ০
রা মা মা মা | পা পা -া পা | রমা রমা পধা মপা | মজ্ঞা -া রা ||
চাঁ ০ দ ম | ন মেঁ ০ ল | জ্জা০ ০০ ০০ ০ | য়া ০ হৈ ||

"আবার জননী এসেছে—"

মিশ্র—দাদ্‌রা

আবার জননী এসেছে ফিরিয়া
আমার কুটীর দ্বারে,
পূজার দেউলে বন্দনা গানে
বরণ কর গো তাঁরে।

এসেছে জননী হৃদয়ের মাঝে
পরাণ বীণিকা তাই কি গো বাজে,—
তৃষিত পরাণ জননী চরণ
মাগিতেছে বারে বারে।

পূজার লগন এসেছে যখন
দূরে যাক্ আঁখি লোর
জীবন জুড়ালো দুঃখ ভুলিয়া
মাতি' মা পূজায় তোর।

মা তোর প্রসাদ লয়ে করপুটে
হৃদয় কমল উঠে যেন ফুটে,—
বোধন গীতির নূতন ছন্দে
এসগো মানস আঁধারে।

কথা—শ্রীমুরারীমোহন সান্যাল। সুর—কুমারী সরযূ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বরলিপি—শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ।

(পা পা -া) II মগা মা -া | রা মা জ্ঞা I রসা ণ্ধ্া ণ্া | -ণ্া -ণ্া -ণ্া I
আ বা র্ জন নী ০ | এ সে ছে ফি০ রি০ য়া | ০ ০ ০

ণ্া রা -া | রজ্ঞা সা -া I রা -জ্ঞা পা | -পা -পা -পা I
আ মা র্ | কুটী র ০ দ্বা ০ রে | ০ ০ ০

রা ণা -া | ণা ণা ণা I ধা ধা ধা | পা পা পা I
পূ জা র্ | দে উ লে ব ন্দ না | গা নে ০

সা রা -া | রজ্ঞা সা -া I রা -জ্ঞা পা | -পা -পা -পা II
ব র ণ্ | কর গো ০ তাঁ ০ রে | ০ ০ ০

II রা রা রা । সা ণ্ সা I ণ্সা রা রা । রা রা -রা I
এ সে ছে জ ন নী হৃ দ য়ের্ মা ঝে ০

ণ্ মা মা । মা মা মা I রা মা জ্ঞা । জ্ঞা রা রা I
প রা ণ বী ণ কা তা ই কি গো বা জে

সা রা মা । পা পা -া I রা মা পা । ধা ধা -া I
ভু ষি ত প রা ণ জ ন নী চ র ণ

ধা ণা ণা । ণা ধা পা I মা গপা -পা । -পা -পা -পা II
মা গি তে ছে বা রে বা রে ০ ০ ০ ০

II রা পা -া । পা পা -া I মা ধা ধা । ধা ধা -া I
পূ জা র্ ল গ ন্ এ সে ছে য খ ন্

মা ণা -ণা । ণা ণা -া I ণা ধা র্সা । -র্সা -র্সা -র্সা I
দ রে ০ যা ০ ক্ আঁ খি লো র্ ০ ০

র্সা র্মা -া । র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা I র্রা -া র্রা । র্সা র্সা র্সা I
জী ব ন্ জু ড়া লো দুঃ ০ খ ভু লি য়া

রা গা মা । পা ধা -পা I মা -মা -া । -া -া -া I
মা তি' মা পূ জা য়্ তো ০ র্ ০ ০ ০

মা	ণা	-া	ণা	ণা	-া I	ধা	ধা	ধা	পা	পা	পা	I	
মা	তো	র্	প্র	সা	দ্	ন	য়ে	ক	র	পু	টে		
রা	গা	মা	পা	ধা	-া I	গা	পা	পা	মা	মা	মা	I	
হৃ	দ	য়	ক	ম	ল্	উ	ঠে	যে	ন	ফু	টে		
পা	র্ঁা	-া	র্ঁা	র্ঁা	-া I	পা	ধা	ণা	ণর্সা	ণা	ণা	I	
বো	ধ	ন্	গী	তি	র্	নূ	ত	ন	ছন্	দে	০		
পা	ধা	ধা	পমা	গমা	মা I	রমা	জ্ঞা	জ্ঞা	-রা	-রা	-রা	II	II
এ	স	গো	মো	ন	স	আঁ	ধা	রে	০	০	০		

গান

শ্রীনীরেন্দ্রমোহন রায়

হে প্রিয় আমার বিরহ তোমার
কেমনে সহিব পরাণে মোর
ব্যথার শায়ক হৃদয়ে বিঁধিয়া
ছিঁড়িয়া গিয়াছ মিলন ডোর।

ফুটিলনা ফুল জীবন কাননে
ফুটিলনা হাসি তোমারি আননে—
জীবন ভরিয়া ব্যথারি প্রদীপ
জ্বালিয়া করিনু রজনী ভোর।

তোমারি মুরতি স্বপনে গড়িব,
হৃদয়ে তাহারে নিয়ত বরিব—
জীবন প্রদোষে কাছে এস তুমি
আর কিছু নাই কামনা মোর।

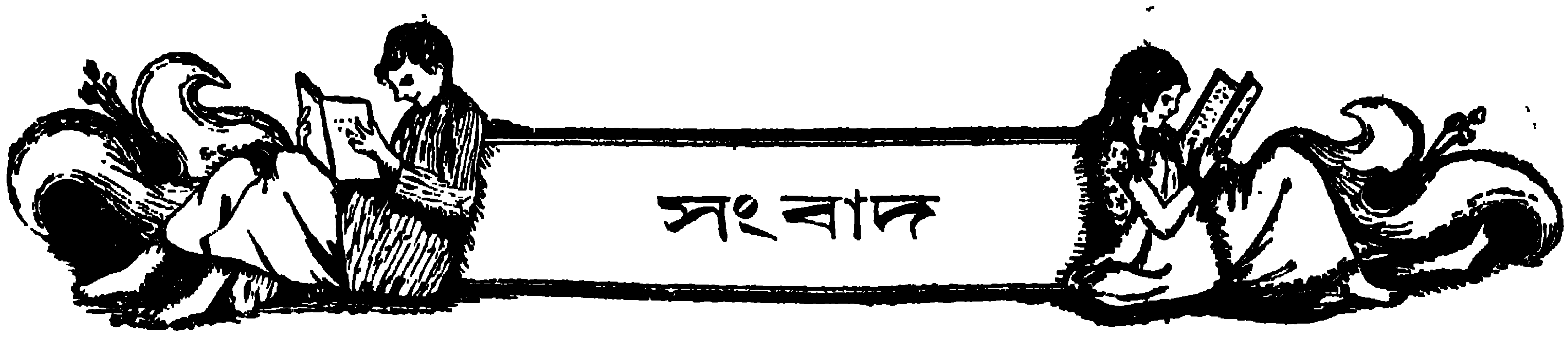

হাওড়া নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

বালিকাদিগের অভাবনীয় কৃতিত্ব

হাওড়া ইভিনিং এসোসিয়েসনের সভ্যদিগের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে গত ২৫এ আগষ্ট, রবিবার হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে নিখিল বঙ্গ হাওড়া বালিকা সঙ্গীত প্রতিযোগিতার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন সুশৃঙ্খলতার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন মিশ্র, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিলভূষণ বাগচী, ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্য এবং সঙ্গীতজ্ঞগণ বিচারপূর্ব্বক নিম্নলিখিত বালিকাগণকে কৃতিত্ব অনুযায়ী পারিতোষিক প্রদানে উৎসাহিত করিয়াছেন। বিশুদ্ধ খেয়াল এবং আধুনিক বাংলা গানই ছিল এই প্রতিযোগিতার বিষয়। বয়সানুযায়ী দুইটী শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছিল। দশম বর্ষের উর্দ্ধতন "ক" এবং দশম বর্ষের নিম্নতন "খ" বিভাগ নামে গণ্য হইয়াছিল। হাওড়ার এবং কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং সঙ্গীতজ্ঞগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া অনুষ্ঠানটীর সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত মহিলাবৃন্দ যৎপরোনাস্তি কষ্ট সত্বেও বেলা দুই ঘটিকা হইতে রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া বালিকাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছেন। সর্ব্বসমেত ৪০টী বালিকা প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞগণের ছাত্রী এবং দূরদেশাগত প্রসিদ্ধ ওস্তাদগণের ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বালিকাদিগের অতি উচ্চাঙ্গের খেয়াল সঙ্গীত শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই চমৎকৃত এবং আনন্দিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ শোভনা, আইভি, অঞ্জলি, নীলিমা ও জ্যোৎস্না অতি চমৎকার গান গাহিয়াছেন। রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময় সঙ্গীতাদি শেষ হইলে পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। শ্রীযুত রামসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতি সুললিত ভাষায় বালিকাদের সঙ্গীতে আরও উৎকর্ষ সাধনের জন্য পুনঃ পুনঃ উৎসাহিত করিয়াছিলেন। বালিকাদিগের যোগ্যতানুযায়ী নাম লিখিত হইল :—

প্রথম বিভাগ (ক)—খেয়াল

১। কুমারী শোভনা ভৌমিক, একটী রূপার কাপ। (শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন বিশ্বাস মহাশয়ের ছাত্রী)

২। কুমারী অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়, ১টী রৌপ্যপদক (শ্রীযুত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রী

৩। কুমারী জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়, একটী রৌপ্যপদক। (শ্রীযুত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রী

৪। কুমারী ইন্দুমতী ভড়, একটী রৌপ্যপদক। (রবীন্দ্র সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রী)

দ্বিতীয় বিভাগ (খ)—খেয়াল

১। কুমারী নীলিমা রাণী দত্ত, ১টী স্বর্ণখচিত রৌপ্য পদক (শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ছাত্রী, জামসেদপুর)

২। কুমারী আইভি বন্দ্যোপাধ্যায়, ১টী রৌপ্যপদক (শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রী)

৩। কুমারী জ্যোৎস্না শেঠ, ১টী রৌপ্যপদক (শ্রীযুত রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রী)

আধুনিক বাংলা গান

প্রথম বিভাগ

১। কুমারী সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এবং ইন্দুমতী ভড় উভয়েই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন, ইঁহারা একটী করিয়া রৌপ্য নির্ম্মিত কাপ পাইয়াছেন। (শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দে এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রী)।

২। কুমারী শোভনা ভৌমিক, একটী রৌপ্যপদক (শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন বিশ্বাস মহাশয়ের ছাত্রী)।

৩। কুমারী কমলা চ্যাটার্জ্জি, একটী রৌপ্যপদক (শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন বিশ্বাস মহাশয়ের ছাত্রী)।

দ্বিতীয় বিভাগ

১। কুমারী আইভি বন্দ্যোপাধ্যায়, একটী স্বর্ণখচিত রৌপ্যপদক (শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রী)।

২। কুমারী বাণী মুখার্জ্জী, ১টী রৌপ্যপদক (শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রী)।

এতদ্ব্যতীত শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় কুমারী অঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়কে খেয়াল গানের জন্য একটী রৌপ্য-পদক এবং শ্রীযুত দুলালচন্দ্র দত্ত মহাশয় কুমারী শোভনা ভৌমিককে আধুনিক বাংলা গানের জন্য একটী পদক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় সঙ্গীত বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীযুত দুর্ল্লভচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতৃদেব সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত শনিবার (অনুষ্ঠানের পূর্ব্বদিবস) দ্বিপ্রহরে একটী প্রতি-যোগিণীকে নিমন্ত্রণ পত্র দিতে যাইবার কালে পথিমধ্যে মোটর লরী চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেইজন্য দুর্ল্লভবাবু এ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে পারেন নাই বলিয়া বিশেষ দুঃখিত এবং নিমন্ত্রিত ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। ৺সিদ্ধেশ্বরবাবু একজন সঙ্গীতজ্ঞ, অমায়িক সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন। আমরা তাঁহার মৃত আত্মার কল্যাণার্থে এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শান্তি দিবার নিমিত্ত ভগবানের নিকট করুণা ভিক্ষা করিতেছি। সমিতি স্থির করিয়াছেন যে আগামী বৎসর মৃত আত্মার সম্মানার্থে এই প্রতিযোগিতা সিদ্ধেশ্বর স্মৃতি সঙ্গীত প্রতিযোগিতা নামে অনুষ্ঠিত হইবে। নিবেদক—

শ্রীরমাপ্রসাদ দে

জেনারল সেক্রেটারী ইভিনিং এসোসিয়েসন

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনী

(এলাহাবাদে অধিবেশন)

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয় জানাইতেছেন যে, এলাহাবাদে ৭ম নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনী এবং ৬ষ্ঠ এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গীত সম্মিলন যুক্তভাবে অনুষ্ঠিত করিবার আয়োজন হইতেছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ২৪এ অক্টোবর পর্য্যন্ত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা এবং ২৭এ হইতে ৩০এ অক্টোবর পর্য্যন্ত সম্মিলনী হইবে। এতদুপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বহু সঙ্গীতকলাবিৎ এবং ওস্তাদকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। যথা :—

বাঙ্গলা :—প্রোঃ ইনায়েৎ খাঁ, সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিশারদ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামকিষণ মিশ্র ও তাঁহার ভ্রাতা, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, কে, এল, সাইগল, কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মণ, শীতল মুখার্জ্জি, সতীশচন্দ্র দত্ত, দুর্ল্লভ ভট্টাচার্য্য, আবিদ হুসেন খাঁ, মৌলবীরাম, পিয়ারা সাহেব, মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য্য, তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য, রাইচাঁদ বড়াল, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,

নরেন্দ্র বসুমল্লিক, শ্রীমতী সাধনা বসু, সুষমা দে, বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়, গীতা দাস, নীলিনা সেন।

বোম্বাই :—প্রোঃ নারায়ণ রাও ব্যাস, আবদুল করিম, ডি, এন, পটবর্দ্ধন, ওঙ্কারনাথ, বিনায়েৎ হোসেন, ফৈয়াজ খাঁ, কৃষ্ণ রাও, খিরকুয়া, শাস্তা আমলদী, সি এম আয়ার, শ্রীমতী হাতী সিং, দুর্গাবাঈ খোটে।

পাঞ্জাব ও দিল্লী :—প্রোঃ মোজাফর খাঁ, ডি সি বেদী, নাথু খাঁ, জে সি রায়, খাদিম হোসেন, মহম্মদ বক্স।

বিহার ও মধ্যপ্রদেশ :—প্রোঃ রামেশ্বর পাঠক, চণ্ডিকা প্রসাদ, গোবিন্দ রাও।

মান্দ্রাজ :—শ্রীমতী বালা সরস্বতী, সঞ্জীবরাও, প্রোঃ নাইডু।

আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশ—নাসির খাঁ, ওয়াজিদ হোসেন খাঁ, অধ্যক্ষ এম কে রতনজঙ্কর, হামিদ খাঁ, সখারাম, নাটু, চন্দন চোবে, কানাইয়ালাল, প্রোঃ আবদুল, প্রোঃ কাণ্ডে, আর কে পটবর্দ্ধন, ভি এন ঠক্কর, এন আর যোশী, ভি এ কাশলকর, জে এন পাঠক, পি সি চ্যাটার্জ্জি, শঙ্কর রাও তেওয়ারী, রামদেও পাণ্ডে, ভোলানাথ, বেণী-প্রসাদ, হরনারায়ণ মিশ্র, মোহনলাল, রঘুনাথ রাও, এন কে মুখার্জ্জী।

দেশীয় রাজ্য—হাফিজ আলী খাঁ, পর্ব্বত সিং, বলবন্ত রাও, বিজয় সিং, নাসিরুদ্দিন খাঁ, বিন্দু খাঁ, আবদুল আজিজ খাঁ, কৃষ্ণ রাও পণ্ডিত, আলাউদ্দিন খাঁ, মহাদেও প্রসাদ, বান্দে হোসেন, জিন্দা হোসেন, আক্কন সাহেব, অধ্যক্ষ এইচ্ আর ভক্টর।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞগণকেও নিমন্ত্রণ করার বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে। যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেন্টের মন্ত্রী নবাব স্যার ইউসুফ মহম্মদ ২৭এ অক্টোবর অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায় সম্মিলনীর উদ্বোধন করিবেন। আমরা উক্ত সম্মিলনীর সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-কামনা করিতেছি।

—

বিরাট সঙ্গীত সভা

গত ৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় মাননীয় নাটোর মহারাজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউট হলে বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞগণের সমাবেশে এক বিরাট সঙ্গীত জলসা হইয়া গিয়াছে। Inter-Collegiate Oriental Music Competitionএর দশম বার্ষিক অধিবেশনে যাঁহারা পরীক্ষক ছিলেন তাঁহারাই প্রধানতঃ এই জলসায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভায় বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি, ভদ্রমহিলা এবং অসংখ্য শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত ইনিষ্টিটিউটের অনারারী সেক্রেটারী ডাঃ এস্, এম্, গুপ্ত মহোদয় প্রথমতঃ পরীক্ষার ফলাফল পাঠ করেন। অতঃপর সঙ্গীতাদি আরম্ভ হয়। সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতরত্নাকর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিশারদ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত দুর্লভ ভট্টাচার্য্য, প্রোফেসর রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশ চন্দ্র দত্ত, শচীন দাস, প্রতাপনারায়ণ মিত্র, সুবল দাশগুপ্ত, যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির গীত-বাদ্য শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হন। রাত্রি দশ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠান হয়।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

মৃদঙ্গাচার্য্য স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র সেন

১২শ বর্ষ | কার্ত্তিক, ১৩৪২ সাল | ৭ম সংখ্যা

মৃদঙ্গাচার্য্য স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র সেন

শ্রীকৃষ্ণকিশোর দাস

মৃদঙ্গাচার্য্য ভগবানচন্দ্র সেনের নাম বাংলা তথা ভারতের গীতরসিকদিগের নিকট অবিদিত নহে। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় যে তিনি আর ইহলোকে নাই। গত ৬ই আশ্বিন, সোমবার দিবস বেলা দ্বিপ্রহর এক ঘটিকার সময় তাঁহার রাজসাহীস্থ বাটীতে Apoplexy রোগে ভুগিয়া হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মৃত্যুকালীন তাঁহার সার্দ্ধ সাতান্ন বৎসর বয়স হইয়াছিল।

ভগবানচন্দ্র ১২৮৫ সনের চৈত্র মাসে রাজসাহী সহরের এক অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় মহিমচন্দ্র সেন মহাশয় রাজসাহী দিঘাপতিয়া রাজ এষ্টেটের আম্মোক্তার ছিলেন। মহিমবাবুর ন্যায় সদাশয় ব্যক্তি তৎকালীন খুবই বিরল ছিল। ভগবানচন্দ্রের সঙ্গীতপ্রতিভা তাঁহার কিশোর বয়সেই উন্মেষলাভ করে। তখন হইতেই তিনি মৃদঙ্গ বাদন অভ্যাসে মনোনিবেশ করেন এবং বহু ক্লেশ সহকারে নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া মৃদঙ্গ শিক্ষালাভ করেন। মৃদঙ্গ শিক্ষার প্রতি তাঁহার অধ্যবসায় ও অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল। কোনও শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি মানুষের আকাঙ্খা ও অধ্যবসায় না থাকিলে তদ্বিষয়ে মানুষ সাফল্যলাভ করিতে পারে না। আমরা ভগবানচন্দ্রের জীবনে কঠোর অধ্যবসায় এবং শ্রমসহিষ্ণুতার পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার অধ্যবসায়ের ফলে তিনি সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিশেষ সুপরিচিত হইয়া পড়েন এবং ক্রমশঃই তাঁহার গৌরবের মহিমা দিকে বিঘোষিত হইতে লাগিল।

ভগবানচন্দ্র ৺কাশীধামে অনুষ্ঠিত ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে মাননীয় কাশী নরেশ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত "মৃদঙ্গাচার্য্য" উপাধি লাভ করেন। অতঃপর মান্দ্রাজে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলন, কাশীধাম ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল, বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ, বিবেকানন্দ বাৎসরিক উৎসব, বোম্বাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বোম্বে ভিক্টোরিয়া ওয়েষ্ট এণ্ড কার্নিভ্যালের স্বত্বাধিকারী মিঃ এস, এম, সেন প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠান হইতে তাঁহার কৃতিত্বের জন্য বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক সম্মানের সহিত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি গোয়ালিয়র, ইন্দোর প্রভৃতি দেশের রাজা মহারাজাদিগের সহিত মৃদঙ্গ চর্চ্চার জন্য সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা ভগবানচন্দ্রের মৃদঙ্গ বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি দৃষ্টে অতিশয় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উচ্চ প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। বিভিন্ন দেশ হইতে এরূপ উচ্চসম্মান লাভ করা বাঙ্গালী সঙ্গীতজ্ঞের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়! তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে বাংলার সঙ্গীতসমাজের যে কি পরিমাণ ক্ষতি হইল, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

ভগবানচন্দ্র সঙ্গীতশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানলাভ করিয়া তাঁহার কোনওপ্রকার গর্ব্ব ছিল না। এরূপ নিরহঙ্কার ও সচ্চরিত্রবান্ পুরুষ সচরাচর বড় দেখা যায় না। কলিকাতার সঙ্গীত সমাজেও মৃদঙ্গাচার্য্য ভগবানচন্দ্রের খ্যাতি সর্ব্বজন বিদিত। গত ৫।৬ বৎসর যাবৎ নিত্য বেলুড় রামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের সান্ধ্য আরাত্রিকের সময় নিয়মিতরূপে মৃদঙ্গ সঙ্গত করিতেন। তিনি যখন মৃদঙ্গে গম্ভীর ধ্বনি তুলিতেন, তখন সত্য সত্যই শ্রোতার প্রাণ ও মন এক অপূর্ব্ব রসে ভরপুর হইয়া উঠিত। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সুর-সাধক। তাঁহার সঙ্গীত পিপাসার নিবৃত্তি না হইতেই তিনি গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের আহ্বানে এ মর জগৎ ত্যাগ করিয়া গেলেন। তিনি চিরকুমার ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রাজসাহী ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অফিসার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সেন এবং তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতা শ্রীহট্ট কলেজের সিনিয়র ইংলিশ প্রফেসার শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন ও পরিবারবর্গ আত্মীয়বর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইয়া পরলোকগত আত্মার মঙ্গলকামনা করিতেছি।

গান

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

প্রাণে যদি আছো তুমি কেন তবে ডাকি
কেন তবে খুঁজে মরে আশা ভরা আঁখি।
এ মরম মাঝে যদি
আছো তুমি নিরবধি
কেন তবে হে দরদী, দিলে মোরে ফাঁকি?

কত গান গাহিয়াছি সারানিশি জাগি'
কত পথ খুঁজিয়াছি শুধু তোমা লাগি'।
আজিকে গগন তলে
আমারি স্বপন ঝলে
আজি তার ছবিখানি আঁখিজলে আঁকি।

বিজয়া

"বিদায় দাওগো মোরে—"
উমা সতী কেঁদে কয় !
কাজল মুছিয়া গেল
সিন্দূর মলিন হয় ॥

গিরিরাণী কহে, "মাগো,
এ ব্যথা বুঝিবিনা গো—
মা'র বুকে কী যে শেল
গোপনে বিঁধিয়া রয় ॥"

তোমারে ছাড়িতে উমা
পরাণ বিদরে হায়—
কাঁদে যত নরনারী
লুটাইয়া রাঙা পায় ।

বলে তারা "সিন্দূরে লেপিয়া পাও
পদচিহ্ন রেখে যাও—
বুকে ধরে রব মোরা
প্রাণ হবে উমা-ময় ॥"

কথা—শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য — সুর—কুমার শচীন্দ্র দেববর্ম্মণ

স্বরলিপি—শ্রীসুরেশ চক্রবর্ত্তী

II সা গা -া -া | জ্ঞা গা -ঋা -সা I গা গজ্ঞা -ধা -গজ্ঞা গা গা ঋা -ঋা I
বি দা য়্ ০ বি দা য়্ ০ বি ০দা ০ ০য়্ দা ও গো ০

সা সা -া -া | -সা -রা -সরা -গমা I মা মা মা মা মা মা -গমা -জ্ঞমগা I
মো রে ০ ০ ০ ০ ০০ ০০ উ মা স তী কেঁ দে ০ক ০০য়্

গা গজ্ঞা -ধা -গজ্ঞা | গা ঋা -া ঋা I সা সা -া -া -া -া -া -া II
বি দা০ ০ ০য়্ দা ও ০ গো মো রে ০ ০ ০ ০ ০ ০

II সা ন্সা রসা ণ্া | ণ্া ণ্া ণ্ধ্া -পধ্া I ধ্া -ধ্া প্া -া | -া -া -া -া I
কা জ০ ০০ ল | মু ছি য়া০ ০০ গে ০ ল ০ | ০ ০ ০ ০

জ্ঞ্া ধ্া ন্া ন্া | গা ঋা সা সা I -া -া -সরা -গমা | মা মা মা মা I
সি ন্দু র ম | লি ন হ য় ০ ০ ০০ ০০ | উ মা স তী

মা মা গমা জ্ঞমগা | গা গজ্ঞা -ধা -গজ্ঞা I গা ঋা -া ঋা | সা সা -া -া II
কেঁ দে ক০ ০য়্০ | বি দা০ ০ ০য়্ দা ও ০ গো | মো রে ০ ০

II পা পা জ্ঞগা -জ্ঞা | -া গা জ্ঞা ধা I র্সা -া র্সা -া | -া -া -া -া I
গি রি রা০ ০ | ০ ণাঁ ক হে মা ০ গো ০ | ০ ০ ০ ০

র্সা নর্সর্রা -ণা -ধপা | ধা পা পধা -ণধা I -ণধা -পা মা গা | -রা -া -া -া I
এ বা০০ খা ০বু্ | ঝি বি না০ ০০ ০০ ০ গো ০ | ০ ০ ০ ০

র্সা নর্সা র্রা র্রা | র্সা র্গা র্রা র্সা I ন্া ঋা গা জ্ঞা | গা ঋা সা -া II
মা ০র্ বু কে | কী যে শে ল গো প নে বিঁ | ধি য়া র য়

II সা রা পা পা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা পা I পা ধণা -া ধপা | -মা মা গা মা I
তো মা রে ছা | ড়ি তে উ মা প রা০ ০ ণ০ | ০ বি দ রে

-গা -রা -সা ণ্া | -ধ্া -া -া -া I ণা ণা ণা ণা | ণা ধণর্সা -পা পা I
০ ০ ০ হা | য়্ ০ ০ ০ কাঁ দে য ত | ন র০০ না রী

পা ধণা -া -ধপা | মগা মা গমা -গরা I -সণ্া -ধ্প্া -ধ্সা -রগা | রপা -া -মা -গা I
লু টা০ ই ০য়া | রা০ ঙা পা০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ | য়্০ ০ ০ ০

-রা -সা -া -া | -া -া -া -া II
০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

তালফের্ত্তা*

I পা	ধা	ধা |	ধা	-ননা	-ধপা I	{-া	-া	পা |	না	ধা	ধা I
ব	লে	তা |	রা	০০	০০	০	০	সি |	ন্দু	রে	লে
পা	পা	পা |	পা	-া	-া I	-া	-া	গা |	পা	পা	পা I
পি	য়া	পা |	ও	০	০	০	০	প |	দ	চি	হ্ন
পা	ধা	র্সা |	-র্সা	-নর্সা	-না I	-ধপা	-া	-া |	-া	-া	-া} I
রে	খে	যা০ |	০	০ও	০	০০	০	০ |	০	০	০
-া	-া	র্সা |	নর্সা	র্রা	র্রা I	র্রা	র্সর্গা	র্রা |	র্সা	-া	-া I
০	০	বৃ |	কে০	ধ	রে	র	ব০০	মে |	রা	০	০
{-া	-া	ন্সা |	গা	রা	রা I	ন্া	ন্া	সা |	-সা	-া	-া I
০	০	প্রা |	ণ্	হ	বে	উ	মা	ম |	য়্	০	০
-া	-া	পা |	-পা	পা	পা I	হ্মা	হ্মা	পা |	-পা	-া	-া II
০	০	প্রা |	ণ্	হ	বে	উ	মা	ম |	য়্	০	০

---

* এই গানখানি সুরদাতা হিন্দুস্থান রেকর্ডিং কোম্পানীতে রেকর্ড করিয়াছেন। তালফের্ত্তা লিখিত অংশটুকুর শেষ পর্য্যন্ত টানিয়া গাহিলেই ভালো শুনাইবে। আমি শুধু ছন্দবিভাগ দেখাইয়াছি। —স্বরলিপিকার।

স্বরলিপি

কেদারা—একতালা

(তিলানা)

তা তা দেরনা তানান দেরনা তা না না দেরনা তা না না দানি
তানা নাদের দের তোম দের দের দানি তা না না না দেরে না তা না না দের দের দানি।
নাদের দের তোম দের দের দানি তা না না না দেরেনা তাদারে দানি দীম তানা
দের দের দের দের দেরে দেরে দানি তানা দেরেনা তাদারে দীম দের দের দানি ॥

কথা ও সুর—বাসদ্ খাঁ

স্বরলিপি—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

২´ ৩ ০ ১ ২´
{ পধা পা ‖ মা মা রা ¦ সা সা সা ¦ সা -া সা | মা মা মা ¦ মা গা গা |
তা তা ‖ দে র্ না ¦ তা না না ¦ দে র্ না | তা না না ¦ দে র্ না

৩ ০ ১ ২´ ৩
পা পা পা | ধপা -া মা ¦ -া} মা মা ¦ মগা গা গা ¦ পা পা পা |
তা না না | দা ০ নি ০ তা ন না দের দের ¦ তোম্ দের দের |

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
পক্ষা পা র্সা ¦ র্সা র্সা র্সা | ক্ষা পা সর্না ¦ র্সা ক্ষা পা | ধা পা গা ¦ মা ¦
দা ০ নি তা ¦ না না না ¦ দে রে না ০ | তা না না | দের দের দা ¦ নি ¦

২´ ৩ ০ ১ ২´
‖ {পা পা পা ¦ র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা ¦ নর্সা ধা সর্না |
‖ না দের্ দের্ তোম্ দের্ দের্ | দা নি তা | না না না | দে রে না ০ |

৩ ০ ১ ২´ ৩
র্রা র্সা না ¦ র্সা না র্সা ধা ধা পা} | সা সা সা | মা মা মা ¦
তা দা রে ¦ দা নি দী ¦ ম্ তা না ¦ দের্ দের্ দের্ ¦ দের দের দের ¦

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
প্‌া প্‌া সা ¦ সা মা গা | পা ক্ষা ধা | পা র্সা -া | পা পা গা | সা ¦
দা নি তা ¦ না দে রে ¦ না তা দা | রে দী ম্ ¦ দের দের দা | নি ¦

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধ্রুব পদ্ধতি

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

মানুষের অন্তঃকরণের দিকে লক্ষ্য করিয়াই ভারতের ভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় শিল্পকলাও মানব ন্তরেরই বিভিন্ন অঙ্গের বিকাশ মাত্র। বাহিরের দৃশ্যমান গত বা লোক সমাজের জীবনযাত্রার নানামুখী বিকাশ াহাতে উপলক্ষ্যরূপে গৃহীত হইলেও তাহার লক্ষ্য হিয়াছে অন্তর্জ্জগতের দিকে। বাহিরের জগত ও জীবন-াত্রার নানা ঘাতপ্রতিঘাতে বা অন্তশ্চেতনার নানা বস্থা বিপর্য্যয়ে চিত্তে যে সকল ভাব স্বভাবতঃ জাগিয়া ঠে; ভারতীয় সকল প্রকার কলাসৃষ্টিতে তাহারই অভি ন্দের স্ফুরণ আমরা দেখিতে পাই।

ভারতীয় কবি, চিত্রকর বা গায়ক যখন কোনও জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীতে চন্দ্রমার শোভা দর্শন করেন, তখন তাঁহাদের কাব্যে, চিত্রে বা সঙ্গীতে আকাশ, চন্দ্র ও নিশীথিনীর একটি নিখুঁত প্রতিচ্ছবি আমরা তত পাইনা, ত পাই সেই স্বর্গীয় সুষমার সংস্পর্শে পুলকিত ও বিগলিত াদের চিত্তের ছবি। বিশ্বপ্রকৃতি বা মানবপ্রকৃতির হিত নানাবিধ সংস্পর্শে শিল্পীর চিত্তে বিভিন্ন প্রকারের াব জাগিয়া ওঠে, শিল্পকলা সেই চিত্তেরই প্রতিচ্ছবি—য বস্তুকে উপলক্ষ্য করিয়া চিত্ত তরঙ্গায়িত হইল—সেই স্তুর স্থান এখানে অতি গৌণ। ভারতীয় শিল্পকলাকে াই আমরা ভাবাত্মক শিল্প বলিতে পারি।

ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই ভাবমুখীনতার এক বশেষ বিকাশ আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। সঙ্গীতবস্তু ভাবতই ভাবাত্মক। চিত্রে আমরা প্রকৃতির বাহ্য প্রতিলিপি পাইতে পারি—কাব্য সাহিত্যেও প্রকৃতির র্ণনা যথেষ্ট বাস্তব করিয়া তুলিতে পারা যায়—কিন্তু ঙ্গীতে প্রকৃতি কখনও সেরূপ নগ্নভাবে ধরা দেন না—ঙ্গীতের সুর প্রকৃতির নানাছবির ইঙ্গিত দেয় মাত্র—স্পষ্ট ভাষায় কিছুই প্রকাশ করে না। কণ্ঠ বা যন্ত্রের সুরের কোনও অর্থ হয় না কিন্তু তাহাতে শ্রোতার চিত্ত অনুরঞ্জিত হয়। রঞ্জনাত্মক ধ্বনিকেই সুর বলে। সুরের অর্থ প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান না হইলেও সুরে যে ভাবে চিত্ত রঞ্জিত হয় তার একটা অর্থ সর্ব্বদাই লুক্কায়িত থাকে তাহা ভাবগম্য ও রসিকগণের অনুভব সাপেক্ষ এইজন্যই সুরের শিল্প বা সঙ্গীতকে আমরা বিশেষরূপে ভাবাত্মক শিল্পবলিতে পারি।

ভারতীয় সঙ্গীতে সুরের ভাবাত্মতার চূড়ান্ত বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। ভারতীয় ঋষি ও মুনিগণ সপ্তসুরের ও দ্বাবিংশতি শ্রুতির আবিষ্কারের পর দেখিতে পাইলেন যে এই সকল সুরের বিভিন্ন বিন্যাসে বিভিন্ন ভাবের উদ্বোধন হয়। সুরের প্রধান প্রধান বিন্যাসের মূল অবলম্বন হইতেছে গ্রাম বা সপ্তক। তাঁহারা ষড়জ ও মধ্যম এই দুই প্রকার গ্রামকে প্রধানভাবে ধরিয়া তাহা হইতে চতুর্দ্দশ মূর্চ্ছনার আবিষ্কার করিলেন। মূর্চ্ছনার আধুনিক প্রতিশব্দ হইতেছে ঠাট। ষড়জ ও মধ্যম গ্রামের সা হইতে নি পর্য্যন্ত সাত সুরের প্রত্যেকটী হইতে সুরু করিয়া সপ্তক প্রস্তুত করিলেই এক একটা মূর্চ্ছনার সৃষ্টি হয়। এইরূপ প্রতি মূর্চ্ছনার অন্তর্গত সাত সুরের বিভিন্ন বিন্যাসেই বিভিন্ন প্রকার ভাবের বিকাশ সম্ভব হয়, ইহাও তাঁহারা লক্ষ্য করিলেন। এই সকল স্বরবিন্যাসে কোনও স্বরের মুখ্য ব্যবহার বা কোনও কোনও স্বরের গৌণ ব্যবহার হয় তাহা নিয়াই বাদী ও সংবাদীর ও অনুবাদীর উদ্ভব হইল। কোনও এক স্বর হইতে এই বিন্যাসের আরম্ভ ও কোন এক স্বরে উহার শেষ তাহাই গ্রহ ও ন্যাসরূপে খ্যাত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সুরের স্থায়ী আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী প্রভৃতি বর্ণ এবং তাহার বিভিন্ন স্বরালংকারের ও গমকের আবিষ্কার হইল। এরূপে

বিভিন্ন মূর্চ্ছনার বা ঠাটে সাতস্বরের কত প্রকার বিন্যাস হইতে পারে ও তাহা হইতে কত প্রকার রসের সৃষ্টি হইতে পারে সে সকলের আবিষ্কার হইল। ভারতীয় সঙ্গীতঋষিগণ এই সকল স্বরবিন্যাসকে রাগ আখ্যা দিলেন। মূর্চ্ছনাই রাগের মূল কাঠাম—আর বাদী, সংবাদী, অনুবাদী ইহার মূর্ত্তি—বর্ণালঙ্কার, গমক প্রভৃতি এই সাবয়ব পূর্ণাঙ্গ রাগমূর্ত্তির বিচিত্র সাজসজ্জা ও আভরণ। মানব চিত্তের বিশেষ বিশেষ ভাবরূপী দেবতার নাদময় মূর্ত্তিরূপেই রাগসকল বিকশিত হইয়া উঠিল। সঙ্গীতে রাগের আবিষ্কার ভারতীয় সভ্যতার এক শ্রেষ্ঠ দান। ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন যে বিশ্বে যত ভাবের যত প্রকার সুর আছে—নানা দেশের সুরের যতরূপ বিন্যাস থাকিতে পারে, তাহা সাত স্বর, শ্রুতি, গ্রাম ও মূর্চ্ছনার অন্তর্ভুক্ত হইবেই। শ্রুতি ও মূর্চ্ছনার বাহিরে কোনও সুর নাই। তারপর তাঁহারা দেখিলেন যে গ্রাম ও মূর্চ্ছনা ভেদে সুরের ও শ্রুতির নানারূপ বিন্যাসে উৎপন্ন বিবিধ রাগ বিবিধ প্রকার রসের উদ্বোধন করে। সেই রস বা ভাব কাহাকেও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হয় না। বিশেষ বিশেষ রাগ স্বতঃই বিশেষ বিশেষ রূপে ভাব ও রসের মূর্ত্তি নিয়া বিকশিত হইয়া উঠে। বিশ্বমানবের অন্তর্নিহিত কতকগুলি স্বাভাবিক ভাব আছে ও প্রকৃতির কতকগুলি নিত্যকালের রূপ আছে—রাগ তাহারই প্রকাশক। সেইজন্য তাঁহারা বিশেষ ঋতু বা দিনের বিশেষ সময়ে বিশেষ রাগ গাহিতে বা বাজাইতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাগের অন্তর্নিহিত রসের সহিত প্রকৃতির স্থান কাল পাত্রের উপযোগীতা ও সম্বন্ধ অনুভব করিয়াই ঐরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের সঙ্গীতকারগণ রাগ সৃষ্টিকে কোনও সীমার মধ্যে বদ্ধ করেন নাই। গ্রাম, মূর্চ্ছনা, শ্রুতিভেদ ও বাদী, সংবাদী প্রভৃতি অবলম্বনে স্বরবিন্যাসে কত প্রকার রাগ সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা গণনা করা যায় না। রসসৃষ্টিই যখন রাগের উদ্দেশ্য তখন বিশেষ বিশেষ রসের বিভিন্ন দিক্, যতরূপ স্বরবিন্যাস বা রাগের সাহায্যে প্রকাশিত হইতে পারে, তাহার উদ্ভবের জন্য অবাধ স্বাধীনতার পথ মুক্ত রহিয়াছে।

সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাতী প্রকৃতির শান্ত, স্নিগ্ধ উন্মেষ বর্ণন করিতে হইলে আমাদের তদুপযোগী দুই একটি মূর্চ্ছনার আশ্রয় নিতে হয়—যাহা মানব চিত্তের নবীনতা ও প্রশান্তির সূচক। কিন্তু এরূপ ভাবপ্রকাশক মূর্চ্ছনা হইতে কত রাগেরই না সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতে পারে। "ভৈঁরো, আনন্দ-ভৈরব, শিবমত-ভৈরব, রামকেলী, ললিত, যোগিয়া, বিভাস, মাঙ্গলিকা, আশাবরী এরূপ কত নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মূল শান্ত ভাবের ভৈঁরো রাগের বিভিন্ন আলোছায়া ইহাদের মধ্যে বিভিন্নভাবে খেলিতেছে। কোনওটিতে পূর্ণ শান্তি, কোনটি একটু দীপ্তি, কোনওটি অতি নম্র, কোনওটি করুণ রস মিশ্র, কোনওটিতে বিষাদের ছায়া, কোনওটি আবার উৎসাহে উল্লসিত—এরূপ রসের নানা দিকের নানা ছায়া নিয়া এক একটি রাগিণী ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার বর্ষার ঋতুতে বর্ষণের নিবিড় পরিপূর্ণতা প্রকাশের জন্য মেঘ রাগ ও মল্লারাদি নানা রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল সৃষ্টির কোনও সীমা বা গণ্ডী নাই। তবে কতকগুলি মৌলিক লক্ষণ আছে, যে সকল লক্ষণ রাগের রস ও প্রকৃতির সূচনা করে। আর তাহাই রাগের প্রকৃত লক্ষণ। এই লক্ষণ নির্ণয় অতি সূক্ষ্ম অনুভব সাপেক্ষ সন্দেহ নাই—ইহা সঙ্গীতের কোনও ব্যাকরণ সাধ্য নহে—সুরের রসানুভূতিই তার একমাত্র নির্ণায়ক। রাগের রূপের নানারূপ পরিবর্ত্তন হইতে পারে, নানা রাগের নূতন নূতন সৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু বিশেষ বিশেষ রস ও ভাবের মৌলিক লক্ষণ স্থির থাকিবেই।

বিশ্বজগৎ ও বিশ্বমানবের চিত্তবৃত্তির কতকগুলি স্থায়ী রূপ আছে যাহা দেশভেদে ও কালভেদেও পরিবর্ত্তিত হয় না। মানুষের যতই পরিবর্ত্তন হউক, তাহার

চিত্তের বিভিন্নরূপ স্পন্দনে যে সকল রসের সৃষ্টি হয়, যথা—শৃঙ্গার, শান্ত, বীর, করুণ, হাস্য প্রভৃতি এ সকলের প্রকাশ-ভঙ্গী বিভিন্ন দেশে ও কালে যতই তফাৎ হউক মূল রসগুলির বদল হয় না। বিশ্বপ্রকৃতিতেও দিবারাত্র এবং শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি কতকগুলি অবস্থা থাকিবেই অনিত্য সংসারে ও জগতে নিত্যকারের কতকগুলি লক্ষণ থাকিবেই, ভারত চাহিয়াছে এই সকল নিত্যকারের ভাব ও রূপের প্রকাশক সুরের আবিষ্কার করিতে। রাগসৃষ্টি এই আবিষ্কারেরই ফল।

ভারতীয় রাগ সকলের ক্রমবিকাশের একটা ধারা আছে—সংক্ষেপে বলিতে গেলে "সঙ্গীত-রত্নাকর" প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের আলোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে মূর্চ্ছনা ভেদে সপ্তস্বরের বিশেষ বিশেষ স্বরজাতির সৃষ্টি এক সময় হইয়াছিল। যে রাগে যে স্বরের প্রাধান্য সেই রাগকে সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলা হইত—যেমন ষাড়জী, ঋষভী, গান্ধারী প্রভৃতি জাতি বিভাগের নানা প্রকার নিয়ম তৎকালে প্রচলিত ছিল—রাগ বিভাগেরও তাহাই মূল। বিভিন্ন জাতি হইতে বহু পরিমাণের রাগ সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতে পারে। তৎকালে বিভিন্ন লক্ষণানুযায়ী রাগ সকলকে গ্রাম, রাগ, রাগাঙ্গ, ভাষা, বিভাষা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইত। ক্রমে এ সকল রাগই কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান কাল প্রচলিত নানা রাগে পরিণত হইয়াছে। সঙ্গীত রত্নাকর উত্তমরূপে আলোচনা করিলে প্রাচীন রাগসমূহের ক্রমপরিণতির একটা ইতিহাস আমরা বাহির করিতে পারি। পুরাকালে রাগকে বিভিন্ন প্রকার আলাপে যথা—আলাপ, গমকালপ্তি রূপকালাপ প্রভৃতি নানাভাবে গীত হইত। মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, সম্ভাবিতা, পৃথুলা, আক্ষিপ্তিকা প্রভৃতি গীতিও সে যুগে প্রচলিত ছিল। গীতকে হিন্দু রাজত্বকালে "প্রবন্ধ" শব্দেও অভিহিত করা হইত। এই সকল আলাপ গীত বা প্রবন্ধের কয়েক প্রকার রীতি বা style তখন ছিল, যথা—

(১) শুদ্ধ রীতি—সরল ও ললিত স্বরযুক্ত গীতি শুদ্ধ রীতির অন্তর্ভুক্ত।

(২) ভিন্না রীতি—বক্র অর্থাৎ বিষম এবং সূক্ষ্ম মধুর গমকযুক্ত রীতিকে ভিন্না রীতি বলা হইত।

(৩) মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থানে প্রযুক্ত গমক-যুক্ত ললিত স্বরপূর্ণ অখণ্ডিত রীতিকে গৌড়ী রীতি বলা হইত।

(৪) অতিরিক্ত বেগ নিবন্ধন দ্রুতস্বরের প্রয়োগযুক্ত রীতিকে বেসরা রীতি বলা হইত।

মোগল সভ্যতার আদিভাগে বর্ত্তমান হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অভ্যুত্থান হয়। তখন হইতে "প্রবন্ধ" বা "মাগধী" প্রভৃতি গীতির পরিবর্ত্তে ধ্রুপদ গানের অভ্যুদয় হইল, ধ্রুপদাঙ্গ আলাপেরও আরম্ভ হইল। ধ্রুপদ তৎকাল হইতে অদ্যাবধি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধ্রুবপদ্ধতি বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছে—এই উদার বৃহৎ পদ্ধতিতে সঙ্গীতের পরিণতির পথ কোথাও বদ্ধ নাই—চিরমুক্ত রহিয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীতের ধ্রুব পদ্ধতির সূত্রপাত পাঠান রাজত্ব-কালে নায়ক গোপাল, বৈজু নায়ক, বাজ বাহাদুর ও গোয়ালিয়রের রাজা মানের সময় হয় কিন্তু ইহার যথার্থ গরিমার বিকাশ হয় ভক্ত হরিদাস স্বামীর শিষ্য স্বর্গীয় মিয়া তানসেনের প্রতিভাবলে। মীয়াজীই বর্ত্তমান হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের পিতা ও তিনি রাগ রাগিণীর যে গড়ন দিয়া গেলেন, রাগ-রাগিণীর যে গতি ও ছন্দ নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন—তাঁহার বংশধরগণের ও তাঁহার বংশীয় গুণীদের শিষ্যগণের দ্বারা অদ্যাবধি তাহা চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রবর্ত্তিত ও মিয়া তান-সেনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত পদ্ধতিই ধ্রুব পদ্ধতি নামে আখ্যাত। পরবর্ত্তী যুগে খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, কীর্ত্তন, কাব্যগীতি প্রভৃতি যে ধরণের যত প্রকার সঙ্গীতেরই প্রচলন হউক, এ সকলের মধ্যেই ধ্রুব পদ্ধতির অলঙ্ঘ্য প্রভাব লক্ষিত হয়। ধ্রুবত্বের জন্যই ধ্রুবপদ্ধতির নাম

সার্থক। সঙ্গীত রত্নাকরের যুগে যেরূপ সঙ্গীতের শুদ্ধা, ভিন্না প্রভৃতি চারিপ্রকার রীতি ছিল—সেনী সঙ্গীত বা তানসেনের প্রচারিত সঙ্গীতেও আমরা আলাপ ও গানের চারিপ্রকার রীতি দেখিতে পাই—তবে এই বিভাগের সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বিভাগের পার্থক্য আছে। ধ্রুব পদ্ধতির চারিপ্রকার বিভাগ হইতেছে, গৌড়হার, ডাগর, খাণ্ডার ও নওহার। সেনীগণ শুদ্ধ বাণী ও শুদ্ধ রীতির গীতকে গৌড়হার বলিয়া থাকেন। ইহাতে সরল সুললিত স্বর-বিন্যাস ও সঙ্গীতরত্নাকর লিখিত শুদ্ধা ও গৌড়ী রীতির সমুদয় লক্ষণই পাওয়া যায়, ইহা অতি গভীর ও প্রাণস্পর্শী।

ডাগর বাণীতে আমরা সুরের মৃদু গমক ও তরঙ্গায়িত বিন্যাস পাই—ইহা শাস্ত্রোক্ত ভিন্না রীতিরই অন্তর্ভুক্ত মনে হয়। খাণ্ডারী বাণীতে সুরকে কাটিয়া কাটিয়া তীব্র গমক প্রয়োগ করা হয়, ইহাতে ভিন্না রীতির বিষম গতি ও সঙ্গে সঙ্গে বেসরা রীতির কম্পিত দ্রুতস্বরের প্রয়োগও পাই। নওহার বাণীতে সুরের "ছুট" লম্ফিত গতি দেখা যায়। এই চতুর্ব্বাণী বা চারি রীতির বাহিরে কোনও সঙ্গীত হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীতের মধ্যেই এই চারিপ্রকার শৃঙ্খলা ও রীতি আছে।

ভারতীয় ধ্রুব পদ্ধতির পূর্ণ বিকাশের সময় আলাপ ও ধ্রুপদই সঙ্গীতের সর্ব্বপ্রকার বৈচিত্র্যময় বিকাশের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। আলাপে গীত নাই তবে রাগের সমুদয় অঙ্গের সম্পূর্ণ বিকাশ আলাপে দেখানো হয়। বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত এই ত্রিবিধ লয়ে আলাপ গাওয়া হয়। চৌতাল প্রভৃতি তালে আলাপ গাওয়ার পদ্ধতি এক সময় ছিল কিন্তু সাধারণতঃ তালের বন্ধনহীন সুরের মুক্ত নানামুখী গতির খেলাই আলাপে দেখানো হইয়া থাকে। ধ্রুপদ গান নানাপ্রকার তালে বদ্ধ। তন্মধ্যে চৌতাল ও ঢিমে তেতালার ধ্রুপদই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত। ধ্রুপদ গানে তান কর্ত্তব না থাকিলেও বিভিন্ন প্রকার গমকের প্রয়োগে ইহার ঐশ্বর্য্য ও মনোহারিত্ব যথেষ্ট খুলিয়া যায়। প্রথম ধ্রুপদ গান সুরকারের প্রদত্ত সুরে উত্তমরূপে গাহিবার পরে ধ্রুপদের বিভিন্ন কলি নিয়া গমক মীড়ের সাহায্যে রাগের নানারূপ খেলা প্রদর্শনেরও পথ আছে। তবে ধ্রুপদ অপেক্ষা হোরি বা ধামার তালে বদ্ধ ধ্রুপদেই সুরের বিস্তার রাগ রাগিণীর বিচিত্র বিন্যাস গমক তানের খেলা ও লয় বাঁটের ক্ষেত্র অধিক প্রশস্ত। তানসেনজীর দৌহিত্র বংশীয় শাহ্ সদারঙ্গজী হোরী ধ্রুপদের আশ্চর্য্য উৎকর্ষ করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজে বীণকার এবং উৎকৃষ্ট হোরি ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন। হোরি ধ্রুপদকেই একটু সহজ করিয়া সাধারণের শিক্ষার জন্য সদারঙ্গ খেয়াল গানের সৃষ্টি করেন। কিন্তু তিনি নিজে কখনও খেয়াল গাহিতেন না শিষ্যদের গাহিতে দিতেন। ধ্রুপদ হইতে ইহার পার্থক্য এই, যে ইহার তানের গতি অনেক লঘু—রসের প্রগাঢ়তাও ইহাতে নিঃসন্দেহে কম—তবে ইহার চাল মনোরম ও সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

লয়ের তরলতর গতিতে ঠুংরীর উৎপত্তি হইয়াছে। ঠুংরীতে রাগ রাগিণীর বাঁধন নাই। এক রাগের মধ্যে অপর রাগের সংক্রমণ ইহার বিশেষত্ব—ইহাতে মুরকি, গিট্‌কারী প্রভৃতি লঘু অলঙ্কারের প্রয়োগে সহজেই ইহাতে শ্রুতি আকৃষ্ট হয়—তরল গতির গীতের মধ্যে ঠুংরীর রীতি অতি মনোরম।

টপ্পার কাজ একটু কঠিন তবে ইহার অলঙ্কার অল্প। এইরূপে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরীর স্থান নির্দ্দেশে ধ্রুপদকের শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হইয়া থাকে। ও তাহাই যুক্তিসঙ্গত ও রসের বিচারে অকাট্য। ধ্রুপদ সকলকেই ধরিয়া আছে ও সকলকে পোষণ করিতেছে রাগ রাগিণীর অন্তর্নিহিত নিত্য উৎস রসে।

আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে মীড়, আশ, আন্দোলন, কম্পন, গিটকারী, মুরকী, জমজমা প্রভৃতি সুরের যে সকল কায়দা ব্যবহৃত হয়, প্রাচীন কালে ঐ সকলই বিভিন্ন স্ফুরিত, কম্পিত প্রভৃতি পঞ্চদশ প্রকার গমকের উল্লেখ

আমরা সঙ্গীত রত্নাকরে পাই। ধ্রুপদ গানেও এই সকল প্রকার গমকেরই স্থান আছে এবং ধ্রুপদ সুরের ঐশ্বর্য্যে সঙ্গীতের অন্য কোন প্রকার পদ্ধতি অপেক্ষা হীন নহে।

প্রকৃত ধ্রুপদ ভারতবর্ষে ৺মিয়া তানসেনের বংশস্থ গুণীগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ৺মিয়া তানসেনের বংশস্থ সঙ্গীত সাধক পুরুষদিগের অনেকেরই কত শতাব্দীতে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছেন, বর্ত্তমান শতাব্দীতে ৺মিয়াজীর পুত্র বংশীয় রবাবী ৺মহম্মদ আলি খাঁ সাহেব ও দৌহিত্র বংশীয় বীণানায়ক ৺উজীর খাঁ সাহেব হিন্দুস্থানের সঙ্গীত-গগনের চন্দ্র সূর্য্যরূপে বিরাজিত ছিলেন। আজ তাঁহারাও অস্তমিত, তবে তাঁহাদের পৌত্রগণ ঘরানা বিদ্যার কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারিয়াছেন ও সেই সকল বিদ্যা বাঙ্গলা দেশের প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষার্থীগণের পক্ষে নিতান্ত দুর্ল্লভ নহে, কেননা অধুনা তাঁহারা কলিকাতাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন।

আমরা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ক্রমবিকাশের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই যে ধ্রুপদকে ভিত্তি করিয়াই হিন্দুস্থানের যাবতীয় উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের উদ্ভব হইয়াছে। হোরীধ্রুপদ, ধ্রুপদেরই বহুবর্ণ বিরঞ্জিত বৈচিত্র্যময় বিকাশ উৎকৃষ্ট খেয়াল, হোরীর অনুকরণেই গাহিতে হয়। এমন কি উৎকৃষ্ট ঠুংরীতেও ধ্রুপদ ও হোরীর প্রভাব অনেক পাওয়া যায়। সুতরাং বর্ত্তমানে ধ্রুপদের লুপ্তপ্রায় উৎকৃষ্ট পদ্ধতির আবিষ্কার ও উদ্ধারসাধন করিতে পারিলে, নবযুগ উপযোগী অভিনব গীত পদ্ধতির সকল প্রকার সঙ্গীতেরই নবপ্রাণ সঞ্চারের আমরা সমর্থ হইব। প্রাচীনের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সন্ধান পাইলেই নবীনকে অধিক গরিমামণ্ডিত করা যাইতে পারে, নচেৎ শুধু প্রচলিত ওস্তাদদিগের মামুলী সঙ্গীতকে ভিত্তি করিয়া আমরা মহৎ কিছুরই সৃষ্টি করিতে পারিব না। এ বিষয়ে দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, কবি, ও মনীষিগণের পূর্ণ মনোযোগ ও আন্তরিক সহযোগ আমরা প্রার্থনা করি।

গান

শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার

চৈতী রাতের স্বপন বেয়ে
কে এলে মোর দ্বারে
আঁখির ভাষায় কেগো আমায়
ডাক বারে বারে:!

তারি অঙ্গ সুবাস লাগি'
উতল মলয় হাওয়া
মন হারানো তার সে দু'টী
সজল চোখের চাওয়া।

গন্ধে গানে এই নিশীথে
শিহরিনু তাই চকিতে
সুর ভেসে যায় দখিনা বায়
গানের পারাবারে।

পারায়ে ব্যথার নদী
এলে কি ফুল দরদী
মন কাননের বিজন পথে
গোপন অভিসারে।

স্বরলিপি

মল্লার—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

রিমি ঝিমি রিমি ঝিমি বুঁদন বরষে
কছু না সোঁহাবে বন মন ভারন
    শারন কি ঋতু মোরে সজনরা।

তাঁ সুই গুমড ঘন বিজলী চমকত
হোই কাম মন কামিনী সরসত
    ঠন নন নন নন গরজে গগনরা।

রচনা—অজ্ঞাত।

স্বরলিপি—শ্রীশৈলেশকুমার দত্তগুপ্ত

আস্থায়ী

	০					৩					+					২				
II	সা	-মা	মা	মা	|	পা	পা	মা	পা	|	পধা	-র্সা	ধা	পা	|	মা	ধপা	মগা	-মা	I
	রি	মি	ঝি	মি	|	রি	মি	ঝি.	মি	|	বুঁ০	০	দ	ন	|	ব	র	ষে০	০	

০					৩					+					২				
-মা	-গা	-া	পা	|	গমা	-রা	সা	সা	|	ধা	-না	-র্সা	-া	|	-া	-া	-া	-া	I
০	০	০	ক	|	ছু	০	না	সোঁ	|	হা	০	০	০	|	০	০	০	০	

০					৩					+					২				
-ধা	-া	-া	-া	|	পা	-মা	-পা	-া	|	মা	মা	রা	মা	|	রা	-া	সা	সা	I
০	০	০	০	|	বে	০	০	০	|	ব	ন	ম	ন	|	ভা	০	র	ন	

০					৩					+					২				
রা	-গা	মা	গা	|	গরা	-া	সা	সা	|	রা	-পা	মা	গা	|	রা	ন্া	সা	-া	II
শা	০	র	ন	|	কি	০	ঋ	তু	|	মো	০	রে	স	|	জ	ন	রা	০	

অন্তরা

	০				৩				+				২				
II	মা	পা	পা	পা	না	না	না	না	র্সা	-া	র্সা	না	র্সা	না	র্সা	র্সা	I
	তাঁ	হু	ই	গু	ম	ড	ঘ	ন	বি	০	জ	লী	চ	ম	ক	ত	
	০				৩				+				৩				
	র্রা	-র্গা	-র্মা	র্গা	-র্গর্রা	র্সা	র্সা	র্সা	না	-পা	না	না	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	I
	হো	০	ই	কা	০	ম	ম	ন	কা	০	মি	নী	স	র	স	ত	
	০				৩				+				২				
	সা	-মা	মা	মা	পা	পা	পা	পা	র্সা	না	র্সা	ধা	পা	গা	মা	-া	II
	ই	ন	ন	ন	ন	ন	ন	ন	গ	র	জে	গ	গ	ন	রা	০	

নটনারায়ণ রাগ পরিচয়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

"নারদীয় চত্বারিংশচ্ছত রাগ নিরূপণম্" নামক গ্রন্থোক্ত নটনারায়ণ রাগের পরিবারগণের নাম ও যথাসম্ভব ব্যাখ্যা সহ তাহাদের প্রত্যেকের ধ্যান নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

বাঙ্গালী শুদ্ধসালঙ্কা কাম্বোজী মধুমাধবী।
দেবক্রীতি চ পঞ্চৈতা নটনারায়ণাঙ্গনাঃ॥

বাঙ্গালী, শুদ্ধসালঙ্কা, কাম্বোজী, মধুমাধবী ও দেবক্রী এই পাঁচটি নটনারায়ণের ভার্য্যা।

১। বাঙ্গালীর ধ্যান—

কৃষ্ণা কৃষ্ণাম্বরা ধীরা প্রগল্‌ভা রতিলালসা
মহাস্তনী তন্ত্রিহস্তা বাঙ্গালী কৈরবপ্রিয়া॥

'বাঙ্গালী' কৃষ্ণবর্ণা, কৃষ্ণবস্ত্র পরিধানা, ধীরা, প্রগল্‌ভা ও রতিলালসা। পীতস্তনী এই রাগিণীর হস্তে তন্ত্রী, কুমুদ ইহার প্রিয়।

২। শুদ্ধ সালঙ্কার ধ্যান—

শুদ্ধাম্বরাঃ শুদ্ধবপুঃ সুবেষা
সুবেণিকা তাল ঘনস্তনারতিঃ।
চতুর্ভুজা চন্দন চর্চ্চিতাঙ্গী
সা শুদ্ধসালঙ্ক বধূঃ প্রসন্না॥

যাহার বস্ত্র ও দেহ বিশুদ্ধ, বেশ সুন্দর, স্তনদ্বয় * * * ঘন বা কঠিন, অঙ্গ চন্দন চর্চ্চিত সুবেণী মণ্ডিত প্রসন্না ও চতুর্ভুজা এই রাগিণীই 'শুদ্ধ সালঙ্কা' নামে পরিচিত।

৩। কাম্বোজীর ধ্যান—

কাম্বোজী চন্দ্রবদনা নীলোৎপল বিভূষণা।
রমণীয় স্তনাম্ভোজা বাণপুষ্পাবতংসিনী॥

চন্দ্রবদনা 'কাম্বোজী' নীলোৎপলে অলঙ্কৃত; বাণপুষ্প ইহার কর্ণভূষণ, স্তনদ্বয় কমলমুকুলের ন্যায় রমণীয়।

৪। মধুমাধবীর ধ্যান—

মধুমাধবিকা রম্যা মাধবী কুসুমপ্রিয়া।

বসন্ত বন মধ্যস্থা পীনোন্নত পয়োধরা॥

'মধুমাধবী' একটী রমণীয় রাগিণী; মাধবী কুসুম ইহার প্রিয়; পীন ও উন্নত পয়োধরশালিনী এই রাগিণী বসন্তকালীন বনের মধ্যে অবস্থিত।

৫। দেবক্রীর ধ্যান—

দেবক্রী দধিপাণি পাত্রযুগলা
গ্রৈবেয় ভূষোজ্জ্বলা।
স্তন্বোরোজ সরোজ কামচপলা
সা স্ত্রী পরা সুন্দরী॥
কৌসুম্ভাম্বরধারিণী বিধুমুখী
শ্রীখণ্ড চর্চ্চস্তনী।
কাশ্মীরারুণ বিগ্রহা সুনয়না
বিম্বোষ্ঠিকা রাজতে॥

যাহার কররূপ পাত্রযুগলে দধি, দেহ গ্রীবাভূষণে উজ্জ্বল ও কামচঞ্চল; যাহার স্তনরূপ কমল শুদ্ধ; পরিধানে কুসুম্ভরঞ্জিত বস্ত্র, স্তনযুগল চন্দন চর্চ্চিত, দেহ কুঙ্কুমের ন্যায় অরুণ বর্ণ, এই সুনয়না বিম্বোষ্ঠী পরমাসুন্দরী নারী 'দেবক্রী' নামে বিখ্যাত।

শুদ্ধ বঙ্গালকো নাটো গারুড়ো মোহনস্তথা।

নালীকনয়না এতে নটনারায়ণাত্মজাঃ॥

শুদ্ধবঙ্গাল, নাট, গারুড় ও মোহন, পদ্মের ন্যায় নয়ন বিশিষ্ট এই চারিজন নটনারায়ণের পুত্র।

১। শুদ্ধ বঙ্গালের ধ্যান—

বালালীলাতনুর্বালঃ সুবস্ত্রেণ সুশোভনঃ।

বালিকা ক্রীড়নাসক্তো বঙ্গালঃ শুদ্ধসংজ্ঞকঃ॥

'শুদ্ধ বঙ্গাল' বালকমূর্ত্তি; ইহার দেহে বাল্যলীলা প্রকটিত, সুন্দর বস্ত্রে ইহার দেহ সুশোভিত; ইনি বালিকার সহিত ক্রীড়ায় আসক্ত।

২। নাট-এর ধ্যান—

অনেক নটধারী চ যুবা গৌরোঽতি শোভনঃ।

তাম্বূলহস্তঃ স্মেরাস্যো নাটঃ সুরসিকৈর্ম্মতঃ॥

সুরসিকগণের মতে 'নাট' অতি সুন্দর রাগ; এই রাগ নটগণে পরিবৃত, যুবা ও গৌরবর্ণ। ইহার হস্তে তাম্বূল, বদন ঈষৎ হাস্যযুক্ত।

৩। গারুড়ের ধ্যান—

গারুড়ো গরুড়াকারো ধৃতসর্পো বিলোলকঃ।

রক্তনেত্রঃ পীতবস্ত্রঃ সর্ব্বাভরণ ভূষিতঃ॥

নটনারায়ণ পুত্র 'গারুড়' গরুড়ের ন্যায় আকার-সম্পন্ন ও চঞ্চল। ইহার নয়ন রক্তবর্ণ, বস্ত্র পীতবর্ণ; সর্ব্বাভরণ ভূষিত গারুড় সর্প ধারণ করিয়া আছেন?

৪। মোহনের ধ্যান—

সুন্দরো লোহিতাঙ্গশ্চ তরুণো রূপবাংস্তথা।

স্ত্রীজিতো মদনাকারো মোহনঃ সন্নিগদ্যতে॥

'মোহন' মদনের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট ও স্ত্রীজিত। এই রাগ সুন্দর, রূপবান্ যুবা ও লোহিতাঙ্গ।

ত্রৈলিঙ্গী লাঙ্গলী চৈব সুরাটী চাপি হম্বরী।

ইমাঃ সুবেষা রাজন্তি নটনারায়ণস্নুষাঃ॥

ত্রৈলিঙ্গী, লাঙ্গলী, সুরাট ও হম্বরী, সুবেশসম্পন্ন এই চারিটী রাগিণী নটনারায়ণের পুত্রবধূ।

১। ত্রৈলিঙ্গীর ধ্যান—

স্নিগ্ধাভাঙ্গবতী গৌরী মণিদন্তবিলাসিনী।

কুঙ্কুমার্দ্রা মুক্তকেশী ত্রৈলিঙ্গী নৃপবল্লভা॥

'ত্রৈলিঙ্গী' একটী নৃপতিপ্রিয় রাগিণী। ইহার কেশকলাপ মুক্ত, দেহ গৌরবর্ণ, কুঙ্কুমার্দ্র ও স্নিগ্ধ তৈলযুক্ত। ত্রৈলঙ্গী মণি করিদন্ত ও বিলাস শোভায় বিভূষিত।

২। লাঙ্গলীর ধ্যান—

কৃষ্ণা রক্তাম্বরা স্থূলো গুঞ্জাহার বিভূষণা।

স্থূলোরোজা রোমশা চ লাঙ্গলী গৃহজপ্রিয়া॥

'লাজলী' স্থূলো, রোমশা, স্থূলস্তনী ও কৃষ্ণবর্ণা। গুঞ্জাহার ইহার অলঙ্কার, পরিধানে রক্তাম্বর; গৃধ্রদেহজাত পক্ষ ইহার প্রিয়।

৩। সুরটার ধ্যান—

সুরটা লম্পটা নারী কর্বুরাঙ্গী রতিপ্রিয়া।
নৃত্যন্তী চ হসন্তী চ গায়ন্তী পদ্মধারিণী॥

সুবর্ণাঙ্গী 'সুরটা' একটী * * * লম্পটা নারী, ইনি পদ্মধারণপূর্ব্বক নৃত্য হাস্য ও গানে নিরত।

৪। হম্বরীর ধ্যান—

হরিতাঙ্গী হরিদ্বস্ত্রা মণিকুণ্ডলভূষণা।
পীনোরস্কা গুচ্ছধারী হম্বরী সুকরপ্রিয়া॥

'হম্বরী'র হরিদ্বর্ণ অঙ্গে হরিদ্ বস্ত্র, ইহার ভূষণ মণিময় কুণ্ডল, বক্ষ পীন, পুষ্পস্তবক ধারিণী এই রাগিণীর শোভায় প্রিয়জন সহজেই মুগ্ধ হইয়া থাকে।

জয়পুরাধিপতি মহারাজ প্রতাপ সিংহদেব বিরচিত সঙ্গীত সার নামক গ্রন্থোক্ত নটনারায়ণ রাগের পত্নী পুত্রাদির বিবরণ নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

অথ নটনারায়ণকী রাগণীনকী উৎপত্তি লিখ্যতে॥ পার্ব্বতীজীকে মুখসোঁ উৎপন্ন হোঈকে। নটনারায়ণনেঁ পার্ব্বতীজীসোঁ বিজ্ঞপ্তি কীনী মহারাজ মোঁকো রাগণী দীজে তব। শিবজীকী আজ্ঞা লেকরিকে পার্ব্বতীজীনেঁ। আপনে মুখসোঁ পাঁচ রাগণী গাঈকে। নটনারায়ণকী ছায়া যুক্তি দেখি নটনারায়ণকো দীনী॥

প্রথম নটনারায়ণকী রাগণী বেলাবলী তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে॥ পার্ব্বতীজীনেঁ উন রাগনমেঁসোঁ বিভাগ করিবেকো। আপনে মুখসোঁ বেলাবলী গাঈকে। বাঁকো নটনারায়ণকী ছায়াযুক্তি দেখি। নটনারায়ণকো দীনী॥

অথ বেলাবলীকো স্বরূপ লিখ্যতে॥ গোরা জাকো রংগ হৈ। শ্বেত বস্ত্র পহরে হৈ। বিচিত্র রংগকী কঞ্চুকী পহরে হৈ। সুবর্ণকে আভূষণ সব অঙ্গনমেঁ পহরে হৈ। কস্তূরীকো বিন্দা জাকে ভালমেঁ হৈ। কমলকী মালা জাকে কণ্ঠমেঁ হৈ। মৃদঙ্গকো বজাবে হৈ। সখীনকে সঙ্গ মধুর সুবনসোঁ গাবে হৈ। ঐসী জো রাগণী তাঁহি বেলাবলী জাঁনিলে॥ শাস্ত্রমেঁ তো যহ সাত সুরনসোঁ গাঈ হৈ। ধ নি স রি গ ম প ধ যাতেঁ সম্পূর্ণ হৈ। যাকো দিনকে প্রথম পহরমেঁ গাবনী। যহ তো যাকো বখত হৈ। ঔর দুপহরতাঈ চাহো তব পাবে। যাকো জন্ত্র হনুমান মতমেঁ হিণ্ডোল রাগকী রাগণী প্রথম বিলাবলীতাকেঁ জন্ত্রসোঁ আলাপ কীজ্যো॥

অথ নটনারায়ণকী দূসরী রাগণী কাম্বোজী তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে॥ পার্ব্বতীজীনেঁ উন রাগনমেঁসোঁ কাম্বোজী বিভাগ করিবেকোঁ। আপনেঁ মুখসোঁ গাঈকে যাকো নটনারায়ণকী ছায়াযুক্তি দেখি। বাঁকো কাম্বোজী নাম করিকেঁ নটনারায়ণকো রাগণী দীনী।

অথ কাম্বোজীকো স্বরূপ লিখ্যতে॥ শোরো জাকো রংগ হৈ। কেসরিয়া বস্ত্র পহরে হৈ। মোহনো স্বরূপ হৈ। বড়ে জাকে নেত্র হৈ। মুখমেঁ পানকে বিড় চবাবে হৈ। ললাটমেঁ কস্তূরীকো বিন্দা হৈ। সোনেকে জড়াউ গহনা সব অঙ্গনমেঁ পহরে হৈ। করনাট দেশমেঁ অরু আন্ধ্র দেশমে ভঈ হৈ। সখী জাকে সঙ্গ হৈ। সারঙ্গী বজাবে হৈ। ঐসী জো রাগণী তাঁহি কাম্বোজী জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমেঁ তে যহ সাত সুরনমেঁ গাঈ হৈ স রি গ ম প ধ নি স। যাতেঁ সম্পূর্ণ হৈ। যাকে দিনকে প্রথম পহরমেঁ গাবনী যহ যাকী বখত হৈ। ঔর দিনমেঁ চাহো তব গাবো॥

অথ নটনারায়ণকী তিসরী রাগণী সাম্বেরী তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে॥ পার্ব্বতীজীনেঁ উন রাগনমেঁসেঁ বিভাগ করিবেকোঁ। আপনেঁ মুখসোঁ সাম্বেরী রাগণী গাঈকে বাঁকো সাম্বেরী নাম করিকে নটনারায়ণকী ছায় যুক্তি দেখি নটনারায়ণ দীনী।

অথ সাম্বেরীকো স্বরূপ লিখ্যতে॥ শ্যাম জাকো বর্ণ হৈ

সোসনী বস্ত্র পহরে হৈ। পিলীজাকী চোলী হৈ। চন্দ্রমাসোঁ মুখ হৈ। নাজুক অঙ্গ হৈ। মৃগকেসে জাকে নেত্র হৈ। কস্তুরীকো বিন্দা জাকে ভালমেঁ হৈ। মোতীনকে হার কণ্ঠমেঁ পহরে হৈ। সোলেহ্ প্রকারকে শৃঙ্গার কিয়ে হৈ। মতবারে হাঁথীকীসী চাল হৈ। মন্দ মুসকান করে হৈ। ঐসী জো রাগণী তাঁহি সাম্বেরী জাঁনিয়ে॥ শাস্ত্রমেঁ তো যহ ছহ সুরনসোঁ গাঈ হৈ। ধ গ ধ রি ধ স রি গ ম প ধ। যাতেঁ ষাড়ব হৈ। যাকো সাঁজ সমেঁ গাবনী যহতো যাকো বখত হৈ। ওর চাহো তব গাবো। যাকী আলোপচারী ছহ সুরনমেঁ কিয়ে। রাগ বরতেঁসোঁ জন্দ্র সেঁ॥

অথ নটনারায়ণকী চোথী রাগণী সুহবী তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে॥ পার্ব্বতীজীনেঁ উন রাগনমেঁসোঁ বিভাগ করিবেকো। অপনেঁ মুখসোঁ সুহবী গাঈকে। বাঁকো নটনারায়ণকী ছায়া যুক্তি দেখি। নটনারায়ণকো দীনী।

অথ সুহবীকো স্বরূপ লিখ্যতে॥ শ্যাম জাকো রংগ হৈ। পীতাম্বরকো পহরে হৈ। নাজুক জাকো শরীর হৈ। ওর অমৃতকী সীনাঈ আনন্দকারী হৈ। ফুলে কমলসেঁ জাকে মুখ হৈ। তরুণ জাকী অবস্থা হৈ। ওর সুগন্ধকে ফুলনসোঁ গুহী জাকী বেণী হৈ। রংগবিরংগী চোলী পহরে হৈ। মন্দ মুসকান করে হৈ। শৃঙ্গার রসমেঁ মগ্ন হৈ। চবর জাকে উপর ঢুরে হৈ। বড়ে জাকে নেত্র হৈ। ঐসী জো রাগণী তাঁহি সুহবী জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমেঁ তো যহ সাত সুরনমেঁ গাঈ হৈ। স রি গ ম প ধ নি স। যাঁতে সম্পূর্ণ হৈ। যাকো প্রভাত সমেঁ গাবনী। যহ তো যাকো বখত হৈ। ওর দিনমেঁ চাহে তব গাবো। যাকী আলাপচারী সাত সুরনমেঁ কীয়ে রাগ বরতেসোঁ জন্দ্রসোঁ সমঝিয়ে॥

অথ নটনারায়ণকী পাচঈ রাগণী সোরঠ তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে॥ পার্ব্বতীজীনেঁ উন রাগনমেঁ সোঁ বিভাগ করিবেকো। অপনেঁ মুখসোঁ সোরঠ গাঈকে নটনারায়ণকী ছায়া যুক্তি দেখি। বাঁকো নটনারায়ণকো দীনী।

অথ সোরঠকো স্বরূপ লিখ্যতে॥ গোরো অঙ্গ হৈ। কমলসোঁ বিশাল নেত্র হৈ। চন্দ্রমাসোঁ মুখ হৈ। দাড়িমকে বীজসরিকে দাঁত হৈ। অনেক রংগকী পোষাগ পহরে হৈ। কঠোর কুচ হৈ। আসমানী রংগকী চোলী পহরে হৈ। সুছন্দ বিহার করে হৈ। কামদেবসোঁ ব্যাকুল হৈ। শৃঙ্গার রঙ্গমেঁ মগ্ন হৈ। ঐসী জো রাগণী তাঁহি সোরঠ জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমেঁ তো যহ ছহ সুরনসোঁ গাঈ হৈ। স রি ম প ধ নি স। যাঁতে ষাড়ব হৈ। যাকো আধি রাতি সমেঁ গাবনী। যহ তো যাকো বখত হৈ। রাত্রিমে চাহো তব গাবো। যাকী আলাপচারী ছহ সুরনমেঁ কিয়ে। রাগ বরতেসোঁ জন্দ্রসোঁ সমঝিয়ে॥

ক্রমশঃ

গান

শ্রীস্মরজিৎকুমার মৌলিক, এম-এ

জীবনে যাহারে চেয়েছিলে প্রিয় বড় আপনার করি',
কোন্ বেদনায় মাগিছ বিদায় তাহারি দুয়ার ধরি'।

এখনো কণ্ঠে দুলিতেছে মালা,
এখনো শিয়রে আছে দীপ জ্বালা,
বাহিরে চন্দ্র তারকা জাগিছে অসীম আকাশ ভরি'।

যদি যেতে চাও দাঁড়াও হে ফিরে
জনমের মত নয়নের নীরে
ও দু'টী চরণ মুছিয়া লইব বিরহের কথা স্মরি'।

রস কীর্ত্তন*

মাথুর বিরহ—দূতী সংবাদ

রচনা—বৈষ্ণব কবি-শিরোমণি দ্বিজ চণ্ডীদাস।

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস।

১। বিরহ কাতরা, বিনোদিনী রাই,
পরাণে বাঁচে না বাঁচে।
নিদান দেখিয়া আসিনু হেথায়
কহিতে তোমারি কাছে॥
(কথা কি আর বল্‌ব, দুঃখের কথা কি আর বল্‌ব, তার দশা দেখে বুক ফেটে যায় হে, দুঃখের কথা কি আর বল্‌ব)
কহিতে তোমারি কাছে॥

২। ....
যদি দেখিবে তোমার প্যারী।
চল এইক্ষণে রাধার শপথ
আর না করিও দেরী॥
(দেখা দেখে আস্‌বে, চোখের দেখা দেখে আস্‌বে, তোমায় শত শত শপতি দিই হে চল চোখের দেখা দেখে আস্‌বে)
আর না করিও দেরী॥

৩। কালিন্দী পুলিনে, কমলের শেজে,
রাখিয়া রাইয়ের দেহ।
কোন সখি অঙ্গে লিখে শ্যাম নাম
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ॥
(কি হ'ল বলে, আমাদের কি হ'ল বলে (বুঝি) রাই ধনি আজ ছেড়ে যায়, আমাদের কি হ'ল বলে)
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ॥

৪। কেহ কহে তোর বঁধুয়া আসিল
সে কথ শুনিয়া কানে।
মেলিয়া নয়ন চৌদিশ নেহারে
দেখিয়া না সহে প্রাণে॥
(চারিদিকে চায় হে, নয়ন মেলি' চারিদিকে চায় হে, কিন্তু তার বাক সরে না নয়ন মেলি' চারিদিকে চায় হে)
দেখিয়া না সহে প্রাণে॥

৫। যখন হইনু যমুনা পার
দেখিনু সখিরা মিলি'।
যমুনার জলে রাখে অন্তর্জলে
রাই দেহ হরি বলি॥
(কেবল প্রাণ রেখেছে, নাম শুনায়ে প্রাণ রেখেছে, কেবলমাত্র তোমার আশে নাম শুনায়ে প্রাণ রেখেছে)
রাই দেহ হরি বলি॥

৬। দেখিতে যদ্যপি সাধ থাকে তব
ঝাট চল ব্রজে যাই।
কহে চণ্ডীদাসে বিলম্ব হইলে
আর না দেখিবে রাই॥
(চল চল বঁধু, একবার ব্রজে চল বঁধু, দেখা দিয়ে দাসীর প্রাণ বাঁচাও একবার ব্রজে চল বঁধু)
আর না দেখিবে রাই॥

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

	০			১			২´			৩			
১।	{ মা	মা	মা	জ্ঞা	রা	রা	সা	রা	রা	রা	জ্ঞা	রা	I
	বি	র	হ	কা	ত	রা	বি	নো	দি	নী	রা	ই	
	সা	রা	সা	ণ্‌া	ধ্‌া	ণ্‌া	সা	সা	-া	-া	-া	-া }	I
	প	রা	ণে	বাঁ	চে	না	বাঁ	চে	০	০	০	০	
	{ মা	পা	পা	পা	পা	পা	মা	পা	পা	দা	পা	পা	I
	নি	দা	ন	দে	খি	য়া	আ	সি	হু	হে	থা	য়	
	মা	পা	মা	মা	মা	মজ্ঞরসা	সরা	জ্ঞা	রা	সা	-া	-া }	II
	ক	হি	তে	তো	মা	রি০০০	কা০	০	০	ছে	০	০	

আখর :

	০			১			২´			৩			
II	সা	সা	সা	রা	মা	-া	জ্ঞা	রজ্ঞা	রসা	-া	-া	-া	I
	০	ক	থা	কি	আ	র্‌	বল্‌	ব০	০০	০	০	০	
	{ ণ্‌া	সা	সা	-া	সা	রা	সা	রা	মা	জ্ঞা	রজ্ঞা	রসা	I
	দুঃ	০	খের্‌	০	ক	থা	কি	০	আর্‌	বল্‌	ব০	০০	
	{ মা	মা	মা	পধণর্সা	ণধা	পমা	মা	পা	মা	মজ্ঞা	রসা	সা	I
	দ	শা	দে	খে০০০	বু০	০ক	ফে	টে	যায়	হে০	০০	০	
	ণ্‌া	সা	সা	-া	সা	রা	সা	রা	মা	জ্ঞা	রজ্ঞা	রসা }	I
	দুঃ	খে	র্‌	০	ক	থা	কি	০	আর্‌	বল্‌	ব০	০০	
	মা	পা	মা	মা	মা	মজ্ঞরসা	সরা	জ্ঞা	রা	সা	-া	-া	II
	ক	হি	তে	তো	মা	রি০০০	কা০	০	০	ছে	০	০	

অন্যান্য কলির সুর প্রথম কলির অনুরূপ।

হারমোনিয়মের স্কেল :—স্ত্রী কণ্ঠে মুদারার সি সার্প (কোমল রে) কিম্বা ডি সার্প (কোমল গা)। পুরুষ কণ্ঠে উদারার এফ্‌ সার্প (কড়ি ম) কিম্বা জি সার্প (কোমল ধা)।

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

ভূপালী—দ্রুত-ত্রিতালী

রচনা—ওস্তাদ এনায়েৎ খাঁ

স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
(রামগোপালপুর)

আস্থায়ী

০   ১   +   ৩
II সা ররা রা গা | -া পা ধা পা | সা́ -া ধা পা | গা রা সা -া I
ডা ডিরি ডা রা ০ ডা রা ডা ডা ০ ডা রা ডা রা ডা ০

০   ১   +   ৩
সা ররা গগা ররা | সাঃ সঃ ধ্ধ্া প্া | প্া ধ্ধ্া ধ্া সা | সা ররা গা রা I
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডায় রা ডায়রা ডা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা

০   ১   +   ৩
গা পপা ধা পা | সা́ -া পা ধা | সা́ -া ধা পা | গা রা সা -া II
ডা ডিরি ডা রা ডা ০ ডা রা ডা ০ ডা রা ডা রা ডা ০

অন্তরা

০   ১   +   ৩
I পা ধধা ধা সা́ | -া সা́ সা́ সা́ | সা́ র́র́া স́সা́ র́র́া | র́া র́া স́সা́ ধা I
ডা ডিরি ডা রা ০ ডা রা ডা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডায় রা ডায়রা ডা

০ ১ + ৩
র্গর্গা র্রর্রা র্গাঃ র্গঃ | র্সর্সা র্রা -া -া | র্রর্রা র্সর্সা রাঃ র্রঃ | ধধা র্সা -া -া I
ডিরি ডিরি ডায় রা ডায়রা ডা ০ ০ ডিরি ডিরি ডায় রা ডায়রা ডা ০ ০

০ ১ + ৩
ধধা পপা ধাঃ ধঃ | গাঃ গঃ পা -া | সা -া ধা পা | গা রা সা -া II
ডিরি ডিরি ডায় রা ডায় রা ডা ০ ডা ০ ডা রা ডা রা ডা ০

তান

+ ৩ ০ ১ +
১। র্সা র্সা ধা পা | ধা পা গা রা | গা রা সা রা | গা রা সা -া I র্স

+ ৩ ০ ১
২। র্সা র্সা ধা পা | ধা পা গা রা | গা রা সা রা | গা রা সা -া I

+ ৩ ০ ১
ধ্‌া -া ধ্‌া সা | -া সা রা -া | সা রা গা রা | গা পা ধা র্সা I

+ ৩ ০ ১
র্সা র্সা ধা পা | গা রা সা -া | সা রা গা পা | র্সা -া -া -া I

+ ৩ ০ ১
সা রা গা পা | র্সা -া -া -া | সা রা গা পা | র্সা -া -া -া I

+ ৩
র্সা -া ধা পা | গা রা সা -া |

+ ৩ ০ ১
৩। র্গা র্গা র্রা র্রা | র্সা র্সা ধা ধা | পা পা গা গা | রা রা সা সা I

+ ৩ ০ ১
সা রা গা পা | র্সা -া র্সা -া | র্সা -া -া -া | সা রা গা পা I

+ ৩ ০ ১ +
র্সা -া র্সা -া | র্সা -া -া -া | সা রা গা পা | র্সা -া র্সা -া I র্সা

+ ৩ ০ ১
৪। সা রা গা রা | গা পা গা পা | ধা পা ধা র্সা | পা ধা র্সা -া I

+ ৩ ০ ১ +
র্রা র্সা -া ধা | পা -া ধা পা | -া গা রা -া | গা পা -া ধা I র্সা

+ ৩ ০ ১
৫। সা ধ্া প্া গ্া | প্া ধ্া সা রা | সা রা গা পা | পা ধা র্সা -া I

+ ৩ ০ ১
র্রা র্সা ধা পা | ধা পা গা রা | গা রা সা রা | গা রা সা -া I

+ ৩ ০ ১ +
সা রা গা পা | র্সা -া র্সা র্রা | গা পা র্সা -া | সা রা গা পা I র্সা

সুর-ব্রহ্ম

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরই যে ব্রহ্ম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। উপস্থিত দেখা যাউক এই সুরের উৎপত্তি কোথা হইতে? আমাদের শরীরে পাঁচটী কোষ আছে যথা—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, উত্তাপময় কোষ, মনোময় কোষ ও আনন্দময় কোষ।

সঙ্গীত তরঙ্গ বলিতেছেন যে আমাদের শরীরে যে সমস্ত শিরা বেষ্টিত আছে তাহা অন্নময় কোষ। এই শিরাসমূহ মধ্যে বায়ুযোগে প্রাণময় কোষ ভ্রমণ করে ও তাহা হইতে জীবের জীবন ধারণ হয় এবং এই বায়ুই মহাপ্রাণ নাদের আলয় বলিয়া কথিত হয়। এই প্রাণময় কোষ হইতে জ্ঞানময় কোষের উৎপত্তি ও জ্ঞানময় কোষ হইতে মনোময় কোষ এবং এই মনোময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষের উদয় হয়।

সঙ্গীত তরঙ্গ বলিতেছেন :—

"নাদ হইতে নির্গত হইল সাত স্বর।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে নাম দিলা সোমেশ্বর॥
সেই স্বর নাম দিলা মহেশ ঠাকুর।
কালায়ত লোক সেই স্বরে বলে সুর॥

অতএব নাদ হইতে যে সাতটি সুরের উৎপত্তি হইল তাহাদিগকে আমরা "সুর" বলিয়া থাকি।

এই নাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে সঙ্গীত-দর্পণ যাহা বলিতেছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

আত্মনা প্রেরিতং চিত্তং বহ্নিমাহন্তি দেহজম্।
ব্রহ্ম গ্রন্থিস্থিতং প্রাণং স প্রেরয়তি পাবকঃ॥ ৩৪
পাবক প্রেরিতঃ সোঽথক্রমাদূর্দ্ধপথে চরণ্।
অতি সূক্ষ্ম ধ্বনিং নাভৌ হৃদি সূক্ষ্মং গলে পুনঃ॥ ৩৫

পুষ্টং শীর্ষেত্বপুষ্টঞ্চ কৃত্রিমং বদনে তথা।
আবির্ভাবয়তীত্যেবং পঞ্চধা কীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ॥ ৩৬

টীকা:—আত্মনা চেতনেন প্রেরিতং চালিতং চিত্তম্ অন্তঃকরণং কর্ত্তৃ। দেহজম্ উদরস্থিতং বহ্নিং আহন্তি তাড়য়ন্তি। সঃ অন্তঃকরণ প্রেরিতঃ পাবকঃ ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং সুষুম্নয়া সহ ঈড়া পিঙ্গলয়োঃ সম্বন্ধ স্থানং ব্রহ্মগ্রন্থিঃ তত্রস্থিতং। প্রাণং মুখ্যতং বায়ু প্রেরয়তি। দেহজেন বহ্নিনা চালিতঃ সঃ প্রাণবায়ু ক্রমাৎ উৰ্দ্ধপথে চরণ্ আঘাত-জনিত বেগাৎ উৰ্দ্ধমার্গেণ গচ্ছন্, নাভৌ অতি সূক্ষ্ম ধ্বনিং, পুনঃ তথা গলে পুষ্টং ধ্বনিং শীর্ষেতু অপুষ্টং ধ্বনিং তথা বদনে কৃত্রিমং ধ্বনিং আবির্ভাবয়তি, ইত্যেবং প্রকারেণ যথাক্রমং নাভি হৃৎকণ্ঠ শীর্ষবদনরূপ পঞ্চস্থান সংযোগেন পঞ্চবিধস্য ধ্বনেরাবিভাবাদিত্যর্থঃ। পণ্ডিতৈঃ, পঞ্চধা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পুষ্টাপুষ্টকৃত্রিম ভেদাৎ পঞ্চপ্রকার ইত্যর্থঃ, কীর্ত্ত্যতে কথ্যতে নাদ ইতি।

তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে উদরস্থিত বহ্নি দ্বারা চালিত প্রাণবায়ু ক্রমে উৰ্দ্ধপথে বিচরণ করিয়া নাভিতে অতি সূক্ষ্মধ্বনি, হৃদয়ে সূক্ষ্মধ্বনি, গলে পুষ্টধ্বনি, মস্তকে অপুষ্টধ্বনি তৎপরে বদনে কৃত্রিম ধ্বনি ব্যক্ত করে।

এইরূপে নাভি, হৃদি, কণ্ঠ, শীর্ষ ও বদনরূপ এই পঞ্চস্থান সংযোগে অতিসূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, পুষ্ট, অপুষ্ট ও কৃত্রিম-ভেদে পঞ্চ প্রকার ধ্বনির আবির্ভাবকে নাদ বলিয়া পণ্ডিতগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন।

সঙ্গীত-দর্পণ পুনরায় বলিতেছেন:—

"ন"কারং প্রাণনামানং "দ"কারমনলং বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নি সংযোগাত্তেন নাদোঽভিধীয়তে॥ ৩৭

অর্থাৎ "ন"কার শব্দে প্রাণ ও "দ"কার শব্দে অগ্নি, অতএব প্রাণাগ্নি সংযোগে নাদের উৎপত্তি বলিয়া কথিত।

আহত অনাহত ভেদে নাদ দুই প্রকার। অনাহত নাদ মুনিগণের উপাস্য এবং মুক্তিদায়ক। আহত নাদ সঙ্গীতরূপে প্রকাশিত হইয়া ইহলোকে লোকরঞ্জক। এই নাদই সঙ্গীতের প্রাণ; কারণ এই নাদই সপ্তস্বরের জনক এবং ছয় রাগ সপ্তস্বরের সন্তান।

সঙ্গীত তরঙ্গে সপ্তদশ পৃষ্ঠায় স্বরের নামাদি নির্ণয়ে বর্ণিত আছে।

স্বর	খরজ	রিখভ	গান্ধার	মধ্যম	পঞ্চম	ধৈবত	নিখাদ
সন্তান	ভৈরব	মালকোশ	হিন্দোল	দীপক	মেঘ	শ্রীরাগ	নিঃসন্তান

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

মিশ্র ইমন পূরিয়া—একতালা (মধ্যলয়)

সন্ধ্যার দীপ জ্বলে ওঠে দূরে
ফিরে যায় ঘরে পাখী,
আঁধার নামিছে শ্যামল মায়ায়
নদীর কিনার ঢাকি'।

আকাশ যাচিছে চাঁদের মিতালি
সাজায়ে তুলেছে তারকার ডালি,
ধরণী মুদিল নয়ন দু'খানি
সারাদিন চেয়ে থাকি'।

দূর হতে যেন কে আজি আমারে
হাতছানি দেয় আলোতে আঁধারে
এল বুঝি এল সুদূরের প্রিয়
গোধূলির রঙ মাখি' ॥ *

কথা—শ্রীহিমাংশু মুখোপাধ্যায়

স্বরলিপি—কুমারী অমিয়া মুখার্জ্জি

সুর—শ্রীঅনিল বাকচী

II {ণা	-ক্ষাধনর্সা	না	ধা	পা	পা	পা	পা	ক্ষাধপক্ষা	গা	পপা	রগা	I
স	ন্০০০	ধ্যা	র	দী	প	জ্ব	লে	ও০০০	ঠে	দূ০	রে০	
ন্া	রা	ক্ষাগা	ক্ষা	পা	পা	রগা	রগা	রা	মা	-া	-া	I
ফি	রে	যা০	য়	ঘ	রে	পা০	০০	০	খী	০	০	
সা	ন্সরসা	ন্সা	ন্া	ধ্া	ন্া	সা	গা	গা	সগা	গা	গা	I
আঁ	ধা০০০	র০	না	মি	ছে	শ্যা	ম	ল	মা০	য়া	য়	
গনা	ধনা	ধা	পা	ক্ষা	গা	গক্ষা	-পধা	-নধা	পক্ষা	-গরা	-সা}	II
ন০	দী০	র	কি	না	র	ঢা০	০০	০০	কি০	০০	০	

* মীড় সংযুক্ত তান ও গমকই গানটীর প্রাণবস্তু। সেই কারণ শিক্ষার্থীগণ সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গানটী াখিলে ইহার স্বরূপ প্রকাশ পাইবে।

—স্বরদাতা

II গা জ্ঞা পা | না না না | র্সা র্সা র্সা | নর্সর্রর্সা নর্সা র্সা I
আ কা শ | যা চি ছে চাঁ দে র | মি০০০ তা০ লি

জ্ঞা ধা না | র্সা র্সা র্সা | না র্রা নর্সনধা | জ্ঞধপজ্ঞা গা গা I
সা জা য়ে তু লে ছে | তা র কা০০০ | ০০০০ ডা লি

না র্রা নর্রর্গর্জ্ঞা | র্রর্গা র্গা র্গা | ধা না র্গর্রর্গর্রা | র্সা র্সা র্সা I
ধ র ণী০০০ | মু০ দি ল ন য় ন০০০ দু খা নি

ন্া রা জ্ঞগা | জ্ঞা পা পা | জ্ঞপা -ধনা -র্সর্রা | র্সনা -ধপা -জ্ঞগা II
সা রা দি০ | ন্ চে য়ে | থা০ ০০ ০০ | কি০ ০০ ০০

II জ্ঞা ধা না | র্সা র্সা র্সা | ঋা ঋা সা | না সা সা I
দূ র হ | তে যে ন | কে আ জি | আ মা রে

না সা গা | গা সা গা | গা ঋগজ্ঞধা গজ্ঞগা | ঋা সা সা I
হা ত ছা | নি দে য় | আ লো০০০ তে০০ আঁ ধা রে

[গা রগপধা নর্সা | র্সা র্সা র্সা]
II {(সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা) | না র্রা নর্সনধা | জ্ঞাপজ্ঞা গা গা} I
এ ল বু | ঝি এ ল | সু দূ রে০০০ | র০০০ প্রি য়

ন্া রা জ্ঞগা | জ্ঞা পা পা | জ্ঞপা -ধনা -র্সর্রা | র্সনা -ধপা -জ্ঞগা II II
গো ধূ লি০ | র র ঙ | মা০ ০০ ০০ | খি০ ০০ ০০

স্বরলিপি

মিঞামল্লার—তেতালা

সুন সখী অব বরষা দিন আয়ে
পুরব পবন চলে নিশ বাসর
উমড ঘুমড ঘন ছায়ে।
গরজন সুন কর পাপিয়া বোলে
মোরন শোর মচায়ে।

কথা—ব্রহ্মানন্দ

সুর শিক্ষক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বরলিপি—শ্রীমতী মাধুরী দেবী (কাঞ্জিলাল)

০				১				২´				৩			
{ মজ্ঞা	মা	রা	সা	ণ্া	প্া	ম্া	প্া	সা	-া	সা	সা	রা	ন্া	সা	সা }
সু	ন	স	খী	অ	ব	ব	র	ষা	০	দি	ন	আ	০	০	য়ে
ন্া	সা	রা	সা	রা	রা	মজ্ঞা	সা	মা	জ্ঞা	মা	রা	মা	-া	পা	পা
পু	র	ব	প	ব	ন	চ	লে	নি	শ	বা	০	০	০	স	র
মা	পা	ধা	র্সা	ধা	পা	মা	পা	মপা	ণণা	পমা	পা	মজ্ঞা	-া	-া	-া
উ	ম	ড	ঘু	ম	ড	ঘ	ন	ছা০	০০	০০	০	য়ে	০	০	০
{ মা	মা	ণা	ধা	না	না	র্সা	র্সা	র্রা	র্রা	না	-া	র্সা	-া	র্সা	-া }
গ	র	জ	ন	সু	ন	ক	র	পা	পি	য়া	০	বো	০	লে	০
নর্সা	র্মা	র্রা	র্সা	ণা	পা	পা	পা	মপা	ণণা	পমা	পা	মজ্ঞা	-া	-া	-া ‖
মো০	০	র	ন	শো	০	র	ম	চা০	০০	০০	০	য়ে	০	০	০ ‖

১ম তান :— (২´) মপা ধনা র্সা ধপা | (৩) মজ্ঞা মমা রসা ন্সা |

২য় তান :— (২´) ম্প্া ণ্ধা সন্া রসা | (৩) রপা মজ্ঞা মমা রসা |

স্বরলিপি

মিশ্রসুর—দাদ্‌রা

ভালবাসার ছলে
যদি পরাণ নিলে,
কেন নিঠুর ঘায়ে
পুন ফিরায়ে দিলে ?

যদি বারেক তরে
দিলে পরশ মোরে,
কেন মিলন ফাঁদে
আজি বিরহ মিলে ?

কত না বলা বাণী
কাঁদে বিরহ লাজে
আধ স্বপন ঘুমে
ভীরু হিয়ার মাঝে।

আজো তোমারি ছবি
ওগো, আঁকিছে কবি,
তবু ভুলিবে যদি—
কেন চাহিয়াছিলে ? *

কথা ও সুর—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—কুমারী সুলেখা রায় (শান্তি)

+ 0 + 0
পা পা II { মজ্ঞা -া মা ¦ রা -া জ্ঞা I রসা -া -া | -া (সা সা I
ভা ল বা ০ সা ¦ র ০ ছ লে০ ০ ০ | ০ য দি

রা সা জ্ঞা ¦ রসণ্া ধ্া ণ্া I সা রা গা | মা ধা পা)} I
প ০ রা ¦ ০০০ ণ নি লে ০ ০ | ০ ভা ল

-া সা সা ¦ সা ণা -ধপা I -পধা -পমা -মপা | -মপা -া -মা I
০ কে ন ¦ নি ০ ঠু০ র০ ০০ ঘা০ | য়ে০ ০ ০

-া -ধা পা | মজ্ঞা -া মা I রা -া জ্ঞা | রসা -া -া II
০ পু ন | ফি ০ রা য়ে ০ দি | লে ০ ০

* এই গানটী লেখকের অনুমতি ভিন্ন কেহ রেকর্ড করিতে পারিবেন না।

II	-া	পা	ধপা	মগা	-া	মা	I	পা	ধা	না	সনা	র্রসা	নর্সা	I	
	০	য	দি০	বা	০	রে		ক	০	ত	রে০	০০	০০		
	০	অ	জো০	তো	০	মা		রি	০	ছ	বি০	০০	০০		

-া	সা	সরা	সণা	-া	ণা	I	ধা	-া	সণা	ধপা	-া	-া	I
০	দি	লে০	০প	০	র		শ	০	মো	০রে	০	০	
০	ও	গো০	০আঁ	০	কি		ছে	০	ক	০রি	০	০	

-া	পধা	পধপা	মগা	-া	সা	I	গা	-া	মপা	জ্ঞা	-া	মা	I
০	কে০	ন০০	মি	০	ল		ন	০	ফাঁ০	দে	০	০	
০	ত০	বু০০	ভু	০	লি		বে	০	য০	দি	০	০	

পা	ণা	পা	মজ্ঞা	-া	মা	I	রা	-া	জ্ঞা	রসা	-া	-া	II
০	আ	জি	বি	০	র		হ	০	মি	লে	০	০	
০	কে	ন	চা	০	হি		য়া	০	ছি	লে	০	০	

II	-া	পা	পা	পনা	-া	না	I	পা	না	না	সা	-া	-া	I
	০	ক	ত	০না	০	ব		লা	০	বা	ণী	০	০	

-া	সা	সরা	রা	-া	সা	I	রা	মা	মপা	মজ্ঞা	-া	মা	I
০	কাঁ	দে০	বি	০	র		হ	০	লা০	জে	০	০	

-পা	ণা	পা	মজ্ঞা	-া	মা	I	রা	-া	জ্ঞা	রসা	-া	-া	I
০	আ	ধ	স্ব	০	প		ন	০	ঘু	মে	০	০	

-া	সরা	-সরসা	ণা	ণা	ণা	I	ধপা	ধা	-না	-সা	-া	-া	II II
০	ভী০	রু০০	হি	০	য়া		র০	০	মা	ঝে	০	০	

স্বরলিপি

ভৈরবী—একতালা

বিদায়ের বেলা হে প্রিয় আমার
ঝরিতে দিব না আঁখি
মথিত হিয়ার যা' কিছু বেদনা
রাখিব গোপনে ঢাকি'

পাথেয় করিব সে বিদায়-দানে,
তোমারি অরূপ পরশ ধেয়ানে,
ব্যথায় পূজিব নয়নের জলে
মৌন হৃদয় ছাঁকি'।

ল'ব মুখে তব অধরের হাসি,
অঙ্গে মাখিব তব রূপরাশি
তব নয়নের পরসাদ খানি
নয়নেতে ল'ব আঁকি'।

ক্ষণিকের সুখ যদি বা মিলায়,
হারানো সে দিন কিছু না বিলায়,
মিলনের স্মৃতি নিভে যদি যায়
বিরহ মোদের রাখি।

কথা—শ্রীসরোজ কুমার মুখোপাধ্যায়

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদেবেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র

০ | ১ | + | ৩
II সা দা -া | পা মজ্ঞা মা | সজ্ঞা সজ্ঞা মপমজ্ঞা | ঋা -া সা I
বি দা য়ে | র বে লা | হে ০ প্রি ০ ০০০০ | আ মা র

দ্‌া ণ্‌সা -জ্ঞা | সা ঋা জ্ঞাম | ঋা সা -া | -া -া -া I
ঝ রি ০ তে | দি ব না | আঁ খি ০ | ০ ০ ০

পা -া -া | দপা -া জ্ঞমা | জ্ঞমা জ্ঞমপা মা | জ্ঞা ঋা সা I
ম থি ত | হি ০ য়া ০ র | যা ০ কি ০ ০ ছু | বে দ না

দ্‌া ণ্‌সা জ্ঞা | সা ঋা জ্ঞা | ঋা সা -া | -া -া -া II
রা খি ০ ব | গো প নে | ঢা কি ০ | ০ ০ [০

০ ১ + ৩
II মা মা মা | ণদা -া ণা | র্সা -া -া | দা ণা র্সা I
ল ব মু খে০ ত ব | অ ধ রের | হা ০ সি
ক পি কে ০য় সু গ | য দি বা | মি লা য়

র্জ্ঞা -া -া | র্ঋা র্সা -া | দা ণা র্সা | র্জ্ঞর্ঋা র্সা -া I
অ ঙ্গে ০ | মা খি ব | ত ০ ব | রূপ রা শি
হা রা নো | সে দি ন | কি ছু না | ০বি লা য়

র্সা -া -া | -া দণা র্ঋর্সা | ণা দপা ণা | দা পা -া I
ত ব ০ | ন য়০ নের | প রশা দ | খা নি ০
মি ল নে | র স্ব০ ০তি | নি ভে০ য | দি বা য়

জ্ঞা পা -া | -া -া পমা | পদা -া -া | -পমা -জ্ঞঋা -সা II
ন য় নেতে | ল ব আঁ০ | কি০ ০ ০ | ০০ ০০ ০
বি র হ | মো দের রা০ | খি০ ০ ০ | ০০ ০০ ০

০ ১ + ৩
II জ্ঞা -া -া | -া -া -া | -া পপা মজ্ঞা | ঋা -া সা I
পা থে র | ক রিব সে | বি দা০ ০য় | দা ০ নে

সা ঋা -া | সঋা জ্ঞমা জ্ঞা | ঋা সা -া | -া -া -া I
তো মা রি | অ০ রূ০ প | প র শ | ধে য়া নে

ঋা -া -া | -া -া -া | সা জ্ঞা -া | ঋা সা -া I
ব্য থা য় | পু জি ব | ন য় নের | জ লে ০

দ্‌া -া ণ্‌া | সজ্ঞা -া -া | ঋা সা -া | -া -া -া II
মৌ ০ ন | হৃ০ দ য় | ছাঁ কি ০ | ০ ০ ০

তানঃ—

+ ৩

১। পদা মপা স´ণা | দপা মজ্ঞা ঋসা |

আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

০ ১ + ৩

২। সঋা জ্ঞমা জ্ঞঋা | ঋগা পদা পমা | পদা ণস´া ণদা | পমা জ্ঞঋা সা |

আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

০ ১ + ৩

৩। স´স´া ণদা পদা | ণণা দপা মপা | দদা পমা জ্ঞমা | পপা মজ্ঞা ঋজ্ঞা |

আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

০ ১ + ৩

মমা জ্ঞঋা সঋা | জ্ঞমা পদা পমা | ঋ´জ্ঞ´া ঋ´স´া ণদা | পমা জ্ঞঋা সা |

০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

০ ১ + ৩

৪। সঋা ণ্সা জ্ঞঋা | সসা পদা পমা | ণদা পপা স´ণা | দপা মজ্ঞা ঋসা |

আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০

০ ১ + ৩

৫। জ্ঞজ্ঞা ঋঃ সঋাঃ | মমা জ্ঞঃ ঋজ্ঞাঃ | পপা মঃ জ্ঞমাঃ | দদা পঃ মপাঃ |

আ০ ০ ০০ ০০ ০ ০০ ০০ ০ ০০ ০০ ০ ০০

০ ১ + ৩

ণণা দঃ পদাঃ | স´স´া ণঃ দণাঃ | দণা স´মা পদা | জ্ঞমা জ্ঞঋা সা |

০০ ০ ০০ ০০ ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০

স্বরলিপি

শ্যাম—একতালা

আয়ী রে মৈ ছকি, সব দেখত ছবিল
লালকে মূরত, বিসরত নাহি মনমে।
পরঘট যমুনা তট বংশীবটকে নিকট ঠাড়,
পানিয়া ভরণমে অদভূত পরল ভয়ী ॥

জাতি—সম্পূর্ণ ; ঠাট—কোমল ও তীব্র মধ্যম ; বাদী—পঞ্চম ; সমবাদী—ঋষভ ; সময়—রাত্রি ১ম প্রহর।

আরোহী—ন্‌া সা রা মা রা হ্মা পা নধা র্সা ; অবরোহী—র্সা না ধা পা হ্মা পা গমা রা ন্‌া সা।

স্বরলিপি—শ্রীসুচারুভূষণ প্রামাণিক

স্থায়ী

০ ১ ২´ ৩ ॥
I { পহ্মা -পা -পা | "-া" ধা পা | মা -রা -ন্‌া | -সা (পা পা)} সা সা I
আ০ ০ ০ | ০ য়ী রে | মৈ ০ ০ | ০ ছ কি ০ ০

০ ১ ২´ ৩
মা -মা রা | রা রন্‌া সা | সরা -রা -ন্‌সা | রসা -ন্‌সা সা I
স ০ ব | দে খ০ ত | ছ০ ০ ০০ | বি০ ০০ ল

০ ১ ২´ ৩
মা -া -া | মা -া রা | পা -া -হ্মা | পহ্মা -পা পা I
লা ০ ০ | ল ০ কে | মূ ০ ০ | র০ ০ ত

০ ১ ২´ ৩
পা ধা ধা | ধা ধা ধা | পা ধা পধর্সর্সা | -ধপহ্মপা -ধধপহ্মা -পা II
বি স র | ত না হি | ম ন মে০০ ০ | ০০০০ ০০০০ ০

অন্তরা

```
    ০                      ১                        ২´                     ৩
II  পা    -া    নধা     -র্সা   র্র্সা    র্সা  |  র্সা   র্সা    র্র্সা  |  -র্সা   র্সা   র্সা  I
    প     ০     র০       ০      ঘ       ট    |  য    মু      না    |   ০     ত     ট

    ০                      ১                        ২´                     ৩
    র্সা   -র্রা   র্রা  |  র্সা   র্মা   র্রা  |  র্রা    না    র্সা  |  ধা    -া    পা  I
    ব     ং     শী   |  ব     ট     কে   |  নি    ক     ট   |  ঠা    ০     ড়

    ০                      ১                        ২´                     ৩
    মা    মা    মা   |  রা    ধা    পা   |  মা   -গমা   ররা  |  সন্া   সা    -া  I
    পা    নি    য়া   |  ভ     র     ণ   |  মে    ০০    অদ   |  ভূ    ত     ০

    ০                      ১                        ২´                     ৩
    পা    ধা    পজ্ঞা  |  -পা   -মা   -রা  |  পা   ধা   -পধর্সর্সা  |  -ধপজ্ঞপা  -ধধপজ্ঞা  -পা  I
    প     র     ল০   |  ০     ০     ০   |  ভ    ঙ্গী   ০০০০    |  ০০০০     ০০০০     ০
```

তান

```
     ২´                        ৩
১।   জ্ঞপা   জ্ঞপা   ধপা  |  জ্ঞপা   মরা   ন্সা  I
     আ০     ০০     ০০     ০০     ০০    ০০

     ২´                        ৩
২।   জ্ঞপা   ধপা   ধর্সা  |  র্না   র্সধা   জ্ঞপা  I
     আ০     ০০     ০০     ০০     ০০    ০০

     ০                     ১                     ২´                      ৩
৩।   সা   মরা   পজ্ঞা  |  ধপা   গমা   ররা  |  ন্সা   ধ্প্া   জ্ঞ্প্া  |  জ্ঞ্প্া   ধ্প্া   সা  I
     আ   ০০    ০০     ০০    ০০    ০০     ০০    ০০     ০০      ০০     ০০     ০

     ০                     ১                     ২´                      ৩
৪।   মরা   জ্ঞপা   জ্ঞপা  |  ধপা   রা   র্রা  |  পা   র্সনা   ধপা  |  রজ্ঞা   ধজ্ঞা   পপা  I
     আ০    ০০     ০০     ০০    ০    ০     ০০    ০০     ০০    ০০     ০০     ০০
```

সঙ্গীতবিৎ যামিনীকান্ত

শ্রীমুরারিমোহন সেন এম্‌-এ

স্বকীয় অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা যাহারা বর্ত্তমানে সঙ্গীতশাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন এবং তাহাতে কথঞ্চিৎ অধিকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাহাদের ইতিহাসে যামিনীকান্তের উল্লেখ না করিলে রচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। এই প্রবন্ধে আমরা যামিনীকান্তের জীবন আখ্যায়িকা আলোচনা করিতে চাহি না; তাহার জীবনের যতটুকু অংশ সঙ্গীত-সাধনার উৎসর্গীকৃত হইয়াছে, আজ সঙ্গীত-পিপাসু এবং গীতরসজ্ঞ পাঠকের নিকট তাহাই নিবেদন করিব।

শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত পাল মহাশয়ের জন্মস্থান বিক্রমপুর। কিন্তু তাহা হইলেও আবাল্য তিনি ময়মনসিংহেই থাকিয়া আসিতেছেন। ছয় সাত বৎসর বয়স হইতেই তাহার হৃদয়ে রাগজ্ঞান, সুরলয়ের অতি অদ্ভুত বিকাশ দেখা যাইত। প্রথম বয়সে তিনি এস্রাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে শিক্ষা একান্তই নিজস্ব; নিজের সামান্য সুর সাধনার একটা বাল্যক্রীড়া মাত্র। সে শিক্ষায় কোন গুরুর অস্তিত্ব ছিল না; সে তপস্যায় কোন বিশেষ বিশেষত্ব ছিল না।

তথাপি দশ বার বছর বয়স পর্য্যন্ত তাহার এই আত্ম-সাধনার একটী আশ্চর্য্য সুফল ফলিয়াছিল। এতদিন তিনি নিতান্ত গতানুগতিক ভাবে রাগ শিক্ষা করিতেছিলেন; এবার যেন নিজের পথ খুঁজিয়া পাইলেন, নিজের যেটী আপন সুর, তাহা চিনিতে পারিলেন। এই সময় হইতেই বস্তুতঃ তাহার সঙ্গীত-শিক্ষার ইতিহাস। কারণ, এই সময়েই তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, সঙ্গীতই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র এবং গীত লক্ষ্মীর রাতুল চরণেই তাহার জীবন উৎসর্গীকৃত হইয়া গিয়াছে।

তাহার এই বিস্ময়কর অনুভূতির প্রেরণা দিয়াছিলেন পূর্ব্ববঙ্গের বিখ্যাত এস্রাজবিৎ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়। তাহার সাহচর্য্যের প্রভাবেই যামিনীকান্ত সঙ্গীতসাধনায় উৎসাহ লাভ করিয়া, তাহার উপদেশেই বেহালা-শিক্ষা আরম্ভ করেন।

উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যামিনীকান্তের বেহালা-শিক্ষা দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিছুদিন পর কলিকাতায় সঙ্গীত-শিক্ষকের পদ লইয়া সুরেশবাবু ময়মনসিংহ ত্যাগ করেন। এই সময়েই যামিনীকান্ত স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৌরীপুরের জমিদার, ভারতীয় সঙ্গীতের সর্ব্বপ্রধান পরিপোষক ও উৎসাহদাতা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়া তাহার গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। যামিনীকান্তের গৃহত্যাগের কারণ বাহিরের লোক অবগত নন। আমরা জানি, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে, সঙ্গীতের প্রতি তাহার অসাধারণ অনুরাগ; এই গীতস্পৃহার জন্যই তিনি পরিবারস্থ সকলের বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে সঙ্গীত লক্ষ্মীকেই বরণ লইয়াছিলেন, ফলে সংসারের সমস্ত স্নেহের বন্ধন তাহাকে নির্ম্মম ভাবে বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল।

গৌরীপুরের আশ্রয়ে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রবাবুর উৎসাহে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় যামিনীকান্ত নূতন উদ্দীপনায় সঙ্গীত চর্চ্চায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন; গত কয়েক বৎসরের তপস্যার ফলে তিনি যে আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা গীতজগতের বিস্ময় ও প্রণিধানের বস্তু। আমরা অতি সংক্ষেপে তাহারই বিবরণ দিব।

যন্ত্রবিদ্‌গণ অবগত আছেন যে সেতার প্রভৃতি কতকগুলি তারযন্ত্রে তরপের ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই

তরপের তারগুলি থাকায় যন্ত্রগুলির যে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, এ কথা বলা বাহুল্য। ইহাতে সুরের

মাধুর্য্য, শব্দের ঝঙ্কার, রাগের মূর্চ্ছনা অতি অপরূপ ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই তারের সন্নিবেশ আছে বলিয়াই সুরবাহার এবং সেতার যন্ত্রের এত বিভিন্নতা। সুরবাহার সেতারেরই একটী পরিবর্দ্ধিত এবং নূতন ও উন্নত সংস্করণ। এই তরপের তারগুলি প্রধান তারগুলির সঙ্গে সমান সুর পর্য্যায়ে বাঁধা থাকিলে সুরের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য অনেক বাড়িয়া যায়, ইহা রসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন।

এ পর্য্যন্ত বেহালাতে কোন প্রকার তরপের তার সন্নিবেশিত ছিল না। এমন কি ইহাতে যে তরপের তার সংনিবদ্ধ করা যাইতে পারে, ইহাও বেহালা বাদকদের কল্পনার বাহিরে ছিল। বেহালার মত ছোট যন্ত্রে ইহা সত্যই অভাবনীয়। এই দিক দিয়া যে এই যন্ত্রটীর এক সংস্কার করা চলিতে পারে ইহা সকলেরই ধারণার বহির্ভূ ছিল, কেননা কেহই সেদিকে এ পর্য্যন্ত চেষ্টা করেন নাই এই যন্ত্রটীর কোন প্রকার উন্নতি আজ পর্য্যন্ত হইতে পা নাই, তাহার অন্যতম কারণ, বেহালা যন্ত্রসমাজে এক অবহেলিত বলিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্ন আসনে স্থা পাইয়াছে। আজ যামিনীকান্তের অদ্ভুত পরিশ্রম কল্পনা কৌশলে বেহালার যে উন্নতি সাধন সম্ভব হইয়াছে তাহা সঙ্গীত জগতে সত্যই যুগান্তর আনয়ন করিবে তিনি অতি কৌশলে স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে বেহালার উভ দিকে দশটী করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ কুড়িটী তরপের তা

সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাহার নবাবিষ্কৃত বেহালা নির্ম্মাণ কৌশল অত্যন্ত চমৎকার; ইহাতে য

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এবং সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় রহিয়াছে। তরপের তার লইয়া বেহালার স্বর সৌন্দর্য্য যে পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহার প্রাচীন রূপ একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেই চলে। ইহাতে বেহালার পদমর্য্যাদা যে প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা দুইটী চিত্রে বেহালার এই উন্নত রূপের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিলাম। ইহাতে বিষয়টী কতক পরিমাণে বুঝিতে পারা যাইবে।

হারমোনিয়মের গৎ

ভূপালী—কাওয়ালী

ম, নি বর্জ্জিত। গ বাদী। ধ সংবাদী।

রচনা—শ্রীমানবেন্দ্রনাথ দাশ, বি-এ। স্বরলিপি—শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর দাশ।

আস্থায়ী

```
   ২´                3                 0                 ১
II {গা  -া  গা  রা | সা  ধ্া  সা  রা | পা  -া  পা  গা | গা  গা  সা  রা} I

   ২´                ৩                 0                 ১
   ধ্া  সা  রা  গা | পা  গা  ধা  পা | গা  রা  সা  ধ্া | সা  রা  সা  সা II
```

অন্তরা

```
   ২´                ৩                 0                    ১
I  গা  -া  গা  রা | গা  পা  ধা  ধা | র্সা  -া  র্সা  ধা | র্সা  সা  র্সা  -া I

   ২´                   ৩                    0                     ১
   ধা  -া  র্সা  র্সা | র্গা  র্রা  র্সা  ধা | ধা  -া  র্রা  র্সা | ধা  পা  গা  -া I

   ২´                   ৩                  0                             ১
   পা  -া  র্গা  র্গা | র্রা  র্সা  ধা  পা | গপা  ধর্সা  র্রর্গা  র্রর্সা | ধা  পা  গা  রা II
```

তান

```
    0                         ১                          ২´
I   পগা  ধপা  গরা  সরা | রসা  গরা  সসা  ধ্সা | গা
```

০ ১ ২´
২। সরা গপা ধর্সা ধপা | রগা পধা পগা রসা | গা

৩ ০ ১ ২´
৩। র্সধা পগা পগাররা | পধ্া সরা সরা গগা | ধপা গপা পগা রসা | গা

০ ১ ২´
৪। র্সর্রা র্গঃ র্সর্রা র্গঃ র্সর্রা | র্সর্রা র্গর্রা র্সধা পধা | গপা ধঃ গপা ধঃ গপা |

৩ ০ ১ ২´
গপা ধপা গরা সরা | সরা গপা ধর্সা র্রর্গা | র্রর্সা ধপা গরা সরা | গা

গান

ছায়ানট—তেতালা

কথা—পরেশ সিংহ সুর—আয়েত আলি খাঁন

দক্ষিণে মলয় বহিয়া আনে সুর,
নিরালা ফুল বনে।
ভাঙা বাঁশী বাজে, অজানা গীতি আনে
মোর নিরাশা প্রাণে॥

জাগো জাগো ওগো অজানা প্রিয়া তরে,
ব্যথিত ব্যথা হৃদি।
নিঝুম ফুল বনে এসে, বসে আছি,
একলা আমি কাঁদি॥

মোর মনপ্রিয়া লুকাল মেঘ মাঝে,
শারদী শুক্লারাতে।
ফুটিল কত দল শূন্য মরু মাঝে,
আজিকে অবেলাতে॥

স্বরলিপি

মধুমাধব সারং—একতালা

ধর্ম্ম সম্বর্দ্ধিনী দনুজ সংমর্দ্দিনী ধরা ধরাত্মজে
ভজে দয়া মাং পাহি।
নির্ম্মল হৃদয় নিবাসিনী নিত্যানন্দ বিকাশিনী
কর্ম্মজ্ঞান বিধায়িনী কাঙ্ক্ষিতার্থ প্রদায়িনী।
মাধব সোদরী সুন্দরী মদ্যমাব তীশঙ্করী মাধুর্যৎ বাক
বিজৃম্ভিনী মহাদেব কুটুম্বিনী সাধুজন চিত্তরঞ্জনী
শাশ্বত গুরু গুহ জননী বোধরুপিনী নিরঞ্জনী
ভুবনে শীতুরিত ভঞ্জনী।
পালিত বিশ্ববিলাসিনী পঞ্চনদে শোল্লাশিনী
বেদশাস্ত্র বিশ্বাসিনী বিধি হরিহর প্রকাশিনী ॥

ব্যবহার—ণ, গ, ধ, বিবাদি স্বর ঔড়ব শ্রেণী

সংগ্রহ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী স্বরলিপি—প্রোফেসর শ্রীহরিহর রায় (কুমিল্লা)

	+			৩			০			১			
II	রা	-া	রা	রা	-া	-া	রা	-া	মা	রমা	-পমা	-রসা	I
	ধ	০	র্ম্ম	স	০	০	ম্ব	০	র্দ্ধি	নী০	০০	০০	
	+			৩			০			১			
	ণ্া	সা	রা	সা	-ণ্া	-প্া	ণ্া	-া	প্া	ণ্সা	-রা	-সা	I
	দ	নু	জ	সং	০	০	ম	০	র্দ্দি	নী০	০	০	
	+			৩			০			১			
	-া	ণ্া	সা	রা	রমা	মরা	মা	-ণা	ণপা	ণা	র্সা	-া	I
	০	ধ	রা	ধ	রা	০	ত্ম	০	জে	ভ	জে	০	
	+			৩			০			১			
	পণা	-র্সর্া	ণা	র্সণা	পা	-মা	রমা	-পণা	পা	রমা	-রসা	ণ্সা	II
	দ০	০০	য়া	০০	মাং	০	পা০	০০	হি	পা০	০০	হি০	

\+ ৩ ০ ১

II রা -া মা | মরা মা মা | পা মা মণা | -া পা পা I

নি ০ র্ম্ম | ল হৃ দ | য় নি বা০ | ০ সি নী

\+ ৩ ০ ১

মা -া পা | -া ণা -া | ণমা পা পণা | -া স́া স́া I

নি ০ ত্যা | ০ ন ০ | ন্দ বি কা০ | ০ শি নী

\+ ৩ ০ ১

ণা -া স́া | -া ণস́া -র́ম́া | র́া স́া স́া | -পণা ণা স́া

ক ০ র্ম্ম | ০ জ্ঞা০ ০ ০ | ন বি ধা | ০ ০ য়ি নী

\+ ৩ ০ ১

স́া -ণা পা | পস́া -ণা ণপা | মা মরা -রমা | মরা রা -সা I

কা ০ ঙ্ক্ষি | তা ০ র্থ | প্র দা ০ | য়ি নী ০

\+ ৩ ০ ১

-ণ্সা -রমা -রমা | -পণা -পমা -পা | -ণপা -স́ণা -পা | -র́স́া -ম́র́া -স́া I

০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০

\+ ৩ ০ ১

-ম́র́া -র́স́া -স́ণা | -স́র́া -স́া -ণপা | -মণা -মা -পমা | -রমা -রা -ণ্সা II

০ c ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০

\+ ৩ ০ ১

II রা -া রা | রা রা -পমা | রা রসা রা | -ম́া ম́র́া র́স́া I

মা ০ ধ | ব সো ০ ০ | দ রী সু | ০ ন্দ০ রী০

\+ ৩ ০ ১

সা -া রা | সা -া ণ্া | ণ্া -ণ্প্া ণ্সা | -রমা মরা রসা I

ম ০ দ্য | মা ০ ব | তী ০ ০ শ০ | ০ ০ স্ব০ রী০

+			৩			০			১			
রা	-া	রমা	-মরা	রমা	পা	পা	পা	পণা	-া	ণমা	মপা	I
মা	০	ধু০	০	র্ষৎ	বা	ক	বি	জ০	০	ণ্ডি	নী	

+			৩			০			১			
মা	-া	পা	-া	রমা	-পণা	ণপা	পমা	রমা	পমা	রা	সা	I
ম	০	হা	০	দে০	০০	ব	কু০	টু	০০	ষি	নী	

+			৩			০			১			
সরা	রসা	মরা	মা	পা	-া	পা	ণা	-া	মা	পা	-া	I
সা	ধু০	জ	ন	চি	০	ত্ত	র	০	ঞ্জ	নী	০	

+			৩			০			১			
মা	-া	পা	পা	পণা	ণা	ণমা	পা	ণা	ণা	র্সা	-া	I
শা	০	শ্ব	ত	গু	রু	গু	হ	জ	ন	নী	০	

+			৩			০			১			
ণা	র্সা	ণর্সা	-র্রর্মা	র্রা	র্সা	র্সা	ণপা	-ণর্সা	ণা	র্সা	-া	I
বো	ধ	রু০	০০	পি	নী	নি	র০	০০	ঞ্জ	নী	০	

+			৩			০			১			
র্রা	র্সা	র্সা	-ণা	পা	র্সা	ণা	পা	পরা	-রমা	মরা	রসা	II
ভু	ব	নে	০	শী	তু	রি	ত	ভ০	০	ঞ্জ০	নী০	

	+			৩			০			১			
II	মা	মরা	মা	পমা	পা	পপা	মা	পপা	ণা	মপা	ণা	র্সর্সা	I
	পা	লিত	বি	শ্ব বি	লা	সিনী	প	ঞ্চ ন	দে	শো০	ল্লা	সিনী	

+	৩	০	১	
ণা সর্ৰা মর্ৰা	সা সপা ণসা	র্সা ণপা র্সণা	পা রমা রসা	I
বে দশা স্ত্র০	বি শ্বা০ সিনী	বিধি হরি হর	প্র কা০ শিনী	

+	৩	০	১	
-ণ্সা -রমা -রমা	-পণা -পমা -পা	-ণপা -সণা -পা	-র্সা -মর্া -সা	I
০০ ০০ ০০	০০ ০০ ০	০০ ০০ ০	০০ ০০ ০	

+	৩	০	১	
-মর্া র্সা -সণা	-সর্া ·সা -ণপা	-মণা -মা -পমা	-রমা -রা -ণ্সা	II II
০০ ০০ ০০	০০ ০ ০০	০০ ০ ০০	০০ ০ ০০	

গান

শ্রীআশারাণী মুখার্জ্জী

আজকে আমি আঁধার পথে
চল্‌বো কেমন করে।
তোমার আলো দেখাও প্রভু
তমসা ভেদ করে।
জানি আমি হে দয়াময়
পাষাণ ত নয় তোমার হৃদয়
আকুল করা ডাক যে তোমার
প্রাণ ব্যথিত করে।
ঘরে কি আর রইতে পারো
মধুর হেসে হাতটী ধরো
স্পর্শে তোমার ফুটুক আঁখি
কুয়াসা যাক্ সরে॥

উক্ত গানখানি মদীয় গুরুদেব শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের নিকট শিক্ষা করিয়াছি। তিনি স্বর্গীয় ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাও মহাশয়ের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে সঙ্গীত প্রচারের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

শাস্ত্রের ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায় "ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা"—সঙ্গীতের উপর কোনও বিদ্যা নাই এবং তাহা যদি শাস্ত্রীয় লক্ষণ অনুসারে নির্ভুল হয়। বর্ত্তমানে দেশজ সঙ্গীতকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের স্থানে অধিষ্ঠিত করা যাইতে পারে না; তথাপি বর্ত্তমান দেশজ সঙ্গীত বিস্তারও যে অসীম ক্ষেত্র রহিয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যেদিন প্রাচীনের সহিত নবীনের শুভ সংযোগ ঘটিবে সেদিন হইতে দেশে সঙ্গীতের ভিত্তি পুনঃ সুদৃঢ় হইয়া উঠিবে এবং ভারত পুনরায় তাহার প্রাচীন গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিবে।

জগতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ বিদ্যার মধ্যে নাদবিদ্যা যে অন্যতম এ কথাও দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। এখনও অনেকের ধারণা আছে যে সঙ্গীত-বিদ্যা স্থান-বাচ্য ত নহেই, পরন্তু মানব মনোবৃত্তির অধোগতির সূত্র স্বরূপ; এই ধারণা যে একেবারেই অমূলক তাহা নহে, কারণ সঙ্গীত মানবের মনোভাবকে যেরূপ উর্দ্ধে লইয়া যাইতে পারে সেইরূপ নিম্নেও লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ সঙ্গীত কখনও অধোমুখী হইতে পারে না, সঙ্গীত জলের ন্যায় যেরূপ আধারে রক্ষিত হইবে সেইরূপ আকার ধারণ করিবে, এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে সঙ্গীত সম্বন্ধে উপরোক্ত ধারণাটি যে ভ্রমাত্মক ইহা অতি সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

আমরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাসেই দেখিতে পাই যে সেই যুগে সঙ্গীতকলা এত উচ্চ শিখরে অবস্থিত ছিল যে সঙ্গীত বিজ্ঞান দ্বারা বহুপ্রকার অলৌকিক কার্য্য সাধন করা যাইতে পারিত এবং এইরূপ দৃষ্টান্ত জনসাধারণের অবিদিত নহে বলিয়া উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু মধ্যযুগে ভারতবাসীর দুর্ভাগ্যবশতঃ সঙ্গীতের সেই শ্রেষ্ঠস্থান আর রহিল না, উহা যে কারণেই হউক—প্রাচীন সঙ্গীত কলাবিদ্‌গণের তিরোভাবের সহিত সঙ্গীত বিজ্ঞানেরও ক্রমতিরোভাব ঘটিতে লাগিল। কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষিত, অনুসন্ধিৎসু ও পুরাতনের পুনরুদ্ধার কল্পে ব্রতী এইরূপ কতিপয় ভদ্রমহোদয়ের প্রচেষ্টায় সঙ্গীত স্বীয় লুপ্ত স্থান পুনঃপ্রাপ্তির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং ইহা ভারতের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় যে জনসাধারণের শিক্ষার কেন্দ্র স্বরূপ বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিও সঙ্গীতকলার প্রচারকল্পে ব্রতী হইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্গীত বিদ্যাকে একটী অবশ্য শিক্ষণীয় কলাসমূহের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। বিশেষতঃ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বালক বালিকাদিগের জন্য সঙ্গীতকলা ইংরাজী, বাঙ্গলা, গণিত ইত্যাদির ন্যায় অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

আমাদের জনসাধারণেরও সঙ্গীত বিদ্যার উপর সহানুভূতি এবং উহার প্রচার সাফল্যে ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য এবং বালক বালিকাগণ বাল্যাবধি যাহাতে সঙ্গীত-বিদ্যাকে জগতের শ্রেষ্ঠ কলাগুলির অন্যতম বলিয়া ধারণা করিতে পারে সেই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। বাঙ্গলার পল্লীর স্থানে স্থানে সঙ্গীত-বিদ্যা প্রচারের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও দেশবাসীগণের সমবেত সহানুভূতিই সঙ্গীতের লুপ্ত মহিমা ফিরাইয়া আনিতে পারিবে বলিয়া ভরসা করা অন্যায় হইবে না। *

---

* উক্ত প্রবন্ধটী নেত্রকোণা সঙ্গীত সম্মিলনীতে পঠিত হইয়াছিল।

স্বরলিপি

ভীলপলশ্রী মিশ্র—দাদ্‌রা

হে প্রিয় কেন আসিলে বিদায় বেলায়
যবে ঝড়িল মধু মাধবী নিঠুর হেলায়।

মনে পড়ে সেকি ছল করে সখি
ফিরে ফিরে আসা যাওয়া
নিশীথ শয়ানে মালতী বিতানে
কানে কানে গান গাওয়া ;
প্রাণে নামিল গোধূলি যবে
ডাকিল খেলায়॥

তবুও তোমার আশা পথ চেয়ে
কতো শুভখন বৃথা গেল ব'য়ে
আজ মুছিল স্বপন-স্মৃতি নয়ন ধারায়॥

কথা—শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র রায়, এম, এস্‌সি সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসুরেন রায় ও কুমারী নীলিমা সিংহ

II গা । মা গমা -পণা I পা মা রা | জ্ঞা সা -া I
হে । প্রি য়০ ০০ কে ন আ | সি লে ০

-া -া মপা । মপা মা জ্ঞগা I পা -া রা | মা রমা -পণা I
০ ০ বি০ । দা০ য় বে০ লা য় হে | প্রি য়০ ০০

পা মা রা | জ্ঞা সা -া I -া -া পা | পা মা গমা I
কে ন আ | সি লে ০ ০ ০ বি | দা য় বে০

পা -া ণা | ণা ধা মা I পা দা পা | মপা র্সা -া I
লা য় ঝ | ড়ি ল ম ধু ০ মা | ধ০ বী ০

	-া	-া	ণা	ধা	মা	দা	I	পা	-া	ণ্া	সা	মজ্ঞা	রজ্ঞা	I
	০	০	নি	ঠু	র	হে		লা	য়	কে	ন	আ০	সি০	
	সা	-া	মপা	মপা	মা	জ্ঞমা	I	পা	-া					
	লে	০	বি০	দা০	য়	বে০		লা	য়					
II	পা	পা	-া	মা	জ্ঞা	মা	I	পা	না	না	র্সা	র্সা	-া	I
	ম	নে	প	ড়ে	সে	কি		ছু	ল্	ক	রে	স	খি	
	র্সা	র্রা	র্সর্রা	-র্জ্ঞা	র্রা	র্সা	I	পা	-ণা	পা	-া	-া	-া	I
	ফি	রে	ফি০	রে	আ	সা		যা	ও	য়া	০	০	০	
	পা	র্রা	র্রা	র্রা	র্জ্ঞা	র্রা	I	র্সা	র্রা	র্সা	ণা	র্সা	র্সা	I
	নি	শী	থ	শ	য়া	নে		মা	ল	তী	বি	তা	নে	
	পা	ণা	পা	মা	জ্ঞা	মা	I	রা	জ্ঞা	সা	-া	সা	সা	I
	কা	নে	কা	নে	গা	ন্		গা	ও	য়া	০	প্রা	ণে	
	সরজ্ঞা	-সরা	মা	-া	পদা	মা	I	পা	দা	র্সা	-া	র্সা	র্সা	I
	না০	০০	মি	০	ল০	গো		ধূ	০	লি	০	য	বে	
	ণধা	-পমা	মা	পা	ণা	দা	I	পা	-া					
	ভা০	০০	কি	লে	০	খে		লা	য়্					

II	সা	ঋা	গা	গা	ঋগা	গা	I	মা	মা	মা	¦	মা	মা	মা	I		
	ত	বু	ও	তো	মা০	র্		আ	শা	প	¦	থ	চে	য়ে			
	মা	মপা	দা	দা	দা	-া	I	পা	পণা	দা	¦	পা	পাদ	মা	I		
	ক	তো০	শু	ভ	খ	ন		র	খা০	গে	¦	ল	ব	য়ে			
	মপা	-ধা	ধা	¦	পধা	-ণা	ণা	I	ধা	পা	ধা	¦	পা	মা	-া	I	
	মু০	০	ছি	¦	লো০	০	স্ব		প	০	ন	¦	স্মৃ	তি	০		
	রা	পমা	ধপা	¦	-া	ধা	ণা	I	ধা	-া							
	ন	য়	০	¦	০	ন	ধা		রা	য়							

গান

শ্রীদেবেশ মুখোপাধ্যায়

সে বুঝি এলো ফিরে।
যে নিল বিদায় সেদিন
ভাসায়ে নয়ন নীরে।

আজি মোর আশে পাশে
কে বলে নীরব ভাষে?
"সখা তোর ওই যে আসে
ফাগুনের ধীর সমীরে॥"

আজি মোর আশে পাশে
শুনি তার চরণ ধ্বনি,
মলয়ে কে গায় যেন
সে বঁধুর আগমনী।

এ আকুল অধীর প্রাণে
চেয়ে রই পারের পানে
হেরিতে তাহার তীরে
আমারি শ্যামল তীরে॥

স্বরলিপি

তোড়ী—ধামার

এ হোরী খেলো সখিরী রঙ্গরাগ সাজ বাজ সেঁ।
ঐসী হোরীমেঁ ফাগ মচাও ফগুবালে রঘুরাজ সেঁ।
চন্দন বন্দন বুকা রোরী অবীর গুলাল সমাজ সেঁ।
কৃষ্ণানন্দ সেঁ। রঙ্গঝর লাউঁ খোল ঘুঁঘট জো লাজ সেঁ॥

কথা ও সুর—কৃষ্ণানন্দ

স্বরলিপি—শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

০ ৩ ১´ ০ ২
II {দা হ্মা জ্ঞা | ঋা সা সন্ ঋা | জ্ঞা -া -া ঋা জ্ঞা | ঋা সা} |
এ ০ ০ | ০ ০ হো রী | খে ০ ০ ০ ০ | ০ লো |

০ ৩ ১´ ০ ২
সা ন্ ঋা | ন্দ্ -া প্ -া | হ্মা দ্ ন্ সা ন্ | ঋা সা |
স খি ০ | রী ০ ০ ০ | র ০ ঙ্গ রা ০ | ০ গ |

০ ৩ ১´ ০ ২
জ্ঞা -া জ্ঞা | পা হ্মা দা পা | হ্মা জ্ঞা -া | ঋা জ্ঞা | ঋা সা II
সা ০ জ | বা ০ ০ জ | সেঁ ০ ০ | ০ ০ | ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩
II পা -া হ্মা | ন্দা -া | র্সা র্সা | র্সা না ঋা | র্সা -া র্সা -া |
ঐ ০ ০ | সী ০ | হো রী | মেঁ ০ ০ | ফা ০ গ ০ |

১´ ০ ২ ০ ৩
র্সা না ঋা | জ্ঞাঃ জ্ঞঃ | ঋা র্সা | ঋা র্সনা র্সা | নর্সা দা -া পা |
ম চা ০ | ও ০ | ০ ০ | ফ গু০ ০ | বা ০ ০ লে |

১´ ০ ২ ০ ৩
পা হ্মা জ্ঞা | পা হ্মা | দা পা | ঋা না দা | হ্মা জ্ঞা হ্মা দা |
র ঘু ০ | রা ০ | ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ জ |

১´ ০ ২
হ্মা জ্ঞা -া | ঋা জ্ঞা | ঋা সা II
সেঁ ০ ০ | ০ ০ | ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩
II সা দা -া | দা -া | দা -া | ন্দা -া -া | পা -া পা -া |
চ ০ ০ | ন্দ ০ | ন ০ | ব ০ ০ | ন্দ ০ ন ০ |

১´ ০ ২ ০ ৩
পা হ্মা জ্ঞা | পা হ্মা | দা দা | হ্মা জ্ঞা জ্ঞা | ঋা জ্ঞা ঋা সা
বৃ ক্ষা ০ | রো ০ | ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ রী

১´ ০ ২ ০ ৩
সা ন্‌া দ্‌া | সা ন্‌া | ঋা সা | জ্ঞা -া -া | ঋা -া জ্ঞা জ্ঞা |
অ বী ০ | র ০ | গু ০ | লা ০ ০ | ০ ০ ০ ল |

১´ ০ ২ ০ ৩
দা হ্মা জ্ঞা | ঋা জ্ঞা | হ্মা দা | হ্মা জ্ঞা ঋা | জ্ঞা ঋা সা -া II
স মা ০ | ০ ০ | ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ জ সোঁ ০

১´ ০ ২ ০ ৩
II {পা -া হ্মা | ন্দা -া | সা´ -া | সা´ না ঋা´ | সা´ -া সা´ -া |
কু ০ ০ | ঞ্জ ০ | ০ ০ | ন ০ ০ | ন্দ ০ সোঁ ০ |

১´ ০ ২ ০ ৩
সা´ না ঋা´ | জ্ঞা´ -া | ঋা´ সা´ | ঋা´ না দা | না না দা পা}
র ০ ০ | ঙ্গ ০ | ঝ র | লা ০ ০ | ০ ০ ০ উঁ

১´ ০ ২ ০ ৩
পা হ্মা জ্ঞা | পা হ্মা | দা দা | সসা দা -া | দা -া পা -া |
খো ল ০ | খুঁ ০ | ঘ ট | জো০ ০ ০ | লা ০ জ ০ |

১´ ০ ২
হ্মা জ্ঞা -া | ঋা জ্ঞা | ঋা সা II II
সোঁ ০ ০ | ০ ০ | ০ ০

স্বরলিপি

সুরট মিশ্র—একতালা

নয়ন পথে দাঁড়ালে কে এসে
মনোহর শ্যাম বেশে।
রূপের মাধুরী বিজলী হানে
স্বরগের সুধা মর্ত্ত্যে আনে
পিয়া সে সুধা আমারি প্রাণে
ভেসে যায় কোন্ দেশে।
এলে যদি তুমি যেওনা যেওনা
মোর প্রাণে ব্যথা দিওনা দিওনা
বসন্ত বাতাসে সুনীল আকাশে
এস হে বেড়াই হেসে।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

আস্থায়ী

০ ১ ২´ ৩ ০
II মা গা রজ্ঞা | -সরা মা পা মা পা না | র্সা না র্সা I র্সা নর্সর্রা র্সা |
ন য় ন০ | ০০ প থে দাঁ ড়া লে | কে এ সে ম নো০০ হ |

১ ২´ ৩
ণা ধা পা | পধা -মগা -রগা | রসা -সা -া II
র শ্যা ম | বে০ ০০ ০০ | শে০ ০ ০

১ম অন্তরা

০ ১ ২´ ৩ ০
II সা রগমা গা | রগা রসসা ন্া | প্া ন্া সা | রা রা -া I ন্া রা গা |
রূ পে০০ র | মা০ ধু০০ রী | বি জ লী | হা নে ০ স্ব র গে |

১ ২´ ৩ ০ ১
মা পা ধা | ধা -মা গা | রগা রসা -া I মা পা না | র্সা না র্সা |
র সু ধা | ম ০ র্ত্ত্যে | আ০ নে০ ০ পি য়া সে | ০ সু ধা |

২´ ৩ ০ ১ ২´
র্সা ণা ধা | পধা -পধা মা I মা গা রগা | রা সন্‌া সা | ন্‌সা -রগা -মপা |
আ মা রি | প্রা০ ০০ ণে ভে সে যা০ | য় কো০ ন্ | দে০ ০০ ০০ |

৩
মা -গা -রা II
শে ০ ০

২য় অন্তরা

০ ১ ২´ ৩ ০
II মা পা না | না না না | র্সা র্সা না | র্সা র্সা র্সা I না -া র্সা |
এ লে য | দি তু মি | যে ও না | যে ও না মো র্ প্রা |

১ ২´ ৩ ০ ১
না র্সা র্সা | র্সা নর্সর্রা র্সা | ণা ধা পা I পা র্সণা ধা | পধা মা গা
ণে ব্য থা | দি ও০০ না | দি ও না ব স০ ন্ত | বা০ তা সে

২´ ৩ ০ ১ ২´
রা রগমা গরা | সন্‌া সা সা I মা পা না | -া র্সা র্সা | পনা -র্সর্রা -ণা
সু নী০০ ল০ | আ০ কা শে এ স হে | ০ বে ড়াই | হে০ ০০ ০

৩
ধপা -মগা -রা II
সে০ ০০ ০

মৃদঙ্গ-বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

বিজয়া

গত মাসে কোন দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারি নাই। আমরা অজ্ঞান বুঝিতে পারি না মা যে কখনও অমঙ্গল করেন না, তিনি মঙ্গলময়ী সদাই আমাদের মঙ্গল হেতু ব্যস্ত। কিন্তু জীবের কর্ম্মফল যাহা, তাহা তাহাকে ভোগ করিতে হইবেই। অজ্ঞান সন্তান যদি আগুনে হাত দেয়, হাত তাহার পুড়িবেই কিন্তু যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া যখন সে মা! মা! বলিয়া ডাকে তখন জননী আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দেন কিন্তু জ্বালা নিবারণ করিতে পারে না, তাঁহার সান্ত্বনা বাণী অত অশান্তিতেও শান্তি আনয়ন করে—মার সান্ত্বনা আর কিছুই নয়, অজ্ঞানকে জ্ঞান দিয়া বুঝাইয়া দেন যে কেন ভগবান্ ভুলিয়া ত্রিতাপে জ্বলিতেছ। তাঁর নাম লও, তাঁর আজ্ঞা পালন কর, তাহা হইলে আর জ্বলিতে হইবে না। বিজয়ায় মা এই জ্ঞান দিয়া যান্ কিন্তু আমরা কি পারি সে আজ্ঞা পালন করিতে? বিজয়ায় পারি কি ভুলিয়া যাইতে যে আজ মার আগমনে আমার শত্রু কেহ জগতে নাই, জগত আমার মা-ময়। যাহাই হউক এ পাগলের প্রলাপ ছাড়িয়া দিন এবং আজ এই বৃদ্ধের বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে ধন্য করুন। এই স্মরণীয় দিনে আপনাদের মত সুহৃদবর্গকে উপহার দিবার মত সামগ্রী কোথায় পাইব। আমার ক্ষুদ্র ভাণ্ডারে যে উপচার আছে তাহাই আপনাদিগকে পরিবেশন করিলাম। বান্ধবের প্রদত্ত উপহার বন্ধুর নিকট কখনই অনাদৃত হইবে না ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

চৌতাল

\+ ০ ১ ০

৩৪৯। |ধা |তা |কেকে |তেটে তেটে |ধা |তা |কে কে

২

|তেটে তেটে |তাগে তেটে |তাগে তেটে

৩ +

|ধাগে তেটে |ধাগে তেটে |ধাগিনাধা

০ ১

|গদিঘেনে |নাগেতেটে |কতা কতা |দিঙড় |ধা

০ ২

|ধেত্তা |কেটে তাগ |তেরেকেটে তাগ |ধা

৩ + ০

|তেটে কতা |গদিঘেনে |ধা |কেটেতাগ |তেরেকেটে

১ ০

তাগ |ধা |তেটে কতা |গদিঘেনে |ধা |কেটে তাগ

২ ৩

|তেরেকেটে তাগ |ধা |তেটে কতা |গদিঘেনে

\+ ০ ১

|ধা দিন্ |দিন্ |না না |না না |তাকেটে

০ ২ ৩

|তাড়তা |ধাকড় |ধাতেটে |ধাকড় |ধাতেটে |তাকেটে

\+ ০ ১
ধাড় তাকেটে ধাড় দিঘেনে দিঘেনে নাগেনে নাগেনে

০ ২ ৩
নাগেনে নাড় তাক্ তাক্ তাক্ তেটে কতান্

\+ ০ ১
তেটে ধা থুন্না তেটে ধা ধা থুন্না দিন্

০ ২
দিনা তেটে কতেটে ধা থুনা ধা তেরেকেটে

৩ + ০
ধা তেৎ তা ঘেন্না থুন্না কন্ধা তেট্টে ঘেন্না

১ ০ ২ ৩
ধাকড় ধেন্ ধা কৎ তা ঘেন্না থুন্না কত্তা তেট্টে

\+ ০
ঘেন্না ধাকেটে ধাড় ধাকেটে ধাড় দিঙ্গনারাণ

১
দিঙ্গনারাণ নাগেনে নাগেনে তাকেটে ধেকেটে

৩ ২
ধা ত্রেকেটে ধেকেটে কতা গদিঘেনে তাকেটে

৩ +
ধেকেটে ধা দিঘেন্ তড়ান ধা কতা গেধ

০ ১
থুনা কতা ধা তেটে কতা গেধা থুনা কত

০ ২
ধা তেটে কতা গেধা থুনা কতা ধা ক

৩ + ০
তাকেটে ধেকেটে ধা দিঘেন্ তড়ান্ ধা ক

১
গেধা থুনা কতা ধা তেটে কতা গে

০ ২
থুনা কতা ধা তেটে কতা গেধা থুনা কত

৩ + ০
ধা কৎ তা কেটে ধেকেটে ধা দিঘেন্ তড়া

১ ০
ধা কতা গেধা থুনা কতা ধা তেটে ক তা

২ ৩
ধা থুনা কতা ধা তেটে কতা গেধা থুনা কতা

ক্রমশ

স্বরলিপি

মিশ্র—কাহারবা

(ওগো) পথিক, তোমার চলার পথে থামো কিছুক্ষণ
সীমাহীন ঐ মরুপথে মায়া নিবেদন ॥
পথের ধূলো—নীরব রাতি
কেন তারা তোমার সাথী
নাম-না-জানা কারে তুমি খোঁজো অনুক্ষণ ॥

জীবনপথে উদাসী মন পেলো নাকি সাথী,
(তাই) পথের মায়ায় বিকিয়ে তারে খুঁজ্‌ছো দিবারাতি ?
রাতের শেষের মধুর হাওয়া
কি যেন তার হয় না কওয়া
তোমার পথে প্রিয় মনের হয় না আগমন ॥

কথা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশম্ভুনাথ ঘোষ

গা পা II গা -রা সা -া ¦ ধ্‌া সা -া সা ¦ -রা রা -া মা | পা পা -া -া I
(ও গো) প ০ থি ক ¦ তো মা র চ | ০ লা ০ র | প থে ০ ০

পা ধা র্সা র্সা | র্সা -া -া -া | পা -ধা গা ধা | পা ধা র্সা র্সা I
থা মো কি ছু ¦ ক্ষ ণ ০ ০ | সী ০ মা হী | ন ঐ ম রু

র্সর্রা র্গর্রা -র্সা -র্সা ¦ না -র্সা না ধা | ণা ধা পা -া | -া -া -া -া II
প০ থে০ ০ ০ ¦ মা ০ য়া নি | বে দ ন ০ | ০ ০ ০ ০

II সা রা মা মা ¦ মা গা মা গা | রা -জ্ঞা রা -সা | -া -া -া -া I
প থে র ধূ | লো নী র ব | রা ০ তি ০ | ০ ০ ০ ০

সা রা মা মা | পা দা পা জ্ঞা | পা -া -া -া | -া -া -া -া I
কে ন তা রা | তো মা র সা ¦ থী ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

পা ধা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্রা -র্গা | র্রা র্সা -া -া | -র্সর্রা -র্গর্রা -র্সা -র্সা I
না ম না জা | না কা রে ০ | তু মি ০ ০ | ০০ ০০ ০ ০

না র্সা না ধা | ণা ধা -পা -া II
খোঁ জো অ নু | ক্ষ ণ ০ ০

II সা রা মা মা | মা দা দা দা | পা জ্ঞা -পা -পা | -া -া -া -া I
জী ব ন প | থে উ দা সী | ম ন ০ ০ | ০ ০ ০ ০

জ্ঞা মা -া জ্ঞা | জ্ঞা ঋা সা -া | সা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | সজ্ঞা মা মা মা I
পে লো ০ না | কি সা থী ০ | প থের মা য়ায় | বিকি য়ে তা রে

মণা ণা দা পা | পা জ্ঞা জ্ঞা -া | সা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | সজ্ঞা মা মা মা I
খুঁ জ্‌ছো দি বা | রা তি (তো ই) | প থের মা য়ায় | বিকি য়ে তা রে

দা দা দা ণা | র্সা র্সা -া -া | জ্ঞা মা -া জ্ঞা | জ্ঞা ঋা সা -া II
খুঁ জ্‌ছো দি বা | রা তি ০ ০ | পে লো ০ না | কি সা থী ০

II পা পা মা জ্ঞা | জ্ঞা মা পা -া | পধা ণা ণা ণা | পধা পমা পণা দপা I
রা তে ০ র | শে ষে ০ র | ম০ ধু র ০ | হা০ ০০ ০০ ওয়া

-া -া -া -া | পা ধা ণা ণা | ণা দা ণা দা | পা দা পা মা I
০ ০ ০ ০ | কি যে ন তা | র হ য় না | ক ও য়া ০

মা পা ণা ণা | র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্জ্ঞা র্ঋা র্সা | নর্সনা ধণা ধা পা II I
তো মা র প | থে প্রি য় ম | নে র হয় না | আ০০ গ০ ম ন

—

মৃদঙ্গাচার্য্য ৺দীননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটী বোল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকানাইলাল হাজরা

সুরফাক্‌তাল

সুরফাক্তা পাঁচ বা দশ মাত্রার তাল, ইহাতে তিনটী আঘাত বা তাল ও দুইটী শূন্য বা ফাঁক আছে।

+ ০ ১ ১ ০
মাত্রা— । । । । । । । । । ।

ঠেকা

(বিলম্বিত লয়)

+ ০ ১ ১ ০
। ধেৎ ধেৎ ধেনেনাগ ধেনেনাগ তেটেকতা গদিঘেনে

(মধ্যলয়)

+ ০ ১ ১ ০
। ধা ঘেড়ে নাগ দি ঘেড়েনাগ গদ্দি ঘেড়েনাগ

(দ্রুতলয়)

+ ০ ১ ১ ০
। ধা ঘেনে নাগদি ঘেনেনাগ ঘেনেনাগ ঘেনেনাগ

(পরম—তেহাই সমেত)

+ ০ ১ ১ ০
ধা তেটে তাগেতেটে ঘেনেনাগ ধেৎতা গদিঘেনে

+ ০ ১ ১ ০ +
ধা ধেৎতা গদিঘেনে ধা ধেৎতা গদিঘেনে | ধা

(বিলম্বিত লয়)

+ ০ ১
ধা দিন ধা তেটে তাকেটে তাকা কেটে তাকা

১ ০
ধুমা কেটেতাকা গদিঘেনে ধা গদি ঘেনে ধা

+
গদিঘেনে | ধা

(মধ্যলয়)

+ ০ ১ ১ ০
ধুমাকেটে ধুমাকেটে তাকেটে তাকাকেটে তাকা

+ ০ ১ ১ ০
থুনাগ্‌ তাকাধুমা কেটেধুমা কেটেতাকা গদিঘেনে |

+
ধা

(দ্রুতলয়)

+ ০ ১ ১ ০
ঘেড়ান কেটেতাগ্‌ তেরেকেটে তাগ্‌ধা গদিঘেনে

+ ০ ১ ১
ধা ক্রেটে কেটে তাক্‌ ধেরেকেটে কেটেতাক

০ +
গদিঘেনে | ধা

(আড়ি)

+ ০ ১ ১ ০ +
দিঘেনে কতাগ্‌ ধাগে দিং ঘেনে ক দেৎ তাগিনে

০ ১ ১ ০ +
তাগে দেৎতা ক্রেদেন তানে | ধা

(তেহাই)

+ ০ ১ ১
১। তাক্‌ ক্রান তাগ দেৎ ধা তাগ দেৎ ধা

০
তাক দেৎ | ধা

+ ০ ১ ১ ০
২। ধা আঁ গদিঘেনে ধা গদিঘেনে ধা গদিঘেনে | ধা

ঝাঁপতাল বা ঝম্পতাল

ঝাঁপতাল ৫ বা ১০ মাত্রার তাল ইহাতে তিনটী আঘাত ও একটী ফাঁক।

যথা :—২।৩।২।৩ = + । । ৩ । । । ০ । । ১ । । ।

ঠেকা—

+ ৩ ০ ১
। । । । । । । । । ।
ধা গে ধা গি না তা গে তা গি না

৩। এই তাল দ্রুতলয়ে প্রায় ৭ মাত্রার বোল সঙ্গত হইয়া থাকে। মতান্তরে ঝাঁপতাল সাত মাত্রার তাল, তন্মধ্যে ছয়টী পূর্ণ ও দুইটী অর্দ্ধ মাত্রায় এক মাত্রা হয়।

ঠেকা যথা—

+ ৩ ০ ১
ধাগে ধাগিনা তাগে তাগিনা

ঠেকা—পাঁচমাত্রা (দুইটী অর্দ্ধ মাত্রাযুক্ত)

+ ৩ ০ ১
ঘেনে নাগ ধা ঘেনেনাগ তেটেতাগ ধা ঘেনেনাগ।

ঠেকা—দশ মাত্রা।

+ ৩ ০ ১
১। ধেৎ ধেৎ ত্রেকে ধেনে নাগ্‌ ত্রেকে ধেনে কতা
গদি ঘেনে

+ ৩ ০
২। তাগে দিগ্‌ তাগে তেটে তেটে কেটে তাক
১
ধা গদি ঘেনে

(বিলম্বিত লয়)

+ ৩
ধাগেতেটে তাগেতেটে কতাক ধেকেটে কতা
০ ১
গদিঘেনে ধাগেন্দে ঘেনেনাগ্‌ ত্রেকেধেনাগ্‌ ত্রেকে
+ ৩
ধেনাগ্‌ ধেৎতা ধেটেতেটে ক্রেধাকেটে কৎ তেরে-
০
কেটে তাগ তাগেতেটে ঘেন তেরে কেটে তাক ধেৎ
১ +
ধেৎ তা ধেৎ ধেৎ তা ধেৎ ধেৎ | ধা

(বরাবর লয়)

+ ৩
ধুমাকেটে কেটেতাকা তাগেতেটে ধুমাকেটে কেটে
০ ১
তাগ্‌ তাকেতেটে ধুমাকেটে কেটেতাক তাগেতেটে
+
গদিঘেনে | ধা

(দ্রুতলয়)

+ ৩ ০
ধাতেরে কেটেধা তেরেকেটে ধা ধা তেরেকেটে ধা
১ +
তেরেকেটে তাগ তাগ তেরে কেটে তাগ গদিঘেনে | ধা

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

মিশ্র-ভৈরবী—একতালা

ওগো বন্ধু ওগো প্রিয়
জীবনের কুলে ক্ষণিকের লাগি
আসিও তুমি আসিও।

ঝিল্লী মুখর ঘন বনতলে
মালা গাঁথি ব'সে ঝরা ফুলদলে
হে চির মধুর অজানা হইতে
আঁখি দু'টি তুলে হাসিও।

দিওগো দুঃখ দিওগো বেদনা
আমি হ'ব তব পথ ধূলিকণা,
জীবনের যত মলিন বাসনা
ও রূপ আলোকে নাশিও।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসুবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

	৩			০			১			+			
II	সা	ঋা	সা	ঋা	পা	মা	জ্ঞা	রা	জ্ঞা	-া	ঋসা	-ন্‌সা	I
	ও	০	গো	ব	ন্	ধু	ও	০	গো	০	প্রি০	০য়	
	সা	রা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	সা	রা	রা	সা	ণ্‌া	ণ্‌া	I
	জী	ব	নে	র	কু	লে	ক্ষ	ণি	কে	র	লা	গি	
	ণ্‌া	সা	জ্ঞা	জ্ঞা	মা	মা	জ্ঞমা	-পা	জ্ঞমা	ঋা	সা	-া	II
	আ	০	সি	ও	তু	মি	আ০	০	সি০	ও	০	০	
II	জ্ঞা	মা	মা	ণা	দা	ণা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	I
	ঝি	০	ল্লী	মু	খ	র	ঘ	ন	ব	ন	ত	লে	
	ণা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	ণর্সা	ণর্সর্ঋা	র্সা	দা	ণা	পা	I
	মা	লা	গাঁ	থি	ব	সে	ঝ০	রা০০	ফু	ল	দ	লে	

পা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | দা ণা ণা | ণা -া ণা I
হে চি র | ম ধু র | অ জা না | হ ই তে

সা ঋা জ্ঞা | ঋা জ্ঞা মা | পা -া -জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞমা পদা I
আঁ খি দু | টি তু লে | হা ০ সি | ও ০০ ০০

সা ঋা সা | ঋা পা মা | জ্ঞরা জ্ঞা ঋা | সা -া -া II
আ সি ও | ব ন্ ধু | আ০ ০ সি | ও ০ ০

II জ্ঞা মা মা | ণদা -া ণা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I
দি ও গো | দুঃ ০ খ | দি ও গো | বে দ না

ণা ণা ণা | ণা র্সা ণা | দা ণা ণা | দণা মা মা I
আ মি হ | ব ত ব | প থ ধু | লি০ ক ণা

মা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্জ্ঞা | দা ণা ণা | ণা ণা ণা I
জী ব নে | র য ত | ম লি ন | বা স না

সা ঋা জ্ঞা | ঋা জ্ঞা মা | পা -া -জ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞমা পদা I
ও রু প | আ লো কে | না ০ শি | ও ০০ ০০

সা ঋা সা | ঋা পা মা | জ্ঞরা -ঋা ঋা | সা -া -া II II
আ সি ও | ব ন্ ধু | আ০ ০ সি | ও ০ ০

স্বরলিপি

মিশ্র (গজল)—কাহার্‌বা

বাঁশুরী ধুন শুনাই রে।
আয়ে মোহন যমুনা তটপর
সুর ধুন চিত লুভাই রে।
জাগত জাগত রতিয়াঁ বিতি
আজ দরশন আই ;
তন মন প্রাণ মুকুলিত যোবন
শ্যাম চরণ বিকাই রে।

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশিবনাথ মুখোপাধ্যায়

	+				o					+				o				
I	-া	গপা	পা	পা	মপা	ধা	পা	মা	I	গা	মা	গা	রা	রা	গা	মা	পা	II
	০	বাঁ	শু	রী	ধু০	০	ন	শু		না	০	ই	০	রে	০	০	০	
	+				o					+				o				
I	-া	মপা	পণা	ণা	ণা	-া	ণা	ণা	I	ণা	ণা	ধণা	ধর্সা	ধা	ণা	ধা	পা	I
	০	আ০	০০	য়ে	মো	০	হ	ন		য	মু	না০	০০	ত	ট	প	র	
	+				o					+				o				
	সা	পা	পা	পা	মপা	ধা	পা	মা	I	গা	মা	গা	রা	রা	গা	মা	পা	II
	সু	র	ধু	ন	চি০	০	ত	লু		ভা	০	ই	০	রে	০	০	০	
	+				o					+				o				
	-া	র্সণা	ণা	ণা	ণা	-া	ণা	ণা	I	ধা	ধা	ণণা	র্সর্সা	ধা	-ণা	ঋপা	-া	I
	০	জা	গ	ত	জা	০	গ	ত		র	তি	য়াঁ০	০০	বি	০	তি	০	
	+				o					+				o				
	-া	ণা	ণা	ণা	ণা	র্সা	ণা	ধা	I	পা	ধা	পা	-া	-া	-া	-া	-া	I
	০	আ	জ	দ	র	০	শ	ন		আ	০	ই	০	০	০	০	০	

```
+                  0                          +                   0
র্া  র্া  র্া  র্া | র্া স্র্া  জ্ঞ্র্া র্া I স্া স্া   ণা ণা | ধা  পা  ধা  পা I
ত   ন   ম   ন  | প্রা ণ০   ০০  ০    মু  কু   লি  ত  | যো  ০   ব   ন

+                  0                          +                   0
-া  মা  মা  মা  | গা  পা  মা  মা I গা  মা  গা  রা | রা  গা  মা  পা I
০   শ্যা  ম   চ  | র   ০   ণ   বি   কা  ০   ই   ০  | রে  ০   ০   ০

+                  0                          +                   0
-া  মা  মা  মা  | মপা ধা  পা  মা I গা  মা  গা  রা | রা  গা  মা  পা II
০   শ্যা  ম   চ  | র০  ০   ণ   বি   কা  ০   ই   ০  | রে  ০   ০   ০
```

শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, বি-এ

কীর্ত্তন গানে লয় অর্থাৎ সঙ্গত করিবার নিয়ম

বৈঠকী গানে গায়ক যে ভাবে ছন্দের গতি নির্দ্দেশ করেন সেই ভাবেই বাদককে সঙ্গত করিতে হয়। কিন্তু কীর্ত্তন গানে ব্যবস্থা অন্যরূপ। ইহাতেও গায়কই প্রথমতঃ গানের গতি নির্দ্দেশ করেন। তালের স্থানগুলির পূর্ব্ব মাত্রা অল্পবিস্তর বিলম্বিত করিবার স্বাধীনতাও তাঁহাদের থাকে। ঐ বিলম্ব করিবার সময় গুলিতে বাদককে গায়কের মুখাপেক্ষী হইতে হয়; শুধু মাত্রা গণনা করিয়া বাজাইলে হয় না। তবে বহুদর্শী বাদকগণ সুরের গতি দ্বারাই ঐ বিলম্বিত স্থানগুলি নিরূপণ করিয়া নিতে পারেন। সুতরাং তাঁহাদের কোন অসুবিধা হয় না। গায়ক যখন একবার গানে আঁখর বা অলঙ্কার দিয়া গানকে জমাটের মুখে আনিয়া দেন তখন বাদক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ছন্দের গতি নির্দ্দেশ করিয়া যান। বাদক যতক্ষণ মূর্চ্ছনের বোল বাজাইয়া পুনরায় লয়ে প্রত্যাবর্ত্তন না করেন ততক্ষণ গায়ককে তাঁহার অনুগমন করিতে হয়। মূর্চ্ছন অধিকাংশ স্থানেই সমে আসিয়া শেষ হয়। কোন কোন ছন্দে তাহার ব্যতিক্রমও লক্ষিত হয়। তবে ঐ সকল ছন্দের সম বিষয়ে মতভেদ আছে। ডাঁশপাহিড়, লোফা, ধামালি প্রভৃতি কতগুলি ছন্দে ছন্দের পূর্ণ আবর্ত্তনের হিসাব রাখা হয় না বলিয়া অধিকাংশ স্থলেই বাদ্য বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। কিন্তু কীর্ত্তন গায়কগণ ঐ রকম বিপর্য্যাসকে দোষাবহ বলিয়া মনে করেন না। ফলে ঐ সব ছন্দ প্রায়শঃ দুষ্প্রযুক্ত হয়।

ছন্দঃপ্রকরণ

কীর্ত্তন গানের প্রারম্ভেই যদিও বিলম্বিত এবং বহু মাত্রিক ছন্দঃসমূহের প্রয়োগ হয় তথাপি প্রথম শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য আমরা সহজ ছন্দগুলিই প্রথমে দিব।

১। লোফা বা একতালিকা

এই ছন্দকে পূর্ব্ববঙ্গে গড়খেমটা তাল এবং বৃন্দাবনে যপতাল বলা হয়। ইহা একটু বিলম্বিত হইলেই বৈঠকীর

একতালার অনুরূপ হয়। ইহা ত্রিমাত্রিক চারিটি পদে বিভক্ত। যথা :—

\+ ০ ২ ০
৩ ৩ ৩ ৩

নিম্নলিখিত ভাবে তাল দিলে ছন্দের পূর্ণ আবর্ত্তনের

\+ ২ ০ ৩
হিসাব থাকিবে ৩ ৩ ৩ ৩

দ্রষ্টব্য :—শ্রীখোল বাদ্যের বোল সব সময় সম হইতে বলা বা লেখা হয় না। সমকেই প্রথম তাল ধরা হয়। অনেক বাদক জোয়ার প্রথম তালের উপর ১ এবং দ্বিতীয় তালের উপর ২ দিয়া থাকেন।

লয়

\+ ০ ২
১। ঝা গুর্ গুর্ দি দা ধে না তা (আ)কুর্
০
তি তা খে টা

২ ০ +
২। খে টা ঝা (আ) গুর্গুর্ গুর্গুর্ ঝা ঝা
০
ধি না তেটে তেটে

লহর

\+ ০ ২
১। দাগি দাগি দাগি দাগি দাগি দাগি ঝা
০
তিনি তিনি তা তিন্ (ইন্)

\+ ০
২। (তাগ দিদা ধেনে)৩ তাক তেনে তেনে

\+ ০
৩। ধেটেতাতা তিনি না(আ) তিন্ তিন্ নাতিন্

তিন্না তিনি তিনি তেটে তাদা
০
ধিনি দা (আ) ধিন্ধিন্ দাধিন্ ধিন্দা ধিনি
ধিনি

\+
৪। * ত্রেগেড্ দাধি (ইন্) দিন্ ত্রেকেট্
০
দা (আ) ধেনে ত্রেকেট্ দা (আ) ধি(ই)ন্ ত্রেকেট্
ধেনে নাক

ঐ লঘু—

\+ ০
৫। দা (আ) ধেনে ধেনে নাগ ধেনে নাগ ধেনে
ধেনে ধেনে নাগ ধেনে ধেনে

ঐ লঘু—

\+
৬। ধা (আ) তেটে নাগধেনে ধেনে নাগ
০
ধেনে নাগ ধেনে নাগ ধেনে ধেনে

ঐ লঘু—

\+ ০
৭। ধেনে নাগ ধেনে নাগ ধেনে নাগ ধেনে ধেনে
০
নাগ ধেনে ধেনে নাগ

ঐ লঘু—

\+ ০
৮। ধেনে ধেনে ধেনে ধেনে ধেনে ধেনে
২ ০
তেটে তাতে টেতা তেটে তাতে টেতা

তেহাই

\+
১। তা গুর্ গুর্দা ধিনি ঝা (আ) তা গুর্গুর্

২ ০
দাধি তিঝা (আ) তাগুর্ গুর্দা ধিনি

০
২। দাঘি তেরে তেরে খেটা: তাখি তেরে খেটা

\+ ০
ঝা (আ) দাঘি তেরে তেরে খেটা তাখি

২ ০
তেরে খেটা ঝা (আ) দাঘি তেরে তেরে

\+
খেটা তাখি তেরে খেটা—ঝা

\+ ০
৩। দাধিন্ দেরেগেড়া ঝা (আ) (আ) দাধিন্

২ ০
দেরেগেড়া ঝা (আ) (আ) দাধিন্ দেরেগেড়ে

০ + ০
৪। তিনি তাতি নিতা ঝা (আ) গুর্গুর্ তিনি

২ ০
তাতি নিতা ঝা (আ) গুর্গুর্ তিনি তাতি

\+
নিতা—ঝা

হাত

\+ ০ ২
১। জাঘি না ধেই জাঘি না ধেই জাঘি না

০ +
ধেই জাঘি না গুর্গুর্ তাথি না থেই

০ ২ ০
তাথি না থেই তাথি না থেই তাথি না

গুর্গুর্

\+ ০
২। জাজা ঘেনা ঘেনা জাজা ঘেনা ঘেনা

\+ ০
ধেই ঘা থেই (ই) থেই গুর্গুর্

\+ ০
৩। জাঝি নাঝি নাগ জাঝি নাঝি নাগ

২ ০
জাঝি নাঝি নাক তাথি নাথি নাগ

\+ ০
৪। জাগুর্ গুর্জা ঝিনি জাগুর্ গুর্জা ঝিনি

২ ০
জাগুর গুর্জা ঝিনি জাগুর্ গুর্জা গুর্গুর্

\+
৫। ঘেনা তেরে ঘেনা তাথি তেরে খেটা

০
ঘেনা তেরে ঘেনা তাথি তেরে খেটা

২
ঘেনা তেরে ঘেনা তাখি তেরে খেটা

০
খেটা তেরে খেটা তাখি তেরে খেটা

+
৬। ঘেনা তেরে তেরে তেরে খেটা তাখি

০
তেরে খেটা তিং তাখ্ তেরে খেটা

২
দেরে গেড়ে ঘেনে তেরে ঘেনা তাখি

০
তেরে খেটা তিং তাখ তেরে খেটা

+ ০
৭। জাগুর্ গুরঘেনে নেরেঘেনা জাগুর্ গুরঘেনে

২ ০
নেরেঘেনা জাগুর্ গুরঘেনে নেরেঘেনা জাগুর্

গুর্জা গুর্গুর্

+ ০
৮। জাগুর্ গুর্জা গুর্গুর্ জাগুর্ গুর্জা গুর্গুর্

২ ০
ঝা ধেরেতেরে খেটাতাখি তেরেখেটা তিংতাখ্

তেরেখেটা

+
৯। ধেরে তেরে খেটা তেরে তেরে খেটা

০
ধেরে তেরে খেটা তেরে তেরে খেটা

২
ধেরে তেরে খেটা তেরে তেরে খেটা

০
তেরে খেটা তেরে খেটা তেরে খেটা

+
১০। ঘেনে তেরে তেরে খেটা তেরে খেটা

০
ঘেনে তেরে তেরে খেটা তেরে খেটা

২
ঘেনে তেরে তেরে খেটা তেরে খেটা

০
তেরে খেটা তেরে খেটা তেরে খেটা

+
১১। (ঘেনে তেরে ঘেনা তেরে তেরে খেটা) ৩ ঐ লঘু

+
১২। (ঘেনে নেরে গেনেদা (আ) ঘেনে তেরে) ৩

(ঘেনে তেরে) ৩

ঘাঁত

\+ ০
১। (দাগুর্ গুর্ধে নাতা খেটা তিনি খেটা) ২

\+ ০
দাগুর্ গুর্দা গুর্গুর্ ঝা তেতা খেটা

২ ০
ঝাঘে নাতা খেটা তাখি তাখি তাখি

\+ ০
তাগুর্ গুর্ঝা ঘিনি ঝা (আ) তা গুর্গুর্

২ ০
ঝাঘি নিঝা (আ) তাগুর্ গুর্ঝা ঘিনি

\+ ০
২। ধেনে তাধে নেতা ধেনে তাধে নেতা

২ ০
তা তা তাখি তেরে তেরে খেটা তাখি

\+
তেরে খেটা দেরে গেড়ে ঘেনে তেরে ঘেনা

০
তাখি তেরে খেটে তিংতাখ্ তেরে খেটে

২ ০
ঝা তিংতাখ্ তেরে খেটে ঝা তিংতাখ্

তেরে খেটে

\+ ০
*৩। ধিনি ধিনি ধিনি দাধি নিধি নাগ

২ ০
দাধি নিধি নাগ দাধি নিধি নাক

\+ ০
তিনি তিনি তিনি তিনি তাতি নিতা

২ ০
তিনি তাতি নিতা তিনি তাতি নাগ

\+ ০
দাঘি নিতা খেটা দাঘি তেরে তেরে

২
খেটা তাখি তেরেখেটা তিংতাখ্ তেরেখেটা

০ +
ধেরে তেরে খেটা তাখি তেরে খেটা ঝা

৩
(আ) (আ) ধেরে তেরে খেটা তাখি

\+ ০
তেরে খেটে ঝা (আ) (আ) ধেরে তেরে

খেটা তাখি তেরে খেটে

\+
৪। ঝাঁ (আ) তেটে তেটে তেটে তেটে তেটে

০
খেটা দাঘি নিতা খেটা তেরে খেটা

২
তা (আ) তেটে তেটে তেটে তেটে তেটে

০
খেটা দাঘি নিতা খেটা তেরে খেটা

\+
দেরে গেড়ে ঘেনে তেরে ঘেনা তাখি

০
তেরে খেটা তা তা ঘেনা (আ) ত্থি

২ ০
ঝা তা তা ঘেনা (আ) ত্থি ঝা

তা তা ঘেনা (আ) ত্থি

মূর্চ্ছন

\+ ০ ২
তা গুরুগুরু ধেই তা গুরুগুরু ধেই তা

০ +
গুরুগুরু ধেনা ঘেনা ঘেনা ঘেনা ঝা

\+ ০
২। দাঘি নাতা গুরুগুরু তাখি নাতা গুরুগুরু

২ ০
তাখি নাতা গুরুগুরু তাগুরু গুরুধে (ই)য়া—ঝা

\+ ০
৩। দাঘি তেরেতেরে খেটাতাখি তাখি তেরেতেরে

২
খেটা তাখি তাখি তেরেতেরে খেটা তাখি

০ +
তা গুরু গুরু ধে (ই)য়া—ঝা

\+ ০
৪। দাঘি তেরে তেরে তেরে খেটা তাখি

২
তেরে তেরে তেরে খেটা তাখি তেরে তেরে

০ +
তেরে খেটা তাগুরু গুরুঘেনা নেরে ঘেনা—ঝা

(ক্রমশঃ)

শোক সংবাদ

রামগোপালপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত কুমার সৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র নীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী গত ১লা আশ্বিন রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় পিতামাতা আত্মীয়-স্বজনকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি ইংরাজী ১৯৩৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন অধ্যয়ন করিতেছিলেন এবং সঙ্গীতাদিও যতদূর সম্ভব এই সময়েই চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার পিতা সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা পত্রিকার অপরিচিত নহেন। তিনি কণ্ঠসঙ্গীতে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। নীরেন্দ্রকিশোর পিতার ঐ সমস্ত গুণেরও অধিকারী হইয়াছিলেন কিন্তু নিষ্ঠুর কালগ্রাসে তাঁহাকে মধ্যপথে সমস্ত ত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া যাইতে হইল। আমরা কায়মনোপ্রাণে শোক-সন্তপ্ত পরিবারের শান্তনা শ্রীশ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

সমালোচনা

অবঞ্চনা—গল্পের বই। শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত এবং ৫৭ এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকি।

আলোচ্য বইখানিতে কয়েকটী গল্পের মধ্যে 'অবঞ্চনা'ই প্রধান এবং উক্ত গল্পের নাম অনুসারেই বইটীর নামকরণ করা হইয়াছে। প্রধান গল্পটীর নায়ক রণজিৎ এবং নায়িকা হিসাবে মণিকা আর বীণা। প্রত্যেকটী চরিত্রই অতি-আধুনিকতার ছাপে ভরপূর। গল্প হিসাবে ততটা কৃতিত্বের আভাষ নাই, তবে রচনার ধারাটা বেশ। মোটামুটী বইখানি অচল নহে, আর এইটুকুই ইহার বৈশিষ্ট্য। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

—

রূপায়তন—কবিতা পুস্তক। শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত প্রণীত এবং ৪২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ডি, এম, লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকে আঠাশটি কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলি পাঠ করিয়া কবির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত হইলাম। ইহার কবিতাগুলি ভাব ও ভাষার মাধুর্য্যে অনবদ্য হইয়াছে। রচয়িতা তরুণ হইলেও আমরা তাঁহার কবিপ্রতিভার পরিচয় পাইয়াছি। পুস্তকটি সাধারণে সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের আশা হয়।

—

সন্ধ্যাতারা—কবিতা পুস্তক। শ্রীপ্রসাদ বসু প্রণীত এবং ৫৭ নং গড়পার রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীঅনিল ভূষণ বাকচী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

তরুণ কবি শ্রীযুক্ত প্রসাদ বসু মহাশয় সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার নিয়মিত লেখক। পত্রিকায় প্রকাশিত গান-গুলির দ্বারাই তাঁহার কবিমনের পরিচয় পাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি যে কবিতা রচনায় এরূপ পারদর্শী, তাহা আমাদের পূর্ব্বে জানা ছিল না। আলোচ্য পুস্তকে তিনি সর্ব্বসমেত আঠাশটী গান ও কবিতার সমাবেশ করিয়াছেন। কবিতাগুলি সত্যই সুপাঠ্য ও সু-ছন্দযুক্ত হইয়াছে। ভাষার কোনওপ্রকার জটিলতা নাই এবং ভাব সন্নিবেশও সরস ও মধুর। পুস্তকের পরিচায়িকায় কবিশেখর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই পুস্তকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ পাওয়া যায়। রচয়িতা ভবিষ্যতে যশস্বী হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। পুস্তকটীর ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

১২শ বর্ষ — অগ্রহায়ণ, ১৩৪২ সাল — ৮ম সংখ্যা

নটনারায়ণ রাগ পরিচয়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

অথ নটনারায়ণকে শুদ্ধ নাটাদি জে পুত্র হৈ তিনকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজিনেঁ উন রাগমেঁসোঁ বিভাগ করিবেকো ঈশান নাম মুখসোঁ গাঈকে সুদ্ধকো দিক রাগনসোঁ সঙ্কীর্ণ নট গাঈকে। উন সংকীর্ণনকে সুদ্ধ নাটাদি নাম করিকে। নটনারায়ণকো দীনো। তহাঁ নটনারায়ণকো প্রথম পুত্র শুদ্ধ নাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে। শিবজীনে উন রাগমেঁসেঁ। বিভাগ করিবেকো। ঈশান নাম মুখসোঁ সুদ্ধরাগ সংকীর্ণ নট গাঈকে। বাঁকো শুদ্ধ নাট নাম করিকে নটনারায়ণকো দীনো।

অথ শুদ্ধ নাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—শিবজীকে ঈশান মুখসোঁ জাকী উৎপত্তি হৈ। মহাধীর হৈ। লাল জাকো রঙ্গ হৈ। কমলসে জাকে নৈত্র হৈ। স্বেত বস্ত্র পহরে হৈ। হাথমেঁ খড়্গ হৈ। বড়ো জাকো প্রতাপ হৈ। হাস্যযুক্ত সুন্দর জাকে বচন হৈ। গম্ভীর নাদ হৈ। রাগমার্গমেঁ বিহার করে হৈ। ঘোড়াপে চঢ়থো হৈ। সোভায়মান হৈ। ঐসা জো রাগ তাঁহি শুদ্ধ নাট জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমেঁ তো যহ সাত সুরনমেঁ গায়ো হৈ। স রি গ ম প ধ নি স। যাতেঁ সম্পূর্ণ হৈ। যাকো শর্দঋতুমেঁ সন্ধ্যা সময়ে গাবনোঁ। যহতো যাকো বখত হৈ। ওর ঋতুমে সন্ধ্যাসমেঁ চাহ তব গাবো। যহ রাগ মঙ্গলীক হৈ। যাকী আলাপচারী ছহ সুরণমে কিয়ে। রাগ বরতেঁসো জন্ত্রসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো দূসরো পুত্র হমীরনাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে। শিবজীনেঁ উন রাগন্‌মেঁ সোঁ বিভাগ করিবেকো ঈশান্ নাম মুখসোঁ হমীর রাগ সঙ্কীর্ণ রাগ গাঈকে। বাঁকো হমীরনাট সঙ্কীর্ণ রাগ গাঈকে। বাঁকো হমীর নাট নাম করিকে নটনারায়ণকো পুত্র দীনো।

অথ হমীর নাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—শৃঙ্গার রসমেঁ মগ্ন জাকো চিত হৈ। শরীর হু শৃঙ্গারযুক্ত হৈ। গোরো জাকো রঙ্গ হৈ। মন্দ মুসকানযুক্ত জাকো মুখ হৈ। তাম্বূলকী বিড়ীসোঁ হোঠ জাকো লাল হৈ। হাথমেঁ দণ্ডী ঔর দণ্ড লিয়ে হৈ। তরুণ কামদেবকো চিত্র হৈ। লাল বস্ত্র পহরে হৈ। বড়ো প্রতাপী হৈ। কাঁমনীনকেঁ মনকো বস করে হৈ। ঐসো জো রাগ তাঁহি হমীরনাট জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমেঁ তো সাত স্বরণমে গায়ো হৈ। স রি গ ম প ধ নি স। যাতেঁ সম্পূর্ণ হৈ। রাতিকে প্রথম পহরমেঁ গাবনোঁ। যহতো যাকো বখত হৈ। রাতিমেঁ চাহো তব গাবো। যাকী আলাপচারী সাত স্বরণমেঁ কিয়ে রাগ বরতে। সো জন্ত্রসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো তীসরো পুত্র সালঙ্গনাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনে বাকীঁ রাগণীনমেঁসোঁ বিভাগ করিবেকো, ঈশান নাম মুখসোঁ সারঙ্গ রাগ সঙ্কীর্ণ নট গাঈকে, বাঁকো সালঙ্গনাট নাম করিকে নটনারায়ণকো পুত্র দীনো।

অথ সালঙ্গনাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—গোরো জাকো রঙ্গ হৈ, তরুণ জাকী অবস্থা হৈ, ওর হাথমে বজ্র লিয়ে হৈ, কামদেবসো মিত্র হৈ, মোতীনকী মালা গলেমেঁ হৈ, সুন্দর বস্ত্র হৈ, স্ত্রিনকে সঙ্গমেঁ বিরাজ হৈ, ঐসো জো রাগ তাঁহি সালঙ্গনাট জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমেঁ তো যহ সাত স্বরণসোঁ গায়ো হৈ, ম প ধ নি স রি গ ম. যাতেঁ সম্পূর্ণ হৈ। রাতিকে প্রথম পহরমেঁ গাবনোঁ। যহ তো যাকো বখত হৈ। রাতিমেঁ চাহো তব গাবো যাকী আলাপচারী সাত স্বরণমেঁ কিযে রাগ বরত্তেসোঁ জন্ত্রসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো চোথো পুত্র ছায়ানাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনেঁ বাঁকী রাগনমেঁসোঁ বিভাগ করিবেকো ঈশান নাম মুখসোঁ ছায়া সঙ্কীর্ণ নট গাঈকে, বাঁকো ছায়ানাট নাম করিকে। নটনারায়ণকো পুত্র দীনোঁ।

অথ ছায়ানাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—গোরো রঙ্গ হৈ, লাল জাকে নেত্র হৈ, কণ্ঠমেঁ মোতীনকো হার হৈ, শ্বেতবস্ত্র গুলাবীপাধ পহরে হৈ, সুন্দর বস্ত্র হৈ, হাথমেঁ ফূলছড়ী লে হৈ। ঐসো জো রাগ তাঁহি ছায়ানাট জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমেঁ তো যহ সাত স্বরণসোঁ গায়ো হৈ, স রি গ ম প ধ নি স, যাতেঁ সম্পূর্ণ হৈ। যাকো সন্ধ্যা সমেঁ গাবনোঁ, যহতো যাকো বখত হৈ। রাতিকে প্রথম পহরমেঁ চাহে তব গাবো। যাকী আলাপচারী সাত স্বরনমেঁ কিয়ে রাগ বরতেসোঁ। জন্ত্রসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো পাঁচবো পুত্র কামোদনাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনেঁ উন রাগনমেঁসোঁ বিভাগ করিবেকো, ঈশান নাম মুখসোঁ গাঈকে। বাঁকো কামোদনাট নাম করিকে নটনারায়ণকো পুত্র দীনোঁ।

অথ কামোদনাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—সোনেকো সো রঙ্গ হৈ, পীতাম্বর পহরে হৈ, সুন্দর ঘোড়েপেঁ অসবার হৈ, মহাবীর হৈ, ওর গুলাল জাকে লগ্যো হৈ, রঙ্গ-বিরঙ্গে বস্ত্র পহরে হৈ, ওর জাকো বড়ো প্রতাপ হৈ, গুমানসো ভরথো হৈ, ঐসো জো রাগ তাঁহি কামোদ নাট জাঁনিয়ে। যাকে আরোহমেঁ গান্ধার তীব্র জাঁনিয়ে। আবরোহমেঁ গান্ধার ধৈবত লীজে নহী। ধ নি স রি গ ম প প ধ নি স। যাকো রাতিকে প্রথম পহরমেঁ গাবনোঁ, যহ তো যাকো বখত হৈ। কোউক যাকো দিনকে দূসরে পহরমেঁ গাত হৈ। যাকী আলাপচারী সাত স্বরনমেঁ কিযেঁ রাগ বরতেসোঁ, জন্ত্রসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো ছটো পুত্র কেদার নাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনেঁ বাকীঁ রাগনমেঁসোঁ

বিভাগ করিবেকো, ঈশান নাম মুখসোঁ কেদার রাগ সঙ্কীর্ণ নট গাঈকে। বাঁকো কেদার নাট নাম করিকে নটনারায়ণকো পুত্র দীনো।

অথ কেদার নাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—পীত রঙ্গ হৈ, চন্দ্রমাসো মুখ হৈ, বাঁয়ে হাথমেঁ ত্রিশূল হৈ, দাহিনে হাথমেঁ দণ্ড হৈ, শ্বেতবস্ত্র পহরে হৈ, ওর মোতীনকী মালা জাকে কণ্ঠমেঁ হৈ, কমলপত্রসে নেত্র হৈ, বৈরীনকো সংঘার কর হৈ, বীররসমেঁ মগ্ন হৈ, ওর সূর্য্যকেসো জাকো তেজ হৈ, ঐসো জো রাগ তাঁহি কেদারনাট জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমেঁ তো যহ ছহ স্বরণসোঁ গাহো হৈ, গ ম প ধ নি স। যাঁতে ষাড়ব হৈ। রাত্রিকে দূসরে পহরমে গাবনেঁ৷ যহতো যাকো বখত হৈ। কোউক রাত্রিকে প্রথম পহরমেঁ গাবে হৈ। যাকী আলাপচারী সাত স্বরণমেঁ কিয়ে রাগ বরতে। সো জন্ত্রসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো সাতবো পুত্র মেঘনাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনেঁ উন নাটনমেঁসোঁ বিভাগ করিবেকো ঈশান নাম মুখসো মেঘরাগ সংকীর্ণ নট গাঈকে, বাঁকো মেঘনাট নাম করিকে নটনারায়ণকো দীনো।

অথ মেঘনাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—শ্যাম স্বরূপ হৈ, পীতাম্বরকো পহরে হৈ, ওর সোনেকে আভরণ পহরে হৈ, কেসরি চন্দন ঘসি শরীরসোঁ লগাবে হৈ, ওর হাথমেঁ জাকে খড়্গ হৈ, ওর ঘোড়াপেঁ অসবারী হৈ। মেঘনাদসোঁ বৈরীনসোঁ ভয় উপজাবে হৈ। ঐসো জো রাগ তাঁহি মেঘনাট জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমে তো যহ সপ্ত স্বরণসোঁ গায়ো হৈ। ধ নি স রি গ ম প ধ নি স। যাতেঁ সম্পূর্ণ হৈ। দীনকে চোথে পহরমেঁ গাবনেঁ৷, যহতো যাকো বখত হৈ, বর্ষা ঋতুমে মুখ হৈ। যাকী আলাপচারী সাত স্বরণমেঁ কিয়ে, রাগ বরতেসোঁ, জন্ত্রসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো আঠবো পুত্র গৌড়নাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনে উন নাটনমেঁসোঁ বিভাগ করিবেকো, ঈশান নাম মুখসোঁ, গৌড়নাট সঙ্কীর্ণ নট গাঈকে। বাঁকো গৌড়নাট নাম করিকে নটনারায়ণকো দীনেঁ।।

অথ গৌড়নাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—লাল বর্ণ হৈ, কেসরিয়া বস্ত্র পহরে হৈ, সোনেকে বখতর পহরে হৈ, জাকে কণ্ঠমেঁ গজমোতীনকে হার হৈ, দাহিনে হাথমেঁ মালা হৈ, বাঁয়ে হাথমেঁ ঢাল হৈ, ওর ক্রোধসোঁ ঘোড়েকো চোগান ফিরাবে হৈ, তীখে জাকে নেত্র হৈ, জাকে লিলাটমেঁ কেসরিকো ত্রিপুণ্ড্র হৈ, শিবজীকো ধ্যান করে হৈ, ঐসো জো রাগ তাঁহি গৌড়নাট জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমেঁ তো যহ ছহ স্বরনসোঁ গায়ো হৈ, স রি গ ম প ধ স, যাতেঁ ষাড়ব হৈ। রাত্রিকে দূসরে পহরমেঁ গাবনেঁ৷, যহতো যাকো বখত হৈ। বর্ষা ঋতুমে চাহো তব গাবো। যাকী আলাপচারী ছহ স্বরণমেঁ কিয়ে, রাগ বরতেসোঁ জন্ত্রসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকে নবো পুত্র ভূপাল নাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনে উন নাটনমেঁসোঁ বিভাগ করিবেকো ঈশান নাম মুখসোঁ ভূপাল রাগ সঙ্কীর্ণ নট গাঈকে। বাঁকো ভূপাল নাট নাম করিকে নটনারায়ণকো দীনেঁ।।

অথ ভূপাল নাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—গোরো রঙ্গ হৈ, কেসরিকো অঙ্গরাগ কিয়ে হৈ, চন্দ্রমাসোঁ মুখ হৈ, ওর তরহতরহকে আভূষণ পহরে হৈ, হাথমেঁ কমল ফিরাবে হৈ, ওর মন্দমুসকান যুক্ত বচন কহত হৈ, বড়ো প্রতাপী হৈ, উদার ধুনি হৈ, ঐসো যো রাগ তাঁহি ভূপাল নাট জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমেঁ তো যহ ছহ স্বরণমেঁ গাবো হৈ। স রি গ ম প ধ স। যাতে ষাড়ব হৈ, রাত্রিকে প্রথম পহরমেঁ গাবনো। যহতো যাকো বখত হৈ। রাত্রিমেঁ চাহো তব গাবো। যাকী আলাপচারী ছহ স্বরনমেঁ কিয়ে রাগ বরতেসোঁ জন্ত্রসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো দশবো পুত্র জেজনাট তাকী

উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনে উন রাগনমেঁসোঁ বিভাগ করিবেকো ঈশান নাম মুখসোঁ জেজবন্ত সংকীর্ণ নট গাঈকে বাঁকো জেজনাট নাম দীনোঁ।

অথ জেজনাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—শ্যাম জাকো রঙ্গ হৈ, পীতাম্বর পহরে হৈ, কেসরিকো তিলক ললাটমেঁ হৈ, কণ্ঠমেঁ মোতীনকী মালা পহরে হৈ, বীর রসমেঁ মগ্ন হৈ, লাল কমলসে নেত্র হৈ, সুন্দর মুসকানযুক্ত জাকো মুখ হৈ, ঐসো জো রাগ তাঁহি জেজনাট জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমে তো যহ সাত সুরণসোঁ গায়ো হৈ। স রি গ ম প ধ নি স। যাতে সম্পূর্ণ হৈ, কোউক রিষভ হীন হু কহত হৈ। তিনকে মতসোঁ ষাড়ব হৈ। সাঝ সমেঁ গাবনোঁ। যহ তো যাকো বখত হৈ। রাতিমে চাহো তব গাবো। যাকী আলাপচারী সাত সুরনমেঁ কিযে রাগ বরতে সোঁ জন্ত্রসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো গ্যারবো পুত্র শঙ্করনাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনে উন রাগনমেঁসোঁ বিভাগ করিবেকো ঈশান নাম মুখসোঁ শঙ্করাভরণ সংকীর্ণ নাট গাঈকে বাঁকো শঙ্করনাট নাম কীনোঁ।

অথ শঙ্করনাটকো স্বরূপ লিখ্যতে—গোরো জাকো বর্ণ হৈ, রক্তবস্ত্র পহরে হৈ, ফূলে কমলকি মালা জাকে কণ্ঠমেঁ হৈ, সুন্দর জাকো রূপ হৈ, শৃঙ্গার রসমেঁ মগ্ন হৈ, চন্দন কেসরি অগর কর্পূর কস্তূরী ঈনকো অঙ্গরাগ ভালমেঁ কেসরিকো তিলক হৈ, নানাপ্রকারকে আভূষণ পহরে হৈ, বড়ো প্রতাপী হৈ, ঐসো জো রাগ তাঁহি শঙ্করনাট জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমেঁ তো যহ সাত সুরণমে গায়ো হৈ, স রি গ ম প ধ নি স, যাতেঁ সম্পূর্ণ হৈ যাকো রাতিকে দুসরে পহরমেঁ গাবনোঁ যহতো যাকে বখত হৈ, ওর রাতিমে চাহো তব গাবো। যাকী আলাপচারী সাত সুরনমেঁ কিযে রাগ বরতেসোঁ জন্ত্রসেঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো বারবো পুত্র হীরনাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনে উন নাটনমেঁসোঁ বিভাগ করিবেকো ঈশান নাম মুখসোঁ হীরনাট সঙ্কীর্ণ নট গাঈকে বাঁকো হীরনাট নাম করিকে নটনারায়ণকো দীনোঁ।

অথ হীরনাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—শ্যাম জাকো রঙ্গ হৈ, ফূলনকী মালা পহরে হৈ, কেসরিকো অঙ্গরাগ কিযে হৈ, হাথমেঁ খড়্গ হৈ, বৈরিনকে হীয়মেঁ ভয় উপজাবে হৈ ঐসো জো রাগ তাঁহি হীরনাট জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমেঁ তো যহ সাত সুরনমেঁ গায়ো হৈ, স রি গ ম প ধ নি স যাতে সম্পূর্ণ হৈ, যাকো দিনকে চোথে পহরমেঁ গাবনোঁ যহতো যাকো বখত হৈ, রাতিমেঁ চাহো তব গাবো। যাকী আলাপচারী সাত সুরনমেঁ কিযে রাগবরতেসোঁ জন্ত্রসোঁ সমঝিয়ে।

ক্রমশঃ

ভ্রম সংশোধন :—গত কার্ত্তিক সংখ্যায় মুদ্রিত নটনারায়ণ রাগ পরিচয় শীর্ষক প্রবন্ধের মধ্যে 'জন্ত্রসে:' শব্দগুলি 'জন্ত্রসোঁ' হইবে।

স্বরলিপি

সাহানা—ধমার

রঙ্গ রঙ্গ খেলত হোরী
নন্দরাজ ঘর সব দেব আয়ে।
সাত সপ্তক প্রগট সুর গাবে দেব হর
গণপত মধুর মৃদঙ্গ বজায়ে।
সুর রাজ চতুরানন অগণিত সখিগণ
সুঢঙ্গ নাচত অত আনন্দ পায়ে।
ছোড়ত পিচকারী ভিঁজ গয়ে সারী
গোপেশ সবকো অঙ্গ লাল বনায়ে॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

০ ৩ ১´ ০ ২
‖ রজ্ঞা রা সা | র্ণ্‌া সা রা পা | মা জ্ঞা -া | জ্ঞা মা | রা সা |
র০ ০ ঙ্গ | র০ ০ ০ ঙ্গ | খে ০ ০ | ০ ০ | ল ত |

০ ৩ ১´ ০ ২
রজ্ঞা রসা ণ্‌া | সা রা সা রা | মজ্ঞা মা রা | মা -া | পা পা |
হো০ ০০ ০ | ০ রী ০ ০ | ন০ ০ ন্দ | রা ০ | ০ জ |

০ ৩ ১´ ০ ২
মা পা র্রা | র্সা ণা -ধা পা | মপা ধমা পা | মজ্ঞা -া | মরা -া ‖
ঘ র স | ব দে ০ ব | আ০ ০০ ০ | য়ে ০ | ০০ ০ ‖

১´ ০ ২ ০ ৩
‖ {মা} পা পা | ণা -ধা | র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | -াঃ র্সঃ র্সা র্সা |
সা ০ ত | স ০ | প্ত ক | প্র গ ট | ০ ০ সু র |

১´ ০ ২ ০ ৩
র্সা -া র্সা | র্রা -া | র্রা -া | র্মজ্ঞা -া -া | র্জ্ঞা র্মা র্রা র্সা |
গা ০ ০ | বে ০ | দে ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |

১´ ০ ২ ০ ৩
ণা র্সা -া | র্রা -া | র্সা -া | ণা পা -া | মা পা ণা ধা |
ম ধু ০ | র ০ | মৃ ০ | দ ঙ্গ ০ | গ ণ প ত |

১´ ০ ২
পা মা পা | মজ্ঞা -া | মরা -া |
ব জা ০ | য়ে ০ | ০০ ০ |

১´ ০ ২ ০ ৩
|| পা মজ্ঞা -া | জ্ঞা -মা | রা -া | মা মা পা | -া -া পা পা |
|| সু র ০ | রা ০ | জ ০ | চ তু রা | ০ ০ ন ন |

১´ ০ ২ ০ ৩
মা পা -া | ধা ণা | পা পা | মা পা -মা | ণা পা মজ্ঞা -া :|
অ গ ০ | ণি ত | স খি | ০ ০ ০ | ০ গ ণ ০ :|

১´ ০ ২ ০ ৩
জ্ঞা জ্ঞা মা | রা -া | সা -া | রা ণ্‌া -া | সা -া রা রা |
সু ০ ০ | ঢ ০ | ঙ্গ ০ | না ০ ০ | ০ ০ চ ত |

১´ ০ ২ ০ ৩
রা পা -া | মা পধা | মা পা | মা জ্ঞা -া | মা রা -া সা ||
অ ত ০ | আ ০০ | ০ ০ | ন ন্দ ০ | পা ০ ০ য়ে ||

১´			০		২		০			৩			
{মা	পা	-া	ণা	ধা	র্সা	-া	র্সা	র্সা	-া	র্সা	-া	র্সা	-া
ছো	০	০	ড়	০	ত	০	পি	চ	০	কা	০	রী	০

১´			০		২		০			৩			
র্সণা	-া	র্সা	র্রা	-া	র্রা	-া	মর্জ্ঞা	-া	র্মা	র্রা	-া	র্সা	-া}
ভিঁ	০	০	জ	০	গ	০	য়ে	০	০	সা	০	রী	০

১´			০		২		০			৩			
ণা	সা	-া	ণা	ধা	ণা	পা	ধা	মা	পা	র্সা	-া	ণা	পা
গো	পে	০	শ	০	স	ব	কো	অ	ঙ্গ	লা	০	ল	ব

১´			০		২	
মপা	ধমা	পা	মজ্ঞা	-া	মরা	-া
না০	০০	০	য়ে	০	০০	০

গান

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

বাংলা দেশের লতায় পাতায়
বাংলা দেশের শীতল ছায়ে,
ঢালে মধু কি যে আহা
বাংলা দেশের পল্লীগাঁয়ে।

বাংলা গানে, বাংলা হাওয়ায়
কি মধু যে প্রাণে বহায়
বাংলা বনে কি সুরভি
কি স্নেহরে বাংলা মায়ে।

কোন্ দেশেরি মলয় বাতাস
ফুলের সুবাস মাখে,
দোয়েল শ্যামা ডাক দিয়ে যায়
কাহার তরু শাখে?

কোথায় এমন চাঁদের হাসি
কোথায় বাজে শ্যামের বাঁশী
কোথায় এমন ত্যাগের খেলা
কোথায় প্রেমে নাচে গাহে?

স্বরলিপি

মিশ্র ভৈরোঁ—তেওরা

প্রভাত বীণা তব বাজে বাজে হে,
উদার অম্বর মাঝে মাঝে হে।
তুষার কান্তি তব প্রশান্তি
শুভ্র আলোকে রাজে হে!
তব আনন্দিত গভীর বাণী
শোনে ত্রিভুবন যুক্তপাণি
মন্ত্রমুগ্ধ ভাবগঙ্গা নিস্তরঙ্গা লাজে হে।*

ক [illegible]—কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীকমল দাশগুপ্ত

II দা দা দপা | মা মা | ঋা ঋা I সা -ন্‌া সা | -া -া | -সা -া I
প্র ভা ত০ | বী ণা | ত ব বা ০ জে | ০ ০ | ০ ০

সা -ঋা মা | গমা -পা | -মপা -দা I ন্‌া ন্‌া দ্‌া | ন্‌া -সা | সা সা I
বা ০ জে | হে০ ০ | ০০ ০ উ দা র | অ ম্‌ | ব র

ঋা -া -া | -ঋা -া | সা -া I সা -ঋা মা | সা -ঋা | -দা -া II
মা ০ ০ | ০ ০ | ঝে ০ মা ০ ঝে | হে ০ | ০ ০

অন্তরা

II দা দা মপা | পা -র্সা | র্সা র্সা I র্সা নর্সঋর্সা র্সা | দা -া | মা -া I
তু ষা র০ | কা ন্‌ | তি ০ ত ব০০০ প্র | শা ন্‌ | তি ০

মপা -পণা ণর্সা | দা -া | পা মা I গমা -পা পদা | দপা -মগা | -ঋসা ন্‌সা I
শু০ ০০ ভ্র০ | আ ০ | লো কে রা০ ০ জে০ | হে০ ০০ | ০০ ০০

* উক্ত গানখানি "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস্" রেকর্ডে গীত।

মপা পর্সা র্সা | র্সনা -র্সা | দা মা I মপা পর্সা র্সা | র্সনা র্ঋা | র্সা -া I
ত০ ব০ আ | ন০ ন্ | দি ত গ০ ভী০ র | বা০ ০ | ণী ০

র্সা র্গা র্গা | র্ঋা -র্গা | র্ঋা র্সা I নর্সা -র্ঋা র্সা | দা -পা | মা -া I
শো নে ত্রি | ভু ০ | ব ন যু০ ০ ক্ত | পা ০ | ণি ০

মা -মা মা | দা -া | দা -া I ঋা -ঋা ঋা | র্ঋা র্ঋা | র্সা -া I
ম ন্ ত্র | মু গ্ | ধ ০ ভা ০ ব | গ ং | গা ০

র্সা -না র্সা | দা -দা | মা -া I গমা -পদা র্সর্সা | র্সনা -দপা | -মগা -ঋসা II
নি স্ ত | র ঙ্ | গা ০ লা০ ০০ জে০ | হে০ ০০ | ০০ ০০

ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

"Drama and music are by themselves religion any song, love song or any song nevermind. If one's whole soul is in that song, he attains salvation * * *।"

—*Swami Vivekananda.*

সঙ্গীত কি ?

সঙ্গীত চৌষট্টিকলার অন্যতম। ইহা সর্ব্ব বিদ্যা হইতে শ্রেষ্ঠতম ও করুণাময় স্রষ্টার অপূর্ব্ব দান। সুরই এর প্রাণ। মানবের আন্তরিক পবিত্র ভাবসকল বাণী ও সুর-সম্ভারে সজ্জিত হোয়ে প্রার্থনার রঙে রঞ্জিত হোলেই তা সঙ্গীতাকারে অভিব্যক্ত হয়; এজন্য সুরের ছাঁচে বাণীকে ঢেলে ভাবের অভিব্যক্তি তোলার নামই হোচ্ছে 'সঙ্গীত'। কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ ব্যবহারিকার্থে এর নাম দিয়েছেন 'ত্রৌর্য্যত্রিক', অর্থাৎ—

"গীতবাদিত্র-নৃত্যানাং ত্রয়ঃ সঙ্গীতমুচ্যতে।
গানস্যাত্র প্রধানত্বাৎ তৎসঙ্গীতমিতীরিতম্॥"

—সঙ্গীত-পারিজাত।

গীত, বাদ্য ও নৃত্য—এ তিনের সমাবেশকেই 'সঙ্গীত' বলে; তবে সঙ্গীত-দর্পণ টীকাকার বলেছেন—"নৃত্যং বাদ্যানুগং, বাদ্যঞ্চ গীতানুগং; গীতস্যৈব প্রধানত্বম্।" অর্থাৎ গান বা কণ্ঠ-সঙ্গীতের প্রাধান্য হেতু একেই 'সঙ্গীত' নামে অভিহিত করা হয়।

পুরাকালে ভরতাদির সময়েও গীত-বাদ্যবিদ্ গন্ধর্ব্ব-সমাজে সঙ্গীত ত্রৌর্য্যত্রিক মূর্ত্তিতেই বিকশিত ছিল, এজন্য

সঙ্গীতকে 'গন্ধর্ব্ব বিদ্যা' নামেও অভিহিত করা হয়। কণ্ঠ-সঙ্গীত বাণী ও স্বরের মিশ্রণে, বাদ্য তাল ও ছন্দ-সমাবেশে এবং নৃত্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লীলায়িত গতির বিকাশে পরস্পরে সম্বন্ধ হোয়ে সঙ্গীতের মূর্ত্তি গঠিত কর্‌ত, যা কোরে থাকে আংশিকভাবে এখনও আমাদের নাটকাভিনয়কালে। কিন্তু বস্তুতঃ সঙ্গীত বল্‌তে যা আমরা বুঝি, তা কণ্ঠ-সঙ্গীত ও বাদ্যের সংমিশ্রণ মাত্র; কণ্ঠ-সঙ্গীতেরই প্রধান্য, বাদ্য তার সহগামী মাত্র।

এই সঙ্গীত শাস্ত্রদ্বারা নিয়মিত। সঙ্গীতশাস্ত্রের মতে ব্রহ্মা চতুর্ব্বেদ হোতে সারাংশ সংগ্রহ কোরে এই সঙ্গীত-শাস্ত্র ও কলা সৃষ্টি কোরেছেন। 'সঙ্গীত-দামোদর' বলেন—

"ঋগ্‌ভিঃ পাঠ্যামভূদ্গীতং সামভ্যঃ সমপদ্যত।
যজুভ্যোঽভিনয়া জাতা রসাশ্চাথর্ব্বণঃ স্মৃতাঃ॥"

ঋগ্বেদ হোতে সঙ্গীতের উৎপত্তি, সামবেদ দ্বারা পরিপুষ্টি, যজুর্ব্বেদ দ্বারা অভিনয় ও অথর্ব্ববেদ দ্বারা এর রসবিস্তার হয়। এজন্য সঙ্গীত-শাস্ত্রকে 'পঞ্চমবেদ' বলা হয় এবং সঙ্গীত অনাদি বেদনিঃসৃত শ্রেষ্ঠ পারমার্থিক বিদ্যা!

সঙ্গীতের উৎপত্তি

"গীতং নাদাত্মকং।" নাদই হোচ্ছে সঙ্গীতের মূল বা ভিত্তি (foundation). এজন্য শাস্ত্রকার বলেছেন—"ত্রয়ং গীতবাদ্যনৃত্যরূপং নাদাধীনং নাদমবলম্ব্য বর্ত্তত।" এই নাদই হোচ্ছে বেদের বীজ বা আদিছন্দ 'ওঙ্কার' নামে অভিহিত। সঙ্গীত-শাস্ত্রের মতে ওঙ্কার বা নাদই সমগুণব্রহ্ম প্রণবই সত্ত্বরজস্তমোগুণযুক্ত হোয়ে যাবতীয় রাগ ও রাগিণীর সৃষ্টি, পুষ্টি ও পুনর্ব্বিলীন কোরে থাকেন। শাস্ত্রকার নাদার্থে—"ন-কারং প্রাণনামানং দ-কারমনলং" বলেছেন এবং নাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন—

"আত্মনা প্রেরিতং চিত্তং বহ্নিমাহন্তি দেহজম্।
ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং প্রাণং স প্রেরয়তি পাবকঃ।
পাবকপ্রেরিতঃ সোঽথ ক্রমাদূর্দ্ধপথে চরন্।
অতি সূক্ষ্ম ধ্বনিংনাভৌ হৃদি সূক্ষ্মং গলে পুনঃ।
পুষ্টং শীর্ষেত্বপুষ্টঞ্চ কৃত্রিমং বদনে তথা॥" ইত্যাদি।

—সঙ্গীত-দর্পণ, ৩৪ পৃঃ

অথবা সংক্ষেপে নাদোৎপত্তির মর্ম্ম এই যে, প্রাণবায়ুর সহিত সত্ত্বময়ী ইচ্ছা মূলাধারস্থ অপান বায়ুর সংস্পর্শে রজোগুণান্বিতা হোলে তা 'ধ্বনি' নামে কথিত হয়। সে ধ্বনি পুনঃ তমোগুণে অনুবিদ্ধ হোলে 'নাদ'রূপে পরিণত হয়, এই তমোগুণান্বিতা নাদকে 'নিরোধিকা' বলে। এই নিরোধিকা পুনরায় রাজোগুণ দ্বারা প্রবুদ্ধ হোয়ে 'অর্দ্ধেন্দু' নামে খ্যাত হয় এবং অর্দ্ধেন্দু হোতে 'অবশেষ বিন্দুর' উৎপত্তি। এই বিন্দু আবার বক্রানুযায়ী মূলাধারে পরিপুষ্ট হোলে 'পরা', লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানে 'পশ্যন্তি', হৃদয়ে অনাহতচক্রে 'মধ্যমা', কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধচক্রে 'বৈখরী' নামে অভিহিত হয়। এই বৈখরীই অবশেষে দন্ত, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, তালু ও জিহ্বা প্রভৃতির সাহায্যে ষোড়শাকার বর্ণময় শব্দে পরিণত হয়, যথা—স, র, গ, ম, প, ধ, ন, প্রণব, হুং, ফট্‌, উদ্গীস (?) বষট্‌, স্বধা, স্বাহা, নমঃ ও অমৃত!

শাস্ত্রকারগণ এই নাদকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা :—

"আহতোঽনাহতশ্চেতি দ্বিধানাদো নিগদ্যতে।"

তন্মধ্যে 'অনাহত' সূক্ষ্ম ধ্বন্যাত্মক, মানবের বাহ্যিক কর্ণেন্দ্রিয়ের বহির্ভূত ও প্রাণায়ামাদি যৌগিক পন্থাগম্য এবং 'আহত' হোচ্ছে বর্ণাত্মক। এই বর্ণাত্মক নাদই বা ভাবপ্রকাশক হোয়ে জগতের সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে আনন্দধারা প্রবাহিত কোরে থাকে, যথা :—

"স নাদস্ত্বাহতো লোকে রঞ্জকো ভব ভঞ্জকঃ।"

এই আহত নাদই স্থূল কর্ণেন্দ্রিয়ে শ্রুতিগোচর হোয়ে 'রাগ' নামে কথিত হয় এবং সর্ব্বপ্রাণীর চিত্তবিনোদন কোরে থাকে, যথা :—"রঞ্জকো জনচিত্তানাং স রাগঃ

খিতো বুধৈঃ।" অনাহত নাদ 'মুক্তিদং ন তু রঞ্জকম্।' ন্তু আহতনাদ মানবের মনোরঞ্জন কোরে থাকে, এজন্য াহত নাদই রাগ বা যথার্থ সঙ্গীত নামে পরিচিত।

সঙ্গীতের আদি প্রচার

"মার্গদেশী বিভাগেন সঙ্গীতং দ্বিবিধং স্মৃতং।"

শাস্ত্রকারগণ সঙ্গীতকে মার্গ ও দেশীভেদে দু'ভাগে বভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে—

"দ্রুহিণেন যদম্বিষ্টং প্রযুক্তং ভরতেন চ।

মহাদেবস্য পুরতস্তন্মার্গাখ্যং বিমুক্তিদম্॥"

। ব্রহ্মা কর্তৃক মার্গিত ও মহর্ষি ভরত কর্তৃক মহাদেবের মুখে অভিনীত হোয়েছিল, তাই মুক্তিপ্রদায়ক মার্গসঙ্গীত', এবং "তত্তদ্দেশস্থয়ারীত্যা······ দেশে দেশে তু ঙ্গীতং তদ্দেশীত্যভিধীয়তে।" অর্থাৎ দেশে দেশে ঙ্গীতের প্রবর্ত্তন হওয়ায় সঙ্গীত 'দেশী' নামে কথিত হয়।

কথিত আছে, ব্রহ্মা সমগ্র বেদ হোতে সার সংগ্রহ কারে রাগ-রাগিণীসহ শাস্ত্র ও বিদ্যা ভরত, নারদ, রম্ভা, হু ও তুম্বুরু নামক তাঁর পাঁচ শিষ্যকে শিক্ষা প্রদান করেন। নেকের মতে তিনি কিন্নরীগণকেও শিক্ষা প্রদান করেন বং তারাই নটরাজ মহাদেবের সম্মুখে রাগ-রাগিণী মূহের অভিনয় কোরেছিলে। যা'হোক ভরতাদি মুনি য বিদ্যা স্বর্গলোকে প্রচার করেন, তাই 'মার্গসঙ্গীত।'

তৎপরে মর্ত্তলোকে পুনরায় মহর্ষি বেদব্যাস সমগ্র বেদকে চার্ ভাগে ভাগ কোরে ছন্দঃ, উচ্চারণ ও স্বর-সংস্থানাদি সহ পৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনী ও সুমন্তু নামক চারি শিষ্যকে শিক্ষা প্রদান করেন। এই শিষ্যগণও পরে আপনাপন শিষ্যগণকে তদনুযায়ী শিক্ষা দিতে থাকেন। এরূপে শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে ঋষিগণের মধ্যে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরত্রয় দ্বারা বেদসমূহ গীত হোতে থাকে এবং তা' উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হোয়ে দেশে সর্ব্বত্র গানের প্রথা প্রচারিত হয়। মানবের রুচি বিভিন্ন, কাজেই দেশভেদে ও রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন বাণী, রাগ-রাগিণী ও সাধন-প্রণালীর উৎপত্তি হোতে লাগ্‌ল এবং তা-ই উত্তরকালে 'দেশী সঙ্গীত' নামে প্রসিদ্ধ হয়।*

অবশ্য এই আখ্যায়িকার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকুক বা নাই থাকুক, তবে সঙ্গীত বিদ্যা যে বহু প্রাচীন ও তার অনুশীলন যে বহুকাল হোতে চলে আস্‌ছে, তাতে আর সন্দেহ নেই, কারণ বৈদিক-যুগ তার সাক্ষ্য। বৃহদারণ্যকোপনিষদে ও ছান্দোগ্যে 'উদ্গানের' পরিচয় ও ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে স্বরচতুষ্টয়ের আভাষ এবং তদ্ব্যতীত দুন্দুভি, আদম্বরা, ভূমিদুন্দুভি, বনস্পতি, আঘাতি, কাণ্ড-বীণা ও শততন্ত্রী বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের পরিচয়ও আমরা বেদে পেয়ে থাকি। শুধু তাই নয়, তখন ঋষিকণ্ঠে সাম-ছন্দ ঝঙ্কারিত হোয়ে যে আকাশ, বাতাস, গিরি, কানন সর্ব্বত্র প্লাবিত ও পবিত্র কর্‌ত, তার পরিচয় এখনও আমরা পেয়ে থাকি। সামবেদ গীত বিশেষ; "গান ক্রিয়াবিশেষঃ সাম", কারণ সুর ও ছন্দে ইহা সুশোভিত। অতএব বেদের প্রাচীনতা মান্‌তে গেলে সামবেদান্তর্গত গান ও স্তোত্র তথা সঙ্গীতের প্রাচীনতা অবশ্যই মান্‌তে হবে।

ক্রমশঃ

* স্বর্গত রামপ্রসাদ সেন মহাশয় বলেছেন—"দর্পণকারের এই মার্গদেশীর লক্ষণ ব্যঞ্জক শ্লোক এবং "মার্গ" এই নাম এতদুভয় অনুসারে এই প্রতীতি হয় যে, প্রথম প্রচারিত গীতি অর্থাৎ যৎকালে গীত সকল কোন রীতির অনুগত হয় নাই, কেবল সাতটী স্বর মাত্র অবলম্বন করিয়া গান করা হইত, আর তাল মাত্র প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাই 'মার্গ-সঙ্গীত' বলিয়া লক্ষ্য করা হইয়াছে। "মার্গ" এই শব্দের সাধারণ অর্থ পথ। যে সঙ্গীত প্রাথমিক—প্রথম স্বরূপ অর্থাৎ যাহা অবলম্বন করিয়া অনন্তর-জাত লোকেরা নানাদেশে নানা রীতিতে নানাপ্রকারে বিস্তৃত করিয়া সঙ্গীতকে উন্নত করিয়াছে—ঐ অবলম্বিত বস্তুই মার্গ। ফল, মার্গসঙ্গীত যাহাই হউক, তাহা লইয়া অধিক [illegible] যাহা দেশী, তাহারই সাঙ্গোপাঙ্গ বস্তু আমাদের জ্ঞাতব্য ও শ্রোতব্য।

স্বরলিপি

বড়হংস সারঙ্গ—ধমার

সুন্দর মনমোহন প্যারে নন্দদুলারে
হোরী খেলন আয়ে মেরে ধাম।
কৌন নবল তিয়া তুম্‌হে খেলায়ে,
রঙ্গায়ে জগায়ে চারো যাম।

অধরন অঞ্জন পীক কপোলন
জাবক তিলক লগায়ে।
অবীর গুলাল মুখসে লপটায়ে
তান তিলক সুর প্রভু কহাঁ পায়ে॥

রচয়িতা—সুরসখী

স্বরলিপি—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পূর্ণ জাতি। স্বাভাবিক ঠাট। ধ—বাদী। রী—সংবাদী।

০ ৩ ১´ ০ ২
রা | মা পা ধা | পা মা রা সা | রা সা -া | রা ন্‌া | সা সা |
সু | ন্দ র ম | ন মো ০ ০ | হ ন ০ | প্যা ০ | ০ রে |

০ ৩ ১´ ০ ২
সা ধ্‌া প্‌া | ম্‌া প্‌া ন্‌া সা | রা ন্‌া -া | -া -া | রা সা |
ন ০ ন্দ | দু লা ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ | ০ রে |

০ ৩ ১´ ০ ২
সা রা ধা | ধা মা পা পা | মা ধা পা | মগা মা | রা -া |
হো রী ০ | খে ০ ল ন | আ ০ য়ে | মে০ ০ | রে ০ |

০ ৩ ১´ ০ ২
রা মা পা | মা ধা মা পা | মা রা পা | গা মা | রা ||
ধা ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ | ম ||

০ ০ ২ ০ ৩
{মা পা পা | ধা র্সা | র্সা -া | র্রা না র্সা | র্সা -া র্সা -া |
কৌ ০ ন | ন ব | ল ০ | তি য়া ০ | তুম্‌ ০ হে ০ |

১´ ০ ২ ০ ৩
র্সা না র্সা | র্রা -া | র্সা -া | র্সা না র্সা | ধা পা মা মা} |
খে ০ ০ | লা ০ | য়ে ০ | র ঙ্গা ০ | ০ ০ ০ য়ে |

১´			০		২		০			৩			
পা	ধা	র্সা	র্রা	সা	ধা	পা	ধা	মা	পা	ধা	র্সা	মা	পা
জ	গা	০	০	০	০	য়ে	চা	০	০	রো	০	০	০

১´			০		২
ধা	পা	মা	গা	মা	রা ‖
যা	০	০	০	০	ম ‖

১´			০		২		০			৩			
ধা	মা	পা	মা	গা	মা	রা	পা	-া	-া	পা	পা	-া	-া
অ	ধ	০	র	ন	অ	০	০	০	০	গু	ন	০	০

১´			০		২		০			৩			
মা	পা	-া	ধা	র্সা	ধা	পা	মা	ধা	মা	পা	মগা	মা	রা
পী	০	০	ক	০	০	ক	পো	০	০	০	ল০	ম	০

১´			০		১		০			৩			
রা	-া	-া	রা	রা	রা	রা	সন্‌া	ন্‌া	-া	সা	-া	সা	-া ‖
জা	০	০	ব	ক	তি	ল	ক	ল	০	গা	০	য়ে	০ ‖

১´			০		২		০			৩			
{র্সা	র্সা	-া	র্সা	ধা	না	র্সা	র্রা	না	সা	র্সা	-া	-া	-া
অ	ধী	০	০	০	র	গু	লা	০	০	ল	০	০	০

১´			০		২		০			৩			
র্সা	না	র্সা	র্রা	-া	র্সা	র্সা	নর্সা	ধনা	মা	পা	-া	পা	-া
মু	খ	০	সে	০	ল	প	টা০	০০	০	০	০	য়ে	০

১´ ০ ২ ০ ৩
র্´া র্´া স´ধা | ধা পা | মা পা | ধা স´া -া | সা রা পা -া |
তা ন তি০ | ল ক | সু র | প্র ভু ০ | ক হাঁ ০ ০ |

১´ ০ ২
মধা পধা মপা | গা মা | রা ||
পা০ ০০ ০০ | ০ ০ | য়ে ||

বাঁট

১´ ০ ২ ০ ৩
১। স´া ধপা মপা | মগা মরা | সঃ রা | মপা ধা পা | রা স´না স´া ধপা |
সু ন্দর মন | মোহ নপ্যা | রে ন | ন্দদু লা রে | হো রী০ খে লন |

১´ ০ ২
মপা নধা র´স´া | ধপা মরা | রা ||
আ০ ০০ ০রে | মেরে ধা০ | ম ||

৩ ১ ০ ২ ০
২। মা ররা মপা ধা | পপা পপা মগা | মরাঃ রঃ | রপা মা | ধপা মগা মরা |
সু ন্দর মন মো | হন প্যারে নন্দ | দুলা র | হোরী খে | লন আয়ে মেরে |

৩ ১´ ০ ২ ০
রসা রমা পধা পমা | রসা মগা মরা | রসা রমা | পধা পমা | রসা মগা মরা |
ধাম সুন্দ রম নমো | হন আয়ে মেরে | ধাম সুন্দ | রম নমো | হন আয়ে মেরে |

৩ ১´
রমা রমা পধা পমা | রা সা -া
ধাম সুন্দ রম নমো | হ ন ০

শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, বি-এ

ছোট লোফা বা জলদ লোফা

ইহা ছয়টি পূর্ণমাত্রা বা বারটি অর্দ্ধমাত্রার ছন্দ এবং সমপদী চারিটি পদে বিভক্ত। প্রত্যেকটী পদে ১½ মাত্রা অর্থাৎ তিনটি করিয়া অর্দ্ধমাত্রা। প্রথম শিক্ষার্থীগণ অর্দ্ধমাত্রা বুঝিতে পারিবে না বলিয়া প্রতি অর্দ্ধমাত্রাকেই মাত্রা ধরিয়া দেখান হইতেছে। শিক্ষার্থীগণ এইরূপ প্রত্যেকটি মাত্রাকে পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত লোফার এক একটি মাত্রার অর্দ্ধেক বলিয়া জানিবে।

লয়

২ ০ +
তা গুরুগুর্ ধা দা দা দি ধা (আ) তিন্
০
(ইন্) তেটে তেটে |

উক্ত বোলের পাঠ নিম্নে ছয় মাত্রায় দেখান হইতেছে।

তা গুর্গুর্ ধি দি দি দা ধিন্ তা (আ)
তেটে তেটে |

লহর

\+ ০ ২
১। তা গুর্গুর্ ধি না ধি নি দে দে দা
০ + ০
দে দে দা তা গুর্গুর্ ধি না ধি নি
২ ০
তে টে তা তে টে তা |

\+ ০
২। (দা দা ধে নে (এ) কুর্ কুর্) ৩ ঐ লঘু

\+ ০ ২
৩। ধেনে নাগ ধেনে নাক ধেনে ধেনে ধেনে
০
নাগ ধেনে নাগ ধেনে ধেনে |

\+ ০ ২
৪। দ্রেগেঙ্ দাধি নিদা ধেনে ধেনে নাক ধেনে
০
ধেনে নাক তেনে তেনে নাক |

\+ ০
৫। ধেটে তাতা তিনি ধেটে তাতা কুর্কুর্
২ ০
তেটে তাদা ধিনি দেদে দেদে দেদে |

লহরের মুর্চ্ছন

\+ ০
ধা ধা ধি (ইন্) ধা ধা
২ ০
ধি (ইন্) ধা ধা ধা ধা

হাত

\+
১। (দেরে ধেনে নাক) ৩ ঐ লঘু।

+ ০ ২ ০
২। ধে না ধে না তা তা থে টা ধে না
দা দা

+ ০ ২
৩। ধেই তেনে ঘেনে দাঘি নাক থেই থেই
০
তেনে ঘেনে দাঘি না থেই

+ ০
৪। তাথি তাথি তাথি তাথি তাথি তাথি
২ ০
তেরে থেটা তাথি দা ধেই য়া

মূচ্ছর্ন

+ ০
ঝে না ঝে না ঝে না
২ ০
গুর্‌গুর্ গুর্‌গুর্ ঝে না থে টা

শ্লোক

+ ০ ২
১। গউ রগ উর গউ রনি তাই তুটী তুটি
০ +
তুটি ভাই ভাই ভাই তু'তিনি তিনি তিনি

০ ২
তাই তাকে তাকে ধ্যাও তাকে তাকে
০
ধ্যাও তাকে তাকে

মুখে আবৃত্তি করিতে করিতে উচ্চারিত শব্দগুলির সঙ্গে মৃদঙ্গধ্বনির সামঞ্জস্য করিয়া অতি মৃদু আঘাতে বাজাইতে হইবে। এই সময় গায়কগণকে মৃদুকণ্ঠে এক পদের আবৃত্তি করিতে হইবে এবং করতাল বাদন বন্ধ রাখিতে হইবে।

+ ০ +
২। তটে তটে তটে শ্রীয মুনা তটে বাজা
০ +
(ও)ত কালা নী পনি কটে বাজা (ও)ত
০ ২ ০
ঘন মোহ নবে (এ)ণু মধু রম ধুর বাজা
+ ০
(ও)ত কানু রাই রাই রাই বিনো দিনী
২ ০ +
ধনি তপ নত নয়া ঘা টে (এ)স তপ নত
০
নয়া ঘা টে (এ)

তটে—তেটে, শ্রীযমুনা—ত্রেদাগেনা, বাজা(ও)ত—গধেইতা, কালা—কতা, প—ক, কটে—কতা, ঘন=গেনা, মোহনবেণু=গেঘেনা গেনা, মধুর—গেঘেত্রে, ব[illegible]—কনা, রাই—ত্রে, বিনোদিনি ধনি—গেনাজেনা গেনা, স—থ ইত্যাদি।

ক্রমশঃ

ঐক্যতানিক এস্রাজের গৎ

ইমন-কল্যাণ—কাওয়ালী

রচনা—প্রফেসার শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আস্থায়ী

০ ১ + ৩
I র্সা না ধা পা | -া হ্মা গা -া | পা রা -া গা | রা -া সা -া I

০ ১ + ৩
সা গা রা গা | রা সা ন্‌া সা | ধ্‌া ন্‌া সা রা | গা রা সা -া I

০ ১ + ৩
সা সা রা রা | গা গা হ্মা হ্মা | রা রা গা হ্মা | পা ধা না ধা II

অন্তরা

০ ১ + ৩
I র্সা না ধা পা | -া হ্মা গা -া | পা -া পা -া | পা ধা পা র্সা I

০ ১ + ৩
-া র্সা র্সা র্সা | ধা না র্সা র্রা | র্গা র্রা র্সা -া | র্গা র্গা র্রা র্রা I

০ ১ + ৩
না না ধা ধা | হ্মা হ্মা গা গা | রা রা সা -া | র্সা না ধা না I

০ ১ + ৩
ধা পা ধা পা | হ্মা পা হ্মা গা | হ্মা গা রা গা | রা সা ন্‌া সা I

০ ১ + ৩
সা রা গা হ্মা | পা ধা না র্সা | না ধা পা হ্মা | পা রা সা ন্‌া II

ক্রমশঃ

* গত এলাহাবাদ নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনীতে উক্ত গৎখানি বাদিত হইয়াছিল।

সঙ্গীতচ্ছটা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী

সঙ্গীতে "কীর্ত্তন" জিনিষটী খুব উচ্চাঙ্গের বটে। সাধারণতঃ সঙ্গীত শিল্পীগণ কীর্ত্তনকে সর্ব্বদাই অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। উহার ভিতরে কি রসাত্মক পদের অভাব ও তাল, মাত্রা, লয়, ছন্দাদির অপূর্ণতা আছে? উহার সাধনও সহজ সাধ্য নহে। কীর্ত্তন গানগুলি স্বরলিপি সহযোগে দেখা যায়—ভাল ভাল রাগিণীতে গেয় হইয়া থাকে। গ্রামে, দেশে, সহরে, বন্দরে কীর্ত্তন খেয়াল, ধ্রুপদের চেয়ে অধিক প্রচলিত। কিন্তু অন্তঃসারশূন্যাবস্থায় লোকের মুখে মুখে গীত হয় বলিয়া কীর্ত্তনকে এত সোজা করিয়া ফেলিয়াছে যে, রাখালগণও মাঠে গরু চরায় আর বড় বড় মহাজন রচিত গান গাহিয়া আমোদ করে। সাধারণ বৈঠকী গানের সদৃশ ব্যবহার চলে বলিয়া অধিকাংশ শিক্ষিত অশিক্ষিত লোক নির্ব্বিশেষে উহাকে পছন্দ করেন না। উহার স্বরূপতা আমি ইতঃপূর্ব্বে "কীর্ত্তন ও ঢপের পার্থক্য" প্রবন্ধে যথাশক্তি বুঝাইয়াছি। "ঢপ" দ্বারাও কীর্ত্তনের প্রতিচ্ছায়া গ্রহণ ব্যতীত স্বরূপতা লাভ হইতে পারে না। আসল কীর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহা প্রকৃতই ঠিক হইয়াছে। একটা ধ্রুপদ বা দাদ্‌রা, ঠুংরী, গজল অপেক্ষা কীর্ত্তন কঠিন ও কম নয়। ইহার তাল লয়াদি কম জটিলতা পূর্ণ নয়। খেয়াল গান যেরূপ ক্ষেত্র পাইয়া বিস্তীর্ণলাভ করে কীর্ত্তনেও তদ্রূপ হইয়া থাকে। বরং উচ্চ-নীচতার দূরত্ব হিসাবে খেয়াল অপেক্ষা কোনও কীর্ত্তনে রাগ রাগিণী অনেক রস প্রস্রবণ করে এবং অনেক প্রকার তান ও কর্ত্তবাদি দ্বারা শোভিত হয়। সুতরাং কীর্ত্তন কিছুতেই খাম-খেয়ালে শিক্ষা ও লোকরঞ্জক হইতে পারে না।

টিপ্পনী—যত্রোপবেশ্যতে রাগঃ আস্থায়ীত্যুচ্যতেহি সঃ।
আভোগ স্বন্তিমো ভাগো গীত পূর্ণত্বসূচকঃ॥—(সঙ্গীত-দর্পণ)।

ধ্রুবা ভোগান্তরে কশ্চিদ্ধাতু রুক্তোন্তরাভিধঃ।
এতৎ সংমিশ্রণাদ্বর্ণ সঞ্চারীতি নিগদ্যতি॥—(হরিনায়ক কৃত সঙ্গীতসার)।

গানের প্রথম ভাগের নাম আস্থায়ী যাহাকে মহরা বা ধুয়া (ধ্রুব) বলে। গানের দ্বিতীয় ভাগের (কলির) নাম অন্তরা। ইহার নিয়ম মধ্য সপ্তকের মধ্যস্থান হইতে আরম্ভ হইয়া তার সপ্তকের সা-এ আরোহণ করতঃ তথায় কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তর রাগ বিশেষে আরও উপরে গিয়া নামিয়া আসে, কেহবা সা হইতে নামিয়া আস্থায়ীর সুরের সঙ্গে মিশিয়া সমাপন হয়। গানের তৃতীয় ভাগের নাম সঞ্চারী—ইহার নিয়ম গানের আস্থায়ী ভাগ যে মধ্য সপ্তকে সম্পাদিত হয় তাহারই উচ্চাংশ হইতে অবরোহণ করিয়া গায়কের সাধ্যমত খাদ সপ্তকের কতক দূর পর্য্যন্ত নামিয়া আবার আরোহণ করতঃ সা-এ সমাপ্ত হয়। তৎপরে গানটী পুনরায় অবরোহণ করিয়া মধ্য সপ্তকের কোন স্থানে সমাপ্ত হয়। এইপ্রকার অবস্থাপন্ন কলিকে বা ভাগকে আভোগ বলে। কোনওস্থানে উপরিউক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। ধ্রুপদেই উক্ত নিয়ম সর্ব্বদা খাটে। খেয়াল কোন কোন গানে খাটে, আর অন্তরার ন্যায় অন্যান্য কলিতে দেখা যায়। কিন্তু কীর্ত্তনে আস্থায়ী ও আভোগে কর্ত্তবাদির ব্যবহার নিত্য সিদ্ধ।

এইটুকু মাত্র বলা যায় আস্থায়ী ও আভোগে ইহার কারুকার্য্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা খেয়ালাদি অপেক্ষা কম নয়। কোনও শ্রেণীর রাগিণী কীর্ত্তনে তানাদি সহযোগে অধিক আনন্দদায়ক ও নানাবিধ কারুকার্য্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব-লাভ করিয়া থাকে অবশ্য অন্তরা ও সঞ্চারীতে তাহার তেমন শিল্প-বৈচিত্র্য নাই যাহা খেয়ালে থাকে। বিশেষতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বীগণ এই কীর্ত্তনকে সাধনার প্রধান উপাদান মনে করেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি...

স্বরূপ রামানন্দ সনে পড়ে প্রভু রাত্রি দিনে
গায় সুখে পরমানন্দ।

ইহা দ্বারাও কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য সূচিত হইয়াছে। এই কীর্ত্তন যদি সৃষ্টি না হইত তবে সঙ্গীতের অপূর্ণতা কতটুকু থাকিত তাহা সঙ্গীত শিল্পী বিচার করিয়া দেখিবেন।

এখনও নবদ্বীপে ধূলটের সময় গণেশ প্রভৃতি কীর্ত্তনীয়াদের কীর্ত্তন যাঁহারা শুনেন তাঁহারা কতটুক পরিতৃপ্ত হয়েন—যতটুক অন্যান্য গানে হন না। পদের সহিত আধ্যাত্মিকতা হিসাবে কীর্ত্তনের যেমন যোজনা চলে, খেয়ালের সঙ্গে ও রাগাদির ব্যবহার ও তালাদির ব্যবহারের তুলনা চলে।

এক্ষণে আমাদের দেখা কর্ত্তব্য, এই কীর্ত্তন গানের রচয়িতা কে কে এবং তাঁহাদের নাম, ধাম কোথায় এবং কে কি রকম লোক ছিলেন। কারণ, পদকর্ত্তাগণ সকলেই ঋষিকল্প ছিলেন—ইহাও কম গৌরবের কথা নয়।

প্রথমেই কবি বিদ্যাপতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। বিদ্যাপতি মিথিলা নিবাসী এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় কাব্য-কাননের অপূর্ব্ব মধুচক্র তাঁর পদাবলী। কেবল মৈথিলী সাহিত্য বলিয়া নহে, বঙ্গ-সাহিত্যেও ইহার একটী বিশিষ্ট স্থান আছে।

বংশাবলী

বিষ্ণুশর্ম্মা
|
হরাদিত্য
|
ধর্ম্মাদিত্য
|
দেবাদিত্য
|
বীরেশ্বর — জয়দত্ত
জয়দত্ত
|
গণপতি
|
বিদ্যাপতি
|
হরপতি
|
রতিধর
|
রঘু
|
বিশ্বনাথ
|
পীতাম্বর
|
নারায়ণ
|
দিনমণি
|
তুলাপতি
|
একনাথ
|
ভাইয়া
|
নান্থ
|
ফণিলাল
|
বনমালী — বদরীনাথ
বনমালী → পুত্রগণ
বদরীনাথ → পুত্রগণ

এই উভয় পক্ষের পুত্রগণের বংশধরগণ জীবিত আছেন।

বিদ্যাপতির পিতা মিথিলাধিপতির বন্ধু ছিলেন। তিনি নিজে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বীরেশ্বরের প্রণীত 'দশকর্ম্ম'। 'বীরেশ্বর-পদ্ধতি' ক্রমে 'দশকর্ম্ম' হয়। ইঁহার বৃদ্ধপিতামহ 'স্মৃতি-রত্নাকর' গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। মিথিলার রাজা শিবসিংহদেব বিদ্যাপতিকে যথেষ্ট প্রীতি, উৎসাহ ও সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম সময় তাম্রশাসনে লেখা আছে—অনল বন্ধ্রগণ লকগন নরবইসক্ক সমুদ্রকর অগিনী সমী। তাৎপর্য্য—১৩২৭ শকাব্দ চৈত্রমাসের ষষ্ঠী তিথি। রাজা শিবসিংহ, বিদ্যাপতিকে দারভাঙ্গার সীতাকারী মহকুমার কমলা নদীর তীরে বিস্তর ভূসম্পত্তি দান করেন। শিবশিংহের পত্নী, রাজ্ঞী লছিমা দেবী বিদ্যাপতিকে শ্রদ্ধা করিতেন। বিদ্যাপতির স্বরচিত পদ দ্বারা জানা যায়—গয়াসুদ্দীন ও নসির সাহ্ উভয়েই বিদ্যাপতিকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। প্রথমে ইনি 'শৈব-সর্ব্বস্ব', 'গঙ্গা-বাক্যাবলী' ও 'দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী' রচনা করেন। পদে পদে "কবিকণ্ঠহার" উপাধি দেখা যায়। পরিশেষে তিনি 'পুরুষ পরীক্ষা', 'দান বাক্যাবলী', 'বর্ষকৃত্য', 'বিভাগ সার' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং বৈষ্ণবকুলের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া জীবন্মুক্তরূপে কেবল রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান তৈয়ারী করিয়া জগতের হিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পদাবলী সম্ভবতঃ প্রলয় পর্য্যন্তও নূতনত্ব ত্যাগ না করিয়া অলৌকিক শক্তি সম্পন্নতার পরিচয় দিবে। এক্ষণে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিতেছি।

২। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির সমসাময়িক লোক ছিলেন। জাতিতে ব্রাহ্মণ, বীরভূম জিলায় নান্নুর গ্রামে তাঁহার নিবাস ছিল। বাড়ীতে শিলাময়ী বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবী আছেন। প্রথম জীবনে চণ্ডীদাস এই দেবীর উপাসনা করিতেন এবং বাশুলীর আদেশে পদ রচনা আরম্ভ করেন—"কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে" ইত্যাদি অনেক নিদর্শন দেখা যায়। চণ্ডীদাস* বিদ্যাপতির গুণমুগ্ধ হইয়া গঙ্গাতীরে সাক্ষাৎ করেন এবং পরস্পরের মধ্যে কবিতা প্রভৃতি সাহিত্য-রসের আদান প্রদানে মিত্রতা হয়। বিদ্যাপতির লছিমা ও চণ্ডীদাসের রামী নাম্নী রজকিনীর কথা আছে। যথা :—

নিত্যের আদেশে বাশুলী চলিল সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর গ্রামেতে প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাশুলী আসিয়া চাপড় মারিয়া চণ্ডীদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন করহ যাজন ইহা ছাড়া কিছু নয়॥
ছাড়ি জপতপ করহ আরোপ একতা করিয়া মনে।
যাহা আমি কহি তাহা শুন তুমি শুনহ চৌষট্টি সনে॥
বস্তুতে গৃহেতে করিয়া একত্র ভজহ তাহারে নিতি।
বাণের সহিতে সদাই যজিতে সহজের এই রীতি॥
দক্ষিণ দেশেতে না যাবে কদাচিতে, যাইলে প্রমাদ হবে।
এই কথা মনে ভাবি রাত্রি দিনে আনন্দে থাকিবে তবে॥
রতি পরকীয়া যাহারে কহিয়া সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি রজক ঝিয়ারী রামিনী নাম যাহার॥
বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে শুনহ দ্বিজের সুত।
এ কথা লবেনা, না জানে যে জনা সেই সে কলির ভূত॥
(রাগাত্মক পদ)

এই সকল পদে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক পদ ধর্ম্ম শাস্ত্রান্তর্গত ও সাধনার বস্তু। অবশ্য শ্রীগৌরাঙ্গ এই ভাবের ভজন সাধারণ জীবের পক্ষে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। এই কবিগণ সাহিত্যিক হিসাবে আদি প্রবর্ত্তক বলা যাইতে পারে। ইঁহাদের নিকট এই দেশ সঙ্গীত ও বাংলা সাহিত্য চর্চ্চায় ঋণী। তাঁহার 'কৃষ্ণ-লীলা-কীর্ত্তনে' যেরূপ কল্পনাশক্তি, রচনা পারিপাট্য, রস-মাধুর্য্য এবং সুললিত ছন্দের পরিচয় দিয়াছেন, সেরূপ এ যুগে বিশেষ দেখা যায় না। তাঁহার রচনায় আদিরস বহুল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস অপেক্ষা পণ্ডিত ছিলেন। চণ্ডীদাস বাঙ্গালী কবি; এজন্য তিনি আমাদের অনেকটা নিজস্ব।

* চণ্ডীদাস শুনি বিদ্যাপতির গুণ দরশনে ভেল অনুরাগ।
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন...ইত্যাদি।

৩। জ্ঞানদাস একজন বৈষ্ণব কবি। তাঁহার রচিত বহু গান প্রচলিত আছে। তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ছন্দ ও ভাষার অনুকরণে পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য চরিতামৃতে নিত্যানন্দ শাখা বর্ণনায় ইহার উল্লেখ আছে। অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থে তাঁহার নাম দেখা যায় না। যথা— "পিতাম্বর আচার্য্য শ্রীদাস দামোদর।

শঙ্কর মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর।"

নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবী দেবীর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। কোন কোন পদে নিজ গুরু নিত্যানন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। একবার খেৎরীতে মহোৎসবে দেবী জাহ্নবী সহ জ্ঞানদাস, বৃন্দাবন দাস প্রভৃতি গিয়াছিলেন। এই সব ঘটনা 'নরোত্তম বিলাস' ও 'ভক্তি রত্নাকর'এ পরিষ্কার লেখা আছে। বীরভূমের একচক্রা গ্রামে নিত্যানন্দের জন্ম হয়। তার দুই ক্রোশ দূরে কাঁদাড়া মাদারা পাশাপাশি গ্রামে কাঁদাড়াতেই জ্ঞানদাসের জন্ম। যথা, ভক্তি রত্নাকরে—

"রাঢ়দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।

তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয়॥"

দীক্ষার পরই তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হন। পদে পাওয়া যায় তিনি খ্যাতনামা গায়ক ও বাদক ছিলেন। বৈরাগ্য প্রবণতায় বিবাহ করেন নাই। তাঁহার উৎসব প্রতি পৌষ-পূর্ণিমায় মহোৎসব হয়। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কোতুলপুর গ্রামে তাঁহার বংশধরগণ মঙ্গল ঠাকুরের বংশ নামে খ্যাত। জ্ঞানদাসকে গোস্বামী বলিয়া তখনকার সময়ে সকলে ডাকিত। তজ্জন্য তাঁহার জ্ঞাতিগণ গোস্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

৪। রায় শেখর একজন বৈষ্ণব পদাবলীকার। বর্দ্ধমান জেলায় বাড়াস গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর শিষ্য এবং নিত্যানন্দ বংশোদ্ভব। গোবিন্দদাসের পর তিনি পদ রচনা করেন। কেহ কেহ চন্দ্রশেখরও বলেন। রায় শেখর সঙ্গীতে তখনকার সময় খুব লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। লোকসমাজে সঙ্গীতপিপাসী বলিয়া শিশুকাল হইতেই পরিচিত ছিলেন। 'গৌরলীলা'য় ইহার বহু সুললিত পদ আছে।

৫। গোবিন্দদাস একজন বৈষ্ণব কবি। জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। চৈতন্যদেবের পরিকর চিরঞ্জীব সেনের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দদাস কাটোয়ার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে জন্ম-গ্রহণ করেন। 'ভক্তমালা', 'ভক্তি রত্নাকর' ও 'নরোত্তম বিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে গোবিন্দদাসের পরিচয় পাওয়া যায়। চিরঞ্জীব পূর্ব্বে কুমার নগরে বাস করিতেন। পরে দামোদর সেনের কন্যা বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডে বাস করিতেন। ইঁহার মাতার নাম সুনন্দা। অগ্রজ রামচন্দ্র নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হন। গোবিন্দদাস প্রথম বয়সে শক্তির উপাসক ছিলেন। গদাধর প্রভৃতি তিরোধানের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া বিবেকাধিক্যে আচার্য্য শ্রীনিবাস বৃন্দাবনে চলিয়া যান, তখন গোবিন্দ দাস বুধরী গ্রামে থাকিতেন। আচার্য্য আসিয়া গোবিন্দদাসের বাটীতে থাকেন। এখানে তিনি গোবিন্দের মুখে পদাবলী শুনিয়া আত্মহারা হন। তাঁহারই অনুরোধে গোবিন্দ গীতামৃত রচনা করেন। রচনা-চাতুর্য্যের মাধুর্য্য দেখিয়া তাঁহাকে "কবিরাজ" উপাধি দেন। জীব গোস্বামী প্রভৃতি এই গ্রন্থটী আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। গোবিন্দ জাহ্নবী দেবী সহ বৃন্দাবনে যান। তৎকালে গোপাল ভট্ট, জীব গোস্বামী প্রভৃতি বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন। বৃন্দাবন হইতে আসিবার পর নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্য পুত্র রাজা সন্তোষ দত্তের অনুরোধে তিনি সঙ্গীত মাধব নাটক রচনা করেন। নরোত্তম বিলাসে আছে তাঁহার একমাত্র পুত্র দিব্য সিংহ পিতার ন্যায় ভক্ত হইয়াছিলেন। চৈতন্য চরিতামৃতে একাধিক গোবিন্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। মিথিলা অঞ্চলেও একজন কবি ছিলেন। তিনিও অনেক পদ রচনা করেন।

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

বাউল—দাদরা

চাঁদ যখনি মুখ লুকাবে
যাইও বন্ধু চলে
যাইও তুমি নাম্‌লে আঁধার
পদ্ম দীঘির জলে।

ফুলগুলি সব ঝর্‌বে যখন
আস্‌বে রে তোর যাবার লগন
শুকিয়ে যাবে চম্পা মালা
বন্ধু তোমার গলে।

যাবার কালে একটী কথা
কইব কানে কানে
সেই কথাটী থাকে যেন
তোমার প্রাণে প্রাণে।

তুমি আমার ছায়া তরু
তুমি গেলে রইবে মরু
অনল হইয়া জ্বল্‌বে বন্ধু
আমার হিয়া তলে।*

কথা—শ্রীঅজয় ভট্টাচার্য্য

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্ত

+ [রা -া সা] ২
II সরা -জ্ঞরা সা | সণ্ ধ্ -ণ্ I সা -া সা | রা সা -রা I
চাঁ০ ০দ্ য | খ নি ০ মু খ্ লু | কা বে ০

মা মা -া | গরা -সা রা I গা রসা -া | -া -া -া I
যাই ও ০ | ব০ ন্ ধু চ লে ০ | ০ ০ ০

{ মা পা -া | পা পা -া I (-মপা -ধণা -ধপা | -মগা -রজ্ঞা -রসা) } I
যাই ও ০ | তু মি ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০

পা -া পা | পা পা -ধা I মা -পা পা | ণা ধা পা I
না ম্ লে | আঁ ধা র্ প দ্ ম | দী ঘি র

মা গা -রা | রা -জ্ঞা -া II
জ লে ০ | রে ০ ০

* এই গানখানি শ্রীযুক্ত সন্তোষ সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক "সেনোলা" রেকর্ডে গীত হইয়াছে।

+ ২
II মা -া পা | পা পা -ধা I পা -ণা ণা | ধা পা ধা I
ফু ল্ গু | লি স ব ঝ র্ বে | য খ ০

-া -া -পা | -া -া -া I পা -ধা ণা | র্সা র্রা -া I
০ ০ ন্ | ০ ০ ০ আ স্ বে | রে তো র্

র্সণা পা -ণা | ণা ণা -া I -ধণা -ধণা -ধা | -পা -া -মা I
যা বা র্ | ল গ ০ ০০ ০০ ০ | ০ ০ ন্

মা পা পা | পা পা -া I পা -া পা | পা পা -ধা I
শু কি য়ে | যা বে ০ চ ম্ পা | মা লা ০

মা -ণা ণা | ধা পা -া I মা গা -রা | রা -জ্ঞা -া II
ব ন্ ধু | তো মা র্ গ লে ০ | রে ০ ০

+ ২
II সা রা -া | রা রা -া I সরা -সা ণ্‌া | ধ্‌া প্‌া -া I
যা বা র্ | কা লে ০ এ০ ক্ টী | ক থা ০

ধ্‌া সা সা | রা রা -জ্ঞা I সা রা -া | -া -া -া I
ক ই ব | কা নে ০ কা নে ০ | ০ ০ ০

রা -মা মা | মা মা -া I রা মা -া | পা ধা -া I
সে ই ক | থা টী ০ থা কে ০ | যে ন ০

পা মা -া | গা সা -রা I গা রসা -া | -া -া -া I
তো মা র্ | প্রা ণে ০ প্রা ণে ০ | ০ ১ ০

মা	পা	-া ¦	পা	পা	-ধা	I পা	ণা	-া |	ধা	পা	-ধা	I
তু	মি	০ ¦	আ	মা	র্	ছা	য়া	০ |	ত	রু	০	
-া	-া	-পা |	-া	-া	-া	I পা	ধা	-ণা |	র্সা	র্রা	-া	I
০	০	০ ¦	০	০	০	তু	মি	০ |	গে	লে	০	
ণপা	ণা	ণা |	ণা	ণা	-া	I -ধণা	-ধণা	-ধা |	-পা	-া	-মা	I
র	ই	বে |	ম	রু	০	০০	০০	০ |	০	০	০	
মা	পা	-া |	পা	-া	পা	I পা	-া	পা |	পা	পা	-ধা	I
অ	ন	ল্ |	হ	ই	য়া	জ	ল্	বে ¦	বন্	ধু	০	
মা	ণা	-া |	ধা	পা	-া	I মা	গা	রা ¦	রা	-জ্ঞা	-া	II II
আ	মা	র্ ¦	হি	য়া	০	ত	লে	০ ¦	রে	০	০	

গান

ভাটিয়ালী

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘটক

ওরে ঐ ভাঙা মেঘের ফাঁকে,
চোখ ইসারায় চাঁদের কিরণ
আমায় কেবল ডাকে ॥

কোন্ রূপসী সুদূর দেশে,
মেঘের ভেলায় বেড়ায় ভেসে,
চাঁদের কিরণ তার সে কেশে
ঢেকেই কেবল রাখে।

উজল তারার সাড়ী পড়া তার
কাজল টানা আঁখি ;
ও সে নীল গগনে ভেসে বেড়ায়
চাঁদ সুষমা মাখি'।

ওরে তার সে কাজল আঁখির মায়া
আমার মন মুকুরে ফেল্‌ছে ছায়া,
আজি কল্পনাতে তারই কায়া
পরাণ আমার আঁকে। —"রূপালী"

স্বরলিপি

ইমন-কল্যাণ--ঝুমরা

যো বোল্‌তা সাচ বর্‌করার্‌
জিন্‌কা রহে কায়েম্‌ দিন্‌।
হু গুণাগার তু বাক্‌সান্‌হার দাতা বিধাতা
আনন্দ্‌ রহে শুভদিন্‌॥

সংগ্রহ—ওস্তাদ মেহেদী হুসেন খাঁ

স্বরলিপি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

আস্থায়ী

১ + ৩ ০
II গরা ঙ্গগা পঙ্গা ধপঙ্গা | ঙ্গগা -রা -সা | ন্‌া -রগা -রা সা | পন্‌া -ধ্‌া ধ্‌া I
যো ০ বো ল্‌ | তা ০ ০ | সা ০০ ০ চ | ব র্‌ ক |

ন্‌া -ন্‌া -সা -সা | ন্‌সা রগা রগা | গপা ঙ্গপা ধঙ্গা ঙ্গা | -রগা -রা -সা II
রা ০ ০ র্‌ | জিন্‌ কা০ রহে | কা য়েম দি ০ | ০০ ০ ন্‌

অন্তরা

+ ৩ ০ ১
II পগাঃ ঙ্গধঃ র্সান | র্রর্সা -র্সা নধা ননা | ধনর্সর্রর্সনা ধনপা পনধনা | ধপঃধঃ ঙ্গা: পরগা রসা I
হু গুণা গা | র্‌ তু ০ বাক্‌ সান্‌ | হা০০০০০ ০ র দা০০c | তা বি ধা ০ ০ ০ তা

ন্‌সা রগা রগা | গপা ঙ্গপাধ ঙ্গা -ঙ্গা | -রগা -রা সা |
আন ন্দ০ রহে | শু ০ভ দি ০ | ০০ ০ ন্‌

ভ্রম সংশোধন—গত ভাদ্র মাসের "দারিদ্র দুখভঞ্জন" গানের দ্বিতীয় ও চতুর্থ লাইনে "সেবা তু করোরে"র স্থলে "সেবা তু করলে" এবং তৃতীয় লাইনে "গুরুকী সেবা"র স্থলে "গুণকী সেবা" হইবে।

স্বরলিপি

পটদীপ—একতালা

বেদনার ব্যথা নয়নের জল
হীনতার লাজ শত,
দীনতার রাশি, অভাগার আশা
জীবনের ভুল যত
তাই দিয়ে রচি তব উপচার
তব পদে নমি নমি শতবার
জাগো হে দেবতা আজ,
দীনতা ঘুচায়ে কর দূর আজি
হীনতার যত লাজ ॥

কথা—শ্রীতুলালচন্দ্র মিত্র, বি-এ

সুর ও স্বরলিপি—কুমারী এষারাণী মিত্র

আস্থায়ী

০			১			২ˊ			৩ˊ		
‖ পা	পা	ধপা	পা	মজ্ঞা	মা	পা	না	না	-সˊনা	ধা	পা
বে	দ	নাo	র	ব্য o	থা	ন	য়	নে	o র	জ	ল
পা	মা	ধপা	পা	মা	জ্ঞা	সমা	জ্ঞগা	জ্ঞা	রা	সা	-া
হী	ন	তাo	র	লা	জ	শ o	o o	o	ত	o	o
ণ্া	সা	মা	জ্ঞা	মা	মা	পা	পা	পা	মা	ধা	পা
দী	ন	তা	র	রা	শি	অ	ভা	গা	র	আ	শা
জ্ঞা	মা	পনা	সˊরˊা	সˊা	-া	নসˊা	নসˊা	না	ধা	-পা	-া ‖
জী	ব	নেo	o র	ভু	ল্	য o	o o	o	ত	o	o ‖

অন্তরা

০			১			২´			৩		
পা	-া	পা	ধপা	মজ্ঞা	মা	পা	না	না	সা´	সা´	-া
তা	ই	দি	য়ে০	র০	চি	ত	ব	উ	প	চা	র্
পা	না	সা´	ম´জ্ঞা´	রা´	সা´	সা´	সা´	সা´	স´না	ধা	পা
ত	ব	প	দে০	ন	মি	ন	মি	শ	ত০	বা	র
পা	পা	পা	ধপা	মা	জ্ঞা	সজ্ঞা	মপা	জ্ঞমা	পা	-া	-া
জা	গো	হে	দে০	ব	তা	আ০	০০	০০	০	০	জ.
পা	জ্ঞা´	জ্ঞা´	রা´	সা´	সা´	না	না	নসা´	না	ধা	পা
দী	ন	তা	ঘু	চা	য়ে	ক	র	দূ০	র	আ	জি
পা	গা	ধপা	পা	মজ্ঞা	মা	জ্ঞমা	পনা	স´না	ধা	পা	-া
হী	ন	তা০	র	য০	ত	লা০	০০	০০	০	০	জ্

সুর-ব্রহ্ম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে নাদই সপ্ত সুরের জনক ও ছয় রাগ সপ্ত সুরের সন্তান। সঙ্গীত-তরঙ্গ বলিতেছেন :—

"যে রূপে গানের সৃষ্টি, জ্ঞান-চক্ষে কর দৃষ্টি,
যোগ সাধনার ন্যায় গান।
অসাধ্য সাধন নয়, অনায়াসে সিদ্ধি হয়,
নাদ শব্দ ইহার প্রমাণ।"

অতএব এই নাদ হইতেই সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে। সঙ্গীত-দর্পণ আবার বলিতেছেন :—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানামিদমেবৈকসাধনম্ ॥২৯॥

টীকা :—"নাদরূপঃ স্মৃতো ব্রহ্মা নাদোরূপো জনার্দ্দনঃ। নাদরূপা পরাশক্তির্ন্নাদরূপো মহেশ্বরঃ॥" ইত্যাদিনা শব্দোব্রহ্মেত্যাদি শ্রুতিবাক্যেন চ, ব্রহ্মাদীনাং সাক্ষান্নাদ-

স্বরূপত্বাদ্ ব্রহ্মাদয়োনাদোপাসনেনৈব সম্যগুপাসিত। ভক্তেভ্যশ্চতুর্ব্বর্গফলং দদতীতি ॥২৯॥

উপরোক্ত শ্লোক ও টীকা হইতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে নাদই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। ব্রহ্মাদি সাক্ষাৎ নাদস্বরূপ হওয়ায় ব্রহ্মাদির ন্যায় নাদও উপাসিত ও ভক্তদিগের চতুর্ব্বর্গফলদাত্রী। কিন্তু একমেবাদ্বিতীয়ম্—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সেই একেরই রূপান্তর অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সঙ্গীত-তরঙ্গ (৩৬১ পৃঃ) বলিতেছেন :—

"রাগ ব্রহ্ম, গান দ্বারে তাঁহার ভজন।
গান হইতে মুক্তি হয় বেদের লিখন ॥"

সঙ্গীত সাধনা দ্বারা আমরা যে মুক্তির দ্বারে বা ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারি ইহাই উক্ত শ্লোকটী নির্দ্দেশ করিতেছে।

সাধারণতঃ আমরা সঙ্গীতের মনোহারিত্বে আত্মহারা হইয়া থাকি। ইহার মধুরত্বে আমরাই যে শুধু মুগ্ধ হই তাহা নহে—ইতর প্রাণী পর্য্যন্ত ইহার শক্তিতে আত্মহারা। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিতে বিষধর সর্প মন্ত্রমুগ্ধবৎ বশীভূত। বনের হরিণী ইহার মধুর স্বরে বিমোহিত হইয়া ব্যাধেরহস্তে আত্মসমর্পণ করে। বেহুলা স্বর্গে ইন্দ্রের রাজসভায় সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রভাবে মৃত পতির প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। এরূপ শুনা গিয়াছে যে কঠিন প্রস্তরও সঙ্গীতের প্রভাবে বিগলিত হয়। সঙ্গীত-দর্পণ বলিতেছেন :—

পশুঃ শিশুর্ম্মৃগোবাপি নাদেন পরিতুষ্যতি।
অতো নাদস্য মাহাত্ম্যং ব্যাখ্যাতুং কেন শক্যতে ॥৩১॥

সঙ্গীতের প্রভাবে কেন আমরা মুগ্ধ হই? ইহার কারণ আর কিছুই নহে, ইহা আমাদের মনের একাগ্রতা (Concentration of the mind) আনিয়া দেয়। যাঁহারা প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীত-সাধনার সময় তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়, এ কথা অনেক শুনা গিয়াছে। তাহার কারণ সঙ্গীত হইতেছে "ভ্রামরী প্রাণায়াম"। অতএব প্রকৃত সঙ্গীত-সাধকের চিত্ত সহজেই ইহা দ্বারা স্থির হয় ও তাহাকে সমাধির দ্বারে পৌঁছাইয়া দেয়। সাধারণ লোকেও যেরূপভাবে গান করুক না কেন, তাহাদের হৃদয়েও আনন্দের প্রস্রবণ বহিতে থাকে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, প্রাণায়ামের কার্য্য স্বতঃই গায়কের অজ্ঞাতসারে চলিতে থাকে ও তজ্জন্য তাহাদের মনের একাগ্রতা আসিয়া পড়ে। অতএব সঙ্গীত যে একটী যোগ ইহা স্বতঃই প্রমাণিত হয়। বিশুদ্ধ সঙ্গীত হইতে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা অনির্ব্বচনীয়। প্রকৃত সঙ্গীত আমাদের মনকে অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় না। এই অবস্থাই তুরীয় অবস্থা।

বেদান্ত বলিতেছে :—বস্তু—সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ আনন্দাত্মক জ্ঞানময় ব্রহ্মই বস্তু। সেখানে নিরবচ্ছিন্ন অনাবিল আনন্দের স্রোত প্রবাহিত। প্রকৃত সঙ্গীত সাধক সেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ নীরে ভাসমান; কারণ সে সদা সর্ব্বদা নাদরূপী ব্রহ্ম রসপানে নিরত। এই নাদই সঙ্গীতের প্রাণ।

নারদ সঙ্গীতে আছে :—

ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ।
ন নাদেন বিনা গ্রামস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ ॥

নাদ সংহিতায় আছে : –

স নাদস্ত্বাহতো লোকে রঞ্জকো ভব-ভঞ্জকঃ।
নাদো ব্রহ্ম-সমাখ্যাতং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥

অতএব এই নাদ যে ব্রহ্ম অর্থাৎ আনন্দময়, ইহা শাস্ত্র-সম্মত। এই নাদ হইতেই স্বরের উৎপত্তি। কালায়ত-গণ এই স্বরকেই সুর বলে। এখন বিচার দ্বারা দেখা যাক্ সুর ব্রহ্ম পদবাচ্য কি না?

ব্রহ্ম হইতে যেমন জীব ও জগতের উদ্ভব হইয়াছে নাদ হইতে তদ্রূপ সুরের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব জগৎ যেমন ব্রহ্ম বই আর কিছু নহে, সেইরূপ এই স্বর বা সুর ব্রহ্ম ছাড়া নহে। অতএব প্রমাণ হইল **"সুর-ব্রহ্ম"**।

সমাপ্ত

স্বরলিপি

(খেয়াল)

মালকৌশ—ত্রিতাল

অব লাগি তুম্‌সে রঙ্গ ।
কান্‌হার করত তুম্ পিয়ারো ॥
করকি চুরিয়া করকি করকি গই,
গগরী ভরন গই, বঙ্গুরী মুরক গই,
তবহুঁ ন ছাড় সঙ্গ ॥

কথা—শ্রীনাগেশ্বর গিরি গোস্বামী

সুর—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী (গোপাল বাবু)

স্বরলিপি—শান্তিপ্রভা গুহ

আস্থায়ী

	৩					০					১					২´				
II	সা	-মা	মদা	জ্ঞা	|	মা	-া	-সা	-া	|	-দ্া	ণ্া	-সা	মা	|	মদা	-মা	-মা	-া	I
	০	০	অ	ব্	|	লা	০	গি	০	|	০	তু	ম্	সে	|	র	০	ঙ্গ	০	

	৩					০					১					২´				
	দ্া	-ণ্া	সা	মা	|	মা	-মা	মা	-মা	|	জ্ঞা	-মা	দা	মা	|	জ্ঞা	-মা	সা	-া	II
	কা	ন্	হা	র	|	ক	০	র	০	|	ত	০	তুম্	পি	|	য়া	০	রো	০	

"অব্" পর্য্যন্ত গাহিয়া অন্তরা ধরিতে হইবে—

অন্তরা

	০					১					২´					৩				
II {	মা	জ্ঞা	-সা	জ্ঞা	|	মা	দা	মা	-া	|	জ্ঞা	মা ·	দা	ণা	|	র্সা	র্সা	র্সা	-া	I
	ক	র	০	কি	|	চু	রি	য়া	০	|	ক	র	কি	ক	|	র	কি	গই	০	

	০					১					২´					৩				
	দা	ণা	র্সা	র্জ্ঞা	|	র্সা	ণা	দা	মা	|	জ্ঞা	মা	র্সা	ণা	|	ণা	দা	মা	-া }	I
	গ	গ	রী	ভ	|	র	ন	০	গই	|	ব	ঙ্গু	রী	মু	|	র	ক	গই	০	

	০					১					২´					৩				
	দা	ণা	র্সা	র্মা	|	র্জ্ঞা	-র্সা	-দণা	-র্সা	|	দা	-া	মা	-া	|	-া	-া	মদা	জ্ঞা	II
	ত	ব	হুঁ	না	|	ছা	০	০০	ড়	|	স	০	ঙ্গ	০	|	০	০	"অ	ব"	

তান

১। ৩ দ্‌ণ্‌া -সজ্ঞা -মদা -ণর্সা | ০ র্সণা -দমা -জ্ঞা -ণদা | ১ জ্ঞমা -দণা -র্সজ্ঞ́া -র্সণা |
২´ দমা -জ্ঞমা -ণদা -মজ্ঞা I ৩ সজ্ঞা -মদা -মজ্ঞা -সা |

২। ২´ ম́জ্ঞ́া -স́জ্ঞ́া -স́ণা -দণা | ৩ -জ্ঞমা -দণা -স́জ্ঞ́া -স́া I

৩। ১ দ্‌ণ্‌া সণ্‌া সণ্‌া দ্‌ণ্‌া | ২´ -সজ্ঞা -ণদা -মজ্ঞা -র্সণা | ৩ -স́ণা মজ্ঞা -জ্ঞমা -ণদমা I

৪। ০ মজ্ঞা -সজ্ঞা -মদা -মজ্ঞা | ১ সণ্‌া -দমা -ণ্‌সা -মজ্ঞা I

১ম তান আস্থায়ীর ৩য় তাল হইতে ধরিতে হইবে অর্থাৎ "অব লাগি তুম্‌সে রঙ্গ" গাহিয়া ধরিতে হইবে। ২য় তান আস্থায়ীর সম হইতে অর্থাৎ "অব লাগি তুম্‌সে" এ পর্য্যন্ত গাহিয়া ধরিতে হইবে। ৩য় তান আস্থায়ীর ১ম তাল হইতে অর্থাৎ "অব লাগি" পর্য্যন্ত গাহিয়া ধরিতে হইবে। ৪র্থ তান আস্থায়ীর ফাঁক হইতে ধরিতে হইবে অর্থাৎ "অব" পর্য্যন্ত গাহিয়া তান ধরিতে হইবে। তানগুলিকে একবার আ ০ ০ এবং একবার সর্‌গম্‌ করিয়া গাহিতে হইবে।

গান

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জুড়াও আমার সকল ব্যথা
তোমার গানে গানে,
নিভাও আমার সকল জ্বালা
আগুন জ্বালা প্রাণে।

এ জীবনের যত আশা
হরণ কর তাদের ভাষা,
সকল আশার বাঁধ ভাঙ্গ গো
আকুল করা তানে।

তোমার সুরের পরশ দিয়ে
বাহির কর মোরে,
সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে
লওগো টানি' দূরে।

কেমন করে সকল ভুলে
ছুটবো আমি তোমার কূলে
বাহির পানে ছুটতে গেলে
পিছনে কে টানে।

সরগম্

ভীমপলশ্রী—ত্রিতাল

জাতি—সম্পূর্ণ। ব্যবহার—গান্ধার ও নিখাদ কোমল। বাদী—মধ্যম। সমবাদী—পঞ্চম।
দিবা দ্বিতীয় প্রহরে গেয়।

রচনা—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস (নচু)

আস্থায়ী

০ ১ + ৩
II { পা র্সা ণা পা | মজ্ঞা জ্ঞরা সণ্ সা | জ্ঞা -া জ্ঞা সা | জ্ঞা মা পা (ণা) } -া I

০ ১ + ৩
জ্ঞা মা পা ণ্ | -া সা প্ ণ্ | সা মা জ্ঞা রা | সা ণ্ সা মজ্ঞা I

০ ১ + ৩
মা পা মজ্ঞা মা | ণা ধা পা র্রা | -া র্সা, র্মা র্জ্ঞা | র্রা র্সা ণা ধা I

০ ১ +
পা মা জ্ঞা রা | সা, পা ণণা পা | জ্ঞা—আস্থায়ীর সমে আসিয়া পড়িল।

অন্তরা

০ ১ + ৩
II { পা ণা ণা মা | পা পা মজ্ঞা মা | পা ণা ণা পা | র্রা র্রা র্সা -া I

০ ১ + ৩
ণা র্রা র্রা র্সা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্রা র্সা | পা ণণা ধা পা | মা জ্ঞা রা সা } I

০ ১ + ৩
ণ্ সা জ্ঞা মা | পা মজ্ঞা -া মা | ণা মা -া পা | র্রা ণা -া র্সা I

০ ১ +
র্মা র্জ্ঞা র্রা র্সা | -া পা ণণা পা | জ্ঞা—আস্থায়ীর সমে আসিয়া পড়িল।

তান—

+ ৩ ০ ১
১। ণ্সা জ্ঞমা পণা র্সজ্ঞ´া | র্র্সা ণধা পমা জ্ঞরা | সা, পমা জ্ঞরা সা, | সা পমা জ্ঞরা সা I

+
জ্ঞা—আস্থায়ীর সমে আসিয়া পড়িল।

৩ ০ ১ +
২। জ্ঞমা পজ্ঞা মজ্ঞা রসা | জ্ঞমা পণা র্স´া পণা | র্সা পণা র্সা জ্ঞ´া | -া র্রঃ জ্ঞ´া র্রঃ র্সা I

+
র্রঃ ণা র্সঃ ধা ণঃ পা ধঃ মা পঃ জ্ঞা মঃ রা জ্ঞঃ সা রঃ ণ্সা | জ্ঞা আস্থায়ীর সমে

+ ৩ ০ ১
৩। প্ণ্া সমা জ্ঞরা সণ্া | সা জ্ঞমা পণা র্সা | জ্ঞ´র্রা র্সা জ্ঞ´া -া | জ্ঞ´া -া র্রজ্ঞ´া র্সর্রা I

+ ৩ ০ ১
ণর্সা ধণা পধা মপা | জ্ঞমা রজ্ঞা সরা ণ্সা | র্সা -া র্রজ্ঞ´া র্সর্রা | ণর্সা ধণা পধা মপা I

+ ৩ ০ ১
জ্ঞমা রজ্ঞা সরা ণ্সা | পা -া র্রজ্ঞ´া র্সর্রা | ণর্সা ধণা পধা মপা | জ্ঞমা রজ্ঞা সরা ণ্সা I

+
জ্ঞা—আস্থায়ীর সমে আসিয়া পড়িল।

গান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র

এস প্রিয়তম এ সময়ে মম হৃদয় কুটীরে ফিরে,
জ্বলিছে দীপালি ওগো বনমালী মানস-সরসী তীরে।

সাজায়ে অরঘ ডালা,
গেঁথেছি কুসুম মালা,
যাবে কি নিভিয়া উজল শিখা
নভঃ বরিষণ নীরে।

চুয়া চন্দন হায়
বিফলে শুকায়ে যায়
প্রেম উৎসব মিলন গীতি
থামে নিরাশার ধীরে।

রস কীর্ত্তন*

মাথুর বিরহ—দূতী ভৎসনা

রচনা—প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস। স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস।

১। ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল।
(বঁধু তোরে ধিক তোর প্রেমেও ধিক্ হে; এ প্রেম যে শিখালে তারেও ধিক হে; তোরে ধিক্ তোর প্রেমেও ধিক্ হে)
ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া
কে তোরে এ বুদ্ধি দিল।
কেবা সেধেছিল পিরিতি করিতে
মনে যদি এত ছিল।
(কেউতো সাধি নাই বঁধু, আমরা কেউতো সাধি নাই বঁধু, তোমায় প্রেম কর প্রেম কর বলে আমরা কেউ তো সাধি নাই বঁধু)
মনে যদি এত ছিল॥

২। তোমার লাজের নাহিক লেশ।
(তোমার আঁখিতে কি লাজ নাহি হে)
লাজের নাহিক লেশ।
এক দেশে এলি অনল জ্বালায়ে
জ্বালাইতে আর দেশ॥
(অনল এখনও জ্বল্‌ছে, সেই বিচ্ছেদ অনল এখনও জ্বল্‌ছে, যত ব্রজ গোপীর ঘরে ঘরে সেই বিচ্ছেদ অনল এখনও জ্বল্‌ছে)
জ্বালাইতে আর দেশ॥

৩। জনম অবধি কালিয়া বদন
না ধুলি লাজের ঘাটে।
(মুখ ধোও নাই বঁধু, লাজের ঘাটে মুখ ধোও নাই বঁধু, এক দিন সাধ করেও কি লাজের ঘাটে মুখ ধোও নাই বঁধু) না ধুলি লাজের ঘাটে।
ব্রজ গোপীদের হ'তে মথুরা নাগরী
কতরূপে গুণে বটে॥
(তাই দেখে যাব, তোমার পাট-রাণীকে দেখে যাব, সেই কুব্জা কেমন সুন্দরী তাই দেখে যাব)
কত রূপে গুণে বটে॥

৪। একে সে কুবুজা নামে কুবুজিনি
কি গুণে ধরেছে মনে।
আপনি যেমন, ত্রিভঙ্গ মূরতি,
বিধি সে মরম জানে॥
(ভাল মিলায়েছে, যাহ'ক ভাল বাঁকায় বাঁকায় মিলায়েছে, রাজা বাঁকা আর রাণী বাঁকা বাঁকায় বাঁকায় মিলায়েছে)
বিধি সে মরম জানে॥

৫। কুবুজা যুবতী, রূপে গুণবতী;
তুঁহুসে হয়েছ বশ।
পিরিতি আখর, না জান যজাতি,
কিসে বা রাখিবি যশ॥

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

(মুখ দেখাইবি, কোন্ লাজে মুখ দেখাইবি, সেই ব্রজমণ্ডলের মাঝে কোন্ লাজে মুখ দেখাইবি) কিসে বা রাখিবি যশ ॥

৬। অগাধ জলের মকর যেমন,
না জানে তিত কি মিঠ।
(তার জিহ্বা নাই সাধ জান্‌বে কি হে)
অগাধ জলের, মকর যেমন,
না জানে তিত কি মিঠ।
চিনি সরবৎ, দূরে তেয়াগিয়ে,
চিটাতে আদর এত ॥

(কিছু জ্ঞান নাই বঁধু; তোমার চিটা চিনি কিছু জ্ঞান নাই বঁধু; তুমি এমনি মুরুখ কুজন পুরুষ চিটা চিনি কিছু জ্ঞান নাই বঁধু)

চিটাতে আদর এত ॥

৭। বঁধু কে তোরে মধুপ বলে।
(ভ্রমর হ'লে কি কমল ত্যজে)
বঁধু কে তোরে মধুপ বলে।
সোণার কমল, দূরে তেয়াগিয়ে,
মজেছ শিমূল ফুলে ॥

(কিছু জ্ঞান নাই বঁধু; কমল শিমূল কিছু জ্ঞান নাই বঁধু; তুমি শঠ লম্পট চূড়ামণি কমল শিমূল কিছু জ্ঞান নাই বঁধু)

মজেছ শিমূল ফুলে ॥

৮। তোমায় এবে সে গেল হে জানা।
(তুমি কেমন রসিক তা জানা গেল)
এবে সে গেল হে জানা।
নয়ন থাকিতে, আঁধুয়া হ'য়েছ,
না চিন পিতল্ সোনা ॥

(কিছু জ্ঞান নাই বঁধু, পিতল সোনা কিছু জ্ঞান নাই বঁধু, তুমি এমনি মুরুখ কুজন পুরুষ পিতল সোণা কিছু জ্ঞান নাই বঁধু)

না চিন পিতল সোণা ॥

৯। নয়নে নয়নে, মিলন হইলে,
পিরিতি রতন সেই হে।
কুরূপা সুরূপা, না কর বিচার,
পিরিতে পরাণ দাও হে ॥

(বিচার করনা হে, রূপ গুণের বিচার করনা হে, তুমি পিরিতে পরাণ দাও রূপগুণের বিচার করনা হে) পিরিতে পরাণ দাও হে ॥

১০। মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
সবারে কহিয়া যাব।
চণ্ডীদাস কহে, দোষ গুণ ছলে,
ভড়ং ভাঙ্গিয়া যাব ॥

(ভড়ং ভেঙ্গে যাব, সাধুর ভড়ং ভেঙ্গে যাব এসেছি বাকী রাখ্‌ব না সাধুর ভড়ং ভেঙ্গে যাব)

ভড়ং ভাঙ্গিয়া যাব ॥

	০			১			২´			৩			
১।	{পা	ধা	মা	পা	ধা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	I
	ধি	ং	ধি	ক্	ধি	ক্	নি	ঠু	র	কা	লি	য়া	
	০			১			২´			৩			
	র্সা	র্রা	র্রা	র্রা	র্রা	র্রা	র্সা	র্রা	র্সা	না	ধা	পা}	II
	কে	তো	রে	এ	বু	দ্ধি	দি	০	ল	০	০	০	

আস্থার ঃ—

	০			১			২´			৩			৩			
II	{মা	পা	পা	পা	পা	ধা	পা	ধা	র্সা	(না	ধা	-া)}	{(না	ধা	না)	I
	তো	রে	০	ধি	ক্	তোর্	প্রে	মে	ও	ধিক্	হে	০	ধিক্	এ	প্রেম	

০			১			২´			৩			
র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	-া	র্রা	র্সা	র্সা	না	ধা	-া	I
যে	০	শি	খা	লে	০	তা	রে	ও	ধিক্	হে	০	

০			১			২´			৩			
মা	পা	পা	পা	পা	ধা	পা	ধা	র্সা}	না	ধা	-ণধা	I
তো	রে	০	ধি	ক্	তোর্	প্রে	মে	ও	ধিক্	হে	০ ০	

০			১			২´			৩			
র্সা	র্রা	র্রা	র্রা	র্রা	র্রা	র্সা	-র্রা	র্সা	না	ধা	পা	II
কে	তো	রে	এ	বু	দ্ধি	দি	০	ল	০	০	০	

	০			১			২´			৩			
II	{পা	ধা	মা	র্পা	ধা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	I
	ধি	ক্	ধি	ক্	ধি	ক্	নি	ঠু	র	কা	লি	য়া	

০			১			২´			৩			
র্সা	র্রা	র্রা	র্রা	র্রা	র্রা	র্সা	র্রা	র্সা	না	ধা	পা}	I
কে	তো	রে	এ	বু	দ্ধি	দি	০	ল	০	০	০	

০			১			২´			৩			
{মা	মা	মা	মা	মা	মা	গা	মা	পা	ধা	ণা	ধা	I
কে	বা	সে	খে	ছি	ল	পি	রি	তি	ক	রি	তো	

০			১			২´			৩			
পা	ধা	পা	মা	মা	মা	গা	পা	মা	গা	রা	সা}	II
ম	নে	য	দি	এ	ত	ছি	০	ল	০	০	০	

আখর ঃ—

	০			১			২			৩			
II	-া	-া	-া	-া	পা	ধা	পা	ধা	র্সা	না	ধা	-া	I
	০	০	০	০	কেউ	তো	সা	ধি	নাই	বঁ	ধু	০	

০			১			২´			৩			৩	
{মা	পা	পা	-া	পা	ধা	পা	ধা	র্সা	(না	ধা	-া)}	{(না ধা না)	I
আ	ম্	রা	০	কেউ	তো	সা	ধি	নাই	বঁ	ধু	০	০ তো মায়	

০			১			২´			৩			
সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্রা	র্সা	-া	না	ধা	ণধা	I
প্রে	ম্	ক	র	প্রে	ম্	ক	র	০	ব	লে	০০	

০			১			২´			৩			
মা	পা	পা	-া	পা	ধা	পা	ধা	র্সা}	না	ধা	-া	I
আ	ম্	রা	০	কেউ	তো	সা	ধি	নাই	বঁ	ধু	০	

০			১			২´			৩			
পা	ধা	পা	মা	মা	মা	গা	পা	মা	গা	রা	সা	II II
ম	নে	য	দি	এ	ত	ছি	০	ল	০	০	০	

অপরাপর কলিগুলির সুর প্রথম কলির অনুরূপ।

হারমোনিয়মের স্কেল :—স্ত্রী কণ্ঠে উদারার বি-ফ্ল্যাট (কোমল নি) কিম্বা মুদারার সি, (সা)। পুরুষ কণ্ঠে—উদারার সি-সার্প (কোমল রে) কিম্বা ডি-সার্প (কোমল গা)। ইচ্ছামত কণ্ঠোপযোগী স্কেল ঠিক করিয়া লওয়া যাইতে পারে, তবে যাহাতে শ্রুতিকটু ও কথাগুলি অস্পষ্ট না হয় সে দিকে বিশেষ মনোযোগ রাখা চাই।

তেলেনা

মালকৌশ—ত্রিতাল

ত্রিম্‌তা ত্রিম্‌তা নানা ওদের্ নাতে তানা না,
তাদিয়ানা তাদারেদা না ত্রিম্‌তা নানা তানা।

নাদ্রে দানি তুম্‌দ্রে দানি তানা নানা দেরেনা,
তা ত্রিম্‌তা ত্রিম্ ত্রিম্ ধেতেলে তেলেনা তানা
ধা কিটি ধুমাকিটি ত্রেকেটে তাক্ ধা,
ত্রেকেটে তাক্ ধা, ত্রেকেটে তাক্ তা ॥

কথা——শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

সুর—শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (কালোবাবু)

স্বরলিপি—কুমারী তৃপ্তিসুধা সর্ব্বাধিকারী (গৌরী)

জাতি—ঔড়ব। বাদী—মা; বিবাদী—রা ও পা। ঠাট—জ্ঞা, দা, ণা।

আরোহী ঃ—ণ্‌া সা জ্ঞা মা দা ণা র্সা

অবরোহী ঃ—র্সা ণা দা মা জ্ঞা মা জ্ঞা সা

পকড়্ ঃ—মা জ্ঞা মা দা ণা দা মা জ্ঞা সা

আস্থায়ী

	০				১				+				৩				
II	জ্ঞা	-া	সা	জ্ঞা |	-া	সা	দ্‌া	ণ্‌া |	সা	সমা	-মা	মা |	মা	মা	মা	-া	I
	ত্রি	ইম্	তা	ত্রি |	ইম্	তা	না	না |	ও	দের্		না তে |	তা	না	না	০	

০				১				+				৩				
মা	মা	জ্ঞা	জ্ঞা |	মা	জ্ঞমদণা	র্সা	র্সা |	ণা	র্সা	-া	ণা |	দা	দা	মা	মা	II
তা	দি	য়া	না |	তা	দা০০০	রে	দা |	না	ত্রি	ইম্	তা |	না	না	তা	না	

অন্তরা

	০				১				+				৩				
II	জ্ঞা	মা	-ণা	দা	দা	দা	ণা	ণা	র্সা	র্সা	ণা	ণা	র্সা	র্সা	র্সা	-া	I
	না	দ্রে	দা	নি	তুম্	দ্রে	দা	নি	তা	না	না	না	দে	রে	না	০	

	০				১				+				৩				
	ণা	র্সা	-া	ণা	দা	-া	দা	-া	ণা	ণা	ণা	দা	দা	দা	মা	মা	I
	তা	দ্রি	ইম্	তা	দ্রি	ইম্	দ্রি	ইম্	ধে	তে	লে	তে	লে	না	তা	না	

	০				১				+				৩				
	র্মা	র্মা	র্জ্ঞা	র্জ্ঞা	র্সা	র্জ্ঞা	ণা	-া	ণা	র্সা	দা	-া	দা	ণা	মা	-া	II
	ধা	কিটি	ধুমা	কিটি	ত্রেকেটে	তাক্	ধা	০	ত্রেকেটে	তাক্	ধা	০	ত্রেকেটে	তাক্	তা	০	

তান

	+				৩				
১।	মদা	ণর্সা	দণা	র্সর্জ্ঞা	র্সর্সা	ণদা	ণণা	দমা	I
২।	জ্ঞর্সা	ণদা	মদা	ণর্সা	র্মর্মা	জ্ঞর্সা	ণদা	ণদা	I

	১				+				৩				
৩।	র্সণা	দণা	দমা	দণা	র্সণা	দমা	জ্ঞমা	জ্ঞমা	দণা	মজ্ঞা	মদা	ণর্সা	I

গান

শ্রীসুধীন চাক্‌লাদার

এস হে সুন্দর এ মন-ভবনে
এস হে সঙ্গীতে তৃষিত শ্রবণে।

এস নির্ম্মল প্রভাতে
এস মঞ্জুল শোভাতে
এস মঞ্জীর রণিয়া
মৃদুল পবনে।

এস জ্যোৎস্না আলোকে
এস অন্তর পুলকে
এস বিস্মিত মানসে
এ বিশ্ব ভুবনে।

স্বরলিপি

মিশ্র পূরবী—কাওয়ালী

সন্ধ্যাতারা, ওগো সন্ধ্যাতারা,
কাহার লাগি' সজাগ আঁখি
নীল গগনে পলক হারা ?

সন্ধ্যারাণীর আঁচল ছায়ায়
ঢাক্‌ছে ধরা আঁধার মায়ায়
কাঁপন লাগা আলোর শিখায়
চাও শুনিতে কাহার সাড়া ?

স্মরি' সে কোন্ ঘরের মায়া
মাটির বুকের শ্যামল ছায়া,
সাঁঝের কোলে তোমায় চাহি'
চোখের মণি নিমেষ হারা।

কথা—শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর, বি-এ

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসুকুমার দেব

০ | ১ | + | ৩
II ন্‌্ -া সা সা | সা -সা ঋা সা | সা -পা হ্মা গমা | -া গা -া -া I
স ন্ ধ্যা তা | রা ০ ও গো | স ন্ ধ্যা তা০ | ০ রা ০ ০

০ | ১ | + | ৩
না র্সা -না -া | ধপা হ্মা -পা -া | হ্মা ধা পহ্মা হ্মজ্ঞা | গা মা গা -া I
কা হা র্ ০ | লা গি ০ ০ | স ০ জা০ ০গ | আঁ ০ খি ০

০ | ১ | + | ৩
গা -া -া হ্মা | ধা পহ্মা -গা -া | ঋগা ঋগা মগা -া | -ঋা -া সা -া II
নী ল্ ০ গ | গ নে০ ০ ০ | প০ ল০ ক০ ০ | হা ০ রা ০

০ | ১ | + | ৩
II { গা -ঋা -া গা | হ্মা হ্মা -ধা -া | র্সা র্সা -া -া | র্সা র্সা -া -া I
স ন্ ০ ধ্যা | রা ণী র্ ০ | আঁ চ ল্ ০ | ছা য়া য়্ ০

০ | ১ | + | ৩
না -র্সা র্গা -া | র্ঋা র্সা -া -া | না ধা -না -া | ধপা হ্মগা -া -া } I
ঢা ক্ ছে ০ | ধ রা ০ ০ | আঁ ধা র্ ০ | মা০ য়া০ য়্ ০

০ | ১ | + | ৩
পা পা -া -া | হ্মা পা -া -া | হ্মা -া মা -া | গা গা -া -া I
কাঁ প ন্ ০ | লা গা ০ ০ | আ ০ লো র্ | শি খা য় ০

০ | ১ | + | ৩
গা -পা হ্মা হ্মা | গা -া -া -া | ঋগা ঋগা মগা -া | ঋা -া সা -া II
চা ও শু নি | তে ০ ০ ০ | কা০ হা০ র০ ০ | সা ০ ড়া ০

০ | ১ | + | ৩
II গা মা পা না | -া -া -া -া | র্সা র্সা -া -া | র্সা র্সা -া -া I
স্ম রি সে কো | ০ ০ ন্ ০ | ঘ রে র্ ০ | মা য়া ০ ০

০ | ১ | + | ৩
না র্সা -না -া | ধা পা -হ্মা -গা | গহ্মা ধনর্সা -া -না | না না -া -া I
মা টী র্ ০ | বু কে ০ ০ | শ্যা০ ম০০ ০ ল্ | ছা য়া ০ ০

০ | ১ | + | ৩
র্সা র্সা -র্গা -া | র্গা র্গা -া -া | র্গর্মা র্গর্মা র্গর্ঋা র্ঋা | -র্সা র্সা -া -া I
সাঁ ঝে র্ ০ | কো লে ০ ০ | তো০ মা০ য়্০ ০ চা হি ০ ০

০ | ১ | + | ৩
ধনা ধনা -না -া | ধপা পা -গা -গা | হ্মধা ধা -র্সা র্সা | র্সা র্সা -া -া I
চো০ খে০ ০ র্ | ম ণি ০ ০ | নি০ মে ০ ষ | হা রা ০ ০

০ | ১ | + | ৩
গা গা -হ্মা -া | গা গা -া -া | গহ্মা গা গা -ঋা | ঋা সা -া -া II
চো খে র্ ০ | ম ণি ০ ০ | নি০ মে ০ ষ | হা রা ০ ০

স্বরলিপি

লছ্‌মী-টোড়ী—ঝাঁপতাল

ডন্ ডন্ বাজে ও লাল মুরারী।
মদ মাতিয়া কাঁধে কমলিয়া॥
অঙ্গ সুলক্ষণ, গলে মোতিমালা,
পীতাম্বর শোহে শীষ, মকুট বিরাজে,
নন্দকো নন্দন, সদা দুঃখ ভঞ্জন,
বলবন্ত বলবন্ত কৃষ্ণ মুরারে,
মদ মাতিয়া কাঁধে কমলিয়া॥
দীপককি জ্যোত কলধোত কিও মন্দ
বলবন্ত বলবন্ত কংশ পছাড়ে,
মদ মাতিয়া কাঁধে কমলিয়া॥

রচনা—অজ্ঞাত। সুর—৺মাষ্টার পূরণ (কোরিন্থিয়ন থিয়েটার)

স্বরলিপি—কুমারী সবিতা লাহিড়ী (গীতা)

+ ৩ ০ ১ +
ঠেকা:—ধি না | ধি ধি না | তি না | ধি ধি না I ধি...

আস্থায়ী

০
\+ ৩ [ণ্দা প্া] ১॥
{ সণ্া ণ্া | সা -া | ণ্সর মজ্ঞা রা সা | সণ্দ্া ণ্া | (প্া) পমা } পা ণদা I
ড ন্ | ড ০ | ন্০০ ০ বা ০ | জে ০ | ০ ও লা ০

\+ ৩ ০ ১ + ৩
ণা র্সা | র্সা মপা মপদা | মজ্ঞা রা | মা মা জ্ঞা I রা -া | সা মরা পমা |
ল ০ | মু রা০ ০০০ | রী ০ | ০ ম দ মা ০ | তি য়া০ ০০ |

০ ১ + ৩ ০ ১ +
ধপা ণধা | পা সণ্া ণ্া I সা -া | মা জ্ঞা রা | সণ্া দ্া | প্া সণ্া ণ্া I সা
০০ ০০ | ০ কাঁ ০ ধে ০ | ক ম লি | য়া ০ | ০ ড ন্ ড

১ম অন্তরা

৩
\+ [র্সা ণা ধা] ০ ১ +
{ মা মা | পা -া | ণা ধা পা | পা -া | পা পমরা মা I পা -া |
অ ং | গ ০ | সু ল ০ | ক্ষ ০ | ণ গ লে মো ০ |

৩ ০ ১ + ৩
পা মপা মপদা | মজ্ঞা জ্ঞা | রা } { মা জ্ঞা I রা -া | সা মা জ্ঞা |
ত্তি মা০ ০০০ | লা ০ | ০ পী তাম্ ব ০ | র শো হে |

০ ১ + ৩ ০ ১
রা -া | সা রা মা I পা -া | পা মপা মপদা | মজ্ঞা জ্ঞা | রা } { না -া |
শী ০ | য ম কু ট ০ | বি রা০ ০০০ | জে ০ | ০ ন ০ |

\+ ৩ ০ ১ + ৩
না -া | না র্রর্সা র্সা | র্সা র্সা | র্রা র্সর্রা র্সর্মর্জ্ঞা I র্রা -া | র্সা ণা ণা |
ন্দ ০ | কো ন ০ | ন্দ ন | স দা০ ০০ ০ দুঃ ০ | খ ভ অন্ |

০ ১ + ৩ ০ ১
ধা পা | ধা } র্সা ণা I ধা পা | ধা র্সা র্সা | গমপা মা | মা পা ণদা I
জ ০ | ন ব ল ব অন্ | ত ব ল | ব অন্ | ত কু ইষ্

\+ ৩ ০ ১ + ৩
ণা র্সা | র্সা মপা মপদা | মজ্ঞা রা | মা মা জ্ঞা I রা -া | সা মরা পমা |
ণ ০ | মু রা০ ০০০ | রে ০ | ০ ম দ মা ০ | ত্তি রা০ ০০ |

০ ১ + ৩ ০ ১ +
ধপা ণধা | পা সণ্া ণ্া | সা -া | মা জ্ঞা রা | সণ্া দ্া | প্া সণ্া ণ্া I সা
০০ ০০ | ০ কাঁ ০ | ধে ০ | ক ম লি | য়া ০ | ০ ভ ন্ ভ

২য় অন্তরা

+ ৩ ০ ১ +
II { না না | না -া | না র́স́া স́া | নস́র́া স́া | র́া স́র́জ্ঞ́া ম́জ্ঞ́া I র́া স́া |
দী প | ক ০ | কি জ্যো ০ | ত ক | ল ধো০০ ০ | ত ০ |

৩ ০ ১ + ৩ ০
স́া ণা -া | ধা পা | ধা } স́া ণা I ধা পা | ধা স́া স́া | গমপা মা |
কি ও ০ | ম অন্ | দ ব ল ব অন্ | ত ব ল | ব অন্ |

১ + ৩ ০ ১ +
মা পা ণদা I ণা স́া | স́া মপা মপদা | মজ্ঞা রা | মা মা জ্ঞা I রা -া |
ত ক ং শ ০ | প ছা০ ০০০ | ড়ে ০ | ০ ম দ মা ০ |

৩ ০ ১ + ৩ ০
সা মরা পমা | ধপা ণধা | পা সণ্া ণ্া | সা -া | মা জ্ঞা রা | সণ্া দ্া |
তি য়া০ ০০ | ০০ ০০ | ০ কাঁ ০ | ধে ০ | ক ম লি | য়া ০ |

১ +
প্া সণ্া ণ্া | সা
০ ভ ন্ | ভ

তেহাইযুক্ত জোড় :—

+ ৩ ০ ১
১। ণ্ণ্া | সমা মরা | সদ্া ণ্ণ্া ম্প্া | সসা স,স́া | স́স́া ণসা পমা I
ভন্ | ভ০ ন্বা | ০জে ০০ ভন্ | ভ০ ন্,ভ | ন্ভ ০ন্ বা০

+ ৩ ০ ১ +
রসা সরা | মপা পপা, ম́ম́া | র́স́া স́ণা | পমা রসা দ্ণ্া I সা
জে০ ০ভ | ন্ভ ০ন্, ভন্ | ভ০ ন্বা | ০জে ০০ ভন্ ভ

১ + ৩ ০ ১
২। ণ্ণ্ সসমা সণ্ I দ্ণ্মা পদা | ণর্সর্সা মপা মজ্ঞরা | মজ্ঞা রসসা | মরপমা ধপণধপপা ণ্ণ্ I
ড ন্ ড০ন্ বা০ জে০ও লা০ | ল ০ মু রা০ রী ০ ০ | ম দ মা০তি | য়া০০০ ০০০০০০ কাঁ০

+ ৩ ০ ১
সসমা জ্ঞরা | ণ্দ্প্ ণ্ণ্ সসসা | র্সধর্রর্সা র্গর্রর্মর্গর্রর্রা | মমা পপর্সা মজ্ঞা I
ধে০ক মলি | য়া ০ ০ ড ন্ ড ০ ন্, | আ০০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | কাঁ০ ধে০ ক ম লি

+ ৩ ০ ১
রজ্ঞসা মমা | পপপা মরপমা ধপণধপপা | জ্ঞজ্ঞা মমজ্ঞা | সণ্ দ্ণ্প্ ণ্ণ্ II সা
য়া ০ ০ ড ন্ | ড ০ ন্, আ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ | কাঁ ০ ধে০ক | মলি য়া ০ ০ ডন্ ড

+ ৩ ০ ১
৩। ণ্ণ্ সসা | মসা ণ্দ্ | ণ্মা পদা ণর্সা | র্সগা পমা | জ্ঞরা মজ্ঞা রসা I
ড ন্ ড ০ | ন্ বা ০ জে | ০ ও লা ০ ল ০ | মুরা ০ রী | ০ ০ ম দ মা০

+ ৩ ০ ১
সঃম০র০ পমধপা | ণধপপা ণ্ণ্ সসা | মজ্ঞা রণ্ | দ্প্ ণ্ণ্ সসা I
তি য়া ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ কাঁ ০ ধে ০ | কম লিয়া | ০ ০ ড ন্ ড ০

+ ৩ ০ ১
সঃ"ঃ" র্সধর্রর্সা | র্গর্রর্মর্গা র্র০র্র০মঃ মপা | পর্সা মজ্ঞা | রজ্ঞা সমা মপা I
ন্, আ০০০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ কাঁ ০ ধে | ০ ক মলি | য়া ০ ০ ড ন্ ড

+ ৩ ০ ১
পপা "ঃ"ম০র০ | পমধপা ণধপপা জ্ঞজ্ঞা | মমা জ্ঞসা | ণ্দা ণ্প্ ণ্ণ্ II সা
০ ন্, আ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ কাঁ ০ | ধে ০ ক ম | লিয়া ০ ০ ডন্ ড

মৃদঙ্গাচার্য্য ৺দীননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটী বোল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকানাইলাল হাজরা

ঝাঁপতাল

বোল

\+ ৩ ০
ধুমাকেটে ধ্রান্ ধুমাকেটে ধুমাকেটে ধেরেকেটে

১ +
তাক্‌ধেরে কেটেতাক ধেৎ ধেত্তা গদিঘেনে

৩ ০ ১
ধাগেদ্দে ঘেনে নাগ্‌ কৎ তেটে তেটে কেটেতাগ্‌

\+ ৩
তেরেকেটে ঘেন তেরেকেটে তাক্ তেরেকেটে

০ ১
ধুমাকেটে ধুমাকেটে তাকাধুমা কেটেতাকা

গদিঘেনে | ধা

\+ ৩ ০
ঘেন তেটেতেটে ঘেড়েনাক তেরেকেটে তাগ্‌

১ +
তেটে তেটে কেটেতাক্ তেরেকেটে ধেরেকেটে

৩ ০
ধেরেকেটে কেটেতাগ্‌ তাগেতেটে নাগে তেটে তেটে

১
কেটেতাগ্‌ দেৎ দেৎ | ধা

আড়ি

\+ ৩ ৺
১। ধা গদিঘেনে তাকা থুন্ থুন্ গিঘেনে

০ ১ ৺
নাগেনে তাগে দেত্তা ক্রেদেন তাগিনে | ধা

\+ ৩ ৺
২। ধা তেটে তেটে কতেটে ধেকেটে কত

০ ১ ৺
ঘেঘেতেটে কতাগ্‌ তাগিনে তাগ্‌ গেদা ঘেনে | ধ

রেলা (পাঁচ মাত্রা হিসাবে)

\+ ৩ ৺ ০
১। ধা দিন্ ধা তেটে তেটে ঘেন্ তে

১ ৺
কেটে তাগ তাগ তেরেকেটে তাক্ তেরেকেটে | ধ

\+ ৩
২। ধ্রান্ কেটেতাক্ তাগ তেটেকেটে তা

৺ ০ ১
তাগেতেটে ক্রান্ কেটেতাক্ তাগে তেটে কেটেতা

৺
তাগেতেটে | ধা

রেলা (দশমাত্রা হিসাবে)

\+ ৩ ০
ধাগে তেটে ঘেঘে তেটে কেটে তাগ তা

১ + ৩
তেটে কতা ঘেঘে তেটে কতা ঘেঘে তেটে ঘে

০ ১
তেটে কৎ ধা গদি ঘেনে | ধা

তেহাই

১। ধা তেরে কেটে তাগ্ ধা (কৎ) ধা তেরে কেটে তাগ্ ধা (কৎ) ধা তেরেকেটে তাগ্ | ধা

২। ধেৎ ধেৎ ধেরেকেটে কেটে তাগ ধা (৩)

বেমাঞ্জা তেহাই (নৃত্যের ছন্দে)

+ ৩ ০
দ্রেঘেন্নে ঘেন্ ত্রেকেটে তাক্ কেঁড়ান্ ৺দিঘেনে

১ + ৩ ০
কতা দেৎ দেৎ, ৺তাগেনে ধা কৎ ধা ধা কৎ

১
ধা ধা কৎ | ধা

সুরফাঁকতার পরম ঝাঁপতালে সঙ্গত করা যাইতে পারে কারণ উভয়েরই দশ মাত্রা।

দোবাহার

দোবাহার ত্রয়োদশ মাত্রার তাল। ইহাতে দশটী আঘাত ও তিনটী ফাঁক্।

+ ১ ০ ১ ১
ধা ধেৎ ধা ধা ধেন্নাক থুন্ থুন্ গদিঘেনে

১ ১ ০ ১ ১
গদিঘেনে কৎ তাগে ধেন্নাক্ ধুমাকেটে তেটে তেটে

১ ১ ০
নাক্ দেৎ ধা ধা কেটে তাগ্ |

+ ১ ০ ১
ধা থুন তাকা থুন তাকা তাকা থুন্ থুন্

১ ১ ১ ০ ১
তাকেটে দেকেটে তাকা থুন্ থুন্ থুন্ তাকেটে

১ ১ ১ ০
ধেকেটে ধুমাকেটে তাকা তাকা তাকা গদিঘেনে

| ধা

ষট্তাল

ইহা আট মাত্রার তাল। ছয়টী তাল ও দুইটী ফাঁক।

ঠেকা

+ ১ ০ ১ ১
ধা ধেৎ ধা ধা দেন্তা কৎতা গদিন্তা

১ ১ ০
কেটেতাক্ তেটেকতা গদিঘেনে | ধা

পরম

+ ১ ০ ১
ধেটে তেটে কতাগে তাগ ধা তাঘেন্নে

১ ১
ঘেন তেরে কেটে তাগ তেরেকেটে কেটে তাক্

১ ০
ধেটে তেটে গদিঘেনে | ধা

+ ১
ধুমা কেটে কেটে তাগ্ তেটে তেটে ধুমাকেটে

০ ১ ১ ১
কেটে তাগ্ তা কৎ তাগেন্না ঘেনে ধুমাকেটে কেটে

১ ০
তাগ ধেটে ধেটে ক্রান্ ধেরে কেটে কেটে তাক্ | ধা

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

বাগেশ্রী—একতালা *

কোন গহনে আছ তুমি কোন সে অলখ-তীরে।
আঁখি আমার অবিরত তোমায় খুঁজে ফিরে॥
কেমন ক'রে পাই ঠিকানা
সে-কথা যে নাইকো জানা,
আশা আমার কেঁদে মরে বুকের আঁচল ঘিরে॥

তোমার তরে ওগো বঁধু সাজি বধূর বেশে
কণ্ঠে দোলাই মণির মালা চম্পক পরি কেশে।
সুন্দর হে হায়গো সাথী
সফল কর এ মোর রাতি,
রাতুল তব পদ রেখা পড়ুক গৃহে ধীরে॥

কথা ও সুর—শ্রীগিরীন চক্রবর্ত্তী

স্বরলিপি—শ্রীঅজিত দাশগুপ্ত

II {র্সর্া র্সণর্সা র্সা | ণা ধা -া | মধা ধা ণপা | পধণা পধর্সণা ধা I
কো০ ০০ন্ গ | হ নে ০ | আ০ ছ ০ | তু০০ ০০০০ মি

মজ্ঞা মজ্ঞা জ্ঞা | রসা ণ্ধ্া ণ্স | সা -মজ্ঞা -মজ্ঞা | রাজ্ঞ -সা -া} I
কো০ ০ন্ সে | অ০ ল০ খ | তী ০০ ০০ | ০ রে ০

সান্ রসসা -া | ণ্া ধ্া ণ্া | সা মা -া | মা মা -া I
আঁ খি ০ | আ মা র | অ বি ০ | র ত ০

মধা ধা ধা | ধা ধা -া | পধা ণধা ণধা | পা মা -া II
তো মা য় | খুঁ জে ০ | ফি০ ০০ ০০ | রে ০ ০

* ইচ্ছা করিলে শিক্ষার্থীগণ এই গানটী দাদ্‌রাতেও গাইতে পারেন।

II মা মা মা | ধা ধা -ণা | র্সা র্সা র্সা | না র্সা -া I
কে ম ন | ক রে ০ | পা ই ঠি | কা না ০

র্সনা -র্রর্সর্সা র্সা | ণা ধা -া | পা ধা ধা | পধণা পধর্সণা ধা I
সে০ ০০০ ক | থা যে ০ | না ই কো | জা০০ ০০০০ না

র্সনা র্রর্সর্সা -া | ণা ধা ধা | ম্া মজ্ঞা মজ্ঞা | রা সা -া I
আ০ শা ০ | আ মা র | কেঁ দে০ ০০ | ম রে ০

(র্সণা পধা পধা)
সা মা মা | মা ধা ধা | পধণা পধা র্সা | -া -া -া II
বু কে র | আঁ চ ল | ঘি০০ ০০ রে | ০ ০ ০

II ন্া রসসা সা | ণ্া ধ্া -ণা | ণ্া সা -া | সা সা -া I
তো মা০ র | ত রে ০ | ও গো ০ | বঁ ধু ০

সমা ধা -া | ধা ণা ণধধপমা | ধা ণা ধা | র্সা -া -া I
সা জে ০ | ব ধূ ০০০০র | বে ০ ০ | শে ০ ০

মা -র্সা র্সা | না র্সা র্সা | না র্রর্সর্সা র্সা | ণা ধা -া | (ধধা) I
ক ন্ ঠে | দো লা ই | ম ণি র | মা লা ০ | মালা

মা -মা জ্ঞা | জ্ঞ্রা ধ্া ণ্া | সমা জ্ঞমা জ্ঞরা | সা -া -া I
চ ম্ প | ক প রি | কে০ ০০ ০০ | শে ০ ০

মা -দা ণা | ধা ধা -ণা | র্সা -া র্সা | না র্সা -া I
সু ন্ দ | র হে ০ | হা য়্ গো | সা থী ০

র্সর্রা র্সর্রর্মর্জ্ঞা -া | র্রা র্সা -া | র্সণা র্রর্সর্সা -া | র্সণা ধা -া I
স০ ফ০০০ ল্ | ক র ০ | এ০ মোর্ ০ | রা তি ০

র্সনা র্রর্সর্সা -া | ণা ধা -া | মা মজ্ঞা -মজ্ঞা | রা সা -া I
রা০ তু০০ ল্ | ত ব ০ | প দ০ ০০ | রে খা ০

[র্সণা ধপা ধা]
সা মা -া | মা -ধা -ণধা | পধণা -পধা র্সা | -া -া -া II II
প ড়্ ক্ | গৃ হে ০০ | ধী০০ ০০ রে | ০ ০ ০

গান

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

এনেছি কুসুম-ডালি ;
পূর্ণ করিব বাসনা মম
তোমারি চরণে ঢালি'।

জীবনে আমার সকলি শূন্য,
চরণ পরশে করহে পূর্ণ—
এস এস নাথ এ মম হৃদয়
আজিও রয়েছে খালি ॥

চরণ পূজিতে চায় মম হিয়া
বল বল নাথ পূজিব কি দিয়া,
জানিনা কিছুই দাও হে বুঝায়ে
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি' ॥

মৃদঙ্গ-বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

ঝাঁপতাল

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে এই তালটি পাঁচ মাত্রার বা ইহার দ্বিগুণ দশ মাত্রার তাল। প্রথম ও দ্বিতীয় তালের পর যে অর্দ্ধমাত্রা আছে উহাদের ঐ তালের সামিল ধরা যাইতে পারে বা পৃথক দেখান যাইতে পারে। ইহার তাল অসমান মাত্রা অন্তরে পড়ে এইজন্য ইহাকে বিসম-পদী তাল কহে। ইহার মাত্রা সমষ্টি দশ ধরিলে ইহার তাল ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ ও ৮ম মাত্রার উপর পড়িবে অর্থাৎ প্রথম দুই মাত্রা সম, পরে তিন মাত্রা প্রথম তাল, ফের দুই মাত্রা ফাঁক শেষ তিন মাত্রা দ্বিতীয় তাল। যথা—

+ ১ ০
। । । । । । ।
৩৫০। ধাগে তেটে গদিঘেনে নাগ তাগে তেটে

২
। । ।
গদি ঘেনে নাগ

+ ১ ০
৩৫১। ধাগে তেটে গদিঘেনে নাগ কত্রেকেটে তাগ

২ +
ক্রান তেটে তেটে ধা

+ ১ ০
৩৫২। ধাত্রেকেটে তাগ থুন্ ধেরেকেটে কতা

২ +
কতা কত্রেকেটে তাগ দেৎ ধা

+ ১
৩৫৩। কেটেতাগ থুন্না কেটে তাগ :তেরেকেটে দেৎ

০ ২
ধেৎ ধেৎ ধেরেকেটে ঘ্রান ধাত্রেকেটে

+
তাগ ধা

+ ১ ০
৩৫৪। ধাগে তেটে ধাগে নাগে তেটে কত্রেকেটে

২ +
তাগ তেরেকেটে তাগ দি কেটেতাগ ধা

+ ১ ০
৩৫৫। কড়ান্ তেটে ঘড়ান্ কতা ঘেনে থুন্না

২ +
কেটে তাগ তেরেকেটে ধেরেকেটে ঘড়ান্ ধা

+ ১ ০ ২
৩৫৬। ধাগ ধাগেনে ধেত্তা গদি ঘেনে নাগ

+
তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে ধা

(ইহাকে "মোড়" বলে)

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

মিশ্র—কাহার্‌বা

ঘন আঁধার রাতে
আজি একেলা পথে
তুমি আসিলে প্রিয়
কেন আমার প্রাণে ?

জীবন আমার
গেল যে বৃথায়
তোমারি সুরে
শুধু বিরহ গানে।

কভু নিঠুর বায়ে
মোর জীবন বাতি
যদি যায়গো নিভে
শেষ না হতে রাতি।

তুমি সেই লগনে
মোর সমাধি 'পরে
এসে ডাকিও মোরে
মৃদু করুণ তানে।

কথা—শ্রীসুরেন রায় সুর—শ্রীবীরেন ভট্টাচার্য্য স্বরলিপি—শ্রীমতী সুলেখা রায়

II সা ণ্‌া I সা পা পা ধা | গা মা পা ধা I পা র্সা ণা ধা | পা -া ধা পধা I
ঘ ন আঁ ধা র রা | তে ০ আ জি এ কে লা প | থে ০ তু মি০

পা পা মা মা | গা মা ধা পা I মা জ্ঞা জ্ঞা মা | সা -া সা ণ্‌া I
আ সি লে প্রি | য় ০ কে ন আ মা রি প্রা | ণে ০ ঘ ন

মা পা পা ধা | পা মা পা ধা I পা র্সা ণা ধা | পা -া -া -া I
আঁ ধা র রা | তে ০ আ জি এ কে লা প | থে ০ ০ ০

ণা ণা ণা ণা | ধা ণা র্সা -র্রা I পা র্সা ণা ধা | পধা -ণা -া -া I
জী ব ন আ | মা ০ ০ বৃ গে ল যে বৃ | থা০ ০ ০ য়্

পা ধা পা মা | গা -া গা গা I গা রা গা পা | মা -া ধা পা I
তো মা রি সু | রে ০ শু ধু বি র হ গা | নে ০ কে ন

মা জ্ঞা -া মা | সা -া II
আ সি লে প্রা | ণে ০

II সা ণ্ I দ্ ন্ সা জ্ঞঋা | সা -া সা -ন্ I সা ঋা গা হ্মা | পা -া গা হ্মা I
ক ভু নি ঠু র বা ০ | য়ে ০ মো র্ জী ব ন বা | তি ০ য দি

পা -না না -দা | পা -া পা -া I পা হ্মা গা ঋা | সা -া গা গা I
যা য় গো নি | ভে ০ শে য্ না হ তে রা | তি ০ তু মি

হ্মা ধা না -ঋ́া | র্সা -া র্সা -না I র্সা র্সা -র্গা র্রা | র্সা -া র্সা -া I
সে ই ল গ | নে ০ মো র্ স মা ধি প | রে ০ এ সে

র্সা র্রা র্সা ণা | ধপা -া ধা পা I মা গা সগা পা | মা -া ধা পা I
ডা কি ও মো | রে ০ মৃ দু ক রু ণ০ তা | নে ০ কে ন]

মা জ্ঞা জ্ঞা মা | সা -া II II
আ সি লে প্রা | ণে ০

গান

শ্রীনীরেন্দ্রমোহন রায়

তুমি চরণে রেখেছ যাহারে
জীবনেরি স্রোতে ভাসিয়া চলিছে
কূল কি দিবে না তাহারে।

শয়নে স্বপনে গাহিব গান,
মানসে জাগিবে তোমারি ধ্যান,—
আজিকে আমারে ঠাঁই দাও প্রভু
ভীতি শঙ্কিত পাথারে॥

সপ্তম বার্ষিক নিখিল-ভারত সঙ্গীত সম্মেলন ও ষষ্ঠ বার্ষিক এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গীত প্রতিযোগীতা

গত ২৪শে অক্টোবর তারিখে এলাহাবাদে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের ৭ম বার্ষিক অধিবেশন এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন যুক্তভাবে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। লোক সমাগম ও গুণীদিগের সমাবেশ হিসাবে এবারকার সম্মেলন খুব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় এই যে বাঙ্গলা দেশ হইতে আগত প্রতিযোগীরা প্রায় সমস্ত প্রতিযোগীতায়ই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। সম্মেলনে এবার বাঙ্গালী গুণীরা সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন।

প্রথমে ২৪শে অক্টোবর সঙ্গীত প্রতিযোগীতা আরম্ভ হইয়া ২৭শে অক্টোবর সকালে উহা সমাপ্ত হয়। প্রতিযোগীতায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু ছাত্র-ছাত্রী ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। অতঃপর ২৭শে অক্টোবর ৫ ঘটিকায় সঙ্গীত সম্মেলনের কার্য্যাদি আরম্ভ হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু উচ্চশ্রেণীর গায়ক বাদক এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা প্রদেশ হইতে প্রঃ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রঃ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, প্রঃ রামকিষণ মিশ্র, বিষ্ণুসেবক মিশ্র, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীন দেব বর্ম্মণ, শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী (তবলা), জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, কুমারী গীতা দাস, কুমারী বীণাপাণি মুখার্জ্জি, কুমারী অমলা নন্দী, প্রঃ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রঃ ইনায়েৎ খাঁ (সেতারী), প্রঃ অনাথ বসু, প্রঃ সফিউল্লা খাঁ (সেতারী), কুমারী সুষমা দে, প্রঃ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রাধিকামোহন মৈত্র (স্বরোদ), রামকৃষ্ণ কর্ম্মকার, শচীন্দ্রনাথ দাস, রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যামিনী গাঙ্গুলী, সূর্য্যকুমার পাল, প্রঃ ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, প্রঃ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামকুমার গাঙ্গুলী (স্বরোদ)। এতদ্ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত গুণীগণ, যথা—প্রঃ ফৈয়াজ খাঁ—বরোদা, ভি, এন, পটবর্দ্ধন—বোম্বে, প্রিন্সিপাল এইচ, আর, ডাক্তার—বরোদা, প্রঃ আলাউদ্দিন খাঁ—মাইহার ষ্টেট, খলিফা আবিদ হুসেন খাঁ—লক্ষ্ণৌ, প্রঃ ওয়াজিদ হুসেন খাঁ—লক্ষ্ণৌ, প্রঃ গোবিন্দ রাও (কাষ্ঠতরঙ্গ), প্রঃ মোজাফর খাঁ এবং তাহার পুত্রদ্বয়—দিল্লী, প্রঃ আবদুল আজিজ খাঁ (বিচিত্র বীণ), দিলীপচাঁদ ভেদী—পাঞ্জাব, প্রঃ রাজা ভইয়া পুঞ্চওয়ালা, বেনারস হইতে একদল প্রসিদ্ধ শানাই বাদক (মিঞা বিলাতুস পার্টি). প্রঃ চন্দন চৌবে—মথুরা, প্রঃ নাথু খাঁ (তবলা)—দিল্লী, প্রঃ মোহনলাল (নৃত্যকার)—যুক্তপ্রদেশ, গামা মিশ্র (তবলা), প্রঃ পাঠক—লক্ষ্ণৌ, প্রঃ নারায়ণ রাও গুণে—বোম্বাই, প্রঃ রামচন্দ্র অগ্নিহোত্রী, ওস্তাদ মিঠু খাঁ (তবলা), ওস্তাদ নুরমহম্মদ (সারঙ্গী), প্রঃ নন্দলাল (শানাই)—রামনগর, প্রঃ রমেশচন্দ্র ঠাকুর (তবলা-তরঙ্গ)—গোয়ালিয়র, প্রঃ শম্ভুপ্রসাদ (নৃত্যকার)—লক্ষ্ণৌ, মান্দ্রাজ হইতে একজন বেহালা বাদক, প্রঃ হাফিজ আলি খাঁ (স্বরোদ)—গোয়ালিয়র, প্রঃ পর্ব্বত সিং (পাখোয়াজ), প্রঃ রামেশ্বর পাঠক (সেতার), প্রঃ খাদিম হুসেন ও মহম্মদ বক্স (ধ্রুপদ)—হারিয়ানা, মালঙ্গ খাঁ (তবলা), কৃষ্ণরাও পণ্ডিত—গোয়ালিয়র, প্রঃ মাখন লাল (পাখোয়াজ), প্রঃ মুস্তাক আলি খাঁ (সেতার), প্রিন্সিপাল রতনজনকর—লক্ষ্ণৌ, বিজয় সিংহ (পাখোয়াজ), প্রঃ বলবন্ত রাও (ধ্রুপদ), মিঃ চন্দ্রকান্ত পান্থ এবং এলাহাবাদের স্থানীয় গায়কগণ, যথা—প্রঃ ভি, এন, ঠাকুর,

প্রঃ আর, কে, পটবর্দ্ধন, প্রঃ এন, আর, যোশী, রঘুনাথ রাও, প্রঃ বেণীপ্রসাদ শ্রীবাস্তব (হারমোনিয়ম), প্রঃ জগদীশ পাঠক, প্রঃ গগন চ্যাটার্জ্জি, প্রঃ এস, আর, তেওয়ারী (তবলা), প্রঃ রামদেও পাণ্ডে (পাখোয়াজ), প্রঃ এস, ভি, আপ্তে, প্রঃ হরনারায়ণ মিশ্র, প্রঃ কে, কে, মুখার্জ্জি (হারমোনিয়াম), প্রঃ ভি, এ, কুশলকার, প্রঃ ভোলানাথ, মিঃ এ, ঘোষ প্রভৃতি গুণীগণ সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন।

বিশেষ পুরস্কার স্বুবর্ণ পদক প্রাপ্ত গুণীগণ ও পুরস্কারদাতাদিগের নাম

১। মিস্ নীলিমা দত্ত (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ জ্ঞানেন্দু রায়, বোটানিক্যাল গার্ডেন, হাওড়া। ২। মিস সুধা মাথুর (তবলা)—মহারাজ কুমার ময়মনসিং। ৩। কুমারী বিভাস কুমারী দেব বর্ম্মণ (কণ্ঠসঙ্গীত)—মহারাজ কুমার ময়মনসিং। ৪। মিস্ গীতা দাস (কণ্ঠসঙ্গীত)—দি অনারেবল নবাব স্যার মহম্মদ ইসুফ, কে, টি, বার-এ্যাট-ল; মিনিষ্টার ফর লোকাল সেল্ফ গভর্ণমেণ্ট, ইউ, পি। ৫। মিস্ আরতি দাস (কণ্ঠসঙ্গীত)—দি অনারেবল নবাব স্যার মহম্মদ ইউসুফ, কে, টি, বার-এ্যাট-ল; মিনিষ্টার ফর লোকাল সেল্ফ গভর্ণমেণ্ট, ইউ, পি। ৬। শচীন্দ্রনাথ দাস (কণ্ঠসঙ্গীত)—মেসার্স এইচ, এল, দত্ত এণ্ড ব্রাদার্স। ৭। মিস সুষমা দে (কণ্ঠসঙ্গীত)—উমাশঙ্কর বাজপেয়ী, এলাহাবাদ। ৮। প্রোঃ ভি, এন, ঠকর (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম্, এল্, এ। ৯। মিঃ এস্, কে, গাঙ্গুলী (সরোদ)—মিঃ পি, সি, ব্যানার্জ্জি। ১০। মিঃ এ, ঘোষ (ক্লারিওনেট)—মিঃ কে, সি, বানার্জ্জি, ২ নং মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ১১। মিস্ আশা ওঝা (নৃত্য)—মিসেস্ শোহানলাল শ্রীবাস্তব। ১২। মিস্ আশা ওঝা (নৃত্য)—জেনারেল্ রাণা প্রক্রম জং বাহাদুর, এলাহাবাদ। ১৩। মিস্ আশা ওঝা (নৃত্য)—মিসেস্ এম, ডি, সিংহ। ১৪। মিস্ সুষমা দে (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ ডি, পি, ঘোষ, ৩ নং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৫। প্রঃ হাফিজ আলি খান (স্বরোদ)—মহারাজ কুমার মৈমনসিং। ১৬। প্রঃ শম্ভুনাথ মহারাজ (নৃত্য)—পণ্ডিত তেজনারায়ণ মুল্লা, এলাহাবাদ। ১৭। প্রঃ আলাউদ্দিন খাঁন (সরোদ)—রাজা বাহাদুর অব্ খোটে ষ্টেট্, বাঘেলখান (সি, আই)। ১৮। প্রঃ ফৈয়াজ খাঁ (কণ্ঠসঙ্গীত)—সার জে, পি, শ্রীবাস্তব, কে-টি, মিনিষ্টার ফর্ এডুকেশন (ইউ, পি)। ১৯। প্রঃ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী (কণ্ঠসঙ্গীত)—রাজা সাহেব অফ গৌরীপুর, আসাম। ২০। মিঃ ভীষ্মদেব চাটার্জ্জি (কণ্ঠসঙ্গীত)-মহারাজ কুমার মৈমনসিং। ২১। মিঃ এস, এন, দাস (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ সমরজিৎ সিং, গোরখপুর। ২২। মিঃ ভীষ্মদেব চাটার্জ্জি (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ সমরজিৎ সিং, গোরখপুর। ২৩। মিঃ অনাথনাথ বোস (কণ্ঠসঙ্গীত)—রাজকুমার অফ আমেদি ষ্টেট। ২৪। প্রঃ গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্ত্তী (কণ্ঠসঙ্গীত)—ঠাকুর সাহেব অফ নাইগারহি। ২৫। প্রঃ গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্ত্তী (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ জে, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ২৬। প্রঃ মুনাউর খাঁ (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ এন্, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ২৭। প্রঃ রামকিষণ মিশ্র (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ এন্, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ২৮। প্রঃ রামেশ্বর পাঠক (সেতার)—মিঃ এন্, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ২৮। প্রঃ ফৈয়াজ খাঁ (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ জে, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৩০। মিস্ রেণুকা সাহা (সেতার)—দি সিনিয়র কম্যাণ্ডিং জেনারেল্ অফ নেপাল। ৩১। মিস্ রেণুকা সাহা (সেতার)—প্রিন্স্ নরেন্দ্র সামশের জং বাহাদুর রাণা। ৩২। মিস্ রেণুকা সাহা (সেতার)—প্রিন্স্ জগৎ সামসের জং বাহাদুর রাণা। ৩৩। মিস্ রেণুকা সাহা (সেতার)—কুমার প্রতাপ বিক্রম শাহি অফ

খাইরগড়। ৩৪। প্রঃ নাথু খাঁ (তবলা)—রায় কেশব চন্দ্র বানার্জ্জী বাহাদুর, এম্, এল্, এ; ঢাকা। ৩৫। প্রঃ রঘুনন্দন ঝাঁ (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিসেস্ ডি, ওঝা, এলাহাবাদ। ৩৬। প্রঃ জি, এস্, চক্রবর্ত্তী (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ পি, সি, বানার্জ্জী, ইন্‌কম্ ট্যাক্স অফিস, এলাহাবাদ। ৩৭। মিঃ শচীন দেব বর্ম্মণ (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম্, এল্, এ। ৩৮। প্রঃ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ বিভূতি বোস, কলিকাতা। ৩৯। মিঃ শৈলেন্দ্র কুমার বানার্জ্জি (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ এইচ, এন, সেন, ১২নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৪০। প্রঃ আব্দুল আজিজ খাঁ অফ পাতিয়ালা (কণ্ঠসঙ্গীত)—মহারাজ কুমার মৈমনসিং। ৪১। মিঃ এইচ, কে, গাঙ্গুলী—প্রিন্স ডি, ভি, সিং। ৪২। প্রঃ শম্ভুনাথ—রাজা সাহেব অফ ভদ্রি। ৪৩। প্রঃ শম্ভুনাথ (নৃত্য)—কুমার জে, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৪৪। প্রঃ সুন্দেরেসা আয়ার—পণ্ডিত আর, এন, গুর্ত্তু। ৪৫। প্রঃ বলবন্ত রাও—শ্রীযুক্ত ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী। ৪৬। প্রঃ ওয়াজিদ হুসেন—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৪৭। প্রঃ এনায়েৎ খাঁ (সেতার)—মিঃ পি, কে, পাণ্ডে। ৪৮। প্রঃ এনায়েৎ খাঁ (সেতার)—রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র ব্যানার্জ্জী। ৪৯। প্রঃ আবিদ্ হুসেন খাঁ—ডাঃ ডি, আর, ভট্টাচার্য্য। ৫০। প্রঃ নারায়ণ রাও ব্যাস—পণ্ডিত অমরনাথ ঝা। ৫১। প্রঃ চন্দন চৌবে—মিঃ আর, সি, চৌধুরী।

বিশেষ পুরস্কার রৌপ্যপদক প্রাপ্ত গুণীগণ ও পুরস্কারদাতাদিগের নাম

১। মিস নীলিমা রাণী দত্ত (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ২। মিস শান্তনা ভট্টাচার্য্য (নৃত্য)—মহারাজ কুমার ময়মনসিংহ। ৩। মিস বেলা সরকার (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ৪। মিস্ শান্তনা ভট্টাচার্য্য (নৃত্য)—মিঃ পি, এল, টণ্ডন, স্যার পি, সি, ব্যানার্জ্জি হোষ্টেল, এলাহাবাদ। ৫। মিস শান্তনা ভট্টাচার্য্য (নৃত্য)—রায় সাহেব আর, এল, বাত্র, ভরতপুর। মিস পুষ্প মাথুর (নৃত্য)—রায় সাহেব কৃপা নারায়ণ, লাহোর। ৭। মিস শান্তনা ভট্টাচার্য্য (নৃত্য)—রায় সাহেব কৃপা নারায়ণ, লাহোর। ৮। মিস বিমলকুমারী মাথুর (তবলা)—মিসেস ডি, আর, ভট্টাচার্য্য, ৭ নং মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ৯। মাষ্টার বিশ্বনাথ বিশ্বাস (কণ্ঠসঙ্গীত)—ডাঃ ডি, আর, ভট্টাচার্য্য, ৭ মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ১০। মিস্ রুক্মিণী দেবী মেরত্রা (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ এ, আলি খাঁ। ১১। মিস্ শান্তনা ভট্টাচার্য্য (নৃত্য)—মিঃ এইচ্, এন্, মেরত্রা, এলাহাবাদ। ১২। মাষ্টার নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (নৃত্য)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম্, এল, এ। ১৩। মাষ্টার অনন্ত কেশব কগ্‌জি (কণ্ঠসঙ্গীত)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম্, এল, এ। মাষ্টার জহরলাল মুখার্জ্জি (কঃ সঃ)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ১৫। মাষ্টার জগদীশ (কঃ সঃ)—মিঃ জে, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ১৬। মাঃ জগদীশ (হারমোনিয়ম)—রাজা অফ গৌরীপুর, আসাম। ১৭। মাষ্টার জগদীশ (হারমোনিয়ম)—মিঃ শ্রীবিলাস পাণ্ডে। ১৮। মিঃ মহেশচন্দ্র স্যাকসেনা (কঃ সঃ)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম্, এল, এ। ১৯। মিস্ চন্দন কুমারী মাথুর (কঃ সঃ)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম্, এল্, এ। ২০। মিঃ শৈলেন্দ্রকুমার চ্যাটার্জ্জী (কঃ সঃ)—মিঃ এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ২১। মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি (কঃ সঃ)—মিঃ হরেন্দ্রলাল দত্ত, ৩৪-এ, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২২। মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি (কঃ সঃ)—মিঃ দেবেন্দ্রলাল দত্ত, ৩৪-এ, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৩। মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, (কঃ সঃ)—মিঃ জে, সি, বসু, ৪০ রাধা-

বাজার, কলিকাতা। ২৪। মিস্ চন্দনকুমারী মাথুর (কঃ সঃ)—মিঃ দয়া কৃষ্ণ মাথুর, ৫৪ কে, পি, ইউ, কলেজ, এলাহাবাদ। ২৫। মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী (কঃ সঃ)—মিঃ এস, মুখার্জ্জী, ৩ জোরাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ২৬। মিঃ রমেশচন্দ্র নৌতিয়্যাল (বাঁশী)—মিঃ লক্ষ্মী-প্রসাদ গুপ্ত, ৮৪ হল্যাণ্ড হল, এলাহাবাদ। ২৭। মিঃ এস্, সি, ব্যাস (এস্রাজ)—মিঃ পি, এস, মেটা। ২৮। বিবি যশবন্ত কাউর (কঃ সঃ)—মিঃ সত্যপ্রসাদ তপ্রিয়াল, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়। ২৯। মিস্ রেবা ঘোষ (কঃ সঃ)—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৩০। বিবি যশোবন্ত কাউর (কঃ সঃ)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ৩১। মিস্ নির্ম্মলা দেবী পন্ত (সেতার)—মিসেস্ ডি, আর, ভট্টাচার্য্য, ৭ মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ৩২। মিস্ শোভা ভট্টাচার্য্য (নৃত্য)—মিঃ অনিলভূষণ বাগচী, ৫৭ গড়পার রোড, কলিকাতা। ৩৩। মিস্ শোভা ভট্টাচার্য্য (নৃত্য)—রায় বাহাদুর ডাঃ কে, পি, মাথুর, ৩ মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ৩৪। মিস্ রেবা দত্ত (নৃত্য)—মিঃ পি, সি, দত্ত (গায়ক) টাটানগর। ৩৫। মিঃ রামশঙ্কর সাণ্ড (হারমোনিয়ম)—মিঃ পি, এন, চন্ধা, ৩০ আথরা ম্যান খাঁ, চন্ধা রোড, এলাহাবাদ। ৩৬। মিস্ শোভা ভট্টাচার্য্য (নৃত্য)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ৩৭। মিস্ শোভা ভট্টাচার্য্য (নৃত্য)—মিঃ এ, জি, ওয়াকেল, কেয়ার অফ প্রঃ এন, আর, যোশী, এলাহাবাদ। ৩৮। মিস্ উষা গোবিলা (সেতার)—মিসেস ডি, আর, ভট্টাচার্য্য, ৭ মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ৩৯। মিস্ রেণুকা সাহা (সেতার)—প্রঃ ডি, ওঝা, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়। ৪০। মিস মায়া ভট্টাচার্য্য (কঃ সঃ)—মিঃ বি, এন, চক্রবর্ত্তী। ৪১। মিস তারা মাথুর (তবলা)—মিঃ দ্বারকা নাথ কাপুর, সাহিত্য ভবন, সাজাহানপুর। ৪২। মিস্ মায়া ভট্টাচার্য্য (কঃ সঃ)—মিঃ রাম সিং শেঠ। ৪৩। মিস্ তারা মাথুর (তবলা)—মার্কেল সোপ ওয়ার্কস্, কানপুর। ৪৪। মিস মায়া ভট্টাচার্য্য (কঃ সঃ)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ৪৫। মিস মায়া ভট্টাচার্য্য (কঃ সঃ)—মহারাজ কুমার ময়মনসিংহ। ৪৬। মিস তারা মাথুর (কঃ সঃ)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ৪৭। মিস তারা মাথুর (কঃ সঃ)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ৪৮। মিস্ চন্দনকুমারী (কঃ সঃ)—মিঃ কে, কে, শর্ম্মা, ৭ স্যার পি, সি, বি, হোষ্টেল, এলাহাবাদ। ৪৯। মিস প্রেম-কুমারী সিংহ (কঃ সঃ)—মিঃ ভগবৎ সহায় মাথুর, ৯-এ মূর রোড, এলাহাবাদ। ৫০। কুমারী শোভা কুণ্ডু (সেতার)—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৫১। মিস তারা মাথুর (তবলা)—মিঃ দয়া কৃষ্ণ মাথুর, ৫৪, কে, পি, ইউ, হোষ্টেল, এলাহাবাদ। ৫২। মাষ্টার চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (তবলা)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ৫৩। মিঃ দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (কঃ সঃ)—কুমার জে, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৫৪। মিঃ চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (কঃ সঃ)—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৫৫। মিঃ বলদেওপ্রসাদ পাণ্ডে (কঃ সঃ)—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তা-গাছা। ৫৬। মিঃ গিরিশপ্রসাদ (তবলা)—রায় সাহেব কৃপা নারায়ণ, লাহোর। ৫৭। মিঃ বনোয়ারীলাল শ্রীবাস্তব (সেতার)—মিঃ মোহনলাল ঘোষাল। ৫৮। মিস্ সুধা মাথুর (তবলা)—মহারাজা অফ গৌরীপুর, আসাম। ৫৯। কুমারী পুষ্পলতা বাত্রা (কঃ সঃ)—কুমার জে, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৬০। কুমারী পুষ্পলতা বাত্রা (কঃ সঃ)—জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি, কেয়ার অফ আর, পি, সিংহ, ৩৭ মুর রোড, এলাহাবাদ। ৬১। কুমারী শৈলবালা দেবী (কঃ সঃ)—মিসেস্ ডি, আর, ভট্টাচার্য্য ৭ মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ৬২। কুমারী পুষ্পলতা বাত্রা (কঃ সঃ)—প্রঃ ডি, ওঝা, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়।

৬৩। কুমারী পুষ্পলতা বাত্রা (কঃ সঃ)—মহারাজ কুমার অফ ময়মনসিং। ৬৪। মিস্ সুধা মাথুর (তবলা)—মিস্ চাঁদকুমারী মাথুর। ৬৫। মিস্ শ্রীবিভাসকুমারী দেব বর্ম্মণ (কঃ সঃ)—কুমার জে, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৬৬। মিস আরতি দাস (কঃ সঃ)—প্রঃ ভীষ্মদেব চ্যাটার্জ্জী। ৬৭। কুমারী শান্তিলতা ব্যানার্জ্জি (কঃ সঃ)—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৬৮। মিস্ প্রতিমা রাণী ঘোষ (কঃ সঃ)—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৬৯। মিস্ শ্রীবিভাসকুমারী দেব বর্ম্মণ (কঃ সঃ)—প্রঃ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা। ৭০। মিঃ এম, এল, মেহরা (বোর্ডে লিখিবার জন্য)—মিঃ সৈয়দ আহম্মদ। ৭১। মিস্ সুধা মাথুর (তবলা)—মিঃ দয়া কৃষ্ণ মাথুর, ৫৪ কে, পি, ইউ, হোষ্টেল, এলাহাবাদ। ৭২। মিস সুধা মাথুর (তবলা)—মিসেস কে, সি, ব্যানার্জ্জী, ২ মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ৭৩। মিঃ এন, আর, ভট্টাচার্য্য (সেতার)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ৭৪। মিঃ এন, আর, ভট্টাচার্য্য (সেতার)—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৭৫। মিস সুধা মাথুর (তবলা)—মিসেস জি, ডি, কারওয়াল, ২ ব্যাঙ্ক রোড, এলাহাবাদ। ৭৬। মিসেস মায়া দেবী (কঃ সঃ)—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৭৭। মিস বিন্দুবাসিনী রায় (হারমোনিয়ম)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ৭৮। মিস বিন্দুবাসিনী রায় (হারমোনিয়ম)—মিঃ ডি, ডি, যোশী। ৭৯। মিস বিন্দুবাসিনী রায় (হারমোনিয়ম)—মিঃ অনিলভূষণ বাগচী, ৫১ গড়পার রোড, কলিকাতা। ৮০। মাষ্টার সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী (কঃ সঃ)—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৮১। মিঃ দেবীপ্রসন্ন ঘোষ (তবলা)—প্রঃ শশী মুখার্জ্জি, ২৪ ঠাকুর ক্যাসেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৮২। মিঃ গোপালকৃষ্ণ মুখার্জ্জি (কঃ সঃ)—প্রঃ শশী মুখার্জ্জি, ২৪ ঠাকুর ক্যাসেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৮৩। মিস শ্রীবিভাসকুমারী দেব বর্ম্মণ (কঃ সঃ)—প্রিন্সিপ্যাল কৃষ্ণ রাও পণ্ডিত, গোয়ালিয়র। ৮৪। মিস সুধা মাথুর (তবলা)—প্রিন্সিপ্যাল কৃষ্ণ রাও পণ্ডিত, গোয়ালিয়র। ৮৫। মিঃ সুশীলকুমার বসু (কঃ সঃ)—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৮৬। মিঃ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য (কঃ সঃ)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ৮৭। মিঃ সুশীলকুমার বসু (কঃ সঃ)—মিঃ অনিলভূষণ বাগচী। ৮৮। মিঃ প্রতাপনারায়ণ মিত্র (পাখোয়াজ)—মিঃ কে, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ৮৯। মিঃ শিশিরকুমার গুহ (কঃ সঃ)—কুমার এন, কে, আচার্য্য চৌধুরী, মুক্তাগাছা। ৯০। মিস নীলিমা রাণী দত্ত (কঃ সঃ)—মিসেস এন, আর, রায়। ৯১। বিবি যশবন্ত কাউর (কঃ সঃ)—ডাঃ বি, এস, শেয়ার, হোসিয়ারপুর। ৯২। মিস আরতি দাস (কঃ সঃ)—পণ্ডিত রামকৃষ্ণ মিশ্র, ২১ কালী দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৯৩। মিস গীতা দাস (কঃ সঃ)—পণ্ডিত রামকৃষ্ণ মিশ্র, কালী দত্ত ষ্ট্রীট কলিকাতা। ৯৪। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী (সেতার)—মিসেস ডলি মুখার্জ্জি, ২ নং মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ৯৫। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী (সেতার)—মিঃ জি, ব্যানার্জ্জি, ৪১ জর্জ্জ টাউন, এলাহাবাদ। ৯৬। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী (সেতার)—মিস ইন্দুলেখা ব্যানার্জ্জি, ৪১ জর্জ্জ টাউন, এলাহাবাদ। ৯৭। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ প্রতিযোগী (তবলা)—মিঃ শান্তনু ব্যানার্জ্জি, ৪১ জর্জ্জ টাউন, এলাহাবাদ। ৯৮। মিঃ জে, সি, রায়—(সেতার)—মেসার্স পি, কে, পাণ্ডে, এস, আর, ভট্টাচার্য্য গঙ্গারাম, ১০ মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ৯৯। মিঃ সুরযপ্রসাদ (কঃ সঃ)—প্রঃ ডি, ওঝা, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়। ১০০। মিস কমলা দেবী আগরওয়ালা (হারমোনিয়ম)—মিঃ হীরালাল, ৮৮ সার সুন্দরলাল হোষ্টেল, এলাহাবাদ। ১০১। মিস তারা মাথুর (কঃ সঃ)—মিঃ এ, জি, ওয়াকেল, এলাহাবাদ। ১০২। মাষ্টার সুধীরলাল

চক্রবর্ত্তী (কঃ সঃ)—মিঃ মহীন্দ্রমোহন ব্যানার্জ্জি, ৪৫ বি, মেছুয়া বাজার, কলিকাতা। ১০৩। মিঃ শচীন্দ্রনাথ দাস (কঃ সঃ)—মিঃ মহীন্দ্রমোহন ব্যানার্জ্জী, ৪৫ বি মেছুয়াবাজার, কলিকাতা। ১০৪। মিঃ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী (কঃ সঃ)—মিঃ মহীন্দ্রমোহন ব্যানার্জ্জি, ঐ। ১০৫। মিঃ হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী (তবলা)—মিঃ মহীন্দ্রমোহন ব্যানার্জ্জী, ঐ। ১০৬। মিঃ হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী (তবলা) —রায় সাহেব জ্যোতিঃপ্রসাদ, ৬ মুর রোড, এলাহাবাদ। ১০৭। মিঃ হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী (তবলা)—মিঃ এ, ডি, পন্থ, মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ১০৮। মিঃ নরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক (নৃত্য)—মিঃ সন্তোষকুমার শ্রীবাস্তব, এলাহাবাদ। ১০৯। মিস রেণুকা সাহা (সেতার)—মিঃ ভগবতী প্রসাদ মাথুর, সাজাহানপুর। ১১০। মিস পুষ্পলতা মাথুর (সেতার)—রায় বাহাদুর ডাঃ এল, ডি, যোশী, এলাহাবাদ। ১১১। মিস পুষ্পলতা বাত্রা (কঃ সঃ)—মিঃ পুরোহিতস্বরূপ নারায়ণ, জয়পুর। ১১২। মিস অমলা নন্দী (নৃত্য)—মিঃ গোপাল লাল গুপ্ত, জয়পুর। ১১৩। মিস সুধা মাথুর (তবলা)—মিঃ এন, জি, মতিলাল, রেইস, বেনারস। ১১৪। মিস বিভাসকুমারী দেব বর্ম্মণ (কঃ সঃ) —মিঃ এন, জি, মতিলাল, রেইস, বেনারস। ১১৫। মিস শোভা কুণ্ডু (সেতার)—মিঃ এন, জি, মতিলাল, ঐ। ১১৬। মিঃ এস, কে, পাল (তবলা)—মিঃ এন, জি, মতিলাল, ঐ। মিস আশা ওঝা (নৃত্য)—মিসেস আর, আর, কে, আঘা, এলাহাবাদ। ১১৮। মিঃ নরেন বসু মল্লিক (নৃত্য)—মেসার্স নৌতিয়াল, ব্যানার্জ্জি, তেওয়ারী ইত্যাদি। ১১৯। মিঃ নরেন বসু মল্লিক (নৃত্য)—মিস শান্তনা ভট্টাচার্য্য, ৭ মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ১২০। মিস অমলা নন্দী (নৃত্য)—মিস ইন্দুলেখা ব্যানার্জ্জি, জর্জ্জ টাউন, এলাহাবাদ। ১২১। মিস সুষমা দে (কঃ সঃ)—মিস ইন্দুলেখা ব্যানার্জ্জী, জর্জ্জ টাউন, এলাহাবাদ। ১২২। মিস আরতি দাস (কঃ সঃ)—মিস ইন্দুলেখা ব্যানার্জ্জি, জর্জ্জ টাউন এলাহাবাদ। ১২৩। মিস গীতা দাস (কঃ সঃ)—মিঃ এ, কে, মিত্র, ৪২ ক্যান্টনমেণ্ট রোড, লক্ষ্ণৌ। ১২৪। মিস উমা মিত্র (কঃ সঃ)—মিঃ এ, কে, মিত্র ৪২ ক্যান্টনমেণ্ট রোড, লক্ষ্ণৌ। ১২৫। মিস শোভা কুণ্ডু (সেতার)—মিঃ এ, কে, মিত্র, ৪২ ক্যান্টনমেণ্ট রোড, লক্ষ্ণৌ। ১২৬। প্রঃ ওয়াজিদ হুসেন (তবলা)—মিঃ মণীন্দ্রনাথ বসু, ৪৫ মেছুয়া বাজার, কলিকাতা। ১২৭। মিস শান্তা আম্লাদি (কঃ সঃ)—মিঃ ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, এম, এল, এ। ১২৮। মিঃ ভীষ্মদেব চ্যাটার্জ্জী (কঃ সঃ)—প্রঃ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা। ১২৯। মিঃ শ্যামকুমার গাঙ্গুলী (স্বরোদ)—মহারাজা অফ গৌরীপুর, আসাম (স্বর্ণ পদক)। ১৩০। মিঃ দেবীপ্রসন্ন ঘোষ (তবলা)—মহারাজা অফ গৌরীপুর, আসাম (স্বর্ণ পদক)। ১৩১। মিঃ রমেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি (কঃ সঃ)—মহারাজা অফ গৌরীপুর, আসাম (স্বর্ণ পদক)। ১৩২। মিস সুধা মাথুর (তবলা) —মিঃ এইচ্, কে, গাঙ্গুলী, কলিকাতা। ১৩৩। মিস ঊষা গোবিলা (সেতার)—মিঃ এন, জি, মতিলাল, রেইস, বেনারস। ১৩৪। মিঃ সি, এস, আয়ার (বেহালা)—মেসার্স এস, আর, ভট্টাচার্য্য, প্রভৃতি। ১৩৫। মিঃ ভীষ্মদেব চ্যাটার্জ্জি (কঃ সঃ)—মিঃ মণীন্দ্রমোহন ব্যানার্জ্জী, ৪৫ বি, মেছুয়াবাজার, কলিকাতা। ১৩৬। মিঃ এইচ্, কে, গাঙ্গুলী (তবলা)—মিঃ রামচন্দ্র ব্যাস, ১ কুইন্স রোড, এলাহাবাদ। ১৩৭। মিঃ শচীন্দ্রনাথ দাস (কঃ সঃ) —মিঃ আর, আর, দত্ত, কলিকাতা। ১৩৮। মিস বীণাপাণি মুখার্জ্জি (কঃ সঃ)—কুঙার স্মরজিৎ সিং, গোরক্ষপুর। ১৩৯। আলাউদ্দিন সাহেবের পুত্র (কঃ সঃ)—মিঃ এস, সিং, ৩ ক্যানিং রোড, এলাহাবাদ। ১৪০। মিস পুষ্পলতা বাত্রা (কঃ সঃ)—কুঙার স্মরজিৎ সিং, গোরক্ষপুর। ১৪১। মিস গীতা দাস (কঃ সঃ)—মিঃ দ্বারকানাথ কাপুর, সাহিত্য ভবন, সাজাহানপুর। ১৪২। মিঃ অনাথ

নাথ বসু (ক: স:)—মহারাজকুমার ময়মনসিং। ১৪৩। মিস বিভাসকুমারী দেব বর্ম্মণ (ক: স:)—মিসেস কে, সি, ব্যানার্জি, ২ মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ১৪৪। মিস প্রভাবতী মিত্র (ক: স:)—মি: কে, সি, ব্যানার্জি, ঐ। ১৪৫। মিস বিন্দুবাসিনী রায় (হারমোনিয়ম)—মিসেস কে, সি, ব্যানার্জ্জী, ঐ। ১৪৬। মিস শোভা ভট্টাচার্য্য (হারমোনিয়ম)—মি: পি, এস, যোশী (একটী কাপ)। ১৪৭। মিস আশা ওঝা (নৃত্য)—মি: পি, এস, যোশী (একটী কাপ)। ১৪৮। মিস আশা ওঝা (নৃত্য)—মি: ডি, পি, ভার্গব, এ্যাডভোকেট, আজমীঢ়। ১৪৯। কুমারী বিভাসকুমারী দেব বর্ম্মণ (ক: স:)—মি: কমল মুখার্জি। ১৫০। কুমারী আরতি দাস (ক: স:)—প্র: ভীষ্মদেব চ্যাটার্জি, কলিকাতা। ১৫১। মিস সুধা মাথুর (তবলা)—মাষ্টার ভনপ্রকাশ শ্রীবাস্তব, ২২ ক্লাইভ রোড, এলাহাবাদ। ১৫২। মি: সূর্য্যকুমার পাল (তবলা)—রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বানার্জি, এম্, এল্, এ। ১৫৩। মিস্ শোভা ভট্টাচার্য্য (তবলা)—রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বানার্জি, এম্, এল্-এ। ১৫৪। মিস্ মায়া ভট্টাচার্য্য (তবলা)—রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বানার্জি, এম্, এল্, এ। ১৫৫। মিস্ বীণাপাণি মুখার্জ্জী (তবলা)—রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বানার্জি, এম্, এল্, এ। ১৫৬। মিস্ সান্ত্বনা ভট্টাচার্য্য (তবলা)—মি: রাধিকা মোহন মৈত্র। ১৫৭। মিস্ বিন্দুবাসিনী রায় (হারমোনিয়াম)—মি: রাধিকা মোহন মৈত্র। ১৫৮। মিসেস্ মায়া দেবী (কণ্ঠসঙ্গীত)—মি: দেবী প্রসন্ন ঘোষ। ১৫৯। মিস্ সুষমা দে (কণ্ঠসঙ্গীত)—রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বানার্জি, এম্, এল্, এ ঢাকা। ১৬০। প্র: সফিউল্লা অফ্ নাটোর (কণ্ঠসঙ্গীত)—মি: সমরজিৎ সিং, ডুমরি এষ্টেট্, গোরখপুর (কাপ)। ১৬১। মি: দক্ষিণা রঞ্জন চ্যাটার্জি (তবলা)—মি: ডি, আর, ভট্টাচার্য্য, ৭নং মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ১৬২। মি: প্রতাপ নারায়ণ মিত্র (পাখোয়াজ)—মি: ডি, আর, ভট্টাচার্য্য, ৭নং মালব্য রোড, এলাহাবাদ। ১৬৩। মি: ওঙ্কারনাথ অফ আজমীঢ় (কণ্ঠসঙ্গীত)—মি: ডি, ডি, যোশী। ১৬৪—১৬৭। মিঞা বিলাতুস্ পার্টি (শানাই)—মি: এন্, জি, মতিলাল, রেইজ, বেনারস। ১৬৮। মি: শচীন্দ্রনাথ দাস (কণ্ঠসঙ্গীত)—মি: টি, সি, বোস। ১৬৯। মি: শৈলেন্দ্রনাথ বানার্জি (কণ্ঠসঙ্গীত)—মি: টি, সি, বোস। ১৭০। মিস্ হেনা সান্যাল, স্বেচ্ছাসেবিকা (উত্তম কার্য্যের জন্য)—মি: চৈতন্য কুমার। ১৭১। মি: কে, পি, হাজেলা, স্বেচ্ছাসেবক (উত্তম কার্য্যের জন্য)—অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণ। ১৭২। মি: আর, কে, বর্ম্মা (স্বেচ্ছাসেবক) (কঠিন এবং অসাধ্য কাজের জন্য)—তাহাদের কাপ্টেনের দ্বারা (ডা: এস্, ঘোষ এণ্ড মি: এস্, সি, বর্ম্মা) ১৭৩। মি: বি, এন্, চক্রবর্ত্তী, স্বেচ্ছাসেবক (আদর্শ কর্ম্মকুশলী)—তাহাদের কাপ্টেনগণের দ্বারা (ডা: এস্, ঘোষ এণ্ড মি: এস, সি, বর্ম্মা।) ১৭৪। মিস্ অমলা নন্দী (রূপার কাপ)—মিস্ শিলা বর্ম্মা। ১৭৫। মিস্ গীতা দাস (রূপার কাপ)—মি: আর, ঘোষ। ১৭৬। মিস্ কমলা দেবী আগরওয়াল (রূপার কাপ)—মি: হীরালাল আগরওয়াল, পাটনা। ১৭৭। মি: এইচ, কে, গাঙ্গুলী (রৌপ্য পদক)—মি: এইচ, সি, ব্যাস। ১৭৮। মিস্ আশা ওঝা (রৌপ্য পদক)—মি: কে, এন্, ইউনিয়াল। ১৭৯। প্র: মজাফর খাঁ (স্বর্ণপদক)—ডা: বি, এস, শেয়ারী। ১৮০। প্র: হাফিজ আলি খাঁ (সুবর্ণ পদক) — কুমার এ, এন্, সিংহ অফ পাঁচগাছিয়া। ১৮১। প্র: ডি, সি, বেদী (সুবর্ণ পদক)—কুমার এ, এন্, সিংহ অফ পাঁচগাছিয়া)। ১৮২। মি: এইচ, কে, গাঙ্গুলী (সুবর্ণ পদক)—কুমার এ, এন্, সিংহ অফ পাঁচগাছিয়া। ১৮৩। মিস আশা ওঝা (সুবর্ণ পদক)—কুমার এ, এন্, সিংহ অফ পাঁচগাছিয়া। ১৮৪। মি: হরিপদ চাটার্জ্জী (সুবর্ণ পদক)—কুমার এ, এন্, সিংহ অফ পাঁচগাছিয়া। ১৮৫। মিস গীতা দাস (সুবর্ণ পদক)—কুমার এ, এন্, সিংহ অফ পাঁচগাছিয়া। ১৮৬। মিস মায়া ভট্টাচার্য্য (সুবর্ণ পদক)—কুমার এ, এন্, সিংহ অফ পাঁচগাছিয়া।

চ্যাম্পিয়ানশিপ কাপ

ভট্টাচার্য্য পরিবার সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়া ও সর্ব্বোচ নম্বর পাইয়া চ্যাম্পিয়ানশিপ কাপ লাভ করিয়াছেন। এইবার লইয়া ভট্টাচার্য্য পরিবার উপর্য্যুপরি তিনবার এই পুরস্কারটী লাভ করিলেন। (নম্বর ৮৮)

রাণার্স-আপ কাপ

সঙ্গীত কলাভবন, কলিকাতা রাণার্স-আপ্ কাপটী পাইয়াছেন। নম্বর—৬৫।

থার্ড কাপ

১। গায়ন বাদন কলাভবন—জব্বলপুর।

২। বিশ্বাস পরিবার।

উভয়েই তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

টিচার্স প্রাইজ

প্রঃ গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্ত্তী উৎকৃষ্ট শিক্ষকতার জন্য প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছেন কারণ তাঁর ছাত্র-ছাত্রীগণ সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাইয়াছেন। দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন প্রঃ এন্, আর, যোশী এবং বেণীপ্রসাদ। ক্রমশঃ

রাণার্স কাপ বিজয়ী সঙ্গীতকলা ভবনের ছাত্র ও ছাত্রীগণ

পশ্চাতে বামদিক হইতে দণ্ডায়মান—জহর মুখার্জ্জি, সুধীর চক্রবর্ত্তী, দক্ষিণা চট্টোপাধ্যায়, যামিনী গাঙ্গুলী (সেক্রেটারী) অমর মজুমদার, শৈলেন ব্যানার্জ্জী, হরিহর রায়, সুশীল বসু, সুনীল বসু, অমিয় ভট্টাচার্য্য, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য। মধ্যভাগে উপবিষ্ট—কুমারী শোভা কুণ্ডু, কুমারী সুরমা ভট্টাচার্য্য, কুমারী উমা মিত্র, আচার্য্য গিরিজাশঙ্কর (প্রতিষ্ঠাতা), কুমারী রেণুকা সাহা, কুমারী কৃপাময়ী ব্যানার্জ্জি, কুমারী প্রভা মিত্র। নিম্নে উপবিষ্ট—জগদীশ চক্রবর্ত্তী, কুমারী ঝর্ণা সাহা, কুমারী শান্তিলতা ব্যানার্জ্জি, কুমারী মণিকা সাহা, দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

সংবাদ

সঙ্গীত সাধনায় ভ্রাতৃদ্বয়

ফরিদপুর জেলাস্থ বাজিতপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বামাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সঙ্গীতচর্চ্চায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশ্বেশ্বরবাবু শৈশবকাল হইতেই তাঁহার পিতৃদেবের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। ক্রমে

সঙ্গীতচর্চ্চায় তাঁহার গভীর অনুরাগ দৃষ্টে বামাচরণবাবু তাঁহাকে প্রথমে ৺গোবর্দ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ঠুংরী গান শিখিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাঁহার নিকট কিছু-দিন শিখিবার পর কাশীর বিখ্যাত গায়ক শ্রীযুক্ত বিপিন-বিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। বিপিনবাবুর নিকট মাত্র কয়েক বৎসর শিক্ষা-লাভ করিয়া সঙ্গীত বিষয়ে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি জন্মে। অতঃপর তিনি কলিকাতার স্বনামধন্য সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়া কয়েক বৎসর হইল তাঁহার নিকট নিয়মিতরূপে সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছেন। গিরিজাবাবুর সুশিক্ষা লাভে তিনি কলিকাতার বহু সঙ্গীতানুষ্ঠানে সঙ্গীতাদি করিয়া বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় তিনি এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত ৭ম বার্ষিক নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনে টপ্পা গান গাহিয়া শ্রোতামণ্ডলীকে বিশেষ মুগ্ধ করিয়াছেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিশ্বেশ্বরবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যও সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ জ্ঞানার্জ্জন করিতেছে।

শ্রীমান শিশু বয়স হইতেই তাহার পিতার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করে। সঙ্গীত তাহার সহজাত স্বরূপ হওয়ায় বামাচরণ বাবু সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট তাহার সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। রত্নেশ্বরবাবুর নিকট কিছুদিন শিক্ষা করিবার পর কলিকাতার স্বনামধন্য সঙ্গীত বিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট প্রায় ৫।৬ বৎসর যাবৎ নিয়মিতরূপে সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছে। গিরিজাবাবুর শিক্ষানৈপুণ্যে শ্রীমান গত বৎসর এবং বর্ত্তমান বৎসরে অনুষ্ঠিত এলাহাবাদ সঙ্গীত সম্মিলনে কণ্ঠসঙ্গীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীমানে বয়স মাত্র ১৫ বৎসর। এই অল্প বয়সে হিন্দুস্থানী উচ্চা সঙ্গীতে এরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করা বাস্তবিকই আনন্দে বিষয়। আমরা বিশ্বেশ্বরবাবুর এবং শ্রীমান দেবীপ্রসাদে ক্রমোন্নতি কামনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট তাঁহাদের দীর্ঘায় কামনা করিতেছি।

শ্রীরমেশচন্দ্র ঘো

—

প্রঃ শীতলপ্রসাদ মুখার্জ্জির ঐক্যতান সঙ্

বিখ্যাত এস্রাজবাদক শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যা মহাশয় গত এলাহাবাদ নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে

পশ্চাতের বামদিক হইতে—শ্রীকাশীনাথ দাস, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীতারাদাস রায়চৌধুরী।
উপবিষ্ট—কুমারী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়, প্রফেসর শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রীতি ঠাকুরাণী।

ছাত্রছাত্রীগণ সহ যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত সম্মিলনে তাঁহারা এস্রাজে ঐক্যতান বাজাইয়া ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। প্রফেসার শীতলবাবুর পৌত্রী কুমারী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায় উপর্য্যুপরি চারি বৎসর সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন, ইহা বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের বিষয়।

—

কুমারী অমলা নন্দীর কৃতিত্ব

এলাহাবাদ ইউনিভারসিটির উদ্যোগে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত বিগত অল্ ইণ্ডিয়া মিউজিক কন্‌ফারেন্সে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যে সকল স্বনামধন্য কলাবিদ্‌গণ

কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু বিবরণ ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কন্‌ফারেন্সের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবার নৃত্য বিভাগের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আগত যেসকল নৃত্যকলাবিদ্‌গণ বিভিন্ন শ্রেণীর নৃত্য প্রদর্শন করিয়া এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কুমারী অমলা নন্দীর কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমারী অমলার নৃত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার প্রত্যেক নৃত্যভঙ্গিমাটীতে দর্শকগণের মনে ভগবৎভক্তি ফুটিয়া ওঠে। কন্‌ফারেন্সে তাঁহার নৃত্য দর্শনে বৃদ্ধবৃদ্ধাগণের আনন্দাশ্রু বর্ষণ হইতে দেখা গিয়াছিল। ভারত বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্রবিদ্ আলাউদ্দিন সাহেব বলেন—শাস্ত্রে গন্ধর্ব্ব নৃত্যের বর্ণন শুনিয়াছি,—অমলার নৃত্যে গন্ধর্ব্ব নৃত্য দেখিলাম।

কুমারী অমলার নৃত্য যেমন মধুর তেমনি ভাবপূর্ণ হইয়াছিল এবং ইহা এতই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল যে, দর্শকবৃন্দ আর এক দিবস কন্‌ফারেন্সে ঐ নৃত্যের জন্য অনুরোধ করায় কন্‌ফারেন্সের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রোগ্রাম পরিবর্ত্তন করিয়াও আর এক দিবস অমলার নৃত্যের ব্যবস্থা করিয়া দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করেন।

কন্‌ফারেন্সের অন্তে স্থানীয় শিক্ষিতগণ এলাহাবাদ সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে 'মেও-হলে' আর একদিন কুমারী অমলার নৃত্যের জন্য অনুরোধ করায় ৩১শে অক্টোবর তারিখে অন্যান্য গীত বাদ্যের সহিত অমলার নৃত্য হয়। উহাতে এলাহাবাদস্থিত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

অল্ ইণ্ডিয়া মিউজিক কন্‌ফারেন্সে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বহু প্রতিষ্ঠান হইতে কুমারী অমলার নৃত্যের নিমন্ত্রণ উপস্থিত হয়। তন্মধ্যে তিনি মাত্র ৩রা নভেম্বরের জন্য কানপুর মিউজিক্ কন্‌ফারেন্সে এবং ৯ই ও ১১ই নভেম্বরের জন্য আগরা কলেজ মিউজিক কন্‌ফারেন্সের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এবং তথাকার নৃত্যগুলিও এলাহাবাদের মতই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কুমারী অমলা য়ুরোপের প্রায় দুই শত প্রধান প্রধান নগরে প্রাচীন ভারতীয় নৃত্যকলা প্রদর্শন করিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। এই হিসাবে ভারতের বাহিরে যাঁহাদের দ্বারায় ভারতের গৌরব প্রচারিত হইয়াছে, কুমারী অমলা তাঁহাদেরই একজন। যদিও য়ুরোপে তাঁহার নৃত্যগরিমা ঘোষিত হইয়াছিল, তথাপি ভারতে একমাত্র কলিকাতা ভিন্ন অন্য কোথায়ও ইতিপূর্ব্বে তাঁহার নৃত্য প্রদর্শিত হইয়াছিল না। অল্ ইণ্ডিয়া মিউজিক্ কন্‌ফারেন্সে নৃত্য প্রদর্শনের সাফল্যে তাঁহার নৃত্যপ্রতিভা সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইল। বাঙ্গলার পক্ষে ইহা অতীব গৌরবের কথা।

—

ভাগলপুরের সুসংবাদ

গত ষষ্ঠ বার্ষিক এলাহাবাদ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সঙ্গীত শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের ছাত্রছাত্রীগণ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। কুমারী

পরিপূর্ণা নিয়োগী ১৪ বৎসর বয়স্কাদিগের মধ্যে কণ্ঠসঙ্গীতে ৪র্থ, হারমোনিয়মে ১ম ও সেতারে ৩য় স্থান অধিকার করিয়া কয়েকখানি রৌপ্য পদক ও কাপ পাইয়াছেন। কুমারী রেবা রায় মাত্র ষষ্ঠ বর্ষীয়া বালিকা; এত অল্প বয়সেই কুমারী রেবা সেতার প্রতিযোগীতায় ১ম ও হারমোনিয়মে ৩য় স্থান অধিকার করিয়া দুইটী রৌপ্য পদক পাইয়াছে। শ্রীযুক্ত বলদেব পাণ্ডে সুকণ্ঠের সহিত একখানি খেয়াল গাহিয়া একটী 'বিশেষ পদক' প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা এই প্রতিযোগীদিগের সহিত বিভূতিবাবুকে অভিনন্দিত করিতেছি।

—

স্বর্গীয় মহম্মদ আলি খাঁর স্মৃতিবার্ষিক সভা

গত ১৫ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় কলিকাতা মিউজিক এসোসিয়েসনের উদ্যোগে ৪৬ নং পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে স্বর্গীয় ওস্তাদ মহম্মদ আলি খাঁ সাহেবের অষ্টম বার্ষিক স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে মাননীয় কাশিমবাজারাধিপতি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহাশয় এবং কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় স্বর্গীয় খাঁ সাহেবের জীবনী সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (সুরবাহার), কুমার বীরেন্দ্রকিশোর বাবু (সুরবাহার), গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী (কণ্ঠসঙ্গীত), রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কণ্ঠসঙ্গীত), বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী (সেতার) ও তৎসহিত রায় বাহাদুর কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (তবলা সঙ্গত), ওস্তাদ সৌকৎ আলি খাঁ (সুরশৃঙ্গার), কুমারী শোভা কুণ্ডু (সেতার), রবীন্দ্রলাল রায় (কণ্ঠসঙ্গীত), মাষ্টার সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী, কুমারী গীতা রায়, কুমারী বিভাসকুমারী দেববর্ম্মণ (কণ্ঠসঙ্গীত), পুণার বিখ্যাত বেহালা বাদক মিঃ পুরোহিত (বেহালা) এইসমস্ত সঙ্গীতকুশলী ও কুশলাগণ স্ব স্ব কলানৈপুণ্যের দ্বারা স্বর্গীয় গুণীপ্রবরের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন করিয়াছিলেন। পরিশেষে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদান্তে দীর্ঘ রাত্রে জলযোগাদির পর সভা ভঙ্গ হয়। সভায় কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন।

—

শারদীয়া সম্মিলন

গত ২৩এ নভেম্বর সন্ধ্যায় ওল্ড ক্লাব ভবনে শারদীয়া সম্মিলন হইয়াছিল। উক্ত সম্মিলন সভায় প্রফেসার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত মুলে, প্রঃ বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার ছাত্র মাষ্টার রায় প্রভৃতির উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা গানে সভাস্থ শ্রোতৃবর্গ বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাখোয়াজ এবং স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত গঙ্গু বড়ালের হারমোনিয়ম বাদ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। রাত্রি ১২টায় সভা ভঙ্গ হয়।

—

সঙ্গীত সম্মিলনী

গত ৩০এ নভেম্বর শনিবার দিবস সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় সঙ্গীত সম্মিলনীর মাসিক অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অনুষ্ঠানের কার্য্যসূচীর মধ্যে সঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুশিক্ষিত ছাত্রছাত্রীগণের উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এবং কুমারী শিবানী সরকারের প্রাচ্য-নৃত্যই বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। অন্যান্য বালিকাদিগের বাংলা গান ও বেহালা বাদ্য বিশেষ নিন্দনীয় হয় নাই।

নিবেদন—আগামী ৫ই জানুয়ারী রবিবার, কলিকাতা এলবার্ট হলে মাননীয় নসীপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের সভাপতিত্বে স্বর্গীয় সঙ্গীতবিশারদ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিসভার অধিবেশন হইবে। এতদুপলক্ষে ভারতের বিশিষ্ট সঙ্গীতকলাবিৎগণ যোগদান করিয়া তাঁহাদের কলা-নৈপুণ্য দ্বারা শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিবেন। সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা অফিস ৮ সি, লালবাজার ষ্ট্রীট হইতে বিনামূল্যে প্রবেশ পত্র বিতরণ হইবে।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

শ্রদ্ধাঞ্জলী

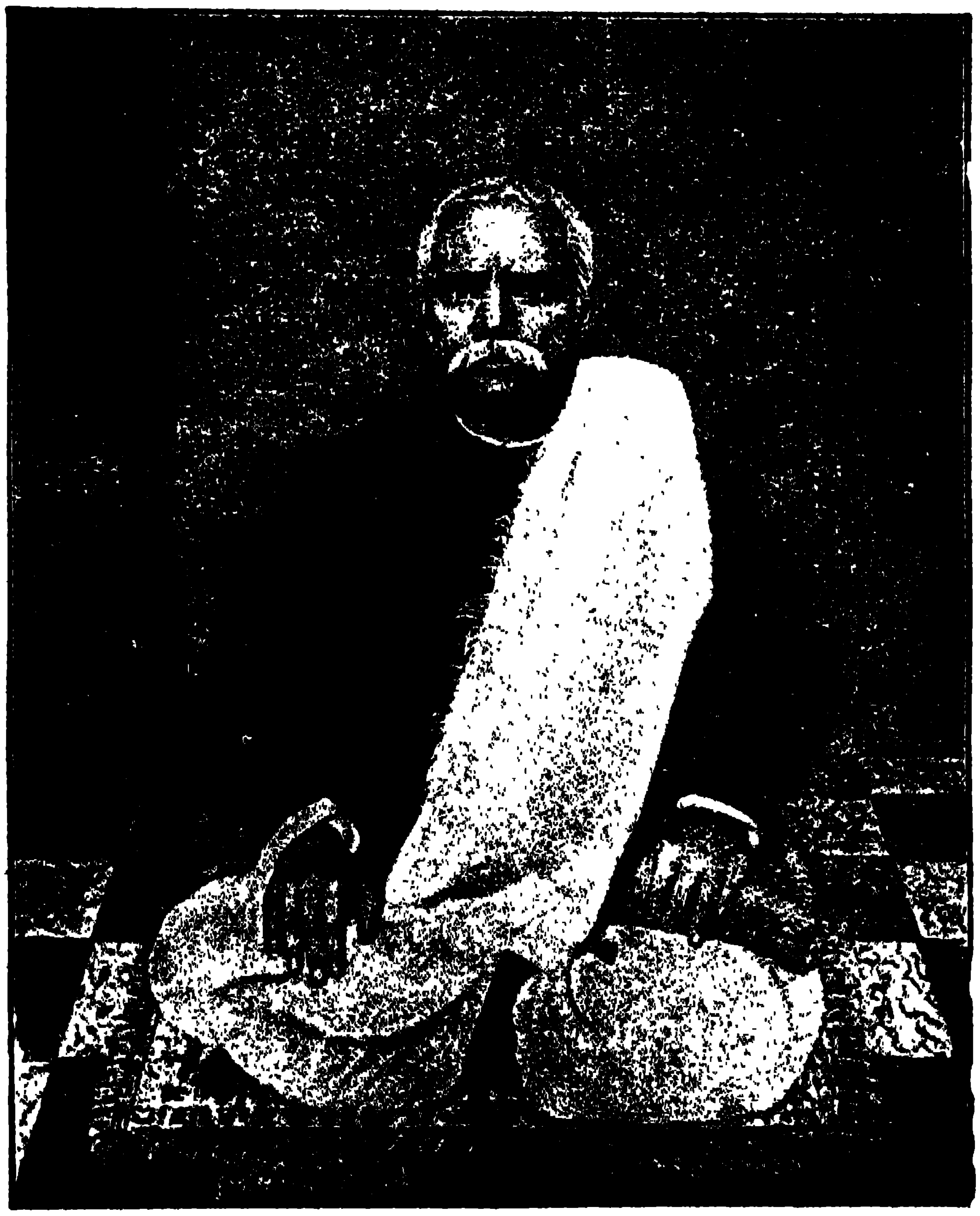

স্বর্গীয় সঙ্গীত-বিশারদ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

ওর মাথেপেঁ সোণাকো মুকুট হৈ, হাথমেঁ খড়গ লিয়ে হৈ, বাঁয়ে হাথমেঁ কমল হৈ, গজমোতীনকী মালা কণ্ঠমেঁ হৈ, ঘোড়াপেঁ অসবার হৈ, সঙ্গ কোজ হৈ। ঐসো জো রাগ তাঁহি কানাড়নাট জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমেঁ তো যহ সাত সুরনসোঁ গায়ো হৈ। স রি গ ম প ধ নি স। যাতেঁ সম্পূর্ণ হৈ। যাকো রাতিকে দুসরে পহরমেঁ গাবনোঁ। যহ তো যাকো বখত হৈ। ওর রাতিমেঁ চাহো তব গাবো। যাকী আলাপচারী সাত সুরনমেঁ কিয়ে রাগ বরতেসোঁ, জন্ত্রসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো সোলবো পুত্র বরাড়ী তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনেঁ উন নাটনমেসোঁ বিভাগ করিবেকো ঈশান নাম মুখসোঁ বরাড়ী রাগ সংকীর্ণ নট গাঈকে, বাঁকো বরাড়ীনাট নাম করিকে নটনারায়ণকো দীনোঁ। যাকো লোকিকমেঁ বরাড়ী কহে হৈ।

অথ বরাড়ীনাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—অপনেঁ মুখসোঁ মিত্রনকে মধুর বচনসোঁ জাকী স্তুতি হোত হৈ, গোরো জাকো বর্ণ হৈ, রঙ্গ বিরঙ্গে বস্ত্র পহরে হৈ, অতি প্রসন্ন জাকো মুখ হৈ, অতি সুকুমার জাকী দেহ হৈ, ফুলনকী মালা পহরে হৈ, ওর জাকে উপর চবর ঢুরে হৈ, কামদেবকো মিত্র হৈ, জাকে মনমেঁ বড়ো উত্সাহ হৈ, অধিক প্রতাপ হৈ, ঐসো জো রাগ তাঁহি বরাড়ী নাট জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমেঁতো যহ সাত সুরনসোঁ গায়ো হৈ। স রি গ ম প ধ নি স। যাতেঁ সম্পূর্ণ হৈ যাকো সাঁঝ সমেঁ বা দিনকে চোথে পহরমেঁ গাবনোঁ, যহ তো যাকো বখত হৈ, রাতিমেঁ চাহো তব গাবো। যাকী আলাপচারী সাত সুরনমেঁ কিয়ে রাগ বরতেসোঁ জন্ত্রসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো সতরবো পুত্র বিভাসনাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনেঁ উন নাটনমেঁসো বিভাগ করিবেকো ঈশান নাম মুখসোঁ বিভাসরাগ সংকীর্ণ নট গাঈকে। বাঁকো বিভাস নাট নাম করিকে নটনারায়ণকো দীনোঁ।

অথ বিভাস নাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—চন্দ্রমাসোঁ জাকো মুখ হৈ, গোরো জাকো রঙ্গ হৈ, পীতাম্বর পহরে হৈ, চন্দনকো অঙ্গরাগ লাগায়ো হৈ, ফুলনকী মালা জাকে গরেমেঁ হৈ, কেসরিকো তিলক লাগায়ে হৈ, হাথমেঁ জাকে খড়্গ হৈ, ঐসো জো রাগ তাঁহি বিভাসনাট জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমেঁতো যহ সাত সুরনসোঁ গায়ো হৈ, গ প ধ স নি ধ প ম গ রি স। যাতেঁ সম্পূর্ণ হৈ, যাকো দিনকে চোথে পহরমেঁ গাবনোঁ। যহ তো যাকো বখত হৈ, রাতিসমেঁ প্রথম পহরমেঁ গাবত হৈ। যাকী আলাপচারী সাত সুরনমেঁ কিয়ে, রাগ বরতেসোঁ জন্ত্রসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো অঠারবো পুত্র বিহাগ নাট তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—শিবজীনেঁ উন নাটনমেঁসোঁ বিভাগ করিবেকো অপনে মুখসোঁ বিহাগ গাঈকে বাকো বিহাগ নাট নাম করিকে নটনারায়ণকো পুত্র দীনোঁ।

অথ বিহাগনাটকো স্বরূপ লিখ্যতে।—গোরো যাকো অঙ্গ হৈ, শ্বেতবস্ত্র পহরে হৈ; ওর জাকে শরীরমেঁ সুগন্ধ আবে হৈ, পানকো বীড়া হাথমেঁ হৈ, কামদেব যুক্ত হৈ, বিরহনীনকো ডর পাবে হৈ, লাল কমলসে নেত্র হৈ। মল্লিকাকে ফুলনকী মালা পহরে হৈ, অপনেঁ সমানরূপ সখীসবন করিকে সুখী হৈ। ঐসো জো রাগ তাঁহি বিহাগনাট জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমেঁ তো যহ সাত সুরনসোঁ গায়ো হৈ, স রি গ ম প ধ নি স, যাঁতে সম্পূর্ণ হৈ। যাকো রাতিকে দুসরে পহরমেঁ গাবনোঁ, যহ তো যাকো বখত হৈ, ওর চাহো তব গাবো। যাকী আলাপচারী সাত সুরনমেঁ কিয়ে, রাগ বরতেসোঁ জন্ত্রসোঁ সমঝিয়ে।

অথ নটনারায়ণকো পুত্র সংকরাভরণ তাকী উৎপত্তি লিখ্যতে।—পার্ব্বতীজীনেঁ প্রসন্ন হোঈকে উন রাগনমেঁসোঁ বিভাগ করিবেকো অপনেঁ মুখসোঁ গাঈকে নটনারায়ণকী ছায়াযুক্তি দেখি, বাঁকো সংকরাভরণ নাম করিকে নটনারায়ণকো পুত্র দীনোঁ।

অথ সংকরাভরণকো স্বরূপ লিখ্যতে।—গোরো জাকো রংগ হৈ, কহুমল বস্ত্র পহরে হৈ, গলেমেঁ কমলকী মালা হৈ, সুন্দর রূপ হৈ, শৃঙ্গার কিয়ে হৈ, শরীরমেঁ সুগন্ধ লগায়ে হৈ, বিভূতিকো তিলক হৈ, নৃত্য করিবেকা আরম্ভ জাকো প্রিয় হৈ, আনন্দযুক্ত হৈ। ঐসো জো রাগ তাঁহি সংকরাভরণ জাঁনিয়ে। শাস্ত্রমেঁতো যহ সাত সুরনমেঁ গায়ো হৈ; স রি গ ম প ধ নি স। যাতেঁ সম্পূর্ণ হৈ। যাকো প্রভাতসমেঁ গাবনৌ; যহ তো যাকো বখত হৈ। সায়ংকালসমেঁ রাত্রিমেঁ প্রসিদ্ধ হৈ। যাকী আলাপচারী সাত সুরনমেঁ কিয়ে। রাগ বরতেসোঁ জন্ত্রসোঁ সমঝিয়ে।

নটনারায়ণ রাগ পরিচয় সমাপ্ত।

সরস্বতী-বন্দনা

খাম্বাজ মিশ্র—দাদ্‌রা

জয় বাণী বিদ্যাদায়িনী
জয় বিশ্বলোক-বিহারিণী।

সৃজন আদিম তমঃ অপসারি'
সহস্রদল কিরণ বিথারি'
আসিলে মা তুমি গগন বিদারি'
মানস-মরাল-বাহিনী॥

ভারতে ভারতী মূক তুমি আজি,
বীণাতে উঠিছে ক্রন্দন বাজি',
ছিন্নচরণ-শতদল রাজি
কহিছে বিষাদ কাহিনী।

উর মা আবার কমলাসীনা,
করে ধর পুনঃ সে রুদ্রবীণা,
নব সুর তানে বাণী দীনা হীনা
জাগাও অমৃত-ভাষিণী॥

কথা—কাজী নজরুল ইস্‌লাম্ সুর—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস স্বরলিপি—শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

+ ০
গা মা II গমা -পধা -নর্সা | না -র্সা -া I নর্সা -র্রা র্সা | ধর্সা ণা ধা I
জ য় বা০ ০০ ০০ | ণী ০ ০ বি০ ০ দ্যা | দা০ য়ি নী

গা গা -মা | মধা -পণা -ধপা I পা পধা পা | গপা গা মা I
জ য় ০ | বি০ ০০ শ্ব০ লো ক০ বি | হা০ রি ণী

গমা -পধা -নর্সা | নর্সা গা মা II
বা০ ০০ ০০ | ণী০ "জ য়"

+ o

II মা মধা ধা | ধা ধা ধনা I না না র্সা | র্সা র্সা র্সা I
স্ব জ০ ন | আ দি ম০ ত ম অ | প সা রি

পা না -া | না না র্সা I নর্সা নর্সর্রা র্সা | ধর্সা ণা ধা I
স হ ০ | স্র দ ল কি০ র০০ ণ | বি০ থা রি

ধা ধণা ণা | ণা ণা ণধপা I পা পধা পা | মপা গমা মা I
আ সি০ লে | মা তু মি০০ গ গ০ ন | বি০ দা০ রি

সা মা গা | মা পা ধা I পধা -নর্সা না | র্সা র্রা র্সা I
মা ন স | ম রা ল বা০ ০০ হি | নী জ য়

ধা -র্সা ণা | -ধপা গা মা II
বা ০ ণী | ০০ "জ য়"

+ o

II গা গা গা | গা গা গা I গমা -মা মা | মা মা -মা I
ভা র তে | ভা র তী মু০ ক্ তু | মি আ জি

মা মপধা পা | মা গা গা I জ্ঞা -গা গা | জ্ঞগপা গা গা I
বী ণা০০ তে | উ ঠি ছে ক্র ন্ দ | ন০০ বা জি

মা -মপা পা | পা পধা ণধপা I পা পধা পা | মপা গা -মা I
ছি ন্০ ন | চ র০ ণ০০ শ ত০ দ | ল০ রা জি

সা মা গা | মা পা -ধা I পধা -নর্সা না | র্সা -া -া I
ক হি ছে | বি ষা দ্ কা০ ০০ হি | নী ০ ০

মা মণা ণধা | ধা ধনা -না I না র্সা র্সা | -া না র্সা I
উ র০ মা০ | আ বা০ র্ ক ম লা | ০ সী না

না র্সা র্রা | র্সর্রর্মা র্রা র্সা I নর্সা নর্সা -র্সা | ধর্সা ণা ধা I
ক রে ধ | র০০ পু নঃ সে০ রু০ ০ | দ্র০ বী ণা।

র্সা র্গা র্গা | র্গা র্মা র্গা I র্রা র্গা র্রা | র্সর্রা না র্সা I
ন ব সু | র তা নে বা ণী দী | না০ হী না।

সা মা গা | মা পা ধা I পধা -নর্সা না | র্সা র্রা র্সা I
জা গা ও | অ মৃ ত ভা০ ০০ ষি | ণী জ য়

ধর্সা ণধা -পা | -া গা মা II II
বা০ ণী০ ০ | ০ "জ য়"

গান

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

মঙ্গল নাথ কর হে
গিয়াছে আশা তুমি হে ভরসা
অকূলেতে কূল দাও হে।

পাপের বোঝা বহিতে নারি
চারিদিকে অরি রহিছে ঘেরি,
মঙ্গল বাহু প্রসার করিয়া
অধমেরে মুক্তি দাও হে।

সঙ্গীতচ্ছটা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি) *

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতি-ভারতী

বাঙ্গালা ভাষাকে বৈষ্ণব কবিগণ সুদূর উচ্চতায় রাখিয়া গিয়াছেন। হিন্দু ও বাঙ্গালী বা বঙ্গভাষার একনিষ্ঠ সেবকগণ তাহা ভুলিলে চলিবে কেন। অনন্তকাল কৃতজ্ঞতায় থাকিলে এই ভাষাটী যেমন অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সাহিত্য জগতেও তদ্রূপ সাহিত্যিকগণ প্রাচীন আলোতে অনেক তমসা ভেদ করিয়া অচেনা জগতের অফুরন্ত শোভনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। তাহাদের রচনায় যেমন শাস্ত্রীয় ছন্দ, মাত্রা, অলঙ্কার প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে; তেমন রাগরাগিণী তাল, লয় প্রভৃতিও নিহিত রহিয়াছে। চণ্ডীদাসের রচনায় অতি সহজ ভাষা, কিন্তু উল্লিখিত সকল অতি সূক্ষ্মভাবে আছে। বিদ্যাপতি ও জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, রায় শেখরের গীত রচনার মাধুরীর তুলনা জগতে নাই বলিয়া মনে হয়। সাহিত্য-দর্পণ, উজ্জ্বল নীলমণি, অলঙ্কার কৌস্তুভ প্রভৃতি অলঙ্কার-শাস্ত্র মন্থন করিয়া কবিগণ ঐ সকল গীত রচনা করিয়াছেন। দৈবশক্তি-সম্পন্ন মহাজনগণ সকলেরই প্রাতঃস্মরণীয়। তাহাদের দীনতা দরিদ্রতা, বদান্যতা, উদারতা, নম্রতা ও বিষ্ণুতৎপরতার ভিতর এরূপ অমর-কীর্ত্তি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে, তাহাদের নাম যশঃ কীর্ত্তিকলাপ প্রভৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য; তখন সভা সমিতি বা বিজ্ঞাপন ছিল না, এক একজন কবি, কোন সুদূর অজানা দেশের পল্লীতে পর্ণ-কুটীরে জন্ম নিয়া এরূপ রত্নরাজি রাখিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, ইহা আমাদের ভাবিবার বিষয় নয় কি?

এক্ষণে সংস্কৃত ভাষায় বৈষ্ণব-কবি জয়দেব সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। মহাকবি কালিদাস প্রণীত গ্রন্থসকল মধ্যে আদিরসাত্মক গ্রন্থ লিখিত বিষয়ের সহিত তুলনা করিলে জয়দেব প্রণীত গীত-গোবিন্দকে উচ্চাসনে না রাখিয়া পারিবেন না। উঁহার নিবাস বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব (বর্ত্তমান কেন্দুলি) গ্রাম। জয়দেব চরিত লেখকের মতে ইনি খৃঃ ১২শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। অন্যান্য গ্রন্থ দৃষ্টে আমার ধারণা ইনি আরও পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাসের সূক্তি কর্ণামৃতে জয়দেবের কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। গীত-গোবিন্দের প্রাচীন বইয়ের শেষে আছে—সমাপ্ত ঞ্চেদং শ্রীগীতগোবিন্দাভিধং সমীচীন তমং

---

* অগ্রহায়ণ মাসে, খেয়াল গান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহার ভাষাগত ভাব সর্ব্বসাধারণের নিকট এলোমেলো হওয়ায়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে পুনরায় লিখিতেছি। আস্থায়ী ও অন্তরাতেই খেয়াল সচরাচর ব্যবহৃত হয়। সঞ্চারী আভোগযুক্ত চারি কলিতে খেয়াল গান কম দেখা যায়। তাহাতে আস্থায়ীর পর অন্তরার ন্যায় অন্য দুইটী যে গাইবে তাহা কাহারও নিকট শুনিয়াছি। কিন্তু ৺মহারাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গীতসারে দেখিলাম এবং সঙ্গীত-শিল্পী অধ্যাপক কুমার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, যদিও আস্থায়ী অন্তরাতেই খেয়াল প্রায়শঃই ব্যবহৃত করে, তথাপি কেহ অন্য দুই কলিতে গাইলে নিয়ম মতই গাইয়া থাকে। ঐ খেয়াল, স্বরগ্রাম, তেলেনা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ রাগমালা, কাওল্, কাল্বানা, গুল্নক্স, জাৎ বা জাট্ ইত্যাদি কয়েক প্রকারে বিভক্ত। ইতি সঙ্গীতসার।

শাস্ত্রং সম্পূর্ণং।......অথ লক্ষ্মণসেন নাম নৃপতি সময়ে শ্রীজয় দেবস্য কবিরাজ প্রতিষ্ঠা॥ ইনি লক্ষ্মণসেনের সভায় ছিলেন। দিল্লী মুসলমানাধিকৃত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা মাণিক্যচন্দ্রের আদেশে রচিত, "অলঙ্কার শেখা"র লিখিত আছে—জয়দেব উৎকল রাজের সভা-কবি ছিলেন। ভক্তি-মাহাত্ম্যও ভক্তমালে জয়দেবের পরিচয় আছে। তাহার পিতা ভোজদেব, মাতা রামাদেবী। অল্পবয়সেই জয়দেব বৈরাগ্যাধিক্যে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তৎসেবার্থ আসিয়া সেবা দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করেন। পরে তাঁহার নিকট কয়েকজন শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। উৎকলরাজ তাঁহাকে ভালবাসিতেন। জগন্নাথের দয়ায় জনৈক ব্রাহ্মণ পদ্মাবতীকে কন্যারূপে পাইয়া তাহার আদেশেই জয়দেব দ্বারা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ করাইতে সমর্থ হন। জয়দেব সংসারী হইলেন। বাড়ীতে নারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তখন তাহার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম উদ্ভাসিত হইল। তখনই অপূর্ব্ব পীযূষ-পূরিত গীতগোবিন্দ প্রচার করিলেন। কথিত আছে, উক্ত গ্রন্থে সকল ভাব ও রসের অবতারণা করিলেন, কিন্তু খণ্ডিতা মধুর রসের বর্ণনা না করায়, দৈবক্রমে জয়দেব স্নানার্থে গেলে, জগন্নাথদেব জয়দেবের দেহরূপে আসিয়া, পরম পিতা স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণও যে রাধিকার পায়ে ধরিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া গেলেন, যথা—"দেহি পদ পল্লব মুদারং।" অতি শীঘ্র সমুদ্র হইতে আসিয়া গ্রন্থ লেখায়, পদ্মাবতী কারণ জিজ্ঞাসায় সত্য সদুত্তর প্রদানান্তর তিনি অন্তর্হিত হইবামাত্র, বাস্তব জয়দেব আসিয়া সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া পুলকে প্রেমাবেশে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন এবং পদ্মাবতীকে ধন্যবাদ দিয়া বাহ্যিক শান্ত হইলেন। তখনই গীত গোবিন্দের মহিমা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল।

প্রবাদ আছে, এক মালিনী ক্ষেত্রে বসিয়া গীত-গোবিন্দ গান করিতেছিলেন। জগন্নাথ তাহা শুনিতে যান, তাহাতে তাহার গায়ে ধূলা ও কাঁটা লাগে। উৎকল রাজ-মন্দিরে এ সব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় সত্য ঘটনা প্রত্যাদেশ হয়। তখনই শিবিকা পাঠাইয়া মালিনীকে আনাইয়া ঐ গান করান। এখনও ঐ মালিনীর বংশধর রমণীগণ মন্দিরে গীত-গোবিন্দ গান করিয়া থাকেন। উক্ত গ্রন্থের আদর দেখিয়া উৎকলরাজও একখানি গীত গোবিন্দ লিখিয়া জগন্নাথের পাদপদ্মে অর্পণ করেন। তাহা গ্রহণ না করায় উৎকলরাজ সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে গেলে, প্রত্যাদেশ হইল—গীত-গোবিন্দের প্রথমেই তোমার ১২টী শ্লোক থাকিবে এবং উহা গান হইবে। রাজা কৃতার্থ হইলেন। তখন হইতে এখনও প্রত্যহ গীত-গোবিন্দ তথায় পাঠ না হইয়া পূজা হয় না।

ভক্তমালে আছে, একদিন জয়দেব, রৌদ্রে কুটীর মেরামত করিতেছেন, তখন জগন্নাথদেবের কষ্ট হইল এবং নিজে সাহায্য করিতে লাগিলেন। কার্য্যান্তে জয়দেব কাহাকেও না দেখিয়া মন্দিরে দেখিলেন রাধামাধবের হাতে ঝুল্ ময়লা লাগিয়া রহিয়াছে। একদিন "হরি" জয়দেবের দেহ ধারণ করিয়া পদ্মার হস্তের প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার রাধামাধবের সেবার্থ অর্থ সংগ্রহ জন্য জয়দেব দেশান্তরে গেলে, পথে ডাকাতেরা সর্ব্বস্ব নিয়া তাহার হাত পা কাটিয়া কূপ মধ্যে ফেলিয়া দিল। ঘটনাক্রমে সেইস্থান দিয়া কোন রাজা মৃগয়ায় যাইতে-ছিলেন। তিনি শুনিলেন কূপ মধ্যে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কে বলিতেছে। তখন তথা হইতে রাজা উহাকে উদ্ধার করিয়া শিবিকা সাহায্যে রাজপ্রাসাদে আনিলেন। জয়দেবের অনেক ঘটনাই আছে, বাহুল্যভয়ে লিখিত হইল না।

এ দিকে রাজপত্নীর সহিত পদ্মাবতীর বেশ প্রণয় জন্মিল. একদিন রাণী তাহার ভ্রাতার মৃত্যুতে তৎপত্নীর সহগমনের কথা শুনিয়া রোদন করিতেছেন দেখিয়া, পদ্মাবতী বলিয়াছিলেন, পতির মৃত্যুতে পতিপ্রাণা রমণীর প্রাণ থাকে না। সেই কথা রাণীর মনে জাগিয়াছিল; পরীক্ষার্থ রাণী পদ্মাবতীকে জয়দেবের মৃত্যু হইয়াছে বলায়

তৎক্ষণাৎ পদ্মাবতী প্রাণত্যাগ করিলেন। জয়দেব কৃষ্ণনাম গান করিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিলেন।

অতঃপর জয়দেব বৃন্দাবনে, রাধামাধবকে মুলিতে ভরিয়া চলিলেন, কেশিঘাটে থাকা কালীন তথায় মন্দির নির্ম্মাণ জনৈক মহাজন করিয়াছিলেন। জয়দেবের মৃত্যুর পর জয়পুররাজ ঐ মূর্ত্তিটী জয়পুরে ঘাটি নামক স্থানে স্থাপন করেন।

প্রবাদ আছে জন্মভূমিতে যখন বৃদ্ধাবস্থায় থাকিতেন, তখন ১৮ ক্রোশ হাঁটিয়া প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন। একদিন কার্য্যকারণে না যাইতে পারায় দুঃখিত হইলেন, তাহাতে গঙ্গাদেবী তথায় প্রবাহিতা হইতে লাগিলেন, তথায়ই তাহার মৃত্যু হয়। জন্মভূমিতে মাঘ-সংক্রান্তিতে প্রায় ৫০ হাজার লোকের সমবেতে একটী মেলা হয়।

উদয়নাচার্য্য, কমলাকর, কুম্ভকর্ণ, মহেন্দ্র, কৃষ্ণদত্ত, কৃষ্ণদাস, গোপাল, চৈতন্যদাস, নারায়ণ ভট্ট, নারায়ণ দাস, পীতাম্বর, ভগবদ্দাস, ভাবাচার্য্য, রামাঙ্ক, রামতারণ, রাম দত্ত ও রূপদেব লক্ষ্মণ ভট্ট, লক্ষ্মণ সূরি, বনমালি ভট্ট, বিট্‌ঠল দীক্ষিত, বিশ্বেশ্বর ভট্ট, শঙ্কর মিশ্র, শ্রীহর্ষ, হৃদয়াভরণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গীতগোবিন্দের ভাষ্য করিয়া গিয়াছেন। আরও টীকা আছে যেমন বচন মালিকা, বাল বোধিণী। উক্ত গ্রন্থ হিন্দী, বাঙ্গালা, উড়িয়া, আসামী ও বিদেশীয় ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে।

এক্ষণে পদকর্ত্তা নরোত্তম ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ তৎপ্রণীত পদগান লিখিব। গড়েরহাট পরগণায় খেতরী গ্রামে ইহার জন্ম। ১৪৫৩।৫৪ শকাব্দ হইবে। তখনও মহাপ্রভু জীবীত আছেন বলিয়া গ্রন্থে দেখিয়াছি মনে হয়।

ইনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ বংশীয় রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের নারায়ণী নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। মাঘী পূর্ণিমায় জন্ম তিথি। একদিন শৈশবে নরোত্তম জনৈক বক্তার নিকট গৌরাঙ্গের চরিত্র শ্রবণে বিহ্বল হইলেন ও কিছুদিন পর হঠাৎ গৌরাঙ্গদেবের অন্তর্ধান বার্ত্তা শুনিয়া মূর্চ্ছা গেলেন, তৎপর গৌরপার্ষদও ভক্ত বৃন্দাবনে আছেন শুনিয়া তাঁহাদের প্রতি তাহার অনুরাগ জন্মিল। তিনি গৌরলীলায় মত্ত বলিয়া পড়াশুনায় অমনোযোগী হইলেন। ধূলা খেলা ত্যাগ করিলেন। (বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে, যখন গৌরাঙ্গদেব রামকেলী গ্রামে আসেন, তখন পদ্মার অপর পারে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি প্রেমোন্মত্তভাবে চীৎকার করিয়া নরোত্তম! নরোত্তম! বলিয়া ডাকিয়াছিলেন) যাই হউক, নরোত্তম ব্রজে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন তথাকার জায়গীরদার তাহাকে দেখিতে বারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তিনি সবাকার নিষেধ প্রত্যাখ্যান করিয়া হাটিয়া বৃন্দাবন চলিলেন। কি প্রকারে চলিলেন!

আহারের চেষ্টা নাই সকল দিবসে।
ভক্ষণ করেন দুই তিন উপবাসে।
পাথর চলনে পায় হইল ব্রণ।
বৃক্ষতলে পড়ি রহে হয়ে অচেতন।

তখন বয়স ১৬ হইবে। রাজপুত্রের এই সকল কষ্ট দর্শকদিগের মনোবেদনার কারণ হইল। ক্রমে তিনি বৃন্দাবনে গেলেন, তথায় তখন জীবীত রূপ সনাতন নাই, শ্রীজীব আছেন। কিছুদিন পর লোকনাথ গোস্বামীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া দীক্ষিত হইলেন। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণ কেবল সেবা। ক্রমশঃ তাহার সঙ্গী জুটিল, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্যামানন্দ। শ্রীজীব, এই জনত্রয় দ্বারা বাঙ্গালায় ভক্তি শাস্ত্র ও পদাবলী প্রভৃতি প্রচার করিবেন মানসে ঐ ঐ গ্রন্থরাজি প্রেরণকালে (গোপালপুর নামক স্থানে আসিলে) গ্রন্থরাজি ডাকাতরা নিয়া গেল। কিছুদিন পর পুনঃ খেতরীতে আসিয়াই নবদ্বীপ গেলেন এবং গৌরাঙ্গের দ্রব্য সামগ্রী সন্দর্শনে পাগলপ্রায় হইয়াছিলেন। তিনি নীলাচল হইতে শ্রীখণ্ডে আসিয়া নরহরিকে পাইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। তথা হইতে কাটোয়ায় চৈতন্য দেবের সন্ন্যাস গ্রহণ স্থানে গিয়া পদগানকর্ত্তা যদুনন্দন দাসের সহিত মিলিত হইলেন। পুনর্ব্বার খেতরীতে

আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনের স্রোত বহাইলেন। ভক্তেরা ঠাকুর উপাধি দিল। তিনি নূতন নূতন গান রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং **গরাণহাটী** কীর্ত্তনের সৃষ্টি করিলেন। গড়েরহাট পরগণায় সৃষ্ট বলিয়া এই নামটী হইল। ভক্তিরত্নাকরে আছে—

বহু দেশ হইতে আইল অনেক গায়ক।
কেহ করে নানা বাদ্য বাদক নর্ত্তক।

অপূর্ব্ব গরাণহাটী কীর্ত্তন শ্রবণে নূতনত্ব পাইয়া শ্রোতা সব আত্মহারা হইলেন। শুনা যায় এই গীতে চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

তাহার রচিত গান দিলাম—

বিধি মোরে কি করিল শ্রীনিবাস কোথা গেল
হিয়া মাঝে দারুণ দুঃখ দিয়া। ইত্যাদি
শ্রীগৌরাঙ্গের সহচর শ্রীনিবাস গদাধর
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
শ্রীস্বরূপ দামোদর হরিদাস বক্রেশ্বর
এসব প্রেমের অধিকারী।
করিলা যেসব লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহা মুই না পাই দেখিতে।

*   *   *   *

যে মোর মরম কথা কাহারে কহিব কথা
এছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজল বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস।

তিনি কৃষ্ণ দর্শন পাইয়া গান রচনা করেন।

নবঘন শ্যাম ও পরাণ বন্ধুয়া
আমি তোমায় পাশরিতে নারি।
তোমার যে মুখশশী অমিয় মধুর হাসি
তিল আধ না দেখিলে মরি॥ ইত্যাদি

যখন দেখিলেন বিরহ ব্যথায় প্রাণ থাকেনা তখন শিষ্যগণকে বিগ্রহগুলি দান করিলেন, এবং বুধুরীতে রামচন্দ্রের গৃহে গেলেন, তথায় পদগানকর্ত্তা গোবিন্দদাসের সহিত মিলন হইল। এবং তাহার পদগান শুনিলেন। তথা হইতে গাম্ভিলা গঙ্গারামের বাড়ীতে উৎসব সময়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, হাট পত্তন, যৌতিশা পদাবলী প্রভৃতি তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ইনি গৌর-লীলাভিব্যঞ্জক কীর্ত্তন গান বহু রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেক গানের ভিতর গৌরগতৈক প্রাণতার অভিব্যক্তি রহিয়াছে। তিনি বৈষ্ণব সমাজে বিশেষতঃ গৌরীয় বৈষ্ণবগণের অঙ্কিত। বৈষ্ণব কবিগণ যে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক এবং গৌর সম্পর্কীয় বিষয়কর রাগ রাগিণীতে তাল মানে গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা সঙ্গীতের পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে, নচেৎ সঙ্গীত পরিপূর্ণভাব ব্যবহৃত হইবার পথ ছিল না। সঙ্গীত-শিল্পীগণ ও সঙ্গীত-তৎপরগণ তাহাদের স্মরণীয় পদ গান নিয়মানুযায়ী প্রচার কল্পে চেষ্টা করিলে সুখী হইব। বিরাম, দশকুশী প্রভৃতি তাল মানুষকে সঞ্চারী ভাবদ্বারা হঠাৎ আনন্দের ফোয়ারায় নিয়া ডুবাইয়া দেয়। অন্য কোনও তালে বা গানে এত হঠাৎ ভাবাবেশ হয় না বলিয়া আমার ধারণা। এক্ষণে যদুনন্দন দাস মহাশয়ের আলোচনা করিব। চৈতন্য ভাগবত চৈতন্য চরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে ৫ জন যদুনন্দনের উল্লেখ দেখা যায়।

১-যদুনন্দন। ইনি গৌর চরিত্র লেখক, গদাধর শিষ্য, ডাক নাম যদুনন্দনাচার্য্য। ইনি কবি ছিলেন। অনেক গৌরীয় গান রচনা করিয়াছিলেন। বাড়ী কণ্টক নগর। চরিতামৃতে অদ্বৈত শাখাভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। কৌলিক উপাধি চক্রবর্ত্তী ছিল। পাণ্ডিত্যগুণে আচার্য্য উপাধি হয়। স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী, কন্যাদ্বয়ের নাম শ্রীমতি ও নারায়ণী ছিল।

২-যদুনন্দন। ঝামটপুর নিবাসী যদুনন্দনাচার্য্য। ইনি সুকবি ও কিছু গান তৈয়ারী করিয়াছিলেন।

৩য়-যদুনন্দন। কণ্টকনগরে ইহার বাড়ী ছিল। ইনি নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত ছিলেন। ভক্তি রত্নাকরে ইহাকে

পদগান রচয়িতা বলা হইয়াছে। গৌরদাস তঁহি কর আশোয়াস। নিত্যানন্দ ভক্ত এই গৌরদাস যদুর বন্ধু ও সমসাময়িক ছিলেন।

৪র্থ-যদুনন্দন। বাসুদেব দত্তের শিষ্য ও রঘুনাথের গুরু ছিলেন। ইনিও গায়ক ছিলেন।

৫-যদুনন্দন। ইনি মালিহাটী নিবাসী ছিলেন। জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা যদুনন্দন দাস ইনি। "যদুনন্দন কহে যাও যাও ঐ যে উচ্চ বাসা" ইত্যাদি পদ ইহারই রচিত। বণ্টক নগরের উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম তীরে উহার জন্মস্থান দেখিতে বৈষ্ণবগণ অনেকেই গিয়া থাকেন। বুধাই পাড়া-নিবাসী শ্রীনিবাসাচার্য্য দুহিতা হেমলতার উনি গুরু; তথায় থাকিতেন।

বুধাই পাড়াতে রহি শ্রীমতি নিকটে।
সদাই আনন্দে ভাসে জাহ্নবী তটে।

কর্ণানন্দ। জন্ম সময় পরিচয়।

পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে। ১৫২৯।
বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে।
সমাপ্ত করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া,
নিজ প্রভু পাদপদ্ম মস্তকে রাখিয়া।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাস অনুদাস,
তাঁর দাসের দাস এই যদুনন্দন দাস।

গোবিন্দ লীলামৃত ও কর্ণানন্দে আত্ম পরিচয় ত আছেই। বিদগ্ধ মাধবের শেষে হেমলতাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কোথায়ও তাঁহার পদধূলির আকাঙ্ক্ষা। কোথায়ও বা তাহার গুরুজনোচিত গুণ-গরিমার বর্ণনা আছে। "বিদগ্ধ-মাধব" রাধাকৃষ্ণ লীলারস কদম্ব বলে। শ্রীরূপ উক্ত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ কর্ত্তা। উক্ত অনুবাদ দৃষ্টে তাঁহাকে অসাধারণ বলিয়াই বিবেচিত হয়। তিনি কুঞ্জরা স্তব ও রাধাকৃষ্ণ স্তোত্র বই লিখিয়াছিলেন। কিন্তু পদ গানের জন্যই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

যদুনাথ দাস। শ্রীহট্ট জিলার বুরুজ গ্রামবাসী জনৈক বৈষ্ণব-ভক্ত, পিতা রত্নগর্ভ আচার্য্য যাঁহার ভাগ[বত] পাঠেই গৌরাঙ্গদেবের প্রথম প্রেমভাব হয়। চৈ[তন্য] ভাগবতে—

"রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তার নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গী জন্ম একস্থান॥"

ইনি নিত্যানন্দ পার্ষদ। ইনি পদগান ব্যতীত কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কিনা জানি না। ইনি গৌরা[ঙ্গ] দেবের লীলা স্বচক্ষে দেখিয়া গান প্রস্তুত করিয়াছিলে[ন] গৌর প্রভু ইহাকে কবিচন্দ্র উপাধি দিয়াছিলেন, কা[রণ] তিনি গান তৈয়ারী করিয়া গাইতে পারিতেন, ঐ সব গা[ন] চিত্তাকর্ষক ছিল। চৈঃ চরিতামৃত—

মহাভাগবত যদুনাথ কবীন্দ্র।
যাহার হৃদয়ে নিত্য করে নিত্যানন্দ।

চৈঃ ভাগবতে—

যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেম-রসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাহার হৃদয়।

বাঙ্গালা গোবিন্দ লীলামৃত রচয়িতা যদুনন্দন দা[স] নামান্তর উক্ত গ্রন্থে আছে—

নিকুঞ্জে নিশান্তে কেলি মধুর বিলাস।
সংক্ষেপে কহয়ে কিছু যদুনন্দন দাস। ১ম সর্গ।
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবা অভিলাষ।
গোবিন্দ চরিত কহে যদুনাথ দাস। ২য় সর্গ।

সঙ্গীতের আদি প্রকাশকগণের জীবনী সহ তাহা[দের] ভাব ও বিচিত্র চরিত্র অমানুষিক মনে হইলেও স[ত্য] এই সব গান তৈয়ারী করিয়াও চর্চ্চা করিয়া ইহারা জী[বন] পাত করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং জীবনীসহ সাঙ্গী[তিক] প্রবন্ধ প্রকাশ করা সমীচীন মনে করিয়া এইগুলি প্রক[াশ] করিতেছি। জাতি, বর্ণ, চরিত্র নির্ব্বিশেষে বহু জীব[নী] আমরা আলোচনা করিয়া থাকি। কিন্তু এইগুলি চ[...] আমরা সঙ্গীত-সাহিত্য ও গায়কের উচ্চ আদর্শ সর্ব্ব সম[ক্ষে] প্রকাশ করিবার আরও ইচ্ছা রাখি। (ক্রমশঃ

মীরার ভজন

মিশ্র—কাহারবা *

ম্যায় গিরিধর কে ঘর যাউঁ।
গিরধর হাম রো সাঁচো পীতম দেখত রূপ লুভাউঁ।
রয়ন পড়ে তবহি উঠি যাউঁ,
ভোর ভয়ে উঠি আউঁ,
রয়ন দিন ওয়াকে সঙ্গ খেলুঁ
যোঁ ত্যেঁ তাহি রিঝাউঁ॥
যো পহিরাবে সোহি পহিরুঁ,
যো দে সোহি খাউঁ,
মেরী উন্‌কি প্রীতি পুরানী, উন্‌ বিন্‌ পলনা রহাউঁ॥
যাঁহা বৈঠাওয়ে তিতহি বৈঠুঁ
বেচৈ তো বিক্‌ যাউঁ,
মীরা কি প্রভু গিরিধর নাগর
বার বার বলি যাউঁ॥

কথা—মীরাবাঈ

সুর—শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

স্বরলিপি—কুমারী সবিতা গুপ্তা

১ম বার

সা	সা	II	রা	ধা	ধা	পা	¦	গপা	মগা	গা	রা	|	গা	-া	সা	-া	II			
ম্যা	য়		গি	রি	ধ	র	¦	কে০	০০	ঘ	র	|	যা	০	উঁ	০				

II	ধা	ধা	ধা	ধা	|	ধা	ণা	ধপা	মপা	¦	ধা	র্া	র্সা	র্সা	|	নর্সা	ঋর্সা	নধা	দধা	I
	গি	রি	ধ	র	|	হা	ম	রো০	০০	¦	সাঁ	০	চো	পী	|	ত০	০০	ম০	০০	

ধা	ধা	ধা	ণা	|	ধা	পা	মা	-া	|	মা	পা	মপা	ধা	¦	পা	-া	II	রজ্ঞা	সা	II
দে	খ	ত	রূ	|	০	প	লু	০	|	ভা	০	০০	০	|	উঁ	০		ম্যা০	য়	

* উক্ত গানখানি হিজ মাষ্টারস ভয়েস রেকর্ডে গীত হইয়াছে। —স্বরলিপিকার।

II ধা ধা ধা ধা | পনা ধপা মা পা | ধা সা́ গা́ সা́ | সা́ সা́ সা́ সা́ I
র য় ন প | ড়ে০ ০০ ত ব | হি ০ উ ঠি | যা ০ উ ০
যাঁ হা বৈ ০ | ঠাও০ ০০ বে ০ | তি ০ ত হি | বৈ ০ ঠুঁ ০

সা́ -া সা́ সা́ | সা́ -া না সা́ | না সা́ নসা́ ঋ́সা́ | না ধা -া -া I
ভো ০ র ভ | য়ে ০ উ ঠি | আ ০ ০০ ০০ | উঁ ০ ০ ০
বে ০ চৈ তো | বি ০ কৃ ০ | যা ০ ০০ ০০ | উঁ ০ ০ ০

পা ধা সা́ রা́ | সা́রা́ গা́ সা́ সা́ | -া সা́ সা́ সা́ | নসা́ ঋ́সা́ ণা ধা I
র য় ন দি | ন০ ০ ওয়া কে | ০ স ০ ঙ্গ | খে০ ০০ লু ০
মাঁ ০ রা কি | প্র০ ০ ভু ০ | ০ গিরি ধ র | না০ ০০ গ র

ধা ধা ধা ণা | ধা পা মা মা | মা পা পা ধা II পা -া II
যৌ ০ তৌ ০ | তা ০ হি রি | ঝা ০ ০ ০ | উঁ ০
বা ০ র বা | ০ র ব শি | যা ০ ০ ০ | উঁ ০

II সা -া ণ্‌া ধ্‌া | সা -া সা সা | সরা গা গা গা | রগা পমা গা -া I
যো ০ প হি | রা ০ বে ০ | সো০ ০ হি প | হি০ ০০ রুং ০

সা রা মা পা | ধা -া ধা ণা | পধা সা́ণা ধা পা | -া -া -া -া I
যো ০ দে ০ | সো ০ হি ০ | খা০ ০০ ০ উঁ | ০ ০ ০ ০

সা́ -া সা́ রা́সা́ | ণা ণা ণধা পা | ধা -া ধা ণধা | পমা -া মা -া I
মে ০ রী ০০ | উ ন্‌ কি০ ০ | প্রী ০ তি পু০ | রা ০ নী ০

মা ধা পা ধা | মা গা সা রা | মা -া মা মা | -া -া -া -া II
উ ন বি ন | প ল না র | হা ০ উঁ ০ | ০ ০ ০ ০

স্বরলিপি

মিশ্র বেহাগ খাম্বাজ—দাদ্‌রা

সুন্দর দেব চির প্রেমময় এসো হে গন্ধে পরশে গানে,
ভকতি-বিহীন আমি হে দয়াল, কেমনে বাঁধিব তোমারে প্রাণে ॥

নয়ন 'পরে না আসিবে যদি, হে মোর মরমপ্রিয়,
(মম) মানসকুঞ্জে চির আলো করা, পুষ্পের মত রহিও
স্নিগ্ধ সুবাসে মত্ত রহিব, শাশ্বত তব দানে ॥

*   *   *   *   *

বিদায় বেলার শেষের গানে, হিয়ার মাঝে সংগোপনে
আস্‌বে তুমি ঘুচিয়ে তোমার লুকোচুরি খেলা
এই আশাতেই কাট্‌ছে আমার সারা সাঁঝের বেলা।
সফল হবে গো সকল বেদনা, তোমারে লভি' চরম ক্ষণে ॥

কথা ও সুর—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-টি

স্বরলিপি—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

+ ০

II {পা র্সা না | ধা পা পা I জ্ঞা পা মা | মা গা গরা I
সু ন্‌ দ | র দে ব চি র প্রে | ম ম য়০

রা গা মা | পা -পা পা I মা গমা গা | রা -া সা} I
এ সো হে | গ ন্‌ ধে প র০ শে | গা ০ নে

সা সা পা | জ্ঞা পা পা I জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | গমা গা গা I
ভ ক তি | বি হী ন আ মি হে | দ০ য়া ল্‌

গা জ্ঞা পা | না না না I পা র্সা ধনা | পজ্ঞা গমা গা II
কে ম নে | বাঁ ধি ব তো মা রে | প্রা০ ০০ ণে

+ 0 + 0

II {মা পা পা | না না না I না না না | র্সা র্সা র্সা I
ন য় ন ০ প রে না আ সি | বে য দি

ধা না র্সা | র্রা র্রা র্সনা I না -া -া | র্সা র্সা র্সা} I
হে মো র্ | ম র ম০ প্রি ০ ০ য় ম ম

না না না | ধা ধা পা I পা পা হ্মা | হ্মা গমা গা I
মা ন স | কু ঞ্ জে চি র আ | লো ক০ রা

গা মা পা | না না না I না না ধা | না র্সা -া I
পু ০ ষ্পে র্ ম ত র হি ০ ও ০ ০

পর্সা র্সা র্সা | ণা ণা ধা I পা ধা পা | মা মা মা I
স্নি গ্ ধ সু বা সে ম ০ ত্ত | র হি ব

রা গা মা | পা পা পা I মা -া গা | গা -া সা I
শা শ্ব ত | ০ ত ব দা ০ ০ | নে ০ ০

পা র্সা না | ধা পা -া II
সু ন্ দ | র ০ ০

+ 0 + 0

II সা ন্‌া ন্‌া | সা পা পা I পা পা পা | হ্মা পা -া I
বি দা য় | বে লা র্ শে ষে র | গা নে ০

রা গা গা | মা পা -া I হ্মা হ্মা হ্মা | গমা গা -া I
হি য়া র্ | মা ঝে ০ স ং গো | প০ নে ০

-া গা গা | রা গা মা I পা -া হ্মা | পা -া -া I
০ ও গো স ং ০ গো ০ প | নে ০ ০

হ্মা ধা ধা | হ্মা পা -া I পা ধা ধা | হ্মা পা পা I
আ স্ বে | তু মি ০ ঘু চি য়ে | তো মা র

মা মা -া | গা রা গা I রা গা -া | র্সা র্গা র্গা I
লু কো ০ | চু রি ০ খে লা ০ এ ই আ

র্রর্মা র্গা র্রা | র্রা র্গা র্রা I র্সা না না | গা মা পা I
শা০ তে ই | কা টু ছে আ মা র্ | সা রা ০

না না না | ধা র্সা নধা I পা -া -া | -া -া -া I
সাঁ ঝে র্ | বে ০ ০০ লা ০ ০ | ০ ০ ০

পর্সা র্সা র্সা | ণা ণা ধা I পা ধা পা | মা মা মা I
০স ফ ল | হ বে গো স ক ল | বে দ না

রা গা মা | পা পা পা I মা মা গা | গা -া সা I
তো মা রে | ০ ল ভি চ র ম | ক্ষ ০ ণে

পা র্সা না | ধা পা পা I -া -া -া | -া -া -া II II
হু ন্ দ | র ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০

ঐক্যতানিক এস্রাজের গৎ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইমন-কল্যাণ—কাওয়ালী

রচনা—প্রফেসার শীতলপ্রাসদ মুখোপাধ্যায়

০   ১   +   ৩
II র্সা না ধা পা | -া হ্মা গা -া | পা রা -া গা | রা -া সা -া II

তান :—

০   ১   +   ৩
১। ন্‌া সা রা গা | রা গা হ্মা পা | ধা পা মা পা | গা রা ন্‌া সা I

০   ১   +   ৩
২। গা হ্মা পা ধা | পা হ্মা গা রা | সা ধা মা পা | গা রা ন্‌া সা I

০   ১   +   ৩
৩। পা হ্মা গা হ্মা | পা ধা পা হ্মা | ন্‌া রা গা রা | ন্‌া রা ন্‌া সা I

০   ১   +   ৩
ধা না র্সা র্রা | র্সা না ধা পা | হ্মা ধা হ্মা পা | গা রা ন্‌া সা I

০   ১   +   ৩
৪। ধ্‌া ন্‌া সা রা | সা ন্‌া ধ্‌া প্‌া | হ্ম্‌া প্‌া ধ্‌া ন্‌া | সা রা গা রা I

০   ১   +   ৩
গা হ্মা পা ধা | না ধা পা হ্মা | র্সা না ধা পা | মা গা রা সা I

০   ১   +   ৩
৫। ন্‌া সা রা গা | রা সা হ্মা পা | হ্মা পা ধা না | ধা পা হ্মা পা I

০   ১   +   ৩
ধা না র্সা র্রা | র্সা না ধা পা | হ্মা পা ধা না | র্সা র্রা র্গা র্রা I

০   ১   +   ৩
র্সা র্রা র্গা র্রা | র্সা না ধা না | র্সা না ধা পা | হ্মা গা রা সা II

(ক্রমশঃ)

স্বরলিপি

মিশ্র—দাদ্‌রা

মধুর মাধবী রাতি
কোথা প্রিয়তম, কোথা প্রিয়তম
কোথা মম চির সাথী।

আমি দীর্ঘ দিবস ধরিয়া
কত যে অশ্রু কত যে বেদন
রেখেছি নয়নে ভরিয়া ;
আজিকে আমার নিভে যায় সখা
স্তিমিত উজল বাতি।

হাসিছে গগনে অগণন তারা,
চাঁদিনী চকোরে ঢালে সুধা ধারা
আমি মিছে সখা বসি নিরজনে
মিলনের মালা গাঁথি’।

কথা—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত স্বর—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—শ্রীসুরেন রায়

II	সা	রা	-মা	|	রা	মা	পা	I	ধণা	-ধণা	-ধপমপা	:	ধা	-া	-র্সা	I
	ম	ধু	র	|	মা	ধ	বী		রা০	০০	০০০০	:	তি	০	০	
	না	না	না	|	না	না	র্সা	I	-র্সর্রা	-র্সর্রা	-র্সনা	:	পনা	-র্সর্রা	-র্গা	I
	কো	থা	প্রি	|	য়	ত	ম		০০	০০	০কো	:	থা০	০০	০	
	র্রর্সা	র্রা	র্সণা	|	ধা	-পা	-া	I	পা	পর্সা	ণা	:	ধা	পা	মা	I
	প্রি	য়	ত	|	ম	০	০		কো	থা০	ম	:	ম	চি	র	
	গা	সরপা	মা	|	-া	গা	রা	I	সরা	-গা	রসা	|	-া	-া	-া	II
	সা	০	থী	|	০	চি	র		সা০	০	থী	|	০	০	০	

* এই গানখানি শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলম্বিয়া রেকর্ডিং কোম্পানীতে রেকর্ড করিয়াছেন।
— স্বরলিপিকার

II মা মধা ধা | -া ধা ধা I ণা পমা পা | ধার্সা ধা -র্সা I
আ মি০ দী | র্ ঘ দি ব স০ ধ | রি য়া ০

-া -া র্সা | নর্সা র্রা র্রা I -া র্রা র্রা | নর্সার্র্গা র্রা র্সনা I
০ ০ ক | তো যে অ শ রু ক | তো০:০ যে বে

র্সা নধা ধা | ণা ধা পা I মা রা মা | মপা মপা -গমগা I
দ ন্০ রে | খে ছি ন য় নে ভ | রি০ য়া০ ০০০

-সরা -সা রজ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I জ্ঞা -রজ্ঞা সা | রমা গা -রগা I
০০ ০ আ০ | জি কে আ মা ০র্ নি | ভে০ যা ০য়্

রা সা রসা | রা মা পা I না র্সা ধা | -র্সা ণা -ধা I
স খা স্থি | মি ত উ জ ল বা | ০ তি ০

-পা -া পা | পর্সা ণা ধা I পা মা গা | -সরপা মা -া I
০ ০ কো | থা০ ম ম চি র সা | ০ থী ০

গা রা সরা | -গা রসা -া II
চি র সা০ | ০ থী ০

II র্সা র্সা র্সা | না পধা র্সা I র্সা র্রা র্সর্রর্গা | -া র্রর্সা র্সা I
হা সি ছে | গ গ০ নে অ গ ন০০ | ন্ তা রা

না র্সা না | ধা পা গা I গা গপা পধা | পধনা ধা পা I
চাঁ দি নী | চ কো রে ঢা লে০ সু০ | ধা০০ ধা রা

পধা ণা ণা | ণা ণা ণধা I পধা ধণা ধা | পা মা মা I
আ০ মি মি | ছে স খা০ ব০ সি০ নি | র জ নে

গা মা গমগা | -রসা রগা -পা I গ.গা -সরগা রসা | -া -া -া II
মি ল নে০০ | ০র্ মা০ লা গাঁ০০ ০০০ থি | ০ ০ ০

ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

'শ্রুতি' শব্দে ক্রমান্বয়ে স্বর মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্ম সুর বা কম্পনগুলিকে বোঝায়। শাস্ত্রকার এই শ্রুতি সংজ্ঞা নির্ণয়ে বলেছেন—

"প্রথম শ্রবণাচ্ছব্দঃ শ্রূয়তে হ্রস্বমাত্রকঃ।
সা শ্রুতিঃ সম্পরিজ্ঞেয়া স্বরাবয়বলক্ষণা॥"

শব্দোৎপত্তির প্রথমে হ্রস্ব বা সূক্ষ্মভাবে একটী স্বরকম্পন উত্থিত হয়, পরে ঐ কম্পন সমষ্টি আকারে স্থুল স্বররূপে প্রকাশিত হয়, এজন্য ঐ সূক্ষ্ম স্বরগুলিকে স্বরাবয়ব বলে। সঙ্গীতে ষড়জাদি যে সপ্তস্বর, তা এই শ্রুতি সমষ্টিতেই প্রস্তুত। শ্রুতিকে এজন্য স্বরের বীজ বা উপাদানও বলে, কারণ শ্রুতি উৎপত্তি না হোলে স্বরের স্ফূর্ত্তি অসম্ভব; এজন্য স্বরজ্ঞানের পূর্ব্বে শ্রুতিরহস্য অবগত না হোলে সপ্তস্বর সম্বন্ধ তথা সঙ্গীত সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই হয় না।

সঙ্গীতশাস্ত্র সপ্তস্বরের মধ্যে দ্বাবিংশতিটী শ্রুতি স্বীকার করেন। ষড়জাদি স্বরক্রমে দ্বাবিংশতি শ্রুতির সংস্থান, যথা—

স—৪ শ্রুতি	প—৪ শ্রুতি
র—৩ "	ধ—৩ "
গ—২ "	ন—২ "
ম—৪ "	
	মোট ২২ শ্রুতি

সঙ্গীত পারিজাত মতে এই শ্রুতিগুলির নাম, যথা—

ষড়জে—তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী।

ঋষভে—দয়াবতী, রঞ্জনী, রতিকা।

গান্ধারে—রৌদ্রী, ক্রোধা।

মধ্যমে—বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জ্জনী।

পঞ্চমে—ক্ষিতি, রক্তা, সন্দিপনী, আলাপনী।

ধৈবতে—মদন্তী, রোহিণী, রম্যা।

নিষাদে—উগ্রা, ক্ষোভিনী।

মহর্ষি ভরতের মতে শ্রুতিগণের নাম পুনঃ বিভিন্ন, বাহুল্য ভয়ে তা উল্লিখিত হোলো না।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতে শ্রুতিসংখ্যা ৫৩টী। অবশ্য পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদ্‌গণ শ্রুতি স্থানে 'সূক্ষ্ম কম্পন' বলে থাকেন। পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদ্ Leopold Stokowski বলেন—"All the arts are based on vibration, and music is the special expression of vibration * *." তাঁরা গণিতের উপর নির্ভর কোরে বিজ্ঞানানুযায়ী সপ্তস্বরের স্বরকম্পনসমূহ নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করেছেন, যথা—

স	র	গ	ম	প	ধ	ন	র্স
১	$১\frac{১}{৮}$	$১\frac{১}{৪}$	$১\frac{১}{৩}$	$১\frac{১}{২}$	$১\frac{২}{৩}$	$১\frac{৭}{৮}$	২

এই কম্পনের সহিত আমাদের ভারতীয় স্বরকম্পন সংখ্যার স্থানে স্থানে মতভেদ আছে, যথা গান্ধারে $১\frac{১৭}{৬৪}$, ধৈবতে $১\frac{১১}{১৬}$ ও নিষাদে $১\frac{১১৫}{১২৮}$ কম্পন অনুমান করা হয়।

তৎপরে Pythagorean শ্রুতির মধ্যেও যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, কারণ গ্রীক স্কেলে ২৪টী শ্রুতির ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তাঁরা ঋষভ ও ধৈবতে একটী কোরে বেশী শ্রুতি ব্যবহার কোরে থাকেন তাঁদের গানের সুবিধার জন্য। H. A. Popley তাঁর "The Music of India" নামক পুস্তকে এ সম্বন্ধে বলেছেন যে "The ancient Greek scale divided the octave into twenty four small intervals. * * that the ancient Tamil books of the second and third century of our era support the view that in South India the octave was also divided into 24 equal intervals." তিনি তাঁর পুস্তকে তাদের সংখ্যা নির্দ্দেশ করেছেন, যথা—

স	র	গ	ম	প	ধ	ন	
৪	৪	৩	২	৪	৩	২	—তামিল গ্রন্থস্থ
৪	৩	২	৪	৪	৩	২	—উত্তর ভারতীয়
৪	৪	২	৪	৪	৩	২	—গ্রীসীয়

যাই হোক, শ্রুতিসংখ্যার সামান্য বৈলক্ষণ্য থাকলেও আমাদের ভারতীয় সংখ্যার সহিত অপরাপরের যে যথেষ্ট মিল আছে, তাতে আর সন্দেহ নেই। কারণ পীথাগোরাস যে ভারতে আগমন করেছিলেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দজী তাঁর "India and Her People" নামক পুস্তকে একস্থলে বলেছেন—There is a Greek tradition that Pythagoras visited India and most probably he did. * * And the Scale with seven notes and three octaves were known in India centuries before Greeks had it. Probably the Greeks learned it from the Hindus (p. 221). ভারতের নিকট পীথাগোরাস বাস্তবিকই অনেক বিষয়ে ঋণী। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫১০ শতাব্দীতে গ্রীসে যখন তিনি সঙ্গীতের বীজ বপন করেন, তখন যে তাঁর মধ্যে ভারতীয় প্রভাব বর্ত্তমান না ছিল, তা কে বল্‌তে পারে?

সপ্তস্বর রহস্য

"শ্রুতিভ্যঃ স্যুঃ স্বরাঃ ষড়্জর্ষভ গান্ধার মধ্যমাঃ।
পঞ্চমোধৈবতশ্চাপি নিষাদ ইতি সপ্ততে॥"

শ্রুতি হোতেই যথাক্রমে সপ্তস্বরের উৎপত্তি। শাস্ত্র এই সপ্তস্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন—প্রকৃতিই এর

প্রসবয়িত্রী। ময়ূরাদি জন্তুর অন্তিম স্বর হোতেই এ সপ্তস্বরের উৎপত্তি, যথা—

"ষড়জং রৌতি ময়ূরাস্তু গাবো নদন্তি ঋষভং।
অজো রৌতি তু গান্ধারং ক্রৌঞ্চঃ ক্বণতি মধ্যমং॥
কোকিলঃ পঞ্চমং রৌতি হয়ো হ্রেষতি ধৈবতং।
নিষাদং কুঞ্জরো রৌতি স্বধানামেব নির্ণয়ঃ॥"

ময়ূরের অন্তিম স্বর হোতে 'ষড়জ', বৃষ হোতে 'ঋষভ', ছাগ হোতে 'গান্ধার', সারসপক্ষী হোতে 'মধ্যম', কোকিল হোতে 'পঞ্চম', অশ্ব হোতে 'ধৈবত', ও হস্তী হোতে 'নিষাদের' উৎপত্তি।

সপ্তস্বরের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে H. A. Popley বলেন —"The Saman Chant pivoted on two notes called the 'Udātta' and the 'Anudātta'. In course of time the interval between these was established as a fourth. Then later, the notes of this tetrachord received distinct names. The highest was 'Prathama' (first) then Dvitiya, Tritiya, Chaturtha, down the scale. These names are found first in the Rikpratisakhya (c. 400 B. C). Later a note called 'Svarita' is also mentioned. .... two other notes lower than the 'Chaturtha' appear. These are called 'Mandra' and 'Atisvarya' extremity. * * So we find the whole series of the seven notes or Svaras as they were called of the octave." (Music of India, p. 27). তিনি দেখিয়েছেন—

ক্রুষ্ট—মধ্যম স্বর	চতুর্থ—নিষাদ স্বর
প্রথম—গান্ধার স্বর	মন্দ্র—ধৈবত স্বর
দ্বিতীয়—ঋষভ স্বর	অতিস্বর্য্য—পঞ্চম স্বর
তৃতীয়—ষড়জ স্বর	

সপ্তস্বর

এই সপ্তস্বর পুনঃ নব রসে লীলায়িত, যথা—

স—সকল রসের মূল ও বিশ্রামদায়ক
র—করুণ রসাত্মক ও উৎসাহসূচক
গ—শান্তরসাত্মক ও শান্তিপ্রদ
ম—ভয়ানক রসাত্মক, নিরাশা ও ভয়সূচক
প—বীর রসাত্মক ও জয়কাল
ধ—করুণ রসাত্মক ও শোকসূচক
ন—রৌদ্র ও বীররসাত্মক ও তীক্ষ্ণ

শাস্ত্র এই সপ্তস্বরের দেবতা, বেদ, ঋষি, কুল, জাতি, বর্ণ ও ছন্দ নির্ণয়ে বলেছেন—

স্বর	দেবতা	বেদ	ঋষি	কুল	জাতি	বর্ণ	ছন্দঃ
স	অগ্নি	ঋক্	অগ্নি	দেব	ব্রাহ্মণ	কমল	অনুষ্টুপ
র	ব্রহ্মা	,,	ব্রহ্মা	মুনি	ক্ষত্রিয়	পিঞ্জর	গায়ত্রী
গ	সরস্বতী	সাম	চন্দ্র	দেব	বৈশ্য	ধুম্রর	ত্রিষ্টুপ
ম	শিব	যজুঃ	বিষ্ণু	,,	ব্রাহ্মণ	কুন্দ	বৃহতী
প	বিষ্ণু	সাম	নারদ	পিতৃ	ক্ষত্রিয়	শ্যাম	পংক্তি
ধ	গণেশ	যজুঃ	তুম্বুরু	মুনি	বৈশ্য	পীত	উষ্ণিক
ন	সূর্য্য	অথর্ব্ব	কুবের	অসুর	শূদ্র	বিচিত্র	জগতী

এ ছাড়া প্রত্যেক স্বরের পুনরায় গুণ ও ধাতু নির্দ্দেশ করেছেন, যথা—

ষড়জে—সত্ত্বগুণ	ও	ত্বক্	ধাতু	বর্ত্তমান
ঋষভে— ,,	,,	রুধির	,,	,,
গান্ধারে—তমঃ	,,	মাংস	,,	,,
মধ্যমে— ,,	,,	মেদ	,,	,,
পঞ্চমে— রজঃ	,,	অস্থি	,,	,,
ধৈবতে— ,,	,,	মজ্জা	,,	,,
নিষাদে— ,,	,,	শুক্র	,,	,,

এ সকল নির্দ্দেশ ও বিভাগ দেখ্‌লে মনে হয়, সপ্তস্বর সম্পূর্ণ মানব শরীর, মন ও আত্মার সহিত ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান।

গ্রাম

ষড়জাদি সপ্তস্বর পুনরায় তিনটী গ্রামে বিভক্ত, যথা—

"অথ গ্রামত্রয়ঃ প্রোক্তো স্বর সন্দোহরূপিনঃ।
ষড়জ মধ্যম গান্ধার সঞ্জাভিস্তে সমন্বিতা॥"

ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার ভেদে গ্রাম তিনটী। তন্মধ্যে যে কোন স্বরকে ষড়জ কোরে, তার অনুগামী যে অপরাপর স্বরগুলি পাওয়া যায়, তাদের সমষ্টিকে "ষড়জ-গ্রাম" বলে। পুনঃ ষড়জ-গ্রামের মধ্যমকে 'ষড়জ' কোরে তদনুগামী যে অপর ছয়টী স্বরকে পাওয়া যায়, তাদের সমষ্টিকে "মধ্যম-গ্রাম" এবং গান্ধারকে 'ষড়জ' কর্‌লে যে তদনুগামী অপরাপর স্বরগুলিকে পাওয়া যায়, তাদের সমষ্টিকে "গান্ধার-গ্রাম" বলে। গ্রামত্রয় সম্বন্ধে মতঙ্গদেব বলেছেন—

"যথা কুটুম্বিনঃ সর্ব্বেহপ্যেকীভূতা ভবন্তি হি।
তথা স্বরাণাং সন্দোহো গ্রাম ইত্যভিধীয়তে॥"

বিভিন্ন জাতীয় লোক যেমন অনেকে একত্রে বাস কোরে একটী গ্রাম (Village) প্রস্তুত করে, সঙ্গীতে মূর্চ্ছনা, তান, অলঙ্কার, গমক, আশ ও মীড়াদি একত্রিত হোয়ে সপ্তস্বর সম্মিলনে এক একটী 'গ্রাম' প্রস্তুত করে। সেজন্য শাস্ত্রকার আরও পরিষ্কার কোরে বলেছেন—"মূর্চ্ছনা-তান প্রভৃতীনাং আশ্রয়ঃ অবলম্বনভূতঃ স্বরসমূহঃ গ্রামস্যাৎ।" গ্রামত্রয় মধ্যে ষড়জ ও মধ্যমগ্রাম মর্ত্ত্য-লোকে ও গান্ধারগ্রাম স্বর্গলোকে গীত হয়। এই গ্রাম মধ্যে সাতটী স্বর থাকলেও কোমল বা বিকৃত নিয়ে যথাক্রমে আমরা দ্বাদশটী স্বর পাই, যথা—স র ঋ গ জ্ঞ ম হ্ম প ধ দ ন ণ, অর্থাৎ ৭টী শুদ্ধ স্বর ও ৫টী বিকৃত।

মূর্চ্ছনা

সঙ্গীত পারিজাতকার বলেন—

"আরোহশ্চাবরোহশ্চ স্বরাণাং জায়তে সদা।
তাং মূর্চ্ছনা তদা লোকে আহুগ্রামাশ্রয়ং বুধা॥"

গ্রামত্রয়কে অবলম্বন কোরে স্বরসমূহের ক্রমে ক্রমে আরোহণ ও অবরোহণের নাম "মূর্চ্ছনা" (Slid) যথা—

ষড়জ মূর্চ্ছনা—স র গ ম প ধ ন র্স, র্স ন ধ প ম গ র স
ঋষভ ,, —র গ ম প ধ ন র্স র্র, র্র র্স ন ধ প ম গ র
ইত্যাদি:

এই মূর্চ্ছনার সংখ্যা মোট একবিংশতি, অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিন গ্রামের প্রত্যেকটীতে ৭টী কোরে বর্ত্তমান। সঙ্গীত দর্পণের মতে তাদের বিভাগ ও নাম প্রদত্ত হ'ল, যথা—

ষড়জ গ্রামের—উত্তরমন্দ্রা, রজনী, উত্তরায়তা, শুদ্ধ ষড়জা, মৎসরীকৃতা, অশ্বক্রান্তা ও অভিরুদ্গতা।
মধ্যম ,, —সৌবীরী, হরিণাশ্বা, কলোপনতা (?) শুদ্ধ-মধ্যা, মার্গী, পৌরবী ও হৃষ্যকা।
গান্ধার ,, —নন্দা, বিশালা, সুমুখী, বিচিত্রা, রোহিনী, সুখা ও আলাপা।

অবশ্য এই মূর্চ্ছনাদের নাম নিয়েও সঙ্গীত শাস্ত্রে যথেষ্ট মতভেদ আছে, এক্ষণে সে সকল আর উল্লিখিত হোল না।

ক্রমশঃ

লক্ষণ গীত

মালকোষ—ত্রিতাল

গাওয়ে মালকোষ গুণীজন সবকোই।
গন্ধার কোমল ধৈবত নিষাদ
মধ্যম বাদী কর সব গাওয়ে
ভাওয়ে মনকো হোঅত সুখদাই॥
ঋষভ পঞ্চম বর্জ্জি করাকে,
ঔড়ব জাতি পাঁচ সুর লাগাওয়ে,
আরোহণ লাগত সাগামাধানিসা,
অবরোহণমে সানিধামাগাসা,
নিশীতে মুরলীমে বজাওয়ে মদন ভাই॥

জাতি—ঔড়ব, বাদী—মা, সম্বাদী—নি, বিবাদী—রে পা অন্যান্য সুরগুলি অনুবাদী।
ব্যবহার—কোমল গা ধা নি, সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে গেয়।
আরোহণ ও অবরোহণ—সা গা মা ধা না র্সা সা না ধা মা গা সা।
পকড়্—সা গা মা ধা না র্সা না ধা মা গা সা ন্‌া ধ্‌া ন্‌া সা মা।

কথা—শ্রীমদনমোহন ঘোষ সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

০ ১ + ৩
II {পা জ্ঞা সা -া | ণ্‌া সা দ্‌া ণ্‌া | সা সা মা -া | মা -া মা -া} I
গা ও য়ে ০ | মা ল কো ষ্‌ | গু ণী জ ন্‌ | স ব্‌ কো ই

{মা -া মা -া | মা -া জ্ঞা -া | জ্ঞা মা দা ণা | র্সা -া র্সা -া I
গ ন্‌ ধা র্‌ | কো ০ ম ল্‌ | ধৈ ০ ব ত | নি ০ ষা দ্‌

মা -া র্সা -া | ণা -া ণা -া | দা ণা র্সা ণা | দা ণা মা -া I
ম ০ ধ্য ম | বা ০ দী ০ | ক র স ব | গা ০ ও য়ে

{মা -া মা -া | মা -া জ্ঞা -া | জ্ঞা মা দা মা | জ্ঞা মা সা -া} II
ভা ০ ও য়ে | ম ন কো ০ | হো ০ অ ত | সু খ দা ই

অন্তরা

০ ১ + ৩

II {জ্ঞা -া মা -া | ণা দা ণা -া | -া র্সা -া র্সা | র্সা র্সা র্সা -া I
ঋ ০ ষ ভ | প ঞ্ চ ম | ০ ব র্ জি | ক রা কে ০

মা -া র্সা -া | র্সা -া ণা -া | দা ণা র্সা ণা | দা ণা মা -া} I
ঔ ০ ড় ব | জা ০ তি ০ | পা চ্ সুর ল | গা ০ ও য়ে

{মা র্মা র্মা র্মা | মা -া মা -া | সা -া জ্ঞা -া | মা দা ণা র্সা I
আ রো হ ণ | ল ০ গ ত | সা ০ গা ০ | মা ধা নি সা

র্সা র্জ্ঞা র্সা ণা | -া র্সা মা -া | র্সা ণা দা মা | জ্ঞা -া সা -া} I
অ ব রো ০ | হ ণ মে ০ | সা নি ধা মা | গা ০ সা ০

{দা ণা সা ণা | জ্ঞা সা না জ্ঞা | দা মা ণা দা | র্সা -া র্সা -া II II
নি শী তে মু | র লী মে ব | জা ও য়ে ম | দ ন্ ভা ই

গান

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দে

আজি দখিণা বায়ে
একি অমিয় ঢালা,
কত কুসুম জাগা
যেন অনল জ্বালা।

কত রঙীন ফুলে
আমি গাঁথি যে মালা
শুধু নীরবে শুকায়
মোর বুকের ডালা।

আজি নিঝুম রাতে
ওগো দেবতা মম
এসো নয়ন পাতে
মধু স্বপন সম।

জেনো একটি কথা
মোর নিঠুর প্রিয়
দিনু পূজার লাগি
হৃদি অর্ঘ্য থালা।

স্বরলিপি

বেহাগ মিশ্র—কাহারবা

আমার দহন লাগিয়া যেই জ্বালিল দুখানল
ব্যথার ব্যথী সেই ঝরালো আঁখিজল।
রাতের আঁধার কূপে
কাঁদিনু যে চুপে চুপে
বেদন রূপেতে মোর ফুটিল শতদল।

যখন তাহারে খুঁজি আমারি গৃহছায়
সে যেগো লুকায়ে থাকে নিশীথের নিরালায়
নিভানু দীপের শিখা
সেতো শুধু মরীচিকা,
নিবিড় আঁধারে হেরি সে চির উজল॥

কথা—শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়   সুর ও স্বরলিপি—কুমারী পারুলপ্রভা দাশগুপ্তা

```
   +                 ২                  +                 ২
II ন্‌া সা গা মপ | গা পমা গা -া I -া -া গা মা | পা -না না র্সা I
   দ হ ন লা০ | গি য়া যেই ০ ০ ০ জ্বা লি | ল ০ দু খা

   +                  ২                  +                    ২
   না -া -া -র্সা | -া -া -া -া I পা না র্সা -র্রা | র্সা ণা ধপা মগা I
   ন ০ ০ ল্ | ০ ০ ০ ০ ব্য থা র ০ | ব্য থী সে০ ই০

   +                 ২
   গা মা ধা -পা | গা পা মগা -রসা II
   ঝ রা লো ০ | আঁ খি জ০ ০ল্
```

+ ২ + ২
II পা জ্ঞা পা না | না -র্সা র্সা র্সনর্সা I পা না না র্সা | নর্সা নর্সর্রা ধর্সা ণধপা I
রা তে র আঁ | ধা র্ কু পে০০ কাঁ দি নু যে | চু ০ পে০০ চু ০ পে০০

+ ২ + ২
র্সা র্সা র্সপা পধণর্সা | ণধ পা মা -গা I মা পা গা -া | মা পা গমা -গরসা II
বে দ ন না০০০ | পে০ তে মো র্ ফু টি ল ০ | শ ত দ০ ০০ল্

+ ২ + ২
II পা পা পা পা | পা পা পধা -মা I মা মা মা -া | মা মা মপা -মপা I
য খ ন তা | হা রে খুঁ০ জি আ মা রি ০ | গৃ হ ছা০ ০য়্

+ ২ + ২
মা মা মা মা | গা মা গা রসা I সা ধ্া সা রা | গা পা মগা -পা II
সে যে গো লু | কা য়ে থা কে নি শী থে র | নি রা লায় ০

+ ২ + ২
II পা জ্ঞা পা না | না র্সা র্সা র্সনর্সা I পা না না র্সা | নর্সা নর্সর্রা ধর্সা ণধপা I
নি ভা নু দী | পে র শি খা০০ সে তো শু ধু | ম০ রী০০ চি০ কা০০

+ ২ + ২
র্সা র্সা র্সপা পধণর্সা | ণধা পা মা গা I মা পা গা -া | মা পা গমা গরসা II
নি বি ড় আঁ০০০ | ধা০ রে হে রি সে চি র ০ | উ জ ০০ ০লে

বিখ্যাত তবলা বাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল

শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়

"মহাবিশ্ব অনুকম্পায় ক্ষুব্ধ হয়নি যাহার প্রাণ,
গাইতে হয়না, রুদ্ধ কণ্ঠ, মিথ্যা তাহার গাওয়াই গান;
হ'কনা সুন্দর স্বরের ভঙ্গি, হ'কনা শুদ্ধ তান ও লয়,
গানের সঙ্গে প্রাণ নাই যার, তার সে গান গানই নয়॥"

জীবন যাঁহার সবে মাত্র পথ-চলার প্রথম ধাপে, জীবন ও যৌবনের সকল আকাঙ্ক্ষা যাঁর এখনও অপরিপূর্ণ, জীবনী তাঁর আর কেমন করিয়া লেখা চলে, তাই-ই অতি সংক্ষেপে আমার পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অতি ক্ষুদ্র কিঞ্চিৎ বিবরণ আমার সমস্ত ভক্তি-অর্ঘ্য মিশাইয়া আজ আপনাদের সম্মুখে নিবেদন করিতেছি।

কৃষ্ণকুমার বাবু ইদানীন্তন সঙ্গীত-সমাজে "নাটু বাবু" নামেই সুপরিচিত। উত্তর কলিকাতাস্থিত টালার সুবিখ্যাত গাঙ্গুলী বংশে তাঁহার জন্ম হয়। অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সঙ্গীতাদিতে বিশেষ অনুরাগ জন্মে। তাঁহার তবলা শিক্ষার সুরু হইয়াছিল শ্রীযুক্ত চুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া। ইহার পর কৃষ্ণকুমার বাবু বেনারসের বিখ্যাত সুরদাসজী পণ্ডিত নান্নু সহায় মহাশয়ের নিকট নিয়মিত তবলা শিক্ষা করিয়া প্রভূত জ্ঞান উপার্জ্জন করেন। নান্নু সহায় হিন্দুস্থানের একজন শ্রেষ্ঠ তবলা-বাদক ছিলেন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে তিনি কৃষ্ণকুমার বাবুকে নিজ পুত্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া বেনারসের যাহা কিছু দুঃসাধ্য বোল ছিল তাহা প্রায় সমস্তই দান করিয়া গিয়াছেন। নান্নু সহায়ের মৃত্যুর পর সঙ্গীতাচার্য্য লছমীপ্রসাদ (বেনারস), পণ্ডিত পুরুষোত্তম দাস মিশ্র (বেনারস), পণ্ডিত শিবসেবক মিশ্র (বেনারস) এবং তস্য পুত্র পণ্ডিত রামকিষণ মিশ্র ও পণ্ডিত কণ্ঠেপ্রসাদ মিশ্র (বেনারস) প্রভৃতি বহু ওস্তাদের নিকট নানাবিধ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া বেনারসের প্রসিদ্ধ ঘরোয়ানার বোল সমূহ তিনি আপন আয়ত্বাধীনে আনিয়াছেন। পরে তিনি লক্ষ্ণৌএর খ্যাতনামা ওস্তাদ খলিফা ছোট্টেন খাঁ মহাশয়ের নিকট লক্ষ্ণৌএর বহুবিধ বোল শিক্ষা করিয়াছেন। নাটু বাবুর ন্যায় জ্ঞানী তবলা বাদক আজকাল খুব কমই দেখা যায়। তিনি বাজনার মধ্যে এমন সুন্দর প্রাণ সৃষ্টি করিতে পারেন যে তাহা মুগ্ধ হইয়া কেবলই শুনিতে ইচ্ছা করে।

শ্রীকৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটু বাবুর গুণপনার কথা যখনই আমাদের স্মরণ হয় তখন বাস্তবিকই আমরা বিস্মিত হই যে, কেমন করিয়া তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষায় বিশেষ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া আবার তবলা শিক্ষাও বজায় রাখিয়াছেন এবং ইহাতেও তিনি একজন অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং আইন পরীক্ষায়ও সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

কৃষ্ণকুমার বাবুর সহিত যিনি একবার মিশিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন তিনি সত্যিকারের গুণী কিনা। প্রথমেই যখন তাঁহার সন্নিধানে আসিলাম তখন আমি তাঁহার প্রফুল্ল আননে দেখিয়াছি শিশুর ন্যায় সরল হাসি যেন লাগিয়াই আছে। তাঁহার উদার চরিত্র এবং অল্পক্ষণেই মানুষকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। বর্ত্তমানে তাঁহার বয়স মাত্র ২৭ বৎসর। এই অল্প বয়সের মধ্যে এইরূপ কৃতিত্ব অর্জ্জন করা সত্যই বিস্ময়ের বিষয়।

কৃষ্ণকুমার বাবু টালাস্থিত নিজ ভবনে বহু ছাত্রকে বিনা বেতনে অকাতরে এবং অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। টালার অন্যতম তবলা-বাদ শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বি-এ, মহাশয় তাঁহার পিতৃ পুত্র এবং বিখ্যাত সরোদ-বাদক শ্যামবাবু তাঁহারই অনুজ

যে সকল ছাত্র তাঁহার নিকট এখনও নিয়মিত শি গ্রহণ করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে শ্রীভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ে শ্রীহরিভূষণ মুখোপাধ্যায় (ডোমজুর), শিবাপদ পোড়ে দুলাল দাস অধিকারী, ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাটুবাবুর উজ্জ্বল জীবন উজ্জ্বলতর হউক, এব দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া ভারতবাসীর গৌরব বৃদ্ধি করুন, ইহা আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

স্বরলিপি

খাম্বাজ-হেমন্ত—তেতালা

ছোড় তেরি মান।
ঘুঁঘট খোলকে, নৈনন দেখ্‌লাকে,
চারো নৈনন মিলাকে
যান্ দেরী মান্।
ঐসী তুআ কর্‌নেসে রহে মেরা জান্॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ

	০ [প.ধণর্সা]				১				২´				৩				
I।	{র্সা	-া	ণা	ধা	পমা	-া	গরা	গা	মা	া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	I
	ছো	০	ড়	তে	০০	০	০০	রি	মা	০	০	০	০	০	০	ন্	
	০				১				২´				৩				
	গা	মা	ধা	ন.	র্সা	-া	-া	-া	না	ধা	র্সা	না	ধা	পা	মা	-া}	II
	মা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	ন্	

০ | ১ | ২´ | ৩
II {গা মা ধা না | সা´ -া সা´ সা´ | না ধা সা´ না | ধা পা মা গা} I
ঘুঁ ০ ঘ ট | খো ০ ল কে | নৈ ০ ন ন | দে খ্ লা কে

০ | ১ | ২´ | ৩
গা সা রা গমা | পধা পমা গা মা | পণা ধপা মা গা | মা -া -া -া I
চা রো নৈ ন ন | মি০ ০ ০ লা কে | যা০ ০ ন্ দে খী | মা ০ ০ ন্

০ | ১ | ২´ | ৩
{গা´ গা´ গা´ গা´ | মা´গা´ রা´সা´ না সা´ | (না সা´ নসা´ রা´ | সা´ ণা ধপা ধা)} I
ঐ সী তু আ | ক ০ ০ র্ নে সে | র হে মে০ রা | জা ০ ০ ০ ন্

২´ | ৩ | ০ | ১
গা´ গা´ -া গা´গা´ | মা´গা´ রা´সা´ না সা´ I গা´ গা´ পা´ পা´ | মা´গা´ রা´সা´ না সা´ |
ঐ সী ০ তুআ | ক ০ ০ র্ নে সে | ঐ সী তু আ | ক ০ ০ র্ নে সে |

২´ | ৩
না সা´ নসা´ রা´ | সা´ ণা ধপা ধা II
র হে মে০ রা | জা ০ ০ ০ ন্

তান

২´ | ০
১। গমা পধা ণসা´ রা´সা´ | ণধা পমা গরা গমা I
মা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

২´ | ০
২। গমা পধা ণসা´ রা´গা´ | রা´সা´ ণধা পধা ণসা´ I
মা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্

	২´					০					০			
৩।	গমা	পধা	ণর্সা	র্গা	।	ম´গ´া	র্সা	নর্সা	র্সা	।	ণধা	পমা	গরা	গমা	।
	আ০	০০	০০	০০		০০	০০	০০	০০		০০	০০	০০	০০	

১				২´	
র্সণা	ধপা	মগা	রগা	। মা	ইত্যাদি।
ছো০	ড়তে	০০	০রি	। মা	

	২´				৩					০			
৪।	ম´র্মা	গ´র্রা	র্গর্গা	র্রর্সা	। র্রর্রা	র্সনা	র্সর্সা	ণধা I		ণণা	ধপা	ধধা	পমা ।
	আ০	০০	০০	০০	। ০০	০০	০০	০০		০০	০০	০০	০০

১				২				০			
পপা	মগা	মা	-া	। র্সণা	ধপা	মগা	রগা	। মা	-া	র্সণা	ধপা I
০০	০০	০	০	। ছো০	ড়তে	০০	০রি	। মা	০	ছো০	ড়তে

০				১				২´	
মগা	রগা	মা	-া	। র্সণা	ধপা	মগা	রগা	। মা	ইত্যাদি।
০০	০রি	মা	০	। ছো০	ড়তে	০০	০রি	। মা	

	০				১				২´			
৫।	সসা	গগা	ররা	সসা	। ন্ন্া	ধ্ধ্া	প্প্া	ধ্ধ্া	। ন্ন্া	সসা	গগা	মমা ।
	আ০	০০	০০	০০	। ০০	০০	০০	০০	। ০০	০০	০০	০০

৩				০				১				২´	
ধধা	পপা	মগা	মমা I	র্রর্মা	গর্রা	র্সণা	ধপা	। মগা	রসা	ন্সা	রগা	। মা	ইত্যাদি।
০০	০০	০০	০০	ছো০	০০	ড়০	০০	। তে০	০০	রি০	০০	। মা	

স্বরলিপি

গৌড়মল্লার—ত্রিতাল

কারি বাদরিয়া ঘেরি ঘেরি আবে।
কোইয়া পিয়াসে কহ ঘর আবে॥

সেঁইয়া বিমু শুনি সেজ একেলি,
অত ডর লাগে দেখ আঁধেরি,
তাপেয়াদ পিয়ু পাপিয়া দিলাবে॥

রচনা—অজ্ঞাত। সুর শিক্ষক—শ্রীপশুপতি রায়চৌধুরী।

স্বরলিপি—কুমারী মণিকা রায়।

	০				১				+				৩							
II	রা	-গা	রা	মা |	গা	রা	সরা	-সসা	গা	রা	গমা	-রা |	গমা	-পা	মা	-গা	I			
	কা	০	রি	বা	দ	রি	য়া০	০০	ঘে	রি	ঘে০	রি	আ০	০	বে	০				
	না	না	র্সা	র্সা |	-ধা	-ণা	-পা	-া |	রা	গা	রা	গা |	গমা	-পা	মা	গা	II			
	কো	ই	য়া	পি	য়া	০	সে	০	ক	হো	ঘ	র	আ০	০	বে	০				

অন্তরা

	০				১				+				৩				
II	পা	পা	পা	পা |	না	-া	ধা	-া |	র্সা	-া	র্সা	র্সা |	র্সা	-র্রা	র্সা	-া	I
	সৈঁ	য়া	বি	মু	শু	০	নি	০	সে	০	জ	এ	কে	০	লি	০	
	র্সধা	ধা	র্সা	র্সা |	র্সা	-া	র্সা	-র্সা |	র্সা	-র্রা	র্সা	র্সা |	র্সধা	-ণা	-পা	-া	I
	অ	ত	ড	র	লা	০	গে	০	দে	০	খ	আঁ	ধে০	০	রি	০	
	মা	-া	রা	পা |	-া	পা	মা	পা |	ধা	র্সা	ধা	পা |	মা	-পা	মা	-গা	II
	তা	০	পে	য়া	০	দ	পি	য়ু	পা	পি	য়া	দি	লা	০	বে	০	

স্বরলিপি

দেশ মিশ্র—দাদ্‌রা

তোমার দুটী কথা
আমার বাতায়নে, জাগিয়ে দিলো মনে
গভীর ব্যাকুলতা।
কোন্ অতীতের কোন্ সে সুদূর চাওয়া,
স্নিগ্ধ যেন মধুর দখিন হাওয়া,
ফুলের সুবাস পাওয়া, জীবন তরী বাওয়া,
সাগর নীরবতা।

ভোর গগনে স্বপন কাননটিরে
তুমিই এসে সাজিয়েছিলে আমার পাশে ফিরে।
কেঁদেছিলাম কতই আঁখির নীরে,
তোমার স্নেহের অলীক বাহু ঘিরে
তুমিই তখন ঘুমিয়েছিলে
কোথায় বলো কোথা,
নিঠুর কনকলতা!

কথা—শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ, এম্-এ, বি-এল। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (অন্ধগায়ক)

আস্থায়ী

	+				০				+				০			
II	সা	রা	মা	|	পা	না	ধা	I	না	র্সা	-া	|	-া	-া	-া	I
	তো	মা	র্	|	দু	টি	০		ক	থা	০	|	০	০	০	
	+				০				+				০			
	না	র্সা	-া	|	ণা	ধা	পা	I	ধা	ণা	-া	|	-া	-া	-া	I
	আ	মা	র্	|	বা	তা	০		য়	নে	০	|	০	০	০	
	+				০				+				০			
	ধা	র্সা	ণা	|	ধা	পা	-া	I	মা	পা	মা	|	জ্ঞা	-া	-া	I
	জা	গি	য়ে	|	দি	ল	০		ম	০	নে	|	০	০	০	
	+				০				+				০			
	রা	রা	মা	|	জ্ঞা	রা	জ্ঞা	I	রা	সা	-া	|	-া	-া	-া	II
	গ	ভী	র্	|	ব্যা	কু	০		ল	তা	০	|	০	০	০	

অন্তরা

	+				০				+				০			
II	পা	-া	র́া	|	র́া	র́া	-া	I	র́া	-া	র́া	|	র́া	র́া	-া	I
	কো	ন্	অ	|	তী	তে	র্		কো	ন্	সে	|	সু	দূ	র্	
	+				০				+				০			
	স́া	র́া	জ্ঞ́া	|	জ্ঞ́া	-া	-া	I	র́া	-া	জ্ঞ́া	|	র́া	স́া	না	I
	চা	০	ও	|	য়া	০	০		স্নি	০	গ্ধ	|	যে	ন	০	
	+				০				+				০			
	পা	না	না	|	স́া	র́া	জ্ঞ́া	I	র́া	স́া	-া	|	-া	-া	-া	I
	ম	ধু	র্	|	দ	খি	ন্		হা	ওয়া	০	|	০	০	০	
	+				০				+				০			
	সা	সা	-া	|	রা	গা	-া	I	মা	পা	-া	|	-া	-া	-া	I
	ফু	লে	র্	|	সু	বা	স্		পা	ওয়া	০	|	০	০	০	
	+				০				+				০			
	ধা	পা	-া	|	মা	গা	মা	I	গা	রা	-া	|	-া	-া	-া	I
	জী	ব	ন্	|	ত	রী	০		বা	ওয়া	০	|	০	০	০	
	+				০				+				০			
	রা	রা	ণা	|	ণা	ধা	ণা	I	ধা	পা	-া	|	-া	-া	-া	II
	সা	গ	র্	|	নী	র	০		ব	ওা	০	|	০	০	০	

সঞ্চারী

	+				০				+				০			
II	সা	-া	গা	|	রা	সা	-া	I	সা	সা	-পা	|	পা	পা	-দা	I
	ভো	র্	গ	|	গ	নে	০		স্ব	প	ন্	|	কা	ন	ন্	
	+				০				+				০			
	আ	পা	-া	|	-া	-া	-া	I	পা	ধা	স́া	|	স́া	স́া	-া	I
	টি	য়ে	০	|	০	০	০		তু	মি	ই	|	এ	সে	০	

	+				o				+				o		
	র্সা	ণা	ণা	| ধা	পা	-া	I		জ্ঞা	জ্ঞা	-া	| সা	রা	জ্ঞা	I
	সা	জি	য়ে	| ছি	লে	০			আ	মা	র্	| পা	রে		

+			o				
রা	সা	-া	| -া	-া	-া	II	
ফি	রে	০	| ০	০	০		

আভোগ

	+			o				+			o			
II	পা	ধা	র্সা	| র্সা	র্সা	-া	I	র্সা	র্সা	র্সা	| র্রা	র্রা	-া	I
	কেঁ	দে	০	| ছি	লা	ম্		ক	ত	ই	| আঁ	খি	র্	
	+			o				+			o			
	র্সা	র্রা	র্জ্ঞা	| -া	-া	-া	I	র্রা	র্রা	র্জ্ঞা	| র্রা	র্সা	না	I
	নী	রে	০	| ০	০	০		তো	মা	র্	| স্নে	হে	র্	
	+			o				+			o			
	পা	না	না	| র্সা	র্রা	র্জ্ঞা	I	র্রা	র্সা	-া	| -া	-া	-া	I
	অ	লো	ক্	| বা	হু	০		ঘি	রে	০	| ০	০	০	
	+			o				+			o			
	র্সা	র্সা	র্সা	| ণা	ধা	পা	I	পা	ধা	ণা	| ণা	ণা	-া	I
	তু	মি	ই	| ত	খ	ন		ঘু	মি	য়ে	| ছি	লে	০	
	+			o				+			o			
	সা	সা	সা	| রা	রা	-া	I	রা	পা	মা	| জ্ঞা	-া	-া	I
	কো	থা	য়্	| ব	লো	০		কো	০	থা	| ০	০	০	
	+			o				+			o			
	রা	রা	মা	| জ্ঞা	রা	জ্ঞা	I	রা	সা	-া	| -া	-া	-া	II
	নি	ঠু	র্	| ক	ন	ক		ল	তা	০	| ০	০	০	

রস-কীর্ত্তন—মিলন*

(নিবেদনি)

১। বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে,
দেখা না হইত পরাণ গেলে।
(দেখা হ'ল হে বঁধু, ছিল প্রাণ দেখা হ'ল হে বঁধু, দেখা হ'ত না, দাসীর প্রাণ গেলে দেখা হ'তনা) দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥

২। এতেক সহিল অবলা বলে,
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে।
(তাই সহিল হে, কঠিন প্রাণ তাই সহিল হে, নইলে সহিত না, কঠিন নইলে সহিত না) ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে ॥

৩। দুখিনীর দিন দুঃখেতে গেল,
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল।
(ছিলে হে বঁধু, তুমি ত কুশলে ছিলে হে বঁধু, যাই হউক, আমার ভাগ্যে যাই হউক) মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল ॥

৪। এসব যন্ত্রণা কিছু না গণি,
তোমার কুশলে কুশল মানি।
(ছিলে হে বঁধু, তুমি ত ছিলে হে বঁধু, যাই হউক, আমার ভাগ্যে যাই হউক) তোমার কুশলে কুশল মানি ॥

৫। সব দুঃখ মোর গেল হে দূরে,
হারান রতন পেলাম হে কোলে।
(সদয় হ'ল, আমার ভাগ্যে বিধি সদয় হ'ল, কোলে পেলাম, হারান রতন কোলে পেলাম) হারান রতন পেলাম হে কোলে ॥

৬। মলয় পবন বহুক মন্দ,
গগনে উদয় হউক চন্দ্র।
(উদয় হউক, গগনে চাঁদ উদয় হউক, উদয় হ'ল, শ্যাম চাঁদ আসি উদয় হ'ল) গগনে উদয় হউক চন্দ্র ॥

৭। কোকিলা আসিয়া করুক গান,
ভ্রমরা তাহাতে ধরুক তান।
(গান করুক, আপন মনে গান করুক, শ্যামের বামে, আমি বসি শ্যামের বামে, তেমনি তেমনি করে আমি বসি শ্যামের বামে) ভ্রমরা তাহাতে ধরুক তান ॥

৮। বাশুলি আদেশে কহে চণ্ডীদাস,
দুঃখ নিকশল সুখের বিলাস।
(সীমা নাইরে আজ, আনন্দের আর সীমা নাইরে, রাধা শ্যামে মিলন হ'ল আজ, আনন্দের আর সীমা নাইরে) দুঃখ নিকশল সুখের বিলাস ॥

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

রচনা—প্রাচীন বৈষ্ণব-কবি-শিরোমণি দ্বিজ চণ্ডীদাস।

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস।

০		
[সা	রগমা	মা]
ব	হু০০	দি

	০			১			২´			৩			
১।	{সা	মা	মা	জ্ঞা	রা	রা	সা	রা	রা	রা	জ্ঞা	রা	I
	ব	হু	দি	ন	প	রে	বঁ	ধু	য়া	আ	ই	লে	

০			১			২´			৩		॥	
সা	রা	সা	সা	সা	সা	সা	রা	সরজ্ঞা	রা	সণ্	ধ্ণ্ }	I
দে	খা	না	হ	ই	ত	প	রা	ণ০০	গে	লে০	০০	

আখর ঃ—

০			১			২´			৩			
সা	রগমা	মা	জ্ঞা	সা	রজ্ঞা	সা	রা	মা	জ্ঞা	রজ্ঞা	রসা	I
ব	হু০০	দি	ন	দে	খা০	হ'	ল	হে	বঁ	ধু০	০০	

০			১			২´			৩			
{ণ্	সা	সা	সা	সা	রজ্ঞা	সা	রা	মা	জ্ঞা	রজ্ঞা	রসা}	I
ছি	ল	প্রা	ণ্	দে	খা০	হ'	ল	হে	বঁ	ধু০	০০	

০			১			২´			৩			
ণ্	সা	সা	সা	সা	রা	রা	মা	গা	মা	-া	-া	I
ছি	ল	প্রা	ণ্	দে	খা	হ'	ত	না	০	০	০	

০			১			২´			৩			৩			
{মা	পা	মা	গা	রা	সা	রা	মা	গা	(মা	-া	-া)}	{মা	মা	মা	I
ন	ই	লে	দে	খা	০	হ'	ত	না	০	০	০	পা	খী	র	

০			১			২´			৩			
মা	পা	মা	গা	রা	সা	রা	মা	গা }	মা	-া	-া	I
প্রা	ণ	গে	লে	দে	খা	হ’	ত	না	০	০	০	

০			১			২´			৩			
ণ্া	সা	সা	সা	সা	সা	সা	রা	সরজ্ঞা	র্সা	সণ্া	ধণ্া	II
দে	খা	না	হ	ই	ত	প	রা	ণ০০	গে	লে০	০০	

অপরাপর কলিগুলির সুর প্রথম কলির অনুরূপ।

হারমোনিয়মের স্কেল :—স্ত্রী কণ্ঠে মুদারার সি-সার্প (কোমল রে) কিম্বা ডি-সার্প (কোমল গা), পুরুষ কণ্ঠে দারার এফ-সার্প (কড়ি ম) কিম্বা জি-সার্প (কোমল ধা)।

মাথুর বিরহ সমাপ্ত।

গান

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত, এম্-এ, বি-এল্

ওরে, চপল মন
আজকে আমার পূজার ফুলে
থাম্‌রে কিছুক্ষণ।

চলার মাঝে একটী দিনে,
দে তারে তুই নিতে চিনে,
উজাড় করে দিতে তারে
নীরব নিবেদন।

চোখের তারা চায় যতদূর
দেখ্‌ছ কেবল ধূ ধূ করে,
দিশেহারা অসীম মাঝে
হতাশা মোর গুমড়ে মরে।

বুঝি খুঁজে পেলুম না হায়,
হারিয়ে গেছে পথের মায়ায়,
স্মৃতির মাঝে থাকিতে চাই
নিবিড় নিমগন।

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা

রচনা ও স্বরলিপি—শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রায়

আস্থায়ী

		১				+				৩			
সন্‌া	II	সা	গগা	গমমা	পধা |	না	না	র্সা	নর্সর্রা |	না	ধধা	মপধা	পধনা |
ডিরি		ডা	ডিরি	ডাডিরি	ডারা |	ডা	রা	ডা	ডা ০ ০ |	ডা	ডিরি	ডা০ ০	ডা০০ |

০					১				+			
পধা	পমগমা	গা	পমা	I	মগরসা	সসা	ন্‌া	ন্‌া |	প্‌া	ন্‌ন্‌া	সা	ন্‌সা |
ডা ০	ডা০ ০ ০	বৃডা	ডারা		ডা০০০	ডারা	ডা	রা |	ডা	ডিরি	ডা	ডারা |

৩				০		
রা	গগা	মপা	ধণা |	পধা	পমগমা	গা II
ডা	ডিরি	ডারা	ডারা |	ডা০	ডা০০০	বৃডা

অন্তরা

		১				+				৩			
গগা	II	মা	ধপধা	না	না |	র্সা	র্সা	র্সা	নর্সা |	র্রা	র্মর্মা	র্গা	র্রা |
ডিরি		ডা	ডা০ডা	ডা	রা |	ডা	ডা	রা	ডিরি |	ডা	ডিরি	ডা	রা |

০					১				+			
নর্সর্রা	ধনা	ধা	গগা	I	মা	পপা	গা	মা |	পা	ধধা	না	র্সা |
ডা০ ০	ডা ০	০	ডিরি		ডা	ডিরি	ডা	রা |	ডা	ডিরি	ডা	রা |

৩				০		
ণা	ধা	গমা	পধা |	পধা	পমগমা	গা II
ডা	রা	ডিরি	ডিরি |	ডা০	ডা০ ০ ০	বৃডা

+
১। তোড়া ঃ—সরমপা   গমপধা | 'না'
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা

+
২। ,, গমপমা   পধপধা | 'না'
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা

+
৩। ,, (গগ) মগা রসন্‌সা গমপধা | 'না'
ডিরি ডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা

+
৪। ,, গমপধা পমগরা গমপধা | 'না'
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা

১ +
৫। ,, র্স ণধপা ধপমগা মপপমা গমপধা | 'না'
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা

১ +
৬। ,, রগমপা ধণধপা মগরসা গমপধা | 'না'
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা

১ +
৭। ,, ন্‌সরগা ম০রগঃ০ মপধা গমপধা | 'না'
ডিরিডিরি ডারডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডা

১ +
৮। ,, গমপধা নর্সর্রর্সা ণধপমা গরসঃ০০ | 'না'
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা

১ +
৯। ,, ধর্স০ণঃ০ ধপ০মঃ০ গমপধা ন০পধঃ০ | 'না'
ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরিডিরি ডা০ডিরি ডা

১ +
১০। তোড়া ঃ—পমগরা | গমপধা নর্সণধা পমগরা সন্সা | 'না'
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডা ডা

১ +
১১। ” ধন্সন্ | রগমগা রসপমা গমগগা গমপধা | 'না'
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা

০ ১ +
১২। ” গমপধা নর্সণধা পমগরা সন্সা | পমসন্ সংপমঃ০ সন্সা গমপধা | 'না'
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরিডিরি ডা

০ ১ +
১৩। ” র্সণর্সণা ধপধপা মগমগা রসন্সা | নর্সর্রণা র্সংন্সঃ০ রন্সা গমপধা | 'না'
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা ডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডা

০ ১ +
১৪। ” সংগরঃ০ সন্সা০ রগমপা ধণধপা | র্স০০০ পমগমা রগমপা গমপধা | 'না'
ডা০ডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা

০ ১
১৫। ” র্গর্রর্মর্গা র্রর্সনর্সা র্রর্সর্রর্সা ণধপধা | ণধণধা পমগমা পমপমা গরন্সা |
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

+ ৩
সসগগা ররমমা গগপপা মমধধা | পণণধা র্সর্সধণা র্রর্রর্স০ ০০০০ I
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডা০ ০০০০

০ ১ +
র্রর্সধণা র্সঃর্সঃ র্স০০০ র্রর্সধণা | র্স০স০ র্স০০০ র্রর্সধণা র্স০স০ | র্সা
ডিরিডিরি ডা রা ডা ডিরিডিরি ডা রা ডা ডিরিডিরি ডা রা ডা

০ | ১ | +

১৬। তোড়া ঃ—মগরসা ন্সমগা রসন্সা মগন্সা | মপনা পধা নপধা নপধা | 'না'
ডিরিডিরি ডিরিরিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরি,ডা ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডা

১ | +

১৭। ,, গমপমা গরসা ন্সরসা পধপা | মধন্সা রসন্সা রগমপা মগরসা |
ডিরিডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

৩ | ০

গমপগা মপধপা পধনর্সা নর্রনর্সা | র্গর্মর্গা র্রর্সণধা র্সণধপা মগরসা |
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিবি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

১ | +

গমপধা ন০গমঃ০ পধনা গমপধা | 'না'
ডিরিডিরি ডা ডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডা

১ | +

১৮। ,, ন্সরসা রগরগা মগমপা মপধপা | ধনধনা র্সণর্সর্রা র্সণধপা পধপমা |
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

৩ | ০

ধপমগা পমগরা ন্সরগা মপধনা | র্সঃ০০ ন্সরগা মপধনা র্সঃ০০ |
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা

১ | +

ন্সরগা মপধনা র্স০পধঃ০ ন০পধঃ০ | 'না'
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডা

(ক্রমশঃ)

শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, বি-এ

চঞ্চৎপুট বা চর্চ্চৎপুট

এই ছন্দকে অনেকে ঠুংরী বলিয়া থাকে, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র ব্রজবাসী রাঢ়দেশীয় বোল হইতে পৃথক্ এক প্রকার বোল ইহার স্থানে প্রয়োগ করেন এবং ইহাকে লোফা বলিয়া অভিহিত করেন। ইহার মাত্রা সংখ্যা চারিটি এবং তাল দুইটি। সঙ্গীত দামোদরে ইহার আটটি মাত্রা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা—"তালে চর্চ্চৎপুটে জ্ঞেয়ং গুরু দ্বন্দ্বং লঘুঃপ্লুত ঃ।" দুইটি গুরু—৪, একটি লঘু—১, এবং একটি প্লুত—৩, মোট—৮। আমরা প্রচলিত লয় অনুসারে দুই মাত্রাকেই একমাত্রা ধরিয়াছি বলিয়া ইহাকে চতুর্মাত্রিক বলিতেছি। ইহা বৈঠকীর কাহারবার অনুরূপ ছন্দ।

লয়

\+ ২

ধাঘি নিতা (আ) ধা ধিন্ গুরুর্

শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ ব্রজবাসী মহাশয়ের প্রযুক্ত লয় :—

\+ ২

তিইন্ নাধিন্ ত্রেগেড় ধিন্ ধিইন্ নাধিন্

ত্রেকেট্ তিন্

লহর

\+ ২ +

১। ধিনিধি নিতা ত্রেগেড়ধি নিতা তিনিতি নিতা

২

ত্রেকেট্তি নিতা

\+ ২

২। তা (আআ) থি নাগধিনি তা (আআ) থি

\+ ২

নাগধিনি তা (আআ) থি নাগধিনি (ইই

থিটি থিটি থিটি

\+ ২

৩। ধা তেটে নাগ ধেনে নাগ ধেনে ধেনে না

\+ ২

তা তেটে নাগ ধেনে নাগ ধেনে ধেনে না

\+ ২ +

৪। ধেনাগ ধেনাগ নাধেনে ধেনাক (ই)ত্থে (ই)নি

২

তাতিনি তেনাগ

(এই বোলে ধেনা—ধানে, তেনা—তানে)

হাত

\+ ২ +

১। ঘেনেরে ঘে নাঝা গেদা গেদা ঘেনেরে

২

নাঝা খেটা খেটা

\+ ২ +

১। থিনিনা (আ)থিন্ থিনিনা (আ) থিন্ থিনিনা

২

(আ) থিন্ দাধিনি দাধিনি

মূর্চ্ছন

\+ ২ +

ঝা তিঝা (আ)তি ঝা তিঝা (আ) তা

২ +

(আ) তা খি—ঝা

ইহাতে ভাঁসপাহিড় (আগামীতে আলোচ্য) ছন্দের অধিকাংশ হাত ঘাঁত লহর প্রভৃতিই ইহাতে সঙ্গত হইবে।

ছোট দোঠুকি

দোঠুকি তাল চারিটি পদে বিভক্ত ইহার প্রথম এবং তৃতীয় পদে ১½ মাত্রা করিয়া তিন মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে ২ মাত্রা করিয়া চারি মাত্রা। অর্থাৎ ইহার পদগুলির অনুপাত এইরূপ, যথা :—

\+ ২ ০ ০ অথবা + ২ ০ ৩

৩ ৪ ৪ ৪ ৩ ৪ ৩ ৪

কিন্তু দ্রুতলয়ে এই অনুপাত দেখান যায় না, কাজেই প্রথম শিক্ষার্থীর সুবিধার জন্য পদগুলিকে তখন সমানুপাতি ভাবেই দেখাইতে হয়। সেইজন্য ছোট দোঠুকিকে চারি মাত্রার সমপদী ছন্দ বলিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক ইহা চতুর্মাত্রিক জাতীয় ছন্দ নহে বলিয়া এবং উপযুক্ত মাত্রার বিষমানুপাত সূক্ষ্মভাবে ইহাতে বর্ত্তমান বলিয়া কতগুলি নির্দ্দিষ্ট বোল ভিন্ন যে কোন চতুর্মাত্রিক জাতীয় তালের বোল ইহাতে সঙ্গত করিতে গেলেই ছন্দঃ নষ্ট হইবে।

লয় (দুই আবর্ত্তন)

\+ ২ ০ ০

ধা তাধি তাগ্ দিদ্দা

\+ ২ ০ ০

ধা তাধি তাক্ তিত্তা

প্রকারান্ত লয় (এক আবর্ত্তন)

\+ ২ ০ ০

(আ) দাধিন্ দাধি নাতিন

লহর

\+ ২ ০ ০ + ২ ০

১। ঝাগুর্ দিদ্দা দাগুর্ দিদ্দা দাগুর্ দিদ্দা দাগুর্

০ + ২ ০ ০ +

দিদ্দা ঝাগুর্ তিত্তা তাকুর্ তিত্তা তাকুর্

২ ০ ০

তিত্তা তাকুর্ তিত্তা

\+ ২ ০ ০ +

২। দে দে দে ধিন্তা দে দে দে ধিন্তা দে দে দে

২ ০ ০

ধিন্তা তেটেতা তিন্তা

হাত

\+ ২ ০ ০ + ২

১। দাধিনি ধেইয়াক্ দাধিনি ধেইয়াক্ দাধিনি ধেইয়াক্

০ ০

তাধিনি ধেইয়াক্

\+ ।
২। (দাগুর্ গুর্গুর্) ৩ ঐ লঘু।

\+ ২ ০ ০ + ২ ০ ০
। । । । । । ।
৩। ধেই নাধিন্ নাগ জা জা ধেই নাধিন্ নাক তাতা

মূর্চ্ছন

\+ ২ ০ ০
। । ।
১। ধেই তাস্তা খেটা ধেই তা তা খেটা ধেই

\+ ২ ০ ০
। । ।
তেইটিতে (ই)টিতা গুর্গুর্ ধেই য়া

\+ ২ ০ ০ +
। । ।
২। ঘেনেতেরে গেনাঘেনে তেরেঘেনে তা (আ)তা

২ ০ ০
। । ।
(আ)তা (আ)ধেই য়া

ছোট একতালী বা কাটা একতালী

পূর্ব্ববঙ্গে এই ছন্দকে ঝাঁতি বলে। ইহা সপ্তমাত্রিক মধ্যম একতালার (আগামীতে আলোচ্য) অপভ্রংশ। দ্রুতলয়ে মধ্যম একতালার অনাহত মাত্রাগুলির স্থান পূর্ণ হইয়া ইহা একটি নূতন সমপদী চতুর্ম্মাত্রিক ছন্দে পরিণত হয়। ঐ ছন্দকেই ছোট একতালী বা ঝাঁতি বলা হয়। ইহা একটু শ্লথ গতিতে অর্থাৎ ঠায় আসিলেই ইহার বিষমানুপাত পরিস্ফুট হইয়া উঠে এবং তখন ইহাতে সপ্তমাত্রিক বোলই সঙ্গত হয়। ইহার একটি তাল ও একটি ফাঁক।

লম্ব

০ +
। । ।
(আ)ধা ঘিঘি ঘিতা (আ) খি

লহর

\+ ০ +
। । ।
১। গিদ্দা (আ) ধি (আ) ধি তেটে তেটে তিত্তা

০
। । ।
(আ) খি তিত্তা (আ) গ

০
\+ । । । +
২। তা গুর্ গুর্ দাধেনে দান্ধেনে দাধেনে তা গুর্ গুর্

০
। । ।
দাধেনে তাত্তেনে তাতেনে

\+ ০ + ০
। । । । ।
৩। ত্রেগেড দাধি নাধি (ই)ধি নাধি (ই)ধি নাধি (ই)

\+ । । । + । । ।
ত্রেগেড্ দাধি নাতি (ই)তি নাতি (ই)তি নাত্তি (ই)

হাত

\+ ।
(তা ধেব (ই) না ধেই) ৩ ঐ লঘু।

মূর্চ্ছন

০
\+ । । ।
জা জা (আ) জা জাঘি না—

ইহাতে চঞ্চুপুট তালের অধিকাংশ বোলই সঙ্গত হইবে।

নন্দন তাল

ইহা একটি চতুর্মাত্রিক ছন্দ, প্রায় চঞ্চুপুটের অনুরূপ। ইহা সাধারণতঃ ভোজন আরতির গানে সঙ্গত হয়। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাঁহার অষ্টোত্তর শত তাল লক্ষণে নন্দন তালকে বিংশমাত্রিক এবং চারিতালযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার সঙ্গীত রত্নাকরে ইহার মাত্রা লক্ষণ দেখিয়া ইহাকে পঞ্চমাত্রিক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং ঐ ছন্দের আদির বিচার আমাদের সাধ্যাতীত। আমরা প্রচলিত ছন্দেরই লক্ষণ ইত্যাদি দিলাম।

লক্ষ (দুই আবর্ত্তনে)

+		২			+	
।	।	।	।		।	
দিদ্দা	(আ) ধি	নিদ্দা	ধি	গুরুর্	দিদ্দা	(আ) ধি

২		
।	।	
নিত্তা	থি	গুরুর্

ইহার লহর মাতন হাত ঘাঁত মূচ্ছর্ন প্রভৃতি চঞ্চুপুট তালের অনুরূপ।

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

মিশ্র—দাদ্‌রা

ওগো অচিন, ওগো আপন, ওগো আমার খেয়ালী।
তারায় তারায় জ্বালাও এ কোন্ স্বপন সুরের দেয়ালী?
চাঁদের তরী বেয়ে, কি গানখানি গেয়ে,
নিঝুম রাতের একতারাতে বাজাও তুমি ভূপালী।
নয়নে মোর ঘনায় যখন আঁধার রাতের কালো,
জ্বালাও তুমি গগন পারে লক্ষ তারার আলো,
আঁধার রাতের শেষে, কোন উষসীর দেশে,
রাঙ্গা রবির বুকে জ্বালো দিবসেরই দীপালী॥

কথা—শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার
সুর—শ্রীজীবনচন্দ্র উপাধ্যায়
স্বরলিপি—কুমারী অমলা ঘোষ

II	পা	ঋ্মা	দা	|	পা	-পা	-া	I	রা	জ্ঞা	মা	|	সা	-সা	-া	I
	ও	গো	অ	|	চি	ন্	০		ও	গো	আ	|	প	ন্	০	
	দ্‌া	দ্‌া	-া	|	ণ্‌া	পা	-ঋা	I	ণ্‌সা	জ্ঞা	-ঋা	|	সা	-া	-া	I
	ও	গো	০	|	আ	মা	র্		খে০	য়া	০	|	লী	০	০	

	মা	শা	-পমা	|	জ্ঞরা	জ্ঞা	-জ্ঞা	I	সরা	জ্ঞা	জ্ঞা	|	ঋা	সা	-সা	I
	তা	রা	য়্‌০	|	তা০	রা	য়্‌		আ০	লা	ও	|	এ	কো	ন্‌	
	সা	ঋা	-মা	|	ঋা	মা	-দা	I	পা	দা	-র্ঋা	|	র্সা	-া	-া	I
	স্ব	প	ন্‌	|	সু	রে	র্‌		দে	য়া	০	|	লী	০	০	
	সা	সা	-জ্ঞা	|	ঋা	সা	-সা	I	দ্‌া	সা	-ণ্‌া	|	জ্ঞা	-া	-া	II
	ও	গো	০	|	আ	মা	র্‌		খে	য়া	০	|	লী	০	০	
II	মা	দা	-দা	|	ণা	র্সা	-র্ঋা	I	ণর্সা	দা	-দা	|	-া	-া	-া	I
	চাঁ	দে	র্‌	|	ত	রী	০		বে০	য়ে	০	|	০	০	০	
	আঁ	ধা	র্‌	|	রা	তে	র্‌		শে০	ষে	০	|	০	০	০	
	র্সা	র্সা	-র্জ্ঞা	|	র্ঋা	র্সা	-র্সা	I	না	র্সা	-া	|	-া	-া	-া	I
	কি	গা	ন্‌	|	খা	নি	০		গে	য়ে	০	|	০	০	০	
	কো	ন্‌	উ	|	ষ	সী	র্‌		দে	শে	০	|	০	০	০	
	র্সা	র্সা	-র্জ্ঞা	|	র্ঋা	র্জ্ঞা	-র্জ্ঞা	I	র্সা	র্জ্ঞা	র্ঋা	|	র্সা	র্সা	-া	I
	নি	ঝু	ম্‌	|	রা	তে	র্‌		এ	ক্‌	তা	|	রা	তে	০	
	রা	ঙা	০	|	র	বি	র্‌		বু	কে	০	|	আ	লো	০	
	জ্ঞা	মা	দা	|	ণা	ধা	ণা	I	র্সা	-া	-া	|	-া	-া	-া	I
	বা	জাও	তু	|	মি	ভূ	পা		লী	০	০	|	০	০	০	
	দি	ব	সে	|	রই	দী	পা		লী	০	০	|	০	০	০	
	সা	সা	-জ্ঞা	|	ঋা	সা	-সা	I	দ্‌া	সা	-ণ্‌া	|	জ্ঞা	-া	-া	II
	ও	গো	০	|	আ	মা	র্‌		খে	য়া	০	|	লী	০	০	
	ও	গো	০	|	আ	মা	র্‌		খে	য়া	০	|	লী	০	০	

II	জ্ঞা	জ্ঞা	-জ্ঞা	|	জ্ঞা	জ্ঞা	-জ্ঞা	I	র্সা	রা	রা	|	সা	ণ্‌া	-ণ্‌া	I
	ন	য়	০	|	নে	মো	র্		ঘ	না	য়্	|	য	থ	ন্	
	সা	সা	-ঋা	|	মা	মা	-মা	I	গা	মা	-া	|	-া	-া	-া	I
	আঁ	ধা	র্	|	রা	তে	র্		কা	লো	০	|	০	০	০	
	পা	দা	দা	|	ণা	র্সা	-র্ঋর্সা	I	ণধা	ণা	-ণা	|	দা	পা	-া	I
	জা	না	ও	|	তু	মি	০০		প০	প	ন্	|	পা	রে	০	
	জ্ঞা	-ঋা	জ্ঞা	|	ঋা	জ্ঞা	ঋা	I	সা	-া	-া	|	-া	-া	-া	II II
	ল	০	ক্ষ	|	তা	রার্	আ		লো	০	০	|	০	০	০	

উক্ত গানখানি ইংরাজী সুরের অনুকরণে করা হইয়াছে। ——সুরকার।

গান

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাজাও আমার বীণার তারে
তোমার পূজার গান।
যেন তোমায় দিতে পারি
আমার সারা প্রাণ।

এ জীবনের যত ব্যথা
যত আঘাত, ব্যাকুলতা,
সফল হবে ও চরণে
সকল অভিমান।

দিনের পরে দিন গণিয়া
ছিনু তোমার পথ-চাহি'—
এসেছি আজ তোমার কাছে
সুদূর কালের পথ চাহি'।

এসেছি আজ পূজার ছলে
তোমার পরশ পাব বলে,
ভরে দিবে এ চিত্ত মোর
তোমার সকল দান।

স্বরলিপি

পিলু মিশ্র—কার্ফা

ওগো নিশির নীরবতা আমি তোমায় বাসি ভাল
তুমিই আমার ভোলা মনে তারি কথা জাগিয়ে তোল।
সারাদিনের নানা কাজে
থাকি নানা লোকের মাঝে
পাইগো তারে গোপন রাতে যখন ধরা ঢেকে ফেল।
কায়-ঢাকা ঐ কৃষ্ণ-বাসের তারায় গাঁথা আঁচলখানি
বিছিয়ে দাও ভুবন 'পরে ঝিল্লি গাহে ঘুম্‌পাড়ানি ;
সবাই যখন ঘুমের ঘোরে
জাগাও তখন তুমি মোরে,
জ্বেলে দিয়ে ব্যথার আগুন একলা তুমি ধীরে চল।

কথা—শ্রীযামিনীমোহন শূর সুর—শ্রীকালীনাথ ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—কুমারী রেণুকণা মজুমদার

II সা সা মা মা | মা মা মা গা I -া গমা ণা দা | পা দা পা মা I
ও গো নি শির | নী র ব তা ০ আমি তো মায় | বা সি ভা ল

র্সা র্সা ঋা র্সা | ণা দা পা মা I মমা পা গা গা | গমা গমণা দা -া II
তু মিই আ মার | ভো লা ম নে তা০ রি ক থা | জাগি য়ে০০ তোল ০

II { ধা ণা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্জ্ঞর্রা I র্সণা ধণা সরা জ্ঞা | রজ্ঞা রজ্ঞা সা -া } I
সা রা দি নের্ | না না কা জে০ ০ ০ ০ থাকি না০ না | লোকের মাঝে ০ ০
স বাই য খন্ | ঘু মের ঘো রে০ ০ ০ ০ জাগাও ত০ খন্ | তুমি মোরে ০ ০

র্সা র্সা .ঋা র্সা | ণা দা পা মা I মমা পা গা গা | গমা গমণা দা দা II
পাই গো তা রে | গো পন্ রা তে যখ ন্ ধ রা | ঢে০ কে০০ ফে ল
জ্বে লে দি য়ে | ব্য থার্ আ গুন একলা০ তু মি | ধী০ রে০০ চ ল

II { সা সা মা মা | মা মা মা গা I গা মা ণা দা | পা দা পা মা I
কায় ঢা কা ঐ | কৃ ষ্ণ বা সের্ তা রায়্ গাঁ থা | আঁ চল্ খা নি

সা সা ঋা সা | ণা দা পা মা I মা পা মা ণা | দা -া পা মা I
বি ছি য়ে দাও | ভু বন্ প রে ঝি ০ ল্লী ০ | গা ০ হে ০

গা -মা গা পা | মা -া -া -া } II
ঘু ম্ পা ড়া | নি ০ ০ ০

মৃদঙ্গ-বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

ঝাঁপতাল

+ ৩ ০
৩৫৭। ত্রাণঝেটে ধাগেতেটে কতা ধা ধা ঘেড়েনাগ

১ +
তেরেকেটে নাগ তেরেকেটে তাগ ধা

+ ৩ ০
৩৫৮। ধেরেকেটে কৎ তা-দেৎ থুন গদিঘেনে

১ +
নান্ তেরেকেটে তাগ দেৎ ধা

+ ৩ ০
৩৫৯। ধেৎ ধেরে কেটে গদিঘেনে ধাগে তেটে

১ + ৩
তাগে তেটে তেটে ধা ত্রেকেটে ধা গেনে

০ ১ +
ধাগে তেটে গদিঘেনে কৎ ধেরেকেটে ধা

+ ৩ ০
৩৬০। কত্রেকেটে তাগ ক্রান ধেৎ কড়ান কত্রেকেটে

১ +
তাগ তেগে তাগেতেটে ধা ত্রেকেটে ধা

৩ ০ ১
ঘেনে ধাগে থুন ঘেঘে তেটে তেরেকেটে

+
তাগ তেরেকেটে তাগ ধা

+ ৩ ০ ১
৩৬১। থুকেটে ঘেনে ঘেনে ধা ত্রেকেটে ধে ধে

+ ৩ ০
ক্রাণ তাগেনে ধা ধা কেটেতাগ তেরেকেটে

১ +
তাগ তাগদি কেটেতাগ ধা (ক্রমশঃ)

স্বরলিপি

সোহিনী মিশ্র—একতালা

জীবনে যাহারে চেয়েছিলে প্রিয়
এত আপনার করি,
কোন বেদনায় মাগিছ বিদায়
তাহারি দুয়ার ধরি।

এখনও কণ্ঠে দুলিতেছে মালা
এখনও শিয়রে আছে দীপ জ্বালা
বাহিরে চন্দ্র তারকা জাগিছে
অসীম আকাশ ভরি॥

যদি যেতে চাও দাঁড়াও হে ফিরে
জনমের মত নয়নের নীরে
ও দু'টী চরণ মুছিয়া লইব
বিরহের কথা স্মরি'॥

কথা—শ্রীস্মরজিৎকুমার মৌলিক, এম্, এ

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

রাত্রি তৃতীয় ও চতুর্থ প্রহর

	০			১			+			৩			
II	না	র্সা	না	ধা	ধা	ধা	ক্ষা	ধা	না	না	না	না	I
	জী	ব	নে	যা	হা	রে	চে	য়ে	ছি	লে	প্রি	য়	
	গা	মা	মা	মা	মা	ক্ষাগা	গা	ঋাগা	মা	গা	ঋা	সা	I
	এ	ত	আ	প	না	০০	র	ক০	০	০	০	রি	
	সা	মা	মা	মা	ক্ষা	গা	মা	ধা	না	সা	না	ধমা	I
	কো	ন	বে	দ	না	য়	মা	গি	ছ	বি	দা	০য়	
	মা	মা	মা	ক্ষা	গা	গা	মা	ধা	না	না	র্সা	-া	II
	তা	হা	রি	দু	য়া	র	ধ	০	০	০	০	রি	

	০			১			+			৩			
II	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞগা	গা	জ্ঞা	ধা	না	না	না	না	I
	এ	খ	ন	ও	ক০	ঠে	ফু	লি	তে	ছে	মা	লা	
	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞগা	গা	জ্ঞা	ধা	না	র্সা	র্সা	র্সা	I
	এ	খ	নো	শি	র০	রে	আ	ছে	দী	প	জ্বা	লা	
	না	র্সা	র্গা	র্গা	র্গা	র্গা	র্গা	র্মা	র্গা	র্ঋা	র্সা	-া	I
	বা	হি	রে	চ	০	ন্দ্র	তা	র	কা	জা	গি	ছে	
	ন্‌া	সা	গা	জ্ঞা	ধা	না	জ্ঞা	ধা	না	র্সা	-া	-া	II
	অ	সী	ম	আ	কা	শ্‌	ভ	০	০	রি	০	০	
	০			১			+			৩			
II	ন্‌সা	ন্‌সা	ন্‌সা	ন্‌সা	ঋা	ন্‌সা	সগা	সগা	-া	গা	গা	গা	I
	য০	দি০	যে০	তে০	চা	ও০	দাঁ০	ড়া০	ও	হে	ফি	রে	
	জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	-া	জ্ঞা	জ্ঞগা	জ্ঞধা	জ্ঞধা	ধা	-া	না	না	I
	জ	ন	মে	র	ম	ত০	ন০	য়০	নে	র	নী	রে	
	না	র্সা	র্গা	র্গা	র্গা	-া	র্গা	র্গা	র্গা	র্গর্জ্ঞা	র্ঋর্সা	র্সা	I
	ও	হু	টী	চ	র	ণ	মু	ছি	য়া	ল০	ই০	ব	
	ন্‌া	সা	গা	জ্ঞা	ধা	না	জ্ঞা	ধা	না	র্সা	-া	-া	II
	বি	র	হে	র	ক	থা	স্ম	০	০	০	০	রি	…

ভ্রম সংশোধন :—গত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সেনোলা কোম্পানীর বিজ্ঞাপনে নিম্নলিখিত ভুলগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন :—

শ্রীরথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গীত Q. S. 15 রেকর্ডে—কেন চলে যেতে ফিরে ফিরে চায়…
যদি দান দিলে আমায়

প্রফেসর বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের স্থলে মুখোপাধ্যায় হইবে।

ষষ্ঠ বার্ষিক এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ফল

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন আশাতীত সাফল্যের সহিত ৩০শে অক্টোবর শেষ হইয়াছে। এই অধিবেশনে ১০০ জনের অধিক সঙ্গীতজ্ঞ ও ২০০ জনের উপর প্রতিযোগী যোগদান করিয়াছিলেন। প্রতিযোগীগণ যে যে বিষয়ে দক্ষতা দেখাইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

১। মিস শান্তনা ভট্টাচার্য্য (নৃত্য)। ২। মিস রেণুকা সাহা (সেতার)। ৩। মিস শোভা ভট্টাচার্য্য (নৃত্য)। ৪। কুমারী শোভা কুণ্ডু (সেতার)। ৫। মিস সুধা মাথুর (তবলা)। ৬। মিস বিভাস কুমারী দেব বর্ম্মণ (কঃ সঃ)। ৭। মিস বিন্দুবাসিনী রায় (হারমোনিয়ম)। ৮। মিঃ দেবী প্রসন্ন ঘোষ (তবলা)। ৯। মিঃ সন্তোষকৃষ্ণ বিশ্বাস (তবলা)। ১০। মিঃ এন, আর, ভট্টাচার্য্য (হারমোনিয়ম)।

প্রতিযোগীতার ফল

প্রথম শ্রেণী—নয় বৎসরের নিম্নবয়স্কা বালিকাগণ

কণ্ঠসঙ্গীত (ক)—১। মিস বেলা সরকার। ২। মিস লক্ষ্মী দেবী। কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—১। মিস শান্তনা ভট্টাচার্য্য। ২। মিস মণিকা সাহা। ৩। মিস রামরাণী চন্দ্বা। ৪। মিস নীলিমারাণী দত্ত (প্রোফিঃ)।* নৃত্য—১। মিস শান্তনা ভট্টাচার্য্য (দক্ষতার সহিত সম্ভরের উর্দ্ধ সংখ্যা প্রাপ্ত)। ২। পুষ্প মাথুর। ৩। মিস সরস্বতী। হারমোনিয়ম—১। মিস রামরাণী চন্দ্বা ও মিস বিমলকুমারী মাথুর। তবলা—১। মিস বিমলকুমারী মাথুর। ২। মিস শান্তনা ভট্টাচার্য্য। ৩। মিস উমা মাথুর। ৪। মিস পুষ্প মাথুর (প্রোফিঃ)। ৫। মিস রামরাণী চন্দ্বা (প্রোফিঃ)।

দ্বিতীয় শ্রেণী—নয় বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালকগণ

কণ্ঠসঙ্গীত (ক)—১। মাষ্টার নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—১। মাষ্টার জগদীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ২। মাষ্টার লক্ষ্মণজীপ্রসাদ শ্রীবাস্তব। এস্রাজ—১। মাষ্টার নরেন্দ্রকুমার ওঝা। তবলা—১। মাষ্টার নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। নৃত্য—১। মাষ্টার নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। হারমোনিয়ম—১। মাষ্টার নরেন্দ্রকুমার ওঝা।

৪র্থ শ্রেণী ১৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালকগণ

কণ্ঠসঙ্গীত (ক)—১। মাষ্টার রবীন্দ্রনাথ বর্ম্মা। ২। মাষ্টার বিশ্বনাথ বিশ্বাস। কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—১। মাষ্টার অনন্ত কেশব কাগ্‌জী। ২। মাষ্টার জহরলাল মুখার্জ্জী। ৩। মাষ্টার বিশ্বরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। ৪। মাষ্টার জগদীশ। কণ্ঠসঙ্গীত (গ)—১। মাষ্টার রাধেশ্যাম মিশ্র। হারমোনিয়ম—১। মাষ্টার বিশ্বরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও মাষ্টার জগদীশ। ২। মাষ্টার ভাস্কর গঙ্গাধর পোহনকার। ৩। মাষ্টার অনাথ কেশব কাগ্‌জী (প্রোফিঃ)। ৪। মাষ্টার বিনায়কশঙ্কর পোহনকার (প্রোফিঃ)।

৪র্থ শ্রেণী ১৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালকগণ

তবলা—১। মাষ্টার নিশীথেশ ব্যানার্জ্জী। ২। মাষ্টার রাধেশ্যাম মিশ্র। ৩। মাষ্টার জগদীশ (প্রোফিঃ) ৪। মাষ্টার জ্ঞানপ্রকাশ (প্রোফিঃ)। পাখোয়াজ—১। মাষ্টার বিশ্বরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। ২। মাষ্টার বিশ্বনাথ বিশ্বাস।

সপ্তম শ্রেণী (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিকাগণ

কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—১। মিস চমনকুমারী মাথুর (প্রোফিঃ)। হারমোনিয়ম—১। মিস শান্তি বর্ম্মা। সেতার—১। মিস শান্তি বর্ম্মা।

* যাঁহাদের নামের পার্শ্বে (প্রোফিঃ) শব্দটি যুক্ত হইয়াছে তাঁহারা প্রফিসিয়েন্সি প্রাইজ পাইয়াছেন।

সপ্তম শ্রেণী (খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বালকগণ

কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—১। মিঃ শৈলেন্দ্রকুমার ব্যানার্জ্জী। ২। মিঃ মহেশচন্দ্র সকসেনা। বেহালা—১। অবদেশ চন্দ্র শ্রীবাস্তব। ২। মিঃ শ্যামসুন্দর লাল সকসেনা। ৩। মিঃ এস, এন, ভট্টাচার্য্য (প্রোফিঃ)। তবলা—১। মিঃ শচীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। ২। মিঃ এস, পি, ব্যানার্জ্জী। হারমোনিয়ম—১। মিঃ সীতাচরশরণ শ্রীবাস্তব। ২। মিঃ কৃষ্ণলাল দীক্ষিত। ৩। মিঃ রামশঙ্কর সপ্ত। ৪। মিঃ প্রকাশদেব মালব্য (প্রোফিঃ)। ৫। মিঃ গোকুলপ্রসাদ বর্ম্মা (প্রোফিঃ)। ৬। মিঃ গয়াপ্রসাদ সুলার (প্রোফিঃ)। বাঁশী—১। মিঃ রমেশচন্দ্র মৌতিয়ল। ২। গয়াপ্রসাদ সুলার। ৩। মিঃ কেশবকুমার তেওয়ারী (প্রোফিঃ)। সেতার—১। মিঃ বিঠলনাথ মালব্য। এস্রাজ—১। মিঃ মহেন্দ্রনাথ ভার্গব।

তৃতীয় শ্রেণী—১৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্কা বালিকাগণ

কণ্ঠসঙ্গীত (ক)—১। মিস অন্নপূর্ণা বিশ্বাস। কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—১। কুমারী প্রভাবতী মিত্র। ২। মিস শ্রীমতী মাথুর। ৩। মিস বকুরাণী রায়। ৪। কুমারী সুরমা ভট্টাচার্য্য ও মিস রেবা ঘোষ। ৫। কুমারী কৃপাময়ী ভট্টাচার্য্য, বিবি যশোবন্ত কাউর ও কুমারী পরিপূর্ণা নিয়োগী। কণ্ঠসঙ্গীত (গ)—মিস শোভা ভট্টাচার্য্য। নৃত্য—১। মিস শোভা ভট্টাচার্য্য (অনার্স)। ২। মিস রেবা দত্ত। ৩। মিস প্রেমকুমারী সিংহ। হারমোনিয়ম—১। কুমারী পরিপূর্ণা নিয়োগী। ২। মিস শান্তি বর্ম্মা। ৩। মিস অর্চ্চনা লাহিড়ী। ৪। বিবি জশোবন্ত কাউর। ৫। মিস রেবা ঘোষ। ৬। মিস শকুন্তলা বর্ম্মা (প্রোফিঃ)। এস্রাজ—১। মিস শোভা ভট্টাচার্য্য। তবলা—১। মিস শ্রীমতী মাথুর। ২। মিস শান্তি বর্ম্মা (প্রোফিঃ)। সেতার—১। মিস রেণুকা সাহা (সুদক্ষা)। ২। মিস ঊষা গোভিলা। ৩। মিস নির্ম্মলা দেবী পন্থ, (প্রোফিঃ)। ৪। কুমারী পরিপূর্ণা নিয়োগী (প্রোফিঃ)।

৫ম শ্রেণী ১৪ এবং তদূর্দ্ধ বয়স্কা বালিকাগণ

কণ্ঠসঙ্গীত (ক)—১। মিস রোহিণী রাজদান। কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—১। মিস উমা মিত্র। ২। মিস মায়া ভট্টাচার্য্য। ৩। মিস সাবিত্রী মাথুর। ৪। মিস সুহাসিনী রাজদান। ৫। মিস রূপকুমারী ভাটনগর। তবলা—১। মিস তারা মাথুর। ২। মিস মায়া ভট্টাচার্য্য ৩। মিস সাবিত্রী মাথুর (প্রোফিঃ)। হারমোনিয়ম—১। মিস শীলা কারওয়াল। ২। মিস লতা দেবী মালব্য। বেহালা—১। মিস কমলা সেন। সেতার—১। কুমারী শোভা কুণ্ডু (সুদক্ষ)। ২। মিস মায়া ভট্টাচার্য্য। ৩। মিস তারা মাথুর (প্রোফিঃ)। ৪। মিস প্রেম অম্বা (প্রোফিঃ)।

ষষ্ঠ শ্রেণী—১৪ এবং তদূর্দ্ধ বয়স্ক বালকগণ (মধ্যম বিভাগ)

কণ্ঠসঙ্গীত (ক)—১। মিঃ মুরারীমোহন মিশ্র। ২। মিঃ তারক প্রসাদ পাঠক। ৩। মিঃ প্রমোদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—১। দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য। ২। মিঃ চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। ৩। মিঃ রত্নশঙ্কর মাধো লাল অভিচায়। ৪। মিঃ জনার্দ্দন শঙ্কর পোদ্দার (প্রোফিঃ)। তবলা—১। মিঃ চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। ২। মিঃ গিরীশ প্রসাদ। ৩। মিঃ ব্রীজচন্দ্র শুক্লা। পাখোয়াজ—১। মিঃ বিশ্বম্বর নারায়ণ সিংহ। সেতার—১। মিঃ চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। ২। মিঃ বনোয়ারীলাল শ্রীবাস্তব। হারমোনিয়ম—১। মিঃ প্রমোদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। ২। মিঃ নরেন্দ্র সহায় বর্ম্মা। ৩। বনোয়ারীলাল শ্রীবাস্তব। ৪। মিঃ জনার্দ্দন শঙ্কর পোদ্দার।

৬ষ্ঠ শ্রেণী ১৪ এবং তদূর্দ্ধ বয়স্ক বালকগণ

ক্লারিওনেট এবং বাঁশী—১। মিঃ কৃষ্ণ মোহন মল (বাঁশী)। ২। মিঃ শ্রীরাম শ্রীবাস্তব (বাঁশী)। ৩। মিঃ প্রবোধ কুমার জহরী (ক্লারিওনেট; প্রোফিঃ)। বেহালা—

১। মিঃ প্রমোদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। ২। প্রবোধ কুমার জহরী। ৩। মিঃ শ্রীরাম শ্রীবাস্তব (প্রোফিঃ)।

অষ্টম শ্রেণী—(ক-১) নবম বৎসরের নিম্ন বয়স্কা বালিকাগণ

কণ্ঠসঙ্গীত (ক)—১। কুমারী শৈলবালা দেবী। ২। কুমারী পুষ্পবালা বাত্র (প্রোফিঃ)। কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—১। মিস ঝর্ণারাণী সাহা। ২। মিস ইভা গাঙ্গুলী। সেতার—১। কুমারী রেবা রায়। হারমোনিয়ম—১। মিস সুধা মাথুর। ২। কুমারী চন্দ্রপ্রভা। ৩। কুমারী রেবা রায়। তবলা—১। মিস সুধা মাথুর (সুদক্ষা)। ২। কুমারী চন্দ্রপ্রভা। ৩। মিস প্রেমলতা কুমারী (প্রোফিঃ)।

অষ্টম শ্রেণী—(ক-২) চৌদ্দ বৎসরের নিম্ন বয়স্কা বালিকাগণ (এমেচার)

কণ্ঠসঙ্গীত (ক)—১। মিস শ্রীবিভাসকুমারী দেববর্ম্মণ, (সুদক্ষা)। ২। কুমারী শান্তিলতা ব্যানার্জ্জী। ৩। কুমারী আরতি দাস। ৪। মিস প্রতিমারাণী ঘোষ ও মিস মায়ারাণী ঘোষ। ৫। মিস কমলা দেবী আগরওয়াল। ২। মিস দ্বারকা হারসে। সেতার—১। কুমারী আরতি দাস। ২। কুমারী কমলা দেবী আগরওয়াল।

অষ্টম শ্রেণী—(ক-৩) চৌদ্দ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কা বালিকাগণ (এমেচার)

কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—১। মিসেস্ মায়া দেবী। ২। মিস সুশীলা মাথুর (প্রোফিঃ)। হারমোনিয়ম—মিস বিন্দুবাসিনী রায় (সুদক্ষা)। ২। মিস প্রতিভা বাত্র। ৩। মিস ভগবন্তী মেহরা (প্রোফিঃ)। সেতার—১। মিস হেনা মুখার্জ্জি। ২। মিস মুরিয়েল আলেক্জাণ্ডার। এস্রাজ—১। মিস রুবী ঘোষ। বেহালা—১। মিস হেনা মুখার্জ্জি।

অষ্টম শ্রেণী (খ-২)—১৪ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালকগণ (এমেচার)

কণ্ঠসঙ্গীত (গ)—১। মাষ্টার সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী।

অষ্টম শ্রেণী (খ-৩)—১৪ বৎসরের বালক এবং তদূর্দ্ধ বয়স্ক ভদ্রমহোদয়গণ (এমেচার)

বাঁশী—১। মিঃ রামদাস আগরওয়াল। ২। মিঃ ধনপাল আগরওয়াল (প্রোফিঃ)। সরোদ—১। মিঃ কমলকৃষ্ণ দে (প্রোফিঃ)। সেতার—১। মিঃ এন, আর, ভট্টাচার্য্য। ২। মিঃ জে, পি, শুকলা। ৩। মিঃ অমরনাথ মজুমদার (প্রোফিঃ)। এস্রাজ—১। মিঃ অমরনাথ মজুমদার। বেহালা—১। জে, ডি, মজুমদার। ২। পৃথ্বীরাজ সোই। ৩। মিঃ বটুককৃষ্ণ বিশ্বাস।

কণ্ঠসঙ্গীত (ক)—১। মিঃ শিশিরকুমার গুহ ঠাকুরতা। ২। মিঃ গোপালকৃষ্ণ মুখার্জ্জী। ৩। মথুরানাথ তেওয়ারী। কণ্ঠসঙ্গীত (খ)—মিঃ এন, আর, ভট্টাচার্য্য। ২। মিঃ পণ্ডুরান পুরুভেল। ৩। মিঃ সুশীলকুমার বোস। ৪। মিঃ গজানন নাটু। ৫। মিঃ ভুলু সেন। ৬। পণ্ডিত রামেশ্বর মিশ্র। ৭। মিঃ রাধাবিনোদ ঠাকুর (প্রোফিঃ)। ৮। মিঃ জে, ডি, মজুমদার (প্রোফিঃ)। কণ্ঠসঙ্গীত (গ)—১। মিঃ বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য। পাখোয়াজ—১। মিঃ প্রতাপ নারায়ণ মিত্র। তবলা—১। মিঃ দেবী প্রসন্ন ঘোষ (সুদক্ষ)। ২। মিঃ সন্তোষকৃষ্ণ বিশ্বাস (সুদক্ষ)। ৩। মিঃ সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য্য। ৪। মিঃ হিমাদ্রিনাথ মুখার্জ্জী। ৫। মিঃ তারাপদ ব্যানার্জ্জি। ৬। মিঃ রামপ্রসাদ (প্রোফিঃ)। ৭। মিঃ মুন্নী খাঁন (প্রোফিঃ)। হারমোনিয়ম—১। মিঃ এন, আর, ভট্টাচার্য্য (সুদক্ষ) ২। মিঃ জে, ডি, মজুমদার। ৩। ঠাকুর গদাধর সিং। ৪। মিঃ বটুককৃষ্ণ বিশ্বাস। ৫। মিঃ গোবর্দ্ধন মালব্য ও মিঃ বংশীলাল। ৬। মিঃ বৈজনাথ প্রসাদ গুপ্ত। ৭। মিঃ রামশরণ সিং (প্রোফিঃ)। ৮। রামনাথ যাদব (প্রোফিঃ)। ৯। মিঃ বনোয়ারীলাল (প্রোফিঃ)। ১০। মিঃ বদরীনাথ ভার্গব (প্রোফিঃ)।

সমাপ্ত

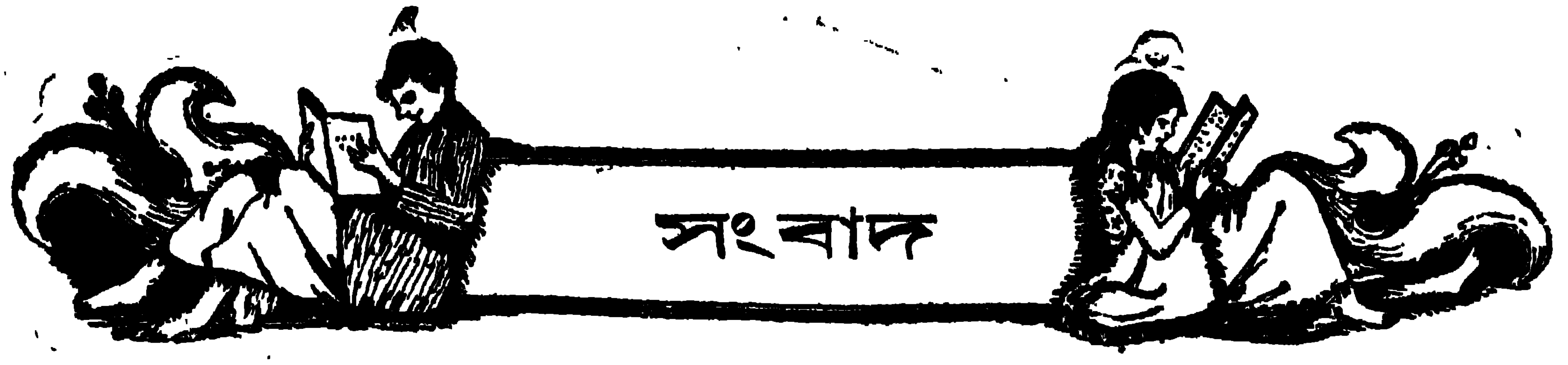

সংবাদ

সঙ্গীত-সম্মিলনী

(উপাধি পরীক্ষা

সঙ্গীত সম্মিলনী, ৯এ, নিউ পার্ক ষ্ট্রীট্ হইতে আগামী মার্চ্চ মাসে একটী উপাধি পরীক্ষার অনুষ্ঠান করা হইবে।

সম্মিলনীর ছাত্রী ব্যতীত বাহিরের পরীক্ষার্থিনী ও এই উপাধি পরীক্ষায় যোগ দিতে পারিবেন। বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরীক্ষার গীত পদ্ধতি নিম্নে প্রদত্ত হইল, যাহাতে পরীক্ষার্থিনীগণ শিক্ষণীয় বিষয় আরম্ভ করিবার সময় পান।

সম্মিলনীর ছাত্রীগণের ফী—৫৲
বাহিরের পরীক্ষার্থিনীর ফী—১০৲

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় যথাসময়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে অথবা সম্পাদিকার নিকট পত্র লিখিলে জানান হইবে।

গীত-পদ্ধতি—স্বর-সাধন :—বেলাওল, কল্যাণ, খাম্বাজ, কাফী, ভৈরবী, ভৈরোঁ, আশাবরী ও পূরবী ঠাট্।

রাগ :—ভূপালী, খাম্বাজ, ইমন, হাম্বীর, ইমন-কল্যাণ, কাফী, তিলক-কামোদ, বেহাগ, দেশ, কালাংড়া, ভৈরবী, ছায়ানট, পিলু, বাগেশ্রী, ভৈরোঁ, আশাবরী, মল্লার, পূরবী।

তাল :—ত্রেতালা, একতালা, দাদ্‌রা, ঝাঁপতাল, তেওরা, সুর-ফাঁকতাল, ও চৌতাল।

শাস্ত্রবোধ :—উক্ত প্রতি তালের গঠনের পরিচয় এবং প্রতি রাগের কাল, জাতি, বাদী আরোহী, অবরোহী ইত্যাদির পরিচয় সাধারণ ভাবে শেষ করিতে হইবে।

স্বরলিপি :—(ক) আকার ও দণ্ডমাত্রিক উভয় প্রকার স্বরলিপি দেখিয়া গাহিতে বাজাইতে পারা।
(খ) গান বা গৎ শুনিয়া উভয় প্রকার স্বরলিপি করা।

স্বরবোধ :—শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা। বিনা-যন্ত্রে কিংবা তানপুরাসহ গান করা।

সঙ্গীত-সাধিকা কুমারী সবিতা গুপ্তা

কুমারী সবিতা গুপ্তার বয়স ১০ বৎসর। এই ১০ বৎসর বয়সে বালিকাটী সঙ্গীত সাধনায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই বিশেষ গৌরবের বিষয়। বালিকাটী মাত্র ২ বৎসর যাবৎ কলিকাতার উদীয়মান তরুণ গায়ক শ্রীযুক্ত জীবনচন্দ্র উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া তান, লয়, বিশেষতঃ সঙ্গীতের সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলি অতি সুন্দররূপে আয়ত্ত

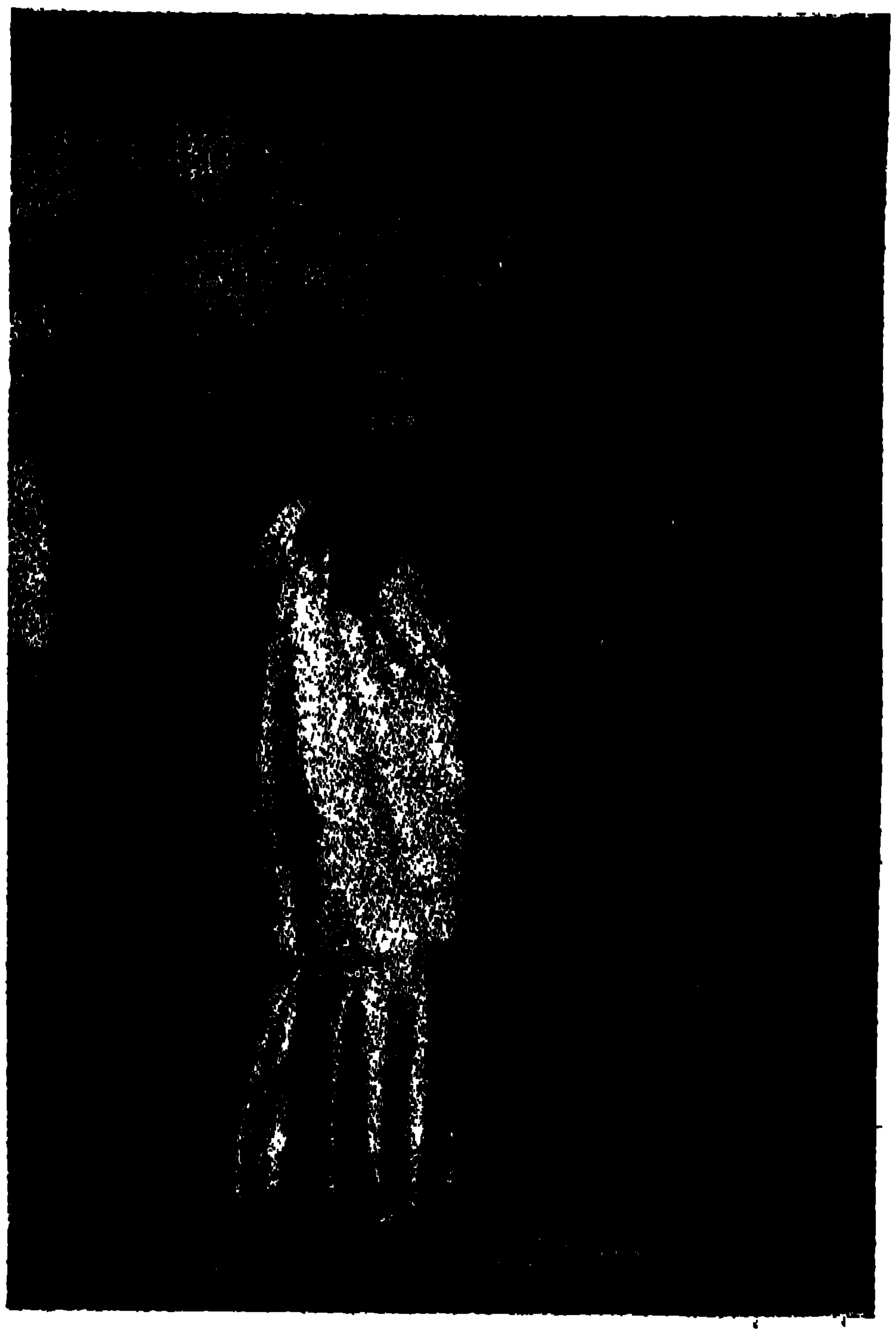

কুমারী সবিতা গুপ্তা (ইনু)

করিয়াছেন। এত অল্প বয়সে তাঁহাকে কলিকাতার বিশিষ্ট সঙ্গীতানুষ্ঠান হইতে পদক লাভ করিতে দেখিয়া আমরা বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি। সঙ্গীত সাধনায় তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

কালীপ্রসন্ন স্মৃতি-সভা

গত ৫ই জানুয়ারী রবিবার দিবস সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় এ্যালবার্ট হলে মাননীয় নসীপুরাধিপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্বর্গীয় সঙ্গীত-বিশারদ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের

স্মৃতি-সভার আয়োজন হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে অনুষ্ঠানের অন্যতম সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল কে-টি তাহা সমর্থন করায় জনসাধারণের হর্ষধ্বনির মধ্যে সভাপতি মহাশয় তাঁহার আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়াছিলেন। অতঃপর নিম্নলিখিত গায়ক গায়িকাগণ সঙ্গীতাদি করেন :—শ্রীমান্ জগদীশ মুখোপাধ্যায়, কুমারী প্রভাবতী মিত্র, জহরলাল মুখার্জ্জি, রেণুকা মোদক, রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীতবিশারদ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত কাশীনাথ অগ্নিহোত্র (বেনারস), কুমারী রেণুকা সাহা (সেতার), কুমারী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়, কুমার শচীন দেববর্ম্মণ, সঙ্গীত-নায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, জনৈক ভদ্রলোক (সেতার), কুমারী গীতা দাস ও আরতি দাস, শচীন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতি সঙ্গীত কলাবিদ্‌গণ স্ব স্ব কলানৈপুণ্যে সভাটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়াছিলেন। সভায় আনন্দের বিষয় এই কুমারী বীণাপাণি মুখোপাধ্যায়ের হারমোনিয়ম বাদ্যের কৃতিত্ব প্রকাশ দেখিয়া গীত রচয়িতা শ্রীযুক্ত স্বরজিৎকুমার মৌলিক এম-এ, মহোদয় তাঁহাকে একটী রূপার কাপ প্রদান করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর দাস মহাশয় একটী রৌপ্য-পদক প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর গীতশ্রী গীতা দাস ও কুমারী আরতি দাসের দ্বৈত ধ্রুপদ গানে মুগ্ধ হইয়া প্রফেসার শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উভয়কে দুইটি রৌপ্য-পদক প্রদান করেন। সভায় কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়াছিলেন। রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

ফরিদপুর কৃষিশিল্প প্রদর্শনী

ফরিদপুর স্বদেশী কৃষিশিল্প প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় প্রাচ্য-নৃত্যের প্রতি দেশবাসীর প্রাণে শ্রদ্ধা জাগাইবার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে সুপ্রসিদ্ধ প্রাচ্য-নৃত্যবিদ্ শ্রীযুক্ত মণিবর্দ্ধনকে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে গত ৪ঠা ও ৫ই জানুয়ারী শ্রীযুক্ত বর্দ্ধন সদলবলে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার নৃত্যাদি প্রদর্শন করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ভারতের এই প্রাচীন সম্পদ যাহা লুপ্ত হইতে চলিয়াছিল, তাহার

প্রেম্খোলিত মূর্ত্তি—শিবনৃত্যে মণিবর্দ্ধন

পুনরুত্থান প্রয়াসী শ্রীযুত বর্দ্ধন ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁহার নৃত্যাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণের নিকট ভারতীয় নৃত্যের প্রতি শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতেছেন, ইহা বাস্তবিকই আশা ও আনন্দের কথা। আমরা তাঁহার এই বদান্যতার জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

বীণাপাণি

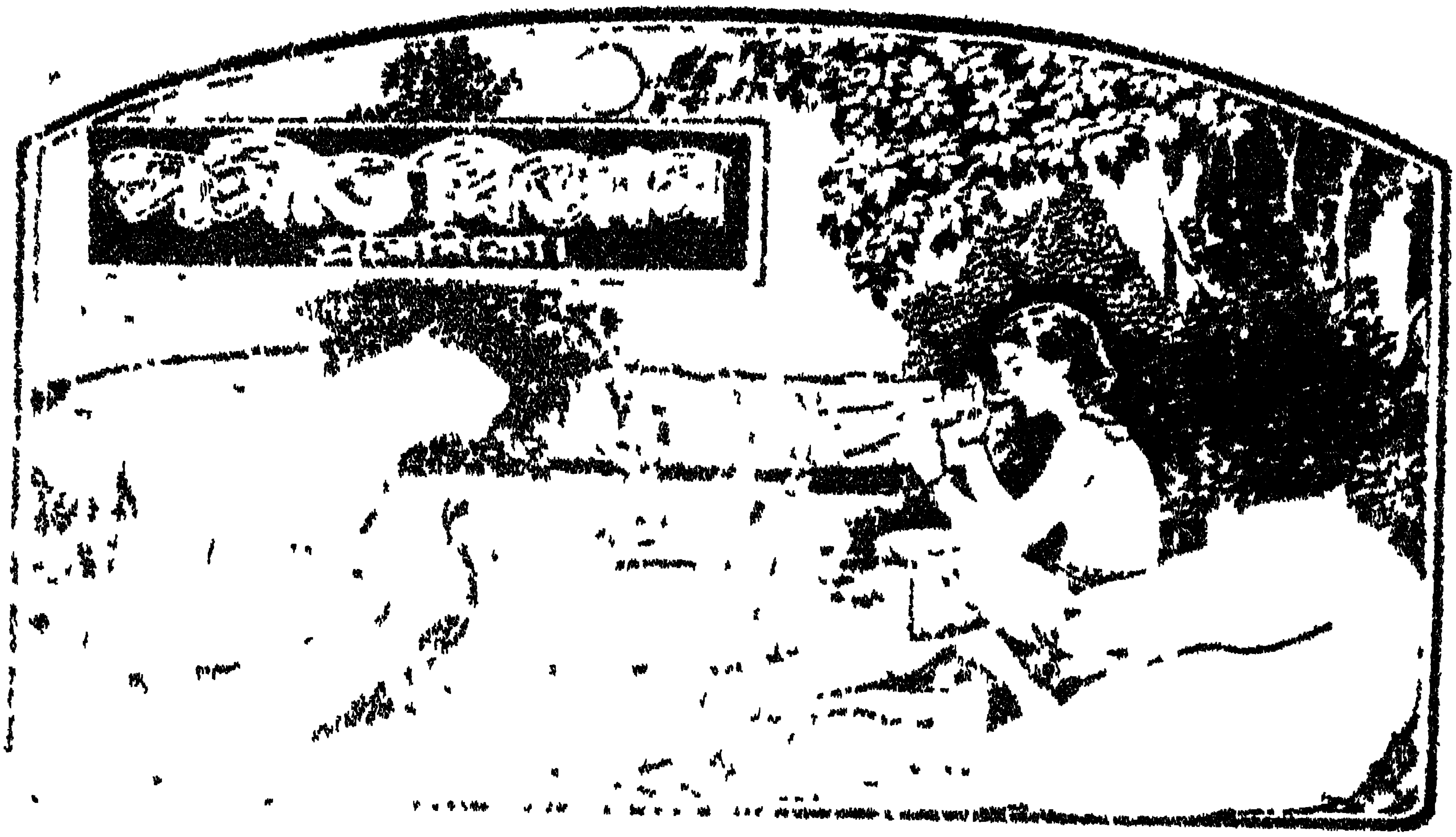

১২শ বর্ষ — মাঘ, ১৩৪২ সাল — ১০ম সংখ্যা

বাণী-বন্দনা

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

বন্দি' ভারতী হে সরস্বতি
বন্দি' তোমাব চরণদ্বয়,
নন্দি' তোমার ভকত-চিত্ত
অর্ঘ্য লও মা কমলচয়।

এস ব্রহ্মাণী পূজা বেদী পরে
শ্বেত-শতদল সাজে থরে থরে,
চন্দন ফুল মধুর গন্ধে
চিত্ত কর মা পুণ্যময়।

কণ্ঠে নাহি মা বোধনের বাণী
মূক সঙ্গীতে এস বীণাপাণি,
তোমার বীণার গভীর ছন্দে
অন্ধ মানস কর মা লয়।

ভারতীয় সঙ্গীতের প্রভাব

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ধর্ম্ম-সমাজ, আচার-নীতি, পুরাণ-ইতিহাস, দর্শন-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-রসায়ন, সঙ্গীত-সাহিত্য দ্বারাই দেশের শিক্ষা ও সভ্যতার পরিমাপ করাই জগতের প্রত্যেক সুসভ্য জাতির চির প্রচলিত রীতি। জাতির সভ্যতার সহিত সঙ্গীত এরূপ ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত যে সঙ্গীত ব্যতীত সভ্যতা কখনই পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না—ইহাই আধুনিক সভ্য-জগতের সিদ্ধান্ত। এ সম্বন্ধে কোথায়ও মতদ্বৈধ নাই, সুতরাং অধিক বলাও অনাবশ্যক। কিন্তু এ স্থলে একটী কথা বলিতেই হইবে—অন্যান্য দেশে সঙ্গীত লোক-চিত্তরঞ্জনের জন্যই প্রসিদ্ধ, কিন্তু ঋষির আবাস-ভূমি ভারতে সঙ্গীত উন্নতির গগন চুম্বী শীর্ষদেশে যে উন্নীত হইয়াছিল, তাহা কেবল মানব-হৃদয়-বিনোদনের অসামান্য শক্তিবলেই নহে, আর্য্য সঙ্গীত ভগবদারাধনার একতম বিশিষ্ট সহায়ক বলিয়াই, হিন্দু মাত্রেই বোধ হয় অবগত আছেন, দেবাদিদেব মহাদেব হইতেই হিন্দু সঙ্গীতের উৎপত্তি; লোক-পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্ব্বেদের সার আকর্ষণ করিয়াই গান্ধর্ব-বেদ নামধেয় পঞ্চম বেদ বা সঙ্গীত-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং ভরত মুণি প্রভৃতি শিষ্যগণকে সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিয়া ঋষিপ্রবর ভরতকেই মর্ত্ত্যলোকে উহা প্রচার করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। আজ আমি সঙ্গীতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না; কেবল এই কথাটীই এ স্থলে বলিতে চাই যে আমাদের প্রাচীন সঙ্গীত আধুনিক নানাদেশ প্রচলিত সঙ্গীতের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত নহে—বহু উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত এবং লোক-রঞ্জনই ইহার একমাত্র সার্থকতা নহে—নানা ভাবে লোক-কল্যাণ সাধনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখের ও পরিতাপের বিষয়—এ হেন অশেষ মঙ্গলের নিদানস্বরূপ আমাদের সেই প্রাচীন মহামূল্য সঙ্গীতশাস্ত্র অশেষ দুরদৃষ্টের ফলে আমরা অন্যান্য বহু সম্পদের সহিত চিরতরে হারাইয়াছি।

হিন্দু সঙ্গীত-প্রিয় প্রজারঞ্জক সম্রাট্ আকবরের রাজ দরবারে সঙ্গীতবিশারদ তানসেন প্রমুখ যে সকল গুণী বিদ্যমান ছিলেন এবং তখনও যে উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত প্রচলিত ছিল, কালবশে তাহাও প্রায় লোপ পাইতে চলিয়াছে। ক্রমেই তরল চটুল সঙ্গীতানুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সঙ্গীত যে স্তরে আসিয়া অবনমিত হইয়াছিল তাহা কেবল শোচনীয় নহে—ঘৃণনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সঙ্গীতে তখন আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে সহায়ক না হইয়া ভীষণ পাপপঙ্কে নিমজ্জিত করিবার অন্যতম প্ররোচক হইয়া উঠিয়াছিল। দেবকৃপা-প্রসূত এই বিদ্যা বুঝি লোপ পাইবার নহে; ঋষির আশীর্ব্বাদ-সিক্ত ভারত-ভূমি আজও পূর্ণমাত্রায় সৌভাগ্যহীন হয় নাই; তাই আজ কয়েক বৎসর যাবত দেশে সঙ্গীতানুরাগের মৃদুমন্দ হিল্লোল বহিতেছে; শিক্ষিত যুবকবৃন্দ সঙ্গীতকলার অনুরক্ত ভক্ত হইতেছেন; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে সঙ্গীত-পিপাসা জাগিয়া উঠিতেছে। ভারতের নানা শ্রেষ্ঠ নগর সহরে বিভিন্ন সঙ্গীত-সঙ্ঘ সমিতি গড়িয়া উঠিতেছে এবং উত্তরোত্তর সঙ্গীত-কলাকে আমাদের জীবন-যাত্রার অঙ্গীভূত করিবার জন্য নিবিড় আগ্রহ ও প্রয়াস চলিতেছে। এই শুভ-মুহূর্ত্তে দেশের যথার্থ কল্যাণকামী যাঁহারা, দেশের কৃষ্টি পুষ্টি সংস্কৃতি যাঁহাদের—আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের আর নীরব নিষ্ক্রিয় থাকিলে চলিবেনা—দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণ প্রচেষ্টার সহিত সঙ্গীতের অভ্যুত্থানকল্পে নগর, উপনগর, গ্রাম পল্লীরও যত্নবান হইতে হইবে; নতুবা পূর্ণাঙ্গ ভারত গড়িয়া উঠিবে না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—সঙ্গীতের এমন কি উপযোগীতা রহিয়াছে—যে জন্য সমগ্র দেশব্যাপী এই আন্দোলন প্রয়োজন ?

আমি তাহার উত্তরে বলিব যে, এ দেশের পতনের সূক্ষ্ম কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে ধর্ম্মপথভ্রষ্ট আস্তিক্য বুদ্ধি বিরহিত হইয়া আমরা আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন বৈকল্য ও সর্ব্ববিধ দুর্দ্দশা আহ্বান করিয়াছি। এই মহা বিপদ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে আবার প্রতি দেশবাসীর হৃদয়ে ভগবানে বিশ্বাস ভগবদুপাসনায় ঐকান্তিক অনুরাগ সৃষ্টি করিতে হইবে। আজ দেশের বিদ্যালয়গুলিতে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা হইবার কথা চলিতেছে, কিন্তু কোন্ পথে সে শিক্ষা সম্ভবপর ও সহজসাধ্য হইতে পারে তাহা ভাবিতে গেলেই দেখা যায় যে, যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের বাণী যতই মধুর ভাষায় উপদেশরূপে প্রদান করা হউক না কেন, তাহা বালক বা যুবকচিত্তে ততখানি প্রভাব বিস্তার কখনই করিতে পারিবে না, যতখানি পারিবে হরিনাম কীর্ত্তন, শ্যামা-সঙ্গীত—যাহাকে আমরা আগে 'মালসী' বা রামপ্রসাদী গান বলিয়া জানিতাম। সরল হিন্দী ভজন, কৃষ্ণলীলা, বাউল সঙ্গীত, পাঁচালী, যাত্রা প্রভৃতির ধর্ম্মানুরাগ, উদ্দীপন-শক্তির পরিচয় ভারতে কে না অবগত ? বঙ্গদেশ যখন অধর্ম্মের প্রবল প্লাবনে ভাসমান, তখন নবদ্বীপের বঙ্গপীঠে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া প্রধানতঃ শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন সাহায্যে অগণিত পাপী-তাপির উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। শুধু বঙ্গদেশ কেন—সমগ্র জগতেই তাহা সুপ্রসিদ্ধ। ইয়ুরোপ মহাদেশের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে সঙ্গীতের সাহায্য গ্রহণের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ভারতীয় সঙ্গীতের লোক-শিক্ষা ও ধর্ম্ম-প্রেরণার শক্তি সম্বন্ধে Maud Mac-carthy নাম্নী জনৈকা বিদুষী ইংরাজ মহিলা ষ্টেটসম্যান পত্রিকার রবি-বাসরীয় সংখ্যায় Ideals of Indian music শীর্ষক যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা পাঠ করিলে আপনারা আমার বর্ণিত বিষয়ের যথার্থ সম্বন্ধে সন্দেহশূন্য হইতে পারিবেন বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যাহা হউক, ভারতীয় সঙ্গীত বিস্তার মঙ্গলপ্রদ প্রভাবের ইহাই শেষ নয়। ভারতীয় সঙ্গীত নরনারীর অন্তরে নবরসের সঞ্চার করিয়া সময়োচিত নানাবিধ কর্ত্তব্য কার্য্যে উদ্দীপনা জাগ্রত করিতেও যেমন সক্ষম, বহুবিধ দুরারোগ্য ব্যাধির কবল হইতে মুক্তি প্রদান করিতেও তেমনি শক্তি-সম্পন্ন। প্রকৃতি-রাজ্যের উপরও ভারতীয় সঙ্গীতের প্রভাব অসাধারণ। আপনারা বোধহয় অনেকেই শুনিয়াছেন যে সম্রাট আকবরের দরবারে সঙ্গীত-কেশরী তানসেন দীপক রাগালাপ করিয়া অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়াছিলেন এবং মল্লার রাগ গাহিয়া বারিধারা বর্ষণ করাইতেও তিনি সক্ষম ছিলেন। ধানী রাগের সাহায্যে তিনি একবার সমস্ত দরবারের গৃহ-সজ্জা ধানী রংয়ে রঞ্জিত করিয়া সম্রাট্ ও সভাসদ্‌গণকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া প্রচুর পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। আপনারা আজ আর তেমন সঙ্গীত-সাধকের সাক্ষাৎলাভ করেন না, তাই হয়তো এসব কাহিনী অতিরঞ্জিত কিম্বদন্তী মাত্র বলিয়া উপেক্ষণীয় মনে করিবেন। রামপ্রসাদের বেড়ার বাঁধন যে স্বয়ং জগদম্বা দিয়াছিলেন ইহাও অলীক বলিয়া উপহাস করিবেন। কিন্তু বনের বিষধর সর্পও যে প্রসিদ্ধ স্বরদীয়া ৺আমীর খাঁর রাগালাপে মুগ্ধ হইয়া রাজসাহী সহরে ৺ললিত মোহন মৈত্র জমিদার মহাশয়ের বৈঠকখানায় বহুলোক সমক্ষে ৺আমীর খাঁ সাহেবের পার্শ্বে আসিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘন্টাকাল নীরব নিথর হইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছিল তাহার প্রমাণদানে সক্ষম আমার পরিচিত দুই একটী ভদ্রলোক এখনও জীবিত রহিয়াছেন। এই ওস্তাদ ৺আমীর খাঁ সাহেব আমার অন্যতম শিক্ষাগুরু এবং কলিকাতার বিশেষ প্রসিদ্ধ বাদক ছিলেন; মাত্র বৎসর

দুই হইল তিনি পরলোকগত হইয়াছেন। মানুষ যাহা নিজের ক্ষুদ্রশক্তি বলে সম্পাদন করিতে পারে না, তাহাকে অবিশ্বাস্য বলিয়া উপেক্ষা করা অদূরদর্শিতা ও সঙ্কীর্ণ চিত্ততারই পরিচায়ক মাত্র। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কি কেহ কল্পনায়ও স্থান দিতে পারিত যে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে দূর দূরান্তর হইতে ধ্বনি বহন করিয়া লইয়া আসা সম্ভবপর? এতদিন কে বিশ্বাস করিত যে যোগবলে কাঁচচূর্ণ তেজস্কর দ্রাবক ও মারাত্মক বিষ প্রভৃতি গলাধঃকরণ করিয়াও মানুষ জীবিত থাকিতে পারে? কে জানিত যে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি সম্যক্‌রূপে প্রতিরুদ্ধ করিলেও অতীন্দ্রিয় শক্তি সাহায্যে সম্পূর্ণ আবদ্ধ চক্ষু লইয়া মোড়ক ও শীলমোহর করা একখানি পুস্তকে কি লিখিত আছে তাহা অনায়াসে বলিয়া দিতে পারে? কিন্তু পাঞ্জাবের একটী মুসলমান যুবক লণ্ডনের নানা ক্লাবে অসংখ্য বৈজ্ঞানিক ও সুচতুর দর্শক সমক্ষে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদান করিয়াছেন। আমি আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করিলাম, তবু আমার বক্তব্য অসম্পূর্ণ ই রহিয়া গেল।

আমার শেষ অনুরোধ—আপনাদের নিকট, সমুদয় বঙ্গবাসীর নিকট এই যে, আপনারা লুপ্তপ্রায় সঙ্গীত-বিদ্যা পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হউন; বাংলার প্রতি পল্লীতে পল্লীতে সঙ্গীতের যথার্থ ও একাগ্র সাধনার সূচনা হউক। ক্রমে একদিন এই নেত্রকোণার ক্ষুদ্র সহর হইতেই যে সঙ্গীতের গতিপথ কুসুমাস্তীর্ণ ও সাফল্য-মণ্ডিত হইয়া উঠিবে না তাহা কে বলিতে পারে? কে বলিতে পারে অদ্যকার এই অকিঞ্চিৎকর প্রচেষ্টা—এই যৎসামান্য আয়োজন হইতেই এক বিরাট্ সঙ্গীত-মহীরুহের সৃষ্টি হইবে না? এখনও এ দেশে ঋষিকল্প শার্ঙ্গদেব প্রণীত "সঙ্গীত-রত্নাকর" গ্রন্থখানি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই গ্রন্থখানি প্রায় আটশত বৎসর পূর্ব্বে ভরতাদি মুনিগণের অমূল্য গ্রন্থরাজির অনুসরণেই লিখিত। ইহা হইতেই সঙ্গীত-সাধক বহু গুপ্ত ও লুপ্ত তথ্যের সন্ধান পাইতে পারিবেন। একাগ্র সাধক ইহার সাহায্যেই ভারতের প্রাচীন লুপ্ত সঙ্গীত-শাস্ত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারিবেন। কিন্তু তজ্জন্য এখন একান্ত ভাবেই প্রয়োজন একনিষ্ঠ অনুরাগ, ঐকান্তিক বিশ্বাস ও অপ্রতিহত অধ্যবসায়। আমাদের আজ করিতে হইবে সঙ্গীতের একটী আবহ সৃষ্টি, অনুপ্রাণিত করিতে হইবে দেশের শিক্ষিত যুবক-মণ্ডলীকে, সর্ব্বত্র প্রচার করিতে হইবে সঙ্গীতের মহান্ মহিমা।

নাদব্রহ্ম আপনাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন, আপনাদের যাত্রাপথ জয়যুক্ত করুন—এই আমার সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা।*

---

* গত শারদীয়া সমাগমে অনুষ্ঠিত নেত্রকোণা সঙ্গীত সম্মিলনীতে উপরোক্ত প্রবন্ধটী গৌরীপুরের স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞ জমিদার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহোদয় পাঠাইয়াছিলেন। কোন কারণে তিনি সভাস্থলে উপস্থিত হইতে না পারায় প্রবন্ধটী শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র সেনগুপ্ত বি-এল, উকিল মহাশয় স্পষ্টরূপে পাঠ করিয়া সভাস্থ ভদ্রমহোদয়গণের চিত্তাকর্ষণ ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

স্বরলিপি

রাগশ্রী—ধামার

হরি মোরি সুরত বিসারি আয়ো ফাগুন মাস।
কা করুঁ কছু বসনাহি মেরো দাহত নিত প্রতি শাঁস ॥

স্বরলিপি—সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ছাত্র
শ্রীযামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

স্থায়ী

৩		০			+			০		২		০		
পক্ষা	পা	না	র্সা	II	র্ঋা	র্ঋা	-া	র্সা	-া	-া	র্সা	র্গনা	-া	-র্সা
হ	রি	মো	রি		সু	র	০	ত	০	০	বি	সা	০	০

৩		০			+			০		২		০		
না	-দা	-পা	-া	I	দক্ষা	-পা	-দা	ক্ষা	-পা	-গা	-ঋা	গা	-া	-া
রি	০	০	০		আ	০	০	ও	০	০	০	ফা	০	০

৩		০			+			০		২		০		
ঋা	-া	সা	-া	I	ন্সা	-পা	-া	-দক্ষা	-া	-গা	-ঋা	-গা	-ঋা	সা
গু	০	ন	০		মা	০	০	০	০	০	০	০	০	স

৩		০		
ক্ষা	পা	না	সা	II
হ	রি	মো	রি	

অন্তরা

+   ০   ২   ০   ৩   ০

II দক্ষা -া -পা | -র্সনা -া | -া না | র্সা -া -া | র্সনা -র্সা | র্সা -া I

কা ০ ০ | ০ ০ | ০ ক | ক্ত ০ ০ | ক ০ | ছু ০

+   ০   ২   ০   ৩   ০

সনা র্সা -া | র্ঋা -া | র্সা -া | র্সনা -া -র্সা | না -া | -দা -পা I

ব স ০ | না ০ | হি ০ | মে ০ ০ | রো ০ | ০ ০

+   ০   ২   ০   ৩   ০

পা -ক্ষা -পা | সনা -া | র্সা -া | র্সর্ঋা র্ঋা -া | র্গর্ঋা -া | র্সা -া I

দা ০ ০ | হ ০ | ভ ০ | নি ভ ০ | প্র ০ | তি ০

+   ০   ২   ০   ৩   ০

ক্ষপা -র্সা -া | -না -দা | -ক্ষা -গঋা | -গা -ঋা সা | ক্ষা পা | না॥ র্সা II II

শা ০ ০ | ০ ০ | ০ ০০ | ০ ০ স | হ রি | মো রি

গান

শ্রীস্মরজিৎ মৌলিক এম, এ

কোথায় প্রাণের প্রিয় তুমি,
    জীবন রথের রথী গো!
আজ ফাগুনের যাত্রা সুরু,
    আজকে মধুর রাতি গো!

দুয়ারখানি রইলো খোলা
কোথায় বসি' আপন ভোলা
বাজাও বাঁশী পাগল সুরে
    আমার পথের সাথী গো?

পর্‌বে এস রঙিন্ রাখী
    তোমার দু'টী হাতে,
রইবো আমি ছায়ার মত
    তোমার সাথে সাথে।

মধুমাসের পরশ লেগে
কুঁড়ির বুকে উঠ্‌ছে জেগে
অনাগতের চরণ ধ্বনি—
    কোথায় ব্যথার ব্যথী গো?

স্বরলিপি

ভাসের দেশ

আমরা নূতন যৌবনেরি দূত।
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত॥

আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোক বনের রাঙা-নেশায় রাঙি।
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই—
আমরা বিদ্যুৎ॥

আমরা করি ভুল—
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে যুঝিয়ে পাই কূল।
যেখানে ডাক পড়ে
জীবন মরণ ঝড়ে
আমরা প্রস্তুত॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শান্তিদেব ঘোষ

II	গা	-মা	|	-পা	-ধা	-ণা	-র্সা	I	ণর্সা	-া	|	-া	-া	-পা	-া	I
	আ	০	|	০	০	০	ম্		রা	০	|	০	০	০	০	
	পা	-ধা	|	ণা	-র্রা	র্সা	-া	I	ণা	-ধা	|	পা	-মা	গা	-রগা	I
	ন্	০	|	ত	ন্	যৌ	০		ব	০	|	নে	০	রি	০	
	মা	-া	|	া	া	া	া	I	গা	-া	|	মা	-া	-গা	-া	I
	দূত্	০	|	০	০	০	০		আম্	০	|	রা	০	চন	০	
	মা	-া	|	া	া	া	া	I	মা	-া	|	পা	-া	মা	-জ্ঞা	I
	চ	ল্	|	০	০	০	০		আম্	০	|	রা	০	অ	দ্	
	পা	-া	|	-া	-া	-া	-া	II								
	ভু	ত্	|	০	০	০	০									

II গমা -া | মা -ধা ধা -না I না -া | না -র্সা র্সা -া I
আ ম্ | রা ০ বে ০ ড়া ০ | ভা ০ ঙি ০

না -া | র্সা -া না -া I নর্সা -া | ণা -ধা পা -ধা I
আ ম্ | রা ০ অ ০ শো ক্ | ব ০ নে ০

ণা -র্রা | র্সা -া ণা -ধা I র্সণা -া | ধা -া পা -ধা I
রা ০ | ঙা ০ নে ০ শা য় | রা ০ ঙি ০

ণা -র্রা | র্সা -া ণা -া I ধা -া | পা -া মা -া I
ঝ ন্ | ঝা ০ র ০ ব ন্ | ধ ০ ন ০

গা -া | রসা -া রা -া I গা -া | -া মা -া -া I
ছি ন্ | ন ০ ক ০ রে ০ | ০ দি ই ০

গা -া | মা -া গা -া I মা -া | া া া া I
আ ম্ | রা ০ বি দ্ দ্যু ৎ | ০ ০ ০ ০

গা -া | মা -া গা -া I মা -া | া া া া I
আ ম্ | রা ০ চ ন্ চ ল্ | ০ ০ ০ ০

মা -া | পা -া মা -জ্ঞা I পা -া | া া া া II
আ ম্ | রা ০ অ দ্ ভু ত্ | ০ ০ ০ ০

গা -মা | -পা -ধা -ণা -র্সা I নর্সা
আ ০ | ০ ০ ০ ম্ রা ইত্যাদি।

II সা -া | সা -া ঋা -া I ঋা -গা | -া গা -া -া I
আ ম্ | রা ০ ক ০ রি ০ | ০ ভু ল্ ০

{মা -া | মপা -া পা জ্ঞা I পা -া | -া -া -মা -গা I
অ ০ | গাধ্ ০ জ ০ লে ০ | ০ ০ ০ ০

মা -া | ধা -া পা -া I ধা -া | ণা -া র্সা -া I
ঝাঁ প্ | দি ০ য়ে ০ যু ০ | ঝি ০ য়ে ০

ধা র্সা | ণা -ধা -পা -া I পধা -া | পা -া মা -া I
পা ই | কূ ০ ল্ ০ আম্ ০ | রা ০ ক ০

গা -া | ঋগা মা মা -া} I মা -া | মা -ধা ধা -না I
রি ০ | ০ ভু ল্ ০ যে ০ | থা ০ নে ০

না -া | না -া র্সা -া I না -া | র্সা -া না -া I
ডা ০ | ক্ ০ ড়ে ০ জী ০ | ব ন্ ম ০

র্সা -া | ণা -ধা পা -ধা I ণা -র্ঋা | র্সা -া ণা -ধা I
র ন্ | ঝ ০ ড়ে ০ আ ম্ | রা ০ প্র স্

ধপা -া | া া া া I গা -া | মা -া গা -া I
তু ভ্ | ০ ০ ০ ০ আ ম্ | রা ০ চ ন্

মা -া | া া া া I মা -া | পা -া মা -জ্ঞা I
চ ন্ | ০ ০ ০ ০ আ ম্ | রা ০ অ দ্

পা -া | া া া া II II
তু ভ্ | ০ ০ ০ ০

শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, বি-এ

ঝাঁপ তাল বা ঝম্পা তাল

এই ছন্দঃ চারি পদে বিভক্ত। প্রথম ও তৃতীয় পদে ১ মাত্রা করিয়া ২ মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে ১½ মাত্রা করিয়া ৩ মাত্রা মোট ৫ মাত্রা। ইহার সরলাঙ্ক এইরূপ—

+	২	০	৩
২	৩	২	৩

সুতরাং এই সরলানুপাতানুসারে প্রতি অর্দ্ধমাত্রাকেই এক মাত্রা ধরিয়া দশমাত্রিক রূপে আমরা ইহাকে ব্যবহার করিব। সঙ্গীত-রত্নাকরে ইহার মাত্রা নির্দ্দেশ এইভাবে করিয়াছেন যথা—

"ঝম্পাতালো বিরামান্তং দ্রুতদ্বন্দ্বং লঘুস্তথা।"

অর্থাৎ দুইটি বিরামান্ত দ্রুতমাত্রা এবং একটি লঘু-মাত্রায় ঝম্পা বা ঝাঁপতাল গঠিত।

দ্রুত + বিরাম $= \frac{১}{২} + \frac{১}{৪} = \frac{৩}{৪}$

পুনঃ দ্রুত + বিরাম $= \frac{৩}{৪}$

পুনঃ লঘু $= ১$

$১ + \frac{৩}{৪} + \frac{৩}{৪} = \frac{১০}{৪}$

ইহাতে প্রত্যেক সিকি ($\frac{১}{৪}$) মাত্রাকে এক মাত্রা ধরিলে মোট মাত্রা সংখ্যা দশটি হয়। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে কর্ত্তৃক সম্পাদিত কাশীনাথ প্রণীত অভিনব তালমঞ্জরীতে ইহার নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—

জনেষু বহু বিশ্রুতো দশকলোছত্র ঝম্পেতিচঃ
সা শাৰ্ঙ্গি রচিতেছি শাস্ত্র উদিতোড্ডতালীতি বৈ।
দ্রুতো দ্রুত বিরামকস্তদনু শব্দহীনো দ্রুত
স্ততো দ্রুত বিরামকোহত্র কথিতং নিঘাত ত্রয়ম্॥

অর্থাৎ ইহার দশটি মাত্রা ৩টি তাল এবং একটি ফাঁক।

লয়

(এক আবর্ত্তন)

	+		২		
		।	।	।	।
১।	ধা	তিন	ধা	ধিন্	ধিন

০		৩		
।	।	।	।	।
না	তিন্	ধা	ধিন্	ধিন্

লয় প্রকারান্তর

(দুই আবর্ত্তন)

	+	২		
	।।	।	।	।
২।	ধা	তে	টে	ধা

০	৩		
।	।	।	।
(আ)গ	দে	দে	দে

+	২		
।।	।	।	।
ধা	তে	টে	তা

০	৩		
।।	।	।	।
(আ)ক	তে	টে	তা

লহর

	+	২		
	।।	।	।	।
১।	(আ)	ধিনি	ধিনি	না

০	৩		
।।	।	।	।
(আ)	ধিনি	ধিনি	না

\+ ২
(আ) ধিনি ধিনি না

০ ৩
(আ) তিনি তিনি না

\+ ২
২। (তেটে তেটে ধা ধা ধিন) ৩ ঐ লঘু।

\+ ২
৩। (ধা তেটে নাগ ধেনে ধেনে) ৩ ঐ লঘু।

\+ ২
৪। (নাগ ধেনে নাগ ধেনে ধেনে) ৩ ঐ লঘু।

\+ ২
৫। (আ) ত্রেকেট্ দেদে দেদা ধিনি) ৩ ঐ লঘু।

\+ ২
৬। (ধেনে নাক ত্রেকেট্ ধেনে নাক) ৩ ঐ লঘু।

হাত

\+ ২
১। ধে না ধে না ধেই

০ ৩
খে টা ধে না ধেই

\+ ২
২। ঘেনে তেরে তেরে তেরে গেনা

০ ৩
তেরে গেনা ঘেনা তেরে গেনা

ঘাঁত

\+ ২
১। * ঝা ত্রেকেট্ ঝা তেটে খেটা

০ ৩
ঝাঘি ত্রেকেট ঝা তেটে খেটা

\+ ২
তা তা তাখি তাখি ত্রেকেট্

০ ৩
ত্রেকেট্ তাক্ ঝা তিঝা (আ) তি

\+ ২
২। * ধো খেটা ধেই ঘা ত্রেকেট্

০ ৩
ধেই ঘা ধেই ঘা ত্রেকেট্

\+ ২
তা খেটা ধেরে তেরে খেটা তাখি ত্রেকেট্

০ ৩
ঝা ঝা ত্রেকেট্ ঝা ত্রেকেট্

\+ ২
তাখি ত্রেকেট্ ঝাতি নিঝা তিনি

০ ৩
ঝা ত্রেকেট্ ঝাতি নিঝা তিনি

ক্রমশঃ

* তারকা চিহ্নিত বোল দুইটি প্রবন্ধকারের স্বরচিত।

স্বরলিপি

দুর্গা—ত্রিতাল

ফাগুনের সমীরণ সনে
আজি বন-মৃগ এল ফিরে বনে।
সুনয়নে একি মায়া জাগে
আকাশের চোখে নীল লাগে
পথ-রাঙা-পদ পরশনে।

ছন্দের ঝর্ণা সে বুঝি
তারি ছাঁদে নদী চলে তারে খুঁজি'—
বন্দী সে ছিল মোর প্রাণে
এল ছুটে আলোকের গানে
চিনিবে কি মোরে এ লগনে॥

কথা—শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য সুর—শ্রীহিমাংশুকুমার দত্ত, সুর-সাগর

স্বরলিপি—শ্রীমতী সাবিত্রী বসু

০ ১ + ৩
II পা পা পা পধা | -মপা -পমা পা ধা | মা -া -া -া | -রা রা -া সরা I
ফা গু নে র০ | ০০ ০স মী র | ণ ০ ০ ০ | ০ স ০ নে০

মা -রা পা পা | পর্সা র্সধা ধর্রা -র্সর্সা | ধা পধা মপা পধা | মা -া -রা সরা II
আ ০ জি ব | ন মৃ গ০ ০০ | এ লো০ ফি০ রে০ | ব ০ ০ নে০

II পা ধা মা পা | ধা র্সা র্সা র্সা | র্সর্রা -ধা ধর্সা -া | -া -া -া -া I
সু ন য় নে | এ কি মা য়া | জা ০ গে ০ | ০ ০ ০ ০

র্সা র্রা র্সধা -র্মা | র্মা র্রা র্সা -া | র্সর্রা -ধা ধা ধা | ধপা -ধা -পমা -পা I
আ কা শে ০ | র চো খে ০ | নী ০ ল লা | গে ০ ০ ০

মপা -পধা ধা ধা | -মপা -া -মধা পা | মা -া রা রা | সা -া -া -া I
প ০০ থ রা | ০ঝা ০ ০প দ | প ০ র শ | নে ০ ০ ০

মপা -ধর্সা ধা ধা | মপা -া মধা পা | মা -া রা রা | সা -া -া -া I
প০ ০০ থ রা | ঝা০ ০ প০ দ | প ০ র শ | নে ০ ০ ০

মা -রা পা পা | পর্সা র্সধা ধর্রা -র্সর্সা | ধা পধা মপা পধা | মা -া -রা সরা II
আ ০ জি ব | ন মৃ গ০ ০০ | এ লো০ ফি০ রে০ | ব ০ ০ নে০

II সা -রা মা পা | মপা -পধা ধা ধা | পমা -পা মপা -ধা | -া -া -া -া I
ছ ন্ দে র | ঝ০ র্০ ণা সে | বু ০ ঝি০ ০ | ০ ০ ০ ০

র্সা ধা ধর্রা র্সর্সা | ধা ধা পমা পা | মপা -পধা ধা মা | রা -া -সা -া I
তা রি ছাঁ০ দে০ | ন দী চ লে | তা০ ০০ রে খুঁ | জি ০ ০ ০

পা -ধা মা পা | ধা র্সা র্সা র্সা | র্সর্রা -ধা ধর্সা -া | -া -া -া -া I
ব ন্ দী সে | ছি ল মো র | প্রা ০ ণে ০ | ০ ০ ০ ০

র্সা র্রা র্সধা -র্মা | র্রা -া র্সা র্সা | র্সর্রা -া ধা -ধা | পা -ধা -পমা -পা I
এ লো ছু ০ | টে ০ আ লো | কে ০ র পা | নে ০ ০ ০

মপা -পধা ধা ধা | মপা -া মধা পা | মা -া রা রা | সা -া -া -া I
চি০ ০০ নি বে | কি০ ০ মো০ রে | এ ০ ল গ | নে ০ ০ ০

মপা	-ধর্সা	ধা	ধা	মপা	-া	মধা	পা	মা	-া	রা	রা	সা	-া	-া	-া	I
চিo	oo	নি	দে	কিo	o	মোo	রে	এ	o	ল	গ	নে	o	o	o	

মা	-রা	পা	পা	পর্সা	র্সধা	ধর্রা	-র্সর্সা	ধা	পধা	-মপা	পধা	মা	-া	রা	-সরা	II
আ	o	জি	ব	ন	মৃ	গo	oo	এ	লোo	oফি	রেo	ব	o	o	oনে	

স্বরলিপি

সোরাট্‌—রূপক

প্রভু করতার্‌ তুম্‌হো অপার ম্যয় হু শরণ্‌
তুম বিনা কৌন্‌ মেরো অধার্‌।
তুহি কো রাজপাট তুহি কো সুমরং
দাতার ভরতার্‌॥

সংগ্রহ—ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ। স্বরলিপি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ।

রাগিণী পরিচয়:—এই রাগিণীর গান্ধার (জ্ঞা) ও নিখাদ (ণা) কোমল; রেখাব (রা) ও পঞ্চম (পা) বর্জ্জিত।

আরোহণে এবং অবরোহণে যথাক্রমে—সা ধ্‌া ণ্‌া সা মা ধা ণা র্সা, র্সা ধা মা জ্ঞা সা।

মধ্যম (মা) ইহার বাদী ও ধৈবত (ধা) সমবাদী।

তাল পরিচয়:—রূপক তাল সাত মাত্রার ঢিমা গতির তাল

০ ১ ২
তিন্‌ তিন্‌ তাগে। ধিন্‌ ধাগে। ধিন্‌ ধাগে।
ফাঁকেই ইহার 'সম'।

আস্থায়ী

১   ২   ০   ১   ২   ০
II সা সা | ধ্‌া ণ্‌া | সা -সা সা I সা সা | মমা -মা | মা মা মা I
প্র ভু | ক র | তা ০ র   তু ম | হো ০ | অ পা র

১   ২   ০   ১   ২   ০
মা মা | মধা -ধা | ধা ধা ধা I মা মা | ধা ধা | র্সা -র্সা র্সা I
ম্য য় | হুঁ ০ | শ র ণ   তু ম | বি না | কৌ ০ ন

১   ২   ০
মা মা | গা মা | -মা -মজ্ঞা -সা II
মে রো | অ ধা | ০ ০০ র্

অন্তরা

১   ২   ০   ১   ২   ০
II মা মা | ধা -ধমা | ধা -র্সা র্সা I র্সা র্সা | র্সা ধা | ধমা -মা -মা I
তু হি | কো ০০ | রা ০ জ   পা ট | তু হি | কো ০ ০

১   ২   ০   ১   ২   ০
মা মা | জ্ঞা সা | সা -র্সা সা I -র্সা র্সা | মা মা | মা -মজ্ঞা সা II
সু ম | র ৎ | দা ০ তা   ০ র | ভ র | তা ০০ র

গান

শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

ফাগুয়ায় গগন রেঙে
মাতিয়ে তোলে আমার হিয়া।
দূরে মোরে ডাক্‌ছে কে ঐ
খেলি হোলি আয়্‌রে প্রিয়া॥

বসন্তের কুঞ্জবনে
দোলের্‌ লীলা আজ ফাগুনে,
জাগিয়ে তোলে প্রেমের লীলা
ফাগুয়ার পরশ দিয়া।

আয়রে আয় প্রাণের সাথী
হোলীর খেলায় আজকে মাতি
রঙের নেশায় পরাণ পাগল
পিচ্‌কারীতে রং ভরিয়া॥

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

আমরা এ পর্য্যন্ত মিয়া তানসেন ও তাঁর বংশধরদের জীবন-বৃত্তান্ত ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাঁদের মহামূল্য দানের বিশদ্ পরিচয় দিয়ে এসেছি। সেনী বংশ ও সেনী সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা ধারণা তা থেকে নিশ্চয়ই পাঠক-পাঠিকাগণ পেয়েছেন। তবে সেনী সঙ্গীতের বিভিন্ন রীতি ও পদ্ধতির ভালরূপ বিশ্লেষণ আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে করি নাই—এক্ষণে তার অবতারণার প্রয়োজন বোধ করছি। সেনী সঙ্গীত বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির রাগ গঠন—রাগের বিভিন্ন বিভিন্ন বিকাশ, আলাপ, ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি প্রভৃতির মৌলিক বিশ্লেষণের আবশ্যকতা আমরা অনুভব করছি। যন্ত্রসঙ্গীতের আলাপ, গরম্, গৎ, তোড়া প্রভৃতিরও বিশদ্ আলোচনা প্রয়োজনীয় মনে করি। মিয়া তানসেন যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের জনক ছিলেন তা সবাই অবগত আছেন। তাঁর বংশপরম্পরার অলৌকিক সঙ্গীত-প্রতিভা ও সৃষ্টিকুশলতার পরিচয়ও আমরা নিয়েছি। এক্ষণে সেনী সঙ্গীত জগতে আমরা কি বুঝি, তাই আমরা ভালরূপে লিখ্‌তে চাই।

সেনী সঙ্গীত বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এক অতি উন্নত সাধনতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতবিদ্যা অপরাবিদ্যা নয়—ইহা পরাবিদ্যা বা বেদবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত; বেদ নাদময় আবার নাদও বেদ প্রকাশক। বেদবিদ্যা বা পরাবিদ্যা বল্‌তে আমরা সেই বিদ্যা জানি যা বাহিরের দৃশ্যমান্ জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তিস্থানে আমাদের নিয়ে যায়। শব্দ ও ধ্বনি জগতের এক প্রধান উপাদান। জগৎ গতিময়, আবার যেখানে গতি আছে, সেখানেই ধ্বনি আছে—ধ্বনি ভিন্ন জগৎ চলে না। এই ধ্বনি আমরা কাণে শুন্‌তে পাই—তাই একে আহত ধ্বনি বলা হয়। সঙ্গীতও ধ্বনিরই অন্তর্ভুক্ত—সঙ্গীতে মন হরণ করে—সুমধুর ধ্বনিকেই আমরা সঙ্গীত বলে থাকি। সাধারণ সঙ্গীতেও আমাদের শ্রবণ মন পরিতৃপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। জগতের যা-কিছু মনোহর সুন্দর সঙ্গীত যেন তা আমাদের মনের কাছে খুলে ধরে।

সঙ্গীতে নানা রস, ভাব ও জগতের নানামুখী সৃষ্টির ছবি আমাদের সাম্‌নে প্রকট করে তোলে। এই জগৎকেই শাস্ত্রে অপরা প্রকৃতি বলেছে। অপরা মানে যা পরা নয়। পরাপ্রকৃতি নিত্যা আর অপরা প্রকৃতি পরিবর্ত্তনশালিনী এ দুইয়ে এই তফাৎ। পরাপ্রকৃতি পূর্ণা—অপরাপ্রকৃতি অপূর্ণ খণ্ড খণ্ড নানা বিকাশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। অপরাপ্রকৃতি তাই ব'লে অবহেলার জিনিষ নয়—এই জগতের অপরাপ্রকৃতির মধ্যেই আমরা এসেছি ও এর মধ্যেই আমাদের বিকাশ। যে সব বিদ্যা অপরা প্রকৃতি বা জগতের নানা তত্ত্ব বা সৌন্দর্য্যের দ্বার উন্মুক্ত করে, সে সবকে আমরা অপরাবিদ্যার ব'লে থাকি। যে সঙ্গীত জগতের নানামুখী গতিকে মধুর ধ্বনি দ্বারা মনোহর ক'রে দেখাতে পারে সে সঙ্গীতও মহামূল্য—যদিও তা অপরাবিদ্যার অন্তর্গত। তবে হিন্দুস্থানী সেনী সঙ্গীতের মূল হচ্ছে জগতের অন্তর্নিহিত ও নিত্যকারের সব গতি রাগের স্বরূপ বিকাশ। হিন্দুসঙ্গীতের লক্ষ্যই জগতের উৎপত্তি স্বরূপ মূলধ্বনি বা নাদব্রহ্মের অনুসন্ধান ও বহিঃপ্রকাশ। হিন্দুসঙ্গীত একেবারে জগৎসৃষ্টির গোড়া থেকে সঙ্গীতের সূত্র খুঁজে বের করতে চেয়েছে ও আংশিক সফলও হয়েছে। মিয়া তানসেন প্রবর্ত্তিত সঙ্গীতও হিন্দু সঙ্গীতের এই অথর্ব্ব আদর্শকে কখনও লঙ্ঘন করেনি—বরঞ্চ সেই আদর্শেরই এক অভিনব সমৃদ্ধ ও সরস রূপ দিয়েছে। ক্রমশঃ

স্বরলিপি

মিশ্র ভীমপলশ্রী সারং—কাহারবা (মধ্যলয়)

মিলনে যে ছিল দূরে দূরে
বিরহে সে ধরা দিল প্রাণে
কাছে ছিল সলাজ নয়নে
দূর হ'তে চাহে মুখপানে।

নিদহারা তারকারি মাঝে
তারি নয়নের বীণা বাজে,
সুরভি নিশীথ সমীরণ
তারি পরশন ব'য়ে আনে।

কাছের আড়াল গেল টুটে,
নিখিল রূপে যে হেরি তারে
যে কথাটী পারিনি বলিতে,
আজি তাই জাগি আঁখি ধারে।

মিলনে যে ছিলরে মুকুল
বিরহে সে ফুটিয়া আকুল
আকাশ কাঁদানো পরিমল
ভরিল আমার গানে গানে।

কথা—শ্রীসুবোধচন্দ্র পুরকায়স্থ

সুর—শ্রীঅনিলভূষণ বাগ্‌চী

স্বরলিপি—শ্রীনলিনীকান্ত লাহিড়ী

II {গা মা গমপণা পা I মা -জ্ঞা রা সা | ররা -সন্‌া -সা -া I -া -া -া -া |
মি ল নে০ ০ ০ যে ছি ল দূ রে | দূ০ ০ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০ |

প্‌া দ্‌া সা সা I রা জ্ঞা -রা সা | রপা -মপা মরা -মা I -রা -সরা -সন্‌া -সা} |
বি র হে সে ধ রা দি ল | প্রা০ ০ ০ ণে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

পা পা পা পা I পা মপধপা মা পা | রগমা -রগা পধপমা -া I -া -া -া -া |
কা ছে ছি ল স লা০ ০ ০ জ ন | য়০ ০ ০ ০ নে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

প্‌া দ্‌া সা সা I রা -জ্ঞা রা সা | ন্‌সা -রমা -পণা -মপা I ণণা -পমা -রসা -ন্‌সা |
দূ র হ তে চা হে মু খ | পা০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ নে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

[-া -া -া -া]
II {র্সা -র্সা -ণা ণা I ধা -ণা ধা -পা | ধধা -পমা পা -া I (-ধা -ণা -ধণা) -র্সর্রা} |
নি দ্ হা রা তা র কা রি | মা০ ০০ ঝে ০ ০ ০ ০০ ০ ০

[(ধা ণা ধণা র্সর্রা)]
{পা পধপা মগা মা I মা মা মা সা | রা -পমা পা -া I -া -া -া -া} |
তা রি০০ ন০ য় নে র বী ণা | বা ০০ জে ০ ০ ০ ০ ০

{সা সা সা সরা I ণ্া সা সণ্া সা | রা -া -া -া I -সরা -মজ্ঞা -া -া} |
সু র ভি নি০ শী থ স০ মী | র ০ ০ ০ ০০ ০০ ০ ণ

র্সা র্সা ণা ধা I পা পা পধা ধপা | মপা -ধণা -ধপা -মপা I মপা -ধপা -মজ্ঞা -রসা |
তা রি পি র শ ন্ ব০ য়ে০ | আ০ ০০ ০০ ০০ নে০ ০০ ০০ ০০

II ণ্া ণ্া ণ্া ণ্া I ণ্া ণ্া ণ্া ণ্া | সা ন্া সা -া I ন্া সা রা রা |
কা ছে র আ ড়া ল গে ল | টু ০ টে ০ নি খি ল র

রা রা রজ্ঞা সা I সরজ্ঞা -সরপমা জ্ঞা -া | -া -া -া -া I জ্ঞা জ্ঞা মা মা |
পে যে হে০ রি তা০০ ০০০০ রে ০ | ০ ০ ০ ০ যে ক থা টী

রা রা সা ন্সরসা I নন্া ধন্া সা -া | প্া দ্া সা সা I রা রজ্ঞা রা সা |
পা রি নি ব০০০ লি০ ০০ তে ০ | আ জি তা ই জা গে০ আঁ খি

ন্সা -রমা -পণা -মপা I মপা -া -া -া |
ধা০ ০০ ০০ ০০ রে০ ০ ০ ০

[-া -া -া -া]
II {র্সা র্সা ণা ণা I ধা ণা ধা পা | ধধা -পমা -পা -া I (-ধা ণা -ধণা -র্সর্া)} |
মি ল নে যে ছি ল রে মু | কু০ ০০ ০ ল ০ ০ ০০ ০০ |

পা পধপা মগা মা I মা মা মা মা | রা -পমা -পা -া I -া -া -া -া |
বি র০০ হে০ সে ফু টি য়া আ | কু ০০ ০ ল ০ ০ ০ ০ |

{সা সা সা সরা I ণ্া সা সণ্া সা | রা -া -া -া I সরা মজ্ঞা -া -া} |
আ কা শ কাঁ০ দা ন প০ রি | ম ০ ০ ০ ল০ ০০ ০ ০ |

র্সা র্সা ণা ধা I পা পা পধা ধপা | মপা -ধণা -ধপা -মপা I মপা -ধপা -মজ্ঞা -রসা II II
ভ রি ল আ মা র গা০ নে০ | গা০ ০০ ০০ ০০ নে০ ০০ ০০ ০০

স্বরদাতার অনুমতি ব্যতীত কেহ এই গানখানি রেকর্ড করিতে পারিবেন না। —স্বরলিপিকার

গান

শ্রীজগদীশচন্দ্র পাল

বিফলে যাবেনা রাতি গো আমার
বিফলে যাবে না রাতি;
বঁধুর মুরতি স্মরণ করিয়া
জ্বেলেছি সাঁঝের বাতি।

জীবনের ধন আসিবে যখন
নয়নের জলে সিক্তি' চরণ
মধুর হাসিয়া করিব বরণ,
রেখেছি মাল্য গাঁথি'।

যে আশা করেছি প্রভাতে রোপন
হবে কি গোপন?
গন্ধে তো তার ভরিবে আমার
রাতের স্বপন!

জাগরণে যদি তারে নাহি পাই,
স্বপনে তাহারে চাহি, আমি চাই;
এ'মধু যামিনী যাবে কি এমনি?
যাবে তো স্বপনে মাতি'।

সাত মাত্রার যৎ

শ্রীহরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

আজ যে তালের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছি তাহাও বিশেষণগত হইয়া আছে আমাদের বঙ্গদেশ। আট মাত্রার যৎ হইতে ইহার পার্থক্য অবধারণার্থ "সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার" শ্রাবণ (১৩৪২ বঙ্গাব্দ) সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ পাঠ করিতে আপনাদিগকে অনুরোধ করি। এখানে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে দুই প্রকার যৎ-ই যখন বিশেষণগত হইয়াছে, তখন কোন্‌টী প্রাচীন, কোন্‌টী অর্ব্বাচীন। আমার কাল্পনিক মীমাংসা অবলম্বনে বলিতেছি যে, আট মাত্রার যৎটী ঠুংরী গানের পাঞ্জাবী ঠেকার সঙ্গতের স্থলবর্ত্তী হইয়া ত্রিতালী বা তেতালার ও সাত মাত্রার যৎ-এর অবয়বকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। এই হিসাবে আট মাত্রার যৎকে অর্ব্বাচীন বলা যাইতে পারে কারণ সাত মাত্রার যৎের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়—অর্থাৎ অন্য কোন্ তালের অবয়বকে আশ্রয় করিয়া ইহার দেহ গঠিত হইয়াছে তাহা খুঁজিয়া পাই নাই আজও; তজ্জন্য ইহার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। যাহা হউক এখন সাত মাত্রার যৎএর অবয়বকে লক্ষ্য করিব, যথা:—

```
+          ৩          ০          ১
|    |     |     |    |     |     |
ধা  ধিন্  ধাগে  তিন্, তা  তিন্  ধাগে  ধিন্।
```

আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য ইহার মাত্রা সংখ্যাকে দ্বিগুণিত করিতেছি, ফলে মাত্রা ও তালের স্থান এরূপ সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই, যথা:—

```
+              ৩
|   |    |     |    |    |     |
ধা  ধিন্,      ধা   গে   তিন্;

০              ১
|   |    |     |    |    |     |
তা  তিন্,      ধা   গে   ধিন্।
```

বিশ্লিষ্টভাবে আমরা দেখিতেছি যে ইহা তিন তাল এক ফাঁক যুক্ত হইয়া সমান দুই অংশে খোলা ও বন্ধ বোল দ্বারা রূপ প্রকাশ করিতেছে। সমান দুই অংশ থাকা হেতু একটিকে গ্রহণ করিয়া তাহাকে আরও বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। প্রতি অর্দ্ধাংশ দুইটী করিয়া তাল থাকাতে একটী তাল তিনটি মাত্রাকে এবং অপরটি চারিটি মাত্রাকে অধিকার করিয়া আছে। এখানে আমরা দুটি ছন্দপাত প্রাপ্ত হইতেছি। আমার অভিধান আশ্রয়ে বিচার ফলে দেখিতেছি প্রথম পাদ তিন মাত্রা যুক্ত ও দ্বিতীয় পাদ চার মাত্রা যুক্ত হইয়া পাশ্চাত্য Iambic ছন্দোপাদের অনুরূপ বলিয়া মনে হইতেছে, যেহেতু প্রথমপাদ প্রস্বনযুক্ত। সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্র অনুযায়ী ইহাকে 'মধুমতী ছন্দঃ' বলিতে আমার এখনো অনেকখানি সন্দেহ রহিয়াছে। আরবী ছন্দোপাদ 'মতাফা আলুন'র সহিত সাত মাত্রায় যৎের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে তালের মাত্রা সমূহের লঘু-গুরুত্ব নিরূপণ দুঃসাধ্য বিধায়, কোন্ ছন্দোপাদের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহা নির্ভয়ে বলিতে পারিতেছি না এখনো। আমার অভিধানে আরো যাহা পাইতেছি তাহা আপনাদের গোচর করিব।

স্বর্গীয় পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর তাঁহার এক গ্রন্থে বলিতেছেন যে শাস্ত্রীয় 'সরস্বতীকণ্ঠতাল' সম্ভবতঃ ঝুমরা, ধামার বা দীপচন্দী মধ্যে কোন একটি হইবে। এবম্বিধ উক্তি সিদ্ধান্তের পরিচায়ক নহে। রামদাস অগ্রবাল তাহার এক গ্রন্থে 'সুরসতী' (সম্ভবতঃ সরস্বতী) নামের এক তাল মাত্রা সংখ্যা ১৪, তাল সংখ্যা ৯ ও ফাঁক বর্জ্জিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তালাঘাতের সংখ্যাধিক্য থাকা হেতু সাত মাত্রার যৎের সহিত তুলনায় বিরত

রহিলাম। 'সরস্বতীকণ্ঠ' নামে শাস্ত্রীয় কোন তাল এখনও আমি পাই নাই, তবে 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' নামে তাল পাওয়া যায়। স্বর্গীয় রাজা সৌরীন্দ্রমোহন এবং খুব সম্ভবতঃ তদনুকরণে 'বিশ্বকোষ'কার 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণকে' 'সংস্কৃত সঙ্গীতসার' গ্রন্থ অবলম্বনে দুই গুরু, দুই লঘু ও দুই দ্রুত মাত্রার সমষ্টিতে সাতমাত্রা যুক্ত বলিতেছেন কিন্তু অপর এক গ্রন্থের প্রমাণে ইহাকে দুই গুরু এক লঘু ও দুই দ্রুতের সমষ্টিতে ছয় মাত্রা যুক্ত দেখিতেছি। এবম্বিধ পার্থক্যের হেতু নিরূপণ ও সামঞ্জস্য স্থাপন কার্য্যটি জটিল বিধায় 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' তালের আলোচনায় বিরত রহিলাম। স্বর্গীয় দীননাথ হাজরা একগ্রন্থে বলিতেছেন যে, ভারতের কোন প্রদেশে ধামার ও যৎ তাল 'হরিতাল' নামে অভিহিত—যদিও সেই প্রদেশের নামোল্লেখ করেন নাই। এই কথাটি অবিসম্বাদিত নহে। ধামার ও যৎ এই দুটি তাল এক নামে পরিচিত হইতে পারে না কারণ হাজরা মহাশয়ের গ্রন্থই প্রমাণ করিতেছে যে, যদিও এই দুটি তালের মাত্রা সংখ্যার তুল্যতা আছে তথাপি ইহাদের অবয়বের ছন্দোপাদগুলি বিভিন্ন প্রকার হইয়া বিভিন্ন প্রকার তালাঘাত গ্রহণ করিয়াছে। অবয়বে বিভিন্নতা থাকা হেতু 'হরিতাল' উভয়ের জ্ঞাপক হইতে পারে না। উভয়ের কোনটিকে বিশেষভাবে নির্দ্দেশের প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত হাজরা মহাশয়ের কথাটিকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আশা করি তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী আমাকে জ্ঞান দান করিবেন। স্বর্গীয় "রামসেবক মিশ্র" (বিখ্যাত পশুপতি সেবক ও শিউ সেবক মিশ্রের পিতা) তাঁহার গ্রন্থে সাত মাত্রার যৎকে 'জত্তি তাল' নাম দিয়াছেন। শাস্ত্রে 'যতি' নামে অন্য প্রকারের তাল পাই। 'জ্যোতি' নামে আরো একটী তাল পাই কিন্তু তাহার রূপ অন্য প্রকার। বিশ্বকোষকার 'যত্তি' তালকে তিন মাত্রা যুক্ত বলিয়াছেন। 'যতি' তালের আরো ভিন্ন প্রকার কথা আমার অভিধানে ধৃত হইয়াছে—কিন্তু সাত মাত্রার আলোচনায় তাহার সার্থকতা না থাকায় প্রকাশ করিলাম না। বিশ্বকোষকার 'যৎ' তাল সম্বন্ধে বলিতেছেন, যে ইহা এক হ্রস্ব+এক দ্রুত+এক বিরাম+দুই হ্রস্ব+এক বিরাম+এক হ্রস্ব+এক দ্রুত+এক বিরাম+দুই হ্রস্ব+এক বিরাম=৭ মাত্রা ও ৪ ফাঁক যুক্ত। ইহার তাল সংখ্যার উল্লেখ করেন নাই এবং প্রমাণও উল্লেখ করেন নাই। প্রমাণাভাব হেতু এবং প্রচলিত রীতি বহির্ভূত বিধায় এই মত সমর্থন করিতে আমি অসমর্থ। পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর এক গ্রন্থে 'যৎ'কে 'কাহারবা' বলিয়া অনুমান করিয়াছেন—ইহাও ঐ যুক্তিতে গ্রহণের অযোগ্য। ৺রাধামোহন সেন ধৃত সপ্তমাত্রাগত জলদ তেতালা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। স্বর্গীয় রাজা সৌরীন্দ্রমোহন তাঁহার এক গ্রন্থে সপ্তমাত্রা, তিন তাল ও এক ফাঁক যুক্ত 'রূপক' তালের উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহার প্রমাণ উল্লেখ করেন নাই। পুনরায় অপর স্থানে 'সঙ্গীত রত্নাবলীর' প্রমাণে রূপকের ভিন্নরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে সপ্তমাত্রা, তিন তাল ও এক ফাঁক যুক্ত রূপক তালের উক্তিকে আমরা ভ্রম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি কিনা আপনারা বিবেচনা করিবেন। উল্লিখিত মতানৈক্যতা ব্যতীত অধিকাংশ গ্রন্থেই প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সাত মাত্রা, তিন তাল ও এক ফাঁকযুক্ত সাত মাত্রার যৎ ধৃত হইয়াছে। এই তাল 'হোরিকা ঠেকা' নামেও পরিচিত কারণ তবলায় হোলীর সঙ্গতে ইহার ব্যবহার সর্ব্বজন বিদিত।

এবার প্রচলিত তাল সমূহ মধ্যে অন্য কোন তালের সহিত ইহার একরূপতা দৃষ্ট হয় তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব। কীর্ত্তনাঙ্গীয় তাল মধ্যে 'লোফা' নামে একটি তাল আছে যাহার রূপ সাত মাত্রার যতের ন্যায় বলিয়া সাধারণের ধারণা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত 'লোফার' রূপ অন্য প্রকার। কীর্ত্তন গানে সাত মাত্রার অনুরূপ যে তাল প্রচলিত দেখিতে পাই তাহা "দোঠুকী" নামে

অভিহিত। 'সাত মাত্রার যৎ' এবং 'দোঠুকী' তালের সঙ্গতে ব্যবহার মধ্যে একটু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সাতমাত্রার যৎ যেমন খোলাবন্ধ-বোল যোগে তিন তাল ও এক ফাঁক সহ আবর্ত্তিত হয়, দোঠুকী ঐ তিন তাল এক ফাঁককে দুইবারে খোলাবন্ধভাবে লইয়া আবর্ত্তনকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাতে প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ ভেদ প্রমাণিত হয় না; সঙ্গতের প্রয়োজনানুসারে কীর্ত্তন গান এইভাবে তালকে গ্রহণ করিয়া থাকে। কীর্ত্তনে এরূপ আরও তাল দেখা যায়। 'দোঠুকী' ও সাত মাত্রার যৎ' যখন দ্রুত লয়কে প্রাপ্ত হয় তখন শ্রোতার মনকে অনেক সময় চারি মাত্রাগত বলিয়া ভ্রান্তি জন্মায়—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাত মাত্রা গৎই থাকে। শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র মজুমদার বি, এ, (সংস্কৃত অনার্স) বলেন যে রাঢ় দেশীয় প্রধান কীর্ত্তনবেত্তা ৺অবধূত ব্যানার্জ্জি মহাশয় দোঠুকীর শাস্ত্রীয় নাম 'ললিত মাধবী' বলিয়াছেন। আমি অদ্যাপি এরূপ নাম প্রাপ্ত হই নাই। দোঠুকী যখন দ্রুতগতিকে প্রাপ্ত হইয়া শ্রোতার মনে চারিমাত্রাগত বলিয়া ভ্রান্তি জন্মায় তখন তাহা 'আড়া দোঠুকী' নামে পরিচিত হয় কিন্তু বৈঠকী সঙ্গীতে 'সাত মাত্রার যৎ' দ্রুত লয়কে প্রাপ্ত হইয়া অন্য কোন সংজ্ঞা গ্রহণ করে না। কীর্ত্তনীয়া সমাজে গানের লয়ের গতি-ভেদে দোঠুকী বড়, মধ্যম, ছোট ও আড়া-দোঠুকী নামে পরিচিত হইয়া থাকে। কিন্তু বৈঠুকী সঙ্গীত বিলম্বিত, মধ্য, দ্রুত লয়কে প্রাপ্ত হইয়া কোন উপাধি ভূষিত হয় না।

এতদূর আলোচনার ফলে প্রমাণিত হইতেছে যে বৈঠকী 'সাতমাত্রার যৎ' ও কীর্ত্তনাঙ্গীয় 'দোঠুকী'তে কোন প্রভেদ নাই। হিন্দুস্থানে ইহা 'চাঁচর' নামে অভিহিত। হিন্দুস্থানবাসী বখ্‌তাবর সিং বলেন যে ইহা 'রূপচন্দী' নামেও পরিচিত। আবার কেহ বলেন যে হিন্দুস্থানে ইহা 'চঞ্চল' নামে কথিত হয়। দাক্ষিণাত্যে ইহা 'দীপচন্দী' বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমার অভিধানে এ পর্য্যন্ত যে সকল তাল ধৃত হইয়াছে তাহাতে যদ্, দোঠুকী, চঞ্চল, রূপচন্দী ও দীপচন্দী নামে কোন শাস্ত্রীয় তালের পরিচয় পাই নাই। চাঁচরের সংস্কৃত ভাষা "চর্চ্চরী" হইয়া থাকিলে তাহার অবয়ব চাঁচর হইতে পৃথক বলিয়া 'চর্চ্চরীকে' চাঁচর বলিতে পারি না। অতএব অবিসম্বাদিতরূপে বলা চলে যে **সাতমাত্রার যৎ, চাঁচর, চঞ্চল, দোঠুকী, দীপচন্দী, রূপচন্দী বা হোরিকা ঠেকা** এই ছয়টি সংজ্ঞা একটি তালেরই বাচক। প্রবন্ধান্তরে ইহার সহিত 'ঝুমরার রূপের তুলনা করিতে বাসনা রহিল। ভারতীয় সঙ্গীত সমাজ এই মীমাংসা গ্রহণ করিবেন কিনা তাহাই আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়।

প্রবন্ধান্তরে ইহার সহিত ঝুমরার রূপের তুলনা করিতে বাসনা রহিল।

গান

মানকুমারী সান্যাল

গভীর রাতে ঘুমের মাঝে নয়ন পাতে আসি,
দাঁড়ালে তুমি উজল বেশে, স্নিগ্ধ-মধুর হাসি।
সারাটি দিন বিরহে তব কাটিয়া গেছে মোর,
শুখায়ে গেছে কথার মালা ঝরেছে আঁখি লোর।

প্রিয় সে ছায়া না দিয়ে ধরা পলকে গেছে সরে,
চকিতে হাসি, ক্ষণেক থামি আঁখিতে সুধা ভরে।
রাতের ছায়ায়, স্বপন খেয়ায়, গোপন প্রিয়তম!
স্বচ্ছ মম হৃদয় নীরে উঠিলে ধীরে ভাসি।

অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী *

প্রকাশক—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস

সখি হের দেখ আসিয়া।
ধরণী উপরে, এ চারি পঙ্কজ
নয়নে দেখহ চাহিয়া ॥ ৩

পঙ্কজ উপরে বিংশ শশধর
চাঁদের উপরে গজ।
এ চারি গজের, উপরে শোভিত
যুগল কেশরী রাজ ॥ ৭

কেশরী উপরে, এ দুই উদয়,
উদয় উপরে গিরি।
গিরির উপরে, এ দুই তমাল,
চারি শাখা আছে ধরি ॥ ১১

তাহে আছে সখি একটি তমাল,
নবঘন শ্যাম দেখি।
একটি তমাল সোণার বরণ,
শুনলো মরম সখি ॥ ১৫

তাহে ফলিয়াছে, অরুণ বরণ,
এ চারি উত্তম ফল।
ফলের ভিতর ফুল ফুটিয়াছে,
নাহি তার শাখাদল ॥ ১৯

তা'পর এ দুই কীরের বসতি,
তা'পর চকোর চারি।
তা'পর এ দুই চাঁদের বসতি,
পিবইতে ইহ বারি ॥ ২৩

তা'পর দেখহ বিধু সে অরুণ,
তা'পর ময়ুর অহি।
জ্ঞানদাস কহে মরমক বাত,
এ কথা জানেনা কোহি ॥ ২৭

১। চারি পঙ্কজ—রাধাকৃষ্ণ চরণ চতুষ্টয়। ২। বিংশ শশধর—কুড়িটি নখচন্দ্র। ৩। গজ—করীশুণ্ড তুল্য চারি উরু। ৪। কেশরী রাজ—রাধাকৃষ্ণ ক্ষীণ মধ্যদেশ। ৫। গিরি—শ্রীমতির স্তনযুগ। ৬। দুই তমাল—সুবিস্তৃত স্কন্ধদ্বয়। ৭। চারি শাখা—চারি বাহু। ৮। (১৫) একটি শ্রীকৃষ্ণের ও অপরটি শ্রীমতির। ৯। চারি ফল—পক্ক বিম্বসম চারি ওষ্ঠাধর। ১০। ফুল—কুন্দকলিকাসম দন্ত পংক্তি। ১১। কীর—শুকপক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় নাসিকা যুগল। ১২। চকোর চারি—চারি চক্ষু। ১৩। চাঁদ—মুখচন্দ্র। চারি চক্ষু মুখচন্দ্রদ্বয়ের সুধাপানে সমুৎসুক। ১৪। বিধু—শ্রীকৃষ্ণের শ্বেতচন্দনের ফোঁটা ও শ্রীমতির সিন্দুর বিন্দু। ১৫। ময়ুর—শিখিপুচ্ছের চূড়া। ১৬। অহি—শ্রীমতির সর্পের ন্যায় বেণী।

---

* মানসী ও মর্ম্মবাণী ১৩১১ পত্রিকা হইতে প্রাচীন কবি জ্ঞানদাসের হেঁয়ালী পদ, অর্থসহ উদ্ধৃত হইল।

বাণী-বন্দনা

গৌরী—তেতালা

কৃপা নেত্রে চাহ শ্বেত শতদল বাসিনী,
অজ্ঞান আঁধার দূর কর তমোনাশিনী।

দেবী ভারতী বীণা পুস্তক ধারিণী,
তোমা হ'তে উদ্ভব সব ছন্দ রাগিণী।

শুভ্র বসনাবৃতা স্মিত হাস হাসিনী,
প্রসীদগো বরাননে সিতি হংস বাহিনী।

কথা—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী

সুর—শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (কালোবাবু)

স্বরলিপি—কুমারী তৃপ্তিসুধা (গৌরী) সর্ব্বাধিকারী

জাতি—সম্পূর্ণ; বাদী—পা; ঠাট—ঋা, দা, দুই মা।

পকড়—সা ন্া সা গা হ্মা গা ঋা সা ন্া সা। সা ন্া দ্া প্া হ্ম্া প্া দ্া ন্া সা মা পা দা না র্সা র্সা র্ঋা র্সা না দা পা হ্মা পা হ্মা পা হ্মা পা দা পা মা গা ঋা গা ঋা সা II

আস্থায়ী

	০	১	+	৩	
II	সা ঋা গা ঋা	সা ন্া দ্া ন্া	ঋা ঋা সা সা	সা ন্া সা সা	I
	কৃ পা নে ত্রে	চা হ শ্বে ত	শ ত দ ল	বা সি নী ০	
	সা -পা পা হ্মা	পা পা দা দা	মপা মপা গা গা	গা ঋা ঋা র্সা	II
	অ জ্ঞা ন আঁ	ধা র দূ র	ক০ র০ ত মো	না শি নী ০	

১ম ও ২য় অন্তরা

	০	১	+	৩	
II	পা হ্মা দা দা	র্সা র্সা র্সা র্সা	র্সা র্সা র্ঋা র্ঋা	র্সা না র্সা -া	I
	দে ০ বী ভা	র তী বী ণা	পু ০ স্ত ক	ধা রি ণী ০	
	শু ০ ভ্র ব	স না বৃ তা	স্মি ত হা স	হা সি নী ০	
	দনা -র্সর্ঋা র্সা না	র্সা না দা পা	হ্মপা -পপা পা হ্মা	গা ঋা সা -া	II
	তো০ মা০ হ তে	উ দ্ ভ ব	স০ ০ব ছ ন্দ	রা গি ণী ০	
	প্র০ সী০ দ গো	ব রা ন নে	সি০ তি০ হং স	বা হি নী ০	

তান :—

```
    +                      ৩
১।  হ্মপা  দনা  স´না  দপা | হ্মপা  দমা  পগা  ঋসা  I

    +                      ৩
২।  ঋ´স´া  স´না  স´না  দপা | মপা  মপা  গঋা  সন্‌া  I

    ০                      ১                      +
৩।  গ´ঋ´া  স´না  ঋ´স´া  নদা | স´না  দপা  মপা  দনা | স´ঋ´া  স´না  স´না  দপা |

    ৩
    মপা  গমা  গঋা  সন্‌া  II
```

ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

রাগ, রাগিণী ও তাদের কাল নির্ণয়

"শিবশক্তি সমাযোগাদ্ রাগানাং সম্ভবো ভবেৎ।
পঞ্চাস্যাৎ পঞ্চরাগাঃ স্যুঃ ষষ্ঠস্তু গিরিজামুখাৎ॥"

শিব ও শক্তির সংযোগে রাগগণের উৎপত্তি। নটরাজ শিবের পঞ্চমুখ হোতে পাঁচটী ও পার্ব্বতীর মুখ-কমল হোতে একটী, মোট ৬টি রাগের উৎপত্তি, যথা—

শিবের (১) সদ্যোবক্ত্র হোতে শ্রীরাগের উৎপত্তি
(২) বামদেব „ বসন্তের „
(৩) অঘোর „ ভৈরবের „
(৪) তৎপুরুষ „ পঞ্চমের „
(৫) ঈশান „ মেঘের „

এবং পার্ব্বতীর মুখ-কমল হোতে 'নট্টনারায়ণ' রাগের উৎপত্তি। তবে এই রাগোৎপত্তি নিয়ে শাস্ত্রে যথেষ্ট মতভেদ আছে।

আমাদের হিন্দু-সঙ্গীতে (Indian Music) প্রধানতঃ চারটী মত প্রচলিত, যথা—(১) হনুমন্তের, (২) ব্রহ্মার, (৩) ভরতের, (৪) কল্লিনাথের। প্রথমতঃ হনুমন্ত মতে আদি রাগ ছ'টী, যথা—(১) ভৈরব, (২) মালকৌশ, (৩) হিন্দোল, (৪) দীপক, (৫) শ্রী, (৬) মেঘ।

ভরতের মত হনুমন্তমতানুযায়ী ও কল্লিনাথ বা কালীনাথের মত ব্রহ্মার মতানুবর্ত্তী। তবে 'নারদ-সংহিতার' মত আবার ভিন্নপ্রকারের, যথা—(১) মালব, (২) মল্লার, (৩) শ্রী, (৪) বসন্ত, (৫) হিন্দোল, (৬) কর্ণাট। তৎপরে 'রাগার্ণব' বলেন (১) ভৈরব, (২) পঞ্চম, (৩) নাট, (৪) মল্লারী, (৫) গৌড়মালব, (৬) দেশ। 'সঙ্গীতসার-সংগ্রহ' পুনরায় ছ'টী রাগের স্থানে বিংশতিটী রাগসংখ্যা প্রদান করেন, যথা—

"শ্রীরাগনট্টৌ বাঙ্গালো ভাষমধ্যম ষাড়বৌ।
রক্তহংসশ্চ কোহ্লাসঃ প্রভবো ভৈরবধ্বনি॥
মেঘরাগঃ সোমরাগঃ কামোদশ্চাম্র পঞ্চমঃ।
স্যাতং কন্দর্পদেশাখ্যৌ কাকুভাস্তশ্চ কৌশিকঃ।
নট্টনারায়ণশ্চেতি রাগা বিংশতিরীরিতা॥"

এতদ্ব্যতীত 'সঙ্গীত-দামোদর'কার আরও ১০১৬টী রাগের কথা উল্লেখ কোরেছেন, অবশ্য যদিও ৩৬টী ব্যতীত অধুনা অপরগুলি সব লুপ্ত হোয়ে গেছে। এতগুলি মত লিখিত বা দৃষ্ট হোলেও বাঙ্গালায় 'ভরত' ও 'হনুমন্' মতই সমধিক প্রচলিত।

রাগের পরই সঙ্গীত-শাস্ত্রে রাগিণীর উল্লেখ আছে। ছয় রাগের ছত্রিশটী রাগিণী রাগের পত্নীরূপে কল্পিত। বাহুল্যভয়ে মাত্র হনুমন্তানুমোদিত রাগিণীসকলের নাম প্রদত্ত হোল, যথা—

(১) ভৈরব—ভৈরবী, রামকেলী, বাঙ্গালী, কলিঙ্গড়া, মাঙ্গলিকা ও সৈন্ধবী।

(২) মালকোশ—কৌশকী, টঙ্কা, মুদ্রাকী, বাগীশ্বরী, নাটিকা ও গুর্জ্জরী।

(৩) হিন্দোল—পুরিয়া, জয়ন্তী, দেবগিরি, বেলাবলী, ককুভা, ও দেশকারী।

(৪) দীপক—ললিতা, শোভনী, কামোদী, কেদারী, কল্যাণী ও ভূপালী।

(৫) শ্রী—ধনশ্রী, ত্রিবণী, মালবী, গৌরী, জয়তশ্রী ও মালবশ্রী।

(৬) মেঘ—মল্লারী, সৌরাটী, দেশাক্ষী, সারঙ্গী, মধুমাধবী ও বড়হংস।

রাগিণী সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়, সামান্য একটি উদাহরণ যথা—হনুমন্তমতে 'হিন্দোলের'— পুরিয়া, জয়ন্তী, দেবগিরি, বেলাবলী, ককুভা ও দেশকারী এই ছ'টী রাগিণী, কিন্তু 'সঙ্গীত-দর্পণের' রাগাধ্যায়ে ৩১—৩৭ শ্লোকে হিন্দোলের রাগিণী যথাক্রমে ভূপালী, মালশ্রী, পটমঞ্জরী, বেলাবলী ও ললিতা দৃষ্ট হয়। তৎপরে 'সঙ্গীত-দামোদরে' 'মালবাদি' ছয় রাগান্তর্গত হিন্দোলরাগের যথাক্রমে মায়ূরী, দীপিকা, দেশকারী, পাহাড়ী, বরাড়ী ও মারাট্টি রাগিণীগুলি দৃষ্ট হয়।

রাগ ও রাগিণীসকলের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হওয়ায় অনেকে হয়ত মনে করতে পারেন যে, সঙ্গীতের মধ্যে শৃঙ্খলার নামে বিশৃঙ্খলতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে; কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। এ সকল পার্থক্য দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে মাত্র উদ্ভূত হোয়েছে। তবে এর মধ্যে গায়কের অনেকটা রুচি ও বৈশিষ্ট্যও সংযুক্ত আছে, কারণ বর্ত্তমান কালেও আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, একই গান 'ঘরাণা' ভেদে নানারূপ ঢঙে গীত হয়, সুতরাং মতভেদ স্বাভাবিক।

সঙ্গীত-শাস্ত্রসকলেও মতের বৈষম্য যথেষ্ট। শাস্ত্র নিয়ে যাঁরা একটু আলোচনা করেছেন, তাঁরাই দেখবেন, যেন প্রত্যেক বিষয়েই সঙ্গীতশাস্ত্রকারগণ স্ব স্ব মত স্থাপন কর্‌তে বদ্ধপরিকর। এর জন্য মনে হয় কালই (time) অনেকটা দায়ী। রাগসকলের কাল নির্ণয়েও দেখা যায়, মত-বিপর্য্যয় যথেষ্ট। হনুমন্ বল্‌ছেন, শরৎকালে— ভৈরব, হেমন্তে—মালকৌশ, বসন্তে—হিন্দোল, গ্রীষ্মে— দীপক, শিশিরে—শ্রী ও বর্ষায়—মেঘরাগ গেয়। মহর্ষি ভরত বল্‌ছেন,—হেমন্তে—শ্রী, বসন্তে—বসন্ত, গ্রীষ্মে— পঞ্চম, বর্ষায়—মেঘ, শরতে—ভৈরব ও শিশিরে— নটনারায়ণ। এতদ্ব্যতীত 'সোমেশ্বর' ইত্যাদির মতও বর্ত্তমান। এজন্য বিশেষজ্ঞগণ নির্ণয় করেছেন, বাঙ্গালা-দেশে হনুমন্ মতই অনুসরণীয়, অন্যথা সর্ব্বমতের সমন্বয় সাধন বা সকলের অনুসরণ করা বিপজ্জনক বা অসম্ভব। শাস্ত্রকারগণ স্বয়ংও এ নিমিত্ত বোধ হয় বলেছেন—

"যথোক্তকাল এবৈতে গেয়াঃ পূর্ব্ববিধানতঃ।
রাজাজ্ঞয়া সদা গেয়া ন তু কালং বিচারয়েৎ॥"

অথবা "যথেচ্ছয়া বা গাতব্যাঃ" ইত্যাদি প্রকাশ কোরে বলেছেন, ভগবদ্‌ভাবের অনুপ্রেরণায় তাঁর গুণগান যখন তখন গাওয়া যায়, তাতে সুরবিভ্রাট বা কালাকাল জন্য কোন ক্রটীর আশঙ্কা থাকতে পারে না।

সঙ্গীত বিভাগ

সঙ্গীত অর্থাৎ কণ্ঠ-সঙ্গীত প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত, যথা—(১) ধ্রুবপদ, (২) খেয়াল, (৩) ঠুংরী, (৪) টপ্পা। তন্মধ্যে (১) ধ্রুপদ অর্থাৎ ধ্রুবপদ বা শ্রেষ্ঠ পদ ধীর ও লীলায়িত ছন্দ এবং ঋজুগতিবিশিষ্ট সঙ্গীত। এর ভাব ও ভাষা উভয়েই শান্ত ও প্রসন্নগম্ভীর! পূর্ব্বে ভারতীয় সঙ্গীত বল্‌তে একমাত্র ধ্রুপদকেই বোঝাত এবং এই ধ্রুপদের মূর্ত্তি সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দীরূপে বর্ত্তমান ছিল। ধ্রুপদে আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারীও আভোগ—এই চারিটী তুক্ থাকে, আশ, মীড়, গমক, বাঁট ও অলঙ্কারই এর প্রাণস্বরূপ এবং চৌতাল, সুরফাঁকতাল, আড়া-চৌতাল, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, ধামার, তেওরা, রূপক, ঝাঁপতাল ও পঞ্চম সওয়ারী প্রভৃতি তাল এতে ব্যবহৃত হয়। ধ্রুপদ-সঙ্গীত সাধারণতঃ ভজনাত্মক, ও দেবদেবীর স্তুতিবিষয়ক, তবে এছাড়া এতে নৃপতিবর্গের গুণ, শৌর্য্য ও যুদ্ধবর্ণনামূলক গানও দৃষ্ট হয়। ধ্রুপদের পুনরায় যুগলবন্ধ, হোরী, প্রবন্ধ, ধারু ও তিলানা প্রভৃতি প্রকারভেদ আছে। প্রাচীনকাল হোতে আজ পর্য্যন্ত ধ্রুপদগায়কগণের সংখ্যা যথেষ্ট। তবে বহু প্রাচীনের রচিত সঙ্গীত আর এখন পাওয়া যায় না। মাত্র বৈজুবাওরা, নায়ক গোপাল, তানসেন, বিলাসখাঁ, সুরদাস, মানদাস, শ্যামদাস, জগুরাজদাস, সুরসেন, হরবল্লভ, ধীরজ, রূপরঙ্গ, অদারঙ্গ, সদারঙ্গ, রঙ্গনাথ, উধোদাস, মুরারীদাস, নন্দদাস, জানকীদাস, রামদাস, লক্ষ্মণদাস, তালতরঙ্গ, ধোঁধি খাঁ, সুজান খাঁ, চিরঞ্জু, কৃষ্ণানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, গুলাব খাঁ, আনন্দকিশোর ও জীবনদাস প্রভৃতি সাধকগণের রচিত সঙ্গীত আমরা পেয়ে থাকি। এঁরা সকলেই মুসলমান রাজত্বকালের লোক। বর্ত্তমান-কালে বাঙ্গালার গৌরব বিষ্ণুপুর হোতে রামশঙ্কর, যদুভট্ট, শিবগোপাল, অনন্তলাল, রাধিকাপ্রসাদ ও গোপেশ্বরবাবু প্রভৃতি সাধকগণের দানও আমরা যথেষ্ট পেয়েছি।

ধ্রুপদের ছন্দ কত লালিত্যপূর্ণ ও গম্ভীর, তার দু'টী মাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হোল, যথা—

(১) "অলখরী তেরি গতি অপরমপার,
পরব্রহ্ম পরমেশ্বর কোউন পাবত পার।
অলখ জ্যোত অবিনাশী আদঅন্ত জগনিবাসী,
নিরঞ্জন নিরঙ্কার একহি অনন্তগেয়
ব্যাপেয় সংসার।" ইত্যাদি—তানসেন

(২) "নাদসমুদ্রকো পার না পায়ো,
গুনিয়ত গুণী কহায়ো।
প্রবন্ধ ছন্দ ধারু ধুরপত মার্গদেশী দো বিধি গায়ো॥
ব্রহ্মা বেদ উচারায়ো, সারঙ্গ বৌরায়ো,
ভরতমত কলিনাথ হনুমত সপ্তাধ্যায় গায়ো।"
ইত্যাদি—তানতরঙ্গ।

(ক্রমশঃ)

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা *

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রচনা ও স্বরলিপি—শ্রীদুর্গাপ্রসাদ রায়

```
                 ০                                        ১
১৯। তোড়া ঃ—র্গর্গর্র্গা র্গর্র্গর্গা র্র্স্ণধা পমগরা | ধধপধা ধপধধা পমগরা সা০০০ |
            ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা০০০

            +                                    ৩
            গমপধা পমগমা পমগরা সা০০০ | ন্সরসা রগরগা মগমপা মপধর্সা I
            ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা ০০০ ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

            ০                                   ১                                +
            গমপধা র্স০সা০ র্সা০০০ গমপধা | র্সা০স০ র্সা০০০ গমপধা র্স০সা | র্সা
            ডিরিডিরি ডা০রা০ ডা ০ ০ ০ ডিরিডিরি ডা ০ রা০ ডা ০০০ ডিরিডিরি ডা ০ রা ডা

            +                                   ৩
২০।    ,,    পধণপা ণধপমা গমপগা পমগরা | রগমরা মগরসা ন্সরন্া রসণ্ধা |
            ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

            ০                                   ১                                +
            ম্ধ্ন্সা রসন্সা রগমগা রসন্সা | রগমপা গমপধা ন০পধা ন০পধা | 'না'
            ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা০ডিরি ডা০ডিরি ডা
```

* বিন্দু চিহ্নগুলি চিকারীর তারে বাদিত হইবে। —স্বরলিপিকার

          +   ৩
২১। তোড়া ঃ—পমগরা মগরসা ন্সগমা পমগমা | পধনর্সা র্র্সনর্সা র্গর্ম´র্গা র্র্সনর্সা |
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি

০   ১   +
র´র্সর্রর্সা ণধপমা র্সণধপা মগরসা | ন্সমপা ন্০ন্সা মপনা০ ন্সমপা | 'না'
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা০ডিরি ডিরিডা০ ডিরিডিরি ডা

          +   ৩
২২। ,, গন্মগ০ গন্মগ০ গন্মগরা সন্স০ | পধ্ধপ০ পধ্ধপ০ পধ্ধপমা গরস০ |
ডাড্রিডা ডাড্রিডা ডাড্রিডারা ডারাডা ডাড্রিডা ডাড্রিডা ডাড্রিডারা ডারাডা

০   ১   +
ন্সগরা ০মগ০ পম০ধা প০ণধা | পধর্স০ পধর্স০ পধর্স০ পধর্স০ | 'না'
ডিরিডিরি ডারা ডারা ডা রা ডারা ডিরিডা ডিরিডা ডিরিডা ডিরিডা ডা

          +   ৩
২৩। ,, র্সর্সণধা ধপমপা গমপগা ০রস০ | ন্০সগা মপগমা প০ণধা র্সনর্স০ |
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরিডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা

০   ১   +
র্গর্রর্মর্গা র্রর্সণধা র্সণধপা মগরসা | র্সা০০০ ণধপমা গরসা০ গমপধা | 'না'
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা ০ ০ ০ ডিরিডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডা

          +   ৩
২৪। ,, র্সনর্সনা ০ধমপা ধম০গা মগরন্সা | সন্সগা রগমপা ধগ০মা গমপধা |
ডিরিডিরি ডিরিডা ডিরি ডা ডিরিডা০রা ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরি ডা ডিরিডিরি

০   ১   +
র্মর্গর্রর্সা ০র্সনর্সা র্রণ০ধা পধনর্সা | র্সণধপা মগরসা গ০ম০ প০ধ০ | 'না'
ডিরিডিরি ডিরিডা ডিরি ডা ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডা রা ডা রা ডা

৩ ০
২৫। তোড়া ঃ—গমপগা মপগমা পমগরা সন্সা০ | প্০ন্সা রগমপা গমপমা গরসা০ |
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডা ডা ডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডা

১ +
গমপধা ন০গমা পধন০ গমপধা | 'না'
ডিরিডিরি ডা ডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডা

৩ ০
২৬। „ পধনর্সা ণধপমা গমপমা গরসা০ | গমপধা ন০গমা পধনা০ গমপধা |
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডা ডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি

০ +
না••০ ০০পধা ন০পধা ন•পধা | 'না'
ডা ডারা ডা ডারা ডা ডারা ডা

৩ +
২৭। „ পমগরা মগরসা ন্সগমা পধনর্সা | নর্সর্গা মর্গর্রর্সা ণধপমা গরসা০ |
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডিরিডা

১ +
গমপধা ন০গমা পধনা০ গমপধা | 'না'
ডিরিডিরি ডা ডিরি ডিরিডা ডিরিডিরি ডা

২৮। ছেড় সংযুক্ত তোড়া ঃ—

+ ৩
ন্া০০০ ০০০০ সা০০০ ০০০০ | ন্া০০০ ০০০০ সা০০০ ০০০০ |
ডারারারা রারারারা ডারারারা রারারারা ডারারারা রারারারা ডারারারা রারারারা

০ ১
ন্া০০০ সা০০০ রা০০০ সা০০০ | গা০০০ মা০০০ গা০০০ সা০০০ I
ডারারারা ডারারারা ডারারারা ডারারারা ডারারার ডারারারা ডারারারা ডারারারা

+ ৩
গা৹৹৹ মা৹৹৹ গা৹৹৹ সা৹৹৹ | পা৹৹মা ৹৹গা৹ ৹সা৹৹ রা৹৹গা |
ডারারারা ডারারারা ডারারারা ডারারারা ডারারাডা রারাডারা রাডারারা ডারারাডা

০ ১
৹৹মা৹ ৹পা৹৹ মা৹৹৹ পা৹৹৹ | না৹৹৹ সা৹৹৹ ণা৹৹৹ ধা৹৹৹ I
রারাডারা রাডারারা ডারারারা ডারারারা ডারারারা ডারারারা ডারারারা ডারারারা

+ ৩
মা৹৹পা ৹৹ণা৹ ধা৹প৹ মা৹গা৹ | রগা৹৹৹ ন্৹৹৹ সা৹৹৹ সা৹৹৹ I
ডারারাডা রারাডারা ডারাডারা ডারাডারা ডারারারা ডারারারা ডারারারা ডারারারা

০ ১
প্৹৹৹ ন্৹৹৹ সা৹৹৹ সা৹৹৹ | ম্৹৹প্ ৹৹ন্৹ ৹সা৹৹ ন্৹সা৹ |
ডাবারারা ডারারারা ডারারারা ডারারারা ডারারাডা রারাডারা রাডারারা ডারাডারা

+ ৩
ণ্৹৹৹ ধ্৹৹৹ ম্৹৹প্ ৹৹ধ্৹ | ৹ম্৹৹ গ্৹৹৹ স্৹৹৹ গ্৹৹৹ I
ডারারারা ডারারারা ডারারাডা রারাডারা রাডারারা ডারারারা ডারারারা ডারারারা

০ ১
ম্৹৹৹ পা৹৹৹ ন্৹৹৹ সা৹৹৹ | গা৹৹৹ মা৹৹৹ পা৹৹৹ ধা৹৹৹ |
ডারারারা ডারারারা ডারারারা ডারারারা ডাবারারা ডারারারা ডারারারা ডারারারা

+ ৩
না৹৹৹ না৹৹৹ সা৹৹৹ সা৹৹৹ | ণা৹৹৹ ধা৹৹৹ পা৹৹৹ পা৹৹৹ I
ডারারা৲া ডারারারা ডারারারা ডারাডারা ডারাডারা ডারারারা ডারারারা ডারারারা

০ ০ +
রসরসা ণধপধা সা৹৹৹ ৹ন্৹সা | রা৹৹৹ ৹গ৹মা পা৹৹৹ ৹প৹ধা | না
ডিরিডিরি ডিরিডিরি ডারারারা রাডারারা ডারারারা রাডারাডা ডারারারা রাডারাডা ডা

রাতের বিদায়

ভোরের সানাই ঐ বাজে গো
হল মোর যাবার সময়—রাতি কয়।

ফুলেরা ঘুমায়, নিঝুম আকাশ
পাখীরা জাগেনি, ঘুমায় বাতাস,
নীরব বনানী, এখন যাইতে হয়—রাতি কয়।

চুপি চুপি আসি, চুপি চুপি যাই,
সদা শঙ্কা মনে পালিয়ে বেড়াই
আলোরে করি, দিনেরে করি ভয়—রাতি কয়।

ধরণীরে আমি বড় ভালবাসি,
ছায়ার আড়ালে তাই হেথা আসি,
ক্ষণিকের সুখ, করিতে সঞ্চয়—রাতি কয়।

জাগে মাঠ বন সমীরণ বয়
জাগে ফুলকলি ভীরু কিশলয়
চলি গো চলি হইল সময়—রাতি কয়।

কথা—শ্রীপান্নালাল সেন সুর—শ্রীমণিলাল সেনশর্ম্মা স্বরলিপি—কুমারী বীণা দাশগুপ্তা

II {সা ঋা -া সা | সা ঋা মা -া I গা -া -া মা | মা -া ঋা সা} I
ভো রে ০ র | সা ০ নাই ০ ঐ ০ ০ বা | জে ০ গো ০

সা ঋা -া সা | দা -া -া দা I পা দা মা পা | ণদা -া -া পা I
হ ল ০ যে | মো ০ ০ র যা বা র স | ম০ ০ ০ য়

'বি রা ম' | 'বি রা ম' I ঋা -া -া সা | সা -া -া -া I
| রা ০ ০ তি | কয় ০ ০ ০

বি রা ম | বি রা ম I ঋা সা দ্া -প্া | প্সা -া -া -া I
| রা ০ তি ০ | কয় ০ ০ ০

বি রা ম | বি রা ম II

II {পা দা -া মা | পা দা র্সা -া I পা দা -া ণা | র্সা -া জ্ঞর্ঋা র্সা I
ফু লে ০ রা | ঘু ০ মায় ০ নি ঝু ০ ম | আ ০ কা ০ শ

র্সা -া র্ঋা র্সা | ণা দপা দা মা I মা ণদা -া পা | পা দা মা -া} I
পা ০ খী রা | জা গে০ নি ০ ঘু মা০ ০ য় | বা ০ তাস ০

মা -া ঋা সা | সা ঋা দা -া I মা ণদা পা মা | গা গা মা -া I
নী ০ র ব | ব না নী ০ এ খ০ ন যা | ই তে হয় ০

বি রা ম | বি রা ম I মা -া -া ঋসা | মা -া -া -া I
রা ০ ০ ত্রি০ | কয় ০ ০ ০

বি রা ম | বি রা ম II

II {মা দা -া পা | দা পা দা মা I মা ণা -া দা | পা দা মা -া I
চু পি ০ চু | পি আ সি ০ চু পি ০ চু | পি ০ যাই ০

র্সা র্সা ণা র্সা | জ্ঞর্ঋা -া র্সা র্সা I পা ণা -া দা | পা দা মা -া} I
স দা ০ শঙ্ক | কা০ ০ ম নে পা লি ০ য়ে | বে ড়া ই ০

মা মা ঋা সা | ঋা -া মা -া I ঋা গা -া ঋা | সা ন্‌া সা -া I
আ লো য়ে ০ | ক ০ রি ০ দি নে ০ রে | ক রি ভয় ০

বি রা ম | বি রা ম I মা -া -া ঋসা | মা -া -া -া I
রা ০ ০ ত্রি০ | কয় ০ ০ ০

বি রা ম | বি রা ম I র্সা -া দা পা | র্সা -া -া -া I
রা ০ তি ০ | ক্ষয় ০ ০ ০

বি রা ম | বি রা ম II

II {সা জ্ঞা -া রা | জ্ঞা -া ঋা সা I মা জ্ঞা -া জ্ঞা | ঋা -া সা সা I
ধ র ০ ণী | রে ০ আ মি ব ড় ০ ভা | ল ০ বা সি

পা পা -া পা | ণদা -া পা মা I পা ণা -া ণা | দা -া পা পা I
ছা য়া র আ | ড়া০ ০ লে ০ তা ই ০ হে | খা ০ আ সি

পা দা -া মপা | র্সা -া -া -া I র্সা র্সা ণা দা | ণা র্সা -া -া I
ক ণি ০ কের | সুখ ০ ০ ০ ক রি তে ০ | সন্ চয় ০ ০

বি রা ম | বি রা ম I র্সা -া দা পা | র্সা -া -া -া I
রা ০ তি ০ | ক্ষয় ০ ০ ০

বি রা ম | বি রা ম II

II {র্দা র্জ্ঞা -া -া | র্ঋা র্ঋা র্সা -া I র্সা র্জ্ঞা -া -া | র্ঋা -া র্সা -া I
জা গো ০ ০ | মা ঠ বন ০ স মী ০ ০ | রণ ০ বয় ০

র্সা র্জ্ঞা -া -া | র্রা র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা I র্রা র্মা -া র্জ্ঞা | র্ঋা র্সা -া -া I
জা গো ০ ০ | ফু ল ক লি ভী রু ০ কি | শ লয় ০ ০

র্সা	র্ঋা	-া	র্সা	| র্সা	র্ঋা	র্মা	-া	I র্মা	-া	র্ঋা	র্সা	| র্সা	র্ঋা	র্মা	-া	I		
চ	লি	০	গো	| চ	০	লি	০	হ	০	ই	ল	| স	০	ময়	০			
বি	রা	ম		| বি	রা	ম		I র্সা	-া	দা	পা	| র্সা	-া	-া	-া	I		
				|				রা	০	তি	০	| কয়	০	০	০			
বি	রা	ম		| বি	রা	ম		I মা	-া	ঋা	সা	| মা	-া	-া	-া	I		
				|				রা	০	তি	০	| কয়	০	০	০			
বি	রা	ম		| বি	রা	ম		I সা	-া	দ্‌া	প্‌া	| সা	-া	-া	-া	II		
				|				রা	০	তি	০	| কয়	০	০	০			

সুর পরিচয়—

গানটির সুরের বিশেষত্ব এই যে তাতে প্রত্যেক কলির পর আর প্রথম কলিতে অর্থাৎ 'ভোরের সানাই' এ ফিরে যেতে হবে না। যে ভাবে 'রাতি কয়' কথাটি সুরবিন্যাস করা আছে সে ভাবেই কেবল এই কথাটি প্রতি কলির শেষে নানা সুরকে ভিত্তি করে সুর করা হয়েছে তা-ই গাইতে হবে। গানটিতে লক্ষ্য করার বিষয় হল সুরটি ক্রমে প্রায় প্রত্যেক কলিতেই একটু চড়াতে উঠে গেছে এবং যেখানে শেষ হয়েছে অর্থাৎ 'হইল সময়' কথাতে চরমে উঠেছে। তাতে মনে হবে যে রাত্রিকাল আস্তে আস্তে ক্রমেই সরে যাচ্ছে এবং পরে একসময় দূরে কোথায় প্রকৃতির অন্যান্য ধ্বনির সঙ্গে মিলিয়ে গেছে, কেবল আছে 'রাতি কয়'—মর্ত্যের সুর।

গানটির সুরে আছে যোগিয়া, ভৈরবী ও মাঝে মাঝে 'মা' সুরকে ভিত্তি করে বারোয়ার সুরবিন্যাস। সুরের ছন্দ একটি দ্রুত অথচ করুণ চলন ভঙ্গীর ছন্দ গ্রহণ করেছে। এরূপ সুর বিন্যাসকেই Descriptive Music বলা যায়। এ গানের সঙ্গে যে অর্কেষ্ট্রা সম্মিলিত হবে অর্থাৎ কি কি যন্ত্র কিরূপ সুর বিন্যাস এ গানের সঙ্গে কখন কখন বাজাবে তার স্বরলিপি এখানে দেওয়া সম্ভবপর হল না।

স্বরলিপি

কাফি থানি—ত্রিতাল

কাঁধা করত মুসে রার ডগরমে
ক্যায়সে যাঁউ জল লেনা সাগরমে ॥

কর মোরোরী সারি চুড়িয়া তোড়ী
ভরি দেত ধুরি জল লেরি গাগরমে ॥

কহে নানক এ্যায়সে লঙ্গরমে ডরতে
ক্যায়সে বসোঁ এ্যায়সে ব্রজকি নগরমে ॥

কথা—কবি গুরু নানক

সুর—৺পণ্ডিতপ্রবর শিবসেবক মিশ্র

স্বরলিপি—তদীয় ছাত্র শ্রীললিতমোহন দাস (ভমুবাবু)

ব্যবহার—গ জ্ঞ, ন ণ, বাদী—জ্ঞ, সম্বাদী—ণ।

০ | ১ | ২´ | ৩
II ন্সা রজ্ঞা সা রা | ণ্সা গমা মা পমা | পা -া গমা পদা | দপা মা জ্ঞা রসা I
কাঁ০ ০০ ধা ক | রত মু০ ০ ০সে | রা ০ র০ ০০ | ড০ গ র মে০

০ | ১ | ২´ | ২
র্সা না র্সা নর্সর্রর্সা | র্সা ণা ধা পা | গা -া মা রমপদা | পা মা জ্ঞা রসা II
ক্যা য় সে যাঁ০০০ | ০ উ জ ল | লে ০ না সা০০০ | গ র মে ০০

০ | ১ | ২´ | ৩
II পা পা ণা মা | পা মজ্ঞা মজ্ঞা মা | পা না না র্সা | -া র্সা না র্সা I
ক র মো রো | রী সা ০ রি | চু ড়ি য়া তো | ০ রি ভ রি

০ | ১ | ২´ | ৩
নর্সা র্রজ্ঞা র্রা র্সা | ণা ধপা গা মা | রা -মা রমা পদা | দপা মা জ্ঞা রসা II
দে০ ০০ ত ধূ | ০ রি০ জ ল | লে ০ রি০ ০০ | গা০ গ র মে০

০ | ১ | ২´ | ৩
II ণা ণা মা পা | না না র্সা র্সা | র্সা র্রা না র্সা | নর্সা র্রজ্ঞা র্রা র্সা I
ক হে না ন | ক এ্যা য় সে | লং গ র মে | ড০০০ র তে

০ | ১ | ২´ | ৩
নর্সা র্রজ্ঞা র্রা র্সা | ধনা র্সণা ধা পা | রা মা রমা পদা | দপা মা জ্ঞা রসা II II
ক্যা০ ০য় সে ব | সোঁ০ ০০ এ্যায় সে | ব্র জ কি০ ০০ | ন০ গ র মে০

কর্ণাটী রাগ রাগিণী *

শ্রীমণিলাল সেনশর্ম্মা

কোমল 'গ' ও 'ন' স্বর ব্যবহার করিয়া যে মেল হয় তাহার কর্ণাটী নাম 'কর হরপ্রিয়া মেল'। আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে ইহার নাম 'কাফি ঠাট'।

করহরপ্রিয়া মেল (কর্ণাটী)

রাগের নাম	আরোহণ	অবরোহণ
মনিরঙ্গো—	সা রা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা পা মা জ্ঞা রা সা
শ্রীরাগ—	সা রা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা পা ধা ণা পা মা রা জ্ঞা রা সা
মধ্যমাবতী—	সা রা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা পা মা রা সা
সিন্ধু-ধনাশ্রী—	সা রা জ্ঞা মা পা ণা ধা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা
থান বসন্ত—	সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা ধা ণা পা জ্ঞা রা সা
কর্ণাক-ববালী—	সা রা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা ধা ণা পা মা জ্ঞা রা সা
পঞ্চম—	সা রা ধা পা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা
দেবক্রীয়া—	সা জ্ঞা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা ধা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা
সিন্ধবী—	ণ্‌া ধ্‌া ণ্‌া সা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা	ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা ণ্‌া ধ্‌া ণা সা
মনোহরী—	সা জ্ঞা রা জ্ঞা মা পা ধা র্সা	র্সা ধা পা মা জ্ঞা রা জ্ঞা র্সা
শুদ্ধ বাঙ্গালা—	সা রা মা পা ধা সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা
শুদ্ধ ভৈরবী—	সা জ্ঞা রা মা পা ণা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা রা জ্ঞা মা রা সা
কাফি—	সা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা সা	র্সা ধা পা মা রা জ্ঞা মা রা সা
ঐ মতান্তরে—	সা রা জ্ঞা মা পা মা জ্ঞা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা
পল মঞ্জরী—	সা জ্ঞা মা ধা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা
ঐ মতান্তরে—	সা জ্ঞা মা পা মা ধা জ্ঞা মা ধা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা মা রা সা
জয় মনোহারী—	সা রা জ্ঞা মা ধা র্সা	র্সা ণা পা মা জ্ঞা রা সা
নায়কী—	সা রা মা পা ধা ণা পা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা

* কয়েকটি মেল প্রকাশ করিয়া এই প্রবন্ধ বন্ধ করিয়াছিলাম এই ভাবিয়া যে ইহা পাঠকবর্গকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। কিন্তু কয়েকজন সঙ্গীত রসিক বন্ধুর একাধিক অনুরোধে পুনরায় লিখিতে বাধ্য হইলাম।

কর্ণাটী রাগিণীর আরোহণ ও অবরোহণ 'Capt. Day's Music Instruments of Southern India' (প্রায় আশী বৎসরের পুরাতন) পুস্তক হইতে ও 'হিন্দুস্থানী রাগরাগিণী' পণ্ডিত ভাতখণ্ডে মতাবলম্বী 'অভিনব রাগমঞ্জরী' হইতে উদ্ধৃত হইল।

রাগের নাম	আরোহণ	অবরোহণ
বসনী—	সা রা জ্ঞা মা পা ণা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা মা পা মা জ্ঞা রা সা
মঞ্জেরী—	সা রা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা ধা মা জ্ঞা রা সা
নাদেথ রঙ্গিণী—	সা রা মা পা ধা পা ণা র্সা	র্সা ধা ণা পা ধা মা জ্ঞা রা জ্ঞা সা
ভোগ কানাড়া—	সা রা জ্ঞা মা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা মা জ্ঞা রা সা
বৃন্দাবন সারঙ্গ—	সা রা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা পা মা রা জ্ঞা মা রা সা
অরুণ চন্দ্রিকা—	সা জ্ঞা মা পা ণা র্সা	র্সা ণা পা ধা পা মা জ্ঞা সা
দেব মুখারী—	সা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা মা পা মা রা জ্ঞা মা রা সা
সম মুখারী—	সা রা জ্ঞা মা পা ধা ণা র্সা	র্সা ধা ণা ধা মা পা মা জ্ঞা সা
শুধান পল—	সা রা জ্ঞা মা পা ধা র্সা	র্সা ণা ধা মা জ্ঞা রা জ্ঞা রা সা
দরবার—	সা রা মা পা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা পা ধা পা জ্ঞা রা সা
ঐ মতান্তরে—	সা রা মা রা পা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা
সারঙ্গ রাম—	সা রা মা ধা ণা পা সা	র্সা ণা ধা জ্ঞা রা সা
দেব মনোহারী—	সা রা মা পা ণা ধা ণা র্সা	র্সা ণা ধা পা মা জ্ঞা রা সা

কাফি ঠাট (হিন্দুস্থানী)

কাফি—ণ্া সা, রজ্ঞা, মা পা, ধা ণর্সা, র্সা ণা ধা পা, মজ্ঞা, রসা।

সৈন্ধবী—সা, রা মা পা, ধা, র্সা, ণা ধা পা মা জ্ঞা, রা সা।

সিন্ধুরী—মপা, নর্সা, রজ্ঞা রসা ণা ধা পা মা জ্ঞা, রা সা।

ধনাশ্রী—ণ্া সা, জ্ঞা মা পা, ধা পা, ণা ধা পা, জ্ঞা, পা জ্ঞা, রা সা।

ভীমপলাশী—ণ্া সা মা, জ্ঞা মা, পা, ণা র্সা, ণা ধা পা মা, জ্ঞা রা সা।

ধানী—ণ্া সা জ্ঞা, মা পা, ণা র্সা, র্সা ণা পা, মা জ্ঞা সা।

পটমঞ্জরী—ণ্া সা, রা সা, ণ্া ধ্ প্া, সা, রা সা, পা, ধা জ্ঞা, রা জ্ঞা মা জ্ঞা, রা সা।

দ্বিতীয় পটমঞ্জরী—সা গা, মা গা, রা সা, রা সা, ণ্া ধ্া প্া, রা গা সা, পা মা গা, রা সা।

পট দীপকী—পা জ্ঞা, মা জ্ঞা, রা সা, ন্া সা, গা মা, পা গা মা, ণা ধা পা, মা পা মা, জ্ঞা রা সা।

হংসকঙ্কনী—সা গা, মা পা, জ্ঞা রা সা, ণ্া সা, জ্ঞা, মা পা, মা, পা গা।

পিলু—ন্া সা, জ্ঞা রা, ন্া সা, পা, মা পা, জ্ঞা, ন্া সা, ঋা ন্া দ্া প্া।

দ্বিতীয় পিলু—ন্া সা, জ্ঞা ঋা সা, ন্া সা, ন্া সা, ন্া দ্া প্া, দ্া ন্া সা, জ্ঞা।

বাগেশ্বরী—সা, ণ্া ধ্া ণ্া সা, মা জ্ঞা, মা ধা ণা ধা, মা জ্ঞা রা সা।

সাহানা—ণা ধা পা, মা পা, র্সা, ণা পা, মা, পা জ্ঞা মা, রা সা।

সুহা—ণ্া সা, জ্ঞা মা, পা ণা মা পা, র্সা, ণা পা, মা পা, জ্ঞা মা, পা জ্ঞা মা, রা, সা।

অপর সুহা—ণ্া সা, মা রা, সা, ণ্া সা, জ্ঞা মা, পা মা, জ্ঞা মা, ণ্া পা, র্সা, দণা পা, মা পা, জ্ঞা মা, রা সা।

সুঘরাই—ধা পা, সা রা, ন্‌া সা, রা, জ্ঞা, মা, রা সা, ণা পা, মা পা, জ্ঞা মা, রা, সা।

নায়কী কানাড়া—ণা পা, মা পা, র্সা ণা পা, মা পা, জ্ঞা, মা পা, জ্ঞা মা, রা সা।

দেবসাগ রাগ—প্‌া সা, মা রা, পা মা, ণা পা, র্সা, ণা পা, মা পা, জ্ঞা মা, রা সা।

বহার—ন্‌া সা জ্ঞা মা পা জ্ঞা মা, ধা, না র্সা, ণা পা মা পা, জ্ঞা মা, রা সা।

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—ন্‌া সা, রা, মা পা, না, র্সা, ণা পা, মা রা, সা।

মধ্যমাদি সারঙ্গ—রা, মা পা, ণা র্সা, ণা পা মা রা, সা।

সামন্ত সারঙ্গ—পা, মা পা, ণা পা, মা রা, সা, রা, মা পা, ণা ধা পা।

শুদ্ধ সারঙ্গ—সা, রা মা রা, পা, জ্ঞা পা, ণা পা, মা পা. মা রা, সা।

মীরা সারঙ্গ—সা, ন্‌া সা, ধ্‌া ন্‌া, প্‌া ধ্‌া ন্‌া সা, রা, পা মা রা, সা।

বড়হংস সারঙ্গ—ণা পা মা রা, সা, রা মা, পা, ণা পা, না র্সা, ণা, পা মা, রা, সা।

শুদ্ধ মল্লার—সা রা মা, পা মা পা, ধা র্সা, ধা পা মা, সা রা মা।

মেঘ রাগ—রা মা, রা সা, ন্‌া পা, ন্‌া সা, রা, মা রা, পা, রা মা, রা, সা।

মীরা মল্লার—রা মা, রা সা, ণ্‌া প্‌া, ম্‌া প্‌া, ণ্‌া ধ্‌া, ণা ধা, না র্সা, পা জ্ঞা, মা, রা, সা।

সুর মল্লার—ন্‌া সা, রা মা, পা মা, ণা ধা পা, না র্সা, ণা পা, মা রা, সা।

গৌড় মল্লার—র্সা ণা পা, মা পা, ধা র্সা, ণা পা, মা পা, জ্ঞা মা, রা, সা।

দ্বিতীয় গৌড় মল্লার—রা গা রা, মা, গা রা সা, মা পা ধা র্সা, ধা পা মা গা।

গান

শ্রীননীগোপাল চৌধুরী

যখন সোনার রোদে দুল্‌ছিল মোর
ছিন্ন হারের মালা,
তখন ফুরিয়ে গেছে শান্তি ধারা
পূর্ণ দুঃখের ডালা!
হঠাৎ ক্ষ্যাপা হাওয়ার ঢেউ লেগে যে,
বাঁশী তোমার উঠ্‌ল বেজে,
তখন, সুরু হ'ল গন্ধে গানে
বিশ্ব জয়ের পালা।

তুমি যার জীবনে এনে দিলে
চির দুঃখের মেলা,
এবে কোন্ পরাণে খেলাও তারে
ক্ষণিক সুখের খেলা?
যার অন্ধকারে যাবে জীবন,
দাওগো তারে অভয় চরণ,
ভাবি, এই কি তোমার খুসী প্রভু
সুধা বিষে ঢালা!

স্বরলিপি

মিশ্র ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা

বিজন পথের বন্ধু আমার
জানি জানি দিবেই দেখা,
পথের মাঝে পথিক বেশেই
আস্‌বে তুমি এগিয়ে একা।

তাইত' সদাই সজাগ আঁখি
সাবধানেতে মুক্ত রাখি',
এগিয়ে চলি সমুখ পানে
লক্ষ্য করি ধূসর রেখা।

চেয়ে চেয়ে সবার পানে
মিলিয়ে দেখি মনের কোনে,
ছায়ায় ঢাকা আছে যে মুখ
মিল্‌ছে কিনা তারি সনে।

চিন্‌ব কবে সেই সে হাসি
মূল্য দিয়ে অশ্রুরাশি,
বাষ্প ভরা আঁখির পাতে
উঠ্‌ল ফুটে রূপের লেখা।

—"সন্ধ্যাতারা"

কথা ও সুর—শ্রীপ্রসাদ বসু

স্বরলিপি—গৌরী সেনগুপ্তা *

II পা পা ণণা | পা মজ্ঞা -রসা I সরা -ণ্‌সা -গমা | গা মগা -মা I
বি জ ন০ | প থে০ ০র্‌ ব০ ন্‌০ ধু০ | আ মা০ র্‌

পমা পা -পা | মগা মা -গমা I গমপা মজ্ঞা -জ্ঞা | রা সা -রা I
জা০ নি ০ | জা নি ০ দি০০ বে ০ | দে খা ০

সা রসা রসা | ণ্‌া ধ্‌া -ণ্‌া I সগা গা মা | গা মগা মা I
প থে০ র০ | মা ঝে ০ প০ থি ক | বে শে০ ই

পা -ধপা ণণা | ধা পা -পা I ধধা পা মা | গা মগা -মা II
আ স্‌০ বে০ | তু মি ০ এ০ গি য়ে | এ কা০ ০

জানি জানি দিবে দেখা······ইত্যাদি ॥

---

* কুমারী গৌরী সেনগুপ্তা নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতার স্বরলিপি বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

II {পা ধপা ণধপা | ধা পমগা মা I পমা না ণর্সা | না র্সনা -র্সা I
তা ই০ ত০০ | স দা০০ ই স০ জা গ | আঁ খি০ ০

র্সা র্রর্সা র্মজ্ঞা | র্রা র্সা -া I র্রর্রা -ণা ণা | ধা পা -পা} I
সা ব০ ধা | নে ত্তে ০ মু০ ০ ক্ত | রা খি ০

পনা না না | না না -ধা I না র্সা র্সা | না র্সা -া I
এ০ গি য়ে | চ লি ০ স মু খ | পা নে ০

নর্সর্রা -র্রা র্সনা | ধা পা -া I পধা পা মা | মগা মগা -মা II
ল০০ ০ ক্ষ্য | ক রি ০ ধূ০ স র | রে খা০ ০

জানি জানি দিবে দেখা……ইত্যাদি।

II { সন্া ন্া -ন্া | ন্া ন্া -ধ্া I ন্া সা সা | ন্া সা -সা I
চে য়ে ০ | চে য়ে ০ স বা র | পা নে ০

ন্সা -রজ্ঞা জ্ঞা | রা জ্ঞা -জ্ঞা I রজ্ঞা মজ্ঞা -মজ্ঞা | রা সা -রা I
মি০ ০লি য়ে | দে খি ০ ম০ নে০ ০র্ | কো নে ০

রগা গা গা | গা গা -রা I গা মা -মা | গা মগা মা I
ছা০ যা র | ঢা কা ০ আ ছে ০ | যে মু০ খ

[রা সা -সা]
মপা -মপা মা | জ্ঞরা জ্ঞা -জ্ঞা I রজ্ঞা মজ্ঞা -মজ্ঞা | রা সা -রা } II
মি০ ০ল্ ছে | কি০ না ০ তা০ রি০ ০০ | স নে ০

II {পা -ণণা পা | মা জ্ঞমা জ্ঞমা I পা -না নর্সা | না র্সা -র্সা I
চি ০ন্ ব | সে ই০ সে০ হা সি সে০ | হা সি ০

নর্সা -র্জ্ঞা জ্ঞা | র্রা র্সা -া I র্রা -ণা ণা | ধা পা -পা} I
মৃ০ ০০ ল্য | দি য়ে ০ অ ০ শ্রু | রা শি ০

পনা না না | না না -ধা I না র্সা -র্সা | না র্সনা -র্সা I
বা স্ প | ভ রা ০ আঁ খি র্ | পা তে০ ০

নর্সর্রা র্রা -ণা | ধা পা -া I ধা পা -মা | গা মগা -মা II
উ০০ ঠ্ বে | ফু টে ০ রূ পে র | লে খা০ ০

জানি জানি দিবে দেখা…ইত্যাদি।

বাণী সঙ্গীত

শ্রীহরেন্দ্রনাথ ঘটক

আজি, এসগো জননী এস বীণাপাণি
বিশ্ব মুকুট ধারিণী
মোরা, পূজিব তোমার চরণ যুগল
এস মাগো শ্বেত-বরণী।

কণ্ঠে শোভে তব মণিমুক্তা হার,
কর হ'তে ওঠে বীণারি ঝঙ্কার,
এস এস ওগো ভারতি ভারতে—
জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি দায়িনী।

তব লাগি আজ ভারত সন্তান,
সাজায়েছে ডালা দিতে অর্ঘ্য দান,
লহ গো জননী দীনেরি অঞ্জলি
লহ গো হংস বাহিনী।

—"রূপালী"

মৃদঙ্গাচার্য্য ৺দীননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটী বোল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকানাইলাল হাজরা

ধামার বা ধর্ম্মতাল

ধামার তালে ১৪ মাত্রা দিলে অতি সহজ হয়। ইহা তেওরা তালের দ্বিগুণ, রূপক ও আড়া চৌতাল যদিও ইহার অন্তর্গত বটে তথাপি ছন্দের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। তেওরার ছন্দেও ১৪ মাত্রার হিসাবে ধামার তাল সঙ্গত করা প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। প্রথম মাত্রায় সম, পরে ছয় মাত্রার উপর একটী তাল ও ১১ মাত্রার উপর একটী তাল। এইরূপ নিয়মে গায়কেরা তিনটী তাল দিয়া থাকেন।

ঠেকা

```
                  ১        ১
   +   |    |   |    |    |    |
১। ধা  ঘেঁড়ে  নাগ্  ঘেড়ে  নাগ  ঘেড়ে  নাগ।
```

প্রকারান্তরে—

```
              ১        ১
+  |    |    |    |    |    |
ধা ঘেঁড়ে নাগ তেটে কতা গদি ঘেনে।
```

ধামার ও তেওরা উভয়ের এক বোলে সঙ্গত করা যায়, ঝাঁপতালও কৌশলক্রমে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পরম

```
                          ১
+   |    |    |    |    |    |
ধা তেটে তেটে ঘেঘে তেটে গদি ঘেনে

              ১
|    |    |    |    |    |    |
তাগে তেটে তেটে কেড়েধা কেটে গদি ঘেনে।
```

রেলা

```
+    |     |     ১
ধাৎ  ধেন্নাগ্  ধেন্নাগ  ধেন্নাগ

|     ১     |     +
ত্রেকে ধেনাগ ধেটেতেটে গদিঘেনে | ধা
```

বোল

```
+    |    |    |    |    ১    |
ধেটে তেটে তেটে তেরে কেটে তাগে তেটে

|   |    |    ১   |   |    |    |
কতা ঘেঘে তেটে কতা কৎ তেরে কেটে তাকতা

+   |   |   |    |    ১    |
ধেৎ তা দেৎ ধাগে তেটে তাগে তেটে

|    |    |    ১    |   |   |
তাগে দিগ্ নাগে তেটে কতা গদি ঘেনে |
```

তেহাই

```
+  |    |   |    |   ১   |
ধা দেন্ তা তেটে কতা গদি ঘেনে

|  |    |  ১   |   |   |    +
ধা দেন্ তা তেটে কতা গদি ঘেনে | ধা
```

ধামার সাত মাত্রায় ছয়টী পূর্ণ মাত্রা আর দুইটী অর্দ্ধ মাত্রায় এক মাত্রা।

```
       +     ০  ১  ০     ১  ০
যথা—  |  ৺  |  |  |  ৺  |  |
```

ইহাতে তিনটী তাল ও তিনটী শূন্য ও দুইটী অর্দ্ধমাত্রা আছে।

ঠেকা যথা—

\+ ৺ । ১ । ৺ ১ ।
ক ধেটে ধেটে ধা গদিনে দেনে তা

তেওরার ঠেকা—

তেওরার ৩৷৷০ সার্দ্ধ ত্রিমাত্রা বা সাত মাত্রার তাল কহে। ইহাতে তিনটী আঘাত।

যথা—

\+ । ১ । ১ ।
ধা ঘেঁড়ে নাগ ঘেড়ে নাগ্ ঘেড়ে নাগ্

আড়ি

\+
ধা গেদ্দে ঘেনে ধাগে তেটে তেটে কত্তেকে

১ ১
ধেকেটে গ্রেদেন তানেধা গেদেন তানে ধা
গ্রেদেন তানে | ধা

দুহাতি আড়ি (বাঁটের সময়)

\+ । । । ।
কতাগ্ দিঘেনে নাগেনে ত্রেগে গেদা ঘেনে

১ । । । ।
ক্রান্ ধেৎ তা ধেটেৎ তাগিনে তাকে

১ । । ।
ধেকেটে ক্রান ত্রেগে গেদাঘেনে | ধা

ক্রমশঃ

মৃদঙ্গ বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

ঝাঁপ তাল

\+ ১ ০ ২
৩৬২। তাঘেন্না ধা কতা ঘেনে তাদেৎ থুন্না ঘড়ান
\+
ঘড়ান ঘড়ান ধা

\+ ১ ০ ২
৩৬৩। কৎ তেটে ধেতা ঘেনে নাগ ধা ঘেনে নাগ
\+
তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে ধা

\+ ১ ০
৩৬৪। ঘেন তেরেকেটে তাগ গদিঘেনে নাগ কতা
২ +
কতা কত্রেকেটে তাগ দেৎ ধা

\+ ১ ০
৩৬৫। ধাগে তেটে ধাগে নাগ তেটে কত্রেকেটে
২ +
তাগ ত্রেকেটে তাগ দি কেটে তাগ ধা

\+ ১
৩৬৬। ধা তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে
০ ২
তাগ তাগ তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে তাগ
\+
তেরেকেটে তাগ ধা

\+ ১ ০ ২
৩৬৭। ধাগে তেটে ধেটে কতা ঘেনে নাগ দিগ
\+
তাগ তেটে কতেটে তাগেনে তাগে তেটে
০ ২ |+
ধেটে তেটে কতা কড়ান কড়ান দেৎ ধা

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

ভৈরবী—দাদ্‌রা (জলদ)

হাঁরে মোরে বাঁকে বন্‌ওয়ারী, ম্যয় চেরি তেহারী
কঁহি মেরা ভুলা নাহি ধ্যান।
এ কহিঁ মেরা ভুলা নাহি ধ্যান,
মোরে দিল্‌কো ভাঁতা নাহি প্রাণ।
পেয়ারে যোগিকে ম্যয় যোগন্ বন্নুঙ্গি,
গেরুয়া রঙ্গাউ বিধান।
দাসী চরণোকি বন্‌কে ম্যয়, সেরা করুঁ,
(দাসী চরণোমে তেরে, ম্যয় বন্‌কে রহুঁ)
মোরে দিল্‌কো ছুখানা না জগ্‌মে হাঁসানা,
জিলানা এ বেলি হুয় রস্‌কি বনি।
আন পড়ি মোপে বিপ্‌তা বিশরত ধ্যান,
মোরে দিলকো ভাঁতা নাহি প্রাণ ॥

সুর—মাষ্টার পূরণ (কোরিন্থিয়ন থিয়েটার)   স্বরলিপি—শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী (গোপাল বাবু)

+ । । ২ । ।   + । । ২ । । +
ঠেকা—১। ধা ধি না | ধা তি না | ধা··· ২। ধা ধিন্ ধাড়াঘেনে | তা তিন্ তাড়াকেনে | ধা······

আস্থায়ী

[জ্ঞঋা]
II {সা জ্ঞা ঋা | সা ণ্‌া সা I সা মা মা | মা মা মা I
হাঁ ০ রে | মো ০ রে বাঁ ০ কে | ০ ব ন্

মা পা মপা | দা পা মা I মজ্ঞরা রা মজ্ঞা | জ্ঞা মা -া I
ও য়া রী ০ | ০ ম্য য় চে ০ ০ রি ০ | ০ তে ০

জ্ঞা রা জ্ঞা | সা ঋা সণ্‌া I সা ঋা জ্ঞা | মা জ্ঞা -া I
হা ০ রী | কঁ ০ হি ০ মে ০ রা | ০ ভু ০

ঋা সা ণ্‌া | দ্‌া ণ্‌া -া I সা (ঋা জ্ঞা | মা -া মা) সা সা I
লা ০ না | ০ হি ০ ধ্যা (০ ০ | ০ ০ ন) ০ ন

"-া -া -া"} | {ণ্সা জ্ঞমা পা I দা -া দা | দা -া দা I
০ ০ ০ | এ০ ০০ ০ ক ০ হিঁ | মে ০ রা

-া দা -া | দা -া দা I পা মা -া | গা মা পা I
০ স্থু ০ | না ০ না ০ হি ০ | ধ্যা ০ ০

দা পা মা | গা পমা মা I সা পা মা | জ্ঞা রা মজ্ঞা I
০ ০ ০ | ০ ০ ন যো ০ রে | দি ন্ কো

জ্ঞা -া ঋা | সা -া ণ্দ্া I দ্া ণ্া -া | সা (ঋা জ্ঞা I
০ ০ ভাঁ | তা ০ না ০ হি ০ | প্রা (০ ০

জ্ঞমা মা মা) সা সা | "-া -া -া"} I জ্ঞঋা জ্ঞা ঋা | ... ...
০০ ০ ণ) ০ ণ | ০ ০ ০ হাঁ ০ রে |

সা -া সা | "-া -া -া" II
ধ্যা ০ রে | ০ ০ ০

অন্তরা

II পা পা মজ্ঞা | জ্ঞা মা -া I জ্ঞঋা ঋা সঋা | সা সণ্া ণ্া I
পে য়া রে০ | ০ যো ০ পি০ ০ কে০ | ০ ম্য০ র

সা -া জ্ঞা | জ্ঞজ্ঞা মা -া I জ্ঞমা পদা দা | পা -া -া I
যো ০ গ | ০ন্ ব ০ স্থ০ ০০ ০ | জি ০ ০

মা মা পা | -া দা -া I র্সণা র্সণাধ -া | পা -া দা I
গে ক য়া | ০ র ০ জা ০ ০ | উ ০ বি

(পা -া ধা) | পদা ণর্সা র্ঋা I { ণর্সা -া র্সা | র্সা র্সা র্সা I
(ধা ০ ন) | ধা০ ০০ ন দা ০ সী | চ র ণো
দা ০ সী | চ র ণো

-া র্সা -া | ণা ধা ণা I -া মা -া | পা দা দা I
০ বি ০ | ব ন্ কে ০ ম্যয় ০ | সে ০ ০
০ মে ০ | তে ০ রে ০ ম্যয় ০ | র ন্ ০

র্সণা র্সণাধ দা | (পদা ণর্সা র্ঋা) I দা পা -া} | [জমা] {গমা পপা দা I
রা০ ০ ক | ক০ ০০ ০ ০ ক ০ | মো০ ০০ রে
কে০ ০ র | হ০ ০০ ০ ০ হ ০ |

দা দা দা | -া দা -া I দা -া দা | পা মা -া I
দি ন্ কো | ০ ছ ০ খা ০ না | ০ না ০

গা মা ণা | -া দা পা I -া গমা -া} | {"-া" সণ্া সা I
জ গ মে | ০ হাঁ সা ০ না ০ | জি০ না

ঋা পা -া | মা -া -া I জ্ঞা ঋা সা | -া ণ্া ণ্া I
০ না ০ | এ ০ ০ বে ০ লি | ০ হা য়

সা	ঋা	-া	|	মজ্ঞর	জ্ঞা	মজ্ঞার	I	সা	-া	-া}	|	ঋা	-া	সা	I
র	স	০	|	কি	০	ব		নি	০	০	|	আ	০	ন	
ণ্া	সা	জ্ঞা	|	মা	-া	জ্ঞা	I	মা	পা	জ্ঞা	|	মা	দা	ণা	I
প	ড়ি	মো	|	পে	০	বি		প	ভা	বি	|	স	র	ভ	
সা	ণা	দা	|	পা	মা	জ্ঞা	I	ঋা	সা	সা	|	সা	পা	মা	I
ধ্যা	০	০	|	০	০	০		০	০	ন	|	মো	০	রে	
জ্ঞা	রা	রা	|	জ্ঞা	মা	গা	I	ঋা	সা	ণ্দ্া	|	-া	ণ্া	-া	I
দি	০	ল্	|	কো	০	ভাঁ		তা	০	না	|	০	হি	০	
সা	ঋা	জ্ঞা	|	মা	-া	মা	II								
প্রা	০	০	|	০	০	ণ									

গান

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর বি-এ

আমার সোণার বাংলা মাগো
আমি তোমায় ভালবাসি

তোমার মুখের মধুর হাসি
যায় কি ভোলা, অবিনাশী
পরশ লোভী তাই তো আমি
তোমার বুকে ফিরে আসি,

তোমার নদীর তটের কোলে
জটিল বটের মাথা দোলে
কাশ কুসুমে মাথা তোলে
শ্যামল স্নেহে উল্লাসি'।

আকাশ ভরা জোছ্না আলো
দখিনা হাওয়া মন ভুলালো
ধানের খেতে সোণার আলো
লুটিয়ে প'ড়ে উচ্ছাসি'।

তোমার স্নেহের আঁচল ছাড়ি
চাইনা হতে পরবাসি
আমার সোণার বাংলা মাগো
আমি তোমায় ভালবাসি॥

তিলানা

ভূপালী—জলদ-ত্রিতাল

দেরে দেরে তাদিয়ানা রে তা ত্রিম্ তা ত্রিম্ তা।
নানা দেরে তা দা রে দানি তা না না,
দেরে না তা না না দেরে না তা না না,
তা না তোম্ দেরে তা রে দানি ॥

না দের্ দের্ ত্রিম্ দের্ দের্ দের্ ত্রিম্ ত্রিম্ তা না না,
তা হুম্ দেরেনা তা হুম্ তা দেরেনা তা রে দানি,
না দের্ দের্ ত্রিম্ দের্ দের্ দের্ ত্রিম্ ত্রিম্ তা না না,
তা না তোম্ দেরে তা রে দানি ॥

রচনা—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

অস্থায়ী

	০				১				+				৩				
II	ধা	ধা	পা	পা	গা	রা	সা	রা	পা	-গা	-া	পা	গা	-রা	-া	সা	I
	দেরে	দেরে	তা	দি	য়া	না	রে	তা	ত্রি	ম্	০	তা	ত্রি	ম্	০	তা	
	সা	সা	সা	সা	সা	গা	রা	গা	গা	রা	সা	সা	সা	সা	সা	রা	I
	না	না	দে	রে	তা	দা	রে	দা	নি	তা	না	না	দে	রে	না	তা	
	রা	রা	সা	সা	রা	গা	গা	গা	গা	রা	গা	পা	গা	রা	সা	সা	I
	না	না	দে	রে	না	তা	না	না	তা	না	তোম্	দেরে	তা	রে	দা	নি	

অন্তরা

	+				৩				০				১				
II	গা	গা	গা	পা	-া	পা	পা	পা	র্সা	-ধা	-া	র্সা	-া	র্সা	র্সা	র্সা	I
	না	দের্	দের্	ত্রিম্	০	দের্	দের্	দের্	ত্রি	ম্	০	ত্রিম্	০	তা	না	না	
	র্সা	র্সা	-র্রা	র্রা	র্রা	র্রা	র্রা	র্রা	র্গা	র্রা	র্সা	র্সা	র্সা	ধা	পা	পা	I
	তা	হু	ম্	দে	রে	না	তা	হুম্	তা	দে	রে	না	তা	রে	দা	নি	

৭

সা সা সা গা | -া পা পা পা | র্সা -ধা -র্রা র্সা | -র্সা ধা পা পা I
না দের্ দের্ দ্রিম্ | ০ দের্ দের্ দের্ | দ্রি ০ ম্ দ্রি | ম্ তা না না

গা রা গা পা | গা রা সা সা II
তা না তোম্ দেরে | তা রে দা নি

তান ঃ—

+ ৩
১। সরা -গপা -ধর্সা -ধপা | -ধপা -গপা -রগা -সরা II
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০

+ ৩
২। গপা -ধর্সা -র্রর্গা -র্রর্সা | -ধর্সা -ধপা -গরা -সরা II
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০

০ ১ +
৩। গরা -গপা -ধর্সা -ধপা | -ধপা -ধর্সা -র্রর্গা -র্রর্সা | -ধপা -গপা -গরা -সধ্‌া |
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ |

৩
-সরা -গপা -গরা -সসা II
০০ ০০ ০০ ০০

০ ১ +
৪। সরা -গরা -গপা -ধপা | -গপা -ধপা -গরা -গপা | -ধর্সা -ধপা -গরা -গপা |
আ০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০০ |

৩
-ধপা -গপা -গরা -সরা II
০০ ০০ ০০ ০০

বাণী-বন্দনা

ইমন-কল্যাণ—একতালা

এস মা ভারতি বাণি।
হৃদয়-সরোজে বিছায়ে রেখেছি কোমল আসন খানি।

তোমার বীণার মধু ঝঙ্কারে
ডুবায়ে বিশ্ব অমৃত ধারে
অমল-রাতুল-কমল-গন্ধ-চরণে লহ মা টানি'।

অন্তরে দাও গান সুমধুর,
নীরব কণ্ঠে ভরি দাও সুর ;
প্রাণের আরতি বন্দনা তব গাহিব মা বীণাপাণি।

নয়ন ভ্রমর ও রূপ ধেয়ানে
রহুক মাজিয়া তব নাম গানে ;
তোমার প্রসাদে মোহ যাবে দূরে মর্ম্মের দুখ গ্লানি।

কথা—শ্রীঅজিতনাথ লাহিড়ী

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী আলো সেন

II	{সা	গা	রা	|	পা	মা	গা	|	সরা	সরগা	সা	|	সা	-া	-া}	I
	এ	স	মা	|	ভা	র	তি	|	বা০	০০০	ণি	|	০	০	০	

সা	সরা	ন্‌া	|	সা	গা	হ্মা	|	পা	না	ধা	|	হ্মা	ধা	পা	I
হৃ	দ০	য়	|	স	রো	জে	|	বি	ছা	য়ে	|	রে	খে	ছি	

র্সা	র্গা	র্রা	|	র্সা	না	ধা	|	ধনা	ধর্সা	পধা	|	পহ্মা	গরা	সন্‌া	II
কো	ম	ল	|	আ	স	ন	|	খা০	০০	০০	|	নি০	০০	০০	

II পা ধা পা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I
তো মা য় | বী ণা র | ম ধু ঝ | ঙ্ কা রে

ধা ধা না | ধনা সর্রা র্রা | নর্সা ধা পা | -হ্মা ধা পা I
ডু বা য়ে | বিo o o শ্ব | অo মৃ ত | o ধা রে

র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | না না ধা | পহ্মা গরা গা I
অ ম ল | রা তু ল | ক ম ল | গন্ o o ধ

গা হ্মা ধা | না না না | র্সনা ধনা সর্রা | র্সা -া -া II
চ র ণে | ল হ মা | টাo oo oo | নি o o

II সা সা সা | সা রা ন্‌া | সগা গা গা | হ্মা গা -া I
অ ন্ ত | রে দা ও | গা ন সু | ম ধু র

হ্মা হ্মা হ্মা | পা হ্মা হ্মা | গা হ্মা পনা | ধনা পা -া I
নী র ব | ক ন্ ঠে | ভ রি দাo | oও সু র

না না না | ধা পা পা | হ্মা পা হ্মা | গা মা গা I
প্রা ণে র | আ র তি | ব ন্ দ | না ত ব

ন্‌া রা গা | পা গা রা | ন্‌া রা সা | -া -া -া II
গা হি ব | মা বী ণা | পা o ণি | o o o

II	পা	ধা	পা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	I
	ন	য়	ন	ভ্র	ম	র	ও	রূ	প	খে	য়া	নে	
	ধা	ধা	না	ধনা	র্সর্রা	র্রা	নর্সা	ধা	পা	ক্ষা	ধা	পা	I
	র	হ	ক	ম০	ছি০	য়া	ত০	ব	না	ম	গা	নে	
	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	না	না	ধা	পক্ষা	গরা	গা	I
	তো	মা	র	প্র	সা	দে	মো	হ	যা	বে০	দু০	রে	
	গা	ক্ষা	ধা	না	না	না	র্সনা	ধনা	র্সর্রা	র্সা	-া	-া	II II
	ম	র	মে	র	দু	খ	গ্লা০	০০	০০	নি	০	০	

সমালোচনা

সাত সাগরের পারে—কুমারী অমলা নন্দী প্রণীত। ১০নং চৌরঙ্গী রোড, ইকনমিক জুয়েলারী ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীযুক্ত অশোক নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

কুমারী অমলা নন্দীকে আমরা নৃত্যকুশলা হিসাবেই জানিতাম, কিন্তু সাহিত্য-রচনায়ও যে তাঁর বিশেষ অধিকার আছে, তাহা আলোচ্য পুস্তকটি পাঠ করিলেই বেশ প্রতীয়মান হয়। এই পুস্তকখানি তাঁহার পিতার সহিত বিলাত ভ্রমণের কাহিনীগুলি সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভ্রমণ কাহিনী লিখিতে গিয়া অনেকেই শুধু কতকগুলি মনোহর দৃশ্যের বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকে লেখিকা তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দিয়া উক্ত দেশবাসীদের আচার পদ্ধতি, আহার বিহার প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের গতি-বিধিগুলিই বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকটী পাঠ করিলে বিলাতের অনেক অজ্ঞাত বিষয়ও জ্ঞাত হওয়া যায়। লেখিকার রচনাভঙ্গী এবং ভাষার সমাবেশ সরল ও সুপাঠ্য। বহু চিত্রে সুশোভিত, ছাপা ও বাঁধাই মনোরম। আশা করি পুস্তকখানি সাধারণের নিকট সমাদৃত হইবে।

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

গীতিকা—শ্রীসুশীলকুমার সেন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকে ৮৯টী গান প্রকাশিত হইয়াছে। গানগুলি ভাব ও ভাষায় অনবদ্য হইয়াছে। সুর সংযোগে গানগুলি সুগীত হইবে বলিয়া মনে হয়। লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে নবাগত হইলেও রচনার মধ্যে তাহার বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী গানের পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।—

যখন আমায় ডাক দিয়েছ প্রিয়
তখন ঘরের বাঁধন ছিন্ন করে
বাহির হ'তে দিও।

* * *

কেন দূরে থেকে কর ছলনা
চোখের ভাষায় কি কথা জানাও
মুখ ফুটে কেন বলনা।

* * *

জীবন যখন ফুরায়ে যাবে
ক্লান্ত দিনের শেষে
তখন তুমি সম্মুখে মোর
দাঁড়ায়ো বারেক এসে।

লেখকের রচনা-কৌশল প্রশংসনীয়। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

চাঁদনী চক্—কাজী মোহাম্মদ মোজাফ্ফর হোসেন কাফী প্রণীত ও নওগাঁ, রাজসাহী হইতে রচয়িতা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বারো আনা।

আলোচ্য পুস্তকে একুশটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের কয়েকটী কবিতা আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। যেমন 'আলমগীর' 'বিশ্বনবী' 'ইস্‌লাম' 'অতীত ও বর্ত্তমান' প্রভৃতি শীর্ষক কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই। কয়েকটি কবিতার মিল রাখিতে গিয়া শব্দ সংযোগে সামান্য ত্রুটী ঘটিয়াছে। আশা করি ভবিষ্যতে লেখক এবিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইবেন। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখরোগের চিকিৎসা—অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী প্রণীত। ঢাকা সাধনা ঔষধালয় হইতে শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

অধ্যাপক যোগেশবাবু চিকিৎসা বিষয়ক এই পুস্তক-খানি প্রকাশ করিয়া সাধারণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিলে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখের ব্যাধি প্রভৃতির প্রতিকার ক্রিয়া সহজেই উপলব্ধি করা যায়। প্রতি গৃহস্থেরই পুস্তকটী গৃহে রাখা কর্ত্তব্য। পুস্তকটীর বহুল প্রচার কামনা করিয়া অধ্যাপক যোগেশ বাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সংবাদ

পরলোকে মহামান্য সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ

গত ২০শে জানুয়ারী রাত্রি ১১-৫ মিনিটে গ্রেট ব্রিটেনের অধীশ্বর এবং ভারতবর্ষের মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মাত্র একাত্তর বৎসর বয়সে আত্মীয় স্বজন, পুত্র পৌত্রাদিগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন লণ্ডনের মার্লবরা হউসে সম্রাটের জন্ম হয়। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড ও সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রার পুত্র কন্যাগণের মধ্যে একমাত্র সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জই জীবিত ছিলেন। সম্রাটের শিক্ষারম্ভ মাত্র চারি বৎসর বয়সেই হইয়াছিল। বার বৎসর বয়সে তিনি (১৮৭৭ খৃঃ) বৃটানিয়া জাহাজে নৌবিদ্যা শিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ডিউক অফ টেকের কন্যা রাজকুমারী মেরীর সহিত তাঁহার শুভ-পরিণয় হইয়াছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যুবরাজ সম্রাট প্রথম ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়াছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু হইলে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ২২শে জুন ওয়েষ্টমিনিষ্টার গির্জ্জায় সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ ও মেরীর শুভ রাজ্যাভিষেক হয়। এই বৎসরেই ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ভারতে রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। ভারতে ইংলণ্ডেশ্বর ভারত-সম্রাটের রাজ্যাভিষেক এই প্রথম। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে মহাসমর বাধিলে ৪ঠা আগষ্ট ইংলণ্ড জার্ম্মানীর বিপক্ষে এই মহাযুদ্ধে যোগদান করিল। সম্রাটের মৃত্যুতে সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এক গভীর শোকোচ্ছ্বাস স্বতস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সম্রাট ছিলেন প্রজাবৎসল ও প্রজানুরঞ্জন-

কারী। আজ সমগ্র পৃথিবী হারাইল একজন প্রকৃত মঙ্গলকামী মহাপুরুষকে। এই বিশ্বব্যাপী গভীর শোক

নিবেদনে যোগদান করিয়া আমরা তাঁহার অমরাত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করিতেছি।

পরলোকে মন্মথনাথ দে

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে চাঁপাতলা নিবাসী প্রবীন শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ দে মহাশয় আর ইহলোকে নাই। গত ২৯শে জানুয়ারী বুধবার প্রাতে আত্মীয়-বর্গকে শোক সাগরে নিমজ্জিত করিয়া মাত্র ৭০ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। স্বর্গীয় মন্মথবাবু বঙ্গীয় বৈশ্য সূত্রধর সভার একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ও সভ্য ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে উক্ত সভার যে কিরূপ ক্ষতি হইল, তাহা অবর্ণনীয়। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জানাইয়া পবিত্র আত্মার শান্তিকামনা করিতেছি।

সঙ্গীত-সাধনায় বাঙ্গালী বালকের কৃতিত্ব

গত নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় সঙ্গীত বিশারদ স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান অশেষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের ছয়টি বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার এই কৃতিত্বের জন্য সাধারণ কর্ত্তৃক দুইটী এবং নিখিল-বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হইতে ৭টী পদক প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীমানের বয়স মাত্র ১২ বৎসর আশা করি, সঙ্গীত-চর্চ্চায় শ্রীমান্ তাহাদের বংশ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে

সক্ষম হইবে। ঈশ্বর সমীপে বালকের ক্রমোন্নতি কামনা করিতেছি।

সঙ্গীত জল্‌সা

গত ১৬ই মাঘ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রী৺সরস্বতী পূজা উপলক্ষে কালীঘাট সঙ্গীত-কলাপীঠ ভবনে উক্ত সঙ্গীত কলাপীঠের সম্পাদক শ্রীযুত কালীপদ ভট্টাচার্য্যের পরিচালনায় একটি সঙ্গীত জল্‌সা হইয়া গিয়াছে। উক্ত জল্‌সায় প্রথমে সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুত বিপিন বিহারী চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সরকার খেয়াল গান করিয়া সকলকে আনন্দ দান করেন। তৎপর কুমারী বীণাপাণি ঘটক কুমারী ঝর্ণাবাণী সাহা ও কুমারী মণিকা সাহার গান ভাল হইয়াছিল। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুত বিপিন বিহারী চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র শ্রীযুত সুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুমধুর টপ্পা গান গাহিয়া সকলকে আনন্দ দান করিয়াছিলেন। সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ছাত্র শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য খেয়াল ও ঠুংরী গান গাহিয়া সভাস্থ ভদ্রমহোদয়গণকে মুগ্ধ করেন, তৎপরে কুমারী রেণুকা সাহা এবং প্রসিদ্ধ সেতার বাদক শ্রীযুত

অবিনাশচন্দ্র দাসের (হাসাবাবু) সুমধুর সেতার বাদ্য বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। অতঃপর নিউ থিয়েটার্সের প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুত পাহাড়ী সান্যাল মহাশয় খেয়াল ও বাংলা গান গাহিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। তৎপর শ্রীযুত ভূপতিচরণ মুখোপাধ্যায়ের সুমধুর গানের পর সভা ভঙ্গ হয়। সকলের সহিত তবলা সঙ্গত করিয়াছিলেন শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য। একাধারে গানের সহিত সঙ্গত ও যন্ত্রের সহিত সাজ-সঙ্গত শুনিয়া সকলেই বিশ্বেশ্বরবাবুকে প্রশংসা করিয়াছেন।

হিন্দুস্থান সঙ্ঘ

গত ২৬শে জানুয়ারী হাওড়া, শিবপুর পাব্লিক্ লাইব্রেরী হল-গৃহে হিন্দুস্থান সঙ্ঘের উদ্যোগে তাঁহাদের শিল্প-প্রদর্শনীর ২য় বার্ষিক অধিবেশন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই প্রদর্শনীতে হাওড়া ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের দ্বারোদ্ঘাটন করিবার কথা ছিল, কিন্তু বিশেষ কোন কার্য্যবশতঃ মৃত্যুতে তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় স্থানীয় প্রবীন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। উদ্বোধন সঙ্গীতাদির পর সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে সম্রাটের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করিয়া উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে দণ্ডায়মান হইয়া সম্রাটের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে অনুমতি করেন। তৎপর প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য এবং হিন্দুস্থান সঙ্ঘের কর্ম্মকুশলতার জন্য তাহাদিগকে আন্তরিক প্রশংসা জ্ঞাপন করেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদাদির পর প্রদর্শনীর সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনী সেন ও শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন আশ মহাশয়দ্বয় চিত্রাদির বিষয় বস্তুগুলি সাধারণকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। প্রদর্শনীর চিত্রাদির মধ্যে শিল্পী যামিনী রায়, অবনী সেন, গোবর্দ্ধন আশ, ইন্দু রক্ষিত, হরিধন দত্ত, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীগণের চিত্রাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, মহিলাগণের সূচীকার্য্যও প্রশংসনীয়। প্রদর্শনীতে কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন। আমরা উক্ত অনুষ্ঠানের সর্ব্বতোভাবে সাফল্য কামনা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীযুক্ত স্মরজিৎকুমার মৌলিক এম্, এ

উদীয়মান তরুণ-কবি শ্রীযুক্ত স্মরজিৎকুমার মৌলিক মহাশয়ের নাম সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকার পাঠক-পাঠিকার নিকট অবিদিত নহে। তিনি সঙ্গীত বিজ্ঞান

প্রবেশিকার নিয়মিত সঙ্গীত রচয়িতা। তাঁহার গানগুলি ভাব ও ভাষার মাধুর্য্যে অনুপম। স্মরজিৎবাবু বৈষ্ণব-সাহিত্যেও বিশেষ অধিকার আছে। আমরা এই তরুণ কবির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত।

বাসন্তী বিদ্যাবীথি

গত ২রা ফেব্রুয়ারী রবিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় বাসন্তী বিদ্যাবীথি ভবনে বাণীপূজা উপলক্ষে একটী সঙ্গীত জল্সার আয়োজন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে কলিকাতার সুবিখ্যাত সঙ্গীতকলাবিৎ প্রফেসর রামকিষণ মিশ্র, ওস্তাদ গফুর খাঁ এবং শ্রীযুক্তা মায়া দেবী তাঁহাদের সুললিত কণ্ঠে কয়েকখানি খেয়াল ও ঠুংরী গান গাহিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। রামকিষণ মিশ্রজীর সেতার বাদনও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ১২ ঘটিকার সময় অনুষ্ঠান ভঙ্গ হয়।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

স্বর্গীয় রজনীনাথ সিংহ দেব বাহাদুর

১২শ বর্ষ ফাল্গুন, ১৩৪২ সাল ১১শ সংখ্যা

সঙ্গীতসাধক স্বর্গীয় রজনীনাথ সিংহদেব বাহাদুর

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

একদা সঙ্গীতচর্চ্চায় বঙ্গদেশের মধ্যে বিষ্ণুপুর শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার সম্যক্ পরিচয় গুণীসমাজের নিকট নূতন করিয়া দিবার নহে। এই সঙ্গীতচর্চ্চার বিকাশলাভ মাননীয় বিষ্ণুপুরাধিপতিগণের অনুগ্রহ-দৃষ্টিতেই সম্ভব হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গীতশিল্পীদিগকে নিজসভায় আনয়নপূর্ব্বক সাধারণের মধ্যে তাঁহাদের কলাবিদ্যার পরিচয় প্রদান করা এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে মানবের স্পৃহা ও অনুরাগ বৃদ্ধি করিতে বিষ্ণুপুর রাজগণ অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। বাংলার তদানীন্তন অবস্থা ভাবিতে গেলে আজ শুধু হতাশার নিশ্বাসই নির্গত হয়। তখন সঙ্গীত ছিল সাধনার বস্তু, সাধক সাধনার মধ্যে আজীবন আত্মনিয়োগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে তৎপর হইতেন। আর অধুনাতন মানব চায় অল্প সাধনার মধ্য দিয়া গৌরব লাভ করিতে। যাহা মানুষের কাম্য, তাহার পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া চাই একাগ্র সাধনা, তবেই সাধনা ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ আশু সম্ভব।

বক্ষ্যমান প্রবন্ধে বিষ্ণুপুরের রাজবংশ সম্ভূত কুচিয়াকোল নিবাসী জনৈক সাধকের সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র আঁকিবার প্রয়াস পাইয়া কৃতজ্ঞ বোধ করিতেছি। স্বর্গীয় জীবন সিংহ দেব বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র রজনীনাথ সিংহের নাম সঙ্গীত-জগতে বিশেষরূপে বিদিত না থাকিলেও তিনি যে একজন প্রকৃত গুণী ছিলেন, সে বিষয় কোনরূপ সন্দেহ নাই। তাঁহার পরিচয় দিবার পূর্ব্বে বিষ্ণুপুর রাজগণের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি।

বিষ্ণুপুরের মহারাজ চৈতন্য সিংহ দেব বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র নিমাই সিংহ দেব বাহাদুর বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কুচিয়াকোলে বিষ্ণুপুর রাজগণের জমীদারী থাকা হেতু নিমাই সিংহ তথায় আসিয়া বসবাস স্থাপন-পূর্ব্বক জমীদারী কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। নিমাই সিংহের পুত্র বীরসিংহ দেব বাহাদুর। বীরসিংহের দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাবল্লভ সিংহ এবং কনিষ্ঠপুত্র জীবন সিংহদেব বাহাদুর। জীবন সিংহ বাহাদুরের তিন পুত্র। যথা—রঘুনাথ সিংহদেব, নলিনীনাথ সিংহদেব এবং কনিষ্ঠ রজনীনাথ সিংহদেব বাহাদুর। রজনীনাথের সঙ্গীতানুরাগ অতি শৈশবেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। শৈশবকাল হইতেই তিনি সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেন। রজনীনাথের পিতামহ নিমাই সিংহ একজন প্রসিদ্ধ বীণকার ছিলেন। তাঁহার বীণাবাদনে সঙ্গীতসভা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইত। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত ওস্তাদগণ কুচিয়াকোলে প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। তদানীন্তন সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কেশরী স্বর্গীয় অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও যদু ভট্ট মহাশয়দ্বয় উক্ত রাজ-দরবারে সভাগায়ক ছিলেন। তৎপরে অর্থাৎ রাধাবল্লভ সিংহদেব বাহাদুরের পুত্র বিবিধগুণালঙ্কৃত যোগেন্দ্রনাথ সিংহদেব বাহাদুর ও রঘুনাথ সিংহদেব বাহাদুরের সময়ে ভারত বিখ্যাত সঙ্গীতবিশারদ র প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত দরবারে নিযুক্ত ছিলে তৎসময়ে যোগেন্দ্রনাথ ও রজনীনাথ উভয়েই রামপ্রসন্নব নিকট রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা করিতেন। রজনী সুরবাহার যন্ত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলে কণ্ঠসঙ্গীতের মধ্যে টপ্পা ও ঠুংরীই বিশেষরূপে আয়ত্ত করেন। রামপ্রসন্নবাবুর সুশিক্ষায় তাঁহারা সঙ্গীতসাধ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রজনীনাথ নিজে যেমন ছিলেন গুণীর সম্মান রাখিতেও তিনি তদ্রূপ আ প্রকাশ করিতেন। বিপুল অর্থের অধিকারী হই তিনি ছিলেন সামান্য ব্যক্তির মত নিরহঙ্কারী। পরদু কাতর রজনীনাথ দাতা হিসাবেও ছিলেন মুক্তহ ১২৬৮ সালে তাঁহার জন্ম হয়। আজ আট বৎসর হ তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিষ্ণু তথা সমগ্র বঙ্গদেশ হারাইয়াছে একজন নীরব সাধকে বিষ্ণুপুর রাজগণের অনুগ্রহে বাংলায় উচ্চ সঙ্গীতের প্র সম্ভব হওয়ায় আজ সমগ্র বাংলায় সঙ্গীত বিশেষভ প্রচলিত হইয়াছে। পরিশেষে বিষ্ণুপুর রাজগে বদান্যতায় মুগ্ধ হইয়া রজনীনাথের পরলোকগত আত্ম শান্তিকামনা করিতেছি।

গান

শ্রীজগদীশচন্দ্র পাল

মোর মন্দিরে বৃথা বন্দিনু কারে
বন্দনা গীতি গাহি'।
কতো পূর্ণিমা রাতি ব্যর্থ হয়েছে
তবু তো বিরতি নাহি!
আরতি তোমার করেছি নিত্য,
চিত্ত নিঙারি' সেজেছি রিক্ত;
ঝরি' শেফালিকা শূন্য মালিকা,
আঁখি তবু পথ চাহি।

হে পাষাণ, ওই পূজা-বেদীতল
নিয়েছে আমার কতো আঁখি জল!
আজি নিরাশা-সায়র পার হ'য়ে এসো
স্বপনের তরী বাহি'।
জীবন মরণ, দুই হ'ল ভার,
অসাধ্য সাধন দেয় না ক পার,
ওহে সুন্দর, তুমি কাণ্ডারী
তোমারে হেথায় চাহি।

স্বরলিপি

ভৈরবী—ঢিমা-তেতালা
(ঠুম্‌রী)

খুলি খুলি জায়রে সাঁবলিয়ানে
জাদু ডারা মেরা বাজুবন্দ।
জাদু ডারা তুনে ভলা কিয়ারে
অচরা খুলি খুলি জায়রে বাজুবন্দ॥

রচনা—কদর। স্বরলিপি—স্বর্গীয় রজনীনাথ সিংহদেব বাহাদুর

আস্থায়ী

২´ ৩ ০ ১
জ্ঞমা পদা II পাঃ পঃ পা -া | -া -া জ্ঞজ্ঞা পপা | -া -া -া গপা | -দা -া -া গপা I
খুলি খুলি জা য় য়ে ০ | ০ ০ সাঁব লিয়া | ০ ০ ০ নে০ | ০ ০ ০ জা

২´ ৩ ০ ১
-জ্ঞা -া -া -া | মজ্ঞসা -জ্ঞমপা -দদপা -মজ্ঞমা | জ্ঞঋা -া -া -া | সা -া ণ্‌সজ্ঞা -মপদা I
০ ০ ০ ০ | দু০০ ০০০ ০০০ ০০০ | ডা ০ ০ ০ | রা ০ মে০১ ০০০

২´´ ৩ ০
-ণণদা -পমজ্ঞা -মপদা -দপা | -মজ্ঞরা -জ্ঞপদা ণঃ ঋা মঃ | জ্ঞরা জ্ঞা -া মঋজ্ঞা |
০০০ ০০০ ০০০ ০০ | ০০০ ০০০ ০ রা ০ | বা০ জু ০ ব০০ |

১
-জ্ঞঋসা -ণ্‌সা
০০০ ০ন্দ

অন্তরা

২´ ৩ ০
পা পদা II পা -া -া দপা | দণা পণদা পা -া | -মপা -মদা -পমা -জ্ঞমজ্ঞা |
জা দু ভা রা ০ ০ তুনে | ভলা কি০০ য়া ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ রে ০ ০ |

১ ২´ ৩
জ্ঞঃ সঋঃ ণ্সা ণ্সজ্ঞা -মপদা I -ণণদা -পমজ্ঞা -মপদা -দপা | -মজ্ঞরা -জ্ঞপদা -ণঃ -ঋা -মঃ |
০ ০ ০ অচরা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ |

০ ১
জ্ঞরা জ্ঞা -া সঋজ্ঞা | -জ্ঞঋসা -ণ্সা
বা০ জু ০ ব০০ | ০ ০ ০ ০ন্দ

কর্ণাটী রাগ রাগিণী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীমণিলাল সেনশর্ম্মা

দক্ষিণী 'নাট-ভৈরবী মেল' আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে আশাবরী নামে পরিচিত। এইগুলিতে কোমল গ, ধ ও ন, ব্যবহৃত হয়।

'নাট ভৈরবী মেল' (কর্ণাটী)

রাগের নাম	আরোহণ	অবরোহণ
শুদ্ধ দেশী—	স র ম প দ ণ র্স	র্স ণ দ প প জ্ঞ র স
ভৈরবী—	স জ্ঞ র জ্ঞ ম প দ ণ র্স	র্স ণ দ ম প ম জ্ঞ র স
রীতি গৌল—	স জ্ঞ র জ্ঞ ম ণ দ ণ র্স	র্স ণ দ ম জ্ঞ ম প ম জ্ঞ র স
আনন্দ ভৈরবী—	স জ্ঞ র জ্ঞ ম প র্স	র্স ণ দ প ম জ্ঞ র স
ঐ মতান্তরে	স জ্ঞ র স জ্ঞ ম প দ প ণ র্স,	র্স ণ ধ ম প ম জ্ঞ র স
নাট মঙ্গল	স জ্ঞ জ্ঞ ম প দ ণ র্স,	র্স ণ দ প ম র জ্ঞ র স
শুদ্ধ ধন্যাশী—	স ঋ ম প ণ র্স	র্স ণ প ম জ্ঞ স
হিন্দোল-বসন্তম্—	স র ম প দ ণ দ র্স,	র্স ণ দ প ম দ ম জ্ঞ র স

রাগের নাম	আরোহণ	অবরোহণ
অমরুত বাহিণী—	স জ্ঞ ম প দ ণ স´	স´ ণ দ ম জ্ঞ র স
ঝঙ্কার বাণী—	স র র জ্ঞ ম প ণ স´	স´ ণ দ প ম র স
আভেরী—	স জ্ঞ র জ্ঞ ম ণ স´,	স´ ণ দ প ম জ্ঞ র স
আভোগী—	স র জ্ঞ ম দ স´	স´ দ ম জ্ঞ র স
কনক-বসন্ত—	স র ম প ণ স´,	স´ ণ প ম জ্ঞ র ম জ্ঞ স
করয়ামতী—	স র জ্ঞ প দ স´,	স´ ণ দ প দ ম জ্ঞ র স´
যুগ ভৈরবী—	স র জ্ঞ ম প দ স´	স´ ণ দ প র স
আদি ভৈরবী	স জ্ঞ র জ্ঞ ম প দ স´,	স´ দ প ম প জ্ঞ র স
মণী—	স র জ্ঞ ম প ণ দ প দ ণ স´	স´ ণ দ প ম জ্ঞ ম প জ্ঞ র স
চলন বরালী—	স র জ্ঞ ম দ ণ দ স´,	স´ ণ দ ম জ্ঞ র স
নব মনোহরী—	স র ম দ ণ স´,	স´ ণ প ম র স
বসন্ত-বরালী	স জ্ঞ ম প দ ণ স´,	স´ দ প জ্ঞ র স
উড্ড-চন্দ্রিকা—	স র জ্ঞ ম প দ ণ স´	স´ দ প ম র স
কানাড়া-গৌল—	স জ্ঞ র জ্ঞ ম প দ ণ স,	স´ দ প জ্ঞ র স
মার-রঞ্জিণী—	স র জ্ঞ ম প দ ণ স´,	স´ দ প জ্ঞ র স
রুদ্র-গম্বর—	স র জ্ঞ র ম প ম দ ণ প স´,	স´ ণ দ ম জ্ঞ স
মুখারী—	স র ম প ণ দ স´,	স´ ণ দ প ম জ্ঞ র স
হেমক্রী—	স র জ্ঞ ম প দ ণ স´	স´ ণ প ম র জ্ঞ ম র স
চন্দ্রিকা-ভৈরবী—	স জ্ঞ র জ্ঞ ম দ ণ স´,	স´ ণ দ ম জ্ঞ র স

Capt. Day's Music & Musical Instrument of Southern India

আশাবরী ঠাট (হিন্দুস্থানী)

রাগের নাম — আরোহাবরোহণ

আশাবরী—র, মপ, ণদ, প, প, দ, স´, ণ দ, প, মপ, জ্ঞ, রস,

জৌনপুরী—মপ, দ, ণস´ ণ, দ, প, মপ, জ্ঞ, র, স,

দেব গান্ধার—মপ, দপ, স´, ণস´, র´স´, ণদপ, মপ, ণদপ, মপজ্ঞ, পজ্ঞ, র, স,

দ্বিতীয় গান্ধার—রমপ, ণদ, প, স´, ণদপ, মপজ্ঞ, র, স

সিন্ধু ভৈরবী— প জ্ঞ র জ্ঞ, স র, ণ্ স দ্ প্ দ্ স ণ্ দ্ প্

দেশী— র ম প, র ম প দ প, ণ দ প, র জ্ঞ র, ণ্ স

ষট্‌রাস— ন্ স, জ্ঞ ম, প, দ প, ম প দ প, স´ ন দ প, ম প গ ম, ণ ধ প,
ম প গ প, গ ঋ স

কৌশিক কানড়া— ণ্ স ম, জ্ঞ ম, প জ্ঞ, ম জ্ঞ র স, ম, দ, ণ স´, ণ দ, ম দ ণ দ ম, পজ্ঞ, মজ্ঞ, রসা

দরবারী কানড়া— জ্ঞ, র, স, ণ্ স, র, ম প, দ, ণ স´, ণ প, মপা জ্ঞ, র, স ।

আড়ানা— ম প, দ স´, দ ণ প, ম প, জ্ঞ ম, র স

দ্বিতীয় নায়কী— স, র প, জ্ঞ ম, র স, ম, প, দ, ণ প, স´ ণ প, ম প, জ্ঞ´ ম, র, স ।

(অভিনব রাগ মঞ্জরী)

(ক্রমশঃ)

গান

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বর্দ্ধন

শান্ত উষায় দুয়ার খুলি বাহিরে এলে,
ভোরের বাতাস শিথিল তোমার অলকে খেলে।

তরুণ রবির আলোর ধারা
করল তোমায় কি ইসারা,
ভোরের বায়ে কাহার সারা
বুঝি বা পেলে।

কোন্ ফাগুনের স্বপন তোমার নয়নে জাগে
আলোর ছন্দে গন্ধ কাহার মিলন মাগে।

বিসরিত কোন্ বারতা
আনল প্রাণে ব্যাকুলতা,
চাইলে কারে করুণ তব
নয়ন মেলে ॥

স্বরলিপি

চণ্ডালিকা

ফুল বলে ধন্য আমি মাটির পরে,
দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে ॥
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
দয়া করে দাও ভুলিতে,
নাই ধূলি মোর অন্তরে ॥
নয়ন তোমার নত করো
দলগুলি কাঁপে থরো থরো।
চরণ-পরশ দিয়ো দিয়ো
ধূলির ধনকে করো স্বর্গীয়,
ধরার প্রণাম আমি
তোমার তরে ॥

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

II {সা -রা গা -রা | সা -া -া -া I (গা -পা পা পহ্মা | পা -া -া -হ্মা I
ফু ল্ ব ০ | লে ০ ০ ০ ধ ০ ন্য আ ০ | মি ০ ০ ০

পহ্মা -না না ধা | ধপা -হ্মা ধপা -হ্মা I গা -মা মা -া | গা -া -া -রা)} I
ধ ০ ০ ন্য আ | মি ০ মা ০ ০ টি র্ প ০ | রে ০ ০ ০

সা -ঋা ঋা -া | ঋা -া সা -া I সা -পা পা -া | পা -হ্মা পা -া I
দে ব্ তা ০ | ও ০ গো ০ তো ০ মা র্ | সে ০ বা ০

হ্মা -ধা পা -হ্মা | গা -মা গা -রা II
আ ০ মা র্ | ঘ ০ রে ০

II {পা -া গা গা | পা -হ্মা ধা -পা I পা -র্সা র্সা -না | র্রর্সা -া র্সা -া I
জ ন্ ম নি | য়ে ০ ছি ০ ধূ ০ লি ০ | তে ০ দ ০

নর্সা -া র্সা র্সা | না -া -া -ধা I ধা -না না -ধা | ধনা -া ধা -া I
মা০ ০ ক রে | দা ০ ০ ও ভূ ০ লি ০ | ০তে ০ দা ও

ধা -না নধা -া | পা -া পা -া I হ্মা -ধা পা -হ্মা | গা -া -া -া} I
ভূ ০ লি ০ | তে ০ দা ও ভূ ০ লি ০ | তে ০ ০ ০

পা -পা পা পা | পা -া পা -া I হ্মা -ধা পা -া | -া -া র্সা -র্রা I
না ই ধূ লি | মো র্ অ ন্ ত ০ রে ০ | ০ ০ না ই

র্রর্গা -া র্গা র্গা | র্রা -া র্সা -া I ধনা -া ধা -নধা | -পা -া -া -া II
না০ ই ধূ লি | মো র্ অ ন্ ত০ ০ রে ০০ | ০ ০ ০ ০

II {সা -া ঋা -া | ঋা -া সা -া I সা -া পা -া | ঋা -া সা -া I
ন ০ য় ন্ | তো ০ মা র্ ন ০ ত ০ | ক ০ রো ০

সা -পা পা পা | পা -হ্মা পা -া I -া -া -া -া | -া -া -া -া I
দ ল্ গু লি | কাঁ ০ পে ০ ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

পা -া পা -া | পা -হ্মা পা -া I হ্মা -ধা ধহ্মা -া | গা -মা গা -া} I
থ ০ রো ০ | থ ০ রো ০ থ ০ রো ০ | থ ০ রো ০

পা -া গা গা | পা -হ্মা ধা পা I ধা -র্সা র্সা -া | র্সা -না র্সা -া I
চ ০ র ণ | প ০ র শ দি ০ য়ো ০ | দি ০ য়ো ০

পা	-র্সা	র্সা	-া	|	র্সা	-না	না	-ধা	I	ধা	না	না	-ধা	|	ধনা	-া	ধা	-া	I	
ধ্	০	লি	র্	|	ধ	ন্	কে	০		ক	রো	স্ব	র্	|	গী০	০	য়	০		
ধনা	-া	ধা	-া	|	হ্মা	-ধা	পা	-া	I	হ্মা	-ধা	পা	-া	|	-া	-া	-া	-া	I	
দি০	০	য়ো	০	|	দি	০	য়ো	০		দি	০	য়ো	০	|	০	০	০	০		
{সা	-রা	গা	-া	|	গা	-া	গা	-মা	I	রগা	-রা	সা	-া	|	-া	-া	-া	-া}	I	
ধ	০	রা	র্	|	প্র	০	ণা	ম্		আ০	০	মি	০	|	০	০	০	০		
গা	-পা	পা	-া	|	পা	-হ্মা	পা	-া	II II											
তো	০	মা	র্	|	ত	০	রে	০												

মল্লার রাগ পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

নারদ-সংহিতা মতে মল্লার রাগ ছয় রাগ মধ্যে দ্বিতীয় এবং রাগার্ণব মতে চতুর্থ রাগ।

মালবশ্চৈব মল্লারঃ শ্রীরাগশ্চ বসন্তকঃ।
হিন্দোলশ্চার্থ কর্ণাট এতে রাগাঃ ষড়ীরিতাঃ॥
—নারদ সংহিতাঃ॥

ভৈরবঃ পঞ্চমো নাটো মল্লারো গৌড়মালবঃ।
দেশাখ্যশ্চেতি ষড়্রাগাঃ প্রোচ্যন্তে লোকবিশ্রুতাঃ॥
—রাগার্ণব।

এক্ষণে আমরা বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে মল্লার রাগের ধ্যান ও গঠন প্রণালীর উল্লেখ করিব॥

নারদ-সংহিতার মতে মল্লার রাগের ধ্যান—

বিহারশীলোহতি সুকান্ত দেহঃ
কান্তাপ্রিয়ো ধার্ম্মিক শীলযুক্তঃ।
কামাতুরঃ পিঙ্গল নেত্রযুগ্মো
মল্লার রাগঃ প্রিয়কৃৎসুবেশঃ॥

মল্লার রাগ বিহারশীল, কমনীয় দেহ, কান্তার প্রিয়, ধার্ম্মিকস্বভাব, সুন্দরবেশধারী, প্রিয়কারী ও কামাতুর; ইহার নয়নযুগল পিঙ্গলবর্ণ।

রাজা স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সঙ্কলিত "সঙ্গীত সার সংগ্রহ" নামক গ্রন্থে ঔড়ুব রাগ প্রসঙ্গে মল্লার রাগের নিম্নলিখিতরূপ ধ্যান ও গঠন প্রণালীর উল্লেখ রহিয়াছে;—

শঙ্খাবতংশঃ শ্রবণে দধানঃ
প্রলম্ব কর্ণঃ কুমুদেন্দুবর্ণঃ।
কৌপীনবাসাঃ শুচিহারধারী
মল্লাররাগঃ কথিতস্তপস্বী॥

মল্লার রাগ তপস্বী বলিয়া কথিত। ইহার লম্বিত কর্ণযুগলে শঙ্খনির্ম্মিত কর্ণভূষণ, দেহকান্তি কুমুদ ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র, গলদেশে শুভ্রহার, পরিধানে কৌপীন।

মল্লারঃ সপহীনোঽয়ং সঞ্জাতঃ পঞ্চমাম্বয়ে।

ধৈবতাংশ্চ গ্রহন্যাসো গমন্দ্রস্তারসপ্তমঃ।

শৃঙ্গারেচ রসে গেয়ঃ পয়োদাগমনে বুধৈঃ॥

পঞ্চম মেল সম্ভূত মল্লার রাগটি স ও প বর্জ্জিত, ধৈবত ইহার অংশ, গ্রহ ও ন্যাস স্বর, গান্ধার স্বর মন্দ্র, সপ্তম স্বরটি তার; বর্ষার প্রারম্ভে, আদি রসের অভিব্যঞ্জনায় এই রাগ গেয়।

সঙ্গীত রত্নাকরে মল্লার রাগের নিম্নলিখিতরূপ গঠন-প্রণালীর উল্লেখ রহিয়াছে।

আন্ধাল্যপাঙ্গ মল্লারঃ ষড়্জ পঞ্চম বর্জ্জিতঃ।

ধন্যাসাংশ গ্রহো মন্দ্র গান্ধারস্তার সপ্তমঃ॥

আন্ধালীর উপাঙ্গস্বরূপ মল্লার রাগটিতে ষড়্জ ও পঞ্চম স্বর বর্জ্জিত, ধৈবত ইহার গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর, গান্ধার মন্দ্র, সপ্তম স্বরটি তার।

পণ্ডিত কাশীনাথ অপাতুলসী তাঁহার রাগকল্পদ্রুমাঙ্কুর গ্রন্থে মল্লার রাগ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপবর্ণনা করিয়াছেন;

রাগো মল্লার সংজ্ঞঃ সরিমপধ ইতি
প্রোক্ত পঞ্চস্বরাঢ্যঃ

তীব্রাবস্মিন্ রিধৌ স্তো ভবতি সহচরঃ
পঞ্চমঃ সোঽত্র বাদী।

যদ্রাগাকাল গানোদ্ভব দুরিতময়ং
দুস্তিতস্মাদেবশ্যং

গেয়ো বর্ষাসু নিত্যং শ্রুতিমধুর রবৈ-
রৌড়ুবঃ কল্মষঘ্নঃ॥

মল্লার নামক রাগ 'সরিমপধ' এই পঞ্চ স্বর বিশিষ্ট ঔড়ুব। এই রাগে রি ও ধা তীব্র, পঞ্চম স্বরটি সংবাদী ও 'স' স্বর বাদী। রাগ সমূহ অসময়ে গান করাতে যে পাপ হয়, মল্লার রাগের গানে সে পাপ নষ্ট হয়; অতএব বর্ষাকালে নিত্যই এই পাপহারী রাগটি শ্রুতিমধুররবে অবশ্য গান করিবে।

হৃদয় নারায়ণ দেব বিরচিত হৃদয়প্রকাশ নামক গ্রন্থে মল্লার রাগের ঠাট :—

স্যাদ্গহীনস্তু মল্লারঃ সাদিরৌড়ুব ঈরিতঃ।

—সরি পম পধ পধ পম মম সরিস।

মল্লার একটি 'গ' বর্জ্জিত রাগ; 'স' ইহার গ্রহ স্বর; ইহা ঔড়ুব জাতীয়। ইহার ঠাট—সরি পম পধ পধ পম মম সরিস।

পণ্ডিত বিষ্ণুশর্ম্মা বিরচিত 'রাগচন্দ্রিকা' গ্রন্থে মল্লারের ঠাট :—

তীব্রৌ রিধৌ মৃদুর্মশ্চ সাংশঃ সংবাদি পঞ্চমঃ।

গনিহীনস্তু মল্লারো বর্ষর্তৌ গীয়তে সদা॥

মল্লারে 'রি' ও 'ধ' তীব্র, 'ম' মৃদু, 'স' অংশস্বর, পঞ্চম সংবাদী, 'গ' ও 'নি' বর্জ্জিত; এই রাগ বর্ষা ঋতুতে সর্ব্বদা গেয়।

পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিঠ্ঠল বিরচিত 'রাগমালা', গ্রন্থোক্ত মল্লার রাগের রূপ ;—

সাবেরী মেলজাতঃ সপপরিরহিতো
ধগ্রহন্যাসকাংশঃ

শ্যামঃ পীতাম্বরো যো মদন পরিজিতঃ
কণ্ঠমালাদিকাঢ্যঃ।

বিদ্যুন্মেঘাতিগর্জ্জৈরুদিত শিখরিণা (মুখরিত শিখিনো ?)
নর্ত্তয়ন্ কীর্ণবক্ষান্ (পক্ষাম্ ?)

ধারামী জন্মমিত্রো (?) প্যুষসি মলহরো
ভাতি মল্লার রাগঃ॥

সাবেরী মেল সম্ভূত মল্লার 'স' ও 'প' বর্জ্জিত রাগ; ধৈবত ইহার গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর; দেহ শ্যামবর্ণ, পরিধানে পীতবসন, কণ্ঠে মাল্যাদি ভূষণ; এই রাগ মদনজিত বা কামবর্দ্ধক। ইহারই প্রেরণায় বিদ্যুন্মণ্ডিত মেঘের অতি গর্জ্জন কেকারব মুখরিত শিখিকুল পক্ষ বিকীর্ণ করিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। ঊষাকালে এই রাগ গীত হইলে পাপহরণ করিয়া থাকে।

উক্ত পণ্ডিত বিরচিত 'সদ্রাগ চন্দ্রোদয়' গ্রন্থোক্ত মল্লার রাগের রূপ :—

ধাংশ গ্রহো ধান্তযুতোঽসপশ্চ
মল্লারনামোষশি গীয়তেঽসৌ।

মল্লার রাগের গ্রহ, অংশ ও ন্যাস স্বর ধৈবত, 'স' ও 'প' বর্জ্জিত ; এই রাগ ঊষাকালে গেয়।

উক্ত পণ্ডিত কৃত 'রাগমঞ্জরী' গ্রন্থে মল্লারের নিম্নরূপ গঠন প্রণালীর উল্লেখ রহিয়াছে ;—

ধত্রিঃ সপাভ্যাং হীনোঽয়ং মল্লারোঽপ্যুষসি প্রিয়ঃ ॥

'স' ও 'প' বর্জ্জিত মল্লার রাগে তিনটি ধৈবত ব্যবহৃত হয় ; ইহা প্রত্যুষেই শ্রুতিমধুর হইয়া থাকে।

পণ্ডিত রামামাত্য বিরচিত 'স্বরমেল কলানিধি' নামক গ্রন্থোক্ত মল্লার রাগের রূপ ,—

ধৈবতাংশ গ্রহন্যাসো রাগো মল্লার সংজ্ঞকঃ।
ঔড়ুবো গনিবর্জ্জোঽসৌ প্রভাতে গীয়তে বুধৈঃ ॥

মল্লার নামক রাগের অংশ, গ্রহ ও ন্যাস স্বর ধৈবত, ইহা 'গ' ও 'নি' বর্জ্জিত ঔড়ুব রাগ ; প্রভাতে ইহা গেয়।

এক্ষণে আমরা 'নারদ সংহিতা' মতে মল্লার রাগের ধ্যান ব্যাখ্যাসহ লিপিবদ্ধ করিব। অন্য কোন গ্রন্থে মল্লার রাগের ভার্য্যা পুত্রাদির উল্লেখ আমরা পাই নাই।

বেলাবলীচ পুরবী কানড়া মাধবী তথা।
কোড়া কেদারিকাচৈব মল্লারস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥

বেলাবলী, পুরবী, কানড়া, মাধবী, কোড়া ও কেদারিকা ইহারা মল্লার রাগের পত্নী।

১। মল্লার-পত্নী বেলাবলীর ধ্যান—

সঙ্কেতিতোৎফুল্ল লতানিকুঞ্জে
কৃতস্থিতিঃ কান্ত সমাগমায়।
বেলাবলী চম্পকমাল্যমৌলি-
র্বালা বিচিত্রাভরণেন যুক্তা ॥

বিচিত্র আভরণে মণ্ডিতা বালা বেলাবলীর মৌলিদেশে চম্পকের মালা ; ইনি স্বীয় কান্তের সঙ্কেতে উৎফুল্ল, লতাকুঞ্জে আসিয়া তাঁহার সমাগম প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।

২। মল্লার-পত্নী পুরবীর ধ্যান—

রহঃ সুকান্তাং (স্ত—?) ক্রিয়মান পত্রা-
বলীং বহন্তী কুচকুম্ভযুগ্মে।
দূর্ব্বাদলশ্যামতনুঃ সকামা
পুরাতনৈঃ সা পুরবী নিরুক্তা ॥

পুরবী সকামা ; ইহার তনু দূর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামল। স্বীয় কান্ত গোপনে বসিয়া ইহার কুচকুম্ভযুগলে পত্রাকার চিত্র রচনা করিয়া দিয়াছেন।

৩। মল্লার-পত্নী কানড়ার ধ্যান—

অশোক বৃক্ষস্য তলে নিষণ্ণা
বিয়োগিণী বাষ্পকণাকুলাক্ষী।
বিভূষিতাঙ্গী জটিলৈক বেণী
সা কানড়া হেমলতেব তন্বী ॥

কৃশাঙ্গী কানড়া কনকলতার ন্যায় সুন্দরী ; এই বিরহিণী অশোক বৃক্ষের তলে বসিয়া আছেন ; অশ্রু-জলকণায় ইহার নয়নদ্বয় আকুল ; মস্তকে জটাময় এক বেণী, অঙ্গ বিভূষিত।

৪। মল্লার-পত্নী মাধবীর ধ্যান—

তড়িৎপ্রভা লোল বিচিত্রনেত্রা
মাতঙ্গিনীব প্রমদা স্বকান্তং।
সংচুম্বমানা প্রিয়কামিনীচ
সা মাধবী মাধবিকা নিকুঞ্জে ॥

মাধবী কুঞ্জে মল্লার-পত্নী প্রিয়কামিনী হস্তিনীর ন্যায় মদমত্তা মাধবী স্বীয় কান্তকে চুম্বন করিতেছেন ; ইহার বিচিত্র নয়নযুগল বিদ্যুৎপ্রভাব ন্যায় চঞ্চল।

৫। মল্লার-পত্নী কোড়ার ধ্যান—

প্রণর্ত্তিতা লাস্য বিলাসা
পবিত্রদেহা কুটিলেক্ষণা চ।

কান্তস্য বামে বরকামিনী সা

কোড়া বিহারেষু অতীব দক্ষা ॥

বিহারে অতি দক্ষা বরকামিনী কোড়া স্বীয় কান্তের বামভাগে থাকিয়া লাস্যকলা বিলাসে সুন্দর নর্ত্তিত হইতেছেন; ইঁহার দেহ পবিত্র, নয়নদ্বয় কুটিল।

৬। মল্লার-পত্নী কেদারিকার ধ্যান—

স্নানেন শুদ্ধাংশুক নীলদেহা

কেশাদ্ বিহিস্যন্দিত বারিবিন্দুঃ।

মনোহরন্তী জগতাং ত্রয়ানাম্

কেদারিকা বৃত্ত পয়োধর শ্রীঃ ॥

সুগোল পয়োধরযুগলে শোভায় মণ্ডিতা ত্রিজগৎ মনোহারিণী কেদারিকার দেহ স্নানার্দ্র শুদ্ধ সূক্ষ্ম ব… আভায় নীলবর্ণ; ইঁহার কেশপাশ হইতে বারিবি… বিগলিত হইতেছে।

মল্লার রাগ পরিচয় সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ

স্বরলিপি

কাফী—যৎ

মো সঙ্গ খেলোগে হোরী
তব জানেঁা তুমহী খেলারী।
মোহে অকেলী ন জানো সাঁবরে
ছিন লেহেঁা পিচকারী।
নন্দ মহরকে কুঁবর কাহ্ন
তুম হো বৃষভানু দুলারী।
অরস-পরস দোউ খেলন লাগে
শ্রীবল্লভ বলিহারী ॥

শ্রীবল্লভ গোঁসাইজী কৃত

স্বরলিপি—সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যা… মহাশয়ের ছাত্র (পাইকপাড়ার রাজকুমার) শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিং…

৩				০			১				২´		
সা	-া	রা	রা	মজ্ঞা	-া	-া	-সরা	-া	মা	মা	ণা	মা	পা
মো	০	স	ঙ্গ	খে	০	০	০০	০	লো	গে	হো	০	রী
৩				০			১				২´		
মা	-া	জ্ঞা	রা	রা	-া	-জ্ঞা	সরা	-া	মা	মা	ণা	-মা	-া
মো	০	স	ঙ্গ	খে	০	০	০	০	লো	গে	হো	০	০
৩				০			১				২´		
পা	-া	-া	-া	পা	ধা	-া	গা	-া	মা	-া	পা	পধা	-নর্সা
রী	০	০	০	ত	ব	০	জা	০	নেঁা	০	তু	ম০	০০

৩ ০ ১ ২´
-া -া ণা ণা | ণধা -পা -ধা | পা -া -া -া | -মপা -ধপা -া |
০ ০ হী খে | লা০ ০ ০ | রী ০ ০ ০ | ০০ ০০ ০ |

৩ ০ ১ ২´
মা -া জ্ঞা রা | রা -া -জ্ঞা | সরা -া মা মা | পা -া -া |
"মো ০ স ন | খে ০ ০ | ০ ০ লো গে | হো ০ ০ |

৩
পা -া -া -া ||
রী" ০ ০ ০ ||

২´ ৩ ০ ১
|| {মা -া -া | পা -া -া ধা | না -া -া | র্সা -না র্সা -া |
|| মো ০ ০ | হে ০ ০ অ | কে ০ ০ | ০ ০ লী ০ |

২´ ৩ ০ ১
র্সা -া -না | র্সা -া র্রা -া | র্সর্সা -ণধা -ণা | -া -া পা ধা} |
ন ০ ০ | জা ০ নো ০ | সাঁ০ ০০ ০ | ০ ০ ব রে |

২´ ৩ ০ ১
না -া -া | র্সা -া র্সা র্সা | -ধা -র্সা -া | ণা ণা ধা পা |
ছি ০ ০ | ন ০ লে হো | ০ ০ ০ | পি চ কা ০ |

২´ ৩
পা -া -া | মা -া জ্ঞা রা ||
রী ০ ০ | "মো ০ স ন" ||

২´ ৩ ০ ১
|| {মা -া -া | পা -া ধা -া | না না -া | র্সা -া -া -া} |
|| ন ০ ০ | ন্দ ০ ম ০ | হ র ০ | কে ০ ০ ০ |

২´ ৩ ০ ১
র্সা -া -না | র্সা -া র্রা -া | র্সা -ণা -া | ধা -পা -ধা -া |
কুঁ ০ ০ | ব ০ র ০ | কা ০ ০ | হু ০ ০ ০ |

২´ ৩ ০ ৩
না না -া | র্সা -া র্সা র্সা | ধা -র্সা -া | ণা ণা ধা -পা |
তু ম ০ | হো ০ বৃ য | ভা ০ ০ | মু দ্ব লা ০ |

২´ ৩
পা -া -া | মা -া জ্ঞা রা ||
রী ০ ০ | "মো ০ স ঙ্গ" ||

২´ ৩ ০ ১
|| মা মা -া | পা -া ধা -া | না না -া | র্সা -া র্সা -া |
|| অ র ০ | স ০ প ০ | র স ০ | দো ০ উ ০ |

২´ ৩ ০ ১
র্সা -না -া | র্সা -া র্রা -া | র্সা -ণা -া | ধা -পা -ধা -া |
খে ০ ০ | ল ০ ন ০ | লা ০ ০ | গে ০ ০ ০ |

২´ ৩ ০ ১
না -া -া | র্সা -া র্সা -া | ধা -র্সা -া | ণা ণা ধা -পা |
শ্রী ০ ০ | ব ০ ল ০ | ভ ০ ০ | ব লি হা ০ |

২´ ৩
পা -া -া | মা -া জ্ঞা রা ||
রী ০ ০ | "মো ০ স ঙ্গ" ||

তান

০ ১ ২´ ৩
১। মমা পধা নর্সা | র্রসা ণধা পমা পধা | ণণা পমা জ্ঞরা | সা -া রা রা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ "মো ০ স ঙ্গ"

০ ১ ২´ ৩
২। ধণা র্সর্রা র্জ্ঞর্মা | র্জ্ঞর্রা র্সণা ধপা মপা | ণণা পমা জ্ঞরা | সা -া রা রা |
আ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০০ "মো ০ স ঙ্গ"

০ ১ ২´ ৩
৩। মমা ধণা র্সা | ধা র্সা ণা ধা | ণা -া -া | -া -া ণধা পমা |
মো০ ০০ ০ ০ ০ স ঙ্গ খে ০ ০ ০ ০ লো০ ০০

০ ১ ২´ ৩
ধা পা -া | রমা রমা পধা মপা | মজ্ঞা রা -া | সা -া রা রা |
০ গে ০ হো০ ০০ ০০ ০ রী ০ ০ মো ০ স ঙ্গ

ঝর্‌ণার গান

*মিশ্র ভৈরব—ঠুংরী

কল কল্ ছল ছল
চলেছে ঝরণা জল
থির নহে এক পল চলেছে।

কত গিরি মরু পার
কত প্রান্তর ধার
করি সুশ্যামল, জল চলেছে।

নাহি জানে কোথা তার শেষ
কোথা সেই অ-নিরুদ্দেশ
শুনি নিজ সঙ্গীতরেশ চলেছে।

আশা আছে দেখা মিলিবে
সাগরের গরজনি শুনিবে
সব শ্রম নিমেষেই ভুলিবে চলেছে।

এম্‌নি জীবনধারা হোক্
শোকে দুখে অম্লান রো'ক্
গেয়ে যাক্. ঝরণা যেমন চলেছে॥

কথা ও সুর—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল, বাণীকণ্ঠ

স্বরলিপি—নীলিমা ঘোষ

আস্থায়ী

১´ ০ ১´ ০
II সা ঋা মা -া | গা মা পা -া I পা পা পা মা | পমা পা ণা -দা I
ক ল ক ল্ | ছ ল ছ ল্ চ লে ছে ঝ | র০ ণা জ ল্

দা -দা দা ণা | পা -দা পা -মা I গা পা মা -া | -া -া -া -া I
থি র্ ন হে | এ ক্ প ল্ চ লে ছে ০ | ০ ০ ০ ০

মা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা -র্সণা I ণা ণা ণা -া | ণা ধা ণণা -া I
ক ত গি রি | ম রু পা র্০ ক ত প্রা ০ | ন্ত র ধা০ র্

দা দা দা ণা | পা -দা পা -মা I গা পা মা -া | -া -া -া -া II
ক রি সু শ্যা | ম ল্ জ ল্ চ লে ছে ০ | ০ ০ ০ ০

* এচ্ ২৭৬ নং হিন্দুস্থান রেকর্ডে রচয়িতা কর্ত্তৃক গীত।

অন্তরা

১´ ০ ১´ ০
II মা́ জ্ঞা́ জ্ঞা́ জ্ঞা́ | জ্ঞা́ জ্ঞা́ জ্ঞা́ঃ -র্ঃ I মজ্ঞ́ জ্ঞা́ -া -া -া | -া -া -া -ঋা́ I
না হি জা নে | কো থা তা র্ শে০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ য্

ঋা́ ঋা́ ঋা́ ঋা́ | ঋা́ ঋা́ জ্ঞা́ -া I না -সা́ -া -া | -া -া -া -া I
কো থা সে ই | অ নি রু ০ দ্দে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ শ

সা́ ঋা́ ণা ণা | সা́ -া দা ণা I পা -া -া -মা | গা পা মা -া II
শু নি নি জ | স ০ ঙ্গী ত রে ০ ০ শ্ | চ লে ছে ০

সঞ্চারী

১´ ০ ১´ ০
II সা ঋা মা মা | মা মা গা পা I মা -া -া -া | -া -া -া -া I
আ শা আ ছে | দে খা মি লি বে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

সা মা মা -মা | মা মা মা পা I গা মা গমা -পা | -া -া -া -া I
সা গ রে র্ | গ র জ নি শু নি বে০ ০ | ০ ০ ০ ০

পা মা পা -পা | পা পা পা মা I পা ণা ণা -া | -দা -া -পা -মা I
স ব শ্র ম্ | নি মে ষে ই ভু লি বে ০ ০ ০ ০ ০ ০

গা পা মা -া | -া -া -া -া II
চ লে ছে ০ | ০ ০ ০ ০

আভোগ

১´ ০ ১´ ০
II মা́ জ্ঞা́ জ্ঞা́ জ্ঞা́ | জ্ঞা́ -জ্ঞা́ জ্ঞা́ র্রা I মজ্ঞ́ জ্ঞা́ -া -া -া | -া -া -া -ঋা́ I
এ ম নি জী | ব ন্ ধা রা হো০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ক্

ঋা́ ঋা́ ঋা́ ঋা́ | ঋা́ -া ঋা́ জ্ঞা́ I না -সা́ -া -া | -া -া -া -া I
শো কে দুঃ খে | অ ০ ম্লা ন্ রো ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ক্

সা́ ঋা́ ণা -া | ণা সা́ দা ণা I পা -া -া -মা | গা পা মা -া II II
গে য়ে যা ক্ | ঝ র ণা যে ম ০ ০ ন্ | চ লে ছে ০

রস-কীর্ত্তন (লীলা গান) *

কলহান্তরিতা (মান)

১। আসিয়া নাগর সমুখে দাঁড়াল
গলে পীত-বাস দিয়ে।
সে চাঁদ বদনে ফিরি না চাহলি
তু বড় নিঠুর মেয়ে ॥
(নিঠুর কেবা আছে, তোর মত নিঠুর কেবা
আছে, ওহে মানের গরবিনী তোর মত নিঠুর
কেবা আছে) তু বড় নিঠুর মেয়ে ॥

২। সে শ্যাম নাগর জগত দুর্ল্লভ
কিসের অভাব তার।
তোমা হেন কত কুলবতী সতী
দাসী হইয়াছে তার ॥
(দাসী হ'য়েছে, কত কুলবতী সতী দাসী
হ'য়েছে, মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে কত কুলবতী
দাসী হ'য়েছে) দাসী হইয়াছে তার ॥

৩। তার চূড়া মেনে সুখেতে থাকুক,
তাহে ময়ূরের পাখা।
তোমা হেন কত কুলবতী সতী
দুয়ারে পাইবে দেখা ॥
(কিছু অভাব নাই হে, তার কিছু অভাব
নাই হে, সে যে জগৎ দুর্ল্লভ বহু বল্লভ তার
কিছু অভাব নাই হে) দুয়ারে পাইবে দেখা ॥

৪। অভিমানী হৈয়া মোরে না কহিয়া
তেজলি আপন সুখে।
আপনার শেল যতনে আপনি
হানিলি আপন বুকে ॥
(কার দোষ দিও না, তুমি কার দোষ দিওনা,
আপন দোষে হারায়েছ তুমি কার দোষ
দিও না) হানিলি আপন বুকে ॥

৫। মনের আগুনে মরহ পুড়িয়া,
নিভাইবা আর কিসে।
শ্যাম জলধর আর না মিলিবে
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥
(মিলিবে না হে, শ্যাম জলধর মিলিবে না হে,
তোমার ঐ হৃদমাঝারে শ্যাম জলধর মিলিবে না
হে) কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

রচনা—প্রাচীন বৈষ্ণব-কবি-শিরোমণি দ্বিজ চণ্ডীদাস।
স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীদুর্গাচরণ বিশ্বাস।

* সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

০ | ১ | ২´ | ৩

II {মা মা মা | জ্ঞা রা রা | সা রা রা | রা জ্ঞা রা I

আ সি য়া | না গ র | স মু খে | দাঁ ড়া ল

০ | ১ | ২´ | ৩

সা রা সা | ণ্‌া ধ্‌া ণ্‌া | সা সা -া | -া -া -া} I

গ লে পী | ত বা স | দি য়ে ০ | ০ ০ ০

০ | ১ | ২´ | ৩

{মা পা পা | পা পা পা | মা পা পা | ·পা দা পা I

সে চাঁ দ | ব দ নে | ফি রি না | চা হ লি

০ | ১ | ২´ | ৩

মা পা মা | মা মা মজ্ঞরসা | সরা -মজ্ঞা -রজ্ঞা | সা -া -া} II

তু ব ড় | ক ঠি ন০০০ | মে০ ০ ০০ | য়ে ০ ০

আভোগ ঃ—

০ | ১ | ২´ | ৩

II -সা -া -া | -সা সা -রা | সা -রা মা | জ্ঞা রজ্ঞা -রসা I

০ ০ ০ | ০ নি ঠুর্ | কে ০ বা | আ ছে০ ০০

০ | ১ | ২´ | ৩

{ণ্‌া -সা সা | সা সা রা | সা -রা মা | জ্ঞা রজ্ঞা -রসা} I

তো র্ ম | ত নি ঠুর্ | কে ০ বা | আ ছে০ ০০

০ | ১ | ২´ | ৩

{মা মা -া | পধণর্সা ণধা -পমা | মা পা মা | মজ্ঞা -রসা -সা I

ও হে ০ | মা০০০ নে০ ০র্ | গ র বি | নী০ ০০ ০

০			১			২´			৩			
ণ্‌া	-সা	সা	সা	সা	রা	সা	-রা	মা	জ্ঞা	রজ্ঞা	-রসা }	I
তো	র্‌	ম	ত	নি	ঠুর্‌	কে	০	বা	আ	ছে ০	০ ০	
০			১			২´			৩			
মা	পা	মা	মা	মা	রজ্ঞরসা	সরা	-মজ্ঞা	-রজ্ঞা	সা	-া	-া	II II
তু	ব	ড়	ক	ঠি	ন০০০	মে০	০০	০০	ষে	০	০	

অন্যান্য কলিগুলির সুর প্রথম কলির অনুরূপ।

হারমোনিয়মের স্কেল :—স্ত্রী-কণ্ঠে মূদারার সি-সার্প (কোমল র) কিম্বা ডি-সার্প (কোমল গ)।
পুরুষ কণ্ঠে :—উদারার এফ্-সার্প (কড়ি ম) কিম্বা জি-সাপ (কোমল ধ)।

ভারতীয় সঙ্গীত-বিদ্যা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(২) খেয়াল

সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকাল ১২৯৫-১৩১৬ খৃষ্টাব্দ। এ সময়ে আমীর খস্রু নামে একজন প্রসিদ্ধ গুণী ছিলেন। শুনা যায়, তিনিই বীণার অনুকরণে 'সেতার' যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। তিনিই খেয়ালের সৃষ্টিকর্ত্তা। কিংবদন্তি যে, নায়ক গোপালকে পরাজিত কর্‌বার জন্যে তিনি বাদশাহের সিংহাসনের অন্তরাল হোতে গোপালের সুর ও প্রণালী শ্রবণ কোরে তাতে আপন প্রতিভানিঃসৃত তান, গিট্‌কারী ও কম্পনাদি যুক্ত কোরে খেয়ালের সৃষ্টি করেন। তাঁর আবিষ্কৃত 'ইমন্' ইত্যাদি অনেক নূতন সুর বা রাগিণীও বর্ত্তমান আছে।

এতদ্ব্যতীত সদারঙ্গকেও এই খেয়াল-সঙ্গীতের প্রবর্ত্তক বলা যায়। তিনি স্বয়ং ধ্রুপদী ও যন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু ধ্রুপদী হোয়েও তিনি খেয়াল গান মজ্‌লিস্ প্রভৃতিতে গাইতেন এবং খেয়ালের রীতি প্রচলিত করেন। তাঁরও রচিত ধ্রুপদ ও বহু খেয়াল সঙ্গীত পাওয়া যায়।

খেয়াল সঙ্গীত চঞ্চল ও মধুর প্রকৃতি বিশিষ্ট। এতে তান, গিট্‌কারী, বাঁট, কম্পনাদি ব্যবহৃত হয় অথবা বলা যায়, তান ও গিটকারীই এর প্রাণ। এতে ত্রিতাল, কাওয়ালী, একতাল, মধ্যমান ও আড়াঠেকা প্রভৃতি তাল ব্যবহৃত হয়।

(৩) ঠুংরী

'ঠুংরী' অতিশয় লঘু গতিশীল ছন্দ ও তাল সমন্বয়ে গাওয়া হয়। এতে কাহারবা, দাদ্‌রা ও কাওয়ালী প্রভৃতি হাল্‌কা তাল ব্যবহৃত হয়।

লক্ষ্ণৌ সহরে নবাব ওয়াজিদ্ আলি সাহেবের সময়ে সজ্জত্ আলি খাঁ নামক প্রসিদ্ধ খ্যাল-গায়ক ঠুংরী গান

গাইবার রীতি প্রচলিত করেন। তারপর তাঁর দুই শিষ্য গণপৎ রাও ভাইয়া সাহেব ও হয়দর বাইজী দ্বারা তা আরও পরিপুষ্ট হয়। এ ছাড়া 'কদর পিয়া'ও স্বীয় প্রতিভাবলে বহু ঠুংরী গান রচনা কোরে এর উৎকর্ষ সাধন করেন। কারও কারও মতে সনদ ও কদরই ঠুংরীর প্রথম আবিষ্কারক।

প্রাচীন ঠুংরী গান অধিকাংশ শৃঙ্গার-রসাত্মক। কিন্তু আধুনিক গান প্রাচীনের ন্যায় অত চঞ্চল নয়, এর গতি বরং শান্ত, ধীর ও লীলায়িত, এজন্য বর্ত্তমানের ঠুংরীকে গুণীগণ "লবাও ঠুংরী" আখ্যা প্রদান করেন।

(৪) টপ্পা

টপ্পা অতীব করুণ রসাত্মক সঙ্গীত। পাঞ্জাব হোতে শোরীর কোমল-কণ্ঠে এর প্রথম প্রকাশ। বিরহাত্মক ভাবই শোরীর টপ্পার বৈশিষ্ট্য। এতে মধ্যমান ও আড়া ঠেকা তালেরই প্রাধান্য দেখা যায়। এতে রাগিণী হিসাবে সিন্ধু, খাম্বাজ, কাফী, ঝিঁঝোটী, ভৈরবী, পিলু ও বরবা প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়।

এতদ্ব্যতীত গজল, গুল্‌নক্‌শ্‌, টপ্‌খ্যাল, কওল-কলবনা, তিলানা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ প্রভৃতি শ্রেণীও সঙ্গীতে পাওয়া যায়। তদুপরি সাধক রামপ্রসাদের, কমলাকান্তের ও নীলকণ্ঠাদির গান ও বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসাদি রচিত পদাবলী ও কীর্ত্তন বাঙলার বৈশিষ্ট্য। বর্ত্তমান সঙ্গীত-জগতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের দানও অভিনব। পুরাতনের বুকে এ নূতন দানের ঋণ অপরিশোধ্য। বাঙালীর সৃষ্টি দিয়ে বাঙলার গৌরব ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা এক রবীন্দ্রনাথই করেছেন বলে মনে হয়।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত

প্রাচ্য সঙ্গীত একদিকে যেমন গৌরবমণ্ডিত, অপর দিকে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের উন্নতিও বড় কম নয়। সঙ্গীত হিসাবে উভয়ের মধ্যে মিল থাকলেও অমিলও যথে[ষ্ট] আছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে Harmony-ই প্রধান, কিন্[তু] প্রাচ্য সঙ্গীতে Melody-রই প্রাধান্য। প্রাচ্য চায় স্বর বিন্যাস দ্বারা তার রাগ-রাগিণীকে ফুটিয়ে তুলতে ব[া] একাধিক স্বরকে পৃথক্‌ভাবে যথাসম্ভব প্রকাশ করতে আর পাশ্চাত্য চায় ঠাটের স্বরগুলিকে এক একটী কোর[ে] বেছে নিয়ে তার অন্তর্নিহিত রাগ-রাগিণীগুলিকে তা[র] বাদী, সম্বাদী ও অনুবাদী স্বরের সঙ্গে সমগ্রভাবে ফুটিয়ে তুলতে। এই সমগ্র বা সমষ্টিরূপে ফুটিয়ে তোলার নামই হোচ্ছে Harmony বা স্বর-সম্বাদ।

এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন সাধন করতে সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কম করেন নি এবং বর্ত্তমানে অন্যান্যের প্রচেষ্টাও প্রশংসার্হ; কারণ Harmony ও Melody-র সমন্বয় নিন্দনীয় নয়, বরং মনে হয় ভারতীয় সঙ্গীত তাতে আরও সমৃদ্ধই হবে।

সঙ্গীতে সৌন্দর্য্য ও মুক্তির সন্ধান

"নাহং বশামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

ব্যবহারিক অথবা আধ্যাত্মিক, যে দিক দিয়েই হোক সঙ্গীত যে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধন কোরে সাংসারিক দুঃখের মাঝেও শান্তি ও আশ্বাসের বাণী প্রদান করে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

বাস্তবিকই সঙ্গীতের আনন্দ অনাবিল! এতে মানুষের চিত্ত দ্রবীভূত ও আকর্ষিত হোয়ে শান্তিপূর্ণ স্বর-কেন্দ্রেই অধিষ্ঠিত হয় এবং সহজাত ধ্যানের অতল নীরে নিমজ্জিত হোয়ে পরমানন্দ লাভ করে। এজন্য সঙ্গীত-সংহিতাকার বলেছেন—

"পূজাকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানাৎ কোটিগুণং জপঃ।
জপাৎ কোটি গুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥"

এই সঙ্গীতের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য নিরীক্ষণ কোরেই বোধ হয় মহাকবি সেক্ষপীয়র (W. Shakespere) বলেছেন—

"The man that hath no music in himself,
Nor is moved with concord of sweet sound;
* * * *
The motion of his spirit are dull at night,
Let no such man be trusted."

বাস্তবিকই সঙ্গীতের অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তিতে যে মানুষ মুগ্ধ হয় না, সে মানুষের মধ্যে যথার্থ হৃদয়ের স্পন্দন নেই। এজন্যই বোধ হয় শাস্ত্রকার দুঃখ কোরে বলেছেন—"তে দ্বিপদাঃ মৃগাঃ স্মৃতাঃ।" সঙ্গীতকে প্রকৃতির উন্মাদময়ী প্রেরণা আখ্যায়ও অভিহিত করা হোয়েছে। কথাটা যথার্থই! কারণ সত্যই দেখা যায়, সুদূর বনচ্ছায়ার অন্তরালে কোকিল পঞ্চম সুরের মাধুরী তোলে, আর উদাসীন কবির চক্ষে অশ্রুর রেখা দেখা দেয়! নিশার অন্ধকারে পাপিয়া চোখের দায়ে কেঁদে ওঠে, আর শোকাতুরার হৃদয়ে যুগযুগান্তের শোকের কালিমা উদ্বেলিত হয়! মধ্যাহ্নের খাঁ-খাঁ রৌদ্রের মাঝে সুদূর আকাশতল হোতে ঘুঘুর উদাস রাগিণী ঝঙ্কারিত হয়, আর ভাবুকের জগতভোলা কল্পনাময় প্রাণে অতীতের কত স্মৃতি জেগে ওঠে! তাই বলি, সঙ্গীতের মোহিনী শক্তিকে অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই! মানুষ যেমনই হোক না কেন, সঙ্গীতের সেবায় তার যথার্থ মানবত্বটুকু ফুটে ওঠেই। সঙ্গীতের সাধক যদি "গাহি গীত শুনাতে তোমায়" ভাবে আপনার অহংকার ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বটুকু সুর-ভগবানের চরণে অঞ্জলি প্রদান কোরে সঙ্গীত-সাধনা কর্‌তে পারেন, তবে তাঁর জীবন ধন্য হোয়ে যায়। যে সঙ্গীতের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হোয়ে সামান্য পশু হরিণও আপনার ব্যক্তিত্বটুকু বিসর্জ্জন দিয়ে থাকে, সুরের মাঝে আপনাকে বিলিয়ে তাতে তদ্‌গত হোয়ে যায়, সে স্বর্গীয় সঙ্গীতের মাঝে বিবেকবান্ মানুষের পক্ষে আত্মবলিদান দেওয়া অসম্ভব নয়। এজন্য পাশ্চাত্য দার্শনিক প্লেটো (Plato) বলেছিলেন—"Music for the soul"। ইহা বাস্তবিকই সত্য যে, আত্মার স্বরূপ স্ফুরণেই সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত। বৈজু বাওরা, নায়ক গোপাল, হরিদাস স্বামী, মিঞা তানসেন ও বিলাস সেন প্রভৃতি সিদ্ধ সাধকগণ এই সঙ্গীতের মাঝেই ভগবদ্-প্রসন্নতা লাভে কৃতকৃতার্থ হোয়েছিলেন। আজও সে সাধনা বর্ত্তমান কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাকে পুনর্জাগরণ দেবার মত দু'একজন সাধক ছাড়া আর কেউ পরিদৃষ্ট হোল না। জানি না সাধনার সঙ্গে লক্ষ্য বিজড়িত হোয়ে আবার কবে সঙ্গীত আমাদের সুষমামণ্ডিত হোয়ে উঠ্‌বে! (সমাপ্ত)

গান

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

আসন তোমার পাতা আছে আমার প্রাণের মাঝখানে,
হে প্রিয় আজ এসো তুমি অধীর উতল মোর প্রাণে।
তোমার রূপে আকাশ উজল,
জল-কুমুদী আর শতদল
নেচে নেচে উঠ্‌ছে কেবল কোন্ প্রেরণায় মন জানে।

সাঁঝের বাতাস ডাকে খালি ব্যাকুল প্রাণে সুর ক'রে,
আস্‌বে কখন ওগো তুমি আমার নীরব বুক ভ'রে,
শুনেছিলাম কৌতূহলে
লুকিয়ে আছ হৃদ-কমলে,
চেয়ে আছি আঁখির জলে তীব্র আশায় পথ পানে।

স্বরলিপি

ইমন—চৌতাল

নারায়ণ পরা বেদা নারায়ণ পরাক্ষরা
নারায়ণ পরামুক্তি নারায়ণ পরাগতি।

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠবামন।

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দসৌরে
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

কথা—তারকব্রহ্ম নাম। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

আস্থায়ী

	+		০		২		০		৩		৪		
II	র্সা	-া	র্সা	-া	র্সা	র্সা	না	-া	না	ধা	-া	ধা	I
	না	০	রা	০	য়	ণ	প	০	রা	বে	০	দা	
	+		০		২		০		৩		৪		
	হ্মা	-া	পা	ধা	-া	পা	পা	-া	পা	হ্মা	-া	গা	I
	না	০	রা	য়	০	ণ	প	০	রাক্	ষ	০	রা	
	+		০		২		০		৩		৪		
	রা	-গা	গা	পা	-া	পা	ধা	-া	পা	হ্মা	-া	গা	I
	না	০	রা	য়	০	ণ	প	০	রা	মু	ক্	তি	
	+		০		২		০		৩		৪		
	রা	-া	গা	পা	-হ্মা	গা	গা	-া	রা	ন্া	-রা	সা	II
	না	০	রা	য়	০	ণ	প	০	রা	গ	০	তি	

অন্তরা

	+	০	২	০	৩	৪	
II	পা -া	ধা ধপর্সা	-া র্সা	র্সা র্সা	-ধা র্সা	-া র্সা	I
	রা ০	ম না০০	০ রা	য় ণা	০ ন	ন্ ত	

	+	০	২	০	৩	৪	
	র্সা র্ঋা	-র্সা র্জ্ঞা	র্জ্ঞা র্ঋা	-া র্ঋা	না -র্ঋা	র্সা র্সা	I
	মু কু	০ ন্	দ ম	০ ধু	সূ ০	দ ন	

	+	০	২	০	৩	৪	
	র্সা -া	র্সা না	-র্ঋা না	-ধা ধা	পা জ্ঞা	-গা গা	I
	কৃ ০	ষ্ণ কে	০ শ	০ ব	কং সা	০ রে	

	+	০	২	০	৩	৪	
	ঋা গা	-পা -া	-গা -া	গা গা	ঋা ন্‌া	ঋা সা	II
	হ রে	০ ০	০ ০	বৈ কু	ণ্ঠ বা	ম ন	

সঞ্চারী

	+	০	২	০	৩	৪	
II	সা -ঋা	গা গপা	পা পা	জ্ঞা পা	ধা ধা	পজ্ঞা গা	I
	হ ০	রে মু০	রা রে	ম ধু	কৈ ট	ভা০ রে	

	+	০	২	০	৩	৪	
	ঋা গা	ঋা গা	পা পা	গা গা	ঋা ন্‌া	ঋা সা	I
	গো পা	ল গো	বি ন্দ	মু কু	ন্দ সৌ	০ রে	

	+	০	২	০	৩	৪	
	ঋা গা	পা পা	পা জ্ঞা	পা ধা	পা জ্ঞা	-জ্ঞা গা	I
	য জ্ঞে	শ না	রা য়	ণ কৃ	ষ্ণ বি	০ ষ্ণু	

	+	০	২	০	৩	৪	
	ঋা গা	ঋা গা	পা -া	গা গা	ঋা ঋা	ন্‌া ঋসা	II
	নি রা	শ্র য়ং	মাং ০	জ গ	দী শ	র কৃষ	

আভোগ

	+		০		২		০		৩		৪		
II	পা	ধা |	-া	র্সা |	-া	র্সা |	র্সা	র্সা |	-ধা	র্সা |	-া	র্সা	I
	হ	রে |	০	কৃ |	০	ষ্ণ |	হ	রে |	০	কৃ |	০	ষ্ণ	

+		০		২		০		৩		৪		
র্সা	-া	র্রা	র্গা |	-া	র্রা |	র্সা	র্না |	-া	ধা |	-া	পা	I
কৃ	০	ষ্ণ	কৃ |	০	ষ্ণ |	হ	রে |	০	হ |	০	রে	

+		০		২		০		৩		৪		
পা	পা |	-া	পা |	-না	ধা |	পা	হ্মা |	-া	গা |	-া	পা	I
হ	রে |	০	রা |	০	ম |	হ	রে |	০	রা |	০	ম	

+		০		২		০		৩		৪		
রা	-া	-গা	পা |	-হ্মা	গা |	গা	গা |	-রা	না |	-রা	সা	II
রা	০	ম	রা |	০	ম |	হ	রে |	০	হ |	০	রে	

গান

শ্রীযতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

—হে'র মানস পটে—

নীরবে নিরজনে একেলা নিজমনে,
লুকচুরী খেলে হৃদিমাঝে
নূপুর বাজে ঘন উতলা মন বন,
নব জলধর শ্যাম রাজে ॥

বাঁশরী রহি রহি, আনমনে ওঠে কহি, শান্ত সমাহিত হৃদয়ে বিরাজিত,
বৃথা ডুবে মর ভব কাজে। চিত্ত-বিহারী চিত্তে সাজে।
রবেনা যাহা কিছু কে'ন তারি পিছু পিছু, ছ'ল ও চিন্তা ভুলি, শ্রবণ পথ খুলি,
মিছে ম'র হেসে কেঁদে লাজে ॥ শু'ন তারি বাঁশীতে কি বাজে ॥

স্বরলিপি

ভৈরবী মিশ্র—কাহার্‌বা

ভোরে কমল কুঁড়ি
আজি উঠিল ফুটি’,
তারি মধুর তরে
এল মধুপ ছুটি’।

যবে আলোক-রেখা
আসি’ বাজাল বেণু
তারি মিলন লাগি’
দিলে প্রাণের রেণু।

ভরি’ গন্ধে আঁচল
বায়ু হোল যে পাগল
তারি পরশ লাগি’
কাঁদি’ পড়িছে লুটি’।

তব দেহটি ঘিরে
অলি নাচিছে ফিরে
হাসি’ তাকালে তুমি
মেলি’ নয়ন দু’টী॥

কথা—ডাঃ শ্রীফণীন্দ্রনাথ দে

সুর—শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

স্বরলিপি—কুমারী রেখা চট্টোপাধ্যায়

দ্‌ ণ্‌ II সা সজ্ঞা জ্ঞা -ঋা | সন্‌া -সা ঋা ণ্‌া I সা সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | সজ্ঞা -মপা দা পা I
ভো রে ক ম০ ল কুঁ | ড়ি০ ০ আ জি উ ঠি০ ল ফু | টি০ ০০ তা রি

মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞরা | মজ্ঞা -া -ঋা ঋা I সা সা ন্‌া ঋা | সা -া দ্‌া ণ্‌া II
ম০ ধু র ত০ | রে ০ এ লো ম ধু প ছু | টি ০ ভো রে

দা মা II জ্ঞা মা দা ণা | র্সঋা -ণর্সা দা ণা I র্সা র্সজ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা | র্সনা -র্সা র্সা র্সঋা I
ভ রি গ ০ ন্ধে আঁ | চ০ ০ল্ বা য়ু হো ল০ যে পা | গ০ ল্ তা রি০
ত ব দে হ টি ঘি | রে০ ০০ অ লি না চি০ ছে ফি | রে০ ০ হা সি০

ণা র্ঋা -র্সা ণদা | পা -ণা দা পা I মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা -ঋা | সা -া দ্‌া ণ্‌া II
প র শ লা০ | গি ০ কাঁ দি প০ ড়ি ছে লু | টি ০ ভো রে
তা কা লে তু০ | মি ০ মে লি ন০ য় ন দু | টি ০ ভো রে

মা মা II গা মা গা -ঋা	সা -া সা ন্‌া I সা ঋা গা গা	মা -া দা দা I
য বে আ লো ক রে	খা ০ আ সি বা জা ল বে	পূ ০ তা রি

জ্ঞা জ্ঞা মা গা	মা -া গা ঋা I ঋা মা গা ঋা	সা -া দ্‌া ণ্‌া II
মি ল ন লা	গি ০ দি লে প্রা ণে র রে	পূ ০ ভো রে

সঙ্গীতচ্ছটা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন স্মৃতিভারতী

সঙ্গীত বলিতে কীর্ত্তনকেও প্রতিপন্ন করে। সঙ্গীতের যে সব লক্ষণ শাস্ত্রগ্রন্থে আছে, তাহার আলোচনা যে বহু পূর্ব্বে করিয়াছি তাহা পাঠক পাঠিকাগণের স্মরণ থাকিতেও পারে। ঐ সব লক্ষণানুযায়ী কীর্ত্তন যদিও সঙ্গীতপদবাচ্য হয়, তথাপি লোক-ব্যবহার অন্যরূপ। "সঙ্গীত জল্‌সা" প্রবন্ধ থাকিলে কখনও লোকে কীর্ত্তনের নাম-গন্ধও করে না। ইহা অন্যায় মনে করিয়াছি অনেক দিন হয়, যেদিন কীর্ত্তনের আলোচনা আরম্ভ করিয়াছি। নৃত্য, বাদ্য, গীত এই তিনটীর মিশ্রণকে সঙ্গীত বা তৌর্য্যত্রিক বলে। "ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে" ইত্যাদি প্রমাণই এই সিদ্ধান্তের কারণ। সঙ্গীত কেবল গীতকে লক্ষ্য করিলেও সোজা পথে কীর্ত্তনের সঙ্গীতত্ব বজায় থাকে। অন্যান্য ধ্রুপদাদিতে গীতবাদ্যে নৃত্যের নিয়ম কানুন আছে। কীর্ত্তনেও তাহা আছে বটে, কিন্তু বৈশিষ্ট্য এই—ভাবুকতায় রসানভিজ্ঞ ব্যক্তিও কীর্ত্তন মাহাত্ম্যে নৃত্য না করিয়া পারেন না। যিনি কোনও দিন গাহিতে বা বাজাইতে পারেন না, তিনিও কীর্ত্তন শ্রবণে নৃত্য করিতে পারিবেনই। ইহার বৈজ্ঞানিক তথ্য ও দার্শনিক তথ্য আছে। এখানে মীমাংসার প্রয়োজন বোধ করিলাম না। যেমন, এই কীর্ত্তন-পদ প্রণেতা অসংখ্য। তেমন অন্যান্য গীত প্রণেতার সংখ্য অর্দ্ধেকও আছে কিনা সন্দেহ। বর্ত্তমানে যে সক পদ-কর্ত্তাগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিতেছি, তাহা ভবিষ্যতে প্রয়োজন আছে। সাহিত্যিক ও ভাবুক এব সঙ্গীত-শিল্পী অস্বীকার করিলে চলিবে না যে, আমর পদের সার্থকতা ও পদ-কর্ত্তাগণের পরিচয় চাহি না যেহেতু বাঙ্গালা দেশের তাহারা যথেষ্ট হিতসাধন করিয়া আজ অমরতুল্য ও পূজ্য হইয়া আছেন।

আলোচ্য বিষয়, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিই সর্ব্বপ্রধা পদকর্ত্তা। ইহারা ভগবৎ-শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন চৈতন্যদেবের পূর্ব্বে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইহারা এই ভাব, এই সুললিত পদ-লালিত্য কোথা হইতে আনিলেন! এই সব তাল লয়, রাগ রাগিণী কোথায় শিক্ষা করিলেন! ইহা ভাবিবার বিষয় বটে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও তৎপরবর্ত্তী বহু পদ-কর্ত্ত আছেন, ইহারা কীর্ত্তন-গানের যথেষ্ট উন্নতি করিয় গিয়াছেন, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের একমাত্র আধ্যাত্মিকত

রক্ষা করিয়াছে, আধ্যাত্মিকতাই এই দেশবাসীকে অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, বিনয়ী, অস্তেয় প্রভৃতি গুণসম্পন্ন দ্বারা মানুষ করে এবং দেবতার তুল্য ও কাহাকেবা ভগবৎ তুল্য আসন দিয়া বেদ ও দর্শনের সার্থকতা প্রতিপাদন করে।

বিদ্যাপতির পদে আছে—

সোহি কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ,
মলয় পবন বহু মন্দা।

* * *

অনুপদ—কি কহবরে সখি নন্দ ওর,
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।

এই সমস্ত পদের অনুকরণে ইদানীং বহু প্রসিদ্ধ কবিগণ কবিতা লিখিয়াছেন। চৈতন্যদেব এই পদ শ্রবণে উন্মত্তবৎ প্রহরেক নৃত্য করিয়াছিলেন। এই নৃত্য যাহা দ্বারা সম্ভব সেই পদ-গানকে সঙ্গীত শব্দের প্রধানরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত নয় কি?

বিশালাক্ষী দেবী মন্দিরের সেবিকা রামী ধুবনী চণ্ডীদাস কবির হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব প্রেম জাগাইয়াছিল। এই রামীকে কেহ তারা ও কেহ রামতারা বলিয়া জানেন।

চণ্ডীদাসের গানে কবিত্বের মুগ্ধ মূর্ত্তি প্রকট নহে, আধ্যাত্মিকভাব স্পষ্টরূপে দেদীপ্যমান। শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমের এক স্বর্গীয় উপাদেয় সামগ্রী। যথা—

১। বঁধু কি আর বলিব আমি…ইত্যাদি।

বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোঁহারে সঁপেছি কুল শীল জাতিমান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর গতি তুমি মোর পতি মন নাহি আন ভায়॥
কলঙ্কী বলিয়া সব লোকে বলে তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য মম তোমার চরণখানি॥

ইত্যাদি পদ-গানে কত রস কত ভাব, এবং মনোহর-সাহী পদ্ধতিতে যখন এই সব পদ-গায়ক গান করেন, তখন অপূর্ব্ব আনন্দের ঢেউ শরীরকে অবাস্তব, অকিঞ্চিৎ-কর প্রভৃতি অবস্থায় উপনীত করে। অথচ এমন কীর্ত্তনের আদর নাই। ইহারও অসংখ্য তাল আছে, নাচ আছে। যদি ভগবদ্ কৃপায় সুস্থ থাকি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইহার বিশদ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভনহি বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহার
কোটিহুঁ ঘটয় দিবস অভিসার

এই পদে বিদ্যাপতির কবিকণ্ঠহার উপাধি ছিল।

চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মিলল
পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে॥

এই পদ দ্বারা বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন উপাধিও প্রতীতি হয়।

বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও বহু বাঙ্গালী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তদনুগামী হইয়াছিলেন। ইহা বাঙ্গালীর ভুলিলে চলিবে না। মিথিলার নিকট বাঙ্গালী বিশেষভাবে ঋণী। রাজর্ষি জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, গার্গী প্রভৃতি দেশের গুরু। ন্যায়শাস্ত্রও মিথিলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তারপর গুণী, সম্মানী যে দেশেরই হউক, দেশ নির্ব্বিশেষে সকলের কাছেই তাঁহারা স্মরণীয়। ঈশান নাগর কৃত অদ্বৈত প্রকাশে আছে, বিদ্যাপতি ও অদ্বৈত প্রভৃতি সম্মেলন হইয়াছিল। বিদ্যাপতি খুব রূপবান্ ছিলেন। তাহার পদ রচনার সঙ্গে গান গাহিবার শক্তি ও রাগাদির জ্ঞান খুব ছিল। বিরহ দুঃখের পর মিলন সুখ বর্ণনায় বিদ্যাপতির তুল্য নাই বলিলেও হয়। চৈতন্য দেবের সময় হইতে অসংখ্য

পদকর্ত্তার সৃষ্টি আরম্ভ হইল, কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের উৎকর্ষও বাড়িয়া উঠিল।

আমরা সর্ব্বপ্রথমে বাসুদেব ঘোষের পরিচয় দিতেছি।

১। বাসুদেব ঘোষ একজন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। কোন পদের ভনিতায় নিজকে বাসুদেবানন্দ পরিচয় দিয়াছেন। উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীন বংশে তাঁহার জন্ম। দিনাজপুরের বর্ত্তমান রাজবংশ তাঁহাদের বংশধর বলিয়া প্রমাণ পাইয়াছি। মাধব ও গোবিন্দ তাঁহার সহোদর হইতেন। তিন ভ্রাতাই প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তিনজনই চৈতন্যদেবের ভক্ত ও তাঁহার গঠিত সংকীর্ত্তন দলের মূল গায়ক ছিলেন। তিন জনই পদ-কর্ত্তা ও সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃতে বহু বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। বাসুদেবই গৌরাঙ্গ-লীলার প্রধান পদকর্ত্তা। তিনি চৈতন্যদেবের নিকট অনেক সময় থাকিতেন। চৈতন্যদেবের যে সব লীলা তিনি দেখিয়াছেন, তাহাই গীতাকারে রাখিয়া গিয়াছেন। বাসুদেবের পদাবলী সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

বাসুদেব গীত করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥

তিনি নরহরি সরকার ঠাকুরের পদানুসরণে পদ রচনা করিয়াছেন। যথা—

শ্রীসরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে।
পদ্য প্রকাশিত বলি ইচ্ছা কৈল মনে।
শ্রীসরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা।
ব্রজে মধুমতী যে গুণের নাহি সীমা॥

চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পর মাধব ঘোষ দাঁইহাটে ও বাসু ঘোষ তমলুকে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। বাসু ঘোষের পদাবলী সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। কোন কোন পদ এত গভীরার্থক যে সাধক ও ভক্ত না হইলে মর্ম্মোদ্ঘাটন করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। বাসু ঘোষের প্রসিদ্ধ গান—

নিরমল গোরা তনু কষিত কাঞ্চন জনু
হেরইতে পড়ে গেল ভোর।
* * *
মন্ত্র মহৌষধি, তুঁহু জানিস যদি
মঝু লাগি করবি উপায়।
বাসুদেব ঘোষে বলে শুন শুন ওরে সখি
গোরা বিনু প্রাণ মোর যায়।

এই গানটী রীতিমত তান কর্ত্তবাদি দ্বারা শোভিত করিয় গাহিতে প্রায় ১ ঘণ্টার মত লাগে। উহা আমি ১ মা ৺জয়দেব কীর্ত্তনীয়ার নিকট শিখিয়াছিলাম।

২। বৃন্দাবন দাস একজন বৈষ্ণব কবি ও পদ-রচয়িতা তিনি 'চৈতন্য ভাগবত' ভিন্ন 'বৈষ্ণব বন্দনা' 'ভজন নির্ণ ও 'তত্ত্ববিকাশ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। রা রঘুপতি ও বল্লভ, বৃন্দাবন দাসের বন্ধু ছিলেন, এক পদে এই বন্ধু দ্বয়ের উল্লেখ আছে। "রায় রঘুপতি বল্ল সঙ্গতি বৃন্দাবন দাস ভাসই।" তাহার পদ সুললিত মধুর। তাঁহার বহু গান প্রচলিত আছে।

৩। জগদানন্দ। জগদানন্দ পণ্ডিত ও জগদানন্দ ঠাকু নামে দুই জন পদকর্ত্তার উল্লেখ আছে। ঐপ ণ্ডিতের বা নবদ্বীপ গ্রাম। চৈতন্যদেব নীলাচলে যাওয়ার সময় চারিজ ভক্ত সঙ্গে গিয়াছিলেন, তৎসঙ্গে জগদানন্দও ছিলেন 'পদ-কল্পতরু' গ্রন্থে জগদানন্দ প্রণীত পাঁচটী পদ আছে তাহা উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের কৃত। যথা—

নাচত নগরে নাচত গোর।
হেরিয়ে মূরতি মদন ভোর॥
যৈছন চরিত রুচির অঙ্গ ভঙ্গি।
নটবর শোভনি......জগদানন্দ থলজলরুহ *
চরণক বলিহারী।

* স্থলপদ্ম

অতি সুন্দর ও সুমধুর পদে ইঁহার গানগুলি রচিত। এই সব গানে মানুষ মাত্রই আনন্দভোগ করিতে সমর্থ হয়।

৪। জগদানন্দ ঠাকুর জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তিনি শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামীর শিষ্য। তাঁহার পিতার নাম নিত্যানন্দ মোহন্ত ঠাকুর। কাহারও মতে সর্ব্বানন্দ জগদানন্দের ভ্রাতা হইতেন। কেহ বলেন ১৬২০-১৬৩০ শকে তাঁহার জন্ম এবং ১৭৪০ শকের বামণ দ্বাদশী, ৫ই আশ্বিন তারিখে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। কাহারও মতে বর্দ্ধমান জেলার রাণীগঞ্জের পূর্ব্বাংশস্থিত দক্ষিণখণ্ডে জগদানন্দের বাস। মতান্তরে বীরভূম জেলায় অজয় নদের তীরবর্ত্তী দুবরাজপুরের নিকট জোফলাই গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। বৈষ্ণব গ্রন্থাদি আলোচনায় প্রতীতি হয়, জগদানন্দের পিতা নিত্যানন্দের আদি বাস শ্রীখণ্ডে ছিল। তিনি গম্ভীরার্থক নানাভাব প্রকাশক শ্রবণ মধুর পদসমূহ রচনা করিয়া সঙ্গীতাঙ্গ কীর্ত্তনকে এবং বঙ্গভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। পদগুলি কবিত্বে, ছন্দ-লালিত্যে, রচনা-চাতুর্য্যে এবং শব্দবিন্যাসে সকল বিষয়ই তাহার কৃতিত্ব প্রকটিত করিয়াছেন। কথিত আছে, তিনি স্বপ্নে গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, 'দামিনী দাম' ও 'গৌরকলেবর' এই দুইটী পদ রচনা করেন। জগদানন্দ সম্বন্ধে প্রাচীনেরা যে শ্লোক করিয়াছিলেন, তাহা এই—

শ্রীলক্ষ্মী জগদানন্দো জগদানন্দ দায়কঃ।
গীত পদ্যকরঃ খ্যাতো ভক্তি শাস্ত্র বিশারদঃ॥

জগদানন্দের সিদ্ধপুরুষত্ব সম্বন্ধে প্রবাদ আছে- একদিন কয়েকটী সাধু অতিথি হওয়ায় তাহাদের কূপোদক পান ব্যতীত জলপান অকর্ত্তব্য। এই ব্রত রক্ষার জন্য ঐ কূপ শূন্য গ্রাম চৈতন্যদেবের নাম স্মরণে ভূমিতে লৌহ-দণ্ডের আঘাত দ্বারা কূপ হইল ও কালক্রমে পুকুরে পরিণত হইল। অদ্যাপি জোফলাই গ্রামে উহা বিদ্যমান আছে। উহা এক্ষণে গৌরাঙ্গ সাগর নামে কথিত।

জগদানন্দ চৈতন্য-ধর্ম্ম প্রচারার্থ পঞ্চকোট রাজ্যের অধীন আমলালা গ্রামে গমন করেন। এই স্থানে এক বৃহৎ সরোবর ছিল, তাহার মধ্যস্থলে দ্বীপের ন্যায় একটী নিভৃত সুন্দর স্থান ছিল। তিনি কাষ্ঠ-পাদুকা পদে দিয়া প্রতিদিন সরোবর পার হইয়া ঐ স্থানে সাধন করিতেন। পঞ্চকোটরাজ তদ্দর্শনে তাঁহাকে গ্রাম অর্পণ করেন। গ্রাম লাভের পর তিনি ঐ স্থানে গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত সেবাইতগণ ঐ গ্রাম এখনও ভোগ করিতেছেন। এই পুকুর "ঠাকুরবান্ধ" নামে খ্যাত। তথায় গীতবাদ্যের প্রচলন তৎসময় হইতে দেখা যায়।

৫। জগন্নাথ দাস। বৈষ্ণব গ্রন্থে চারিজন জগন্নাথ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে উড়িষ্যাবাসী জগন্নাথই পদকর্ত্তা। বৈষ্ণব-বন্দনা গ্রন্থে—

বন্দে উড়িয়া জগন্নাথ দাস মহাশয়।
জগন্নাথ বলরাম যার বশ হয়॥
জগন্নাথ দাস বলে সঙ্গীত পণ্ডিত।
যার পদ শুনিয়া শ্রীজগন্নাথ মোহিত॥

ইহাতে জানা যায়, তিনি জগন্নাথের কীর্ত্তনিয়া এবং সঙ্গীতে সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার চরিত্র মধুর ছিল। যথা—

জগন্নাথ দাস বন্দো মধুর চরিত॥

৬। নয়নানন্দ দাস—ইঁহার নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদির নিকটস্থ ভরতপুর গ্রামে। আদি নাম ধ্রুবানন্দ। চৈতন্য চরিতামৃতে ইনি মিশ্র নয়ন নামে কথিত। ইনি গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র ও শিষ্য। বংশধরগণ ঐ গ্রামে এখনও জীবিত আছেন। গদাধর নীলাচলে গেলে নয়নানন্দের উপর বিগ্রহ সেবার ভার ছিল। 'প্রেমবিলাসে', তাঁহার পুষ্প-গোপাল গোপালদাস ও ধ্রুবানন্দ নামে তিন ভ্রাতার নাম দেখা যায়। মহাপ্রভু ও গদাধর নবদ্বীপে থাকিয়া প্রেমভাবে কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতেন। তৎক্ষণাৎ তত্তল্লীলা দর্শনান্তর সেইগুলি পদ-গানে উনি প্রকাশ করিতেন।

তাঁহার এই অদ্ভুত কবিত্বশক্তি দেখিয়া চৈতন্যদেব ও গদাধর উভয়েই খুব ভালবাসিতেন। এই গদাধরই নয়নের নাম নয়নানন্দ রাখিয়াছিলেন। নয়নানন্দ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক ছিলেন। 'পদসমুদ্রে' আছে।—

পণ্ডিতের স্নেহ পাত শ্রীনয়ান মিশ্র।
বাল্যকালে প্রভু যারে করিলেন শিষ্য।
পণ্ডিতের পাছে নয়ান থাকে সর্ব্বক্ষণ।
প্রভু লীলা দেখি পদ করএ বর্ণন।
ঐছে চেষ্টা দেখি প্রভু হরষিত হৈলা।
নয়নানন্দ নাম পশ্চাৎ থুইলা।

তিনি গাহিতেও পারিতেন।

৭। নরহরি সরকার—নিবাস বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামে। জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। পিতা নারায়ণ দেব সরকার। তিনি ১৪০০ শকে জন্মগ্রহণ করেন। আকুমার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসের পর তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। শ্রীখণ্ডে চৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতি ৬টী মূর্ত্তি স্থাপিত করেন। তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন,'ভক্তিচন্দ্রিকা পটল','ভক্তামৃতাষ্টক','নামামৃত সমুদ্র' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি চৈতন্যদেবের লীলা পদ-গান দ্বারা বহু প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার পদাবলীতে—

কিছু কিছু পদ লেখি যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করএ প্রভু লীলা।
নরহরি পায় সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা॥

১৪৬৩ শকে তিনি ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হন।

৮। মাধবী দাস—ইনি মহিলা কবি। তিনি বহু পদ-গান রচনা করিয়াছেন। নীলাচলে তাঁহার নিবাস ছিল। চৈতন্যদেব নীলাচলে বাসকালে জগন্নাথদেবের শ্রীশিখী মহান্তী নামে এক কায়স্থ লিপিকর ছিলেন, মাধবী তাঁহার সহোদরা হইতেন। উন্নত চরিত্রের বলিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে দেবী উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত এবং তপস্যায় খুব নিষ্ঠাপন্না ছিলেন। মাধবী বঙ্গ ও উড়িষ্যা ভাষায় বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন। 'পদ-সমুদ্রে' মাধবী কৃত অনেক উড়িয়া পদ আছে। উৎকলবাসীরা এই সকল পাদ-গানের খুব আদর করে। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পর স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন না করায়, মাধবী নিকটে যাইত না। অলক্ষিতে থাকিয়া চৈতন্য-লীলা দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ পদগানে আঁকিয়া রাখিত। মাধবী কর্ম্মদোষে নারীজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে ভাবিয়া, চৈতন্যদেবকে দর্শন করিতে না পারায়, খেদ করিয়া একটী পদ রচনা করিয়াছিলেন।

যে দেখয়ে গোরা মুখ সেই প্রেমে ভাসে।
মাধবী বঞ্চিত হইল নিজ কর্ম্ম দোষে॥

ইহার নিকট ভিক্ষা চাহিতে যাওয়ায় মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। যথা—চৈ: চরিতামৃতে—

প্রভু কহে সন্ন্যাসী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥ ইত্যাদি

ইহারা সকলেই প্রায় স্বভাব-কবি ছিলেন, অথচ ইঁহাদের নামগন্ধও অনেকেই জানেন না। প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই যেমন গান তৈয়ারী করিতেন, তেমন রস গ্রহণও করিতেন। ইঁহারা রাগরাগিণীতেও জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন। ইঁহাদের সমতুল্য পণ্ডিত পাওয়া কঠিন। সঙ্গীতক্ষেত্রে যাঁহারা যেভাবে সঙ্গীতের উৎকর্ষ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই সঙ্গীতসেবকগণের নিকট সম্মানার্হ। সুতরাং এই সম্মানীয়গণের পরিচয় দিয়া পশ্চাৎ তাঁহাদের গানের পার্থক্য করিয়া কবিদের পার্থক্য প্রতিপাদন করিয়া প্রাচীন ঋষিকল্প ব্যক্তিগণের পরিচয় ইতিহাস আকারেও সঙ্গীত সমাজে আঁকিয়া রাখা অসমীচীন মনে করি না। এই বৃদ্ধ জীবন যদি কিছুদিন টিকে, তবে ইহার সার উদ্ধার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

(খেয়াল)

ভূপালী--ত্রিতাল

তুম হাম সন জি ন বোল পিয়ারুরা।
আউর না মানে ন মিলাবতহি
হামসে কৌন কর রাঢ় ॥
কারি করুঁ কছু বন নাহি আরয়ত
এইসি ঢীট লঙ্গররা তোরে
হামসে কৌন কর রাঢ় ॥

কথা—অজ্ঞাত। স্বর—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী (গোপালবাবু)

স্বরলিপি—শান্তিপ্রভা গুহ

স্বাভাবিক ঠাট। বাদী গা (গান্ধার), সংবাদী ধা (ধৈবৎ), বিবাদী মা (মধ্যম) ও না (নিষাদ)।
রাত্রি ১ম প্রহরে গেয়।

আস্থায়ী

০ | ১ | ২´ | ৩
II র্সা র্সা ধা পা | গা রা সা রা | পা -গা পা পা | পা ধা ধা -া I
তু ম হা ম | স ন জি ন | বো ০ ল পি | য়া রু রা ০

০ | ১ | ২´ | ৩
গা গা গা রা | গা -পা র্সধা -র্সা | র্সা র্সা র্সা -া | র্সা র্রা র্সা -া I
আ উ র না | মা ০ নে ০ | ন মি লা ০ | ব ত হি ০

০ | ১ | ২´ | ৩
সা সা রা রা | -ধা ধা সা সা | পধা -র্সর্সা -ধপা -ধর্রা | -ধর্সা -ধপা -গরা সা II
হা ম সে কৌ | ০ ন ক র | রা০ ০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ঢ়

অন্তরা

	০	১	২´	৩	
II	পা -গা পা পা	র্সধা -র্সা র্সা র্সা	র্সা র্সা র্সা র্সা	র্সা র্রা র্সা র্সা	I
	কা ০ রি ক	ঙ্ক ০ ক ছু	ব ন না হি	আ ও য় ত	
	র্সধা -ধা ধা র্সা	-র্সা -র্সা র্রা র্রা	র্সা র্রা র্গা -র্রা	র্সা -র্রর্সা ধা -পা	I
	এ ই ০ সি টী	০ ০ ট ল	ঙ্গ র বা ০	তো ০ রে ০	
	পা গা পা পা	-র্সা ধা র্সা র্সা	পধা -র্সর্সা -ধপা -ধর্রা	-ধর্সা -ধপা -গরা সা	:
	হা ম সে কৌ	০ ন ক র	রা০ ০০ ০০ ০০	০০ ০০ ০০ ঢ়	

তান :—

১। (২´) সরা -গপা -রগা -পধা | (৩) র্সর্সা -ধপা -গরা -সা I

২। (০) র্সধা র্সর্রা ধর্সা ধপা | (১) গপা র্সধা পগা রসা | (২´) সরা গরা গপা ধর্সা |

(৩) র্গর্রা র্সধা পগা রসা I

৩। (১) সরা গপা ধর্সা ধপা | (২´) গপা ধর্সা র্রর্গা র্সধা | (৩) র্রর্সা র্সধা পগা রসা I

গান

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ মিত্র

সেদিন বিদায় বেলা
যে কথা কহিলনা সে,
আজি দূর হ'তে তারি
সে বাণী বহিয়া আসে।

বিজন পথের 'পরে,
গোধূলি অন্ধকারে,
থামিয়াছে আসা যাওয়া
সেদিন দিনের শেষে।

ক্ষণেক বসিয়াছিল
আমার মাধবী-তলে,
কি নিল, কি দিয়া গেল,
বিদায় অশ্রুজলে।

আজি এ সাঁঝের ক্ষণে,
সেথা এসে আনমনে,
তাহারে কুড়ায়ে পেনু
সেই তরুতলে বসে।

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

খাম্বাজ—ঢিমা-ত্রিতাল

রচনা—প্রোঃ এনায়েৎ হোসেন খাঁ সাহেব

স্বরলিপি—শ্রীবিমলাকান্ত রায়চৌধুরী

আস্থায়ী

		১	+	৩	০
পপা	II	গা মমা পা ধা	না র্সনা র্সা র্সা	র্সা ণধা পা র্সা	ণা ধা মা
ডেরে		ডা ডেরে ডা রা	ডা ডেরে ডা রা	ডা ডেরে ডা রা	ডা ডা রা

	৩	০	১	+	
II	গা মগা পা মা	গা রা সা ন্‌ন্‌া	সা গগা মা পা	গা মমা পা ধা	I
	ডা ডেরে ডা রা	ডা রা ডা ডেরে	ডা ডেরে ডা রা	ডা ডেরে ডা রা	

৩	০
না র্সর্সা র্রা র্সা	ণা ধা মা
ডা ডেরে ডা রা	ডা ডা রা

অন্তরা

	১				+				৩				০				
II	গা·	·মমা·	ণা	ধা	না	র্সনা	র্সা	র্সা	পা	ননা	র্সা	র্রা	র্সা	ণা	ধা	ননা	I
	ডা	ডেরে	ডা	রা	ডা	ডেরে	ডা	রা	ডা	ডেরে	ডা	রা	ডা	ডা	রা	ডেরে	
	র্সা	র্গর্গা	র্মা	র্গা	র্রা	র্সা	না	র্সা	না	র্সর্সা	র্রা	র্সা	না	ধা	মা		
	ডা	ডেরে	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	ডেরে	ডা	রা	ডা	ডা	রা		

তোড়া

১। সগমপা গমপধা | ১ র্সা গমপধা র্সা গমপধা | + র্সা

২। ০ সগমপা গমপধা ণধপমা গ০র০সঃ | ১ গমপধা র্সঃ গমপধা র্সঃ গমপধা | + র্সা

৩। ৩ ণণধণা ণধপমা গরগরা স০ন্‌০সঃ | ০ ন্‌সরন্‌া সরন্‌সা রা গমপগা |

১ মপগমা পা পধনপা ধনপধা | + না

গান

শ্রীদুলালী দেবী

ওগো তোমারে বাসি ভালো ;
আমার আঁখি আগে
তোমারি মুখে জাগে,
তোমার মধু-বাণী,
তোমার রূপ-আলো।

তোমার কাছে যাই,
কী যে বলিতে চাই,
আঁখিতে আঁখি দিয়ে
ভুলি যে কথা-জাল।

তোমার হিয়াখানি
আমারে চায় জানি,
আমার মনো-ব্যথা
তুমিত জানো ভালো ;

জানে তা' তরু-লতা
মোদের প্রেম-কথা,
সকলে জানে তবু
গোপন রয়ে গেল॥

স্বরলিপি

আড়ানা—ধামার

কাহ্নাকো বোলো আন
সব মিল আজ হোরী খেলুঙ্গী।

মধুর গাঁয়েঙ্গী সব
শ্যামকো গুণ বরণন,
গোলাবকী কেশর রঙ্গ
সবকো দেউঙ্গী॥

কথা ও সুর—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বরলিপি—শ্রীঅমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আস্থায়ী

১´ ০ ২ ০ ৩
II পর্সা -না -র্সা | পণা -পা | -ণা পমা | মপা -া -জ্ঞা | -মা -া পা র্সনা I
কা ০ ০ | হ্না ০ | ০ কো০ | বো ০ ০ | ০ ০ লো আ

১´ ০ ২ ০ ৩
নর্সা -া -া | -ণা -পা | -া -া | মা পা -া | -মা -ণা পা পা I
ন ০ ০ | ০ ০ | ০ ০ | স ব ০ | ০ ০ মি ল

১´ ০ ২ ০ ৩
মপা -া -জ্ঞা | -মা -রা | -ণা পাম | পা -জ্ঞা -মা | সরা -া সা -া I
আ ০ ০ | ০ ০ | ০ জ | হো ০ ০ | রী ০ খে ০

১´ ০ ২ ০ ৩
সসা -মা -রা | -মা -া | -পা -া | মপা -র্রা -র্সনা | -র্সা -ণদা -ণা -পা II
লু০ ০ ০ | ০ ০ | ০ ০ | ঙ্গী০ ০ ০০ | ০ ০০ ০ ০

অন্তরা

০ ৩ ১´ ০ ২
II {মা পা -া | -ণদা -ণদা না না | র্সা -া -া | র্সা -নর্সা | র্সা র্সা I
ম ধু ০ | ০০ ০০ র গা | বে ০ ০ | জী ০০ | স ব

০ ৩ ১´ ০ ২
র্সনা র্সা -া | র্সা -নর্সা র্রা র্সা | র্রণা র্সাঃ -র্রঃ | ণদা ণা | পা -া} I
শ্যা০ ম ০ | কো ০০ গু ণ | ব০ র ০ | ণ০ ০ | ণ ০

০ ৩ ১´ ০ ২
র্সা র্মজ্ঞা -র্মর্রা | র্রা -া র্সা -া | মা -পা র্রা | না -র্সা | মা পা I
গো লা০ ০০ | ব ০ কী ০ | কে ০ শ· | র ০ | র জ

০ ৩
র্সা -মা পণা | মজ্ঞা -মসা -রা সা II II
স ব কো০ | দে ০০ উ জী

বাঁট

০ ৩ ১´ ০ ২
১। সা মজ্ঞা মা | পণা মপা র্রা র্সা | ণা পা মা | -ণা পা | মজ্ঞা মা I
কা হা কো | বো০ লো০ আ ন | স ব আ | ০ জ | হো রী

০ ৩ ১´
সা রা সা | পণা -মা পা না | র্সা -া -া
খে লু জী | "বো০ ০ লো আ | ন ০ ০"

০ ২ ০ ৩ ১´
২। র্রা না | র্সা ণা | পা র্রা র্সা | ণা পা মা -ণা | পা মজ্ঞা মা I
কা হা | কো বো | লো আ ন | স ব আ ০ | জ হো০ রী

০ ২ ০ ৩ ১´
সা রা | -া সা | সা মরা মা | পণা -মা পা না | র্সা -া -া II
খে লু | ০ জী | "কা হা কো | বো০ ০ লো আ | ন ০ ০"

০ | ০ | ১´ | ০ | ২
৩। সা মরা পমা | ণপা র্সনা র্রর্সা র্মর্রা | র্মর্সা র্রণা -র্সপা | ণমা পজ্ঞা | মসা রসা I
কা হ্যা০ কো০ | বো০ লো০ আ ০ ন ০ | স ০ ব ০ ০ ০ | আ০ জ ০ | হো০ রী০

০ | ৩ | ১´
সা মজ্ঞা মা | পণা -মা পা না | র্সা -া -া II
খে লু ঙ্গী | "বো০ ০ লে আ | ন ০ ০"

দুন ও তেহাইযুক্ত বাঁট

৩ | ১´ | ০ | ২ | ০
৪। মপা ণদদা ননা র্সর্সা | র্সনা র্রর্সা র্রণা | র্সপা ণঃ মঃ | -ঃ পঃ মপা | ননা র্সা মপা I
কা ০ হ্যাকো বোলো আন | সব মিল আজ | হোরী খে লু | ০ ঙ্গী বো০ | লোআ ন, বো০

৩ | ১´
ননা র্সা মপা ননা | র্সা -া -া II
লোআ ন বো০ লোআ | ন, ০ ০

বাঁট ও তেহাই

৩ | ১´ | ০ | ২ | ০
৫। -া -া র্মা র্রর্সা | র্সনা র্রর্সা র্সণা | র্রর্সা ণপা | ণমা পর্সা | ঃ র্সঃ মপা র্সর্সা I
০ ০ কা হ্যাকো | বোলো আন স ব | মিল আজ | হোরী খেলু | ০ ঙ্গী কা০ হ্যাকো

৩ | ১´ | ০ | ২´ | ০
মপা র্সর্সা মপা ননা | র্সা মপা র্সর্সা | মপা র্সর্সা | মপা ননা | র্সা মপা র্সর্সা I
বোলো আন বো০ লোআ | ন কা০ হ্যাকো | বোলো আন | বো০ লোআ | ন কা০ হ্যাকো

৩ | ১´
মপা র্সর্সা মপা ননা | র্সা -া -া II
বোলো আন বো ০ লোআ | ন ০ ০

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতবিদ্যা তান্ত্রিক সাধনা ও তান্ত্রিক সত্যদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা সঙ্গীত-রত্নাকর গ্রন্থটি ভালভাবে আলোচনা কর্‌লেই তা' বুঝ্‌তে পারি। সঙ্গীত-রত্নাকরের মত প্রামাণিক গ্রন্থ ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের মধ্যে আর কোনটিই নয়, এবং দক্ষিণী ও হিন্দুস্থানী উভয় মতের সঙ্গীতেরই মূল পাওয়া যায় সঙ্গীত-রত্নাকরে। অবশ্য রাগ রাগিণীর ক্রমবিকাশ ও ব্যবহারিক সঙ্গীতের প্রয়োগভেদ পরবর্ত্তীকালে অনেক হয়ে গেছে এবং ব্যবহারের বৈচিত্র্য ও নব বিকাশ জীবন্ত সঙ্গীতেরই পরিচয়, তবে সঙ্গীতের মূল প্রতিষ্ঠা বা সঙ্গীতের তত্ত্ব সঙ্গীত-রত্নাকরে যেমন বিশদভাবে বর্ণিত আছে অন্য কোথাও তা নেই।

মিয়া তানসেন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের এক অভিনব বিকাশের পথ খুলে দিয়ে গেছেন সন্দেহ নেই এবং মিয়া তানসেনের পরবর্ত্তী যুগ হ'তে সুরু করে এই বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীতেও হিন্দু সঙ্গীতের কত নব নব বৈচিত্র্যময় বিকাশ হচ্ছে ও হবে—তা হওয়াই সঙ্গীতের সুস্থ ও সতেজ প্রাণশক্তির চিহ্ন—কিন্তু মিয়া তানসেনের প্রবর্ত্তিত রাগ রাগিণীর একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা থাক্‌বেই—যার উপরে আমরা নানা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি কর্‌ব। তেম্‌নি মিয়া তানসেনেরও বহু যুগ পূর্ব্ব থেকে ভারতীয় সঙ্গীতের যে মূল তত্ত্বের আবিষ্কার ও প্রচার হয়েছিল সেই তত্ত্ব বা সঙ্গীত বিদ্যা আজও আমাদের অক্ষুণ্ণ ও উজ্জ্বল রাখা চাই। প্রাচীনের শ্রেষ্ঠ সম্পদের উপরই নবীনের কলাকৌশল দেখতে হবে।

আমারা এই প্রাচীন সঙ্গীত-বিদ্যাকে পরাবিদ্যা বলেছি—তার কারণ আমাদের সঙ্গীত বিদ্যা পরা-প্রকৃতিকেই প্রকাশ কর্‌তে চেষ্টা করেছে। যে ধ্বনি বা আদি নাদ কাণে শোনা যায় না অথবা মন দিয়ে ধারণা করা যায় না সেই ধ্বনিরই একটা রেশ যেন রাগ রাগিণীর মধ্যে আমরা খুঁজে পাই। আমরা নাদব্রহ্ম কথাটা অনেক-বার শুনেছি, এই নাদব্রহ্ম তালই সঙ্গীতের আদি স্বরূপ। এই নাদব্রহ্মের একটা ক্ষীণ রেশ যে সঙ্গীতে থাকে, তার একটা পারমার্থিক মূল্য আছে, আর যে বিদ্যা নাদব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের সংযোগের পথ দেখায়, সে বিদ্যাই পরাবিদ্যা।

আমরা পরাপ্রকৃতি ও নাদব্রহ্মের সম্বন্ধে এখন একটু বিশদ্ আলোচনা কর্‌তে চাই। তন্ত্রের মতে এই নিখিল জগৎ সৃষ্টির আদিতে বা জগতের মূলরূপে রয়েছেন এক পরমপুরুষ বা পরম শিব উপনিষদের মতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বল্‌তে যা বুঝায়, এই পরম পুরুষ তা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। উপনিষদও বল্‌ছেন যে এই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম থেকেই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন জগতের সৃষ্টি হয়েছে। যে শক্তির দ্বারা ব্রহ্ম এই সৃষ্টি কর্‌লেন, তাকে বেদান্ত উপনিষদে মায়া বলা হয়ে থাকে। তবে বেদান্ত ও উপনিষদে ব্রহ্মের শক্তির দিকটা অর্থাৎ ব্রহ্মের নির্গুণ নিথর অবস্থার পর সগুণ বিকাশোন্মুখ অবস্থাটার ভাল বিশ্লেষণ নাই। তন্ত্রেই এই অভাব পূরণ করেছে। তন্ত্র বল্‌ছেন যে সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষেরই অপর অবস্থা হচ্ছে সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি। এই শক্তি মায়ারও উপরে। শক্তি পুরুষ থেকে অভিন্ন এবং সৃষ্টির জন্য এঁরা দুই ভাবে লীলা করেন মাত্র। এই চিন্ময়ী শক্তিই পুরুষের বীজ নিয়ে সব-কিছু সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির গোড়াতে চিৎশক্তি যা সৃষ্টি কর্‌লেন তাকেই তন্ত্রে নাদব্রহ্ম বা সদাশিব বলে থাকেন। এই নাদব্রহ্মকে বেদান্ত প্রাজ্ঞ পুরুষ বা বিজ্ঞানময় পুরুষ বলেন। ক্রমশঃ

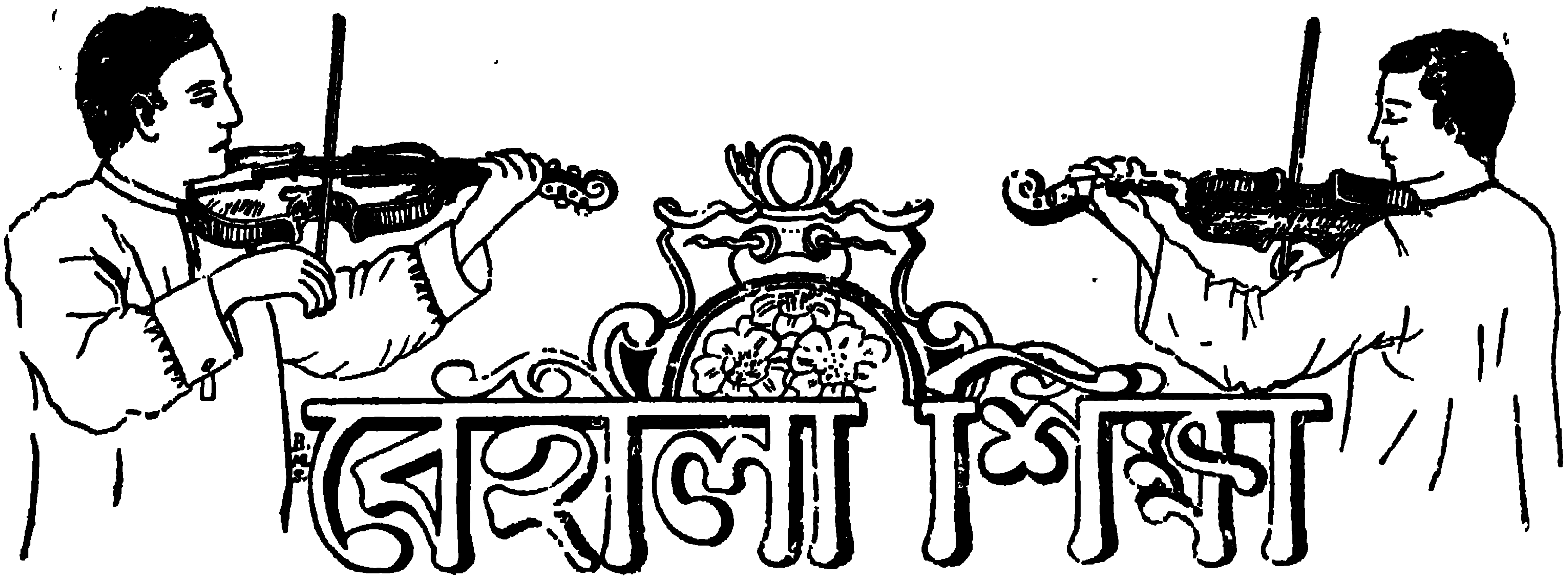

বেহালার গৎ

ভৈরবী—তেতালা

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ব্রহ্মচারী

আস্থায়ী

১ + ৩ ০
II ণ্‌া সা জ্ঞা মা | দা -া ণা দা | পা মা জ্ঞা -া | মা জ্ঞা ঋা সা I

১ + ৩ ০
* ণ্‌া সা ঋা ঋসা | দ্‌া -া দ্‌া ণ্‌া | সা ঋা জ্ঞা -া | মা মজ্ঞা ঋা সা II

অন্তরা

+ ৩ ০ ১
II দা দা মা, দা | দা মা, দা ণা | র্সা দা -া ণা | র্সা র্ঋা র্জ্ঞা র্সা I

+ ৩ ০ ১
-া র্ঋা র্সা ণা | দা -া ণা দা | পা মা পা জ্ঞা | -া মা, সা ঋা I

+ ৩ ০
জ্ঞা মা পা দা | পা মা জ্ঞা -া | মা জ্ঞা ঋা সা | * এখানে আসিয়া আস্থায়ীর ২য় লাইন বাজাইয়া অন্তরা শেষ করিতে হইবে।

তান

৩ ০
১। ণ্‌সা জ্ঞমা দণা র্সর্ঋা | র্সণা দপা মজ্ঞা ঋসা I

৩ ০
২। পদা মপা জ্ঞমা দণা | র্সণা দপা মজ্ঞা ঋসা I

৩ । ণণা দঃ,ণঃ ণদা ণণা | দণা দপা মজ্ঞা ঋসা I

৪ । ঋ́ঋ́া স́ঃ,ঋ́ঃ ঋ́স́া ঋ́ঋ́া | স́ণা দপা মজ্ঞা ঋসা I

৫ । স́ঋ́া -ঋ́া র্সণা স́স́া | দণা -ণা দপা দদা | মদা -দা পমা পপা |

ঋজ্ঞা -জ্ঞা ঋসা ণ্সা I ণ্সা -সা জ্ঞমা -মা | দা -া ণ্সা -সা |

জ্ঞমা -মা দা -া | ণ্সা সা জ্ঞমা মা I দা

দ্রষ্টব্য ঃ—সঙ্গীতাচার্য্য পণ্ডিত রামকিষণ মিশ্র মহাশয়ের নিকট যদ্রূপ শিক্ষা করিয়াছি, তাহাই কয়েকটী ছোট তান সমেত সহজ স্বরলিপির দ্বারা প্রকাশ করিলাম।

গান

শ্রীশচীন্দ্র নাথ রায়

বনে বনে ভ্রমে যত
কেন এত ফুল বান।
আপন হরষে মাতি'
পাপিয়া ধরিছে তান॥

ছল ছল কলনাদে
বধূর মিলন ফাঁদে
ডেকেছে নদীর বারি
ভরিতে গাগরী আন।

দখিন মলয়ে ভেসে
চলে তরী দূর দেশে
অধরেতে প্রেম সুধা
অরুণ দিয়াছে শান॥

স্বরলিপি

বাগেশ্রী—দাদ্‌রা

জুড়াও আমার সকল ব্যথা
তোমার গানে গানে,
নিভাও আমার সকল জ্বালা
আগুন জ্বালা প্রাণে।

এ জীবনের যত আশা
হরণ কর তাদের ভাষা,
সকল আশার বাঁধ ভাঙ্গ গো
আকুল করা তানে।

তোমার সুরের পরশ দিয়ে
বাহির কর মোরে,
সুরের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে
লওগো টানি' দূরে।

কেমন করে সকল ভুলে
ছুটবো আমি তোমার কূলে
বাহির পানে ছুটতে গেলে
পিছনে কে টানে।

কথা—শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সুর ও স্বরলিপি—শ্রীরমণীলাল সরকার

আস্থায়ী

	+				0				+				॥ 0			
II	র্সর্রা	ধা	-র্সা	|	ণা	ধা	-া	I	মা	ধা	-পা	|	ণাধ	ধা	-া	I
	জু০	ড়া	ও	|	আ	মা	র		স	ক	ল্	|	ব্য	থা	০	
	মা	জ্ঞা	-া	|	সরা	রা	-জ্ঞা	I	রা	সা	-া	|	-া	-া	-া	I
	তো	মা	র	|	গা	নে	০		গা	নে	০	|	০	০	০	
	সরা	সরজ্ঞা	রসা	|	ণ্া	ধ্া	ণ্া	I	সা	সা	-মা	|	মা	মা	-া	I
	নি০	ভা০০	০ও	|	আ	মা	র		স	ক	ল্	|	জ্বা	লা	০	
	মা	মা	-ধা	|	ধা	ধা	-ণা	I	মধা	ধা	-ণা	|	-র্সা	-া	-া	II
	আ	গু	ন	|	জ্বা	লা	০		প্রা	ণে	০	|	০	০	০	

৬

অন্তরা

\+ ০ + ০
II {মা মা -া | ধা ধা -ণা I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I
এ জী ০ | ব নে র | য ত ০ | আ শা ০

র্সা র্রা -র্মর্জ্ঞা | র্রা র্সা র্সার্রা I ধা ধা -র্সা | ণা ধা -া}
হ র ০ ০ | ণ ক র | তা দে র | ভা ষা ০

মা ধা -া | মধা -ণর্সা ণধা I মা -া মা | জ্ঞা রা -া I
স ক ল | আ ০ ০ শার | বাঁ ধ্ ভাঙ্ | গ গো ০

সরা সজ্ঞা -রসা | ণ্া ধ্া -ণ্া I ণ্সা সা -া | -সা -মা -া I
আ০ কু০ ০ল | ক রা ০ | তা নে ০ | ০ ০ ০

-মা -ধা -া | -ণা -র্সা -া II
০ ০ ০ | ০ ০ ০

সঞ্চারী

\+ ০ + ০
II সরা সরজ্ঞা রা | সণ্া ধ্া ণ্া I সা সা -মা | মা মা -া I
তো০ মা০০ র | সু রে র | প র শ | দি য়ে ০

মা ধা -া | ধা মধণা -ধা I পমা মা -জ্ঞা | -া -া -া I
বা হি র | ক র০০ ০ | মো রে ০ | ০ ০ ০

রজ্ঞা রজ্ঞা -া | রা জ্ঞা -া I জ্ঞা রা জ্ঞা | মা পা -া I
সু রে র | আ গু ন | জা লি য়ে | দি য়ে ০

রা মা জ্ঞা | রা সণ্ধ্া -ণ্া I ণ্া -া -সা | সা -া -া II
ল ও গো | টা নি০ ০ | দূ ০ ০ | রে ০ ০

আভোগ

	+				0				+				0		
II	মা	মা	-র্সা	|	ণধা	ধা	-ণা	I	র্সা	র্সা	-া	|	র্সা	র্সা	-া I
	কে	ম	ন্	|	ক০	রে	০		স	ক	ল্	|	ভু	লে	০
	.মা	-া	র্সা	|	র্সা	র্সা	-া	I	র্সার্রা	ধা	-র্সা	|	ণা	ধা	-র্সা I
	ছু	ট্	বো	|	আ	মি	০		তো	মা	র	|	কূ	লে	০
	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	I	র্সার্রা	-র্মা	-া	|	-র্জ্ঞা	-া	-া I
	০	০	০	|	০	০	০		আ	০	০	|	০	০	০
	-র্রা	-র্সা	-ণা	|	-ধা	-া	-া	I	-মা	-ধা	-া	|	-মধা	-ণা	-ধা I
	০	০	০	|	০	০	০		০	০	০	|	০০	০	০
	-মা	-জ্ঞা	-রা	|	-সা	-া	-া	I	-সরা	-সজ্ঞা	-রা	|	-সা	-ণ্ধ্া	-ণ্া I
	০	০	০	|	০	০	০		০০	০০	০	|	০	০	০
	-সা	-া	-া	|	-সা	-মা	-া	I	-মা	-ধা	-া	|	-ণা	-র্সা	-া I
	০	০	০	|	০	০	০		০	০	০	|	০	০	০
	মা	মা	-া	|	ধা	ধা	-ণা	I	র্সা	র্সা	-া	|	র্সা	র্সা	-া I
	কে	ম	ন্	|	ক	রে	০		স	ক	ল্	|	ভু	লে	০
	র্সা	-র্রা	র্সর্রা	|	ণর্সা	ধা	-ণা	I	র্সা	র্সা	-র্মা	|	র্মা	র্মা	-া I
	ছু	ট্	ব০	|	আ০	মি	০		তো	মা	র	|	কূ	লে	০

র্সা	র্রা	-র্সর্জ্ঞা	|	র্রা	র্সা	-া	I	ণা	-র্সা	র্সা	|	ণা	ধা	-া	I
ব	হি	০০র	|	পা	নে	০		ছু	ট্	তে	|	গে	লে	০	
মা	ধা	-া	|	মধা	-ণর্সা	ণা	I	ধা	মা	জ্ঞা	|	সরা	সা	-া	I
বা	হি	র	|	পা০	০০	নে		ছু	ট	তে	|	গে	লে	০	
সরা	সজ্ঞা	-রসা	|	ণ্া	ধ্া	ণ্া	I	সা	-মা	-মাপ	|	-মা	-ধা	-া	I
পি০	ছ০	০০	|	নে	কে	০		টা	০	০	|	০	০	০	
-ধা	-ণা	র্সা	|	ণা	-র্সা	-া	II								
০	০	০	|	নে	০	০									

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আভোগের যে যে অংশ যতবার আবৃত্তি করিতে হইবে, তাহা স্বরলিপিতেই দেওয়া হইল।

——সুরকার।

শ্রীখোল বাদ্য প্রণালী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, বি-এ

তেওড়া বা ত্রিপুটা

ইহা একটী সপ্তমাত্রিক (লঘুমাত্রা) ছন্দ; ইহাতে তিনটি তাল। প্রথম তালে তিন মাত্রা, দ্বিতীয় তালে দুই মাত্রা এবং তৃতীয় তালে দুই মাত্রা। ইহার লক্ষণ, যথা,—

তালো যস্তেবরেতি ত্রিপুট ইতিচ দেশ ভাষাপ্রসিদ্ধো
গ্রন্থে রত্নাকরেঽসৌ সুমতিভিরুদিতোত্যস্তবক্রীড়নজ্ঞঃ।
সপ্তামুষ্মিন্ কলাঃ স্যুঃ স্ফুটমিহ দবিরামস্ততো দদ্বয়ন্তা
দ্যাতাস্তত্র ক্রমো বৈ সুরুচির মতিভির্বাদ্যতে মঞ্জুপাটৈঃ।

(কাশীনাথ প্রণীত "অভিনব তালমঞ্জরী")

লয়

(দুই আবর্ত্তন)

+			২		৩	
ধা	ধিন্	ধিন্	ধা	ধিন্	ধা	ধিন্

+			২		৩	
না	তিন্	তিন্	তেটে	তেটে	খেটে	তাক

লহর

	+			২		৩	
১।	(নাগ	ধেনে	ধেনে	নাগ	ধেনে	নাগ	ধেনে)

৩ ঐ লয়

\+ ২ ৩

২। (দেদে দেদা ধিনি দেদে দেনা ধিনি ধিনি)

৩ ঐ লঘু

\+ ২ ৩

৩। (নাগ ধেনে ত্রেকেট্ নাগ ধেনে ত্রেকেট্

ধেনে) ৩ ঐ লঘু

\+ ২

৪। [(আ) নাগ ধেনে ধেনে নাগ ধেনে ধেনে

৩

নাগ ধেনে ধেনে] ৩ ঐ লঘু

হাত

\+ ২

১। (ঘেনা দেরে দেরে ঘেনা দেরে দেরে ঘেনা

৩

দেরে দেরে ঘেনা) ৩ ঐ লঘু

\+ ২

২। (ধেনে ধেনে নাগ ধেনে নাগ

৩

ধেনে নাগ) ৩ ঐ লঘু

\+ ২

৩। (ঘেনে তেরে ঘেনা তাখি তেরে খেটে দেরে গেড়ে

৩

ঘেনে তেরে ঘেনা তাখি তেরে খেটে) ৩ ঐ লঘু

\+ ২

৪। (ঘেনে নেরে গেনে দা(আ) ঘেনে নেরে গেনে দা

৩

(আ) ঘেনে নেরে গেনেদা (আ) ঘেনে নেরে)

৩ ঐ লঘু

৪নং বোলের পাঠ

\+ ২ ৩

(ঘেঁর গেদা ঘেঁর গেদা ঘেঁর গেদা ঘেঁর) ৩

উক্ত বোলের প্রথম ঘেনে নেরে আরম্ভ করিবার সময় একবার ঐরূপ করিয়া দ্বিতীয় বার হইতে ঘেনা নেরে হইয়া যাইবে।

ঘাঁত

\+ ২ ৩

১। * (নাগ ধেনে ধেনে ধো খেটা ধেই য়া)২

\+ ২ ৩

তা খেটা খেটা গুর্‌গুধ্ ধেই তেরে খেটা

\+ ২ ৩

দা দা ধেই তাখি তাখি তেরে খেটা

\+ ২ ৩

ঘেনে তেটে তেটে খেটা ঘেনে তেরে খেট

\+ ২ ৩

ঘে ঘে ঘে তেরে খেটা তেরে খেটা

\+ ২ ৩
তা তা তা তাখি তেরে তেরে খেটা তাখি
তেরে খেটা

\+ ২
তেরে তেরে খেটা তাখি তেরে খেটে তাখি

৩
তেরে তেরে খেটা তাখি তেরে খেটা

\+ ২ ৩
২। * ঝা খেটা তা দাধে (ই) য়া খেটা তা

\+ ২ ৩
তা খেটা তা তেটে ঘেনা তা গুর্‌গুর্‌

\+ ২ ৩
জা জা জা ঝেনা খেটা ঝা ত্রেকেট্‌

\+
ঘেনে নেরে ঘেনে নাও তেরে খেটে

২ ৩
দেরে গেভে ঘেনে নেরে ঘেনে নাও তেরে খেটে

তেহাই

২ ৩ +
১। তা তা খেটা গেঘে নাগ ঝা(আ) গুর্‌ গুর্‌

২ ৩ +
তা তা খেটা গেঘে নাগ ঝা (আ) গুর্‌ গুর্‌

২ ৩ +
তা তা খেটা গেঘে নাগ—ঝা

২ ৩
২। (তাখি তেরেতেরে খেটা তাখি তেরেখেটে

\+
ঝা (আ) কুর্‌কুর্‌)২

২ ৩
তাখি তেরেতেরে খেটা তাখি তেরেখেটে—ঝা

মূর্চ্ছন

\+ ২
দাঘি নাতা খেটা খেটা দাঘি

৩ +
নাতা খেটা তেই য়া গুর্‌ গুর্‌

২ ৩ +
ঝা তিঝা (আ) তি ঝা ঝা

* চিহ্নিত বোলগুলি প্রবন্ধকারের স্বরচিত।

স্বরালপি

গজল

মিশ্র সুর (হোলি)—কাহার্‌বা

চরণ নূপুর বাজে রুম ঝুম,
আবির গুলাল হাথে কুমকুম ;
নাচত গায়ত রং ছোড়ত রে
ধুম মচাই আজ হরি ব্রিজমেঁ ॥

হসি মৃদু রাধিকা ছেড়ত সুর
সখিয়ন গায়ত ছন্দ মধুর ;
রং ভরি পিচকারি মারত রে
ধুম মচাই আজ হরি ব্রিজমেঁ ॥

অঙ্গিয়া সমারত পারত লাজ
মদভরি আঁখিয়ন রং কি সাজ ;
মুরলী ধুন চিত হরত রে
ধুম মচাই আজ হরি ব্রিজমেঁ ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীশিবনাথ মুখোপাধ্যায়

+ o + o
I র্সা র্সা র্সা নধা | ধনা ণা ধা পা I পধা ধধা র্সা না | ধা -া -া -া I
চ র ণ নূ০ | পূ০ র বা জে রু০ ০০ ম ঝু | ম ০ ০ ০

র্সা র্সা র্সা না | ধনা না ধা পা I পধা ধধা র্সর্সা ননা | ধা -া -া -া I
আ বি র গু | লা০ ল হা থে কু০ ০ম কু০ ০০ | ম ০ ০ ০

গধা ধা ধা পা | হ্মা হ্মা গা রা I রগা মমা গা রা | গগা পপা পগা ধা I
না চ ত গা | য় ত র ং ছো০ ০০ ড় ত | রে০ ০০ ০০ ০

* ধর্সা -র্সা র্সা নধা | না না ধা পা I ধা ধা র্সা না | ধা -া -া র্রা I
ধু ০ ম ম০ | চা ই আ জ হ রি ব্রি জ | মেঁ ০ ০ ০

* নর্সা -র্সা র্সা নধা | না না ধা পা I ধা ধা র্সা না | ধা -া -া -া II
ধু ০ ম ম০ | চা ই আ জ হ রি ব্রি জ | মেঁ ০ ০ ০

তারা চিহ্নিত লাইন দুইটী ধুয়া গাহিবে।

+   ০   +   ০

II র্সা র্সা র্সা র্সা | ধা -না ধা পা I -া ধা র্সা র্সা | র্রা -া -া -া I
হ সি ন্ধু | রা ০ ধি কা ০ ছে ড় ত | সু ০ ০ র
০ অ ঙ্গি য়া | স মা র ত ০ পা ব ত | লা ০ ০ জ

-া র্সা র্সা না | ধনা -না ধা পা I ধা -ধা র্সা না | ধা -া -া -া I
০ সখি য় ন | গা০ ০ ব ত ছ ন্ দ ম | ধু ০ ০ র
০ মদ ভ রি | আঁখি ০ য় ন র ং কি ০ | সা ০ ০ জ

-া গধা ধা ধা | পা মা গা রা I রগা -মমা গা রা | গগা -পপা -পপা -ধা II
০ রং ভ রি | পি চ কা রি মা০ ০০ র ত | রে০ ০০ ০০ ০
০ মু র লী | ধু ন চি ত হ০ ০০ র ত | রে০ ০০ ০০ ০

গান

শ্রীসুধীন চাকলাদার

লও প্রণতি সঙ্গীতে
ছন্দ পাগল উঠুক নেচে
তোমার পদ ইঙ্গিতে ॥
মোর মরমের বাণী যত
কলির বুকে অলির মত
চায়না যেন তোমার রাঙা
চরণ রেখা লঙ্ঘিতে ॥

তোমার হাতের বীণা বেণু
বাজুক সুরের তালে
পদাঙ্গুলির ধূলির কণা
জয়টীকা হোক ভালে।
তব নামের মধুর স্বরে
যে সুর বুকে গুমরে মরে
ছড়িয়ে পড়ুক বিশ্বমাঝে
ঝর্ণা ধারার ভঙ্গীতে ॥

হোলীর গান

মিশ্র—দাদ্‌রা

ফাগুয়ায় গগন বেঙে
মাতিয়ে তোলে আমার হিয়া।
দূরে মোরে ডাক্‌ছে কে ঐ
খেলি হোলি আয়রে প্রিয়া॥

বসন্তের কুঞ্জবনে
দোলের লীলা আজ ফাগুনে,
জাগিয়ে তোলে প্রেমের লীলা
ফাগুয়ার পরশ দিয়া।

আয়রে আয় প্রাণের সাথী
হোলির খেলায় আজকে মাতি,
রঙের নেশায় পরাণ পাগল
পিচকারীতে রং ভরিয়া॥

ঽথা—শ্রীহিমাংশুভূষণ সেনগুপ্ত

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী

II পা | পা পা ধা I মপা মপধা পা | মা গা -া I
ফা | গু য়ায় ০ গ০ গ০০ ন | বে ঙে ০

-া -া সন্‌া | সা গা গা I গা গা মা | রগা -রগমপা -মা I
০ ০ মাতি | য়ে তো লে আ মা র | হি০ ০০০০ ০

গা -া পা | র্সা না র্সা I ণধা -ণা ধা | পা মগা মা I
য়া ০ দু | রে মো রে ডা০ ক্‌ ছে | কে ও০ ই

-পা -র্সা ণা | রা পা ধা I মা -পা মা | গমা -গপা -মা I
০ ০ খে | লি হো লি আ য় রে | প্রি০ ০০ ০

গা -রসা সন্‌া | সা গা মা I পা হ্মা পা | মা গা -া I
যা ০০ ফা০ | শু যায় ঐ গ গ ন | রে ডে ০

-গমা -পর্সা -ণধা | -পধা -পমা -গমা I -গা -পা "পা"
০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০ ০ 'ফা'

II মা | পা গমা -পধনা I না -া না | র্সা না র্সা I
ব | সন্ তে০ ০০র ঐ ০ কু | ঞ্জ ব নে

-া -া না | না না না I না -া নধা | না ধপা -া I
০ ০ দো | লের লী লা আ জ ফা০ | গু নে০ ০

-া -া পা | পা হ্মা পা I পা পহ্মা -পা | হ্মা গা -া I
০ ০ জা | গিয়ে তো লে প্রে মে০ র্ | লী লা ০

-া -া ন্‌া | -া -া -া I সা ন্‌সা -রগরা | সন্‌া সা -া I
০ ০ ফা | শু য়ার ঐ প র০ ০০শ্ | দি০ য়া ০

-ন্‌সা -গমপা "পা"
০ ০ ০০০ 'ফা'

II ন্‌া | ন্‌া ন্‌া -া I ন্‌া ধন্‌া -সরা | সন্‌া সা -া I
আয় | রে আ য় প্রা ণে০ ০র্ | সা০ থী ০

-া -া ন্‌া | সা গা গা I গা -া মা | রগা -রপা -মা I
০ ০ হো | লীর খে লায় আ জ্ কে | ফা০ ০০ ০

গা -া পা | পা জ্ঞা পা I পা জ্ঞা পা | মা গা -া I

ড়ি o র | ঙের নে শায়্ প রা ণ | পা গ ল

গা মা গমপা | -ধনর্সা ণা ধা I পা -ধা পা | মা গা -া I

পি চ কা০০ | ০০০ রি তে র ঙ ভ | রি য়া ০

-ম́া -া জ্ঞ́া | র́া স́া র́া I স́া -র́া স́া | ণা ধা পা I

০ ০ পিচ | কা রি তে র ঙ ভ | রি য়া ০

-র্সা -া ণা | ধা পা ধা I পা -ধা পা | গা গা -া I

০ ০ পিচ | কা রী তে র ঙ ভ | রি য়া ০

-গমা -পধা -ণস́া | -ণধা -পমা -গমা I -পা -স́া ণা | ধা পা ধা I

০০ ০০ ০০ | ০০ ০০ ০০ ০ ০ পিচ | কা রী তে

মা -পা মা | গা গা -া I গা মা গমগা | -ধনর্সা ণা ধা I

র ঙ ভ | রি য়া ০ পি চ কা০০ | ০০০ রী তে

পা -ধা পা | মা গা -া I -া -া "পা"

র ঙ ভ | রি য়া ০ ০ ০ 'ফা'

মৃদঙ্গাচার্য্য ৺দীননাথ হাজরা মহাশয়ের কয়েকটী বোল

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীকানাইলাল হাজরা

ধামার

\+ ১ ১
| | | | | | |
ধেটে ধাগিন্নে ধাগে তেটে ঘেন্ তেরে কেটেতাক

\+ ১ ১
| | | | | | |
দেৎ কেধেন্নে কতা কতেরে কেটেতাগ তাগেৎ

\+ ১ ১
| | | | |
দিঘেনে কতা ঘেঘে দেৎ কতা দেৎ

\+ ১ ১
| | | | | | |
কতা নাদিন্নে ঘেনাক্ তা কৎধেরে কেটেতাক | ধা

\+ ১
ধাগে তেটে তেটে ধাগে তেটে ক্রেধ' কেটে

১
কতেরে কেটে ধেকেটে ধেটে ক্রেধাকেটে ধেটে

\+ ১
কতা ঘেনে নাদেঘেঘে ত্রেকেটে গদিঘেনে

১
কৎ গ্রান্ ধা দেন্তা ধা ত্রেকেটে ধা ঘেনাকৎ

\+ ১
ধা দেৎ ধা ক্রেধা ধেত্তা ক্রেধা তাকা থুঙ্গ'

১
কেটে তাগ তেরেকেটে কৎ গ্রান ক্রানকতা গদিঘেনে।

ক্রমশঃ

নিবেদন

মাননীয় "সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা" সম্পাদক,

মহাশয় সমীপেষু—

আপনার পত্রিকা মারফতে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় "সাত মাত্রার যৎ" শীর্ষক প্রবন্ধে স্বর্গীয় দীননাথ হাজরা মহাশয়ের কোন উত্তরাধিকারীর নিকট "যৎ" ও ধামার উভয় অবয়বের ছন্দোপাদ বিভিন্ন থাকা সত্ত্বেও উভয় তালই কিরূপে "হরিতাল" নামে প্রচলিত হইতে পারে এবং কোন দেশে "হরিতাল" নামে প্রচলিত তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। এক্ষণে আমি দেখিতেছি যে তাঁহার (হাজরা মহাশয়ের) লিখিত "তাল মৃদঙ্গ বা তবলা শিক্ষা" নামক গ্রন্থে যৎ সম্বন্ধীয় মত ও তাঁহার স্বহস্তে লিখিত যৎ সম্বন্ধীয় যাহা আমার নিকট আছে তাহা বিভিন্ন প্রকার। নিম্নে তাঁহার স্বহস্তে লিখিত মত লিখিত হইল—"যৎ—ইহা সাড়ে তিন মাত্রার তাল, ইহার তিন তাল ও এক ফাঁক আছে ও দ্বিতীয় তালের উপর "সম" এবং সকল মাত্রা সমান পরিমাণে নাই, ইহার ফাঁক পৌণ মাত্রা ও "সম" ঐরূপ আছে এবং ১ম তাল পূর্ণ এক মাত্রা ও তৃতীয় তাল পূর্ণ এক মাত্রা, কিন্তু ইহার লয়ের ঝোঁক তিওট ও রূপকের ন্যায় নহে, মৃদঙ্গের **ধামারের ন্যায় ইহার ঝোঁক।** হোরি গানে

সর্ব্বদা ঐ তালের ব্যবহার হইয়া থাকে বলিয়া "যৎ"কে হিন্দুস্থানে "হরিতাল" কহে।" কিন্তু গ্রন্থে বলিতেছেন ইহা ৭ মাত্রার তাল, ছয়টী পূর্ণ মাত্রা ও দুইটী অর্দ্ধ মাত্রা। যাহা হউক এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে "যৎ"কেই হরিতাল কহে কেবল ইহা ধামারের ঝোঁকে সঙ্গত হয় মাত্র।

১ম মতানুযায়ী ঠেকা ও ২য় মতানুযায়ী ঠেকার বিশেষ কোনই পার্থক্য নাই, কেবল মাত্রাভেদ আছে।

\+ ৩ ০ ১
১ম—ধাধিন্ নাগতিন তাতিন ধাগেধিন

\+ ৺ ৩ ০ ৺ ১
২য়—ধা ধিন ধাগে তিন তা তিন ধাগে ধিন

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ২য় ঠেকাটী সঙ্গত করা সহজ সাধ্য ও ১ম ঠেকাটী নিজের সুবিধামত করিয়া সঙ্গত করিতে হইবে। ধামার (নাচন্ ছন্দে) ২।০ + ২।০ + ২ এইরূপ মাত্রাভেও হোরিগানে বিশেষ প্রচলিত দেখা যায় সুতারাং ইহাও যখন এইরূপ ছন্দে ব্যবহার হয় তখন ইহাকেও অনায়াসে "হরিতাল" বলা যাইতে পারে।

—শ্রীকানাইলাল হাজরা

মৃদঙ্গ বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

ঝাঁপ তাল

\+ ১
৩৬৮। ধেটে তেটে ধা তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে
০ ২
তাগ তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে ধা ধা
\+
কড়ান ধা

\+ ১
৩৬৯। ধা ক্রেকেটে ধা কতা কেড়েনাগ তেটে তেটে
০ ২
ক ক্রেকেটে তাগ ক্রেকেটে তাগ তেরেকেটে
\+
তাগ ধা

\+ ১ ০ ২
৩৭০। ধুম কেটে তাকা ধুম কেটে গদিঘেনে নাগ
\+ ১ ০
দেৎ ক্রান তাক ধা গদিঘেনে ধা গদিঘেনে
২ +
ধা গদিঘেনে ধা

\+ ১ ০
৩৭১। ধা ক্রেকেটে তাগ ঘেনে ঘেনে ঘেনে ধাগে
২ + ১
না ধা কেটে তাগ তেটে কতা কতা কতেটে
০ ২
তা গেনে ঘেন ক্রেকেটে তাগ দিগ দাগ
\+
তেটে ধা

\+ ১ ০
৩৭২। ধাগে তেটে তেটে ধা ক্রেকেটে তাগ ক্রেকেটে
২ +
তাগ ক্রেকেটে তাগ ক্রেকেটে দেৎ তেটে
১ ০
তেটে কড়ান্ কৎ ক্রেকেটে তাগ ক্রেকেটে
২ +
তাগ ক্রেকেটে তাগ ক্রেকেটে দেৎ ধা

ক্রমশঃ

সংবাদ

সঙ্গীত সম্মিলনী

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় নিউ পার্ক ষ্ট্রীটস্থ সঙ্গীত সম্মিলনী গৃহে উপাধি পরীক্ষার্থিনী কুমারী বিজলীরাণী দত্ত, কুমারী রেণুকণা মোদক, কুমারী উমা মিত্র প্রভৃতির কণ্ঠসঙ্গীতে সভাস্থ শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছেন। অন্যান্য কয়েকটি বালিকার কণ্ঠসঙ্গীতও বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রাখালদাস মজুমদার মহাশয়ের বেহালা বাদ্যও বিশেষ প্রশংসনীয়। নিউ ইণ্ডিয়ান অর্কেষ্ট্রার ঐক্যতান বাদন মন্দ হয় নাই। পরিশেষে উপাধি পরীক্ষার্থিনীগণের সফলতার জন্য সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার সুশিক্ষা গঠিত ছাত্র ও ছাত্রীবৃন্দ সঙ্গীতচর্চ্চায় প্রতি ক্ষেত্রেই বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেছেন। ইহা সত্যই গৌরবের কথা। রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। সভায় কলিকাতার বিখ্যাত ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় মন্মথনাথ স্মৃতিসভা

গত শনিবার ২৯শে ফেব্রুয়ারী শোভাবাজার রাজবাটীতে সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী ও তবলা বাদক স্বর্গীয় মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি সভার আয়োজন হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত কলাবিদ্‌গণ তাঁহাদের সঙ্গীতকলা-নৈপুণ্যে স্বর্গীয় মন্মথনাথের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন। সভায় কলিকাতার খ্যাতনামা ভদ্রমহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন। দীর্ঘ রাত্রে সভাভঙ্গ হয়।

গিরিশ জন্মোৎসব

গত ১লা মার্চ্চ রবিবার প্রাতে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের ৯৬তম জন্মোৎসব গিরিশ সঙ্ঘের উদ্যোগে গিরিশ পার্কে মর্ম্মের মূর্ত্তি তলে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানের জন্য এক অধিবেশন হইয়াছিল। রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য কলিকাতার বিশিষ্ট গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয় ও রঙ্গমঞ্চের খ্যাতনামা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী, রায় বাহাদুর ডাঃ হরিধন দত্ত, প্রবোধচন্দ্র গুহ, অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, স্বামী স্বরূপানন্দ, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রকুমার বসু, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী, উমাশশী, চারুশীলা প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের রচনা হইতে কীর্ত্তন ও মাল্যদানের পর সভাভঙ্গ হয়।

শুভ বিবাহ

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী শনিবার দিবস ৪৯ নং ল্যান্সডাউন রোডে ভাগলপুর নিবাসী স্বর্গীয় রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদারের কন্যা শ্রীমতী তৃপ্তিরাণী মজুমদারের সহিত রংপুর ভিতরবন্দ নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র সঙ্গীতবিৎ শ্রীযুক্ত বিমলাকান্ত রায়চৌধুরীর শুভ-পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিবাহ সভায় কলিকাতার খ্যাতনামা জমিদারমণ্ডলী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ যোগদান করিয়াছিলেন। পরিশেষে আমরা নবদম্পতীর শুভ কামনা করিয়া ঈশ্বরের নিকট আন্তরিক প্রার্থনা জানাইতেছি।

সঙ্গীত শিক্ষাশ্রমে সঙ্গীত সভা

সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'সঙ্গীত শিক্ষাশ্রমে' এবৎসর মহাসমারোহে বাগ্‌দেবীর পূজা হইয়াছে। এই উপলক্ষে এক বিরাট সঙ্গীতবৈঠকের

আয়োজন হইয়াছিল। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সঙ্গীতজ্ঞ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সভার প্রারম্ভে আশ্রমের ছোট ছোট ছাত্র ও ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক সাহানার ঝাঁপতালে সংস্কৃতের একটী মধুর বন্দনা গীত হয়। তৎপরে আশ্রমের ছাত্রীগণ যথা—কুমারী অঞ্জলী ব্যানার্জ্জী, আইভী ব্যানার্জ্জী, মিহিকা মিত্র, অলকা মিত্র, অনুকা মিত্র, ভগবতী বসাক, ঊষা গোভিলা, জ্যোৎস্না শেঠ, মীবা ভট্টাচার্য্য, সকলেই গীত বাদ্যাদির দ্বারা উপস্থিত প্রায় দুই শতাধিক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে তৃপ্তি দান করে। ইহাব পর আশ্রমের ছাত্র শ্রীমান অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধনকৃষ্ণ বসাক, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জী, শ্রীসুধাময় চ্যাটার্জ্জী, শ্রীধনকৃষ্ণ দে, প্রভৃতি সকলেই চমৎকার গীত বাদ্য করেন। ইহার পর শ্রীযুত মুরারী-মোহন মিশ্রের ধ্রুপদ, সত্যকিঙ্কর বাবুর ধ্রুপদ ও সেতার, মোহিনীমোহন মিশ্র মহাশয়ের পাখোয়াজ ও সুরচয়ন, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার, রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেতার অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। অধিক রাত্রে সভা ভঙ্গ হয়। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে, কুমার ক্ষেমেন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজকুমার প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর, মিঃ এন, এন, দেব, মিঃ জে, এন, দে, মিঃ কৃষ্ণকিশোর দাস (সঙ্গীত বিজ্ঞান) মিঃ প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র (অমৃত বাজার) ডাঃ অমরেশ ভট্টাচার্য্য, ডাঃ সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য, মিঃ বি, এন, সেন, প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভার শেষে সঙ্গীত শিক্ষাশ্রমের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিমল চন্দ্র ব্যানার্জ্জী ও রামসত্য ব্যানার্জ্জী এবং উদ্যোগী ও অক্লান্ত কর্ম্মী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সমবেত ব্যক্তিগণকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করা হয়।

শোক সংবাদ

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিশ্বাস মহাশয়ের একমাত্র পুত্র মধুসূদন বিশ্বাস সাত বৎসর বয়সে ম্যালেরিয়া জ্বরে গত ১১ই ফাল্গুন সোমবার দিবা ১২টার সময় আত্মীয় স্বজনকে শোক সাগরে ভাসাইয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছে। সন ১৩৩৫ সাল ৭ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবারে এই বালকের জন্ম; যখন সে নয় মাসের শিশু তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়, এই পত্রিকায় যথা সময়ে তাহা প্রকাশ করা হইয়াছিল। আমরা কায়মনোপ্রাণে শ্রীশ্রীভগবানের নিকট শোকসন্তপ্ত পরিবারের সান্ত্বনা কামনা করিতেছি।

পরিচিতি

কুমারী এষারাণী মিত্র—এই বালিকা অমর নাট্যকার ৺দীনবন্ধু মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র হাইকোর্টের এটর্ণী ও ডেপুটী রেজিষ্ট্রার ৺জ্যোতিষচন্দ্র মিত্রের পৌত্রী। মেয়েদের নানারূপ ব্যায়াম-প্রতিযোগিতা

আজকাল খুবই প্রচলিত; কিন্তু বোধহয় অনেকেই জানেন না যে, গত ১৩৩৬ সনে হেদুয়ার সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের প্রচেষ্টায় মেয়েদের সন্তরণ-প্রতিযোগিতার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। সেই প্রতিযোগিতায় যে তিনজন বালিকা যোগদান করিয়াছিল, এষারাণী তাহাদের মধ্যে

অগ্রজেয়; পরীক্ষায় তিনজনই উত্তীর্ণ হওয়ায়, তিনজনই পদক প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এষারাণী কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের 'ছোটদের বৈঠক'এর সদস্যা এবং যোগ্যতার জন্য বৈঠক হইতে তাহাকে পদক দেওয়া হইয়াছে; প্রতিষ্ঠানের গানের আসরে এষারাণী তাহার কণ্ঠসঙ্গীতের জন্য সুপরিচিত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সঙ্গীত-প্রতিযোগিতায় এষারাণী একাধিকবার পদক পাইয়াছে,—তন্মধ্যে লিলুয়ায় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা উল্লেখযোগ্য। নানারূপ শিল্পকার্য্যেও বিশেষ পারদর্শী। এবং তাহার বয়সোচিত বাঙ্‌লা রচনা একাধিকবার সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এষারাণীর পিতা শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র তাঁহার একমাত্র কন্যার লেখাপড়া ও সঙ্গীতাদি শিক্ষার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় ও উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন। এষারাণী বর্ত্তমান ভারত বিখ্যাত গীতশিল্পী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, সঙ্গীত-রত্নাকর মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছেন। ঈশ্বর সমীপে আমরা এই বালিকাটীর দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছি।

স্বস্তিকা—(কেশ-তৈল)—কলিকাতা ড্রাগ্‌স এণ্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ হইতে এস্, বি, কবিরাজ মত্তি কর্ত্তৃক প্রস্তুত।

আমরা উক্ত কেশ-তৈলটি ব্যবহার করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি। ইহা ব্যবহারে মস্তিষ্ক সুস্থ থাকে। যাঁহারা মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্ত তাঁহাদের পক্ষে এই তৈলটি বিশেষ উপকার সাধন করিবে বলিয়া মনে হয়। এই সুমধুর গন্ধযুক্ত কেশ-তৈলটির বহুল প্রচার কামনা করিতেছি।

সমালোচনা

রোগ ও পথ্য—কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত এবং কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক জ্যোতিঃ আয়ুর্ব্বেদ নিকেতন, ১৯৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা মাত্র।

গ্রন্থকার বৈদ্য শাস্ত্র-পীঠের অধ্যাপক এবং নিজেও কবিরাজ, তাঁর গভীর অভিজ্ঞতা ও সূক্ষ্ম দর্শনের সুষ্ঠু পরিচয় আলোচ্য গ্রন্থখানিতে মেলে। এদেশে বিশেষ ভাবে সহরে চিকিৎসকের অভাব নাই, রোগের ঔষধ ব্যবস্থারও ত্রুটি নাই। কিন্তু পথ্যাপথ্যের সুব্যবস্থা যে ঔষধের চেয়ে কোন অংশে কম নয় বরং বেশী, সে বোধ চিকিৎসক ও রোগী উভয়ের মধ্যেই একান্ত অভাব। এ্যলোপ্যাথিক চিকিৎসায় বিদেশী ঔষধ ও অনেক সময় বৈদেশিক পথ্যেরও ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে। যে দেশের জলবায়ুতে বংশানুক্রমিক রক্তধারা পুষ্ট ও সঞ্জীবিত সেই দেশ-জাত ঔষধের সুফল যে কতখানি তা যেন আর আমাদের বিদেশী প্রভাবান্বিত মনে খেয়ালই আসে না। এজন্য ক্রমশঃই রোগের জটিলতা ও নব নব ব্যাধির আবির্ভাব লক্ষ্যে পড়ে। এইখানেই 'রোগ ও পথ্য' বইখানির বিশেষ বৈশিষ্ট্য মনে হইল। রোগ ও পথ্যা-পথ্যের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে তাহাতেই মোটামুটি সাধারণ প্রয়োজন মিটিতে পারে। রোগী, সাধারণ গৃহস্থ সংসারে ও চিকিৎসক নির্ব্বিশেষে সকলেরই বইখানি নিত্য সঙ্গীরূপে উপকারে আসিবে। আশা করি পুস্তকখানি সর্ব্ব সাধারণের নিকট সাদরে গৃহীত হইবে।

বাংলা দেশের গাছপালা—(প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ)। কবিরাজ—শ্রীইন্দুভূষণ সেন প্রণীত, বেদান্ত পুস্তকালয়। ৯৭।৩ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র।

ঊনসত্তরটি সাধারণ ও সহজ প্রাপ্য গাছ গাছড়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয়, গুণাগুণ ও ব্যবহারবিধি আলোচ্য পুস্তকখণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের সাধু প্রচেষ্টা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার এই দেশ ও দেশবাসীর অনুকূল দেশীয় চিকিৎসা সম্বন্ধীয় আরও কয়েকখানি পুস্তক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়া প্রশংসাই পাইয়াছেন। ঠাকুমার ঝুলির লুপ্ত ও ইদানীং অবজ্ঞাত মুষ্টিযোগের পুনরুদ্ধার করিয়া এ দরিদ্র দেশে মহা উপকার সাধন তিনি করিয়াছেন। গৃহপঞ্জীর মতই প্রতি পরিবারে গ্রন্থাগারে ও বিদ্যালয়ে ইহার সাদর স্থান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।

বামে : স্বর্গীয় স্থিতিরাম পাজা

দক্ষিণে : শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (যৌবনে)

১২শ বর্ষ চৈত্র, ১৩৪২ সাল ১২শ সংখ্যা

বিখ্যাত মৃদঙ্গ ও তবলা বাদক স্বর্গীয় ক্ষিতিরাম পাঁজা

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের পল্লীতে কত যে নীরব সাধক রহিয়াছে, তাহার সন্ধান আমরা বিশেষ রাখিনা। কিন্তু এই সব সাধকের মধ্যে যে গুণগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। তাঁহারা খ্যাতির মোহ হইতে দূরে থাকিয়া চিরজীবন সাধনাতেই প্রাণপাত করিয়া যান। এইরূপ সাধকের সংখ্যা কম দৃষ্ট হইলেও বাংলার বিভিন্ন পল্লীতে আমরা দু'একজনের সন্ধান পাইয়াছি।

বিষ্ণুপুর রাজধানীর চারিক্রোশ উত্তরে রাজগ্রাম নিবাসী জনৈক নীরব সাধকের পরিচয় আমরা এখানে দিব, তাঁহার নাম স্বর্গীয় ক্ষিতিরাম পাঁজা। ক্ষিতিরামবাবু রাজ-গ্রামের অধিবাসী স্বর্গীয় বেচারাম পাঁজা মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। বাল্যকাল হইতেই ক্ষিতিবাবুর মৃদঙ্গ শিক্ষার প্রতি অনুরাগ জন্মে। তাঁহার এইরূপ অনুরাগ দৃষ্টে পিতা বেচারামবাবু রাজগ্রামের নিকটস্থ গেলে গ্রামের বিখ্যাত মৃদঙ্গী ও তবলা বাদক স্বর্গীয় ভৈরব চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে তাঁহার মৃদঙ্গ ও তবলা শিক্ষার্থে নিযুক্ত করিয়া দেন। তাঁহার প্রতিভাবলে তিনি খুব অল্পদিনের মধ্যেই মৃদঙ্গ বাদনে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ভৈরববাবুর শিক্ষা-নিপুণতাও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুযোগ্য শিষ্য পাইয়া তিনি উৎফুল্লচিত্তে মৃদঙ্গের সুকঠিন তাল ও তাহার বোলগুলি তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। ক্ষিতিবাবু বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহাদের বৈষয়িক কার্য্যে মগ্ন হইয়াও তাঁহার সাধনার প্রতি কদাপিও আলস্য প্রকাশ

করেন নাই। দৈনন্দিন জীবনের যতটুকু অবসর পাইতেন, তন্মধ্যেই তিনি সঙ্গীতসাধনায় মগ্ন হইতেন। সাধনার প্রতি চরম লক্ষ্যই তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।

স্থিতিবাবুর সাধনার পরিচয় ক্রমশঃই রাজগ্রাম ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে প্রচারিত হইয়া পড়ে। তাঁহার গুণপণার জন্য তদানীন্তন গায়কগণ, যথা—সঙ্গীতনায়ক স্বর্গীয় রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, সঙ্গীতবিশারদ স্বর্গীয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হারাধন দেবঘরিয়া প্রভৃতি তাঁহাকে সঙ্গত করিবার জন্য প্রায়ই আহ্বান করিতেন। গানের সহিত সঙ্গত অভ্যাসের জন্য রাধানগরের সুবিখ্যাত গায়ক সারদা চক্রবর্ত্তী ও পাঁচানের ভগবতী মুখোপাধ্যায়কে তিনি কিছুদিন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে ময়ূরভঞ্জাধিপতির দরবার হইতে সঙ্গীতাচার্য্য স্বর্গীয় বামাচরণ ভট্টাচার্য্য এবং বর্ত্তমান বাংলার সুপ্রসিদ্ধ প্রবীন সেতারী শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজগ্রামে যাইতেন। স্থিতিবাবু তাঁহাদের সহিত সঙ্গত করিয়া বিশেষ প্রশংসা লাভ করিতেন। ইহার কিছুদিন পরে কিছু সঙ্গীত সংগ্রহ কল্পে সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেন। স্থিতিবাবুর সঙ্গীত-রচনাশক্তিও প্রখর ছিল। গোপেশ্বরবাবুর নিকট একটি হোরী গান শিক্ষা করিয়া তদনুরূপ আর একটি হিন্দী গান তিনি অতি সুন্দররূপে রচনা করেন। গানটি অন্যত্র প্রকাশিত হইল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার বহু গান রচিত আছে। স্থিতিবাবুর সঙ্গীতনৈপুণ্য বিশেষতঃ তাঁহার তবলা ও মৃদঙ্গ বাদনে সাধারণের নিকট বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ গায়কগণের সহিত সঙ্গীতচর্চ্চা ও প্রসার-লাভ তাঁহার ঐকান্তিক সাধনাতেই ঘটিয়াছিল।

স্থিতিবাবুর ব্যক্তিগত চরিত্রও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিপুল অর্থের অধিকারী হইয়াও তিনি ছিলেন নিরহঙ্কারী, অমায়িক, হাস্যপ্রিয় এবং পরোপকারী। গুণীগণের মর্য্যাদা রক্ষাতেই তিনি ছিলেন বিশেষ তৎপর। যে কোন গুণী তাঁহার বাটীতে আসিলে তাঁহাকে যথোচিত সম্মান সহকারে আপ্যায়ন করিতে ক্রটী করিতেন না। আজ প্রায় এক বৎসরের অধিক হইতে চলিল তাঁহার পরলোক ঘটিয়াছে। মৃত্যুকালীন তিন পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। পুত্রকন্যাগণও পিতার আদর্শে গঠিত। স্থিতিবাবুর ন্যায় একজন সঙ্গীতসাধকের পরলোকগমনে সঙ্গীত-জগতে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়াই আমরা অনুভব করিতেছি। ঈশ্বর সমীপে তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

গান

শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য

তোমার মাধুরী আহা কিবা মরি, ধরাতলে নাহি তুলনা
নয়নেতে জ্বালা চাহনি চপলা কোথা হ'তে পেলে বলনা।
তোমার বাতাসে তটিনী শুকাবে
চাঁদ তোমা হেরি আঁধারে লুকাবে,
তুমি আছ বলে তৃণ-তরুদলে, ফুলপরী কভু এলনা।

স্বরলিপি

কাফি—খৎ

আ্যায়সী মেঁ অঁধেরী রাত
দেবী কাহে তু আওএ।

লুটও গোড় পর মহাকাল
কণ্ঠ সোহে মুণ্ড-মাল,
দুষ্ট দমন লিয়ে কৃপাণ ধরত হ্যায়্
অব ছোড়ো শিষ্ট ডরাওএ।

ঢুলত লাল লাল তিন অঁখিয়া
সুধা লেকে নিত পিয়া,
বহোত হঁস লগী কাহেকো মাই,
অব স্থিতি ক্যায়সে তুঅ পগ পাওএ।

কথা—স্বর্গীয় স্থিতিরাম পাঁজা   সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

৩				০			১				২´		
সা	-া	ঋা	রা	মজ্ঞা	-া	-া	-সরা	-া	সা	মা	পা	-া	-া
অ্যা	য়্	সী	মেঁ	অঁ	০	০	০	০	ধে	রী	রা	০	০

৩				০			১				২´		
-া	-া	গা	মা	পধা	-নর্সা	-া	ণা	ণা	ধা	-া	পা	-া	-া
০	ত্	দে	বী	কা ০	০ ০	০	হে	তু	আ	ও	এ	০	০

৩				০			১				২´		
মা	জ্ঞা	জ্ঞা	রা	ঋা	-া	-া	-া	-জ্ঞা	মা	মা	পা	-া	-া
অ্যা	য়্	সী	মেঁ	অঁ	০	০	০	০	ধে	রী	রা	০	ত্

অন্তরা

৩ | ০ | ১ | ২´

॥ {র্রা -া র্রা র্রা | র্সর্রা -র্মর্জ্ঞা -া | -া -া র্রা র্সা | র্সা র্রা -া |

লু ০ ট ত | গো০ ০ ০ | ০ ০ ড় প | র ০ ০ |

৩ | ০ | ১ | ২´

র্সা -না না -া | না -র্সা -া | না -র্সা -র্রা -া | র্সা -র্রা -া |

ম ০ হা ০ | কা ০ ০ | ল ০ ০ ০ | ক ০ ০ |

৩ | ০ | ১ | ২´

র্সা -া ণা -া | ণা -ধা -া | -া -া পা ধা | না -া -া |

ষ্ঠ ০ গো ০ | হে ০ ০ | ০ ০ মু ণ্ড | মা ০ ০ |

৩ | ০ | ১ | ২´ | ২´

-া -া -র্সা -না | র্সা -া -া | -া -া -া -া | (-া -া -া)} | {র্মা -া -া

০ ০ ০ ০ | ল ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ছু ০ ০

৩ | ০ | ১ | ২´

ধা -া ধা -া | ধা ণা -া | ধা -পা ধা -া | ণা ধা -া |

ষ্ট ০ দ ০ | ল ন ০ | লি ০ য়ে ০ | কৃ পা ০ |

৩ | ০ | ১ | ২´

ণা র্সা -া -া | ণা ধা -া | পা -া -ধা -া} | না -া -া |

ণ ধ ০ ০ | র ত ০ | হ্যা ০ ০ য় | ছো ০ ০ |

৩ | ০ | ১ | ২´

র্সা -া -া -া | -া -া -া | -া -া পা ধা | না া- -া |

ড়ো ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ অ ব | ছো ০ ০ |

৩	০	১	২´
র্সা -া র্সা -া	-ধা -র্সা -া	-া -া ণা ণা	ধা -া পা
ড়ো ০ শি ০	০ ০ ০	০ ০ ই ড	য়া ও এ

৩	০	১	২´
মা জ্ঞা জ্ঞা রা	রা -া -া	-া -জ্ঞা মা মা	পা -া -া ‖
অ্যা য়্ সী মেঁ	অঁ ০ ০	০ ০ ধে রী	রা ০ ত্ ‖

২য় অন্তরা

৩	০	১	২´
‖ {র্রা -া র্রা র্রা	র্সর্রা -র্মজ্ঞা -া	-া -া র্রা র্সা	র্সা -র্রা -া
‖ ঢু ০ ল ত	লা০ ০ ০	০ ০ ল লা	ল ০ ০

৩	০	১	২´
র্সা -না না -া	না র্সা -া	না -র্সা -র্রা -া	র্সা -র্রা -া
তি ০ ন ০	অঁ খি ০	য়া ০ ০ ০	সু ০ ০

৩	০	১	২´
র্সা -া ণা -া	ণা -ধা -া	-া -া পা ধা	না -া -া
ধা ০ লে ০	কে ০ ০	০ ০ নি ত	পি ০ ০

৩	০	১	২´	২´
-া -া -র্সা -না	র্সা -া -া	-া -া -া -া	(-া -া -া)}	মা -া -া
০ ০ ০ ০	য়া ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ ০	ব ০ ০

৩	০	১	২´
ধা -া ধা -া	ধা ণা -া	ধা -পা ধা -া	-া -া -া
হো ০ ত ০	হঁ স ০	ল ০ গী ০	০ ০ ০

৩				০			১				২´		
ণা	-ধা	না	র্সা	র্সর্সা	-ণধা	-ণা	-পধা	-া	পা	-ধা	না	-া	-া
কা	০	হে	কো	মা০	০০	০	০	০	ই	০	স্থি	০	০

৩				০			১				২´		
র্সা	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	-া	পা	ধা	না	না	-া
তি	০	০	০	০	০	০	০	০	অ	ব	স্থি	তি	০

৩				০			১				২´		
র্সা	-া	র্সা	-া	র্সা	র্সা	-া	-ধা	-র্সা	ণা	ণা	ধা	-পা	পা
ক্যা	য়্	সে	০	তু	অ	০	০	০	প	গ	পা	০	ওএ

৩				০			১				২´		
মা	-জ্ঞা	জ্ঞা	জ্ঞা	রা	-া	-া	-া	-জ্ঞা	মা	মা	পা	-া	-া ‖
অ্যা	য়্	সী	মে	অঁ	০	০	০	০	ধে	রী	রা	০	ত্ ‖

গান

শ্রীজগদীশচন্দ্র সেন মজুমদার

মহুল বনে সঙ্গোপনে
এস বাসন্তিকা,
বনের বীণায় বাজাও তব
ফাগুন-গীতিকা।

দখিনার পরশনে
মুকুলিত বনে বনে,
এস এস উজল ছন্দে
জ্বালিয়ে রূপ-শিখা।
এস বাসন্তিকা।

আকাশ বাতাস মাতিয়ে তোল
রঙীন গানে গানে।
বাজাও তোমার ব্যাকুল বাঁশী
করুণ কুহু-তানে।

মধুর মলয় বায়ে
এস বনের ছায়ে,
মুঞ্জরিয়া উঠুক আবার
কানন-বীথিকা
এস বাসন্তিকা॥

স্বরলিপি

ভোড়ী—ধামার (হোরী)

সমারত চলত্ ধরত পাগ ডগ্ মগাত
ছুপারত মদকে বচন।
কহু বসন কহু পেঁচ সুধারত
তাপর করত অনেক যতন ॥

সংগ্রহ—ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ

স্বরলিপি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

রাগ পরিচয় :—তোড়ী সম্পূর্ণ রাগিণী ; রেখাব, গান্ধার, ধৈবত, কোমল ও মধ্যম কড়ি।

আরোহণ—সা ঋা জ্ঞা হ্মা দা না র্সা   অবরোহণ—র্সা না দা পা হ্মা জ্ঞা ঋা সা

বাদী—জ্ঞা   সমবাদী—দা   রেখাব আন্দোলিত।

তাল পরিচয় :—ধামার চৌদ্দমাত্রার তাল।

```
+          ০       ২       ০          ৩
ক ধে টে | ধে টে | ধা -া | ক তে টে | তে টে তা -া I
```

আস্থায়ী

```
    ৩                  +
    না  দা  পাঃ হ্মাঃ | দা   পা  পা৺  |  ০          ২          ০
II (ঋা  জ্ঞা হ্মা দা  | র্সনা দা  -দা) | পা  -পা  | হ্মা   পা  | দা  হ্মা  -জ্ঞা I
    স   মা  র   ত    | চ    ল   ০    | ত   ০    | ধ     র   | ত   পা   ০

    ৩                  +                 ০           ২          ০
   -হ্মা -হ্মা পা  দা   | পা   হ্মা  জ্ঞঋা | -জ্ঞা -ঋা | -ঋা   সা  | সা  সা  -ন্সা I
    ০   ০   গ   ড    | গ    ম   গা   | ০    ০   | ০     ত   | ছু  পা  ০০

    ৩                  +                 ০            ২           ০
   ঋসা -ন্া -দ্া সা   | ঋা  ঋজ্ঞা -দহ্মা | -নদা -র্সনা | -র্সা র্সনা | দা  -দা  দা II
    রত  ০   ০   ম    | দ    কে  ০    | ০    ০    | ০    বাঁ  | চা  ০   ন
```

অন্তরা

\+   0   ২   0   ৩
II ক্ষা দা -দা | নর্সা র্সা | র্সা -র্সা | র্সা র্ঋা -র্সা | র্সদা -না র্সা র্ঋা I
ক হু ০ | ব স | ন ০ | ক হু ০ | পেঁ ০ চ স্থ

\+   0   ২   0   ৩
র্জ্ঞা -র্ঋা র্সা | না -দা | দা -র্জ্ঞা | -র্ঋা র্জ্ঞা র্ঋা | র্সা না -দা পা I
ধা ০ র | ত ০ | তা প | ০ র ক | র ত ০ অ

\+   0   ২   0
ক্ষা ক্ষজ্ঞা -দক্ষা | -নদা -র্সনা | -র্সা র্সনা | দা -দা পা II II
নে ক ০ | ০ ০ | ০ য | ত ০ ন

কর্ণাট রাগ পরিচয়

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

নারদ সংহিতার মতে কর্ণাট ষষ্ঠ রাগ। সঙ্গীতসার, সঙ্গীত-নারায়ণ প্রভৃতি দুই তিনখানি গ্রন্থের মতানুযায়ীও বিংশতি রাগ মধ্যে কর্ণাট অন্যতম রাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কর্ণাট রাগ কানড় নামে সাধারণে সুপরিচিত।

কর্ণাট রাগের ধ্যান ও গঠনপ্রণালী আমরা বিভিন্ন গ্রন্থে যাহা পাইয়াছি তৎসমস্ত ব্যাখ্যাসহ লিপিবদ্ধ করিলাম।

নারদ-সংহিতার মতে কর্ণাট রাগের ধ্যান—

কৃপাণ পাণিস্তুরগাধিরূঢ়ো
ময়ূরকণ্ঠোপম দেহকান্তিঃ।
স্ফুরৎ সিতোষ্ণীষধরঃ প্রযাতি
কর্ণাট রাগো হরিণান্ বিহন্ত (ম্ ?)॥

কর্ণাট রাগের দেহকান্তি ময়ূরকণ্ঠের ন্যায়; মস্তকে দীপ্তিময় শুভ্র উষ্ণীষ; ইনি অশ্বে আরোহণ করিয়া অসি হস্তে হরিণ বিনাশের জন্য যাইতেছেন।

সঙ্গীত-নারায়ণ ধৃত সঙ্গীত সারের মতে কর্ণাট রাগ—"নিন্যাস গ্রহণাংশকঃ" বলিয়া কথিত হইয়াছে। উক্ত মতে কর্ণাট রাগের ধ্যান নিম্নলিখিত রূপ—

কৃপাণপাণির্গজদন্ত খণ্ড-
মেকং দধদ্দক্ষিণ কর্ণপূরে।
সংস্তূয়মানঃ সুরচারনৌ ঘৈঃ
কর্ণাট রাগঃ শিখিকণ্ঠ নীলঃ॥
—(ক্ষিতিপাল মূর্ত্তিঃ)

কর্ণাট রাগের মূর্ত্তি ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় নীলবর্ণ; ইহার হস্তে অসি; দক্ষিণ কর্ণে একখণ্ড গজদন্তের ভূষণ। সুর-চারণগণ চারিদিক হইতে ইহাকে স্তব করিতেছে।

ধৈবতাংশ গ্রহন্যাসো ধৈবতাদিক মূর্চ্ছনা।
প্রথমে প্রহরে গানং রসে বীরে প্রযুজ্যতে ॥
শুক্ল দেবগিরীযুক্তা বেলাবলীচ মিশ্রিতা।
কর্ণাটোঽয়ং রসে বীরে প্রযুক্তো ভরতেন চ ॥
ধ নি সা গ রে সা নি প ম গ রে সা।
ম গ প সা ধা সা নি গ সা রে প সা।

ধৈবত ইহার অংশ, গ্রহ ও ন্যাস স্বর, মূর্চ্ছনা ধৈবতাদি। বীররসের ব্যঞ্জনায় প্রথম প্রহরে ইহা গেয়। ভরতও বীররসেই ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। শুক্লা দেবগিরি ও বেলাবলী ইহার সহযোগিণী।

রাগবিবোধ গ্রন্থে কর্ণাট রাগের নিম্নলিখিতরূপ ধ্যান আছে।

সাসি গজদন্ত পাণির্নীলগলো মীনভূষিতঃ কর্ণে।
শৃঙ্গারবীরবেষী কর্ণাটো যোষিতা মিষ্টঃ ॥

কর্ণাট রাগের দক্ষিণ হস্তে অসি, বাম হস্তে গজদন্ত। ইহার কণ্ঠ নীলবর্ণ, কর্ণ মৎস্যভূষণে ভূষিত; ইহার বেশ আদি রস ও বীর রসের অভিব্যঞ্জক। এই রাগ কামিনী-গণের কমনীয়?

রাগকল্পদ্রুমাঙ্কুরে কর্ণাট রাগের গঠন প্রণালী—

প্রোক্তঃ কর্ণাট রাগো মৃদুগমধনিকো
মন্দ্রমধ্যস্বরস্থো
বাদীতীব্রর্ষভোঽত্র শ্রবণ মধুর সং-
বাদিনা পঞ্চমেন।
আরোহে দুর্ব্বলো গঃ প্রবিলসতি সদা-
ন্দোলনং গে প্রযুক্তং
ধোবর্জ্জ্যশ্চাবরোহে বিদিত ইহ ভবেৎ
পূর্ব্ব কালে নিশীথাৎ ॥

কর্ণাট রাগ মন্দ্র ও মধ্য স্থানস্থিত স্বরে অবস্থিত; ইহার গ ম ধ ও নি এই কয়টি স্বর মৃদু। তীব্র ঋষভ ইহার বাদীস্বর, শ্রুতিমধুর পঞ্চম স্বরটি, ইহার সংবাদী। আরোহে গান্ধার স্বরটি দুর্ব্বল বা মৃদু এবং এই গান্ধারে আন্দোলন করিলে অতি সুন্দর শুনায়। অবরোহে 'ধ' বর্জ্জিত। অর্দ্ধরাত্রির পূর্ব্বে ইহা গেয়।

সঙ্গীত-সুধাকর নামক গ্রন্থে কর্ণাট রাগের নিম্নলিখিত রূপ গঠন প্রণালীর উল্লেখ আছে।—

অথ কর্ণাট রাগোঽত্র প্রসিদ্ধ ঋষভাংশকঃ।
পঞ্চম স্বর সংবাদী প্রৌঢ়ালাপাহ´ উত্তমঃ ॥
অবরোহে ধৈবতেন হীনঃ সম্পূর্ণ ষাড়বঃ।
রমণীয়া স্যান্নিষাদ পঞ্চম স্বর সংগতিঃ ॥
সদান্দোলিত গান্ধারো বিলম্বিত লয়াশ্রিতঃ।
মন্দ্রমধ্য প্রচারোঽয়ং গীয়তেঽর্বাঙ্ নিশীথতঃ ॥
কর্ণাট শব্দাপভ্রংশাৎ প্রসিদ্ধং নাম কানড়া।
দরবারীতি যবনৈর্গীতস্বাদ্রাজ সংসদি ॥
গান্ধারো মধ্যমশ্চৈব ধৈবতশ্চ নিষাদকঃ।
কোমলাঃ কথিতাস্তীব্র ঋষভস্ত্বেক এবহি ॥

কর্ণাট একটি প্রসিদ্ধ রাগ; ঋষভ ইহার অংশ স্বর, উত্তম গম্ভীর ও আলাপযোগ্য পঞ্চম স্বরটি ইহার সংবাদী, অবরোহে ধৈবত বর্জ্জিত, সুতরাং এই রাগটি সম্পূর্ণ-ষাড়ব (অর্থাৎ আরোহে সম্পূর্ণ ও অবরোহে ষাড়ব)। নিষাদ ও পঞ্চম স্বরের সঙ্গতি এই রাগে রমণীয় হইয়া থাকে। এই রাগ বিলম্বিত লয়ে অর্দ্ধরাত্রের পূর্ব্বে গেয়। মন্দ্র ও মধ্যস্থানস্থিত স্বরের সাহায্যে ইহা গান করিতে হয়। কর্ণাট শব্দের অপভ্রংশে 'কানড়া' এই নামটি ইহার প্রসিদ্ধ। রাজসভায় গীত হয় বলিয়া মুসলমানগণ ইহাকে দরবারী কানড়া বলে। ইহাতে গান্ধার, মধ্যম, ধৈবত ও নিষাদ এই কয়টি স্বর কোমল, একমাত্র ঋষভ স্বরটি তীব্র।

হৃদয় কৌতুক নামক গ্রন্থে কর্ণাট রাগের গঠনপ্রণালী নিম্নোক্তরূপ;—

গমৌ মগরিসা নিশ্চ সরিষা রিষগা রিসৌ।
সসৌ সসরিসা নিশ্চ সসৌচ সরিসা নিধৌ ॥
পমৌ মম পমাঃ পশ্চ ধনিসা ধনিপা মমৌ।
গরিসা ইতি কর্ণাটো গীয়তেঽতি বিরাগিভিঃ ॥

গম মগ রিস নিস রিস রিস গরিস সস সস রিস নিস সস রিস নিধ, পম মম পম পধ নিস ধনি পম মগ রিস এই সকল স্বর সংযোগে অতি বিরগিগণ কর্তৃক রাগ গীত হয়।

রাগ-চন্দ্রিকা গ্রন্থে কর্ণাট রাগ সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

মৃদু গনী ধমৌ রিস্তু তীব্রোহংশঃ পসহায়কঃ।
গান্ধারান্দোলনং যত্র কর্ণাটঃ স নিশিস্মৃতঃ॥

যে রাগে গ নি ধ ও ম এই কয়টি স্বর মৃদু বা কোমল, তীব্র রি অংশ স্বর, পঞ্চম সংবাদী স্বর ; যে রাগে গন্ধার স্বরটি আন্দোলিত তাহাকে কর্ণাট রাগ বলে। ইহা রাত্রি-গেয় রাগ।

এক্ষণে আমরা নারদ-সংহিতার মতানুযায়ী কর্ণাট রাগের পত্নীগণের নাম ও তাহাদের ধ্যান ব্যাখ্যাসহ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

নাটিকা চাথ ভূপালী রামকেলী গড়া তথা।
কামোদী চাথ কল্যাণী কর্ণাটস্য প্রিয়া ইমাঃ॥

নাটিকা, ভূপালী, রামকেলী, গড়া, কামোদী ও কল্যাণী এই ছয়টি কর্ণাট রাগের পত্নী।

১। কর্ণাট-পত্নী নাটিকার ধ্যান—

চিরং নটন্তী শুভরস মধ্যে
বিচিত্র রত্নাভরণা কৃশাঙ্গী।
সুগীত তালেষু কৃতাবধানা
নাটী সুশাটী পরিধানশীলা॥

সুন্দর রঙ্গভূমি মধ্যে নাটী সুগীত তালসমূহে অভিনিবেশপূর্ব্বক বহুক্ষণ ধরিয়া নৃত্য করেন। ইঁহার পরিধানে সুন্দর শাড়ী ; এই কৃশাঙ্গী রত্নাভরণে ভূষিত।

২। কর্ণাট-পত্নী ভূপালিকার ধ্যান—

স্বনায়কে পুষ্পগণং সৃজন্তী
হসন্মুখী সর্ব্বমুদং বহন্তী।
উল্লাসিতা প্রেমমদাকুলাক্ষী
ভূপালিকা সা স্খলদুত্তরীয়া॥

ভূপালিকা স্বীয় নায়কের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতেছেন ; ইনি হাসিভরা মুখে সকলের আনন্দ উৎপাদন করিতেছেন। ইঁহার নয়নদ্বয় প্রেম-মদে আকুল। এই উল্লাসিত রাগিণীর দেহ হইতে উত্তরীয় স্খলিত হইয়া পড়িতেছে।

৩। কর্ণাট-পত্নী রামকলীর ধ্যান—

শ্রীরামরামেত্যনিশং জপন্তী
পূজারতা পুষ্পচয়ৈঃ সুবাসাঃ।
লাবণ্যযুক্তা করুণার্দ্র চিত্তা
শ্রীরামকেলী কথিতা বিদগ্ধৈঃ॥

যিনি সর্ব্বদা 'রাম রাম' এই নাম জপ করেন ; যিনি সুন্দর বস্ত্র পরিধান করিয়া পুষ্প সমূহদ্বারা পূজায় নিরতা ; যাঁহার দেহ লাবণ্যযুক্ত, মন করুণাসিক্ত, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই শ্রীরামকেলী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

৪। কর্ণাট-পত্নী গড়ার ধ্যান—

বিশেষ বৈদগ্ধ্যবতী সমস্তান্
কলা বিলাসেন বিমোহয়ন্তী।
বৃহন্নিতম্বা কৃশমধ্যভাগা
পীনস্তনী সৈব গড়া প্রদিষ্টা॥

বিশেষ চাতুর্য্যশালিনী যে রাগিণী সকলকে কলা বিলাসে বিমোহিত করেন ; যাঁহার নিতম্বদেশ বিশাল মধ্যভাগ কৃশ, স্তনদ্বয় পীন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই 'গড়া' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৫। কর্ণাট-পত্নী কামোদীর ধ্যান—

প্রিয়েণ সার্দ্ধং রহসি প্রকামং
পয়ো বিহারেণ সরোরুহাণি।
বিচিন্বতী সৌরভ মোদমানা
কামোদিকা সা কথিতা গুণজ্ঞৈঃ॥

যিনি গোপনে প্রিয়জনের সহিত জলবিহার প্রসঙ্গে পর্য্যাপ্ত কমল চয়নে ব্যাপৃতা, কমল সৌরভে আনন্দিত গুণজ্ঞগণ তাঁহাকেই 'কামোদিকা' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

৬। কর্ণাট-পত্নী কল্যাণীর ধ্যান—

স্ববাসকে নৃত্যতি বেশশীলা
লাবণ্যলীলা কলিতাঙ্গ শোভা ॥
কেয়ূরকং নূপুর কিঙ্কিণীগণং
কল্যাণিকেয়ং পরিবাদয়ন্তী ॥

যাহাঁর অঙ্গশোভা লাবণ্য-লীলায় পরিপূর্ণ, সুবেশ রচনা স্বভাবা যে রাগিণী কেয়ূর কঙ্কণ নূপুর ও কিঙ্কিণীমালা বাজাইয়া স্বীয় বাসগৃহে নৃত্যনিরতা, ইনিই 'কল্যাণী' নামে অভিহিত। কর্ণাট রাগ সম্পূর্ণ।

(ক্রমশঃ)

স্বরলিপি

ভৈরবী মিশ্র—আড়াঠেকা

মঙ্গল প্রভাতে আজি জাগো জাগো পুরবাসী
কিবা সে আহ্বান ঐ হৃদিমাঝে বাজে আসি।
অনন্ত আকাশ তলে রক্তরবি দীপ জ্বলে
সুবিপুল মহাশ্বাস বায়ুগর্জ্জে যায় ভাসি।
প্রভাতে অরুণ রাগে আনন্দ সঙ্গীত জাগে
তটিনী কল্লোলে কিবা গুঞ্জরিছে সুখরাশি।
শুভ শঙ্খধ্বনি মাঝে আজিকে মঙ্গল কাজে
উন্মত্ত পরাণে সবে শোন বাজে কার বাঁশী।

কথা ও সুর—কুমার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সিংহ

স্বরলিপি—কুমার শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র সিংহ

আস্থায়ী

		১					+					৩					০				
{সা	II	পা	পা	-া	পা	|	পা	পা	-া	-দর্সা	|	-ণদা	-ণা	দা	পা	|	-মজ্ঞা	-ঋা	-া	গা	I
ম		ঙ্	গ	০	প্র	|	ভা	তে	০	০০	|	০০	০	আ	জি	|	০০	০	০	জা	

১					+					৩					০				
পা	ণধা	-জ্ঞা	মা	|	মা	জ্ঞা	-া	-ঋা	|	-জ্ঞা	ঋা	সা	-া	|	-া	-া	-া}	ঋা	I
গো	জা০	০	গো	|	পু	র	০	০	|	০	বা	সী	০	|	০	০	০	কি	

১	+	৩	০
সা ণ্ঃ -দ্াঃ ণা	সা সা -া জ্ঞঋা	-জ্ঞা -া -া জ্ঞা	পা পা ণদা -পা I
বা সে ০ আ	হ্বা ন ০ ঐ০	০ ০ ০ হু	দি মা ঝে ০

১	+	৩	০
মা জ্ঞা -রা -জ্ঞা	রজ্ঞা -মপা -দণা -র্সঋ্া	র্সণা -দপা -মজ্ঞা -ঋদা	-দপা -মজ্ঞা -রসা
বা জে ০ ০	আ০ ০০ ০০ ০০	সি০ ০০ ০০ ০০	০০ ০০ ০০

অন্তরা

	১	+	৩	০
{জ্ঞা II	মা দা -া ণা	র্সা র্সা -া -দণা	-র্সঋ্া -জ্ঞ্ঋ্া -র্সণা -দণা	সা র্সা -া দা I
অ	ন ন্ত ০ আ	কা শ ০ ০০	০০ ০০ ০০ ০০	ত লে ০ র
প্র	ভা তে ০ অ	রু ণ ০ ০০	০০ ০০ ০০ ০০	রা গে ০ আ
শু	ভ শ ০ ঙ্খ	ধ্ব নি ০ ০০	০০ ০০ ০০ ০০	মা ঝে ০ আ

১	+	৩	০
ণা র্সা জ্ঞা -া	র্রা র্সা -া -ণর্সা	-র্রা র্সা ণদা -পা	-া -া -া} জ্ঞা I
ক্ত র বি ০	দী প ০ ০০	০ জ্ব লে০ ০	০ ০ ০ সু
ন ন্দ স ০	ঙ্গী ত ০ ০০	০ জা গে০ ০	০ ০ ০ ত
জি কে ম ০	ঙ্গ ল ০ ০০	০ বা জে০ ০	০ ০ ০ উ

১	+	৩	০
পা পা পা -া	পা পদা -ণর্সা -র্রসা	-ণদা -ণা দা পা	-মজ্ঞা -ঋা -া জ্ঞা I
বি পু ল ০	ম হা০ ০০ ০০	০০ ০ শ্বা স	০০ ০ ০ বা
টি নী ক ০	ল্লো লে০ ০০ ০০	০০ ০ কি বা	০০ ০ ০ গু
ন্ম ত্ত প ০	রা গে০ ০০ ০০	০০ ০ স বে	০০ ০ ০ শা

১	+	৩	০
পা পা পা -া	ণদা -পা -মজ্ঞা -রজ্ঞা	রজ্ঞা -মপা -দণা র্সণা	দপা -মজ্ঞা -ঋসা
য়ু গ র্জ্জে ০	যা০ ০ ০০ ০য়	ভা০ ০০ ০০ ০০	সি০ ০০ ০০
ঞ্জ রি ছে ০	সু০ ০ ০০ ০খ	রা০ ০০ ০০ ০০	শি০ ০০ ০০
ন বা জে ০	কা০ ০ ০০ ০র	বাঁ০ ০০ ০০ ০০	শী০ ০০ ০০

স্বরলিপি

মিশ্র বাগেশ্রী—দাদরা।

ধরার বুকে কে এল অই
উড়িয়ে রঙীন উত্তরীয়।
ফুল-কুঁড়িদের প্রাণের কাণে
গোপন কথা কইল কী ও।

দখিন দুয়ার আগল টুটে
পাগল আজি মাতল সুখে,
বনের পথে বাজায় নূপুর
ফুলের রেণু জড়িয়ে বুকে।

কইল কি সে "ও করবী,
টুটল নাকি স্বপন ছবি!
আমার প্রাণের সুরের খেলায়
আপনাকে আজ লুটিয়ে দিয়ো"।

কইল কি সে চাঁপার কাণে,—
"মগ্ন তুমি কোন্ ধেয়ানে!
আমার বুকের আগুন রাগে
হৃদয় তোমার রাঙিয়ে নিয়ো"।

কথা—শ্রীঅজিত নাথ লাহিড়ী।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী আলো সেন।

[র্সা ধণা র্সর্রা]

II	র্সা	র্সা	র্সা	|	ণা	ধা	-া	I	মপা	-ধা	-জ্ঞা	|	রা	সা	-া	I
	ধ	রা	র	|	বু	কে	০		কে০	০	এ	|	ল	অ	ই	
	সা	জ্ঞা	রা	|	সা	ধ্া	ণ্া	I	সা	-মা	জ্ঞা	|	রা	সা	-া	II
	উ	ড়ি	য়ে	|	র	ঙী	ন্		উ	০	ত্ত	|	রী	য়	০	
II	সা	জ্ঞা	রা	|	সা	ধ্া	ণ্া	I	সা	মা	-া	|	মা	মা	-া	I
	ফু	ল্	কুঁ	|	ড়ি	দে	র		প্রা	ণে	র	|	কা	ণে	০	
	মা	মপা	ধা	|	জ্ঞা	রা	-সা	I	রা	মা	জ্ঞা	|	রা	সা	-া	II
	গো	প০	ন্	|	ক	থা	০		ক	ই	ল	|	কী	ও	০	

II মা -া মা | ধা ধা -ণা I ধা -র্সা র্সা | র্সা র্সা -া I
ক ই ল | কি সে ০ ও ০ ক | র বী ০

র্সা র্রা র্সা | ণা ধা -পা I পধা পধা -ণা | ধা -ণা -া I
টু টু ল | না কি ০ স্ব০ প০ ন্ | ছ বি ০

র্সা র্রা -র্মা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া I র্রা র্রা র্জ্ঞা | র্রা র্সা -া I
আ মা র | প্রা ণে র সু রে র | খে লা য়

র্সা র্রা র্সা | ণা ধা -মা I মা ধা ধা | -ণা র্সা -া II
আ প না | কে আ জ লু টি য়ে দি য়ো ০

II সা ন্া -প্া | প্া ন্া -সা I সা সা সা | সা সা -া I
দ খি ন | দু য়া র আ গ ল | টু টে ০

সা ন্সা রজ্ঞা | জ্ঞা জ্ঞা -া I রা রা জ্ঞা | রা সা -া I
পা গ০ ০ল | আ জি ০ মা ত ল | সু খে ০

গা গা -া | মা গা -া I সা গা -া | মা গমা -পদা I
ব নে র | প থে ০ বা জা য় | নূ পু০ ০র

পা জ্ঞা -া | রা সা -ন্া I সা মা জ্ঞা | রা সা -া II
ফু লে র | রে ণু ০ জ ড়ি য়ে | বু কে ০

II মা -া মা | ধা ধা -ণা I ধা -র্সা -া | র্সা র্সা -া I
ক ই ল | কি সে ০ চাঁ পা র | কা গে ০

র্সা -র্রা র্সা | ণা ধা -পা I পধা -পধা -ণা | ধা -ণা -া I
ম গ্ ন | তু মি ০ কো ০ ০ ন্ ধে | মা নে ০

র্সা র্রা -র্মা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া I র্রা র্রা র্জ্ঞা | র্রা র্সা -া I
আ মা র | বু কে র আ গু ন | রা গে ০

র্সা র্রা র্সা | ণা ধা -মা I মা -ধা ধা | ণা র্সা -া II II
হৃ দ য় | তো মা র রা ঙি য়ে নি ও ০

ভাটিয়ালী গান

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

ওরে, এই ময়ূর-পঙ্খী নায়।
ভাটার টানে পাল তুলেছি (পারে) কে যাবিরে আয়।

হালের জোরে ব'সে আছি লাগলো বুকে হাওয়া,
দখিনা আজ জাগিয়ে দিল মনের পরম পাওয়া,
আজি, জোয়ার-জলের কলরোলে রে—
তরী, ছুটবে দরিয়ায়,
ওরে, এই ময়ূর-পঙ্খী নায়।

ফাগুন রাতে চাঁদের আলো ভাসে নদীর জলে,
পলাশ ফুলের রাঙা-মালা পরি' নিজের গলে,
ঘোর, আঁধার জমে বুকের মাঝে রে—
আর, মনের কিনারায়।
ওরে, এই ময়ূর-পঙ্খী নায়।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তানসেনের স্থান

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

জগৎ উপত্তির আদি কারণই হচ্ছে আদি নাদ বা নাদ ব্রহ্ম। সৃষ্টির প্রথম স্পন্দকে বা সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের যে গতিশীল অবস্থা তাকেই সৃষ্টির আদি কারণ বলা হয়ে থাকে। আর যেহেতু প্রতি গতির বা প্রতি স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে একটা ধ্বনি থাকৃতে বাধ্য সে হেতু এটা আমরা পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারি যে সৃষ্টির গোড়াকার আদিগতিরও একটা ধ্বনি আছে। তবে তা স্থূল কাণে শোণা যায় না বা সূক্ষ্ম মন দিয়েও ধারণা করা যায় না—তার প্রত্যয় হয়, কারণ দেহের বিজ্ঞানময় শ্রুতিতে। এই নাদধ্বনি যিনি শুন্‌তে পেয়েছেন সমাধিস্থ অবস্থায়, তিনিই সঙ্গীতের ঋষি—আর এই নাদের স্বরূপ হচ্ছে সগুণ ব্রহ্ম বা সদাশিব স্বরূপ। যে শিব সৃষ্টির গোড়াকার বিরাট আদি স্পন্দনকে ধারণ করে আছেন তিনিই সদাশিব—নাদ তাঁরই ধ্বনিময় প্রকাশ।

নাদব্রহ্ম থেকে সৃষ্টির পথে নাদের অনেক অবস্থান্তর হয়ে এসেছে। আমরা বৈজুবাওয়ার গানে পাই

"প্রথম আদি শিব শক্তি নাদ পরমেশ্বর"।—

তার মানে হচ্ছে গোড়াতে পরম শিব ও তাঁর চিৎ-শক্তি ছিলেন—তাঁদের থেকেই নাদরূপ ঈশ্বর এসেছেন। আমাদের ধ্রুপদ সঙ্গীতে তন্ত্রের তত্ত্বকেই রাগরাগিণীর মধ্যে মূর্ত্ত করে ধরেছে। তন্ত্র বল্‌ছেন নাদ হচ্ছে চিৎশক্তির প্রথম সৃষ্টি তারপর নাদ থেকে বিন্দুর উদ্ভব হয়েছে—বিন্দুই ঈশ্বর। "নাদ" "বিন্দু" এই সব কথাই হচ্ছে অতি নিগূঢ় ঐশ্বরিক সব তত্ত্বের প্রতীক। এই প্রতীকের বিশ্লেষণ আবশ্যক। আমরা সৃষ্টির আদি কারণরূপ প্রথম স্পন্দনের ধ্বনিকে নাদ বলেছি—নাদ হচ্ছে সীমাহীন বিরাট্‌ ভূমা, তার আদি অন্ত নাই। কিন্তু এই আকাশের মত অনন্ত অসীম গতি থেকে সসীম স্থির সৃষ্টি হতে পারে না। সৃষ্টির জন্য অসীমকে সসীম হতে হয়, ভূমাকেও ক্ষুদ্র হতে হয়। মহানকেও অনুপরিমিত হতে হয়। পরাপ্রকৃতিতে অসীমের এই প্রথম সসীমভাব গ্রহণকেই বিন্দু বলা হয়। বিন্দু হচ্ছে নাদ ব্রহ্মের ঘনীভূত অবস্থা অনন্ত জ্যোতিঃস্বরূপের একটি মণ্ডলাকার গ্রহণ।

চিদ্‌-ঘন এই বিশ্বকেই তন্ত্রে "বিন্দু" বলেন। ধ্বনির দিক্‌ থেকে বল্‌তে গেলে, নাদ হচ্ছে এক অনির্দ্দেশ্য সীমাহীন সমুদ্র গর্জ্জনের মত শব্দ আর বিন্দু হচ্ছে—তারই কেন্দ্রীভূত একটা রণন। "উম্‌" শব্দের "ম্‌" কার উচ্চারণ কর্লে যেমন একটা তীব্র সংহত ধ্বনি বিশেষের সৃষ্টি হয়—বিন্দু হচ্ছে সেইরূপ। কারণ শক্তির প্রথম কেন্দ্র হচ্ছে বিন্দু। ঈশ্বর হচ্ছেন জগচ্ছৃষ্টির কেন্দ্র, তাই ঈশ্বরকে বিন্দু বলা হয়। সীমাহীন অনন্ত অপার নাদময় সদাশিব হতে এইভাবে বিন্দুরূপী ঈশ্বরের আবির্ভাব হল। এই পর্য্যন্তও মায়ার খেলা সুরু হয় নি—এখানেও চিন্ময়ী পরাশক্তি বা আদ্যাশক্তিই প্রত্যক্ষভাবে সব কিছু কর্চ্ছেন। তন্ত্রতত্ত্বে আমরা তারই পরিচয় পাই।

ক্রমশঃ

স্বরলিপি

ভৈরবী—তেতালা (অল্প বিলম্বিত)

কোন্ বিজন বনে কার বেদন-বাঁশী
বাজে বিধুর করি' আজি নিখিল ধরা ?
তবু তাহারি মাঝে যেন লুকান আছে
এক মধুর গাথা কত সুধাতে ভরা।

রচে উদাস-বাঁশী নীল অসীম বুকে,
এক স্বপন মায়া বুঝি ব্যথিত সুখে,
হৃদি-বৃন্দাবনে রাধা-শ্যামের সনে
হেরি মিলন-মেলা হিয়া আকুল করা।

আমি যাইগো দূরে ওই বাঁশীর সুরে,
ফিরে পাইগো বুকে মোর হারা-বঁধুরে,
আমি কাঁদিয়া বলি,—"বঁধু যেওনা চলি'
ভাঙি' স্বপন মম ওগো বেদন-হরা।"

কথা—শ্রীপ্রসাদ বসু। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীঅনিল বাগ্‌চী।

সঋা -সা I সণ্ া মজ্ঞা মপা | মপা -া পদা মা | পদা পদণর্সা দণর্সঋ্ া ণর্সা |
কো০ ন্ বি জ ন ব০ | নে০ ০ কা০ র | বে০ দ০০০ ন০০০ বাঁ০ |

ণদা -পমা মঋা মা I মজ্ঞা মজ্ঞা মজ্ঞা মজ্ঞা | সজ্ঞা -সজ্ঞমপা -জ্ঞমপদা ঋমা |
শী ০০ বা০ জে বি ধু র ক | রি০ ০০০০ ০০০০ আজি |

জ্ঞা জ্ঞা সঋজ্ঞা সজ্ঞঋা | সা -া সা ঋা I -ণ্ া সা মজ্ঞা মপা |
নি খি ল০০ ধ০ | রা ০ ত বু তা হা রি মা০ |

মপা -া পদা -মা | পদা পদণর্সা দণর্সঋ্ া ণর্সা | ণদপা -ণদা পমা ঋমা I
ঝে০ ০ যে০ ন | লু০ কা০০০ ন০০০ আ০ | ছে০ ০০ এ০ ক০

মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | সা -মজ্ঞপমদা -ঋা মা | জ্ঞা জ্ঞা -সা জ্ঞঋা | সা -া -া -া II
ম ধু র গা | থা ০০০ ক ত | সু ধা তে ভ | রা ০ ০ ০

মা পা II মজ্ঞা মা ণদা ণর্সা | ণর্সা -া র্সা -র্ঋা | ণর্সা ণদপমা দণর্সর্ঋা র্সণা |
র চে উ দা স বাঁ০ | শী০ ০ নী ল | অ০ সী০০০ ম০০০ বু |

র্সা -া ণদা দা I দপা দা ণা র্সর্রা | ণর্সর্রর্জ্ঞা -া র্জ্ঞর্রা র্জ্ঞা |
কে ০ এ ক স্ব প ন মা০ | য়া০০০ ০ বু ঝি |

দর্জ্ঞা র্রর্জ্ঞা র্জ্ঞর্সা র্জ্ঞর্ঋা | র্সা -া পা পা I পদণা -র্সণা পা ণদা |
ব্য০ থি০ ত সু | খে ০ হৃ দি বৃ০০ ন্ দা ব |

পা -া পা পা | পা পা ণদা পদা | -মা -া মা মা I
নে ০ রা ধা | শ্যা মে র স০ | নে ০ হে রি

মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | সজ্ঞা -সজ্ঞমপা -জ্ঞমপদা ঋমা | মজ্ঞা জ্ঞা -সা জ্ঞঋা |
মি ল ন মে | ঘা০ ০০০০ ০০০০ হিয়া | আ কু ল ক |

সা -া -া -া II
রা ০ ০ ০

দ্‌া ণ্‌া II সজ্ঞা জ্ঞা মজ্ঞা -রা | জ্ঞা -া জ্ঞদ্‌া ণ্‌া | সজ্ঞা জ্ঞা -সা জ্ঞঋা |
আ মি যা০ ই গো দূ | রে ০ ও ই | বাঁ শী র সু |

সা -া সা সা I সমা মা মা মা | মপা -জ্ঞমপদা ঋমা -জ্ঞা |
রে ০ আ মি পা ই গো বু | কে০ ০০০০ মো০ র্ |

জ্ঝা মা রজ্ঞা সজ্ঞঋা | সা -া সা সা | সপা পা পদণা পণদা |
হা রা বঁ০ ধু০ | রে ০ আ মি | কাঁ দি য়া০১ ব০০ |

পা -া পদা -মা | মজ্ঞা মা ণদা ণর্সা | ণর্সা -া ণদা দা I
লি০ ০ বঁ০ ধু | যে ও না চ০ | লি০ ০ ভা ঙি

দপা দা ণা সর্রা | ণর্সর্রজ্ঞা -া ঋা -র্সণা | দজ্ঝা মজ্ঞা রজ্ঞা সজ্ঞঋা |
স্ব প ন ম০ | ম০০০০ ০ ও গো০ | বে০ দ০ ন০ হ০ |

সা -া -া -া II II
য়া ০ ০ ০

গান

শ্রীযতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত

তারি আননখানি আজো পড়িলে মনে,
কত লুকানো ছবি ফুটে ওঠে জীবনে।
শত লাজ অভিমান ব্যথা বিষাদের গান
কত বিরহ মিলন, জাগে বেদনা সনে॥

হোলো নব ফাগুনে দোঁহে নিরালে দেখা
ছিনু মিলন সুখে মোরা দু'জনে একা।
গাঁথা বকুল মালা দিয়ে সহসা গলে
কোথা গেল সে চলি লয়ে বারি নয়নে॥

আজো জীবন বীণে বাজে তারি রাগিণী
বড় করুণ সুরে কাঁদে মন মানিনী,
যদি আসিবে না কেন আশারি আশে
মোরে রেখেছে ঢাকি দুঃখ স্মৃতি-স্বপনে॥

ঐক্যতানিক গৎ

মল্লার—কাওয়ালী

রচনা—আয়েত আলী খাঁ।

আস্থায়ী

০ ১ + ৩

II রা মমা রা মা | পা ধা মা পা | র্সা -া র্সা র্রা | র্সা ণা ধা পা I

০ ১ + ৩

মা পা ধা পা | মা গা রা -া | রা ণা ধা পা | মা গা রা সা II

অন্তরা

৩ ০ ১ +

II মা পা না না | র্সা না র্সা -া | পা না র্সা র্রা | র্সা ণা ধা পা I

৩ ০ ১ +

র্রা র্গা র্মা র্গা | র্রা র্সা না র্সা | র্সা ণা ধা পা | মপা ধপা র্সণা ধপা I

৩

ণধা পমা গরা সা।

তান

+ ৩

১। মপা নর্সা র্রর্সা ণধা | পধা পমা গর্রা সা I

+ ০

২। র্সা নর্সা ণধা পা | র্সণা ধপা মগা রসা I

০ ১ +

৩। সরা মপা মপা নর্সা | পনা র্সর্রা র্সর্রা নর্সা | র্রর্গা র্মর্গা র্রর্সা নর্সা |

৩

ণধা পমা গরা সা I

+ ৩ ০

৪। রগা মগা রা -া | রা মা পা ধা | মা পা না র্সা |

১ + ৩

র্সনা র্সা ণধা পা I ধপা ধা মগা রা | মপা ধপা মগা র্রর্সা

স্বরলিপি

রঙ্ ফাগুনের চরণ ঘায়ে শিহর জাগে বনে বনে,
মোর কবিতার ফুল করবী ভুল করে হায় অকারণে।

স্বপন জাগা চাঁদনী রাতে
জল ঝরে মোর নয়ন-পাতে;
বেদন বাঁশীর সুরের মায়া দোদুল দোলে আমার প্রাণে।

দূর আকাশে সাঁঝের তারা
শূন্যে মাঠের চোখ ইসারা
উতল করে আমার হিয়া আঁধার ঘরের কোণে।

কথা—শ্রীমনসা চট্টোপাধ্যায় সুর ও স্বরলিপি—শ্রীসুকুমার দেব

II পা -া -া মা | দপা -পমা জ্ঞা জ্ঞা I রমা রমা জ্ঞা -জ্ঞা | জ্ঞরা ন্সা -া -া I
রং ০ ০ ফা | গু০ ০০ নে র চ০ র০ ণ ০ | ঘা০ য়ে ০ ০

সা সরগা -রগা -া | -া -া মঃ পাঃ I গমা গমা -া -জ্ঞা | -া রা সা -সা I
শি হ০০ ০০ ০ | ০ ০ জা গে ব০ নে০ ০ ০ | ০ ব নে ০

র্সা -র্সা র্সা র্সা | র্সা -া র্সা র্সা I ধর্সা -ধর্সর্রা -র্রা র্সা | ণা -ধা পা -মা I
মো ০ র ক | বি ০ তা র ফু০ ০০০ ল্ ক | র ০ বী ০

গা গা -গা মা | গমা -পদা পা পা I জ্ঞা রা মা -া | জ্ঞা -রা সা -সা II
ভু ল ০ ক | রে০ ০০ হা য় অ কা ০ ০ | র ০ ণে ০

II মা পা -পা -পা | ণধা দা -দা -ণা I ণা র্সা র্সা -র্সা | র্রা ণা -র্সা -র্সা I
স্ব প ন্ ০ | জা০ গা ০ ০ চাঁ দি নী ০ | রা তে ০ ০

র্সা -র্সা -র্সা র্রা | র্সর্রজ্ঞা র্রা র্রা -র্রা I মা পা ণা -ণা | ণা -র্সা র্সা -র্সা I
জ ল্ ০ ঝ | রে০০ মো র ০ ন য় ন ০ | পা ০ তে ০

[ণা]
{পদা পা মা -া | জ্ঞরা -জ্ঞরা সা সা I সা রা মা -া | পঃ -ণঃ ণা র্সা -র্সা} I
বে০ দ ন ০ | বাঁ০ ০০ শী র সু রে র ০ | মা ০ ঝা র ০

ণা ধা পা -া | মাঃ গঃ -া -া I সা গা গা -মা | গমা -পদা পা -া I
দো দু ল ০ | দো লে ০ ০ আ মা র ০ | প্রা০ ০০ ণে ০

ণা দা পা -া | মা জ্ঞা -রা -জ্ঞা I রা মা জ্ঞা -া | রা -া সা -া II
দো দু ল ০ | দো লে ০ ০ আ মা র ০ | প্রা ০ ণে ০

II মঃ পাঃ জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞমা -জ্ঞমা -া -া I ধা -া না না | র্সা র্সা -র্সা -র্সা I
দূ র আ কা | শে ০০ ০ ০ সাঁ ০ ঝে র | তা রা ০ ০

র্সরা র্সর্জ্ঞা -া -া | র্জ্ঞা র্রা র্সা -া I ণা -ধা পা -া | পধা -পধর্সা ণধপা -া I
শূ০ ন্যে০০ ০ ০ | মা ঠে র ০ চো ০ খ ০ | ই০ ০০০ সারা০ ০

[ণা]
{পদা পা মা -া | জ্ঞরা -জ্ঞরা সা -সা I সা রা মা -া | পঃ -ণঃ -ণা র্সা -র্সা I
উ০ ত ল ০ | ক০ ০০ রে ০ আ মা র ০ | হি ০ ০ য়া ০

ণা ধা পা -া | মাঃ গঃ -া -া I সা -গা -গা -মা | গমা -পদা -পা -া I
আঁ ধা র ০ | ঘ রে র ০ কো ০ ০ ০ | ণে০ ০০ ০ ০

ণা দা পা -া | মা জ্ঞা রা -জ্ঞা I রা -মা -জ্ঞা -া | রা -া -সা -া II II
আঁ ধা র ০ | ঘ রে র ০ কো ০ ০ ০ | ণে ০ ০ ০

স্বরলিপি

ইমন-কল্যাণ—ত্রিতাল (মধ্যলয়)

জল যমুনা কৈসে জাউঁ সখি
বাট ঘাট পর রোকত কাহ্নাই মোসে ॥
যমুনা তটপর নিতহি কাহ্নাই পিয়া,
করত ঢিঠাই অব্ কৈসে জাউঁরি পিয়া কৈসে জাউঁ সখি ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদেবব্রত চট্টরাজ

আস্থায়ী

০ | ১ | ২´ | ৩
II নধা না ধহ্মা ধা | পা -া -হ্মা -ধা | পা -পহ্মা গা মা | গা -রা ন্রা সা I
জ০ ল য০ মু | না ০ ০ ০ | কৈ ০০ সে জা | উঁ ০ স০ খি

না -রা গা গহ্মা | -পা পা পা পা | রা গা মা গা | রা -া ন্রা সসা II
বা ০ ট ঘা০ | ০ ট প র | রো ক ত কা | হ্না ০ ই০ মোসে

অন্তরা

০ | ১ | ২´ | ৩
II গা গা পহ্মা -া | ধা পপা র্সা র্সা | র্সা -ধা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা র্সা I
য মু না০ ০ | ত ট০ প র | নি ত হি কা | হ্না ই পি য়া

না র্র্রা র্সা র্সা | না -ধা হ্মা পা | হ্মা ধা না র্র্রা | র্সা না ধা পা I
ক র০ত ঢি | ঠা ০ ই অব | কৈ ০ সে জা০ | উঁ রি পি য়া

র্গা -র্রা র্সা না | ধা -পা -পহ্মা -পা | রা -গা -গা -মা | -গা -ররা -ন্রা সা II
কৈ ০ সে জা | উঁ ০ ০০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০০ স০ খি

তান

৩
১। ন্রা গমা পহ্মা গরা I

২´ | ৩
২। ন্রা গহ্মা পনা ধপা | র্সনা ধপা হ্মগা রসা I

১ | ২´ | ৩
৩। পগা হ্মপা রগা হ্মগা | রসা ন্রা গহ্মা পহ্মা | পনা ধপা হ্মগা রসা I

স্বরলিপি

সামন্ত-সারদ—ঝাঁপতাল

তুঁহিতো জগ জননী,
সৃজন পালন করতু হ্যাঁয়,
তুঁহিতো সংহার কারিণী,
তেঁরো মহিমা জানত।

বহুত করুণা তেঁরি,
হামাকো বিসঁর গঁই,
তেঁরো আশ মিলব তোঁহে,
কসর কাহে করত।

এই তেঁরি খেলনকি,
তুঁহি খেলতু হ্যাঁয়,
রূপ রূপ বউরা বনে,
হাঁসত রোবত॥

দে, দে আনন্দ কর দে,
সুর সঙ্গতমে,
মধুর পরম নাম,
মাই মাই দীন কহত॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমরনাথ ভট্টাচার্য্য সঙ্গীতরত্ন মহোদয়ের দীন ছাত্র শ্রীগোবর্দ্ধন চন্দ্র।

জাতি—ঔরব, বাদী—ঋষভ, সম্বাদী—পঞ্চম, বিবাদী—গান্ধার ও নিষাদ।

আস্থায়ী

\+ ৩ ০ ১ + ৩
II ধা মা | পা মা -রা | সা মা | পা র্সা -ধমা | রা মা | পা মা পা |
তুঁ হি | তো জ ০ | গ জ | ন নী ০০ সৃ জ | ন পা ল |

০ ১ + ৩ ০ ১
ধা পা | মা রা সা I ধা রা | সা রা ধা | পা মা | -পা মা রা I
ন ক | র তু হ্যাঁয় তুঁ হি | তো সং হা | র কা | ০ রি ণী

\+ ৩ ০ ১
পা ধা | র্সা র্রা -ধা | ধমা পধা | -র্সধা পমা -রমা II
তোঁ রো | মহি মা ০ | জা০ ন০ | ০০ ত০ ০০

অন্তরা

:+ ৩ ০ ১ + ৩
মা পা | ধা র্সা -র্সা | র্রা র্রা | র্রা র্রা র্সর্রা I র্রা র্মা | -র্রা -র্সা -ধা |
এ হি | তেঁ রি ০ | খে ল | ন কি ০ তুঁ হি | ০ ০ ০ |

• ১ + ৩ ০ ১
র্রা র্সা | ধা মা মা I রা -মা | রা পা মা | রা ধা | পা মা রা I
খে .ল | তু হাঁ য় রূ ০ | প •রূ প | ব উ | রা ব নে

+ ৩ ০ ১
রা -মা | ধা র্রা র্সা | ধর্সা -র্রর্সা | -র্রর্সা ধমা পা II
রূ ০ | হাঁ স ত | রো০ ০০ | ০০ ব০ ত

সঞ্চারী

+ ৩ ০ ১ + ৩
রা রা | পা -পা পা | মা ধা | পা -মা রা I পা পা | ধা র্সা ধা |
ব হু | ত ০ ক | রু ণা | তেঁ ০ বি হা মা | কো ০ বি |

০ ১ + ৩ ০ ১
পা ধা | পা মা -রা I পা পা | ধা ধা র্সা | র্সা র্সা | র্রা র্রা র্রা I
সঁ র | গঁ ই ০ তেঁ রো | আ শ মি | ল ব | তোঁ হে ০

+ ৩ ০ ১
র্রা র্রা | র্রা ধা পা | -মা -রা | মমা পা -পা II
ক স | র কা হে | ০ ০ | কর ত ০

আভোগ

+ ৩ ০ ১ + ৩
পমা ধা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা | র্রর্সা -র্সা -র্সা I র্সা -র্রা | র্সা ধা র্রা |
দে০ মে | আ নন্ দ্ | ল ব | দে০ ০ ০ সু ০ | র স অং |

০ ১ + ৩ ০ ১
র্সা ধা | পা -মা -রা I মা মা | মা -রা পা | পা পা | ধা -র্সা ধা I
গ ত | মে ০ ০ ম ধু | র ০ প | র ম | না ০ ম

+ ৩ ০ ১
র্রা র্সা | র্মা র্রা র্সা | র্রা ধা | পা রা মা II
মা ই | মা ই দী | ০ ন | ক হ ত

স্বরলিপি

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা

বসন্তের আজি উৎসবে
মিলন-গানের মধুর তালে,
চাঁদিনী রাতের ফাগের খেলায়
দোলের আবীর মাখিয়া ভালে,—
কে আজি দোলে দোলন-দোলায়,
পুলকে মাতি সকলে ভোলায়
জড়িত করিয়া প্রীতির জালে।

মান-অভিমান রাখি আজি দূরে
রাঙিয়া হৃদয় ফাগুন-লালে—
বিরাগী প্রাণের আগল টুটিয়া
তাহার বাঁশীর মধুর তালে,—
পুলক ভরে আসিরে ছুটিয়া
পূজিছে তা'র চরণে লুটিয়া
সবাই আজিরে নমিত ভালে।

কথা—শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র বি, এ

সুর ও স্বরলিপি—কুমারী এনারাণী মি

	০			১			২´			৩			
II	পা	গপা	-ধসা	ণা	ধা	পা	গমা	-ধপা	মা	গা	-া	-া	I
	ব	স০	০০	ন্তের	আ	জি	উ০	০ৎ	স	বে	০	০	

	০			১			২´			৩			
	সা	গা	গা	মা	পা	-া	পা	ণধা	পা	মা	গা	-া	I
	মি	ল	ন	গা	নে	র	ম	ধু০	র	তা	লে	০	

	০			১			২´			৩			
	গা	রা	সা	ণ্া	ধ্া	-া	সা	ধ্সা	-রগা	মা	গা	-া	I
	চাঁ	দি	নী	রা	তে	র	ফা	গে০	০র্	খে	লা	য়	

	০			১			২´			৩			
	রা	গা	পা	ধর্সণা	ধা	-া	পা	ধপা	মপা	মা	গা	-া	II
	দো	লে	র	আ০	বী	র্	মা	খি০	য়া০	ভা	লে	০	

০ ১ ২´ ৩
[গা মা মা | ণা ধণা -পধা | না র্সা না | র্সা র্সা -া I
কে আ জি | দো লে০ ০০ | দো ল ন | দো লা য়

০ ১ ২´ ৩
পা· র্সা না | র্সা র্সা -া | র্সা নর্সর্রা র্রর্সা | ণা ধা -া I
পু ল কে | মা তি ০ | স ক০০ লে | ভো লা য়্

০ ১ ২´ ৩
র্সা ণা ধা | পা মা গা | গমা পধা -ণর্সা | ণা -ধা -া II
জ ড়ি ত | ক রি য়া | প্রী০ তি০ ০র্ | আ বে ০

০ ১ ২´ ৩
মা -া গা | রগা রসা -সা | ধ্া সা রা | গা মা গা I
মা ন্ অ | ভি মা০ ন্ | রা খি আ | জি দ্ রে

০ ১ ২´ ৩
সা গা গা | মা পা -া | পধা পগা পা | মা গা -া I
রা ঙি য়া | হৃ দ য় | ফা০ গু০ ন | লা লে ০

০ ১ ২´ ৩
মা ধা ধা | র্সণা ধা -া | পা পধা -র্সণা | ধা পমা গা I
বি রা গী | প্রা০ ণে র | আ গ০ ০ল্ | টু টি০ য়া

০ ১ ২´ ৩
মা ধা -া | ধা ণা -র্সা | র্সা না র্সা | র্সণা ধা -া II
তা হা র্ | বাঁ শী র্ | ম ধু র | তা০ লে ০

০ | ১ | ২´ | ৩

II গা মা মা | ণা ধণা -পধা | ণা র্সা না | র্সা র্সা র্সা

পু ল কে | ভ রে০ ০০ | আ সি রে | ছু টি যা

০ | ১ | ২´ | ৩

নর্সা র্গর্মা র্গা | র্রর্সা -র্সা -া | র্সা নর্সর্রা র্সা | ণা ধণা পধা

পু০ জি০০ ছে০ | তা০ ০ ব্ | চ র০০ ণে | লু টি০ য়া০

০ | ১ | ২´ | ৩

পধা পধা র্সা | র্সা ণা ধা | পা পধণা ধপা | মা গা -া II

স০ বা০ ই | আ জি রে | ন মি০০ ত০ | ভা লে ০

স্বরলিপি

পিলু—দাদ্‌রা

* আজি ফাগুনের সনে, ফুটিল ফুল বনে বনে।
আকুল করে গন্ধে হায় মন্দ সমীরণে ॥
তায় মাতি মধুপ কত ধাইল ফুল পানে।
বিহগকুল মধুর গায় ঝঙ্কারি' কাননে ॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র রায় (অন্ধগায়ক)

আস্থায়ী

১ | ০ | ১ | ০

II (স)পা -া (ম)জ্ঞা | ঃ রঃ সা রা I (স)ন্া -া সা | -া রা জ্ঞা I

ফা ০ গু | ০ ০ নে র | স ০ নে | ০ আ জি

১ | ০ | ১ | ০

সরা -জ্ঞমপা (ম)জ্ঞা | ঃ রঃ সা রা I ন্া -সা ন্া | দ্া দ্া প্া I

ফা০ ০০০ গু | ০ ০ নে র | স ০ নে | ফু টি ল

* মদীয় সঙ্গীতগুরু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের "শ্যাম বড় জোরি" হিন্দি গানখানির অনু ইহা রচিত।

১ ০ ১ ০
পা -জ্ঞা জ্ঞা | মজ্ঞা -রা সা I ণ্সা -রমা -পধা | পমা -জ্ঞরা -সণা I
ফু ০ ল | ব ০ নে ব০ ০০ ০০ | নে০ ০০ ০০

১ ০ ১ ০
সপা -া মজ্ঞা | ঃ রঃ সা রা I সণা -া -সা | সা -া -া I
ফা ০ গু০ | ০ ০ নে 'র স০ ০ ০ | নে ০ ০

১ ০ ১ ০
ন্া -সা রা | মা পা দা I মা -পা র্সা | -ণা দা পা I
আ ০ কু | ল ক রে গ ০ ন্ধে | ০ হা য়

১ ০ ১ ০
মা -পদা মপা | মজ্ঞা রঃ রঃ জ্ঞা I সরা -জ্ঞমা -পদা | পমা -জ্ঞরা সণা II
ম ০০ ন্দ০ | স০ ০ ০ মী র০ ০০ ০০ | ণে০ ০০ ০০

অন্তরা

১ ০ ১ ০
II মা পা মপা | -নর্সা নর্সা -র্জ্ঞা I র্রা র্সা র্রা | না র্সা র্সা I
তা য় মা০ | ০০ ত্তি০ ০০ ম ধু প | ০ ক ত

১ ০ ১ ০
না র্সা নর্সা | -র্জ্ঞা র্রা র্সা I নর্সা -র্মজ্ঞা -র্রসা | র্রা -া -া I
ধা ই ল০ | ০০ ফু ল পা০ ০০ ০০ | নে ০ ০

১ ০ ১ ০
পা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা | র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা I র্রা র্মা র্জ্ঞা | -র্রা র্সা না I
বি ০ হ | গ ফু ল ম ধু র | ০ গা য়

১ ০ ১ ০
মপা -নর্সা র্সা | না -দা পা I মপা -দদা -পপা | মজ্ঞা -ঋসা -ন্সা II II
স্ব০ ০০ হ্না | ম্রি ০ কা ম০ ০০ ০০ | নে০ ০০ ০০

সেতার শিক্ষা

সেতারের গৎ

ভৈরব—জলদ-ত্রেতালা

রচনা ও স্বরলিপি—শ্রীশিবনাথ মুখোপাধ্যায়

আরোহণ :—স ঋ, গ ম, প, দ নর্স। বাদী :—দ। পকড় :—স, গ, মপ, দ, প।
অবরোহণ :—র্সনদ, প, মগ, ঋ, স। সম্বাদী :—ঋ। সময় :—প্রাতঃ প্রথম প্রহর।
ঠাট—ভৈরব। জাতি—সম্পূর্ণ।

আস্থায়ী

	+				৩				০				১				
II	গা	-া	গা	-া।	গা	মা	পা	-া।	গা	-া	গা	মা।	গা	ঋা	সা	ঋা	II
	ডা	র	ডা	র	ডা	রা	ডা	র	ডা	র	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	

অন্তরা

	+				৩				০				১				
II	দা	-া	না	র্সা।	না	দা	পা	দা।	পা	মা	গা	মা।	গা	ঋা	সা	ঋা	II
	ডা	র	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	

তোড়া

	+				৩				০				১				
১।	সা	ঋা	গা	মা।	পা	দা	না	র্সা।	না	দা	পা	মা।	গা	ঋা	সা	ঋা	II
	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	ডা	রা	

+ ৩ ০ ১

২। সা ঋা গা মা | ঋা গা মা পা | গা মা পা দা | মা পা দা না I

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

+ ৩ ০ ১

র্সা না দা পা | না দা পা মা | দা পা মা গা | পা মা গা ঋা II

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

+ ৩ ০ ১

৩। ন়া ন়া সা গা | মা পা না র্সা | র্মা র্গা র্ঋা র্সা | র্গা র্ঋা র্সা না I

ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

+ ৩ ০ ১

র্ঋা র্সা না দা | র্সা না দা পা | না দা পা মা | গা ঋা সা ঋা II

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

+ ৩ ০ ১

৪। সা ঋা গা সা | ঋা গা মা পা | মা পা দা মা | পা দা না র্সা I

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

+ ৩ ০ ১

র্সা না দা পা | মা গা ঋা গা | না দা পা মা | গা ঋা সা ঋা II

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

০ ১ + ৩

৫। র্সা না র্সা না | র্সা না দা পা | না দা না দা | না দা পা মা I

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

০ ১

না দা পা মা | গা ঋা সা ঋা II

ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

০ ১ + ৩
৬। র্গা র্গা র্সা র্ঋা | র্ঋা র্ঋা না র্সা | র্সা র্সা দা না | না না পা দা I
ডিরি ডিরি ডা রা ডিরি ডিরি ডা রা ডিরি ডিরি ডা রা ডিরি ডিরি ডা রা

০ ১ + ৩
দা দা মা পা | পা পা গা মা | মা মা ঋা গা | গা গা সা ঋা I
ডিরি ডিরি ডা রা ডিরি ডিরি ডা রা ডিরি ডিরি ডা রা ডিরি ডিরি ডা রা

০ ১ + ৩
সা ঋা গা মা | পা দা না র্সা | র্সা না দা পা | গা -া র্সা না I
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

০ ১
দা পা গা -া | র্সা না দা পা II
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

০ ১ + ৩
৭। র্ঋা র্সা -া র্গা | র্ঋা র্সা না দা | পা দা না র্সা | না দা পা -া I
ডা ডা র্ ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

০ ১ + ৩
পা মা -া দা | পা মা গা ঋা | গা মা পা মা | গা ঋা সা -া I
ডা ডা রা ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা আ

০ ১ + ৩
সা ঋা সা ঋা | ন্‌া সা গা মা | গা মা পা দা | র্ঋা র্সা না দা I
ডা ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা ডিরি ডা রা

০ ১
পা -া পা মা | গা ঋা সা ঋা II
ডা রা ডা ডিরি ডা রা ডা রা

০ ১ + ৩

৮। না র্সা না র্সা | র্সা -া র্সা -া | গা মা গা মা | পা -া পা -া I

ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা র ডা র ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা র ডা র

০ ১ + ৩

র্ঋা র্সা র্সা না | দা পা -া পা | না দা দা পা | মা গা -া গা I

ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডা র ডা ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডা র ডা

০ ১

দা পা গা গা | ঋা সা সা ঋা II

ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+ ৩ ০ ১

৯। সা -া ঋা -া | সা গা মা -া | সা গা মা -া | গা মা পা -া I

ডা আ রা আ ডা রা ডা র ডা রা ডা র ডা রা ডা র

+ ৩ ০ ১

মা পা দা -া | মা পা দা -া | না র্সা না র্সা | র্সা র্গা র্ঋা র্সা I

ডা রা ডা র ডা রা ডা র ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি

+ ৩ ০ ১

র্সা র্ঋা র্সা র্ঋা | না র্সা না র্সা | না দা পা মা | গা ঋা সা ঋা II

ডা ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা

+ ৩ ০ ১

১০। র্গা -া র্গা র্ঋা | -া র্ঋা র্সা -া | র্সা না -া না | র্সা -া র্সা না I

ডা র ডা, ডা র ডা, ডা র ডা, ডা র ডা ডা র ডা, ডা

+ ৩ ০ ১

-া না দা -া | দা পা -া পা | না দা পা মা | গা ঋা সা ঋা II

র ডা, ডা র ডা, ডা র ডা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১

১১। গা গা গা মা | মা মা পা পা | পা দা দা দা | পা পা পা দা I

ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা

\+ ৩ ০ ১

দা দা না না | না র্সা র্সা র্সা | র্ঋা র্ঋা র্ঋা র্সা | র্সা র্সা না না I

ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি

\+ ৩ ০ ১

না দা দা দা | পা পা পা মা | মা মা গা গা | গা ঋা ঋা ঋা II

ডিরি ডা ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১

১২। র্সা র্সা র্সা না | না না দা দা | দা না না না | দা দা দা পা I

ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১

পা পা দা দা | দা পা পা পা | মা মা মা পা | পা পা মা মা I

ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১

মা গা গা গা | মা মা মা গা | গা গা ঋা ঋা | ঋা ন্‌া সা ঋা II

ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১

১৩। ঋা ঋা সা ঋা | ন্‌া সা ন্‌া সা | গা মা গা মা | গা ঋা সা ঋা II

ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা

+ ৩ ০ ১

১৪। গা মা -া পা | পা -া মা গা | -া মা মা -া | গা ঋা ঋা -া II

ডা ডা র ডা ডা র্, ডা ডা র ডা ডা র ডা রা ডা র

+ ৩ ০ ১

১৫। গা -া মা -া | পা -া পা -া | দা -া দা -া | না -া সা´ -া I

ডা আ রা আ ডা আ ডা আ ডা আ ডা আ ডা আ রা আ

+ ৩ ০ ১

ঋা´ ঋা´ সা´ ঋা´ | না সা´ না দা | পা পা দা পা | মা গা ঋা সা II

ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা ডিরি ডিরি ডা রা ডা রা ডা রা

+ ৩ ০ ১

১৬। সা সা ঋা গা | মা পা গা মা | পা গা মা গা | দা দা দা না I

ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+ ৩ ০ ১

সা´ ঋা´ না সা´ | ঋা´ না সা´ ঋা´ | গা´ গা´ গা´ গা´ | গা´ ঋা´ গা´ ঋা´ I

ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

+ ৩ ০ ১

গা´ ঋা´ সা´ না | ঋা´ সা´ না দা | সা´ না দা পা | মা গা সা ঋা II

ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

ঝালা

+ ৩ ০ ১

১৭। ন্‌া সা সা সা | সা সা সা সা | ন্‌া গা গা গা | গা গা গা গা I

ডা রা ড ড ড ড ড ড ডা রা ড ড ড ড ড ড

+ ৩ ০ ১

ন্‌া মা মা মা | মা মা মা মা | ন্‌া পা পা পা | পা পা পা পা I

ডা রা ড ড ড ড ড ড ডা রা ড ড ড ড ড ড

ন্া সা সা সা | ন্া গা গা গা | ন্া মা মা মা | ন্া পা পা পা I
ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড

\+ ৩ ০ ১
ন্া সা গা মা | পা না র্সা র্ঋা | র্সা না দা পা | মা গা ঋা সা II
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা । ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
১৮। না র্সা র্সা র্সা | না র্সা র্সা র্সা | না র্সা র্সা র্সা | না র্সা র্সা র্সা I
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
দা না না না | দা না না না | দা না না না | দা না না না I
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
পা দা দা দা | পা দা দা দা | পা দা দা দা | পা দা দা দা I
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
মা পা পা পা | মা পা পা পা | মা পা পা পা | মা পা পা পা I
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
না র্সা র্সা র্সা | দা না না না | পা দা দা দা | মা পা পা পা I
ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি ডা ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
র্ঋা র্ঋা র্সা র্সা | না না দা দা | পা পা মা মা | গা গা সা ঋা II
ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি ডিরি

\+ ৩ ০ ১
১৯। র্সা না র্সা র্সা | র্সা না র্সা র্সা | র্সা না র্সা র্সা | র্সা না র্সা র্সা I
ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড

\+ ৩ ০ ১
র্ঋা র্সা র্ঋা র্ঋা | র্ঋা র্সা র্ঋা র্ঋা | র্ঋা র্সা র্ঋা র্ঋা | র্ঋা র্সা র্ঋা র্ঋা I
ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড

\+ ৩ ০ ১
র্মা র্গা র্মা র্মা | র্মা র্গা র্মা র্মা | র্মা র্গা র্মা র্মা | র্মা র্গা র্মা র্মা I
ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড

\+ ০ ০ ১
র্পা র্মা র্পা র্পা | র্পা র্মা র্পা র্পা | র্পা র্মা র্পা র্পা | র্পা র্মা র্পা র্পা I
ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড ডা রা ড ড

\+ ৩ ০ ১
র্দা র্পা র্মা র্গা | র্ঋা -া র্পা র্মা | র্গা র্ঋা র্মা র্গা | র্ঋা র্সা না র্সা I
ডা রা রা রা ডা আ ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
দা পা মা গা | ঋা -া পা মা | গা ঋা মা গা | ঋা সা ন্া সা I
ডা রা ডা রা ডা আ ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
র্সা ঋা র্সা র্ঋা | না র্সা না র্সা | দা না দা না | পা দা পা দা I
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
মা পা মা পা | গা মা গা মা | ঋা গা ঋা গা | সা ঋা সা ঋা I
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

\+ ৩ ০ ১
ন্া সা গা মা | পা দা না র্সা | না দা পা মা | গা ঋা সা ঋা II
ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা ডা রা

চয়ন

বর্ত্তমান বাঙ্‌লা গান ও তাহার রচয়িতার গতি-প্রবণতা

৺উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ

সম্প্রতি পাশ্চাত্য কৃতবিদ্য বঙ্গ-যুবক-যুবতী মধ্যে মধ্যে বাঙ্গলা গান সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন, সে প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া মনে কতকগুলি সংশয়ের উদয় হওয়ায়, তাহা পাঠকবর্গের নিকট নিবেদন করিতেছি। আশা করি বিষয়টির সম্যক্ আলোচনা হইলে বাঙ্গলা গানের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথা পরিষ্কার হইতে পারে।

প্রথমেই ভাষা ও রচনা ভঙ্গী সম্বন্ধে আমার অনুযোগ আছে। তাঁহাদের আলোচ্য বিষয় জটিল ও সূক্ষ্মানুভূতি সাপেক্ষ। পুরাকালে যখন বিদ্বজ্জনের ভাষা সংস্কৃত ছিল, তখনও সাধারণ কথোপকথনের ভাষা অন্যপ্রকার ছিল—তাহাকে প্রাকৃত ভাষা বলিত। মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিবার ভাষা এবং সাধারণ ভাষায় প্রভেদ ছিল; যথা, ভারতচন্দ্রের, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, বঙ্কিমচন্দ্রের, নবীনচন্দ্রের, হেমচন্দ্রাদির ভাষা; উপরন্তু মেয়েলি ভাষাও ছিল। ইঁহাদের ভাব গভীর হইলেও ভাষার সরলতা ও ভাব-ব্যঞ্জকতা থাকায় ভাব গ্রহণ করিতে শিরঃপীড়া হইত না।

সঙ্গীত বিষয়ের প্রবন্ধাদি জটিল ও সূক্ষ্মানুভূতি সাপেক্ষ অতএব সরল ও নিরলঙ্কার ভাষাই তাহা ব্যক্ত করিবার উপযোগী, অথচ কোন কোন নবীন লেখক সঙ্গীত সম্বন্ধে এমন শ্লেষ-বক্রোক্তি পূর্ণ চটকদার ও রংদার ভাষা ব্যবহার করেন যে অনেক স্থলেই তাঁহাদের প্রকৃত বক্তব্য যে কি তাহা ধরা কঠিন হয়; যথা, "চিন্তার ছন্দ" "সঙ্গীত সাগরের চলোর্ম্মির নাদ ব্রহ্মের ভেলায়," "সংস্কৃত গ্রন্থাদি থেকে শ্লোকের পর শ্লোক উদ্ধৃত করে সঙ্গীত শিক্ষার্থীর হৃৎকম্পন রুদ্ধ করে দেওয়া" প্রভৃতির বিভীষিকায় তাকে স্তম্ভিত করা" প্রভৃতি শ্লেষোক্তির দ্বারা একশ্রেণীর প্রবন্ধকার আমাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া থাকেন। অপিচ, একশ্রেণীর লেখক-লেখিকা আছেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য-দেশীয় কর্ড বা হারমণি আমাদের সঙ্গীতে প্রবেশ করাইবার চেষ্টায় বদ্ধপরিকর। এ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে প্রত্যুত্তর দিতে অপারক হইলেও পুনরুক্তি করিতে লজ্জা বোধ করেন না।

প্রথমে সংস্কৃত শ্লোকের কথা ধরুন। আর্য্য সঙ্গীত প্রাচীন ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যাঁহারা এ সঙ্গীতের আবিষ্কার-কর্ত্তা, তাঁহারা এ সম্বন্ধে যে চিন্তা বা আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সংস্কৃত শ্লোকেই নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালের সঙ্গীত-রসিকের পক্ষে সেই প্রাচীন চিন্তাধারার সহিত পরিচয় রক্ষা করাও কি অপরাধ? তারপর শ্রুতির কথা। অনেকেই জানেন আর্য্য সঙ্গীতের স্বর পদ্ধতির মূল ভিত্তিই হইল স্বরের শ্রুতি-বিভাগ। আজকাল হারমোনিয়মের যুগে অনেকে তাহা স্বীকার করেন না। স্বরের সূক্ষ্ম শ্রুতি-বিভাগ এখন ক্রমশঃ কল্পনার বস্তু হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু আমাদের সঙ্গীতের রাগরাগিণীর গঠন ও অঙ্গ-বিন্যাস, বাদী সম্বাদীর সম্বন্ধ বিচার সমস্তই এই শ্রুতি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে সঙ্গীতে শ্রুতির খেলা নাই সে সঙ্গীত এ দেশের সঙ্গীতবিদের নিকট প্রাণহীন ও মাধুর্য্যহীন বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য যে-কোন কলাবিদ্যার রসবস্তু বিশ্লেষণ করিয়া মূল উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা

করিতে গেলেই নীরস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। নীরস তত্ত্বাংশ একবার আয়ত্ত হইয়া গেলে তাহা যে রসবোধের বিঘ্ন স্বরূপ না হইয়া সহায়তাই করিয়া থাকে, শিল্পরসিক মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। ব্যাকরণ অলঙ্কার ও ছন্দঃ-শাস্ত্র কাব্য সৌন্দর্য্যের সম্যক উপলব্ধির পক্ষে সহায়তাই করিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, শিল্পীর পক্ষে, শিল্প সমালোচকের পক্ষে, এই তত্ত্বাংশের সম্যকজ্ঞান অপরিহার্য্য। নব-শিল্প-সমালোচক সম্প্রদায় কি সত্যই মনে করেন ভারতীয় সঙ্গীতের এই অক্ষর জ্ঞান না হইলেও সঙ্গীত-সমালোচক বা সঙ্গীত-সংস্কারক হওয়া চলে?

অধুনা নব্যদলের এই ধারণা যে "ওস্তাদগণের অধিকাংশই আজকের দিনে সঙ্গীতের দুরবস্থার জন্য কম বেশী দায়ী"। একথা আংশিক ভাবে সত্য হইতেও পারে। কিন্তু ইহাও কি সত্য নহে যে এই সঙ্গীত যে এতদিন টিকিয়া আছে তাহাও এই ওস্তাদগণের একনিষ্ঠ সাধনার গুণে? যতই দুরবস্থা হউক এখনও প্রাচীন ভারত-সঙ্গীত ভারতবাসীকে যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরস উপভোগ করাইতেছে তাহার তুলনা অধুনা-সৃষ্ট অন্য কোন শিল্পের মধ্যে নাই। এ সঙ্গীতের ভিত্তি জাতীয় আত্মার গভীরতম স্তরে নিহিত। খাঁদু প্রভৃতি সিনেমা-থিয়েটার-রসিক তরুণ বঙ্গ তাহা অস্বীকার করিতে পারে, কারণ তাহাদের অন্তরাত্মার দ্বার আজ সকল প্রকার গভীর রস-তত্ত্ব-বোধের পক্ষে নিরুদ্ধ। কিন্তু দ্বার একদিন খুলিবেই এবং তখন ঐ ওস্তাদদিগের নিকটে তাহাকে অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তরুণ-সঙ্গীত-সংস্কারকগণ যে তরুণ সমাজকে লক্ষ্য করিয়া প্রবন্ধ লিখেন সেই তরুণদের ধারণা ওস্তাদি সঙ্গীত একটি কিম্ভূতকিমাকার হাস্যাস্পদ পদার্থ। এই ভ্রান্ত ধারণা অবস্থা বিশেষের। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ গান করিয়াছেন—

"মন গরীবের কি দোষ আছে?
বাজীকরের মেয়ে শ্যামা যেমন নাচায় তেমনি নাচে।"

আর একটি কথা, প্রায় শুনিতে পাই যে ধ্রুপদের যুগ গত হইয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীতের গজল, ঠুংরী, টপ্পাই নাকি বর্ত্তমান যুগধর্ম্মের উপযোগী। তবে নিরবচ্ছিন্ন গজল, টপ্পা, ঠুংরী একঘেয়ে হইতে পারে, তাই ধ্রুপদ ও খেয়াল অন্ততঃ মিউজিয়মে তুলিয়া রাখিবার মত বজায় রাখার চেষ্টা করিতে হইবে। এ কথার উত্তর রামপ্রসাদের গানে পাইয়াছেন। ধ্রুপদ, খেয়াল গভীর ও স্থায়ী রসের সৃষ্টি করে; গজল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতির নিম্নস্তরের চঞ্চল, ক্ষণস্থায়ী লঘু মনোহারিতা অপেক্ষা ধ্রুপদ খেয়ালের স্থান যে বহু উর্দ্ধে তাহা অনেকেই বুঝিতে পারে না, কিন্তু তত্ত্বদর্শী রসিক মাত্রেই তাহা অনুভব করেন। আজিকার চঞ্চল জীবযাত্রায় সেই গভীর রসের অনুভূতির অবকাশ স্বল্প; অধিকাংশ লোকেই এখন চঞ্চলচিত্ত। কিন্তু রসতত্ত্ব চিরন্তন; যুগভেদে সমাজে রসবোধের প্রসার বা সঙ্কোচ হইতে পারে, কিন্তু এই আবর্ত্তনের মধ্যে যে স্বল্প সংখ্যক গুণী ও রসজ্ঞ ব্যক্তি উচ্চতম শিল্পের চিরন্তন রসভাণ্ডার রক্ষা করিয়া যান তাঁহারাই জাতীয় সভ্যতার ও মানব সভ্যতার প্রকৃত ভাণ্ডারী। যাহা নিত্যকালের সম্পত্তি তাহার উপর ক্ষণিক যুগধর্ম্মের দাবী খাটে না। এই স্থানে সামান্যতঃ বলিয়া রাখি, যুগধর্ম্ম বা কালধর্ম্ম বলিয়া যে কিছু আছে তাহা আমার মনে হয় না। প্রকৃত শিক্ষার অভাবই ইহার কারণ। আমার "নিষ্কাম কর্ম্মতত্ত্ব" ব্যাখ্যায় এই বিষয়ে বিশদরূপে বলিবার ইচ্ছা আছে। প্রচলিত ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, অর্থকরী শিক্ষার ফল স্বরূপ এই বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম। এই সকল গভীর চিন্তার স্থলে মহাত্মা শঙ্করের "অর্থমনর্থম্" কথার গূঢ়ভাব হৃদয়ঙ্গম হয়।

অনেকের ধারণা "বাঙ্গলা গানে হুবহু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ঢং আমদানী করিতে গেলে সে চেষ্টা সার্থক হইবে না। বাঙ্গালা গানের মধ্যে একটু বাঙ্গালীত্ব থাকা চাই।" প্রধানতঃ এই মতের প্রচারক শ্রীমান দিলীপ

কুমার। তিনি বলিতে চান যে তাঁহার পিতা স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের গানে হিন্দুস্থানী স্বর-বৈচিত্র্যের সহিত বাঙ্গালা কাব্যের দরদের অনেক সমন্বয় ও সামঞ্জস্য হইয়াছে। অতুলপ্রসাদের ঠুংরী-অঙ্গ গান ও কাজী নজরুলের গজল-অঙ্গের গান সম্বন্ধেও তিনি ঐ কথাই বলিতে চান। বোধ হয় তাঁহার বক্তব্য এই যে বাঙ্‌লা গানে এই সকল আদর্শ অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু উল্লিখিত গান সমূহে কি ভাবে এই সমন্বয় সাধিত হইয়াছে তাহা তিনি বুঝাইয়া বলেন নাই।

বাঙ্‌লা গানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের রাগ রাগিণী শুদ্ধ-স্বর প্রয়োগ চেষ্টা বহুকাল পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে। জয়দেব মহাপ্রভুর গানে রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। তাঁহার কাব্য জগতে অদ্বিতীয়। পরে গৌরাঙ্গদেবের সময়ে যখন ধর্ম্মভাবের রোল ছুটিয়াছিল, তখন ধর্ম্মার্থে সমবেত হইয়া প্রচার কার্য্যের জন্য কীর্ত্তনাদি গান পুনরায় প্রচলিত হইল। ইহাতে বাঙ্‌লা কাব্যের দরদ রক্ষা করিয়া রাগ রাগিণীর দিকে বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া পুরাদমে বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করিয়াছে।

সামসাময়িক বাবা হরিদাস স্বামী নিজ শিষ্যদের দ্বারা রাগ রাগিণীর বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ইহার ফলে কীর্ত্তন গানের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া রাগ রাগিণীর সম্পূর্ণ সম্পর্ক না রাখিয়া কয়েক প্রকার গানের উদ্ভব হইয়াছে। যথা—ঢপ, বাউল, রামপ্রসাদী গান। এই সকল গানের মধ্যে এক এক প্রকার বিশেষ রসের উদ্বোধন হইয়াছে, এবং বাঙালী হৃদয়ের অন্তস্থল হইতেই উহাদের উদ্ভব। কিন্তু ইহাদের মধ্যে সুর মুখ্যতঃ কাব্য রসের বাহন হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে সঙ্গীতকলা তাহার নানা বিচিত্র উপাদান ও অলঙ্কার লইয়া স্বকীয় পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যে অধিষ্ঠান লাভ করে নাই; করিল স্বর্গীয় দেওয়ান মহাশয়ের গানে, আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবস্থায় বহু ধর্ম্মসঙ্গীতে, নিধুবাবুর টপ্পায়, গোপাল উড়ের যাত্রায়, দাশরথি রায়ের পাঁচালীতে, গোবিন্দ অধিকারীর প্রেমময় আত্মনিবেদনে।

ইতিপূর্ব্বে আদর্শ স্বরূপ যে তিনটি সঙ্গীত-রচয়িতার নাম উল্লেখ হইয়াছে, তাঁহাদের ন্যায় নব্য বঙ্গের অধিকাংশ সঙ্গীত-রচয়িতার গানে একটা জিনিষ লক্ষ্য করা যায়। তাঁহাদের গানে কথার এত আধিক্য যে তাহার মধ্যে সুরের স্বচ্ছন্দ লীলা পদে পদে ব্যাহত হয়। সঙ্গীতের যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য তাহা স্বর-বিন্যাসের দ্বারাই ফুটিয়া উঠে "বাগর্থ" বিন্যাসের দ্বারা নহে। গান যদি রাগ-পদ বাচ্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে রসসৃষ্টির জন্য মুখ্যতঃ মীড়, গমক মূর্চ্ছনাদি সুরের কারুকার্য্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। সুরের সৌন্দর্য্য প্রকাশের পক্ষে গানের বাক্যাংশের উপাদান স্বর ব্যঞ্জনাদি বর্ণের প্রত্যেকের এক একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্বরবর্ণের মধ্যে আ এ এবং ও ব্যঞ্জন-বর্ণের মধ্যে গ, ঘ, ট, ঠ, ড, ঢ, ধ, ল, হ প্রভৃতি বর্ণ গমক প্রকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। হিন্দুস্থানী গান প্রায়ই সঙ্গীতজ্ঞ কলাবিদের রচিত, সেই জন্য তাহাদের সুরের স্বচ্ছন্দ-বিকাশের অবকাশ দিয়া বাক্যাংশের যোজনা করা হয়, এবং যে স্থানে যে অলঙ্কার প্রয়োগ করিতে হইবে সে স্থানে তদুপযোগী বর্ণ ব্যবহার করা হয়। সে গানে বাক্যাংশ এলোমেলো ভিড় করিয়া সুরকে চাপিয়া মারে না বরং প্রচুর অবকাশ দিয়া সুরকে স্বচ্ছন্দে খেলিতে দেয়, আবশ্যক মত সুরের সহকারী হইয়া রাগের বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার সহায়তা করে। উপরন্তু প্রকৃত রাগ-রচয়িতাকে রাগ, তাল, লয়, ছন্দ, রূপরসের বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। এই সকলের বিশেষ বিবৃতি লিখিতে হইলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যায় এবং পাঠকেরও বিরক্তির সম্ভাবনা, সেই কারণে সংক্ষেপে বলি। ধ্রুপদ-অঙ্গের তালের মধ্যে সাধারণতঃ আট দশটি তালের ব্যবহার দেখা যায়; যথা চৌতাল, ধামার, সুর-ফাঁকতাল, ঝাঁপতাল ইত্যাদি। ইহাদের প্রত্যেকের ছন্দ ও গতিপ্রবণতা

পৃথক। চৌতালের জন্য যে গান রচিত—তাহা অন্য কোন তালে গীত হওয়া অসম্ভব। সেইরূপ ধামার বা অন্যান্য তালের গান অন্য তালে গীত হইবার উপায় নাই। টপ্পা ঠুংরী ধরণের গান, ধ্রুপদ অঙ্গের তালে কিম্বা ধ্রুপদ অঙ্গের গান টপ্পা, ঠুংরী ধরণের তালে গীত হইতে পারে না। এই হইল তাল, লয়, ছন্দ বিষয়ের কথা। রাগ, রূপ ও রসের বহু ব্যাপার। রাগ বিশেষের রস বা ভাব বিশেষের কথা শাস্ত্রে আছে। সাহিত্যসেবক সমিতির সভ্যগণ তরুণ। তরুণদের রুচির বশবর্ত্তী হইয়া আদি রসের (অনুরাগ) ব্যাপার লইয়া রাগ, রূপ ও রসের ব্যাপার একটু 'তা না না' করিয়া সঙ্গীতাচার্য্যগণের গান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। 'তা না না না' এই যে :—

উপনিষৎ বলিলেন, ব্রহ্ম ও তাহার শক্তি অভেদ, যেমন সূর্য্য ও তাহার জ্যোতিঃ বা হীরক আর তাহার দীপ্তি, গুণঃক্ষোভ হইলে বিকাশ বা সৃষ্টি হয়। পুনরায় গুণত্রয়কে (সত্ত্ব, রজ, তম) সংযত করিয়া শক্তির বিকাশ রহিত করাই অদ্বৈতবাদ। বেদান্ত এই সিদ্ধান্তকে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ আর সব অসৎ মায়া বা অজ্ঞানতা বলিয়াছেন। এই মায়া অর্থাৎ ভ্রম ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতে উপনীত হইতে হইবে। এই মূল ধরিয়া সাংখ্যকার তাহাকেই পুরুষ-প্রকৃতি সংজ্ঞা দিয়া সৃষ্টি-তত্ত্ব বুঝাইলেন। বেদান্ত আমলের গান, যথা :—

ভৈরবী—তাল চৌতাল

"আদি রমা জ্যোতিকো যো জানে জানে অন্তর্যামী।
পাবে বৈ সে যোগী ধ্যায়ে তাহে দেত অচল স্মরণ"॥
ইত্যাদি।

সাংখ্যযোগ ভাবের গান, যথা :—

পুরিয়া—তাল চৌতাল

"আজু কেতকী সে কেশোরায়, গুলাব সে গোপাল লাল,
চম্পাকে সে মদনমোহন, পিয়ারি ছব দেত।
রাতকী সে দামোদর, লীলা সে শ্রীজগন্নাথ,
পায়লে সে অপার ব্রহ্ম সেউতী সে সীতারাম সর-রস পিয়ে॥"

শ্রীকৃষ্ণলীলার গান বিষয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বে আমার কিছু বলিবার আছে। সাহিত্য-সম্রাট অমর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণ-চরিত গ্রন্থে বলিয়াছেন, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভাবেন তাঁহাদের জন্য তিনি কৃষ্ণ-চরিত লিখেন নাই; আমাদের মত ভাবাপন্ন লোকের জন্যই লিখিয়াছেন। সেজন্য তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শ মানব ধরিয়াছেন। আমিও এস্থানে তাঁহারই পদ স্মরণ করিলাম। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণ-ব্রহ্ম ভাবেন তাঁহাদের গান :—

জৈমিনি-কল্যাণ—তাল চৌতাল

১। "পরব্রহ্ম পরমেশ্বর অলখ্‌ নিরঞ্জন অব্যক্ত অবিনাশী
নর হর নারায়ণ নরোত্তম।" ইত্যাদি।

ভক্তি ভাবের গান, যথা :—

মুলতানী—তাল ধামার

২। "মৈনে দেখি অনোখি হোরিরে। মদনমোহন কি
কুঞ্জ গলিন যে অনুপম সোর মোচরি।
মমতা কেশর ভর পিচকারী মারতু হৈ বর জোরী,
জ্ঞান গুলাল উড়ে অতি ভারী, উড়ে ভব ঝোরী॥"

প্রেম ভাবের গান, যথা :—

খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল

৩। "এ সখি শ্যামরো রূপ-যৌবন মম ললচায়ে, অধর
ধর মধুরী মধুরী মুরলী বজায়ে। সপ্ত সুর
তিন গ্রাম গাবে শুনায়ে, মনমে মনমে নিরত
কর ভাব বতায়ে॥"

প্রতীক্ষা ভাবের গান, যথা :—

আসাবরী—তাল চৌতাল

৪। "সোগনহো আজ্‌ তোর আলী, ভুজ ফরকত
মোরি পিয়া মিলনকো। মনসে উমগ ভই,
পিয়াকে আবন লাগী ঘরি পলন গিনন কো"

বিরহ ভাবের গান, যথা :—

মালকৌশ—তাল সুরফাঁক্তা

৫। "আওন কহ গয়ে অজহুঁন আয়ে সব নিশি বিতি,
সোহে গিনবত তারা। দীপ জ্যোত মলিন হোত
চলি আয়ে, কেয়া করি এ সখী নীত ভর মায়ে॥"

অভিমান ভাবের গান, যথা :—

কামোদ—তাল ধমার

৬। মত বারো ঠাঢ়ো বাট মাঝ, মতো বারো কঠিন ভয়ো ঘর যায়েরী,
সজনি জিয়া কাঁপত, জন্থ জন্থ পড়ত সাঁঝ।" ইত্যাদি।

বিষাদ ভাবের গান, যথা :—

শঙ্করা—তাল ধমার

৭। হারে নিরদয়ীরে লুংগর-মোহন মোহলই
জবসে শ্রবণ শুনি বাঁশরী, সুধ বুধ বিসর গই ॥
ইত্যাদি।

গোপ বালকদের বিরক্তির গান, যথা :—

অলৈয়া—তাল ঝাঁপতাল

৮। "ইয়ালে তোরি লাকরি কামরি লে, গৌয়ে চরাওন ন জাউরী মায়ী। সঙ্গকে গোয়াল বলভদ্র কিউনি মোকলো,
বনমে অকেলো ন জউরী মায়ী॥"

সখা ভাবের গান, যথা :—(গোপিনীর)

মুদ্রাকানড়া—তাল রূপক

৯। "কনৈহা যানে দেহো যমনা জল ভরণ, আপন দান লে বনাহি। হমারে সঙ্গকি দূর নিকস গয়ী,
পরিহো তোরি পইয়াঁ॥"

ভাবের লঘুগুরু বিচারে ও যে সময়ে যে গান গীত হইবে সেই সেই সময়ের অনুযায়ী রাগ গ্রহণ করিতে হইবে। তাল নির্ব্বাচনও সেই অনুসারে করিলে রাগ ও ভাব সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিবে, এতদ্ভিন্ন অন্য-পন্থা গ্রহণে রসের কিছু অভাবই পরিলক্ষিত হইবে। উক্ত গান কয়টির কেবল স্থায়ী এবং অন্তরা মাত্র দেওয়া হইয়াছে। সঞ্চারী এবং আভোগাংশ বাহুল্য ভয়ে দিই নাই। এত অল্প কথায় উচ্চ হইতে উচ্চতম ভাব বাঙলা গানে সম্ভব হইলেও সচরাচর দেখিতে পাই না। কথার বাহুল্য থাকায় বাঙলা গানে রাগের বিকাশ পূর্ণ মাত্রায় হয় না। বাঙলা গান যাঁহারা রচনা করেন, তাঁহারা অনেক স্থানে সঙ্গীত-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, ঔপপত্তিকও নন ক্রিয়াসিদ্ধও নন। গানের সুর ও তাল বিভিন্ন লোকের দ্বারা বসাইয়া লন। সে স্থলে অসঙ্গতি অনিবার্য্য। সে গানের মধ্যে সঙ্গীত-রসিক কোন রস পান না। যাঁহারা পান তাঁহারা কাব্যরস মাত্র উপভোগ করেন। স্বর সেখানে কথার বাহন মাত্র। তাহা সঙ্গীত নহে, সুর সংযোগে কথার আবৃত্তি মাত্র। তাঁহারা ভারতীয় সঙ্গীতের যথার্থ মাধুর্য্যরস উপভোগ করিতে একেবারেই অসমর্থ। সেই মাধুর্য্যরসের সহিত পরিচয় সাধন করানই এখন সঙ্গীত-সংস্কারকের প্রধান কর্ত্তব্য, প্রাচীন গুণীজনের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদন করা নহে। যতদিন এই প্রকৃত রসবোধ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে জাগ্রত না হইবে, ততদিন তাঁহাদের প্রেরণায় কোন সংস্কারের প্রত্যাশা বাতুলতা মাত্র। ভারতীয় সঙ্গীতের মূলধারা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেই বৈচিত্র্য ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, এখনও কিছু আছে। নূতন চেষ্টার কথা শুনিলেই ভয় হয়—পাছে ভারতীয় সঙ্গীতের মূল ধারার সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া বাঙলা সঙ্গীতকে এমন একটা পারম্পর্য্যহীন স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হইবে যে-প্রবাহ নূতন নূতন যথেচ্ছাচারের আবর্ত্তে আবর্ত্তিত হইতে থাকিবে। এ আশঙ্কা যে আমার একেবারে অমূলক তাহা নহে; বর্ত্তমান বাঙলার তরুণ বৈঠকে ও রঙ্গমঞ্চে এই উন্মার্গ সঙ্গীতের আত্মঘোষণা প্রকট হইয়া উঠিতেছে। আমরা যদি বাঙলা গানের মধ্যে সঙ্গীত-কলার বিকাশ দেখিতে চাই তাহা হইলে এ পন্থা পরিহার করিতে হইবে।

বিচিত্রা
শ্রাবণ, ১৩৩৯।

স্বরলিপি

বাগেশ্রী—একতালা

বিনতি এক রাখ গিরিধারী হামারী
নীর ভরন চলত সব ব্রজকী দুলারি প্যারী সঙ্গ।
রোকন বাট ছোড় কাহ্নাই
শাস ননদী গারী দেত
সব সখী মিল পইয়া পরত রাখ অরজ নন্দদুলার॥

কথা ও সুর—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

স্বরলিপি—কুমারী নির্ম্মলা ঘোষ

আস্থায়ী

	০			১			+			৩			
II	সা	র্সা	র্সা	-ণা	ধপা	ধা	মা	-মা	জ্ঞা	-জ্ঞা	রা	জ্ঞা	I
	বি	ন	তি	০	এ০	ক	রা	০	খ	০	গি	রি	

	০			১			+			৩			
	রা	-রা	-রা	সা	-সা	সা	ধা	-ধা	-ণা	ধণা	-ধা	-র্সা	I
	ধা	০	০	রী	০	হা	মা	০	০	রি০	০	০	

	০			১			+			৩			
	সা	-রা	মা	ণ্‌া	ধ্‌া	ণ্‌া	মা	পা	মা	-মা	মা	মা	I
	নী	০	র	ভ	র	ন	চ	ল	ত	০	স	ব	

	০			১			+			৩			
	মা	ধা	ধা	ণা	ধা	মা	মা	-ধা	ধা	ধণা	-ধা	-র্সা	II
	ব্র	জ	কী	দু	লা	রী	প্যা	০	রী	স০	০	ঙ্গ	

অন্তরা

	০			১			+			৩			
II	মা	মা	মা |	ধা	-ধা	ধা |	ণা	-র্সা	র্সা |	র্রা	ণা	র্সা	I
	মো	ক	ন	বা	০	ট	ছো	০	ড	কা	ঙ্গা	ই	

০			১			+			৩			
র্সা	-র্সা	র্সা |	র্সা	র্সা	র্রা |	ধা	-র্সা	-র্সা |	ণা	-ধা	ণা	I
শা	০	স	ন	ন	দী	গা	০	রী	দে	০	ত	

০			১			+			৩			
র্সা	র্সা	র্সা |	র্জ্ঞা	র্রা	র্সা |	ধা	-র্সা	র্সা |	ণা	ণা	ধা	I
স	ব	স	খী	মি	ল	নই	০	য়া	প	র	ত	

০			১			+			৩			
ধা	-ণা	ধা |	ধা	পা	মা |	জ্ঞা	-রা	জ্ঞা |	রা	সা	সা	II
রা	০	খ	অ	র	জ	ন	০	ন্দ	দু	লা	র	

তান

১। (+) জ্ঞমা পধা ণর্সা | (৩) ণধা পমা জ্ঞরা I

২। (+) সরা জ্ঞরা জ্ঞমা | (৩) জ্ঞমা পমা পগা I (০) পধা ণধা ণর্সা | (১) ধণা র্সর্রা র্জ্ঞর্মা |

(+) র্জ্ঞর্রা র্সণা ধপা | (৩) মজ্ঞা রসা ণ্সা I

৩। (০) র্মর্জ্ঞা র্রর্জ্ঞা র্রর্সা | (১) র্রর্সা ণর্সা ণধা | (+) ণধা পধা পমা | (৩) পমা জ্ঞমা জ্ঞরা I

(০) জ্ঞরা সরা সণ্‌া | (১) সরা জ্ঞমা পধা | (+) ণর্সা র্রর্জ্ঞা র্রর্সা | (৩) ণধা পমা জ্ঞরা I

সর্‌গম্‌

০			১			+			৩			
স´া	ণস´া	ধণা |	স´া	-া	-া |	ধণা	স´ধা	ণস´া |	স´স´া	জ্ঞ´র´া	স´া	I
স´ণা	ধমা	ধণা |	ধমা	জ্ঞরা	সা |	সরা	ণ্সা	ধ্ণ্া |	সা	-া	-া	I
সরা	মজ্ঞা	পমা |	ধপা	মধা	ণা |	স´া	-া	-া |	স´স´া	জ্ঞ´র´া	স´া	I
স´র´া	ণস´া	ধণা |	স´ণা	ধমা	ধপধা |	ণা	ণজ্ঞা	মা |	রা	জ্ঞা	সা	I
সরা	জ্ঞরা	জ্ঞমা |	জ্ঞমা	পমা	পধা |	পধা	ণধা	ণস´া |	ণস´া	র´স´া	র´জ্ঞ´া	I
ম´জ্ঞ´া	র´স´া	ণধা |	মধা	ণণা	স´স´া |	স´ণা	ধমা	ধণা |	ধমা	জ্ঞরা	সা	II

*বনতি এক পর্য্যন্ত গাহিয়া ১ম ও ২য় তান ধরিতে হইবে পরে অস্তরার প্রথম লাইন গাহিয়া ৩য় তান ধরিতে হইবে।

—স্বরলিপিকারিকা

গান

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আজ তেম্‌নি করে কাঁদে আমার মন।
(যেমন) কৃষ্ণহারা, গোপিনীরাই, গোকুল বৃন্দাবন॥
(যেমন) মরানদী, নিরবধি, কাঁদায় বালুচর,
ফাগুন বনে ঝরাপাতার, করুণ মর্ম্মর।
(যেমন) যেমন গৃহী-ছাড়া, কুটীর খানির, মুক্ত বাতায়ন॥
যেমন কাঁদে বিরহিণী, মিথ্যে বিভাবরী,
স্রোতে ভেসে যায়রে যেমন, হাল-ছাড়া ঐ তরী,
সীতা খুঁজে ফেরে যেমন, রাঘব ও লক্ষ্মণ॥
(যেমন) বৈশাখের ঐ তপ্ত-হাওয়া, উদাস হয়ে ফেরে
সারা-কানন কেঁদে ফেরায়, গত বসন্তেরে,
(যেমন) শরতের ঐ ছিন্ন-মেঘের বিফল-গর্জ্জন॥

স্বরলিপি

ভজন

মম মন-নীপবনে জাগো জগতজীবন
সুনীল অঞ্জনে প্রিয় ভরি' দুনয়ন।
চরণে নূপুর হানো চমক নব
অমৃত মথিয়া আনো বেণুতে তব,
তনুতে তনুতে মম অরূপ রতন।
মরুর প্রদাহ বুকে পথ যে চাহি'
মাধব এসো প্রেম তরণী বাহি।
শাওন-শ্যাম-ঘন মেঘ-মাদলে
চঞ্চল তটিনীর নৃত্যরোলে
শোনিতে শোনিতে মম শত শিহরণ॥

কথা—শ্রীবটকৃষ্ণ বসু

সুর—শ্রীমনোরঞ্জন সেন

স্বরলিপি—শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায়

র্সা র্সা II র্সা পনা -র্সর্া র্সা | ণা র্সা ধণা -ধপা I মপা গমা -গরা সা |
ম ম ম ন০ ০০ নী প ব নে০ ০০ জা০ গো০ ০০ ০

রা ঋা -া পা I ধণা পধা -ণর্সা -পধা -র্সা -া -া -া (র্সা র্সা) I
জ গ ০ ত জী০ ব০ ০০ ০০ ০ ন ০ ০ ম ম

র্সা র্সা র্সা নর্সা | -নর্সা না ধণা -ধণা ধা পমা -পা -া |
সু নী ল অন্ ০০ জ নে০ ০০ প্রি য়০ ০ ০

গা মপা -ধণা পধা I মপা গমা গরা সা | সা রা মা -া I
ভ রি০ ০০ দু০ ন০ য়০ ন০ জা গো জ গ ০

পা ধণা -পধা -ণর্সা | -পধা র্সা র্সা র্সা II
ত জী০ ব০ ০০ ০০ ন ম ম

I পা ধা মা পা | ধা র্সা র্সা র্সা I র্সা র্রা র্সর্গা র্রর্গা |
চ র ণে নূ | পু র হা নো চ ম ক০০ ন০ |

র্সা -া -া -া I ধা র্রা র্সা র্সর্রা | নর্সা না ধা ণধা I
ব ০ ০ ০ অ মৃ ত ম০ | খি০ য়া আ নো০

পা পা ধণা ধা | পধা মপা -া -া I র্সা র্সর্গা র্রা র্সর্রা |
০ বে ণু০ তে | ত০ ব০ ০ ০ ত মু০০ তে ত০ |

নর্সা না ধণা ধপা I পা পধণা ধা পধা | মপা গমা গরা সা I
মু০ তে ম০ ম০ অ ন্ধ০০ প র০ | ত০ ন০ জা০ গো

রা মা পা ধণা | পধা র্সা -া -া (র্সা র্সা) II
জ গ ত জী০ | ব০ ন ০ ০ (ম ন)

II রা জ্ঞা রা জ্ঞা | সা রা ধ্া ণ্া I সা রা গা গা |
ম রু র প্র | দা হ বু কে প থ যে চা |

মা -া -া -া I মা -া পা পা | পা পা পধা মা I
হি ০ ০ ০ মা ০ ধ ব | এ সো প্রে০ ম

পধা ধর্সা র্সণা ধণা | পধা -মপা -া -া I গা -পধা গা মা |
ত০ র গী০ বা০ | হি০ ০০ ০ ০ শা ০০ ও ন |

পা পা পা পা I পা -ধা না না | র্সা -না র্সা র্গা I
শ্যা ম ঘ ন মে ০ ঘ মা | দ ০ লে ০

র্সা র্সা র্রা র্রা | র্রা র্রা র্রা র্গা I র্সর্রা -র্গর্মা র্গা র্রর্গর্রা |
চ ন্ চ ল | ত টি নী র ন্০ ০০ ত্য রো০০ |

র্সর্রর্সা -নর্সনা -ধণধা -পা I র্সা র্সর্রর্গা র্রা র্সর্রা | নর্সা না ধণা ধপা I
লে০০ ০০০ ০০০ ০ শো নি০০ তে শো০ | নি০ তে ম০ ম০

পা পধণা ধা পধা | মপা গমা গরা সা I রা মা পা ধণা |
শ ত০০ শি হ০ | র০ ণ০ জা০ গো জ গ ত জী০ |

পধা র্সা -া -া (র্সা র্সা) II II
ব০ ন ০ ০ (ম ম)

গান

শ্রীআশারাণী মুখার্জ্জী

চৈতী হাওয়ার বিদায় শেষে কাঁদে আমার মন,
কাঁদে বনে বুলবুলি—স্তব্ধ গীত-মুখর-কানন।
উদাস করা উতল হাওয়া,
আপন হারা কোকিল গাওয়া,
কোন্ নিঠুরের উষ্ণ শ্বাসে ভাঙ্‌লো আজি সুখ-স্বপন।

পাতায় পাতায় কানাকাণি ফুল কুঁড়িদের রঙের বেশ,
প্রখর তাপে—দগ্ধ হবে, বনের খেলা হ'ল শেষ।
মলয় আজি তোমার তরে
প্রাণ যে আমার কেমন করে,
যাবার বেলায় যাও গো দিয়ে শেষের পরশন।

স্বরলিপি

আড়ানা—ত্রিতাল

এরি মুরলিয়া বোলে
আজু বসন্ত দিনমে।
ফাগুনকে দিন, মুরলীয়া ধুন—
উমগ যোবন মনমে॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীজগন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

[আড়ানা কানড়া অন্তর্গত একটি উত্তরাঙ্গপ্রধান রাগ। ইহা কানড়া ও সুরট সংমিশ্রণে উৎপন্ন। নিম্নলিখিত স্বরলিপিটি অনুধাবন করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, যেস্থানে "সা রা মা পা" বা "মা পা না র্সা র্রা র্সা"র ঘর সেস্থানে সুরটের রূপ প্রকটিত, আর যেস্থানে "মা জ্ঞা মা রা সা" বা "ণদা ণপা"র লীলায়িত ভঙ্গী দৃশ্যমান, সেস্থানে কানড়ার মাধুর্য্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে।]

০	১	২´	৩
II {র্সা -া ণাঃ -পঃ	মপা জ্ঞা -া -মা	ণা -পা নর্সা -া	-া -া -া -া} I
এ ০ রি মু	রলী য়া ০ ০	বো ০ লে০ ০	০ ০ ০ ০

০	১	২´	৩
মমা -রমা পণাঃ -পঃ	জ্ঞমা -জ্ঞমপা -পাঃ পঃ	রা -া -া -জ্ঞা	সরা -া সা -া II
আ০ ০০ জু০ ব	স০ ০০০ ০ ন্ত	দি ০ ০ ০	ন ০ মে ০

০	১	২´	৩
II {মা পা ণদা ণপা	না -র্সা -াঃ র্সঃ	পা -র্রা র্রা র্রা	র্সনা -নর্সা ণদা -ণপা} I
ফা গু ন০ কে০	দি ০ ০ ন	মু র লী য়া	ধু০ ০০ ন০ ০০

০	১	২´	৩
না র্সা নর্সর্রা র্রা	র্মজ্ঞা -জ্ঞর্মা র্রা -র্সা	মপা -নর্সা -র্রর্সা নর্সা	ণপা -মজ্ঞমা -র্সা -া II
উ ম গ০০ যো	ব০ ০০ ন ০	ম০ ০০ ০০ ন০	মে০ ০০ ০ ০

তান

২´ ৩

১। মপা নসা́ রা́ সা́ | ণদা ণপা রা́সা́ নসা́ I

২´ ৩

২। মজ্ঞা মরা সরা মপা | ণপা নসা́ রা́সা́ নসা́ I

০ ১ ২´ ৩

৩। সণ্‌া পসা রসা ন্‌সা | মজ্ঞা মরা সরা ন্‌সা | রমা পমা ণপা নসা́ | মা́মা́ রা́সা́ রা́সা́ নসা́

০ ১ ২´

৪। সসা ররা মমা পপা | ণণা পপা ননা সা́সা́ | রা́মা́ জ্ঞা́মা́ রা́সা́ নসা́ |

৩

রা́ সা́পা সা́না রা́সা́ I

বাঁট (তেহাইযুক্ত)

০	১	২´	৩
এরি মু	রলীয়া	বো ০ সা́ ণপা	মপা জ্ঞমা সা́না সা́ I
		এ রি মু	রলী য়া ০ বো০ লে

০	১	২´	৩
জ্ঞমা ণপা জ্ঞমা মপা	রা -া সরা সা	মজ্ঞা মরা সরা ন্‌সা	পা পা ণপা নসা́ I
আ০ জুব স০ ০স্ত	দি ০ ন মে	এ০ রিমু রলী য়া০	বো লে, এ০ রিমু

০	১	২´
রা́মা́ রা́সা́ রা́সা́ নসা́	সা́ ণপা মপা জ্ঞমা	ণা পা
রলী য়া০ বো০ লে০,	এ রিমু রলী য়া০	"বো ০" ইত্যাদি।

মৃদঙ্গ-বাদন

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু)

ঝাঁপতাল

+ ১ ০
৩৭৩। ক্রান তেটে ঘড়ান কতা ঘেনে থুন্না কেটে

২ +
তাগ তেরেকেটে ধেরেকেটে ধা

+ ২
৩৭৪। ক্রান কেড়ে নাগ তেরে কেটে নাগ দেৎ থুন

০ ২
ধেরেকেটে ধেরেকেটে ধেৎ ধেৎ ধেরেকেটে

+
ম্রান ধা

+ ১ ০
৩৭৫। তা ঘেন্না ধা কতা ঘেনে তা দেৎ থুন্না

২ +
ম্রান ম্রান ম্রান ধা

+ ১
৩৭৬। ধা তেরেকেটে তাগ দেন্তা কেটে তাগ

০ ২
তেরেকেটে তাগ তেরেকেটে তাগ দেন্তা

+
কেটে তাগ তেরেকেটে ধা

+ ১
৩৭৭। ঘেন তেরেকেটে তাগ তাগ তেরেকেটে

০
তাগ তেরেকেটে তাগ দি কেটে তাগ

২ +
গদিঘেনে নাগ তেরেকেটে তাগ ধা

সমালোচনা

আরতি সঙ্কলন (১ম সংখ্যা)—আর্য্য সঙ্গীত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দাস প্রণীত ও চট্টগ্রামস্থিত আর্য্য শিল্প ভাণ্ডার হইতে প্রকাশিত।

আরতি সঙ্কলন একখানি আরতি বিষয়ক সঙ্গীত পুস্তক। ইহাতে শ্রীশ্রীগণপতি, শ্রীশ্রীসরস্বতী, পরব্রহ্ম প্রভৃতি দেবদেবীর আরতিকালীন স্তোত্রাদি বিশুদ্ধ রাগ রাগিণী ও তাল সহযোগে স্বরলিপি কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শঙ্খ, ঘণ্টা, কাংস্য, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের আরতি বাদ্য প্রণালীও অতি সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রচয়িতা তাঁহার সঙ্গীত-জ্ঞান-গভীরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সঙ্গীত বিষয়ে এরূপ পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আমরা আর দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ। রচয়িতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দাস মহাশয় একজন প্রকৃত সঙ্গীত-সাধক। তাঁহার সঙ্গীত সাধনার কিঞ্চিৎ পরিচয় এই পুস্তকটিতে পরিস্ফুট হইয়াছে। আশা করি সঙ্গীতজ্ঞ সমাজ এই পুস্তকখানি সমাদৃত করিয়া ভারতীয় আর্য্য-সঙ্গীতের মর্য্যাদাদানে সমর্থ হইবেন।

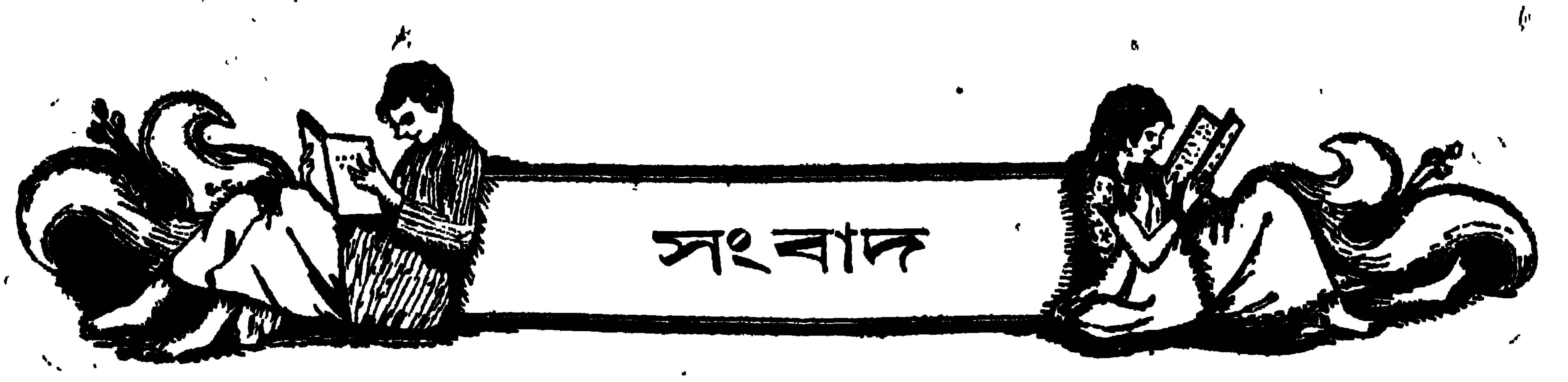

লিলুয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা

গত শনিবার ও রবিবার, ১৪ই ও ১৫ই মার্চ্চ তারিখে লিলুয়া ই, আই, রেলওয়ে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউটের সভ্যবৃন্দের উদ্যোগে ও পরিচালনায় এবং খ্যাতনামা সঙ্গীতকলাবিদ্‌গণের সমাবেশে ২য় বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিযোগিতায় ৫২টী বালিকা ও ২৩টী বালক ১৬০টী বিভিন্ন বিষয়ে যোগদান করিয়াছিল এবং এই সংখ্যাধিক্যের জন্যই প্রতিযোগিতাটি দুইদিনে বিভক্ত করিয়া শনিবার দিন বালিকাগণের ও রবিবারদিন বালকগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কালবাবু), শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হরিহর রায়, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, এল, শ্রীযুক্ত অমর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অমর নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন মিশ্র, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সঙ্গীতবিশারদগণ এই প্রতিযোগিতায় বিচারকের কার্য্য সম্পাদন করেন।

প্রতিযোগিতার শেষে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা কমিটীর চেয়ারম্যান ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী মহাশয় সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় প্রতিযোগিতা বিবরণী পাঠ করিবার পর তিনি বিচারকবৃন্দকে, প্রতিযোগিবৃন্দকে সঙ্গীতজ্ঞগণকে এবং সর্ব্বশেষে এই উৎসবের কর্ম্মীবৃন্দকে তাঁহাদের সহানুভূতি ও সহযোগিতার জন্য যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করেন।

মিসেস এফ, এল, বসু এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রদত্ত পুরস্কারগুলির মধ্যে ই, আই, রেলওয়ের চীফ মেডিকেল অফিসার স্যার হাসান সুরাবর্দ্দী কর্ত্তৃক প্রদত্ত একটী সুন্দর মূল্যবান ঘড়ি এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীবৃন্দ ও স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত ৫টী রৌপ্য কাপ ও বহু রৌপ্য পদক ছিল।

প্রতিযোগিদের মধ্যে কুমারী জ্যোৎস্না শেঠ, আইভি ব্যানার্জ্জি, মায়া পাল, সতীরাণী চট্টোপাধ্যায়, চামেলী ঘোষ, শোভা কুণ্ডু, নিভাননী উপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বাগচী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

পুরস্কৃত প্রতিযোগিগণ কর্ত্তৃক অর্দ্ধঘণ্টাব্যাপী সঙ্গীতের পর কুমারী সুরমা ভট্টাচার্য্যের উচ্চাঙ্গের খেয়াল, কুমারী কমলা ভট্টাচার্য্যের সেতার ও শ্রীমান মুরারীমোহন মিশ্রের খেয়াল সঙ্গীতে সকলে তৃপ্তিলাভ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল মহাশয় খেয়াল সঙ্গীতে ও সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ধ্রুপদ ও তৎসঙ্গে মৃদঙ্গাচার্য্য শ্রীযুক্ত দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পাখোয়াজ সঙ্গতে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করেন। প্রোফেসর সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্চাঙ্গের খেয়াল সঙ্গীত, প্রোফেসর গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চমৎকার খেয়াল ও ঠুংরী সঙ্গীত ও শ্রীযুক্ত ফণী ভাদুড়ী মহাশয়ের বীণা উপস্থিত সঙ্গীতজ্ঞ ও শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত দীলিপ বেদী মহাশয়ের সুমিষ্ট খেয়াল ও ঠুংরী সকলকে অতিশয় আনন্দ প্রদান করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য্যের সেতার ও প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু মহাশয়ের তবলা সঙ্গত বাস্তবিকই উপভোগ্য হইয়াছিল। অনাথবাবুর সুকণ্ঠ নিঃসৃত দ্বৈত স্বরের খেয়াল ও ঠুংরী সঙ্গীত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এক অপূর্ব্ব আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছিল। সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সুমধুর টপ্পা সঙ্গীতের পর সঙ্গীত প্রতিযোগিতার কার্য্যসূচি সমাপ্ত হয়।

উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে মিষ্টার ও মিসেস এল, পি, মিশ্র (ডিভিসানাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, হাওড়া) মিষ্টার ও মিসেস এফ, এন, বসু (সিনিয়র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ওয়ে এণ্ড ওয়ার্কস, হাওড়া), মিষ্টার ও মিসেস এম, কে, কাউল (সহকারী ষ্টাফ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, হাওড়া), মিষ্টার এস, এস, চৌধুরী (রোলিং ষ্টক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, হাওড়া), মিষ্টার ও মিসেস পি, সি, বসু (প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ার লিলুয়া), মিষ্টার ও মিসেস পি, সি, দে (এমপ্লয়মেণ্ট অফিসার, লিলুয়া) এবং মিষ্টার ও মিসেস কে, এন, রঙ্গরাও (সহকারী ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার, লিলুয়া) বিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত (সেক্রেটারী সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা) প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সঙ্গীত প্রতিযোগিতা কমিটির চেয়ারম্যান ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা কমিটির সম্পাদক, শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু চট্টরাজ, ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক ডাক্তার অনাদিকুমার লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত মদনমোহন চৌধুরী, ডি, সি, মুখার্জ্জি, ইউ, পি, মুখার্জ্জি, টি, এন, লাল, কে, ডি, ব্যানার্জ্জি, রামসত্য ব্যানার্জ্জি, এস, কে, বসু, অজিতকুমার মুখার্জ্জি, সুকুমার বসু, পূর্ণচন্দ্র মজুমদার, ডি, পি, মুখার্জ্জি, জে, পি, আস্থানা, এন, রায়, এন, বি, চ্যাটার্জ্জি, এস, কে, দাশগুপ্ত, এস, দাশ শর্ম্মা, ইনষ্টিটিউটের কর্ম্মচারিগণ এবং অন্যান্য সভ্যগণ এই সঙ্গীত প্রতিযোগিতাটীকে সর্ব্বাংশে সাফল্যে পরিণত করিবার আদ্যন্ত চেষ্টা ও যত্ন বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

নিম্নে পুরস্কৃত প্রতিযোগিবৃন্দের তালিকা বিভিন্ন পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়া প্রদত্ত হইল :—

পুরস্কৃত প্রতিযোগিবৃন্দের তালিকা

১ম পর্য্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত (আধুনিক)
৯ম বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার কুমারী জ্যোৎস্না শেঠ
২য় পুরস্কার কুমারী বাণী মুখার্জ্জী
৩য় " { " ভগবতী বসাক / " ভ্রামরী বসু }
কন্‌সোলেসন্ পুরস্কার কুমারী যমুনা মুখার্জ্জী

২য় পর্য্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত (খেয়াল) ৯ম বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার কুমারী জ্যোৎস্না শেঠ
২য় " " লীলা মিত্র
৩য় " { " ভগবতী বসাক / " সতীরাণী চ্যাটার্জ্জী }
৪র্থ " " ভ্রামরী বসু
কন্‌সোলেসন পুরস্কার কুমারী রাত্রী চক্রবর্ত্তি

৩য় পর্য্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত (খেয়াল) চৌদ্দ বৎসরের উর্দ্ধতম বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার কুমারী মায়া পাল

৪র্থ পর্য্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত (আধুনিক) চৌদ্দ বৎসরের উর্দ্ধতম বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার কুমারী মায়া পাল

৫ম পর্য্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত (খেয়াল) ৯ম বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'বি')

১ম পুরস্কার কুমারী ইরারাণী ঘোষ

৬ষ্ঠ পর্য্যায় কণ্ঠসঙ্গীত (খেয়াল) দশ হইতে চৌদ্দ বৎসরের বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'বি')

১ম পুরস্কার { কুমারী নমিতা মিত্র / " চামেলি ঘোষ }

৭ম পর্য্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত (আধুনিক) ৯ম বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'বি')

১ম পুরস্কার কুমারী ইরারাণী ঘোষ

৮ম পর্য্যায় ঃ—কণ্ঠসঙ্গীত (আধুনিক) দশ হইতে চৌদ্দ বৎসরের বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'বি')

১ম পুরস্কার { কুমারী চামেলি ঘোষ, „ নিভাননি উপাধ্যায় }

৯ম পর্য্যায় ঃ—কণ্ঠসঙ্গীত (কীর্ত্তন) দশ হইতে চৌদ্দ বৎসরের বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'বি')

১ম পুরস্কার কুমারী নিভাননি উপাধ্যায়
২য় „ „ কল্যাণী ব্যানার্জ্জি

১০ম পর্য্যায় ঃ—কণ্ঠসঙ্গীত (ঠুংরী) দশ হইতে চৌদ্দ বৎসরের বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'বি')

১ম পুরস্কার কুমারী নিভাননি উপাধ্যায়

১১শ পর্য্যায় ঃ—কণ্ঠসঙ্গীত (ধ্রুপদ) চৌদ্দ বৎসরের উর্দ্ধতম বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'বি')

১ম পুরস্কার কুমারী সুধা ব্যানার্জ্জি

১২শ পর্য্যায় ঃ—কণ্ঠসঙ্গীত (আধুনিক) দশ হইতে চৌদ্দ বৎসরের বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার কুমারী চামেলী ঘোষ
২য় „ { কুমারী আইভী ব্যানার্জ্জি, „ ইলা চক্রবর্ত্তী }
৩য় „ { কুমারী মঞ্জরী মুখার্জ্জী, „ কনকলতা বসু }

১৩শ পর্য্যায় ঃ—কণ্ঠসঙ্গীত (খেয়াল) দশ হইতে চৌদ্দ বৎসরের বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার কুমারী আইভী ব্যানার্জ্জী
২য় „ { কুমারী চামেলী ঘোষ, „ কৃষ্ণা দেবি }
৩য় „ { শিউলী সরকার, নীলিমা চক্রবর্ত্তী }

১৪শ পর্য্যায় ঃ—কণ্ঠসঙ্গীত (ধ্রুপদ) বার বৎসরের উর্দ্ধতম বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার কুমারী উমা রায়

১৫শ পর্য্যায় ঃ—কণ্ঠসঙ্গীত (ধ্রুপদ) বার বৎসরের উর্দ্ধতম বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার কুমারী সতীরাণী চ্যাটার্জ্জী
২য় „ „ নীলিমা চক্রবর্ত্তী

১৬শ পর্য্যায় ঃ—কণ্ঠসঙ্গীত (কীর্ত্তন) বার বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার কুমারী আইভী ব্যানার্জ্জী
২য় „ „ নীলিমা চক্রবর্ত্তী

১৭শ পর্য্যায় ঃ—কণ্ঠসঙ্গীত (কীর্ত্তন) বার বৎসরের উর্দ্ধতম বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার কুমারী কনকলতা বসু

১৮শ পর্য্যায় ঃ—কণ্ঠসঙ্গীত (ঠুংরী) বার বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার কুমারী বীণাপাণি ঘোষ

১৯শ পর্য্যায় ঃ—কণ্ঠসঙ্গীত (টপ্পা) বার বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার কুমারী বীণাপাণি ঘোষ

২০শ পর্য্যায় ঃ—যন্ত্রসঙ্গীত (সেতার) বার বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার কুমারী উষা গোভিলা

২১শ পর্য্যায় ঃ—যন্ত্রসঙ্গীত (সেতার) বার বৎসরের উর্দ্ধতম বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার কুমারী শোভা কুণ্ডু
২য় „ শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী চ্যাটার্জ্জি

২২শ পর্য্যায় :—যন্ত্রসঙ্গীত (এসরাজ)
বার বৎসরের উৰ্দ্ধতম বালিকাবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী চ্যাটার্জ্জি

২৩শ পর্য্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত (আধুনিক)
ষোল বৎসরের উৰ্দ্ধতম বালকবৃন্দ (বিভাগ 'বি')

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বাগচি
২য় „ „ বসন্তকুমার ঘোষ

২৪শ পর্য্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত (খেয়াল)
ষোল বৎসরের উৰ্দ্ধতম বালকবৃন্দ (বিভাগ 'বি')

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বাগচি
২য় „ „ ফণীভূষণ ব্যানার্জ্জি

২৫শ পর্য্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত (ঠুংরী)
ষোল বৎসরের উৰ্দ্ধতম বালকবৃন্দ (বিভাগ 'বি')

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বাগচি

২৬শ পর্য্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত (টপ্পা)
ষোল বৎসরের উৰ্দ্ধতম বালকবৃন্দ (বিভাগ 'বি')

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বাগচি

২৭শ পর্য্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত (আধুনিক)
দশ বৎসর পর্য্যন্ত বালকবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

২৮শ পর্য্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত (আধুনিক)
এগার হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত বালকবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

২৯শ পর্য্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত (খেয়াল)
দশ বৎসর পর্য্যন্ত বালকবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

৩০শ পর্য্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত (খেয়াল) এগার হইতে ষোল বৎসরের বালকবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

৩১শ পর্য্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত (আধুনিক)
ষোল বৎসরের উৰ্দ্ধতম বালকবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
২য় „ „ পরেশ চন্দ্র দে
৩য় „ „ নারায়ণ চন্দ্র পালুই

৩২শ পর্য্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত (কীর্ত্তন) ষোল বৎসরের উৰ্দ্ধতম বালকবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

৩৩শ পর্য্যায় :—যন্ত্রসঙ্গীত (সেতার) ষোল বৎসরের উৰ্দ্ধতম বালকবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত সুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত
২য় „ „ ধনকৃষ্ণ দে

৩৪শ পর্য্যায় :—যন্ত্রসঙ্গীত (এসরাজ) ষোল বৎসরের উৰ্দ্ধতম বালকবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী

৩৫শ পর্য্যায় :—কণ্ঠসঙ্গীত (খেয়াল) ষোল বৎসরের উৰ্দ্ধতম বালকবৃন্দ (বিভাগ 'এ')

১ম পুরস্কার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ বাগচি
২য় „ „ ফণীভূষণ ব্যানার্জ্জী
৩য় „ „ বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তি
৪র্থ „ „ জগদীশচন্দ্র বসু

সঙ্গীত আলাপের বিশেষ পুরস্কার

খেয়াল—কুমারী সুরমা ভট্টাচার্য্য
সেতার— „ কমলা ব্যানার্জ্জী
খেয়াল—শ্রীযুক্ত মুরারীমোহন মিশ্র

—

প্রাচ্যনৃত্যকুশলা কুমারী শ্রীমতী দেবী

গত ১৬ই ও ১৭ই মার্চ্চ কলিকাতা ওল্ড এম্পায়ার মঞ্চে শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব্ব ছাত্রী কুমারী শ্রীমতী দেবীর প্রাচ্যনৃত্যের আয়োজন হইয়াছিল। এই

নৃত্যানুষ্ঠানে তিনি যে সমস্ত নৃত্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'মন্দির পথে', 'বসন্ত', 'নটরাজ', 'গর্ব্বা', প্রভৃতি নৃত্য কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়াছিল। অধিকাংশ নৃত্যেই কথাকলি ও মণিপুরী নৃত্যের মিশ্রণ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। নৃত্যের পরিকল্পনা, সাজসজ্জা, দৃশ্যপট ও আলোক-সম্পাত সুন্দর ও সুরুচিসম্মত হইয়াছে। নৃত্যানুসঙ্গিক সুরশিল্পী তিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত সুধীন দত্তের সঙ্গীত পরিচালনা সত্যই প্রশংসনীয় হইয়াছিল। তিমিরবাবুর স্বরোদ বাদ্য তাঁহার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই নৃত্যাদির সাফল্যের জন্য কুমারী শ্রীমতী দেবীকে আমরা বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পরলোকে সুপ্রসিদ্ধ বেহালা বাদক

চট্টগ্রাম কোয়েপাড়া নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ বেহালা বাদক তিনকড়ি দে মহাশয় হঠাৎ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ১৭ই মার্চ্চ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনকড়িবাবু চট্টগ্রাম নিবাসী হইলেও ঢাকা সহরেই তাঁহার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। চট্টগ্রামের খ্যাত-নামা বেহালা বাদক শ্রীআনন্দচন্দ্র আইচ মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ বেহালাদারের নিকট তিনকড়ি বাবু বেহালা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে চট্টগ্রামের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত সাধক ও আর্য্য সঙ্গীত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দাস মহাশয়ের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তিনকড়ি বাবুর ন্যায় একজন প্রকৃত সুরসাধক বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে বিরল। অধুনা ঢাকা সহরে যে কয়জন বেহালা বাদকের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহারা সকলেই প্রায় তিনকড়িবাবুর ছাত্র। এইরূপ একজন বেহালা বাদকের অকাল মৃত্যুতে বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রের বিশেষ ক্ষতি হইল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জানাইয়া পরলোকগত আত্মার শান্তিকামনা করিতেছি।

সঙ্গীত সম্মিলনী

(বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণী সভা)

গত শনিবার ২১শে মার্চ্চ বৈকাল পাঁচ ঘটিকার সময় কলিকাতা টাউন হলে মাননীয় সন্তোষাধিপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়চৌধুরী বাহাদুরের সভাপতিত্বে সঙ্গীত সম্মিলনীর পারিতোষিক বিতরণী সভার কার্য্যাদি সুচারু-রূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভার প্রারম্ভে সম্মিলনীর উচ্চশ্রেণীর ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক একটি বৈদিক গান গীত হয়। অতঃপর উচ্চশ্রেণীর কয়েকটী বালিকা একটি বাংলা গান অত্যন্ত প্রাণস্পর্শীভাবে গীত করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত সাধনা বসুর শিক্ষাধীনস্থ ছাত্রীগণ যথা:—কুমারী গৌরী সেন, মঞ্জুলা দে, বিনীতা দে, লক্ষ্মী সেনগুপ্তা, অঞ্জলি বসু, প্রভৃতির সমবেত নৃত্যটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। নব উপাধিপ্রাপ্তা গীতশ্রী কুমারী রেণুকণা মোদক ও গীতশ্রী শ্রীযুক্তা বিজলীরাণী দত্তের দ্বৈত হিন্দী খেয়াল গানে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষভাবে মুগ্ধ হন। সম্মিলনীর ছাত্র ও ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক পাহাড়ী গৎখানি অতিশয় নিপুণতার সহিত বাদিত হইয়াছিল। কুমারী রেণুকণা মোদকের প্রাচ্যনৃত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। আশা করি এই বালিকাটি প্রাচ্যনৃত্যে খ্যাতিলাভ করিবে। পরিশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে সম্মিলনী কার্য্যাদির জন্য আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন। পরে সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা প্রমদা চৌধুরাণী বার্ষিক কার্য্য-তালিকা পাঠ করিবার পর মাননীয় ডি, পি, খৈতান মহাশয় এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর মিসেস্ উড্‌হেড্ মহোদয়া বালিকাদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করেন। এই অনুষ্ঠানে কলিকাতার বিশিষ্ট খ্যাতনামা ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়া সভার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা ৭টার সময় সভাভঙ্গ হয়।

সঙ্গীত-সঙ্ঘ

গত ২২-এ মার্চ্চ কলিকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সঙ্গীত-সঙ্ঘে এক বিরাট জলসার আয়োজন হইয়াছিল। এই জলসায় সঙ্ঘের ছাত্রীগণ, যথা—কুমারী সুষমা ও শান্তা দেবীর দ্বৈত ধ্রুপদ, সাবিত্রী বসুর ঠুংরী, মেনকা দাশগুপ্তার খেয়াল, স্মৃতিকণার বাংলা গান, নীরুবালা ও সুষমার সমবেত সেতার ও এস্রাজ বাদ্য অত্যন্ত প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল। জলসায় কলিকাতার খ্যাতনামা ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ যোগদান করিয়াছিলেন। জলযোগাদির পর রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় জলসা সমাপ্ত হয়।

সম্পাদক—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতবিশারদ শ্রীগিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী।
পরিচালক—অধ্যাপক শ্রীমন্মথমোহন বসু, এম-এ।